



ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ } କାର୍ତ୍ତିକ, ୧୯୪୪ { ୨ୟ ମଧ୍ୟମା



ଅଭିନବ-ବ୍ରହ୍ମକୁସୁମନ ଶ୍ରେଣୀବତୀ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଧୌରନ୍ଧ୍ର

ଲମ୍ବାନକ-ତ୍ରିହସ୍ତିବୀରୀ ଶ୍ରୀମହାକ୍ତିନେତା ଶ୍ରୀବିକ୍ରମ ସହାୟକ

କାଷ୍ଠାଳୟ-ଶ୍ରୀବେଦାନ୍ତ ମୌଡ଼ିୟ ଘର, ଲୋକ ସଂହାର (ମୌଡ଼ିୟ) ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সন্মতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—মিত্যলীলাপ্রবিশ্ট ঔষধিগোপাল

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্গপতি—পরিব্রাজকাচার্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত শ্রীমতী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্গ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত উদ্ধমন্ত্রী মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ, বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকবজ্রন দাসাধিকারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তিসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিবৃন্দ

পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তবজ্রন মণ্ডল, কবিত্বব্রত

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব-কর্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

তেবরিপাড়া, পোঃ নবরীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবরীপস্থ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা
 আচার্য্যাবর্য্য পরমহংস অন্তোত্তরশেখর শ্রী
 শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজে



নমো ঐ বিকৃপাকার আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।
 শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিমে ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
 শ্রীধাম নবদ্বীপ (বলীয়া)।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

চতুস্ত্রীংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাক্ষ ৪৯৬ বিষ্ণু হইতে ৪৯৭ গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৮৮ ফাল্গুন হইতে ১৩৮৯ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৮২ মার্চ হইতে ১৯৮৩ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—

শ্রীনবযোগেন্দ্র অন্নচাক্সী, ভক্তিবান্ধব

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥*॥ বার্ষিক ভিক্ষা—১০'০০ টাকা ॥*॥

८६३३२५-वर्ष बिदेगोदीय-अधिकार

२५-१८

विभव

महाराष्ट्र के भूगोल

[illegible]

বিষয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
গৌরাজ-বন্দনা—শ্রীশ্রী (কবিতা)	১।৩৪
গৌরাজ-স্বাক্ষরতরুঃ—মানুবাদং শ্রী [শ্রীল-বসুনাথদাস-গোস্বামি- প্রভুধ্বরেণ বিরচিতম্]	৮।২৫৭
চৈতন্যচন্দ্রিকা—মানুবাদং শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্ রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	৭।২২১
জেলা-শাসকের পত্র (নদীয়া)	৬।২২০
তত্ত্বকর্ষ-প্রবর্তন	৪।১২১, ৪।১৫৭
তমলুকে বিরাট ধর্মসভা	৬।২১৭
তোষণীর কথা	৮।২৬১
ত্রিদিগ্গ-গন্যাসী স্বামী ভক্তিবাদ্য আচার্য মহারাজ (জীবনী)	৪।১৪৩
দেবদেবীর পূজা ও বলিদান	৩।২৪, ৪।১৩১, ৬।২০১, ৮।২৭২, ৯।৩১২, ১০।৩৬৬, ১১।৩৯৯, ১২।৪১৯
দেবানন্দ গোড়ীয় মঠ ও তার জনহিতকর কার্যাবলী—শ্রী ধৈর্য	৬।২১৯ ৩।৮৪
নবদ্বীপধাম-পত্রিকা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব—শ্রী (সাময়িকী)	২।৭৪
নবদ্বীপধাম-পত্রিকা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব—শ্রী (নিমন্ত্রণ-পত্র)	১২।৪৪৫
নিবেদন	১২।৪৪৩
নিশ্চয়	২।৪৭
পত্রোত্তর—(শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল)	৭।২৪২, ১০।৩৪৯
পরলোকে শ্রীপাদ মোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী, বাগভূষণ	১২।৪৩৬
পিছলদা গোড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব—শ্রী	৪।১৮২
বর্ষোদ্‌যাত	১।৯
বিদেশে প্রবাসী ভারতের এক কৃতি-সন্তানের শ্রীমঠ দর্শনান্তে পত্রে অভিমত	১২।৪৩৪
বিরহীর বিরহ	১০।৩৭১, ১১।৪০৩
বিশ্বনাথ চক্রেবর্তী ঠাকুর—শ্রী	১০।৩৩৬

বিষয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
বৈচিত্র্যই দর্শনের বৈশিষ্ট্য	৯১৩২
বৈষ্ণব-দর্শন	৫১৫২, ৬১৮৭, ৭২১৪
বৃন্দাবনষ্টকম্—সানুবাদঃ শ্রী শ্রী [শ্রীল-বিশ্বনাথ-ঠাকুর- বিরচিতম্]	২৪১
বাসপুত্রা-মহোৎসব—শ্রী শ্রী (নিমন্ত্রণ-পত্র)	১১৪০৮
ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে ?	১২৩
ভগবদ্দর্শন—শ্রী	১৩
ভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজের নির্ঘাণ-লীলা—শ্রীল	১২৪৩৮
ভ্রম-সংশোধন [স্বামী ভক্তিবিনোদ আচার্য্য মহারাজের জন্ম-মাস— মার্চের পরিবর্তে ফেব্রুয়ারী ; ১৯শে মাস, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ]	১০৩৭০
মুকুন্দষ্টকম্—সানুবাদঃ শ্রী [শ্রীল-বিশ্বনাথদাস-গোস্বামিনা বিরচিতম্]	১১৩৭৩
মেঘালয় গোড়ীয়া মঠে বুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব—শ্রী	৭২৫২
রামচন্দ্র-স্তোত্রম্—সানুবাদঃ শ্রী শ্রী [শ্রীপদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়]	৫১৪৯
রাষ্ট্রপতির পত্র (জামী ফৈজ সিং)	৮২৯২
লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম	১৩১
শব্দ ও শব্দব্রহ্ম	৩১০০
শক্তি-পরিণত জগৎ	৪১১৬
শ্রীগুরুপূজা বা বাসপুত্রা	২৭২
শ্রীমদ্ভাগবত	৩৮০
শ্রীগোপালজী গোড়ীয়া প্রচারকেন্দ্রে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব	৫১৮১
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী	২৫৬
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিবাসরে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি	২৬৩, ৩২১
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ-সরোজে দীনের শ্রদ্ধাঞ্জলি	৬২০০

বিষয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শ্রীমন্তকৃষ্ণপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব (নিমন্ত্রণ-পত্র)	৮।২২১ (ক)
শ্রীমন্তকৃষ্ণপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব (সাময়িকী)	৯।৩২৯
শ্রীমন্তকৃষ্ণপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথিযাত্রার ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি	৯।৩৪৯
শ্রীমন্তকৃষ্ণপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-বাসতে এ-দীনের শ্রদ্ধাঞ্জলি	১০।৩৫১
শ্রীমন্তকৃষ্ণবেদান্ত বামন মহারাজের ইচ্ছাচর্যকমলে	৯।২১৫
শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের তিরোধান	৫।১৬৪
শ্রীল ভক্তিবাদান্ত আচার্য্য মহারাজের সম্মান-বেশাশ্রয় সন্দর্শনে	৭।২৭১
শ্রীল শ্রীমতী মহারাজের নিষ্যাগ-লীলা	১২।৪৩৮
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসবে আহ্বান	৪।১৪৭
শ্রীশ্রীশচীস্বষ্টকম্—সাহসবাদঃ [শ্রীমদ্ রঘুনাথদাস-গোস্বামি- বিরচিতম্]	৩।৭৭
যজ্ঞনারায়ণ-স্মরণে	২।৬৯
স্টেটমেন্ট (Statement about ownership and particulars about Newspaper "Shri Goudiya-Patrika.")	১ ৪০
সদ-ভাগ	৬।১২৩, ৭।২২৮
সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব- তিথিপূজা ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব—শ্রীল	৫।১৮৩
সঙ্জন—কপালু (১), অকৃত-জোহ (২)	১১।৩৭৬, ১২।৪১১
নাথুভূক্তি	৯।২৯৯, ১০।৩৪১, ১১।৩৮০, ১২।৪১৪
সাময়িকী-বার্তা (শ্রীগৌর-সারস্বত মঠের)	১২।৪৩৩
স্বধামে প্রপূজ্যচরণ ত্রিদণ্ডিয্যমী ১০৮ শ্রী শ্রীমন্তকৃষ্ণদয় বন মহারাজ	৬।২১৪
হরিই সার—শ্রী	১।২৯

। শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ ।

স বৈ পুংসাং পরো ধন্যো যতো ভক্তিরধোকজে ।

ধন্যঃ যতুজিতঃ পুংসাং বিশ্বকসেন কপাহু যঃ ।



নোংপাদয়েই যপি রতিঃ শ্রাম এব হি কেবলম্ ।

অষ্টৈতু কাপ্রতিহতা যযাজ্ঞা সূপ্রদীপতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আশ্র-পরসন্ন ।
অধোকজে অষ্টৈতু কী ভক্তি বিশ্বশূন্য ।

অন্য ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পও সেই শ্রম ।

৩৪শ বর্ষ

২৯ গোবিন্দ, প্রহ্লাদ, ৪২৫ গোরাঙ্গ

২৫ ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৮৮ ; ইং ৯/৩/১৯৮২

১ম সংখ্যা

সান্নিধ্য

শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্

[শ্রীগোপালতাপনীয়-শ্রুতিস্মৃতম্]

নমো বিশ্বম্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে ।

বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ১ ॥

যিনি বিশ্বম্বরূপায় এবং বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, সেই বিশ্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দকে আমি পুনঃপুনঃ নন্দন্য করি ॥ ১ ॥

নমো বিজ্ঞান-রূপায় পরমানন্দ-রূপিণে ।

কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ২ ॥

যিনি জ্ঞান ও পরমানন্দ-রূপ, সেই :গোবিন্দ-গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণকে আমি পুনঃপুনঃ প্রায় করি ॥ ২ ॥

নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমল-মালিনে ।

নমঃ কমল-নাভায় কমলা-পতয়ে নমঃ ॥ ৩ ॥

যিনি পদ্মলোচন, পদ্মমালী ও পদ্মনাভ, সেই পদ্মাপতীকে আমি নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে ।

রমা-মানস-সংহায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৪ ॥

ঋাহার শিরোদেশ যযুর-পুচ্ছে সুশোভিত, যিনি অপরিমিত-জ্ঞানময় ও যিনি লক্ষ্মীদেবীর মানস-সরোবরে হংস-স্বরূপ, সেই শ্রীগোবিন্দকে আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

কংসবংশ-বিনাশায় কেশি-চানুর-ঘাতিনে ।

বৃষভধ্বজ-বন্দ্যায় পার্থ-সারথয়ে নমঃ ॥ ৫ ॥

যিনি কংসবংশ-ধ্বংসকারী, যিনি কেশী ও চানুর-ঘাতী এবং যিনি শ্রীমহাদেবেরও বন্দনীয়, সেই অর্জুন-সারথী শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

বেণুবাদন-শীলার গোপালায়াহি-মর্দনে ।

কালিন্দী কুল-লোলায় লোল-কুণ্ডল-ধারণে ॥ ৬ ॥

বল্লবী-নয়নাঙ্কোজ-মালিনে নৃত্যশালিনে ।

নমঃ প্রণত-পালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৭ ॥

যিনি বেণু-বাদন-পরায়ণ, গো-পালক, কালিন্দ-মর্দন, যমুনা-কুল-বিহারী, চঞ্চল-কুণ্ডল-পরিশোভিত, গোপীগণের নয়ন-কমল-গ্রথিত-মালাধারী, নৃত্য-পরায়ণ ও প্রণত-জনের প্রতিপালক, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করি ॥ ৬-৭ ॥

নমঃ পাপ-প্রণাশায় গোবর্দ্ধন-ধরায় চ ।

পুতনা-জীবিতান্তায় তৃণাবর্তাসু-হারিণে ॥ ৮ ॥

যিনি পাপ-বিনাশন, গোবর্দ্ধন-ধারী, পুতনা-বিনাশকারী ও তৃণাবর্ত-প্রাণ-সংহারী, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

নিষ্কলায় বিমোহায় শৃঙ্গধারাসুধ-বৈরিণে ।

অধিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৯ ॥

যিনি পূর্ণ-স্বরূপ, মোহ-বর্জিত, পরম বিমুক্ত, পরম পাবন, অদ্বিতীয় ও সর্ব-পূজ্য, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করি ॥ ৯ ॥

প্রসাদ পরমানন্দ ! প্রসাদ পরমেশ্বর ! ।

আধি-ব্যাধি-ভুজঙ্গেন দষ্টং মামদুশ্বর প্রভো ! ॥ ১০ ॥

হে পরমানন্দ-স্বরূপ ! হে পরমেশ্বর ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ; হে প্রভো ! মনঃপীড়া-রূপ ও ব্যাধি-রূপ কাল-ভুজঙ্গ আমাকে দংশন করিয়াছে, তাহা হইতে আপনি আমাকে উদ্ধার করুন ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ! রুদ্রিণীকান্ত ! গোপীজন-মনোহর ! ।

সংসার-সাগরে মগ্নং মামদুশ্বর জগদ্গুরুনো ॥ ১১ ॥

হে কৃষ্ণ ! হে রুদ্রিণী-কান্ত ! হে গোপীজন-চিত্তাপহারীন্ ! হে জগদ্গুরু ! আমি সংসার-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন ॥ ১১ ॥

কেশব ! ক্রেশহরণ ! নারায়ণ ! জনান্দন ! ।

গোবিন্দায় ! পরমানন্দ ! মাং সমদুশ্বর মাধব ! ॥ ১২ ॥

হে কেশব ! হে ক্রেশ-বিনাশন ! হে নারায়ণ ! হে জনান্দন ! হে গোবিন্দ ! হে পরমানন্দ ! হে মাধব ! আপনি আমাকে উদ্ধার করুন ॥ ১২ ॥

শ্রীভগবদ্দর্শন

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ পরতত্ত্ব-বস্তু । সেই অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্ব-বস্তু-দর্শনের ত্রিবিধ প্রতীতি বর্তমান । সেই প্রতীতি ক্রমশঃ 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্' নামে অভিহিত হয় । ভগবৎ-দর্শনই পূর্ণ-দর্শন । সেই অখণ্ড-তত্ত্বের আংশিক দর্শনের নাম—ব্রহ্ম ও পরমায়-দর্শন । ব্রহ্ম ভগবানের পদনখজ্যোতি-স্বরূপ । যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

যদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্ম তমুভা

য আত্মানুভবামি পুরুষ ইতি সৌহৃদ্যাংশবিভবঃ ।

অর্থাৎ, উপনিষদগণ যাহাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভুর অঙ্গকাস্তি; যাহাকে যোগশাস্ত্র অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশ-স্বরূপ। সদগুরু-চরণাশ্রয় করিলে এইসকল তত্ত্ব উপলব্ধির বিষয় হয়।

‘সৎ’-শব্দের অর্থ-নিত্য-সত্তাবিশিষ্ট অথবা যাহার নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য বর্তমান। আর সদগুরুর অর্থ—যে-গুরুর নিত্য রূপ, আকারাদি বর্তমান অর্থাৎ যিনি পৃথকভাবে নিজে নিত্য-সত্তাবিশিষ্ট থাকিয়া নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা-বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভগবানের সেবা করিয়া জীবগণকে তাহাদের নিত্য অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রুতি বলেন,—“ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ”। এখানে বহু বচনান্ত ‘সুরয়’ শব্দে মুক্তগণ ‘সদা’ শব্দে নিত্যকাল : অর্থাৎ দিবাসূর্য্যগণ (মুক্তগণ) নিত্যকাল বিষ্ণুর পরম-পদ দর্শন করেন। বিষ্ণু নিত্য, সূর্য্যগণ নিত্য, তাহাদের দর্শনও নিত্য—ইহাই পূর্ণ-দর্শন। আবার অন্যত্র,—“নিত্যো নিত্যানাম” এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা জানা যায় যে, ভগবান বিষ্ণু নিত্যবস্ত-সমূহের ন্যায়ও নিত্য-হরূপ। অতএব “একেহং বহু স্যাম্” অর্থাৎ একই অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব বহুরূপে প্রকাশিত এবং তাহার সকলেই নিত্য—ইহাই জানা যায়। অন্যদিকে যাহারা মুক্তিতে তাহাদের সত্তা লোপ করিয়া ব্রহ্মে লীন হইয়া যাইতে চাহেন, তাহারাই “অসৎ”। কেননা, পরে তাহাদের কোন সত্তাই থাকিবে না। সত্তাহীন বস্তুই অসৎ অর্থাৎ যাহা থাকে না বা থাকিবে না—তাহাই অসৎ।

শাস্ত্রে অসৎসঙ্গ ভাগের যে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে উপরিউক্ত অসৎসঙ্গ পরিত্যাগের বিষয়ই বলা হইয়াছে। সৎ ও অসৎ বলিলে বৈদান্তিকগণ ও সাহিত্যিকগণ পরস্পর যে যে ধারণাতে উপনীত হন, তাহা সম্পূর্ণ পৃথক্। সাহিত্যিক এবং সাধারণ লোক এই অসৎ বলিতে চোর, ডাকাত, মিথ্যাবাদী প্রভৃতিকে লক্ষ্য করেন এবং তাহার বিপরীত ভাবেই “সৎ” বলিয়া ধারণা করেন। কিন্তু বৈদান্তিক বা পৌরাণিকগণ ‘সৎ’ শব্দে নিত্য-সত্তা-বিশিষ্ট বস্তু বা ভাবেই লক্ষ্য করেন এবং ‘অসৎ’ শব্দে যাহার সত্তা নাই তাহাকেই বুঝিয়া থাকেন। অতএব বিচার করিলে দেখা যায় যে, যাহারা উপাস্য-

তত্ত্বকে নির্বিশেষ, নিরাকার, নিঃশক্তিক আখ্যা দিয়া থাকেন, তাহাদের সঙ্গই অসংসঙ্গ। যাহারা মুক্তির পর নিজের সত্তা সেই নিঃশক্তিক ও নির্বিশেষ ব্রহ্মে Immerge (লয়) করাইয়া নিজ-সত্তা লোপ করিতে চাহেন, তাহাদিগকেই অসংসঙ্গ বলা হয়। 'সং'-শব্দের উৎপত্তি 'অস্' ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে। অস্ ধাতু সত্তা অর্থে প্রয়োগ করা হয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হইবে। এক গ্লাস জল রাখা হইয়াছে। সেই এক গ্লাস জলের একটি পৃথক্ সত্তা বর্তমান। সেই জল নদীতে ঢালিয়া দিলে তাহা যেমন আর পাওয়া যাইবে না, অর্থাৎ তাহা নদীর জলেই পরিণত হয়, সেইরূপ বুদ্ধিতে হইবে। ঐ গ্লাসের জলকে পৃথক্ করিয়া নদী হইতে বাহির করিবার উপায় নাই। মুক্তির খাতিরে ধরা যাক্, মুক্তির পরে এই অবিজ্ঞানপ্রসূ জীব ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, 'Complete Annihilation to Brahma'-এর একটাও প্রমাণ-শাস্ত্রে আছে কি? কি যদি বলা যায়,—অঘাসুর, শিশুপালাদি তাহার প্রমাণ। তবে তাহার উত্তর এই যে, সে বিচারটিও আনুরিক চিন্তাস্রোত হইতে জাত হইয়াছে। অধিকন্তু এই মত-প্রবর্তক আচার্য্য শঙ্করেরও Complete Annihilation (ব্রহ্মে লয়) কি হইয়াছিল? যদি ধরা যায়, শ্রীশঙ্করের এই অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা হইলে শঙ্কর-সম্প্রদায়ভুক্ত বিচারণ্য ভারতীকে শঙ্করের অবতার বলা হয় কি প্রকারে? শঙ্করেরও পৃথক্ সত্তা নাই। তিনিই অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই পুনরায় আসিলেন কেমন করিয়া? অতীতকে আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার পরমগুরুদেব গোঁড়পাদের রচিত মাণ্ড্যাক্যকারিকা গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়া তাঁহার গুরু গোবিন্দপাদকে দিয়া শ্রীগোঁড়পাদের দ্বারা সমর্থিত করাইয়াছিলেন। ইহা শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। ইহাই বা কিপ্রকারে সম্ভব? যদি শ্রীগোঁড়পাদের Complete Annihilation (ব্রহ্মে লয়) স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে শ্রীগোঁড়পাদের সহিত শ্রীগোবিন্দপাদের পুনঃ সাক্ষাৎ কি-প্রকারে সম্ভব হয়? তাই মায়াবাদ-প্রচলিত ব্রহ্মে লয় নিত্যন্ত প্রমাণহীন, সুতরাং অর্থোক্তিক। পদ্মপুরাণ বলেন,—“মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রম্” এবং শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, “ততো হুংসঙ্গমুংসৃজ্য সংসৃজ্যেজত বুদ্ধিমান্”। সেইজন্য যাহারা নিত্য-সত্তার বিরোধী, তাহাদেরই হুংসঙ্গ বলা হইয়াছে এবং তাহাদের সঙ্গই বর্জনীয়।

ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়ই শ্রীনারদ গোস্বামীকে মুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন; এমন কি, মায়াবাদি-সম্প্রদায়ও তাঁহাকে গুরুত্ব বরণ করিতে আপত্তি করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত আছে,—

গোবিন্দ-ভুক্তগুণায়ানং দ্বারবতাঃ কুরুদহ।

অবাংসীনারদোহভীক্ষঃ কৃষ্ণোপাসন-লালসঃ ॥

অর্থাৎ, নারদ গোস্বামী কৃষ্ণোপাসনাতে লালসায়ুক্ত হইয়া দ্বারকা-পুরীতে বাসুদেব-গৃহে নিরন্তর আসিতেন। এখন বিচারের বিষয় এই যে,—নারদ গোস্বামী মুক্ত কি-না? যদি মুক্ত হন, তবে মুক্তির পরেও তাঁহার কৃষ্ণ-উপাসনাতে লালসা হইয়াছিল একরূপ দেখা যায়। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, মুক্তির পরেও জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা—এই ত্রিপুটি বিনাশ হয় না। শাস্ত্র বলেন,—“যুক্তা জপি লীলয়া বিগ্রহং কৃদ্যা ভগবন্তুং ভক্তন্তে,” “রসো বৈ সঃ”, “সদা পশুস্তি সূরয়ঃ” ইত্যাদি। এইসকল শ্রুতিবাক্য মুক্তিতেও উপাস্য, উপাসনা ও উপাসকের নিত্যসত্তা স্বীকার করেন। কিন্তু মায়াবাদিগণ এইসকল বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া বাসুদেবকে ভ্রান্ত অদ্বৈতবাদি বলিয়াছেন।

“যেহন্ত্যেহরবিন্দাঙ্ক বিমুক্তমামিনঃ”, “নৈদর্শ্যামপাচ্যাতভাব-বজ্জিতং,” “জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য” প্রভৃতি শ্লোকে ভগবদ্ভক্তিবহীন কেবল জ্ঞান দীক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ভগবান্ একান্তিক ভক্তিরই বশ—“ভক্তাহমেকয়া গ্রাহঃ”। এইজন্য নিখিল শাস্ত্র ভক্তিরই অধিক মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। ভক্তি-দ্বারাই ভগবদ্ দর্শন সম্ভব, অন্যথা খণ্ড-দর্শন অবশ্যভাবী। আর একটি কথা এই যে, মায়াবাদিগণ পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্য-সকলের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া শ্রীবাসুদেবের বেদোক্ত পৌরাণিক বাক্যগুলিকে ভ্রান্তিময় বলেন। কিন্তু অপরদিকে শ্রীমদ্ব্যাহ্যপ্রভুর যুগত বৈষ্ণবসকল তাঁহার অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ স্বীকার করত পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্য সকলের অপূর্ব সমন্বয় বিধান করিয়াছেন।

উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার তত্ত্ব নিরূপণই শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সুখপ্রাপ্তি, আর দুঃখ-নিবৃত্তি সকলেরই প্রয়োজন। শ্রীভগবৎপ্রেমে জাত্যন্তিক সুখ প্রাপ্তি এবং দুঃখ-নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ অন্য উপায়ে সুখ লাভ হইলেও সে সুখ অফুরন্ত নহে; দুঃখ-নিবৃত্তি ঘটিলেও সমূলে দুঃখ বিনাশ হয় না, আবার দুঃখভোগের সম্ভাবনা থাকে।

শ্রীভগবৎ-প্রেমে যে সুখপ্রাপ্তি, তাহা অকুরন্ত। তাহাতেই সম্যক্ হুঃখ নিবৃত্তি ঘটে; কখনও হুঃখ-স্পর্শ-লেশের সম্ভাবনা থাকে না। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাণ্ডুল, তথা মায়াবাদ-মতে যে মুক্তির কথা বলা হয়, তাহা সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে আতাত্ত্বিক হুঃখ-নিবৃত্তিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে। কিন্তু সাধারণভাবে দেখা যায় যে, সুখই সকলের কাম্য। সকলের যাবতীয় চেষ্টির মূলে হুঃখ দূর করিয়া সুখই একমাত্র প্রয়োজন। এস্থলে উদাহরণস্বরূপ ধরা হউক,—একটি লোকের হাতে ধা হইয়াছে, সুতরাং নিরাময়ই প্রয়োজন। একজন ডাক্তার আতাত্ত্বিক হুঃখ-নিবৃত্তিই প্রয়োজন জানিয়া তাহার হাতখানা কাটিয়া দিতে প্রণোদিত করিলেন। কেন না, যদি হাতখানা থাকে তাহা হইলে আবার তাহাতে 'ধা' হইতে পারে। 'হাত' না থাকিলে হাতে আর কখনও 'ধা' হইতে পারিবে না; আর কখনও 'ধা'-এর ধ্বংস সহ্য করিতে হইবে না। রোগী ইহা শুনিলে কখনই ইহাতে রাজি হইবে না, বরং ডাক্তারকে মূর্খ বলিয়া বিদায় দিবে। তাই মুক্তিতে হুঃখ-বিনাশ করিতে গিয়া যদি আত্ম বিনাশ বা আত্মার লয়-সাধন করিতে চাহেন, তাহা হইলে সুখপ্রাপ্তি বলিয়া কোনও বস্তু তাহার ভাগ্যে ঘটিল না। ব্রহ্ম আনন্দময় বা নিরানন্দময় বলিবার সার্থকতাই বা কি থাকিল? তাহার ভোক্তা বা অনুভবকারীও কেহ থাকিল না। অর্থাৎ আমি যদি 'চিনি' হইয়া গেল'ম, তবে চিনি মিষ্ট, টক্ বা তিক্ত, কি tasteless, ইহা বুঝিবে কে? সেখানে ত' আনন্দের কোনও পৃথক্ সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তাহার আতাত্ত্বিক অভাব হইল। বস্তুর অভাব হইলেই তাহাকে অনিত্য বলে,—অনিত্য বস্তু কখনও নিত্য বস্তুকে লাভ করিতে পারে না, পক্ষান্তরে অনিত্য বস্তুখনও নিত্য হয় না। তাই এই বিচার নিতান্ত অধৌক্তিক।

যদি ধরা যায়, একটি ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছে। সে আত্ম-হত্যা কেন করিল?—তাহার কারণ, সে জীবিত থাকা অপেক্ষা আত্ম-হত্যাকেই অধিক সুখ বলিয়া মনে করিয়াছে। এখানে সুখই তাহার মূল উদ্দেশ্য। এইজন্য আনন্দপ্রাপ্তিই সবলের একমাত্র প্রয়োজন। আত্ম-হত্যাকারী কখনও আত্মহত্যা করিয়া সুখ পায় না। তজ্জন্য তাহাকে পাপী বলিয়া গণ্য করা হয়। এমন কি, সেই ব্যক্তি ডাক্তারদিগের

ঔষধ প্রয়োগাদি দ্বারা জীবন লাভ করিলেও তাহাকে Penal Code-এর আইন অনুসারে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। কেন না, আত্ম-হত্যা করা Crime, sin and unlawfull; তাহাতে তাহার অধিকার নাই। এই কারণে যাহারা নিজের সত্তা ব্রহ্মে বিলাইয়া দিয়া আত্মনিক হুংখ-নিবৃত্তি করিতে চান, ভগবান্ তাহাদের চেতনতা আচ্ছাদিত ও আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে শোথন করিবার জন্য রাজদ্রোহীদের মত intern (অন্তরীণ) করিয়া রাখেন। অতএব ভগবান্ উপাস্য, (পুঙ্ক) জীব উপাসক ও ভক্তিই উপাসনা; ইহাদের কখনও ধ্বংস হয় না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই জীবের একমাত্র প্রয়োজন।

ভগবান্ বাসদেব বেদের চারিটি বিভাগ করিয়া আবার সমস্ত উপনিষদসকলের সম্বলন করেন। সেই সমস্ত বেদ-উপনিষদ ও পুরাণের প্রতীপাঙ্কস্বরূপে বেদান্ত-সূত্র রচনা করেন। তাহা বৈদ্যাসিক সকল সম্প্রদায়ই প্রমাণরূপে স্বীকার করেন। পুনঃ বেদান্ত-সূত্রগুলি সাধারণের বোধগম্য হইবে না বলিয়া তাহার ভাষ্যরূপে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। গরুড়-পুরাণ বলেন,—‘অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রোণাম’। দ্বাদশস্কন্ধ-সম্বিত শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে আবার দশম স্কন্ধই সারাংশস্বরূপ। তাহাতে কেবল কৃষ্ণলীলার কথাই বর্ণিত আছে; সেই লীলার মধ্যে দুইটি বিভাগ দৃষ্ট হয়। একটি অনর্থযুক্ত অবস্থায় সাধনপর্ধ্যায়ে আলোচনার জন্য, অর্থাৎ বদ্ধজীবের অনর্থ-নিবৃত্তিকল্পে আলোচ্য, অন্যটি অনর্থ-নিবৃত্তির পর আলোচ্য। অনর্থযুক্ত অবস্থায় কৃষ্ণের বালালীলা, অসুর বধ, গোবর্দ্ধন ধারণলীলার উপযোগিতা আছে; কিন্তু কৃষ্ণের বন্ধ-হরণ, নৌকাবিলাস, রাসলীলাদি সম্বন্ধে বাসদেব অনধিকারীকে তাহার আলোচনা নিষেধ করিয়া তত্তৎ অধিকারীকে আলোচনার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু ননসাপি হনীধরঃ।

বিনশ্যত্যাচরন্যোঢ়াচ্চ যথাক্রমোহক্কিজং বিষম্ ॥

অর্থাৎ—ঈশ্বর ব্যতীত এইরূপ আচরণ কেহ কখন মনের দ্বারাও করিবেন না। রক্ত ভিন্ন অন্য কেহ সমুদ্রোথ বিষ পান করিলে যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হন, মূঢ়তাপ্রযুক্ত যদি কেহ ঈশ্বর-লীলার অহুকরণ করে, সেও তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে।

তবে পূর্বপক্ষ হইতে পারে যে, এখানে ত' 'আচরণের' কথা নিষেধ করা হইতেছে, শ্রবণের কথা ত' নিষেধ করা হয় নাই। 'আচরণ' শব্দে কর্মেন্দ্রিয়সকলের দ্বারা আচরণকেই লক্ষ্য করা হয়। মনের দ্বারা চিন্তা বা মননাদি কার্য স্বীকার না করিলে বাকী দশটী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আচরণ হইতে পারে না। সুতরাং 'আচরণ' নিষিদ্ধ স্বীকার করিলে শ্রবণাদিও নিষিদ্ধ বুঝাইবে। তাহা ছাড়া "মনসাপি" শব্দের দ্বারা মনের বা মানসিক ক্রিয়া পর্য্যন্তও বর্জন করা হইয়াছে। মনের ক্রিয়া নিষিদ্ধ হইলে অগ্ণ্য ইন্দ্রিয়গুলির আচরণ কি প্রকারে সম্ভব? অতএব রাসলীলাদি অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে শ্রবণ-কীৰ্ত্তন করা ত' দূরের কথা, মনের দ্বারাও চিন্তা ও মননাদি নিষেধ করা হইয়াছে। অনর্থগ্রস্ত জীব তাহাদের অনর্থ-নিবারণোপযোগী শ্রীকৃষ্ণের লীলাচরিতাদি শ্রবণ করিতে করিতে অনর্থমুক্ত হইয়া পরে সেই লীলা-শ্রবণের অধিকারী হইয়া চরম প্রয়োজন 'কৃষ্ণপ্রেম' প্রাপ্ত হন।

—শ্রীল ভক্তিপ্রসন্ন কেশব গোস্বামী মহারাজ

বর্ষোদ্‌ঘাত

বর্ষারম্ভে মঙ্গলাচরণ—শ্রীমায়াপুরে শ্রী-ভূ-লীলাশক্তিমান

শ্রীশ্রীগৌরহরির জয়গান

প্রেমময়-তনু নদীয়ার শচী-হুলাল অমল প্রেমের প্রস্রবণ। তাহা হইতে অনেক সধুনী নিঃসৃত হইয়া ত্রিভুবন-মুক ভাসাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-মন্দাকিনী সুর-সরিতের দ্বারা-বিশেষ পুনরায় গোড়-মণ্ডলে প্রবাহিত হইয়া শ্রীলবদীপ ধামে শ্রীগৌর-শশংকরের নিতাদ্যম যোগ (পীঠ) মায়াপুরকে বিশ্বুতির অতল জলপি হইতে উন্মোলন করিয়াছেন। 'ভূশক্তি প্রেমভক্তি স্বরূপিনী বিবুপ্রিয়া দেবী, শ্রী-শক্তি পরব্যোমেশ্বরী নারায়ণী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী ও লীলাশক্তি যোগময়া (মায়াপুর) নীলাদেব—এই শক্তিত্রয় সমাহিত বৈকুণ্ঠনাথ প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া বৈকুণ্ঠের নিত্য প্রকট-বিহার

প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠের পরমোপরিস্থিত ঐশ্বর্য্য-শিখিল-সামর্য্য
 গোলোক; সেই গোলোকের পতি ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন বার্ষভানবী সহ মিলিত-
 তনু হইয়া ভক্তিযোগ-মায়াপুরপাঠ নবদ্বীপে অবস্থিতিপূর্ব্বক গে প্রবেশ
 করিয়া জগৎকে জ'ন'ইয়াছেন সেট বিধিব্রের করুণাময়ী প্রকটলীলা।
 নিত্যকাল জয়মুক্ত পানিলেও জীবের হৃদয়বশে চুরাধিগম্য ছিল।

মঙ্গলাচরণমুখে গৌরভক্ত শ্রীল ভক্তিবিনোদের জন্মগান

শ্রীগৌরচন্দ্র বার্ষভানবী দয়িতের নিজজন শ্রীশ্রীগভক্তিবিনোদ ঠাকুর
 করুণাময়ের নিজজন বলিয়া দয়াপরবশ হইয়া সেই গৌরসুন্দরের শুভ
 প্রেমধাম জীবের প্রাপ্তিক বুদ্ধি অপর্য্যাপ্ত করিয়া প্রেম নয়নের গোচর
 করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের সমলতত্ত্ব বিকৃত সমাজের হস্ত হইতে
 মুক্ত করাইয়া অপ্রাকৃত গ্রন্থসমূহে এবং অতুগত জনগণের হৃদয়ে ক্ষুরণ
 করাইয়াছেন। করুণারত্নাকর শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় নিজজন শ্রীমদ্
 ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জয় হউক। ইহাদের জয় হইলেই জগতের একমাত্র
 কল্যাণোদয় হয়।

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ গৌর-জন্মস্থান

শ্রীধাম মায়াপুরের প্রকাশক

শ্রীমভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শুভভক্তগণের উদ্যোগ বিগ্রহ শ্রীমায়াপুর-
 শশধরের নিত্যধাম নিরুপা করিয়াছেন। জীবগণ স্ব-স্ব বিষয়কামো বাস্ত
 হওয়ায় শ্রীধাম ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীগৌরভক্ত তবের বিকৃতভাবে
 আলোচনা করিতে গিয়া ক্রোধের বিষয়কে বা স্থানান্তরকে শ্রীগৌরধাম
 বলিয়া মনে করিতেন। বিষয়ী জীবগণ যদিও ধামবাস, শ্রীগৌর-কীর্ত্তন
 প্রভৃতি অনুষ্ঠানে বৈশেষ্য পরিচয়াকাজ্ঞা করিতেন, বাস্তবিক তাহা না
 হইয়া যোগব্যায়াম অংকুশ নাডে বঞ্চিত হইয়া মায়াব রাজ্যে অনেকেই
 বিনোদে গমন করিতেন। য'হাদের দৃষ্টি আছে তাঁহারা ই মায়াব কবল
 হইতে উদ্ধৃত হইয়া শুভভক্তগণের আদব করেন। য'হাদের সে সৌভাগ্য
 নাই, তাহাদিগকে আমরা শ্রীভক্তিবিনোদ-বিষ্ময় প্রতীপ বলিয়াই
 জানি। তাঁহাদের প্রতি শ্রীগৌরহরির আদৌ কোন দয়া নাই বলিয়াই
 জানিতে হইবে।

সজ্জনের তোষণই শ্রীপত্রিকার উদ্দেশ্য

কৃষকধার নামে অনেক ক্ষুদ্র বিষয়ে পুর্ভাগা জীবগণ আবদ্ধ থাকেন। তাঁহাদিগকে ক্রমোন্মুখ করাইবার উদ্দেশে শ্রীপত্রিকার অবতারণা হয়। শ্রীমন্তুক্তিবিনোদ ঠাকুর বিষয়-কথা মুক্ত করাইয়া সাময়িক পত্রিকা প্রচার করেন। সঙ্গই প্রচারের উদ্দেশ্য। অপ্রাকৃত কথা অপ্রাকৃত ভিত্তির উদয় করায়; প্রাকৃত বিষয়-কথা বিষয়ীর আনন্দপ্রদ। শ্রীসজ্জন-তোষণী (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা) হরিকথা প্রচারিণী, হরিসঙ্গ বিধায়িনী, শুদ্ধ প্রেমভক্তি প্রচারিণী ও দুঃসঙ্গ বর্জ্জনকারিণী; তজ্জনাই শ্রীপত্রিকা হরিকথা-তোষণী। শ্রীপত্রিকা-সেবন-সূত্রে আমাদের ইহা সর্বক্ষণ হৃদয়ে জাগরুক আছে। সজ্জন-বিরোধী সম্প্রদায় আমাদিগের ঐকান্তিকতার প্রতি সুস্পষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমাদিগের প্রতি তাঁহাদের দুষণ-প্রবৃত্তি কিঞ্চিৎ খর্ব হইতেও পারে। আমরা কর্ম্মাবৃত্ত, জ্ঞানাবৃত্ত অন্যাভিলাষ-যুক্ত প্রতিকূল কৃষ্ণাশুশীলনের পক্ষপাতী নহি বলিয়া ঐ সকল সক্ষীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা যাহাদের মধ্যে প্রবল, তাঁহারা আমাদের পত্রিকার সহিত সমকচিবিষ্ট নহেন। আমরা তাঁহাদের মনস্তৃষ্টি করিতে গিয়া সজ্জনের তোষণ কার্যা হইতে কখনই বিরত হইব না।

বর্তমান বর্ষে বিগত বর্ষের আলোচনার প্রস্তাব

বর্গপ্রারম্ভে বিগত বর্ষের সজ্জন-সমাজের কথা সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া আমরা প্রবর্তমান বর্ষে অগ্রসর হইব। সজ্জন-সমাজে যে বিপত্তি সমুদিত হইয়াছে ও যে-সকল শ্রীগৌড়-সেবাচেষ্টান প্রবর্তিত হইয়াছে, উভয় বিষয়ই আমাদের আলোচ্য।

সজ্জন-সমাজের বিরোধী চেষ্টাসমূহের বিবরণ

পতীন্দ্র হরি-বিরোধ, হরিকথা-বিরোধ ও হরিসেবা-বিরোধোদ্দেশ্যে প্রাণী চেষ্টায় এতী হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছাসারে তাঁহাদের তাদৃশ ঘৃণিত চেষ্টা নান্দিক প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে। শুদ্ধ বৈষ্ণবের মহিমা খর্ব করিবার মানসে গতবর্ষে তাঁহাদের অনেকগুলি চেষ্টা আমরা পর্যবেক্ষ করিয়াছি। তাঁহারা বলেন,—শুদ্ধভক্ত কর্ম্মসঙ্গীন, প্রতিষ্ঠাতা-পরায়ণ, ঘোষিত-সজ্জ শৌক্য-বর্ণাস্তগত; প্রসাদে অপ্রাকৃত অকর্তৃত্বা, বৈষ্ণবের শৌক্য পরিচয়, উপাধি-নামাদি পরিহার করিয়া অপ্রাকৃত

পরিচয় অনাবশ্যক, বন্ধজীব বৈষ্ণবানুগত্যের অযোগ্য, গুরুদেবের অর্চনা পূজা অকর্তব্য, বৈষ্ণবের পরীক্ষা নিষিদ্ধ, বৈষ্ণবের জন্ম-মহোৎসব অবৈধ, শুদ্ধভক্তি প্রচার অন্যায়, ভাড়াটিয়া ভূতকগণের ধর্মপ্রচার বৈধ, বর্ণাশ্রম-অধিকারীর কৃত্রিম পারমহংস্য ধর্ম অনুষ্ঠেয়. খ্রিয়সকি মতবাদিগণই প্রকৃত বৈষ্ণব, মায়াবাদই বৈষ্ণবধর্ম, জড়বিচার-দ্বারা কৃষ্ণভজন প্রভৃতি অসংখ্য অবৈধ কুশিক্ষা প্রচারিত হউক।

সদুদ্দেশ্যের নামে অসৎ কর্মের তালিকা

তাহাদের বর্ণসাক্ষ্যাবিশ্রায় ভিন্ন ভিন্ন শৌক্ৰবর্ণ মধ্যে বিবাহ-বিধি প্রবর্তনের অবৈধ চেষ্টা, বৈষ্ণবের পূর্বশ্রম উল্লেখ জাতি-সামান্য-জ্ঞান, শৌক্ৰ-বর্ণগত বৈষম্য প্রবল করিবার উদ্দেশ্যে ধর্মের ছলনা, বংশ-পরম্পরা ক্রমে গুরুগিরি-বাবসা প্রবর্তনই সদাচার বলিয়া কাপটা প্রচার, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ সংগ্রহ, মন্ত্র দিয়া অর্থ গ্রহণ, সভার সদনুষ্ঠানের নামে নিজ-ভোগভোগ্যার্থায় অর্থসংগ্রহ, কন্যা-পুত্রাদির বিবাহোপলক্ষে শিষ্য-নামধারীর নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ, দেবালয়ে স্থাপন করিয়া নিজের ও অসতের উদরোপস্থ-বেগের সহায়তা, শ্রীধাম নির্দেশের নামে জড়ীয় অর্থপ্রসূ অনুষ্ঠান প্রভৃতি ভজন বলিয়া প্রচলন করিবার বেগ আমরা লক্ষ্য করিয়া ছুঃখিত। কৃষ্ণভজনই একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া প্রচার ছলনায় অবান্তর ফলকামনা কখনই সজ্জনের ধর্ম নহে। গোপ-ভাবে তাদৃশ কপটতার উৎসাহ প্রদান কোন সজ্জনই আদর করেন না। শ্রীপত্রিকা উপরিলিখিত অবৈধ অত্যাচার দমন ও প্রশমনের জন্য নানা হিতজনক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আশীর্বাদ প্রার্থনা

শ্রীপত্রিকায় আমরা এ বর্ষে দিন দিনই নানা শুদ্ধভক্তি-সমৃদ্ধির সন্দেশ জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইব, আশা করিতেছি। শ্রীগৌরসুন্দর এবং তদীয় নিজজন শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল-মহাপুরুষ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের সেবা গ্রহণ করুন।

— জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

উৎসাহ

উৎসাহ-সম্বন্ধে আলোচনার বিষয়

শ্রীকৃপাগোদ্বামী স্বীয় ‘উপদেশামৃত’ে অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজ্ঞা, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—এই ছয়টিকে ভক্তিবাদক বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন। সে-ছয়টির বিষয় পৃথক্ পৃথক্ বিচার লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি তৃতীয় শ্লোকে তিনি ভক্তিবাদক ছয়টি বিষয় বলিতেছেন।

“উৎসাহান্নিশ্চয়ার্দ্ধ্যাং তত্তৎ-কর্ম-প্রবর্তনাং।

সঙ্গ-ত্যাগাং সতোরভেঃ যড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিদ্ধ্যতি॥”

—এই ছয়টি বিষয় এখন পৃথক্ পৃথক্ করিয়া আলোচনা করা আবশ্যক। অতএব প্রথমেই ‘উৎসাহ’-সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত আছে তাহা বলিতেছি।—

‘উৎসাহ’ কাহাকে বলে

উৎসাহ না থাকিলে ভজনে শৈথিল্য জন্মে। জাড্য, ঔদাসীণ্য বা নির্বেদ হইতে শৈথিল্য উৎপন্ন হয়। আলস্য ও জড়তাকেই জাড্য বলে। উৎসাহ জন্মিলে আলস্য ও জড়তা থাকে না। কার্যো অস্পৃহাই জড়তা। এই জড়তা চিন্তনের বিপরীত। জড়তাকে দেখে বা হৃদয়ে স্থান দিলে কিরূপে ভজন হইবে? ঔদাসীণ্য-দর্শ অযত্ন হইতে হয়।

অনির্বিগ্ন না হইলে ভক্তিব্যোগ সাধিত হয় না।

অনির্বিগ্ন চিত্তের সহিত ভক্তি-যোগ করিতে হয়, ইহা গীতার আজ্ঞা করিয়াছেন; যথা:—

তং বিজ্ঞান্দ্ভুংখ-সংযোগ-বিয়োগং যোগ-সজ্জিতং।

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্বিগ্ন-চেতসা॥ (৬।২৩)

এই শ্লোকের ভাঙে বিজ্ঞান্দ্ভুংখ মহাশয় বলিয়াছেন,—“আত্মন্য-যোগাত্ম-মননং নির্বেদস্তদহিতেন চেতসা।” যে কার্যো আপনাকে অযোগ্য-মনন করা যায়, সেই কার্যো নির্বেদ হয়। সেরূপ নির্বেদ-শূন্য-চিত্তের সহিত ভক্তিব্যোগ করিতে হয়। ভক্তিব্যোগ সম্বন্ধে শ্রীমত্নাগবতে একদশে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

নির্বিকল্পানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কৰ্মসু ।
 তেষানির্বিকল্প-চিত্তানাং কৰ্মযোগস্ত কাসিনাম্ ॥
 যদৃচ্ছয়া নৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্ত যঃ পুমান্ ।
 ন নির্বিঘ্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোহস্য সিদ্ধিহাঃ ॥

(ভাঃ ১১।২০।৭-৮)

[অর্থাৎ, যোগত্রয়ের মধ্যে কৰ্মফলে বিরক্ত কৰ্ম্যত্যাগী ব্যক্তিগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ এবং দুঃখ-বুদ্ধিশূন্য তৎফলে বিরাগশূন্য ব্যক্তিগণের পক্ষে কৰ্ম্যযোগই সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। যে-ব্যক্তি কোন ভাগ্যক্রমে আমার কথায় আদরপূক্ত হইয়াছেন এবং যাহার বিষয়ে বৈরাগ্য বা অত্যাশক্তি নাই, তাহার পক্ষে ভক্তিযোগই সিদ্ধিদায়ক হইয়া থাকে।]

পরমার্থ সাধন তিন প্রকার—জ্ঞানযোগ, কৰ্ম্যযোগ ও ভক্তিযোগ

পরমার্থ-সাধক চিত্ত অবস্থাক্রমে তিনপ্রকার অর্থাৎ নির্বিঘ্ন-চিত্ত, অনির্বিকল্প-চিত্ত এবং নির্বেদ ও আনন্দেরহিত-চিত্ত। যোগও তিন প্রকার—জ্ঞানযোগ, কৰ্ম্যযোগ ও ভক্তিযোগ। নির্বিঘ্ন-চিত্ত কৰ্ম্যত্যাগী পুরুষদিগের পক্ষে জ্ঞানযোগ শ্রেয়ঃ। কামী অনির্বিকল্প-চিত্ত পুরুষদিগের পক্ষে কৰ্ম্যযোগ। অনির্বিকল্প আনন্দ পুরুষদিগের যখন সৌভাগ্যক্রমে আমার কথায় শ্রদ্ধা জন্মে, (তখন) তাঁহাদের পক্ষে ভক্তিযোগই শ্রেয়ঃকর।

জ্ঞান, কৰ্ম্ম ও ভক্তিযোগের লক্ষণ

তাৎপর্য্য এই,—যাঁহারা কেবল জড়ীয় কৰ্ম্মে নির্বেদ লাভ করিয়াছেন, অথচ জড়াতীত অপ্রাকৃত ক্রিয়া অনুভব করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের চিত্তে নির্বেদ বই আর কি থাকিতে পারে? তাঁহাদের পক্ষে নির্বেদ ব্রহ্মজ্ঞানই চরম লাভ।

যাঁহাদের জাতীয় কৰ্ম্মে নির্বেদ জন্মে নাই, যেহেতু তাঁহাদের চিংক্রিয়ার অনুভূতি হয় নাই, তাঁহাদের হৃদিশুদ্ধি-কারক কৰ্ম্মযোগ-বই আর গতি নাই।

যাঁহারা জাতীয় কৰ্ম্মকে তুচ্ছ বলিয়াছেন এবং চিংক্রিয়ার অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত জড়কৰ্ম্মে নির্বেদ লাভ করিয়া চিত্তদয়ের সহায়রূপে কিয়ৎপরিমাণে জড়-কৰ্ম্ম স্বীকার করেন, কিন্তু সেই সেই কৰ্ম্মে

তাঁহাদের আসক্তি থাকে না। ভক্তিতে যত পরিমাণে চিদালোচনা হইতে থাকে, সেই পরিমাণে তাঁহাদের জড়-গন্ধক-মুক্তি সঙ্গে সঙ্গে অবান্তর ফলরূপে উদয় হইতে থাকে। **ভক্তিব্যোগীদিগের লক্ষণ** এই,—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্বিবগ্নঃ সর্ব-কৰ্মসু।

বেদ ছুংখান্ কামান্ পরিত্যাগেহপানীশ্বরঃ॥

ততো ভজেত নাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।

জুষ্মাশ্চ তান্ কামান্ ছুংখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥

(ভাঃ ১১।২০।২৭-২৮)

ক'ম হইতে কর্মের উদয়, নির্বৈদ জ্ঞানের উদয় এবং ভগবদ্বিষয়ী শ্রদ্ধা হইতে ভক্তির উদয় হয়।

ভক্তিব্যোগীর আচরণ

জাতশ্রদ্ধ পুরুষ স্বভাবতঃ সকল জড়কর্মে নির্বিবগ্ন; কেবল সেই সেই কর্ম যতটুকু ভগবদ্বিষয়ী প্রকার অনুকূল হয়, ততটুকুই অনাসক্ত ভাবে স্বীকার করেন। শরীর না থাকিলে ভক্তি সাধন হয় না। যে-সকল কর্ম শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়, সে সমুদায় ছুংখান্ কাম-কর্ম পরিত্যাগ করিলে কার্য পাওয়া যায় না। অতএব, সাধারণের পক্ষে ছুংখ-ফলজনক সেই সেই কামফলকে তুচ্ছ বুদ্ধিতে নিন্দা করিতে করিতে ভোগ করেন, এবং তত্তৎকামভোগদ্বারা জীবনের আবশ্যক নির্বাহ করত ভক্তিব্যোগ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত ধামাকে ভজন করিতে থাকেন। জড়কর্ম-প্রাপ্ত কামফলকে বহু আদরের সহিত যাহ'রা ভোগ করে, তাহারা কর্মাসক্ত। তাহাতে আনন্দ করিয়া তাহাতে যে ভগবদ্ভক্তি সাধক বৃত্তি আছে, তাহাকে আদর করত যাহ'রা কর্মাদি স্বীকার করেন, তাঁহারা অনাসক্ত। কর্মে অনাসক্ত বটে, কিন্তু ভক্তিতে পরমোৎসাহের সহিত কার্য করেন।

ভক্তি-সাধকের ক্রমোন্নতি

ভগবদ্ভক্তি-সাধকদিগের উন্নতি-প্রক্রিয়া লিখিতেছেন : যদা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে—

প্রোক্তেন ভক্তিব্যোগেন ভজতো যাত্ৰসহনুভবঃ।

কামা হৃদয়া নশ্যন্তি সর্বো ময়ি হৃদি স্থিতে॥

ভিত্তিতে হৃদয়-গ্রন্থিচ্ছিন্নস্তে সর্বসংশয়াঃ ।
 ক্ষীয়ন্তে চাস্য-কর্মাণি ময়ি দৃষ্টেহখিলানি ।
 নৈরপেক্ষাং পরং প্রাছিনীঃশ্রেয়সমন্তকম্ ।
 তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ ॥

(ভাঃ ১১।২০।২১-৩০, ৩৫)

যে মুনি পূর্বোক্ত ভক্তিযোগের সহিত আমাকে নিরন্তর ভজনা করেন, তাঁহার হৃদয়ে আমি অনুরূপ ধাক্কিয়া হৃদয়জাত কাম সমস্তই নাশ করি। আমার পবিত্র অনুরূপ হইতে হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। তদ্বারা অবিद्या-গ্রন্থি দূর হয়। সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়। অখিলা-রূপ আমাকে দর্শন করিলে সমস্ত কর্ম ক্ষয় হয়। ইহাই জীবের পক্ষে পরম নৈরপেক্ষা-রূপ অতিবড় শ্রেয়ঃকল্প।

তাৎপর্য্য এই যে, হৃদয়জাত কাম-নাশের জন্য চেষ্টা করা এবং অবিद्या-নাশের জন্য অন্যপ্রকার যত্ন করা নিরর্থক। কিন্তু ভগবদুশীলন-রূপ ভক্তিযোগ করিতে করিতে অবিद्या-কাম, কর্ম, জীবের সমস্ত সংশয় ও কর্মবদ্ধ ভগবৎ-কৃপা-বলে দূরীভূত হয়। জানী ও কর্মাদিগের চেষ্টার সেরূপ ফল হয় না। সুতরাং অন্য বাঞ্ছা, অন্য আশা পরিত্যাগপূর্বক নিরপেক্ষ হইলে আমাতে শুদ্ধা ভক্তি হয়।

অনিষ্ঠিত ও নিষ্ঠিতাভেদে ভজন-ক্রিয়া দুই প্রকার

কর্মনাশ করিতে আমাদের শক্তি নাই বলিয়া উৎসাহ হওয়া অনুচিত, ভক্তির প্রারম্ভেই সাধকের উৎসাহময়ী প্রদ্বা হওয়া আবশ্যক। কোন বিশুদ্ধ ভক্তাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, ভজনক্রিয়া দ্বিবিধ। অর্থাৎ অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা। শ্রদ্ধার দ্বারা সাধু-কৃপায় ভজন-শিক্ষা করত নিষ্ঠা জন্মিলে ‘নিষ্ঠিতা’ ভজনক্রিয়া হয়। যতদিন নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া হয় না, ততদিন ‘অনিষ্ঠিতা’ ভজনক্রিয়া কাজেকাজেই হইয়া থাকে। তাহাতে ভজন-ক্রিয়া উৎসাহময়ী, ঘন-তরঙ্গা, ব্যুৎ-বিকলা বিষয়-সম্ভরা, নিয়মাক্ষ ও তরঙ্গ-রঞ্জিনী—এই প্রকার ছয় লক্ষণে লক্ষিত।

অনবধান-রূপ অপরাধ তিন প্রকার

‘শ্রীহরিভক্তি-বিল’সে’ শ্রীহরিনামাপরাধ মধ্যে প্রমাদকে একটি অপরাধ বলিয়া গণনা করিয়াছেন। ‘প্রমাদ’ শব্দে সেই গ্রন্থে অনবধান অর্থ

করিয়াছেন। ‘শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি’-গ্রন্থে উক্ত অনবধানকে তিন প্রকার বলিয়া উক্তি করেন। ঐদাগিন্য, জাড্য ও বিক্ষেপ—এই তিনপ্রকার অনবধান। এই তিনপ্রকার অনবধান হইতে নিকৃতি না পাইলে কোন ক্রমেই ভজন হয় না। অন্য সমস্ত নামাপরাধ পরিত্যাগ করিলেও, অনবধান থাকিতে কখনই নামে রতি হয় না। যদি ভজন-প্রারম্ভে উৎসাহ থাকে এবং ঐ উৎসাহ শীতল না হইয়া পড়ে, তবে আর কখনই-নাম ভজনে ঐদাগিন্যতা, জাড্য বা বিক্ষেপ আসিয়া উদয় হইতে পারে না। সুতরাং উৎসাহই সকল ভজনের সহায়।

উৎসাহময়ী ভজনক্রিয়াই ক্রমে নিষ্ঠার উদয় করায়

ভজন-ক্রিয়া উৎসাহময়ী হইলে অতি অল্পদিনে অনিষ্টিতা-ধর্ম পরিভ্যক্ত হইয়া নিষ্ঠা-অবস্থাকে লাভ করে। অতএব, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে—

“আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজন-ক্রিয়া।

ততোহনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।

অর্থাৎ, শ্রদ্ধার উদয় হইলে ভজনাধিকার জন্মে। ভজনাধিকার উদয় হইলে সাধুসঙ্গ হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গ হইলে ভজন-ক্রিয়া হয়। প্রথমে সেই ভজনে নিষ্ঠা থাকে না; কেননা, তখন অন্য প্রকার অনর্থ-সকল হৃদয়কে পেষণ করিতে থাকে। উৎসাহের সহিত ভজন করিতে করিতে সকল অনর্থ দূর হয়। অনর্থ যত দূর হয়, ততই নিষ্ঠার উদয় হয়।

উৎসাহই শ্রদ্ধার জীবন

‘শ্রদ্ধা’ শব্দে বিগ্রাস বটে, কিন্তু উৎসাহই শ্রদ্ধার জীবন। উৎসাহ-হীন শ্রদ্ধার কোনপ্রকার ক্রিয়া হয় না। অনেকেই মনে করেন তাঁহারা ঈশ্বরে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে উৎসাহ না থাকায় শ্রদ্ধার কার্য্য পান না। সুতরাং তাঁহাদের সাধু-সঙ্গ্যভাবে ভজন হয় না।

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর শুক্লধিনোদ

কলির চেলা

কোন সময়ে পরীক্ষিৎ মহারাজ 'কলিকে' নিগ্রহ করিলে 'কলি' তাঁহার নিকট বাঁচিয়া থাকার মত একটি স্থান প্রার্থনা করিল। তিনি বলিলেন,—ওরে অধর্মোবদ্ধো! তুমি মদীয় শাসনের মধ্যে চারিটি অধর্মের স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থান পাইবে না, যথা,—

অভার্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।

দূতং পানং স্ত্রিয়ং সূনা যত্রাধর্মশ্চতুর্বিধঃ ॥ (ভাঃ ১।১৭।৩৯)

অর্থাৎ কলির প্রার্থনানুসারে রাজা তাহাকে দূতক্রীড়া, মদ্যাদি পান, স্ত্রীসঙ্গ ও প্রাণিবধ—এই চারটি স্থান দান করিলেন।

পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাং প্রভুঃ।

ততোহনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্ ॥

(ভাঃ ১।১৭।৩৯)

অর্থাৎ কলির পক্ষে স্থান অকুলান হওয়ায় পুনরায় তাহাকে সুবর্ণ অর্থাৎ অর্থের স্থান দিলেন, যাহা হইতে আরও পাঁচটি স্থান উৎপন্ন হইল, যথা—(১) মিথ্যাকথা, (২) মদ অর্থাৎ স্ত্রী-রূপ বিভূতি, উদ্ভমকুলে জন্মাভিমান, জড়ীয় বিদ্যা, সন্ন্যাস, রূপ ও বল—এই ছয়প্রকার মদ হইতে ভয়ঙ্কর বৈষম্যাপরাধ হয়, (৩) কাম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সেবার কাম, (৪) রজঃ - রজোগুণ হইতে অর্থলোভ হয়, (৫) বৈর অর্থাৎ শত্রুতা। কাহারও প্রতি বৈরসাধন কলির কাব্য।

এক্ষণে প্রথমোক্ত কলির রাজ্যের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে—

(১) দূতক্রীড়া

অপ্রাণী বস্তুদ্বারা ক্রীড়া যেখানে হয়, তাহাই দূতক্রীড়ার স্থান। যথা—তাস, পাশা, সতরঞ্চ, দশপাঁচিশ, বাঘবন্ধী ও লটারী প্রভৃতি। এই সব ক্রীড়ায় যাহারা মত্ত থাকে, তাহারা অলস ও কলহপ্রিয় হয়। তাহাদের দ্বারা কোন ধর্ম-কর্ম সম্ভব হয় না। অতএব ইহা যে কলির রাজ্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রাজ্য শাসন করিতে হইলে যেমন মন্ত্রীরা প্রয়োজন হয়, সেরূপ কলি রাজ্যের মন্ত্রীবর্গ এই ক্রীড়ামোদীরা অর্থাৎ ইহারাই প্রধান শ্রেণীর চেলা।

(২) পান

আসব-মাত্রই পান, যথা—পর্ণ (তাম্বুল), গুবাক (সুপারী), তামাক, গাঁজা, মদিরা ও সুরা প্রভৃতি। এইসব আসব ব্রতনাশকারী। তাম্বুল (পান) সেবা করিলে বিলাসের ইচ্ছা প্রবল হয়। গুবাক (সুপারী) দ্বারা চিত্তে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। তাম্বাকুটের (তামাকের) দ্বারা মতিভ্রংশ, জড়তা ও ভগবদ্বিমুখতা হয়। গাঁজার ধূমপানে বুদ্ধি নষ্ট হয়। অহিফেন (হাফিং), ধূমপানের ও অষ্টপ্রকার মদিরা অল্পকালের মধ্যে পশুত্বে পরিণত করিয়া ফেলে। জগজ্জীবের ভক্তি নষ্ট করিবার জন্য কলি এই মদিরাদি পানকারী ব্যক্তিগণকে নিজের মন্ত্রী করিয়াছে। ইহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ত্রী বা চেলা।

(৩) স্ত্রী (অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী)

ধর্মপত্নীর সহিত বর্তমান থাকিয়া ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও পঞ্চম পুরুষার্থরূপ ভক্তিকে সেবা করিবেন—ইহাই গৃহস্থ পুরুষের নিত্য বিধি। বিবাহিত পত্নীর সহযোগে বৈধ জীবন নির্বাহ করিলে কলিদোষতুষ্ট হয় না। যেস্থলে পুরুষ স্ত্রৈণরূপে স্ত্রীর বশীভূত হইয়া কর্তব্যবিমূঢ় হয়, সেখানেই বিবাহিত পত্নীতে কলির অবস্থান। ধর্মপত্নীর আদর সর্বশাস্ত্রে দূষিত হয়, কিন্তু অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী সমাজে ও শাস্ত্রে নিন্দনীয় এবং দোষাবহ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাও,—

“অসংসঙ্গত্যাগ এই বৈষম্য-আচার।

স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণভক্ত আর ॥”

অধর্মাশ্রিত-স্ত্রীগণ সর্বদাই কলির অধিষ্ঠান, সুতরাং সজ্জন অবশ্যই তাহাদিগের নিকট হইতে বহুদূরে থাকিবে। এই সকল স্ত্রীসঙ্গী তৃতীয় শ্রেণীর চেলা।

(৪) সূনা (জীবহিংসা)

সূনা অর্থে প্রাণীবধ। ইচ্ছাপূর্বক যেখানে প্রাণীবধ হয়, সেস্থান কলির বিশেষ প্রিয়। তাই নারদঋষি বলিয়াছেন,—

ন হন্যো জুষতো জোহ্যান বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণঃ।

শ্রীমদাদ্যভিজাত্যাদির্ঘত স্ত্রীদ্যুতমাসবঃ॥

হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দয়েরজিতানুভিঃ ।

মন্যমানৈরিমং দেহমজররমূহা নশ্বরম্ ॥ (ভাঃ ১০।১০।৮-৮)

অর্থাৎ শ্রীনারদ বলিলেন,—প্রিয় উপভোগ্য বিষয়সকলের সেবার আসক্ত পুরুষের ধনগর্ব যেরূপ বুদ্ধি নাশ করিয়া থাকে, সংকুল কিম্বা বিছা প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন গর্ব তাদৃশ বুদ্ধি নাশ করে না । যেহেতু ঐ ধনগর্ব জন্মিলে খ্রীসন্তোষ, অক্ষত্রোড়াদি এবং মত্তগান অবিরত চলিতে থাকে । ঐ ধনগর্ব উৎপন্ন হইলে অজিতেন্দ্রিয় নির্দয় পুরুষগণ এই নশ্বর দেহকে জরামৃত্যুরহিত মনে করিয়া উপভোগ বা চিন্তাবিনোদনের জন্য পশুগণকে হত্যা করিয়া থাকে । ইহাই চতুর্থ শ্রেণীর টোলা ।

সাম্যবাদ

আর এক শ্রেণীর লোক দেখা যায়, তাহারা জগতে ঢাক-ঢোল পিটাইয়া সহরে প্রচার করেন,—মহাশয়! সব সমান । হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ সব ধর্মই সমান । সমত্ববাদিগণের পরম প্রমাণ এবং ঐ মতবাদ প্রচারের সমর্থকরূপে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইতেছে, যথা,—

যে জখা মাং প্রপত্ততে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।

মম বর্মানুবর্তন্তে মহুয়াঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

(গীতা ৪।১১)

অর্থাৎ যাহারা যেভাবে আমার প্রতি শরণাগত হন, তাহাদিগের প্রতি আমি সেইরূপই ফল প্রদান করিয়া থাকি । হে অর্জুন! মানবগণ সর্বপ্রকারে আমার পথ অনুসরণ করিয়া থাকে ।

ত্রয়ী সাংখ্যঃ যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি

প্রতিরে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ ।

কুচিনাং বৈচিত্র্যাদৃজু-কুটিল-নানা পথজুযাং

নৃণামেকোগম্যন্তুমসি পরসাদর্গব ইব ॥ (পুষ্পদন্তমহিষস্তোত্র)

অর্থাৎ বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত, বৈষ্ণব—নানাবিধ পথ আছে । কেহ একটি পথকে শ্রেষ্ঠ, কেহ অপরটিকে সুগম মনে করে । মানুষের কুচি বিচিত্র ; কেহ বা সরলপথে চলে, কেহ বা কুটিল অর্থাৎ বক্রপথে চলে, কিন্তু সকলেরই গম্য তুমিই,—যেমন সকল নদীর গম্য সমুদ্র ।

যং শৈব্যাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ত্র্যম্বকেতি বেদান্তিনো

বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ।

অর্হস্তিতাম্ জৈনশাসনরতঃ কশ্মেতি নীমাংসকঃ

সোহয়ং বিদধ্যাতু বাঙ্খিতফলং ত্রৈলোক্যনাথে হরিঃ ॥

অর্থাৎ ঐহ্যাকে শৈবগণ শিব বলিয়া উপাসনা করেন, বৈদান্তিকগণ 'ব্রহ্ম' বলেন, বৌদ্ধগণ 'বুদ্ধ' বলেন, প্রমাণনিপুণ নৈয়ায়িকগণ 'কর্ত্ত' বলেন, জৈনধর্মাবলম্বীগণ 'অর্হন্ত' বলেন, নীমাংসকগণ 'কর্ম্ম' বলেন, সেই ত্রৈলোক্যনাথ হরি তোমাদিগকে বাঙ্খিতফল প্রদান করুন।

উপরিউক্ত তিনটি শ্লোকের মধ্যে প্রথমটি পরম প্রাধান্যিক গীতা-গ্রন্থের শ্লোক। দ্বিতীয় শ্লোকটি কোন ব্যক্তিবিশেষ রচিত হইয়া সাম্যবাদ-সম্প্রদায়ে আদৃত হইতেছে। খালা ইউক উক্ত শ্লোকগুলির মধ্যে এমন কোন কথাই নাই বিশেষতঃ প্রথম দুইটি শ্লোকে এমন কোন ইঙ্গিতও নাই, খালা বিকৃত তাৎপর্য্যরূপে পরিণত না করা পর্য্যন্ত আধুনিক একাকারের ধর্ম্ম সমর্থিত হইতে পারে।

গীতার শ্লোকটি অতি সুকৌশলে তথাকথিত সমন্বয়বাদের প্রতিবাদ করিয়াছে। উক্ত শ্লোকে ভগবান্ ইহাই বলিয়াছেন যে, যিনি, যেক্ষপভাবের শরণাগত হন, তিনি যেক্ষপই ফল লাভ করেন। সুবিচারক বা নিয়মক সাধু ও চোর উভয়কেই সমান ফল দান করেন, ইহাই কি তাৎপর্য্য? যিনি ষোল অনা শরণাগত হন, যিনি এক অনা, যিনি কপট-শরণাগতি প্রদর্শন করেন, ভগবান্ তাহাদের শরণাগতির পরিমাণানুযায়ী কাহাকে ষোল অনা কাহাকে এক অনা, কাহাকেও কপট অত্যাচার করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা বলেন নাই যে, ষোল অনা, এক অনা ও কপট শরণাগতির মূল্য এক এবং সকলেরই প্রাপ্য ফল এক।

সকলেই কৃষ্ণের পথ অচরণ করে বটে, কিন্তু কেহ সমগ্রভাবে তাহার পথে চলে, কেহ বা আংশিকভাবে চলে, আবার কেহ বা বিভ্রান্ত হইয়া বিপথকে 'পথ' মনে করিয়া চলে। "ঐসকল পথিককে ভগবান্ একই পুরস্কার দিবেন, সকল পথিকই কি ঠিক, তাহাদের মধ্যে কোন তারতম্য নাই, কম-বেশী নাই"—এরূপ বিচার কি ঐ শ্লোকের উদ্দেশ্য? না তাহা নহে। "যত যত, তত পথ"—এই শ্রেণীভুক্ত। এই যতবান প্রজ্ঞান্ন নাস্তিকতার চরম ও আত্মধর্ম্মের সঙ্গন্ধহীন নির্বিশেষ-চিন্তাপ্রবর্ত্তনোদ্দেশ্য-সম্প্রদায়ের লোকবন্ধন ও মনোরঞ্জনকারিণী কথা। ইহারা পঞ্চম শ্রেণীর চেলা।

আবার আর এক শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়, যাহারা বেই কালী, সেই কৃষ্ণ, সেই শিব, সেই ভূগা বলেন। তাহারা যদি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ শ্লোকটির তাৎপর্য বিশেষভাবে অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে জানতে পারবেন যে, সকল দেবতা সমান নহেন। এস্থলে দৃষ্টান্তরূপ উল্লেখ করা যাইতেছে—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতা।

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্য। যান্তি মৃদ্যাজিনোহপি মাংস।

অর্থাৎ অন্যান্য দেবতাকে যাহারা ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করেন, তাহারা অনিত্য বস্তু বা বস্তুধর্মকে আশ্রয় করিয়া সেই উপাস্য দেবতার অনিত্যকে লাভ করে; যথা—যাহারা শিবকে উপাসনা করেন, তাহারা পরিণামে শিবলোক কৈলাশধাম প্রাপ্ত হন। তাহারা কখনও স্বয়ং ভগবানের গোলোকধাম-প্রাপ্তির যোগা নহেন। যাহারা পিতৃলোকের তাহারা পিতৃলোক, যাহারা ভূতলোকের উপাসক, তাহারা ভূতলোক লাভ করে, কিন্তু যাহারা নিত্য চিৎ-তত্ত্বরূপ আমার উপাসনা করেন, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। অতএব ইহা বা ঈশ্বরের শ্রেণীর চেলা।

এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা বলে—‘জীবে দয়া’ কথাটি দান্তিকতা-ব্যঞ্জক, ‘জীবসেবা’ বা ‘জীব-প্রেম’ কথাটিই ঠিক। ইহা নিত্বক ভ্রান্তিপূর্ণ। বদ্ধজীবের প্রতি রূপা বা দয়া; আর মুক্ত পুরুষের প্রতি সেবা ও পরমেশ্বরে প্রেম-শব্দ প্রযোজ্য। অতএব ‘জীব-সেবা’ ও ‘জীব-প্রেম’ কথাটি স্বকপোল-কল্পিত নাস্তিকতাগর্ভ অর্থাৎ অদোষজ ভগবৎসেবা হইতে জীবকে বঞ্চিত করিবার জন্য নায়ার কুমন্ত্রণা। ইহারা মগ্ন শ্রেণীভুক্ত।

দরিদ্র, দুঃস্থ প্রভৃতি নারায়ণমূর্তিতে আমাদের সেবা গ্রহণে সমাগত—এই কথা যাহারা বলেন, তাহারা অষ্টম শ্রেণীর চেলা, কারণ ইহা অশাস্ত্রীয় ও অপসিদ্ধান্তপূর্ণ। সর্বসদৃশ-কল্যাণ-বারিষি, চিদ্দেশ্বদাপতি ও লক্ষ্মীপতি নারায়ণ কখনই দরিদ্র বা দুঃস্থ হইতে পারেন না। দারিদ্রতা প্রভৃতি নারায়ণ-বিমুখের কর্মফলভোগ। কর্মফলভোগীর সেবা করিলে প্রকৃত পক্ষে মঙ্গল হইতে পারে না। তাহাতে বদ্ধদশা উপস্থিত হয়। জড়ভরত উহার দৃষ্টান্ত। জড়ভরত কোনদিনই হরিণত্ব প্রাপ্ত হন নাই, তিনি নিত্যমুক্ত। তবে বদ্ধজীব বিষয়াসক্তবশতঃ ঐরূপ অবস্থা লাভ করে। ইহা দেখাইবার জন্য তাহার হরিণদেহধারণ।

মায়াবাদিগণ যে ‘জীব’কে ভ্রান্ত ব্রহ্ম বা উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, তাহাই ‘মায়াবাদ’। ‘ব্রহ্ম’ অর্থাৎ বৃহদ্বস্ত মায়ার অতীত বস্তু, মায়াদীর্ঘ তত্ত্ব মায়ার কবলে পতিত হন, ইহা প্রতিশ্রুত করিতে চাহেন বলিয়া নিবিশেষবাদিগণকে মায়াবাদী বলা হয়। “পঞ্চভূতের কাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে” প্রভৃতি উক্তি ঐরূপ মায়াবাদের বিচার হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। এই কল্পিত নারায়ণের সৃষ্টিকর্তারাই নবম শ্রেণীর চেলা।

আউল, বাউল, কণ্ঠভঙ্গা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।

সহজিয়া, সখি-ভেকি, স্মার্ত্ত জাতগৌসাই।

অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ নাগরী।

তোতা কহে এই তের’র সঙ্গ নাহি করি ॥”

এই তের সম্প্রদায় কলির দশম শ্রেণীর চেলা।

‘কলি’রাজার এতদূর বিস্তৃত রাজ্য থাকিলেও বর্ত্তমানে ধর্ম্মক্ষেত্র বা পারমাণ্বিক ক্ষেত্রকে আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে। মঠ-মন্দিরে, আশ্রমে মহাস্তের পদ-সংক্রান্ত ব্যাপারে মারামারি-হানাহানি চলিতেছে; হিংসা-দেব প্রভৃতির চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। অতএব, হে সজ্জনবৃন্দ! ইহা দর্শন করিয়া ভীত-সংকুচিত হইবেন না। ধৈর্য্যধারণ করিয়া ইহার প্রতিকারে বদ্ধমূল হইলে ক্রমের সংসারে শান্তির উদ্ভব হইবে। ধার উল্লিখিত কলির চেলা’র সংশ্রব হইতে দূরতঃ দণ্ডবৎ করিয়া হরিভজনে মনোনিবেশ করিবেন—ইহাই এ অঙ্গের একমাত্র সকাঁতর প্রার্থনা।

—ত্রিভুবাধী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত উদ্ধমস্থী মহারাজ

ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে ?

কোনও দানবকে ব্রাহ্মণ বলার পূর্বেই ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি, তাহা বিচার করা ধামাদের কর্তব্য। লক্ষণ বিচার না করিলে জন্মের বিচার প্রতিষ্ঠা করা হয়। লক্ষণ-বিহীন ব্রাহ্মণ—নামধারী ব্রাহ্মণ মাত্র; কাম-ধারী নয়। নাম-ধারীর নিকট ‘কাম’ আশা করিতে পারা যায় না।

ব্রহ্মতত্ত্ব ন জানাতি ব্রহ্ম-সূত্রেণ গম্বিতঃ।

তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুকদাহতঃ॥

যে-সকল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মত্ব সপক্ষে অনভিজ্ঞ হইয়া কেবল ব্রহ্মসূত্রের বলে অহঙ্কার প্রকাশ করেন, 'অত্রিসংহিতায় তাহারা পশু-বিপ্র নামে অভিহিত হইয়াছেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ-বৃত্তি লাভ করিতে না পারিলে কেহ 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না।

বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং বজ্জ্ঞানমহমদৃ।

ব্রহ্মেতি পরমায়োতি ভগবান্নিতি শব্দাতে ॥ (ভাঃ ১।২।:১)

পরতত্ত্ব 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্' এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছেন। কেবল সন্ধিং-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানিগণ 'ব্রহ্ম', সন্ধিং ও সন্ধিনী-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যোগিগণ 'পরমাত্মা' এবং সন্ধিং, সন্ধিনী ও আনন্দ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভক্তগণ 'ভগবান্' প্রতীতি লাভ করেন। পরতত্ত্বের ভগবৎ-প্রতীতিতেই পূর্ণ অভিযুক্তি ও পূর্ণ-প্রতীতি।

শাস্ত্র বলেন,—'ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ', এবং 'বিষ্ণুং জানাতীতি বৈশম্বঃ'। ব্রাহ্মণ কেবল ব্রহ্মজ্ঞানময়, বৈশম্বগণ কৃষ্ণ-জ্ঞানময়। যোগী উড়-সিদ্ধি-কামনাময়, জ্ঞানী জড়কাম-ভাগী এবং ভক্ত হইসেবর শ্রদ্ধাবান্। হরিভক্তি হইতে চ্যুত হইলেই মানব জ্ঞানী বা যোগী হয়। জ্ঞানী হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ এবং যোগী হইতে ভক্ত শ্রেষ্ঠ। যোগী উচ্চ অধিকার লাভ করিলে ভক্ত হন এবং নিম্ন অধিকারে নামিয়া আসিলে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন।

শৌক্ৰ-পন্থায় পবিত্রতার দাবী করা নিতান্ত অসঙ্গত এবং পরমার্থ-বিরুদ্ধ। বর্তমানে শৌক্ৰ-ব্রাহ্মণ-সমাজ যোনি-নির্দিষ্ট পবিত্রতার দাবী করায় হিন্দু-সমাজকে সঙ্কান্ধত করিয়াছেন। 'ন চৈতদ্বিদ্যো ব্রাহ্মণঃ খো বয়মব্রাহ্মণো বেতি'। আমরা বলিতে পারি না—আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ। শ্রীমহাভারতের ঠাকুরকার শ্রীশীলকণ্ঠই এই প্রতিবাদ উদ্ধার করিয়া, সত্যপ্রিয় ঋষিগণের চিহ্নে এই সম্বন্ধে যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দেখাইয়াছেন। মহাভারতের বনপর্বে ১৮ অধ্যায়ে দর্পু-যোনিপ্রাপ্ত নহষের সঙ্গে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

জাতিরত্ৰ মহাসর্প নৃশৃঙে মহামতে।

শঙ্করাং সর্কবর্ণানাং দুপ্পরীক্যেতি মে মতিঃ ॥

সর্কে সর্কস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।

বার্জুখুনখো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্ ॥

বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ সমস্ত বর্ণতেই একই প্রকার ; এবং সমস্ত বর্ণের মানব সমস্ত বর্ণের জ্ঞীতে সম্মান উৎপাদন করিতে পারেন। কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণেব ঔরসজাত, ইহা নিরূপণ করা একেবাবেই অসম্ভব। কলিকালে এইরূপ শোক্রধারা প্রায় সর্বত্রই বিপর্যস্ত দেখা যায়। সুতরাং জন্মদ্বারা জাতি-বিচারে বিস্মৃক্ততার দাবী অত্যন্ত অসঙ্গত।

গোস্বামী-বৈষ্ণবই হউন বা অন্য কেহই হউন, ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম না লইলে কাহ'রও পবিত্রতা স্বীকার করা হইবে না—এরূপ উক্তিতে দান্তিকতার পরিচয় আছে—কিন্তু বিচার-বুদ্ধির পরিচয় নাই। প্রারম্ভ কৰ্ম্ম-বশতঃ পবিত্র ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম পাইয়া ব্রাহ্মণ-সম্মান ব্যক্তিচার-পরায়ণ বা পতিত হয় কেন?—অবশ্য আরম্ভ কৰ্ম্মেরও প্রভাব স্বীকার করিতে হইবে। এই কৰ্ম্ম-শক্তির প্রভাবে ব্যক্তিগত পতন ও উত্থান অনিবার্য। আরম্ভ কৰ্ম্মবশতঃ ব্রাহ্মণ-সম্মানের যেভাবে পতন হয়, শূদ্র-সম্মানেরও সেই ভাবে উত্থান হইতে পারে। সুতরাং জাতিগত হিসাবে কাহ'রও পবিত্রতা বিচার না করিয়া ব্যক্তিগত হিসাবে পবিত্রতা বিচার করা উচিত। ‘জাতি’ লক্ষণ-দ্বারাই নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিযাজকম্ ।

যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তদে নৈব রিনির্দিশেৎ ॥ (ভাঃ ৬।১।৩৫)

অর্থঃ, মানবের বর্ণাভিযাজক যে-সর লক্ষণের ক্রথা বলা হইল, সে-সমস্ত লক্ষণ যাহার ভিতরেই দেখা যাইবে, তাহাকেই সেই সেই বর্ণে নিরূপিত করিতে হইবে। শ্রীধরহামিপাদ তাঁহাব ভাবার্থ-দীপিকায় এই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

“শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-বাবহারো মুখ্যঃ ; ন জ্ঞাতিমাত্রাৎ । যদ্যপি অত্র বর্ণান্তরেহপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন রিনির্দিশেৎ, নতু জ্ঞাতি-নিমিত্তেনেত্যর্থঃ ।”

শমাদি লক্ষণের দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করা উচিত। জাতির দ্বারা বর্ণ নির্দেশ করার প্রথা দোষাবহ।

শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং হি জে তচ্চ ন বিজ্ঞতে ।

ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ ॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ১৮৯।৮)

অর্থীঃ,—শূদ্রে যদি লক্ষণ দেখা যায়, এবং ব্রাহ্মণে যদি শূদ্রের লক্ষণ দেখা যায়, তাহা হইলে সেই শূদ্রও শূদ্র নয় এবং ঐ ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নয়।

মহাভারতের অনুশাসন-পর্বে ১৬৩ অধ্যায়ে শ্রীমহেশ্বর শ্রীউমাদেবীকে বহির দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।

কারণানি হিজ্জস্যা বৃত্তমেব তু কারণম্ ॥

সর্বোহয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।

বৃত্তে স্থিতস্ত শূদ্রোহপি ব্রাহ্মণত্বং নিবচ্ছতি ॥

ঐতঃ কর্মফলৈর্দৈবি নূনজাতি-কুলোদ্ভবঃ।

শূদ্রোহপি আগম-সম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কপঃ ॥

এতত্তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা শূদ্রো যবেদ্বিজঃ।

ব্রাহ্মণো বা চাতো ধর্মাদ্ যথা শূদ্রত্বমাপ্নয়াৎ ॥

হে দেবি! জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যায়ন ও সন্ততি—দ্বিজের কারণ হইতে পারে না। বৃত্তিই দ্বিজের একমাত্র কারণ। স্বভাবের দ্বারা পৃথিবীতে ব্রাহ্মণত্ব নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। শূদ্র ও ব্রাহ্মণ-রূপিতে অবস্থিত হইলে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিগণিত হইবেন। নিম্নকুলোদ্ভূত শূদ্রও ব্রাহ্মণ-কর্মের ফল-স্বরূপে আগম সম্পন্ন হইয়া দ্বিজ-সংস্কার লাভ করেন। যে-ভাবে শূদ্র ব্রাহ্মণ হন এবং ব্রাহ্মণও ধর্মচ্যুত হইয়া শূদ্র হন, সেই গোপনীর কথা তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম।

সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন টীকাকার শ্রীশ্রীলকর্ষ মহভারত, বনপর্বে ১৮০ অধ্যায়ের ২৩-২৬ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—এবং সত্যাদিকং যদি শূদ্রেহপ্যস্তি তর্হি সোহপি ব্রাহ্মণ এব স্যাৎ.....শূদ্রলক্ষ-কামাদিকং ন ব্রাহ্মণেহস্তি নাপি ব্রাহ্মণ-লক্ষ-শমাদিকং ন শূদ্রেহস্তি। শূদ্রোহপি শমাভ্যাপেতো ব্রাহ্মণ এব, ব্রাহ্মণোহপি কামাভ্যাপেতঃ শূদ্র এব।—সত্যাদি লক্ষণযুক্ত শূদ্রকেও ব্রাহ্মণ এবং কামাদি লক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণকেও শূদ্র বলিয়া অবধারিত করিতে হইবে।

কতিপয় বৈদিক আখ্যানিকা হইতেও লক্ষণ অনুযায়ী বর্ণজ্ঞানের অভিযান্ত্রিক কথা প্রমাণ করিতে পারা যায়। এখানে দুই-চারিটির কথা উল্লেখ করিলাম।

(১) জাবাল-নন্দন সত্যাকাম শৌক্ৰ-বিপ্র না হইয়াও নিজ জননী জাবালার বাভিচার সম্বন্ধে সত্য-কথা বলার জন্য, গৌতম ঋষির দ্বারা ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া, ব্রাহ্মণ-সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছিলেন।

(২) কান্যকুজাধিপতি গামির তনয় বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও, তপস্যাবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

(৩) ক্ষত্রিয়-কুলজাত মহারাজ বীতহব্য ভৃগুর রূপায় ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে প্রসিদ্ধ গৃৎসমদ বংশের উৎপত্তি। বীতহব্যের পুত্র গৃৎসমদ, গৃৎসমদের পুত্র সুচেতা, সুচেতার পুত্র বর্চাঃ, বর্চার পুত্র বিহবা, বিহবোর পুত্র বিতত্য, বিতত্যের পুত্র সত্য, সত্যের পুত্র সম্ভ, সম্ভের পুত্র ঋষিশ্রবা, ঋষিশ্রবার পুত্র তম, তমের পুত্র প্রকাশ, প্রকাশের পুত্র বাগিন্দ্র, বাগিন্দ্রের পুত্র প্রমিতি, প্রমিতির পুত্র রুরু, রুরুর পুত্র ঞনক, ঞনকের পুত্র ভাগবত-প্রসিদ্ধ শৌনক।

(৪) মহুর তনয় করুষ, করুষ হইতে কারুষ এবং রুষ্ট হইতে ধাক্ট নামে দুই ক্ষত্রিয় জাতির উদ্ভব হয়। পরে ধাক্টগণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। (ভাগবত ৯।২।১৬-১৭)

(৫) মহুর তনয় নরিজন্ত। তাহার দশম অধস্তন দেবদত্ত। দেবদত্ত ক্ষত্রিয়। তাঁহার পুত্র অগ্নিবৈশ্যায়ণ ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ কুলের সৃষ্টি করেন। (ভাঃ ৯।২।১৯-২২)

(৬) চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরুষ বংশে কথঞ্চিৎ আবির্ভূত হন। তাঁহার পুত্র মেধাতিথি হইতে প্রসঙ্গ ব্রাহ্মণ বংশের উদ্ভব হয়। (ভাঃ ৯।২।১৭)

(৭) পুরুষ ত্রয়োদশ অধস্তন অস্তিনাব, অস্তিনাবের পুত্র সুমতি, সুমতির পুত্র তুমন্ত, তুমন্তের পুত্র ভরত, ভরতের দত্তপুত্র বিতম্ব, বিতম্বের পুত্র মহা, মহার পুত্র গর্গ, গর্গের পুত্র শিনি, শিনির পুত্র গার্গ্য ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়াছিলেন।

(৮) মহাবীর্ঘের পুত্র হুরিতক্ষয়, তাঁহার পুত্র ত্রযাক্ষণি, কবি ও পুরুষাক্ষণি ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

(৯) বৃহৎক্ষত্রের পুত্র হস্তী, তাঁহার পুত্র অঙ্গমীঢ়, ষির্মীঢ় ও পুরুমীঢ়। অঙ্গমীঢ়ের প্রিয়মেধা প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের অভ্যাস হয়।

(১০) প্রিয়ব্রতের পুত্র নাভিরাজ, নাভিরাজের পুত্র ঋষভ। ঋষভদেবের একশত পুত্র। ভরতাদি নয়জন ক্ষত্রিয়, হন, কবি-হবি প্রভৃতি নয়জন নবযোগেন্দ্র হইয়া বৈষ্ণবতা লাভ করেন। অবশিষ্ট পুত্রগণ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

বৈষ্ণবই প্রকৃত ব্রাহ্মণ

“বৃত্তমেব তু কারণম্”—বৃত্তিই বিজ্ঞানের একমাত্র কারণ। হরিভজনই আত্মার বৃত্তি বা স্বভাব। আত্মার স্বভাবে যিনি প্রতিষ্ঠিত, তিনিই ব্রাহ্মণ। এখানে কোন জাতি-বিশেষের পারমার্থিক অধিকার স্বীকার করা যায় না। স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের ভিতরে কোন পার্থক্য থাকে না।—

“অর্চ্যো বিমোহো শিলাধীশ্চরু নরমতিবৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিব্য বা নারকী সঃ।” (পদ্মপুরাণ)

পূজা বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, গুরুতে নরবুদ্ধি, এবং বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি কর্তা নারকীর স্বভাব।

ন শূদ্রা ভগবন্তকান্তেহপি ভাগবতোক্তমাঃ।

সর্গবর্ণেষু তে শূদ্রা য়ে ন ভক্তা জনাৰ্কিনে ॥ (পদ্মপুরাণ)

ভগবানের ভক্ত শূদ্রকূলে জন্মিলেও শূদ্র নন। তিনি যে-কোন বর্ণে জন্মগ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়া থাকেন।

বিষ্ণোরায়ং যতো হ্যাসীত্তম্যাদৈষ্ণব উচ্যতে।

সর্বেষাং চৈব বর্ণানাং বৈষ্ণবঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥ (পদ্মপুরাণ)

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণেরও প্রণাম। “বৈষ্ণবো বর্ণ-বাহুহপি পুনাতি ভুবন-ত্রয়ং।” (নারদপুঃ)—বর্ণের বিচারে অতিহীন হইলেও বৈষ্ণব ত্রিভুবন পবিত্রকারী। সুতরাং প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবই পারমার্থিক গুরু।

জগতাং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বরম্।

সর্বত্র গুরবো ভক্তা বয়ঞ্চ গুরবো যথা ॥ (আদিপুরাণ)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন যে,—আমি ভক্তের গুরু এবং ভক্ত জগতের গুরু। “বৈষ্ণবান্ ভজ্য কৌন্তেয় না ভজ্যান্য-দেবতান্।” (আদিপুরাণ)।—হে কৌন্তেয়! তুমি বৈষ্ণবেরই ভজনা কর। অন্য দেবতার ভজন করিও না। কারণ বৈষ্ণবগণ দেবতাগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং যে-বাক্তি এই শুদ্ধ

বৈষ্ণবের সেবা ও পূজা পরিত্যাগ করিয়া হরিভজন-বিহীন শৌক-ব্রাহ্মণের সেবা ও পূজা করেন, তিনি কখনই উদ্ধৃগতি লাভ করেন না। তাই বৈষ্ণব-কবি তুলসীদাসও এ সম্বন্ধে বলিয় ছেন,—

“কলিকা ব্রাহ্মণো মসকরা, তাহি ন দীজে দান।

কুটুম্ব সহিত নরকে চলা, সাথ নিয়ে যজমান ॥

অর্থাৎ—কলির ব্রাহ্মণ অতি পাপী, দানের পাত্র নন। তিনি কুটুম্ব ও যজমানের সহিত নরকে গমন করেন।

তাই বলি—সাপু সাবধান! সাপু সাবধান!! হরিভক্তি-বিহীন ব্রাহ্মণ হইতে বাহাতে দূরে অবস্থান করিতে পারেন, সেইজন্য সর্বদা স্বেক্তিত থাকিবেন।

শ্রীহরিই সার

উশানীর রাজ	‘সুবজ্জ’ তার নাম	সদাচার-পরায়ণ।
প্রজারে দেখিত	আপনার সম	সদাই প্রফুল্ল মন ॥
শত্রুর হাতে	মরিল সে নৃপ	রেখে গেল স্মৃতিখানি।
আত্মীয়-স্বজন	করিছে রোদন	ভিজাইয়ে বক্ষখানি ॥
রাণীগণ কহে	“ওহে প্রাণধন	ভূমি এবে গেলে কোথা।
তোমার বিহনে	বিহঙ্গীসম	আমরা রয়েছি হেথা ॥”
দাহের সময়	অতীত হইল	দিনমণি অস্তাচলে।
তবু মৃতপতি	দাহ না করিল	ধরিয়া রাখিল কোলে ॥
বালকের বেশে	যমরাজ তবে	উপনীত হন তথা।
উপদেশ-ছলে	নানাকথা বলে	ভুলাতে তাদের ব্যথা ॥
যমরাজ এবে	রাণীগণে কহে,	“ওহে অবলারগণ ॥
অনিত্য এ-সব	মায়ায় সংসারে	কেন শোক অকারণ।
জন্ম-মরণ-	মালা পরে সবে	ভুলি তারা ভগবান্।
মায়ায় লাগি	খায় অবিরত	নাহি হয় তত্ত্ব-জ্ঞান ॥
তিনি না রাখিলে	কেহ না রহিবে	যাইবে যমের ঘরে।
দীন-হীন-জনে	সদা রক্ষা করে	করুণা বিতরি তারে ॥

মায়ের গর্ভেতে	পরন যতনে	রক্ষক রূপেতে তিনি ।
সৃষ্টি-স্থিতি-কার্য্য	তাহার ইচ্ছায়	হয় সদা ইহা জানি ॥
কন্মফলে জীব	ভ্রমে হেথা এসে	চৌরাশীলক্ষ জন্ম ধরে ।
একবার তব্দু	ভগবানে না ডাকে	অনিত্য সুখের তরে ॥
মৃত্যু যে নাই	দেহীর ওহে	দেহ হতে ইহা ভিন্ন ।
দেহের পতনে	দেহী যে তখন	আশ্রয় করেন অন্য ॥
যাহার তরেতে	করিতেছ শোক	ঐ তো শায়িত রাজা ।
তবে কেন শোক	কর এবে মিছে	দেহ নিরে কর মজা ॥
বুঝে দেখ এবে	দেহ কিছু নয়	শ্রীহরিই শুদ্ধ সার
শ্রীহরির সেবা	করে যেই জন	জীবন সার্থক তার” ॥
এই বলে ধম	বুঝাতে লাগিল	এক রূপকের ছলে ।
ব্যাপেরূপী কাল	বাণ মেলে সবে	ফেলায় মরণ-কবলে ॥
“কুড়ঙ্গী নামে	পক্ষী দম্পতি	থাকিত গভীর বনে ।
হাসিয়া খেলিয়া	জীবন কাটাত	পক্ষী-শাবকের সনে ॥
একদিন ব্যাধ	ফাঁদ পাতি গেল	রেখে গিয়া প্রলোভন ।
পক্ষিণী তখন	ফাঁদেতে প্রবেশে	লোভে হয় আনমন ॥
দৃষ্টে পক্ষী	উড়িয়া বেড়ায়	ঘিরিয়া ফাঁদের ধারে ।
‘হা হা প্রিয়তমে	কোথা গেলে তুমি	বলিয়া রোদন করে ॥
ব্যাপের তখন	হইল সন্যোগ	পক্ষিণীকে মারিবারে ।
শরবিধ পাখী	লোটার ধূলাতে	রক্তাপ্লুত কলেবরে ॥
কুড়ঙ্গীদ্বয়	প্রাণপাখী ছাড়ে	মায়ার ভজন করি ।
মায়া দ্বরে ত্যজি	সংসারের মাঝে	মুখে বল হরি হরি ॥
ষমরাজ-বাণী	শুনিয়া তখনি	খামিল ক্রন্দন-রব ।
শোক ভুলিয়া	পরম আনন্দে	শান্ত হইল সব ॥
‘হরি হরি’ বলি	রাজার দেহ	দাহ যে করিল সবে ।
‘হরি-নাম’ লইলে	তবে ওরে ভাই (আর) জনম হবে না ভবে ॥	

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব

(পঞ্চপুরাণাবলম্বনে লিখিত)

অম্বরীষ মহারাজ একদা বিষ্ণুধর্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া বদরিকাশ্রমে গমন করত তথায় হৃষ্টচিত্তে জিতেন্দ্রিয় ত্রিকালজ মহর্ষি বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—“হে প্রভো ! আপনি আমাকে অপার সংসার হইতে পরিত্রাণ করুন। যিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ সর্বাতীতপ্রদ, পরব্রহ্ম এবং মুনিগণ ঋষিগণ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াই সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হন, সেই চিন্ময়তত্ত্বে আমার মন ক্রুরূপে নিযুক্ত হইতে পারে, তাহা বলুন।”

বেদব্যাস বলিলেন,—“হে হরিপ্রিয় মহারাজ অম্বরীষ ! তুমি যে অতি নিগূঢ় বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, ইহা আমি পূর্বে কাহাকেও বলি নাই। তোমাকে বলিতেছি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পূর্বে যেরূপ অবস্থায় অবিনশী অবিদিত হইয়া অবস্থিত ছিল, ভগবদ্ভিষ্মায় প্রকটিত সেই বিশ্বের কথা সর্বত্রো বর্ণনা করিতেছি।—

“আমি পূর্বে ফল-মূল, ঈল ও বায়ুমাত্র আহার করত বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া ঐহিক দর্শনলাভ করিয়াছিলাম। জগদীশ্বর আমাকে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন দেখিলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘হে মহামতে ! তুমি কি অভিপ্রায়ে এইরূপ করিতেছ, তত্ত্বজ্ঞানের কামনায় কি ? তাহা বল, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। আমার নিকট অতীত বর প্রার্থনা কর। তোমায় সত্য সত্য বলিতেছি, আমার দর্শন পাইলে জীবের আর সংসার ক্লেশ ঘটে না।’

‘তখন আমি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে বলিলাম,—‘মধুসূদন ! যিনি সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম এবং যিনি জগৎপতি ও জগতের প্রকাশ-স্বরূপ, সেই আপনাকে আমি সাক্ষাৎ দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি।’

“তখন শ্রীভগবান্ কহিলেন,—‘পূর্বে আমি ব্রহ্মা-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত ও প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে যেরূপ বলিয়াছি, এক্ষণে তোমাকেও তাহাই বলিতেছি।—কতকলোকে আমাকে প্রকৃতি বলিয়া স্বীকার করে, কেহ বা পরমপুরুষ ‘ঈশ্বর’ বলিয়া থাকে, কেহ বা আমাকে ‘ধর্ম’ কহে ; কেহ বা ধনকেই ঈশ্বর বলে, কাহারও মতে মুক্তিই ঈশ্বর ; কতকলোক শূন্যকে, কেহ সত্তাকে এবং কেহ বা মঙ্গলময় সদাশিবকে ‘পরমেশ্বর’ বলেন। আবার

অন্যলোকে বেদের শীর্ষদেশে অবস্থিত একমাত্র ‘সনাতন পুরুষ’ বলিয়া আমায় নির্দেশ করেন। হে মহাভাগ! আজি আমি তোমাকে সেই নির্বিকার বেদগোপ্য চিদানন্দময় সংস্করূপ অপরূপ-রূপ প্রদর্শন করিতেছি।”

মহর্ষি বেদব্যাস বলিলেন,—“হে বৈষ্ণবচূড়ামণি মহারাজ! ভগবানের এইপ্রকার বাক্যাবসানে আমি দেখিলাম,—সেই আমার নবজলদ-কান্তি প্রভু গোপ-বালকবেশে পীতবসন পরিধান করত গোপ-কন্যাগণে পরিবৃত্ত হইয়া কদম্ব-তরুমূলে বসিয়া গোপ-শিশুদিগের সহিত বাল-সুলভ হাস্য করিতেছেন। আরও দেখিলাম,—সন্ধ্যা-সেই নবপল্লব-শোভিত, ভ্রমর-কোকিল-রবে গুঞ্জিত কাম-মনোমোহন হৃন্দাবন; তথায় মেঘের ন্যায় শ্যামলা যমুনা প্রবাহিতা হইতেছে এবং দেবরাজের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য ত্রিকূট-হস্তোদ্ধৃত সেই গোপ ও গোবৃন্দের সুসম্পদ গোবর্দ্ধন-গিরিরাজকেও দেখিলাম। আমি সর্বভূষণের ভূষণভূত সেই বেণুবাদনকারী, গোয়ালাবেশী ভগবানকে দেখিয়া সমধিক আনন্দিত হইলাম।

“হৃন্দাবনবিহারী ভগবান্ আমাকে সন্ধোধন করিয়া কহিলেন,—‘বৎস! তুমি যে আমার এই শান্ত সচ্চিদানন্দময় পদ্মপলাশলোচন দ্বিজুজ-মুরলীধর শ্যামপুন্দর সনাতন দিব্যরূপ দেখিতেছ, ইহার পর আর অবশিষ্ট কিছুই নাই। বেদ-চতুর্ষ্টয় এই সর্বকারণ-‘কারণ’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাই সত্য পরমানন্দ-স্বরূপ, চিদ্ধন ও নিত্য মঙ্গলময়। হে বৎস! এই মথুরাপুরী, যমুনা-নদী, গোপ-রমণীগণ ও গোপ-বালকগণ—এ সমুদয় আমার নিত্য-সহচর-সহচরী জানিও এবং যবতারী হইয়াও ‘ত্রিকূট’ রূপে আমার লীলা ও ‘পরব্রহ্ম নরাকৃতিঃ’ রূপও নিত্য—ইহাতে সংশয় করিও না। রাধিকা আমার সর্বদা প্রিয়তমা এবং আমাকে সর্বজ্ঞ, পরাংপর, সর্বেশ্বরেশ্বর, সর্বানন্দময়, সর্বকামদরূপ মদনমোহন বলিয়া জানিও; এই বিগ্ৰহ-সংসার আমারই মারাবশে প্রকাশমান হইলেও আমাতেই অবস্থিত আছে জানিবে।’

“অনন্তর লীলাময় পুরুষোত্তম ভগবানকে আমি বলিলাম,—হে জগত্তের কারণেরও কারণস্বরূপ প্রভো! এই গোপকন্যা এবং গোপবালকেরা কে? এই কদম্বতরুই বা কে? বনই বা কি? কোকিল প্রভৃতি বিহঙ্গমেরাই বা কে? আর যমুনা ও গিরিরাজ-গোবর্দ্ধনই বা কে? আর ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলী-ধনিই বা কি?—তাহা আমাকে বলুন।’

“ভগবান্ প্রীত হইয়া প্রসন্নবদনে আমাকে বলিলেন,—বৎস! গোপিকা-বা-
শক্তি ভিন্ন কিছুই নহে, আর শ্রুতি-মন্ত্রসমূহই গোপকন্যকা এবং তদঙ্গানির-
বৈকুণ্ঠবাসী মুক্ত মূনিগণই গোপ-বালক, কল্পবৃক্ষই পরমানন্দাস্পদ কদম্ব-বৃক্ষ
হইয়াছে ও আমার গোলোকের নিত্য-বিহারস্থলীকেই একাবনরূপে দেখিতেছ ;
সিন্ধু, সাধ্য ও গন্ধর্ব্বগণই কোকিলাদির মূর্ত্তি স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ
নাই। নিখিলশাস্ত্র এই যমুনাকে আনন্দময়েরই মূর্ত্তাস্তর বলিয়া কীর্ত্তন
করিয়াছেন এবং শাস্ত্রহৃদয় তপস্বী সত্যনিষ্ঠ ‘দেবব্রত’ নামে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণই
বেণুদ্ব্যপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে মহাভাগ বেদবাস! ইহাতে কিছু সংশয়
করিও না। আমি তোমার নিকট যাহা প্রকাশ করিলাম, ইহা সমস্ত
বেদেরও অতি নিগূঢ়-রহস্য বলিয়া জানিবে।”

উক্ত উপাখ্যানের শিক্ষা

অখিল-রসায়তমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপই যে সর্বোত্তম এবং ব্রজদেবীগণ
যে মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছেন, তাহাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ—ইহা
পূর্বোক্ত আখ্যানিকা হইতে প্রতিপাদিত ও প্রমাণিত হইবে। সর্ব-
বেদান্তসার পরমহংস-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত “অনুগ্রহায় ভক্তানাং”,
“বিজীড়িতং ব্রজবধূভিঃ” প্রভৃতি শ্লোকদ্বয়ে অনেক মনে করিতে পারেন—
ভগবান্কে যে গোলোকগত অপ্রকৃত রাসাদিক নিগূঢ় লীলা প্রক্ষে-
প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই বোধহয় অধিকার-নির্ব্বিচারে সকলেরই
আলোচ্য ও শ্রবণ-কীর্ত্তনীয়। কিন্তু ত্রিকালজ পরমুৎকৃষ্ট মঙ্গলময়
শ্রীবেদবাস পূর্বেই ইহার আশঙ্কা করিয়া রাস-পঞ্চাধ্যায়-শেষে “নৈতং
সমাচরেজ্জাতু” শ্লোকের দ্বারা অনধিকারীর পক্ষে শ্রীভগবানের মধুর-
রসায়ক লীলাদি আচরণ করা দূরের কথা, মনে মনেও চিন্তা করিতে
নিষেধ করিয়াছেন। টীকাকারগণ ও বৈষ্ণবোচ্চার্য্যবর্গ সকলেই উক্ত বাক্যের
সমর্থন করিয়া তাঁহাদের দ-স্ব মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এঁচড়ে-
পাকা প্রাকৃত-সহজিয়াশ্রেণী হাটে-ঘাটে-মাঠে উন্নতোজ্জ্বল-রসতত্ত্ব আলোচনা-
মুখে নৃত্য-কীর্ত্তনাদি-দ্বারা অনধিকারী নিজদিগকে ও জনসাধারণকে অংশ-
গাতিত করিয়া নিরয়গামী হইতেছেন। ভগবান্ তাহাদিগকে সম্বুদ্ধি
প্রদান করুন—ইহাই প্রার্থনা করি।

—প্রকাশক

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বন্দনা

রাধিকার ভাব-কান্তি, করি অঙ্গীকার ।
কলিহত জীবে যিনি করিতে উদ্ধার ॥
আপনি আচরি ধর্ম করিলা প্রচার ।
তঁহার চরণে মোর কোটী নমস্কার ॥
জগাই মাধাই অতি পাপী দুরাচার ।
হরিনাম দিয়া যিনি করিলা উদ্ধার ॥
নয়নে বহিত যাঁর শত প্রেমধার ।
তঁহার চরণে মোর কোটী নমস্কার ॥
পতিত দেখিয়া প্রাণ কাঁদিল যাঁহার ।
নামৈব কেবল ধর্ম উপদেশ যাঁর ॥
রাধা-প্রেম বিলাইতে যাঁর অবতার ।
তঁহার চরণে মোর কোটী নমস্কার ॥
কনক চম্পক জিনি বরণ যাঁহার ।
শরতের চন্দ্রসম মুখ-শোভা যাঁর ॥
নীলোৎপল নিন্দি যাঁর, তাঁখি চমৎকার ।
তঁহার চরণে মোর কোটী নমস্কার ॥
তিল-ফুল জিনি যাঁর, নাসা চমৎকার ।
বিস্ম-বিড়ম্বিত ওষ্ঠ সুধার আধার ॥
চপলা চমকে হেরি হাস্ত-সুধা যাঁর ।
এমন গৌরাঙ্গ-পদে করি নমস্কার ॥
পরিসর বক্ষঃস্থল অতি চমৎকার ।
তাহাতে শোভিত যাঁর বৈজয়ন্ত হার ॥
নিন্দিয়া করভ-কর ভুজযুগ যাঁর ।
এমন গৌরাঙ্গ-পদে করি নমস্কার ॥
কেশরী জিনিয়া কাট দ্বীপ অতি যাঁর ।
রামরস্তা তরু জিনি উরু চমৎকার ॥
স্থলজ কমল জিনি চরণ যাঁহার ।
সে-চরণে করি আমি কোটী নমস্কার ॥

গৌড়ীয়ের চতুস্ত্রিংশ-বর্ষ

ধর্ম নীতি ও রাজনীতির পার্থক্য

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা চতুস্ত্রিংশ-বর্ষে শুভ পদার্পণ করিলেন। সুদীর্ঘ এক বর্ষকালের মধ্যে বহু বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইলেও, শ্রীপত্রিকা নব-নবায়মানরূপে তাঁহার নিজস্বরূপ প্রকাশপূর্বক জীব-কল্যাণের নিমিত্ত বরাভয়প্রদ হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন। রাজনীতি-বঙ্গা-বিষ্ণুক জগতে বাস্তব শান্তি বা বস্তির লেশমাত্র নাই। কোটীলা-চাণকা-নীতি ধর্ম-নীতির দ্বন্ধে যাবতীয় দোষ আরোপ করিয়া নিজের ভালমাহুষী দেখাইয়া বঁচিয়া থাকিতে চাহে। তাহার কপট-কুটীল প্রবঞ্চনারূপ নগ্ন-স্বরূপ বিশ্ব-সভায় হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িলে তখন সে সমাজ-নীতি ও অর্থনীতির সহযোগিতা কামনা করে। তাহাদের সাহায্য-সহায়ত্ব হইতে বঞ্চিত হইলে উৎফিষ্ট হইয়া ন্যায়-নীতি-আদর্শের বিরোধিতা করাই তাহার একমাত্র কর্তব্য হইয়া পড়ে। রাজনীতিরূপ কুটনীতি কোনদিনই বিশ্বের সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রীরূপ কল্যাণ ঘানয়নে সমর্থ নহে, তথাপি তাহার অপপ্রয়াসের অন্ত নাই।

রাজনীতি . কুটনীতি, ধর্মনীতি— বিশ্বকল্যাণাত্মক

অস্পৃশ্যতা-বর্জন ও (তপশীলভুক্ত) হরিজন-নিপীড়ন-আন্দোলন আজ বিশ্বের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। জাতীয়তাবাদী (উচ্ছৃঙ্খলের) মানুষের অবজ্ঞা ও বঞ্চার হরিজন-আদিবাসীরা নির্যাতিত ও নিপীড়িত। সাংবিধানিক রক্ষা-কবচ তাহাদিগকে আর রক্ষা করিতে অসমর্থ ও অপারগ। সময়ের বিবর্তনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বারে বারে ইহাদের দুর্বলতার দুষ্টোগ লইয়াছেন।—ইহাদের সমাজে উচ্চাধিকার প্রদানের প্রলোভন দেখাইয়া অনেকেই স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছেন। সনাতন হিন্দুসমাজ অধ্যা-সংস্কৃতির আদর্শেই অনুপ্রাণিত। অনার্যগণকে তাঁহারা সমাজে গ্রহণ করেন নাই বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় মাত্র। শ্রীগীতার “মাং হি পার্থ ব্যাপান্ধিতা...তেহপি বাস্তি পরাং গতিম্ ॥”, ভাগবতের “কিরাত-হুণাক্স-পুলিন্দ-পুরুশাঃ...শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্যৎ বনমঃ ॥” শ্লোক ও বিচার উদারনৈতিক মনোভাব ও মহানুভবতারই পরিচায়ক। আসুরিক বর্ণাশ্রম ও দৈব-বর্ণাশ্রম

ব্যবস্থার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিস্তারিত। সনাতন আর্থ-ঋষিগণের সুসূক্ষ্ম সিদ্ধান্তসম্মত দূর্বৈজ্ঞানিক বিচারপ্রণালী সাধারণের বোধগম্য না হওয়ায় বহুক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝি হইয়াছে। সমাজের কিছু স্বার্থান্বেষী শীর্ণস্থানীয় ব্যক্তিও সমাজকে বিপথে পরিচালিত করিয়াছেন ও সামাজিক মৌলিক অধিকার হইতে অনেকেই বঞ্চিত হইয়াছেন। ‘জন্ম অন্ত্যায়ী কর্ম’, ‘কর্ম অন্ত্যায়ী পরজন্ম’ বা ‘পুনর্জন্মবাদ’ দূর্বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। “যস্য ধর্মক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিবাঙ্গকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ॥”—বর্ণাভিবাঙ্গক লক্ষণ্য যাহার মধ্যে লক্ষিত হইবে, সেই বর্ণেই তাহাকে নির্দেশ করিতে হইবে, কেবল বর্ণের দ্বারা জন্ম নিরূপিত হইবে না, ইহাই বিদ্যে তাৎপর্য। এতুলে ঋষিগণ-কর্তৃক প্রকৃত গুণ ও গুণীরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-প্রবৃত্তিত প্রেমধর্ম্মই

বিশ্বজনীন আত্মধর্ম্ম

জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্বিশেষে আপামর জনগণকে শ্রীনাম-প্রেম-বিতরণের জন্যই রয়রূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধাভাব-ভ্রূতি-সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই প্রেমধনমূর্তি শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি দীনজনের নিকট দীনভাবে আকৃতি-মিনতি করিয়া, আবার পণ্ডিত জনের নিকট অপার পাণ্ডিত্য প্রদর্শনপূর্বক প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। বিষয়ী ব্যক্তিকে অনাসক্ত-ভাবে বিষয়-গ্রহণের, আবার বিষয়-বিরাগীকে দুঃসঙ্গ বর্জনপূর্বক নিরন্তর কৃষ্ণ-ভজনের—আত্মকলাপের উপদেশ দিয়াছেন। ভবরোগের মহোষধিরূপ শ্রীনামমৃত প্রদানপূর্বক দুর্গত বিশ্বজনের দুঃখ-দুর্দশা বিদূরিত করিয়াছেন। “হরিনাম দিয়া হৃদয় শোধিল, যাঁচি গিয়া ঘরে ঘরে”, “চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এ রঙ্গ”—বিশ্বভ্রাতৃহ, সাম্য বা নৈত্ৰীভাব-আনয়নকারী সেই প্রেমাবতারী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু জয়যুক্ত হউন।

চৌত্রিশবর্ষে চৌত্রিশ-পদাবলীর তাৎপর্য

বর্তমান চৌত্রিশ-বর্ষীয় (৩৪) শ্রীপত্রিকা সর্বাবতারী নাম-প্রেম-প্রদাতা শ্রীশচীনন্দন গৌরহরিকে বক্ষে ধারণপূর্বক আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। ইহা পদকর্তা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের বর্ণিত “চৌত্রিশ-পদাবলী” বা বর্ণমালায় শ্রীগৌর-মহিমার বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়। “নারায়ণাভূততোহয়ং বর্ণক্রমঃ”

সুত্রাহুসারে শ্রীনারায়ণ ভগবান হইতেই বর্ণাদির উৎপত্তি হইয়াছে জানা যায়। “অক্ষরাণামকারোহস্মি” গীতার বাক্যে এবং শ্রীমভাগবতেও “স্ফোট আশ্রয়ঃ, নাদো বর্ণভূমোঙ্কার আকৃতীনাং পৃথক্কৃতিঃ” শ্লোকেও শ্রীভগবানই শব্দতন্মাত্র, নাদ, ওঁকার, বর্ণ এবং পদার্থসমূহের পৃথক্ পৃথক্ নামনির্দেশক পদসমূহ অর্থাৎ বর্ণ-পদাদিরূপা বৈথর্যরূপে জীবসুদেব-মহারাজ-কর্তৃক স্রুত হইয়াছেন। বাঞ্জনবর্ণমালায় ‘কলিযুগে ত্রিকুষ্টচৈতন্য অবতার। খেলিবার প্রবন্ধে কৈল খোল-করতাল ॥ গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ সঙ্কীর্ণনে। ঘরে ঘরে হরিনাম দেন সর্বজনে ॥ উঠেঃধরে কাঁদে প্রভু জীবের লাগিয়া। চেতন করান জীবে কৃষ্ণনাম দিয়া ॥.....বসুদেব-সুত সেই শ্রীনন্দনন্দন। শচীর নন্দন এবে বলে সর্বজন ॥ ষড়্ভুজ রূপ হৈলা অত্যাশ্চর্যময়। সবাংকার প্রাণধন গোরা রসময় ॥ হরি হরি বল গাই কর মহাবজ্র। ক্ষিতিতলে জন্মি কেহ না হৈয় গবিজ্ঞ ॥ “এ চৌত্রিশ পদাবলী” যে করে কীর্তন। দাস নরোত্তম যাগে তাঁহার চরণ ॥”—শ্রীগৌরহরির মহিমা এইরূপে কীর্তিত হইয়াছে। স্বর-বর্ণমালায়ও তিনি কবি প্রেমদাস কর্তৃক “অশেষ গুণের নিষি গৌরাজসুন্দর। আনন্দে বিভোর সদা প্রেমের সাগর ॥.....ওচ দেশে যাইয়া প্রভু বহু লীলা কৈল। উদার্যা-গুণেতে সার্বভৌমাদি নিস্তারিল ॥ চতুর্দশ স্বরাবলী যে করে কীর্তন। অচিরে লভয়ে সেই গৌরাজ-চরণ ॥” প্রভৃতি পদাবলীতে বন্দিত ও আরাধিত হইয়াছেন। সুতরাং শ্রুতিশাস্ত্র বেদমাতা গায়ত্রীরূপে প্রতিটি অক্ষর বা বর্ণ এবং পদের বিধ্বংসকর্তা বা অবিধা-বৃত্তিতে সর্বোৎকর্ষের সর্বশক্তিমান্ অখিলরসামুতসিদ্ধ পরমোপাস্য শ্রীভগবানেরই মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন।

সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসান্তাস-দোষ সেবানুকূল্য নহে

শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ও নিতাপূজিত শ্রীবিগ্রহরূপে শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউকেই লক্ষ্য করা যায়। তাহাতে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রতি অতিশ্রদ্ধালু (?) কোন কোন ভক্তকে বলিতে শুনা যায়,—“গৌড়ীয় মঠ শ্রীনিত্যানন্দ-বিরোধী, ইঁহারা নিতাইকে মানেন না।” এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য,—“শ্রীগৌর কি নিতাই ছাড়া, বা শ্রীনিত্যানন্দ কি গৌর ভক্কে বাদ দিয়া থাকিতে পাবেন? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরনিষ্ঠা এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন—“সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে। যে ডুবিলে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে ॥” “আমার প্রভুর প্রভু

শ্রীগৌরসুন্দর। এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর।” শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত একই সিংহাসনে শ্রীরাধাগোবিন্দ অবস্থান করিলে তাহাতে রসাতাস-দোষ আসে না; কারণ শ্রীগৌরোপ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ একই তত্ত্ব; কিন্তু একই সিংহাসনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ অবস্থান করিতে পারেন না; ইহা সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাতাসহৃৎ। সুতরাং শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়-সমাজে যে রীতি প্রচলিত আছে, তাহা মহাজনাঃমোদিত ও শাস্ত্রসিদ্ধান্তসম্মত। পৃথক সিংহাসনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ অবশ্যই পূজিত হইতে পারেন, তাহাতে তত্ত্বতঃ কোনরূপ বাধা-নিষেধ নাই। শ্রীরাধাকৃষ্ণ সারস্বত-সমাজে এইরূপভাবে বহু মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ সম্পূজিত ও পরিসেবিত হইতেছেন।

শিক্ষিত যুব-সমাজের ধর্মের প্রতি অনীহার কারণ

আজকাল শাস্ত্রীয় যুক্তি ও তত্ত্বসিদ্ধান্তালোচনায় জনসাধারণের অনীহা লক্ষ্য করা যায়। ফলে নীতি-আদর্শ হইতেও দেশবাসী ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হইতেছেন। শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রস্ফুর্তভাবে ভগবদ্বিদ্বেষ ও ভক্ত-বিদ্বেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। দার্শনিক তথা ভক্তসমাজ তাহাদের নিকট হাস্যাস্পদ ও সমালোচনার পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন। সনাতন আখ্যায়িকি অধ্যুষিত এই ভারত-ভূমির অধিবাসিগণ স্বভাবতঃই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল; কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতগণের দার্শনিক বা জনসাধারণের প্রতি কোনরূপ সেবারুত্তির মনোভাবও দেখা যায় না। বর্তমান নিরাশ্রয় শিক্ষাই ইহার জন্য দায়ী। নীতি-আদর্শ-পূর্ণ ধর্মশিক্ষা আজকাল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের স্কুল-কলেজে নিষিদ্ধ হইয়াছে। তজ্জন্যই সমাজ-জীবনে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে। ধর্ম-শিক্ষার অভাবে যুবকগণের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সংঘবের অভাব সর্বত্র পরিলক্ষিত হইতেছে। আইন-শৃঙ্খলা, নিয়মাবলি, কর্তব্যপরায়ণতাই বাস্তব মনুষ্যত্ব দান করে। অন্যথায় বিপজ্জনক রাজনীতির আশ্রয়ে জীবন দুর্বিপ্লব করিয়া তোলে। তাই বিশ্বের চিন্তাশীল মনীষী ও বিদ্বজ্জনগণ আজ সমাজে ধর্মশিক্ষার একান্ত আবশ্যিকতা অনুভব করিতেছেন। ইহা কার্যে পরিণত করিতে না পারিলে দেশ নিশ্চয়ই অধঃপাতে যাইবে।

জীবনের স্বরূপধর্ম-গ্রহণেই আত্মকল্যাণ ও উদারতা

বৈষ্ণব-ধর্ম জীবনের স্বরূপের ধর্ম—ইহাই সনাতন ধর্মশিক্ষার মূলসূত্র। আমাদের তথাকথিত খ্রীষ্টান, মুসলমান, হিন্দু হইয়া লাভ নাই। বৃক্ষ-ভৃগু-শূদ্র-

লতা, পশু-পক্ষী, দেবতা-দৈত্য দানব ইইয়া কাজ নাই, স্বর্গের নিত্যশ্রম গ্রহণ করাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। শ্রীগৌরসুন্দর দক্ষিণদশে ভ্রমণকালে ঈশ্বরদেবের কীর্তনের দ্বারা ঝাংঝাংয়ের পথে বৃক্ষ-পশু-পক্ষী সকলকেই অস্বস্তিতে উদ্ধত করিয়াছিলেন। শৈব-শাক্ত, বৌদ্ধ-জৈন, বেঙ্গী-তপস্বী ভোগী-ভাগী, নিবিশেষবাদী, পণ্ডিত-মুর্থ সকলেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনরূপ অস্ত্রে সার্বজনীন বৈষম্য-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সকলের প্রতি শ্রীমদ্ব্যাকরণের নির্দেশ ছিল, —“ভরত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম য’র। জন্ম সার্থক করি’ কর পর-উপকার ॥” শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার ভক্তগণের গায় শ্রেষ্ঠ পরোপকারী হন নাই আর হইবেনও না। দেশের-দেশের তাৎকালিক উপকার, ক্ষণিক উপকার—অপকারেরই নামান্তর মাত্র। যেস্থলে একের উপকার অপরের ক্ষতির কারণ হয়, তাহা কখনও ‘উপকার’ পদবাচ্য হইতে পারে না। শ্রীগৌরহরি ও তত্ত্বজ্ঞগণ কখনও ঐপ্রকার লোক-প্রবন্ধনামূলক উপকার বা অপকার করেন নাই। তাঁহাদের উপকার—তাঁহাদের দান সর্বকালে সর্বাবস্থায় আত্যন্তিক কল্যাণবিধান করিয়া থাকে। দীর্ঘস্থিরভাবে চিন্তা করিলে তাঁহার অসমোদ্ধ এবং কথ্য উপলব্ধির বিষয় হয়,—“চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥”

অন্তে আশ্রয়-বিগ্রহের রূপা-প্রার্থনা

বিগত বর্ষে শ্রীপত্রিকায় বিভিন্ন স্তব-স্তুতি, জগদগুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ ও শ্রীল সচিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত দার্শনিক, বৈষ্ণব-স্মৃতি-বিষয়ক, সংসমালোচনামূলক, অতিমর্ত্য জীবনী-শিক্ষা-সম্পন্নিত, ইন্দ্রিয়-মহিমা-সম্বন্ধিত প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়ায় সর্বস্তরের পাঠকবর্গের তত্ত্ব-সিদ্ধান্তানুশীলনে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অপরাপর পদ্ধ-গুণ্ডার রচনাগুলিও মুখ্য সজ্জন-সমাজের তুলনামূলক আলোচনার সুযোগ প্রদান করিয়াছে।

পরিশেষে শ্রীপত্রিকার গ্রাহকবর্গ, সেবানুকূল্য-বিধানকারী ও উপদেষ্ট-গণকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাदनসহ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীউ, শ্রীলক্ষ্মী-বরাহ-নৃসিংহদের, শ্রীরাধা-গিরিধারীজীউর অহৈতুকী রূপা প্রার্থনামুখে বক্তব্য সমাপন করিলাম।

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER

“SHRI GOUDIYA-PATRIKA”

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers
(Central) Rules, 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every
Bengali month i.e. once in a month
3. Printer's Name—Shri Nabajogendra Brahmachari,
Bhakti-Bandhav.

Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnava.

Address—Shri Devananda Goudiya Math,

Tegharipara, P.O.—Nabadwip (Nadia), W. B.

4. Publisher's Name—Do

Nationality—Do

Address—Do

5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti
Vedanta Trivikram Maharaj.

Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnava.

Address—Shri Devananda Goudiya Math,

Tegharipara, P.O.—Nabadwip (Nadia), W. B.

6. Name and address of individuals who won the
newspapers and partners
or share holders holding
more than one percent of
the total capital.—Tridandi-Swami Shri
Shrimad Bhakti Vedanta
Baman Maharaj, President-
Acharya, on behalf of Shri
Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Nabajogendra Brahmachari* hereby declare that
the particulars given above are true to the best of my
knowledge and belief.

Sd./-Nabajogendra Brahmachari,

Dated — 3. 3. 82.

Signature of Publisher.

। শ্রীশ্রীগুরুগীরাঙ্গী জয়ন্তঃ ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যশো ভক্তি রম্যকজে ।



অহৈতুকপ্রতিহতা যয়াক্সা সুপ্রসীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরমর ।
আবাক্তে অহৈতুকী ভক্তি বিয়ম্ভু ।

অন্ত ধর্ম সূত্বেপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

নোংপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব ই কেবলম্ ।

৩৪শ বর্ষ } ৬ যথুস্বদন অনিরুদ্ধ, ৪২৬ গৌরাক { ২য় সংখ্যা
৩১ চৈত্র, বুধবার, ১৩৮৮; ইং ১৪৪১১৯৮২

সামুদ্রানন্দঃ

শ্রীশ্রীবৃন্দাদেব্যষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্তি-ঠাকুর বিরচিতম্ ।

গাজ্জয়-চ্যাম্পয়-ভড়িদিবিনন্দ-রোচিঃ-প্রবাহ-স্বপিতাঅবুলে !

বন্ধু-রক্ত-ছাতি-দিবাবাসো বৃন্দ ! সুমন্তে চরণারবিন্দম্ ॥১॥

হে অভুজল-রক্তবর্ণ-বসন-ধারিণি বৃন্দ ! তুমি স্বীয় পরম স্নহর অঙ্গ-
কান্তি-দ্বারা স্নান, চন্দ্রকপুস্প ও মৌদামিলীকেশ তিস্কার করিতেছ এবং
তদ্বারা স্বজনগণ অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তগণকে অঙ্গিষক্ত করিতেছ; তোমার
শ্রীচরণারবিন্দে নমস্কার করি ॥২॥

বিদ্বাধরোদিহর-মন্দহাস্ত-নাসাং-মুক্তাছাতি-তীপিতাস্তে !

বিচিত্র রত্নাভরণাশ্রিয়াঢ্যে ! বৃন্দে ! হুমন্তে চরণারবিন্দম্ ॥২॥

হে বৃন্দে ! তোমার নিখ-সদৃশ রক্তবর্ণ অধরোদাহত মুহু-মধুর হাস্ত ও নাসিকা-প্রবর্তী মুক্তা-কাজিছাতি। ত্বদীয় বদনমণ্ডল পরিশোভিত হইয়াছে এবং তুমি বিচিত্র রত্নাভরণে মৌন্দর্ঘ্যাব্বিতা হইয়াছ ; তোমার শ্রীচরণ-পদে নমস্কার করি ॥২॥

সমস্ত-বৈকুণ্ঠ-শিরোমণৌ শ্রীকৃষ্ণস্য বৃন্দাবন-ধন্য-ধাম্নি ।

দত্তাধিকারে বৃষভানু-পুত্র্য্য বৃন্দে ! হুমন্তে চরণারবিন্দম্ ॥৩॥

হে বৃন্দে ! বৃষভানুরাজ-নন্দিনী শ্রীরাধিকা নিখিল-বৈকুণ্ঠ-সমূহের শিবোমণি ও অশেষ-শুণ-সমন্বিত পরম পবিত্র শ্রীকৃষ্ণ-ধাম শ্রীবৃন্দাবনে তোমাকে অধিকার প্রদান করিয়াছেন ; তোমার শ্রীপাদসবোজে নমস্কার করি ॥৩॥

ত্বয়াজ্জয়া পল্লব-পুষ্প-ভৃঙ্গ-মৃগাদিভির্মাধব-কেলিকুঞ্জাঃ ।

মধ্বাদিভির্ভাস্তি বিভূষ্যমাণা বৃন্দে ! হুমন্তে চরণারবিন্দম্ ॥৪॥

হে বৃন্দে ! তোমারই আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে পত্র, পুষ্প, ভ্রমর, মৃগ, ময়ূর, শুক-সারী প্রভৃতি পশু-পক্ষীগণে ও চির-বসন্তে শ্রীকৃষ্ণের কেলিকুঞ্জ-সমূহ বিভূষিত হইয়া পরম শোভা পাইতেছে ; তোমার পদারবিন্দে প্রণাম করি ॥৪॥

ত্বদীয়-দূত্যেন নিকুঞ্জ-যুনো-রত্নাংকয়োঃ কেলি-বিলাস-সিদ্ধিঃ ।

ত্বৎ-সৌভগং কেন নিকৃচ্ছাতাং তদ্ বৃন্দে হুমন্তে চরণারবিন্দম্ ॥৫॥

হে বৃন্দে ! তোমার দূতীহোর চাতুর্য্য-প্রভাবেই বিলাস-বাসনাময়ী শ্রীরাধা-কৃষ্ণের কেলি-বিলাস সম্পন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ তুমিই দূতীরূপে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সুদুর্ঘট মিলন সম্পাদন করাইয়া, তাঁহাদিগের লীলা-বিলাসের সহায়তা করিয়া থাক ; অতএব এ সংসারে তোমার সৌভাগ্যের সীমা বর্ণনা করিতে কে সক্ষম হইবে ? তোমার শ্রীপাদপদে নমস্কার করি ॥৫॥

রাসাভিলাষো বসতিশ্চ বৃন্দাবনে ত্বদীশাজ্যু-সরোজ-সেবা ।

লভ্য্য চ পুংসাং কৃপয়া তৈব বৃন্দে ! হুমন্তে চরণারবিন্দম্ ॥৬॥

হে বৃন্দে ! কৃষ্ণভক্তগণ তোমারই কৃপায় শ্রীরাসলীলা-দর্শনাভিলাষ, শ্রীবৃন্দাবনে বাস ও ত্বদীয় প্রাণবল্লভ শ্রীরাধা-মাধবের চরণ-সেবা লাভ করিয়া থাকেন ; তোমার শ্রীপদ-কমলে নমস্কার করি ॥৬॥

ত্বং কীর্ত্যসে সাত্বত-তত্ত্বাবিদ্ধি-লীলাভিধানা কিল কৃষ্ণ-শক্তিঃ ।

তবৈব মূর্তিস্তসমী নৃলোকে বৃন্দে ! তুমন্তে চরণারবিন্দম্ ॥৭৫

হে বৃন্দে ! শ্রীনারদাদি ভক্তগণ-বিরচিত তত্ত্বসমূহে সুনিপুণ পণ্ডিতগণ তোমার শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তি বলিষ্ঠা বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই নরলোকে অপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ-রূপিনী শ্রীভূবনসীদেবী হইতেছেন তোমারই মুক্তি ; তোমার শ্রীচরণ-পঙ্কজে আশ্রয়দান করি ॥৭৫

ভক্ত্যা বিহীনা ক্ষিপ্তাশ্চ কামাদি-তরঙ্গ-মথো ।

কৃপাময়ি ! ত্বাং শরণং প্রপন্না বৃন্দে ! তুমন্তে চরণারবিন্দম্ ॥৮

হে কৃপাময়ী দেবি ! আমরা ভক্তিহীন বলিয়া শত শত অপরাধ-প্রযুক্ত ভব-সমুদ্রের কাম-ক্রোধাদি-রূপ ভীষণ তরঙ্গ-মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি ; অতএব তোমার শরণাগত হইলাম, তুমি কৃপা করিয়া আমাদেরকে এই অজ্ঞতার ভব-জগতি হইতে উদ্ধার কর ; তোমার শ্রীচরণ-সরোজে নমস্কার করি ॥৮

বৃন্দাষ্টকং যঃ শৃণুয়াৎ পঠেদ্ বা বৃন্দাবনাধীশ-পদাঙ্ক-ভৃঙ্গঃ ।

স প্রাপ্য বৃন্দাবন-নিত্যবাসং তৎ-প্রেমসেবাং লভতে কৃতার্থঃ ॥৯

যে-যাজ্ঞি বৃন্দাবনাধিপতি শ্রীরাধা-গোবিন্দের চরণ-কমলের ভৃঙ্গ-স্বরূপ হইয়া শ্রীবৃন্দাদেবীর এই অষ্টক পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য-বাস প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভ করত কৃতার্থ হইয়া থাকেন ॥৯

ঐকান্তিক ও ব্যভিচারী

ঐকান্তিকতা কাকে বলে ?

“একলা সৈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভূত । যারে বৈজে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥” একটী মাত্র অস্ত্র যাহার, তিনি ঐকান্তিক বা ভক্ত-ভূত । একটী বলিতে—সংখ্যাগত যাবতীও নানাত্বের বিপরীত-ভাবে প্রকাশ করে ।

শ্রীগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধিরেকেষু কুরু-নন্দন ।

বহুশাখা হনস্তাশ্চ বুদ্ধয়োঃব্যবসায়িনাম্ ॥ (গীঃ ২।৪১)

হে অর্জুন । একমাত্র ব্যবসায়িক বুদ্ধি করিলে ; আবাসায়ীগণ নানা প্রকার বুদ্ধিদারা চালিত হইয়া অসংখ্য বিষয় সৃষ্টি করে । লক্ষ্য-বস্তু এক না হইয়া বহু বা দুই হইলে, দুই নৌকায় পা দিলে অকল্যাণ প্রসব করে ।

ব্যভিচারের লক্ষণ

ঐকান্তিকতার অভাবে জীব বহু বিষয়ে আসক্ত হইয়া ব্যভিচারী হন । ব্যভিচার অর্থাৎ অপব্যবহার ; লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবের তাহাই উপাস্ত । অসংখ্য ব্যক্তিগণ বহুলক্ষ্যের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া কোন বস্তুই লাভ করিতে পারেন না । সেখানে স্বজাতীয় আশয়ে স্তিমিত ব্যক্তিগণ সমবেত না হন, সেখানেই বিষম জাতীয় সংহতিতেই ব্যভিচার । অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্, পরমাত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু, কিন্তু ব্যবসায়িক বুদ্ধির অভাবে ব্যভিচারক্রমে সেই বস্তু বিভিন্ন বলিয়া উপলব্ধ হয় । ঐকান্তিকতার অভাবেই এই ব্যভিচার আনয়ন করে ।

পঞ্চোপাসনা—ঐকান্তিকতা ও অদ্বয়জ্ঞানের ব্যভিচার

আবার এই প্রকার ব্যভিচার পোষণ করিয়াও কাল্পনিক পঞ্চদেবতার উপাসকবৃন্দ বিবর্তবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক একমাত্র নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া করেন । বহুবীশ্বর বাদের ব্যভিচার হইলে রক্ষা পাঠিলে গেলে একমাত্র নির্বিশেষ বলিয়াই ঐকান্তিকতা পোষণ করে । ঐকান্তিকতার অভাবে এক জ্ঞানের পরিবর্তে পাঁচ প্রকার কৃষ্ণেতর বাহনক্ষেপে লক্ষ্যভূত বস্তুকে ঈশ্বর স্বীকার ও তাহাদের ঈশ্বরত্বের বিলোপ সাধন করিয়া বস্তুত্বকে অদ্বয়-জ্ঞানে পর্য্যবসিত করিলে ঈশ্বরগুলির বিশেষত্ব ধ্বংস হয় ; সেই কালে কৃষ্ণেতর বাহনদর্শন-কৃত পঞ্চোপাসনাগত ব্যভিচার আর থাকিতে পারে না ।

বহু ঈশ্বরবাদিগণ অসৎ সাম্প্রদায়িক

একজন স্বেক যেক্রপ বহু প্রভুর সেবা কবিত্তে অসমর্থ, তদ্রূপ ঐকান্তিক বহুবীশ্বর-বাদেও প্রশংসা দেন না । ব্যভিচারের প্রশংসা দিলে উদারতা হয়—যাঁহারা বলেন, তাঁহারা কখনই সাম্প্রদায়িক হইতে পারেন না । উপাস্তবস্তু কখনই বহু হইতে পারেন না । অমরাগের অভাব হইতে ও বিরোধের স্বভাব হইতে বহুবীশ্বরের প্রবর্তন । শ্রীমন্তাগবত বলেন,—

‘ভয়ং দ্বিতীয়ার্ণিনিশেষতঃ স্তাদ্বীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োহস্বভিঃ’ ।

(ভাঃ ১১।২।৩৭)

উপাস্ত্র বস্তুকে বহুজ্ঞান হইলে ভয়ের উৎপত্তি হয়

অদ্বয়-কৃষ্ণ-জ্ঞান হইতে অন্য হইয়াই মানব দ্বিতীয়-বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হন। এই অভিনিবেশটী তাঁহাকে অদ্বয়-দ্বৈত ঐকান্তিকতা বিশ্বরণ করাইয়া অস্বরূপ ব্যভিচারেণ চক্ষে মিশ্রণ করেন। ঐকান্তিকগণের উপাস্ত্র বস্তুকে বহুজ্ঞান হইলে ভয়ের উৎপত্তি। বিষয়ের বহুজ্ঞানই ভয়ের কারণ। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরমেশ্বর কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়।

বহু ঐশ্বরবাদীই ব্যভিচারী

যাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ব্যভিচার-ক্রমে কামনানুসারে নিজ নিজ কাম-পুষ্টি-অমৃত সূর্য্য, গণেশ, শক্তি ও কল্প উপাসনা প্রবর্তন করেন তাহারাষ্ট বহুঐশ্বরবাদী ও ব্যভিচারী। তগবৎ-ভক্ত হইতেই বিমুক্ত-ক্রমে বাহ্যবিচার ও বাহ্য-দর্শনদ্বারা পঞ্চদেবতার বহুলা হয়।

কৃষ্ণোপাসক ও পঞ্চোপাসকের পার্থক্য

বহু কামনার হস্ত হইতে পরিজ্ঞান পাইলে জীব কৃষ্ণকাম বা অদ্বয়-জ্ঞান লাভ করেন। সেখানে তাহার বাসনাবশে বিভিন্ন উপাসনা থাকে না। ব্যভিচারি-সম্প্রদায় এই বুদ্ধাবস্থাকেও গর্হণ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। ব্যভিচারীরা দল বলেন, কৃষ্ণভক্তগণ স্বার্থপর ও ব্যক্তিগত স্বার্থে বিভূষিত, তাহারা ভগবানকে ব্যক্তিগত (personal) করিতে বাঞ্ছ। সুতরাং ঐকান্তিক ভক্তের সহিত গণেশ-পূজকের মতভেদ আছে। গণেশপূজা করিলে অর্থ-লিঙ্গি-অবশ্যজ্ঞাবী, কিন্তু কৃষ্ণপূজা করিলে পার্থিব অর্থকে অনর্থ-জ্ঞান হইয়া যায়। তাহা হইলে আর জড়ের ব্যক্তিগত স্বার্থ স্বার্থপরতার চমৎকারিতা পোষণ করে না। জড়ার্থকামী ব্যভিচারিদল পঞ্চোপাসনার প্রতি আদর করিয়া ঐকান্তিকতা বিনাশ করে এবং ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তকে তাহারই ন্যায় ব্যক্তিগত জড়স্বার্থের দাস বলিয়া মনে করে।

কৃষ্ণভক্তের স্বার্থপরতাই ঐকান্তিকতা।

কিন্তু পঞ্চোপাসকই ব্যভিচারী

এস্থলে বিচারা বিষয় এই যে,—কৃষ্ণ বস্তুই জড়ের অতীতম নহে। কৃষ্ণ-দাস্ত্রে যে ঐকান্তিকতা ও স্বার্থপরতা ব্যভিচারিদল দেখিতে পান, উহা তাহাদিগের জ্ঞায় হেয়-পূর্ণ স্বার্থপরতা নহে। গণেশ-পূজকের স্বার্থ অর্থ-লিঙ্গি। তাদৃশ অর্থের দ্বারা কৃষ্ণক-শরণের স্বার্থ বিলোপ সাধন ও নিজ চৈতন্য তর্পণাদি ঘটে। অনন্ত-কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণপূজা, অনন্ত-কৃষ্ণভক্তের ইন্দ্রিয়-তর্পণও ব্যক্তিগত ঘৃণিত স্বার্থ নহে।

উপাশ্রয় বহুত্রে ভোটাধিক্য হইলে

ঐকান্তিকতার অভাব হয়

গণেশ পূজক তাহা বুঝিতে না পারিয়া মনে করেন যে, জগৎ ‘পঞ্চাইতী শাসনে’ প্রতিষ্ঠিত হওয়াই উচিত। ভক্তগণের ঐকান্তিকতা ঘুচাইয়া দিয়া আমরা পঁচজনে ভোট দিয়া ব্যক্তিচার আনয়ন করিব। জড়জগতে পঁচের অধিকার থাকুক; কিন্তু ঐকান্তিকতা ও অমুরাগের স্বরূপ বাহারা বুঝিয়াছেন তাঁহারা নানাত, বহুত ও সাধারণী ভাবের আদর না করিয়া ভগবান্ আসরাই স্বায়ত্তীকৃত বস্তু—ইহাতে ব্যক্তিচারীর, সাধারণের বা অন্যের স্বরূপতঃ কোন অংশ নাই জানেন। ঐকান্তিকতার মধ্যে অপরের কোন অংশ থাকিতে পারে না।

ঐকান্তিক ভক্তের সম্ভাব বা লক্ষণ

ঐকান্তিক ভক্ত একল সেবা-পরায়ণ, আবার তাঁহার স্বজাতীয়তার স্নেহ উদ্দেশ্যের অনুকূল সহচরগণকে নিজ হইতে অপৃথক্ বুদ্ধি করেন। ‘সখীলীলা বিস্তারিয়া সখী আশাদয়’ প্রভৃতি ভক্তির পরমোচ্চস্তরের ভজন-প্রভাবের কিছু কিছু উপলব্ধি বাহারা হইয়াছে, তিনিই ঐকান্তিকের নিষ্ঠা বুঝিতে সমর্থ। তৎপূর্বে নানা অর্থ ও জঞ্জাল আসিয়া তাঁহার অন্তঃস্বরূপ-জ্ঞানে বিপৎপাত ঘটাইবে। কৃষ্ণভক্তই ঐকান্তিক ও শান্ত; ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলই অশান্ত।

পঁচ মিশালী-মত পরিত্যাগ করিয়া

ঐকান্তিক হইবার উপদেশ

যেখানে কৃষ্ণভাব অল্প বস্তুতে জীবের অনুরাগ ও সহানুভূতি দেখা যায় সেখানে কৃষ্ণভক্তি নাই। কৃষ্ণভক্ত কখনই সাধারণী বহুবিশ্বর-সেবীর সঙ্গ করেন না। তাঁহাদিগকে সংগথে আনয়নের ভুল, তাঁহাদের বিষয় উন্মুক্ত করিবার জন্ত যত্ন করেন; কিন্তু তাদৃশ সাধারণী কৃষ্ণভাব দেবোপাসকের বিমুখ চেষ্টার আদর করেন না। শুদ্ধবৈষ্ণবকে স্বার্থপর মনে করিয়া তাহাকে পঁচমিশালী মতবাদী করিয়া তুলিবার চেষ্টা ব্যক্তিচারিদলে আদর পাইতে পারে; কিন্তু তাদৃশ দল যখন নিজ নিজ অসং-চেষ্টা ছাড়িয়া দেন তৎকালে তিনিও ঐকান্তিক হইতে পারেন। ঐকান্তিকতা বিনাশ-প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে তাহার কোন মঙ্গল হয় না।

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

নিশ্চয়

নিশ্চয়ত্ব ও সংশয়

“শ্রীউপদেশামৃতে” গোস্বামী-মহোদয় ভজন-প্রয়াসীর পক্ষে ‘নিশ্চয়’ হইবার উপদেশ দিয়াছেন। যে-পর্যন্ত নিশ্চয়তা না হয়, সে-পর্যন্ত লোকে সংশয়ান্বিত থাকে। সংশয়ান্বিত পুরুষদিগের কখনই মঙ্গল হয় না। সংশয়ান্বিত চিত্তে অনন্ত-ভাবিত্তে প্রকৃষ্ট বা কিক্রমে হইবে? গীতায় বলিয়াছিলেন,—

অজ্ঞানশ্রদ্ধাধানশ্চ সংশয়ান্বিতা বিনশ্চতি ।

নাযঃ লোকহস্তি ন পরো ন স্ত্বং সংশয়ান্বিতঃ ॥ (৪।৪০)

‘সম্বন্ধ’-জ্ঞানহীন প্রজ্ঞাহীন ও সংশয়ান্বিত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সন্ধিচ্ছিত্তি লোকের ইহলোক বা পরলোকে কোন সুবিধা নাই, এবং তাহাদের কোন সুখ হয় না। যাহার ‘শ্রদ্ধা’ হইয়াছে, তিনি প্রথমেই নিঃসংশয় হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কেননা ‘শ্রদ্ধা’-শব্দের অর্থই দৃঢ় বিশ্বাস। যতক্ষণ ‘সংশয়’ আছে, ততক্ষণ চিত্তে দৃঢ় বিশ্বাস কখনই হইতে পারে না। সুতরাং প্রজ্ঞাবান্ জীব সর্বদাই ‘সংশয়’-হীন।

সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বাত্মক দশমূলতত্ত্ব

শ্রীমদ্বৈক্যপ্রভু বৈষ্ণব যাত্রকেই ‘সম্বন্ধ’, ‘অভিধেয়’, ‘প্রয়োজন’,—এই তত্ত্বত্রয় প্রথমেই জানিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। এই তত্ত্বত্রয়ে দশটি মূল বিষয় আছে। যথা—প্রথম মূল এই,—বেদশাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। প্রমেয় নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমেই প্রমাণকে জানা আবশ্যক। প্রমেয় নয়াতি, ও সেই প্রমেয়গুলিকে বিচার-বিষয়ভূত করিতে হইলে, অগ্রে প্রমাণের আবশ্যক। নানাশাস্ত্রে নানাপ্রকার ‘প্রমাণ’ নির্ণয় করিয়াছেন। কেহ বলেন প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, প্রভৃতি প্রমাণ; কেহ অন্যান্য বিষয়কেও প্রমাণ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। শ্রীমদ্বৈক্যপ্রভুর প্রদর্শিত বৈষ্ণব শাস্ত্রে অন্য সকল প্রমাণকে ‘গৌণ-প্রমাণ’ বলিয়াছেন; অতএব আয়্যায়প্রাপ্ত স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণই একমাত্র মূল্য প্রমাণ ও গ্রাহ্য।

অচিন্ত্যভাব ও চিন্ত্যভাব

জগতে যত যত ভাব আছে, সেগুলিকে দুই ভাগে বিভাগ করা যায়। কতকগুলি ভাব ‘অচিন্ত্য’ এবং কতকগুলি ভাব ‘চিন্ত্য’। প্রাকৃত ভাবসমূহ—

চিন্তা অর্থাৎ মনেরের চিন্তামার্গে স্বয়ং উদয় হয়। অপ্রাকৃত ভাব—অচিন্তা ; তাহা মনেরের মনোহু জ্ঞান-শক্তিগণমা নষ্টে। আত্ম-সমাধি বাচীত অচিন্তা-ভাবসকল জানা যায় না সুতরাং অচিন্তা বিষয়ে ‘হর্কাসুর্গ’ প্রভৃতি প্রমাণের নষ্ট নাই। এইজন্ত (মহাভারত উল্লেখপক্ষে) বলিয়াছেন—

অচিন্ত্যঃ শলু যে ভাবাঃ ন তাত্ত্বিকৈঃ সোজযেৎ।

প্রকৃতিভাঃ পবং যচ্চ তদচিন্ত্যসা লক্ষণম্ ॥ (ভঃ ১ঃ দিঃ ৪৮)

অচিন্ত্য-ভাব লাভের উপায়—বেদশাস্ত্র

লক্ষণের চতুর্নির্মিত হইলে অর্থাৎ যাহা, তাতা অচিন্ত্য-ভাবময়। তাহাতে ‘সত্যজ’-‘অনুমানের’ প্রবেশ নাই। সেই সকল অচিন্ত্য-ভাব জানিবার জন্য আত্ম-সমাধি একমাত্র উপায়। আত্ম-সমাধিও সাধারণ লোকের অসাধ্য-প্রায়। পরম করুণাময় পরমেশ্বর জীবের পক্ষে এই বিষয়-প্রমাদ দেখিবার বেদশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবৎ প্রভু বলিয়াছেন—

ময়ামুক্ত ভাবেব নাচি কলমুত্তি-জান।

জীবেরে করায় তৈস কল বেদ-পুৰাণ ॥

বেদশাস্ত্র করে—‘সংহত’, ‘অভিধেয়’, ‘প্রয়োজন’।

‘কল’ শাপা সম্বন্ধ, ‘ভক্তি’ প্রাপ্ত্যের সাধন ॥

অভিধেয়-নাম—‘ভক্তি’, ‘প্রেম’—প্রয়োজন।

পুরুষ-র্থে-শিবোমণি পেম—মহাদেশ ॥

(১ঃ চঃ মঃ ২০।১২২, ১২৪-১২৫)

অচিন্ত্য-ভাব লাভের উপায়—আত্মায় বা গুরুপরম্পরা-বাক্য

অচিন্ত্য ভাব সকল জানিতে হইলে একমাত্র বেদ-প্রমাণই গ্রাহ্য। ইহাতে আর একটি নিচাই আছে : ‘আত্মায়’ শব্দে গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত বেদকে বুঝায়। বেদে বহুবিধ বিষয় আছে, অসিদ্ধাবী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উপদেশ আছে। সকল অধিকার অপেক্ষা ‘ভক্তি’-অধিকারই শ্রেষ্ঠ। পূর্ণ মহাজনবর্গ অনন্যালে আত্ম-সমাধি উদয় করিয়া, বেদের ভক্তি-অধিকারের শিক্ষা-সমুদয় পৃথক করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। অতএব পূর্ণ মহাজনগণ যে-সমস্ত বেদ-বাক্য ভক্তির অধিকার বিষয়ক বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা শিক্ষা করা প্রয়োজন। শ্রীগুরুদেবের কণা এইস্থানে সম্পূর্ণরূপে না পাইলে, অচিন্ত্য ভাবসকলে প্রবেশ করা হুঃসাধ্য। শ্রীমদ্ভগবৎ প্রভুর উপদেশ এই (১ঃ চঃ মঃ ২০।১২৭-১৩৬)—

ইহাতে দৃষ্টান্ত—বৈছে দরিজের ধবে ।

‘সর্বজ্ঞ’ আদি’ দুঃখ দেখি’ পুছয়ে তাহারে ।

তুমি কেনে এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন ।

তোমায়ে না কহিল, অল্প ছাড়িল জীবন ॥”

সর্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশ্যে ।

এঁছে বেদ-পুরাণ জীবে ‘কৃষ্ণ’ উপদেশে ॥

সর্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ ।

সর্বশাস্ত্রে উপদেশ ‘শ্রীকৃষ্ণ’—সম্বন্ধ ॥

বাণের ধন আছে, জানে, ধন নাহি পায় ।

সর্বজ্ঞ কহে তাহে প্রাপ্তির উপায় ॥

‘এইস্থানে আছে ধন’ বলি’ দক্ষিণে খুঁদিবে ।

‘ভৌমরুল-বরুলী’ উঠিবে, ধন না পাইবে ॥

‘পশ্চিমে’ খুঁদিবে তাহা ‘যক্ষ’ এক হয় ।

সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য় ॥

‘উত্তরে’ খুঁদিলে আছে কৃষ্ণ ‘অঙ্গর’ ।

ধন নাহি পাবে, খুঁদিতে গিলিবে সব্বারে ॥

‘পূর্বদিকে’ তাতে মাটি অল্প খুঁদিতে ।

ধনের ঝারি পাড়িবেক তোমার হাতেতে ।

এঁছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি’ ।

‘ভজ্যে’ কৃষ্ণ বশ হয়, ভজ্যে তাঁরে ভজি’ ॥

আত্মায়-ধারাই—পরমার্থের উপায়

পরমার্থ-লিপ্সু পুরুষ ব্যাকুল হইয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট যখন আত্মার সিদ্ধান্ত সকল শ্রবণ করেন, তখন তাহার চিত্ত নির্মূল হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে গমন করিতে থাকে । আত্মায়ই পরমার্থ বিষয়ে একমাত্র উপায় । এই ‘প্রমাণ’ অবলম্বনপূর্বক নানা প্রমেয় বিচার করা যায় । এই বিচার আত্মায়-বলে শুদ্ধচিত্তে উদয় হয় । ইহারই নাম আত্মসমাধি । ইহাই পরমার্থের মূল ।

আত্মায়ের প্রথম প্রমেয়—ব্রহ্ম, আত্মা ও

ভগবানই শ্রীকৃষ্ণ

ইহাতে প্রথমেই জানা যায়,—পরব্রহ্ম হরি একমাত্র উপায় । তৎসম্বন্ধে নিরিশেষ-চিন্তা ‘ব্রহ্মরূপে’ তাহার প্রভা বিস্তার করে । সেই হরি

একাংশে পরমাত্মা বা ঈশ্বর হইয়া জগদ্বিতাতা, জগৎ পালয়িতা ও জগৎ-সংহর্তা রূপে উদ্ভূত হন। হরিরই স্বয়ং কৃষ্ণ, পরমাত্মাই বিষ্ণু, তাঁহার প্রভাই ব্রহ্ম। এষ্টকালে সর্ববশক্তিমান হরির তত্ত্ব চিটার করিয়া পরব্রহ্ম সম্বন্ধে সংশয় দূর হয়। যে পর্য্যন্ত এই সংশয় থাকে সে-পর্য্যন্ত প্রাকৃত জ্ঞানের বিপবীত ভাব লইয়া ব্রহ্ম আলোচনা হয়। আবার অংশরূপ পরমাত্ম-পুরুষের অনুসন্ধানে অষ্টাঙ্গাদি যোগের কল্পনা হয়। নিঃসংশয় হইলে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে অচলা ভক্তি উদয় হয়।

দ্বিতীয় প্রমেয়—শ্রীহরির অচিন্ত্য শক্তিবিশিষ্ট অর্থাৎ

সবিশেষ ও নির্বিশেষ-শক্তি সমন্বিত

আত্মায়-জ্ঞানে দ্বিতীয় প্রমেয়ে বিচারিত হইয়া পড়ে—সেই পরব্রহ্ম হরি, স্বাভাবিক অচিন্ত্য-শক্তিবিশিষ্ট। একটি শক্তি চালনায়, তিনি অক্ষুট-জ্ঞানে ব্রহ্ম রূপে প্রতিভাত হন। ইহারই নাম তাঁহার নির্বিশেষ-শক্তি। আবার অনন্ত-শক্তির চালনায় তিনি ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকে ক্রোড়ীভূত করিয়া নিজ ভগবৎসত্তা প্রকাশ করেন। ইহার নাম সবিশেষ-শক্তি। ‘নির্বিশেষ’ ও ‘সবিশেষ’ শক্তিহয় তাঁহাতে নিতা বর্তমান থাকিলেও সবিশেষ-শক্তির বলাধিক্য দেখা যায়। যথা (শ্রীখেঃ উঃ ৬।৮)—

পরাস্য শক্তিবিবর্ধৈব প্রায়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।

সেই পরাশক্তির সন্ধিনী, সন্ধিং ও জ্ঞাদিনী—বিক্রমত্রয় অপ্রাকৃত ভক্তের জ্ঞান-সুলভ হন।

তৃতীয় প্রমেয়—শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ ;

ব্রহ্ম-পমাত্মা রস-স্বরূপ নহেন

আত্মার বলেন,—সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ পরম অপ্রাকৃত রস। যে-রসের বিক্রমে চিদচিৎ উভয় জগৎ উন্নত হইয়া পড়ে, তাহাই কৃষ্ণের স্বরূপ। অতএব, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—‘আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা’। সেই পরম-রসের বলে চিৎ ও জড়-জগতে অনন্ত বৈচিত্র্য। চিজ্জগতে যে-রস, তাহাই শুদ্ধ ; জড় জগতের রস তাহার ছায়া। চিজ্জগতের অনন্ত রস আবার অচিন্ত্য-রস-ক্রমে শ্রীব্রহ্ম-লীলার প্রপঞ্চে উদয় হইয়াছেন। জীব রসের অধিকারী। জীবের ঐ পরম-রস প্রাপ্য ধর্ম। ভজন-বলে জীব তাহাই লাভ করেন। ব্রহ্ম-প্রাপ্তি অত্যন্ত নীরস, তাহা কখনও ভজনীয় নহে। পরমাত্ম-প্রাপ্তিতে রসের উদয় নাই। কেবল কৃষ্ণ ভজনই রসময়।

চতুর্থ প্রমেয় - জীব-তত্ত্ব তাহার স্বতন্ত্রতা ও স্বরূপ

আমরা বলেন,—জীব কৃষ্ণরূপ চিৎ-স্বপ্নের অণুনিচয়।—সংখ্যায় অনন্ত। কৃষ্ণের চিৎ-শক্তিতে যদ্রূপ চিৎজ্ঞেয়, অথবা মায়া-শক্তিতে (যে রূপ) জড়জগৎ, তদ্রূপ পরা শক্তি চিৎ-শক্তিতে জৈব-জগৎ। কৃষ্ণের চিৎশক্তি যে-সকল পরিপূর্ণ ওণ আছে, তাহা বিন্দু বিন্দু মাত্র অণুরূপ জীবে স্বভাবতঃ বর্তমান। কৃষ্ণের স্বতন্ত্রতা-ধর্ম্য আছে, তাহারও এক কণ জীবে লক্ষিত হয়। সেই ধর্ম্মের দ্বারা স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ আছে। তদ্বশতঃ জীবসকল প্রবৃত্তি-ভেদ লাভ করিয়াছে। এ-চিৎ-প্রতিক্রমে ১১ স্বীয়-সুখ অব্বেষণ করেন, অল্প-প্রতিক্রমে কণ-সুখ অব্বেষণ করেন। স্বীয়-সুখাশ্বেষী ও কৃষ্ণ-সুখাশ্বেষী হইয়া জীবসমূহের বর্ণ-বয় সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণ-সুখাশ্বেষীগণ নিত্য মুক্ত; স্ব-সুখাশ্বেষীগণ নিত্যাসিদ্ধ।

চিৎ-জগতে নিত্য বর্তমান ও মান্যার জগতে ভূত,

ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ত্রিকালের স্থিতি

এ-সম্বন্ধে অচিন্ত্য-ভাবসকল চিৎ-কালের অঙ্গগত। চিচ্ছক্তিগত-কালে নিত্য-বর্তমানরূপ ধর্ম্য আছে। অপর জড় বা মায়া-শক্তিগত-কালে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানরূপ ত্রিবিধ ধর্ম্য। সুতরাং এ সম্বন্ধে যে-সকল বিচার উদয় হয়, তাহা চিৎকালগত করিলে সংশয় থাকে না; জড়কালগত করিলে অনেক সংশয় উদয় হয়। জীব শুদ্ধ চিৎকণ হইয়া কেন নিজ সুখাশ্বেষী হইলেন, এরূপ বিতর্ক তুলিলে, জড়কালগত সংশয় উপস্থিত হয়। সেই সংশয় পরিত্যাগ করিলে ভঙ্গন হইতে পারে, নতুবা কেবল বিতর্ক উপস্থিত হয়। অচিন্ত্য-ভাবে তর্ক সংযোগ করিলেই জনর্থ হইয়া পড়ে।

পঞ্চম প্রমেয় - দুই প্রকার জীব, যথা—বদ্ধ ও মুক্ত

আমরা শিক্ষা এই,—নিজ-সুখাশ্বেষী জীবসমূহ নিকটস্থিত মাষাকে বরণ করিয়া মাষাকালগত সুখ-ভোগ ভোগ করিতেছেন। কর্ম্ম আর কিছুই নহে, মাষাকৃত একটি অন্ধ-চক্র (চাঁড়া)। যাহারা মাষাতে প্রবেশ করেন নাই, তাহাদের কর্ম্মের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। মাষা-চক্র হইতেই নিজ সুখাশ্বেষী জীবগণের ভোগায়ত্তনরূপে স্থূল ও পিঙ্গদেহ। এই অন্ধ-চক্র অনন্তরূপে পরিণামিত হয়; কিন্তু, জীবের পক্ষে তাহাতে প্রবেশ-কালে যেমন সহজ হইয়াছিল, মুক্তিকালেও তাহা সহজে দূরীভূত হয়।

ষষ্ঠ প্রমেয়—নিত্যবদ্ধ জীব সাধুসঙ্গে মুক্তি পায়

মায়ার অন্ধচক্রগত জীবসকলকে ‘নিত্যবদ্ধ’ বলা যায়। ‘নিত্য’ শব্দ মায়াকাল সম্বন্ধে প্রযুক্ত। চিবস্তর স্পর্শে চিংকালের উদয় হইলে, তাহার অনিত্যতা দেখা যায়। সাধু-মহাজনের কৃপা এবং কৃষ্ণ-কৃপা জনিত জন্ম-জন্মান্তর ভক্তানুগী শ্রুতি লাভের দ্বারা বদ্ধজীবের মঙ্গল উদয় হয়। যথা—

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।

সাধু সঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৪৫)

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্ত তর্হ্যচাত সৎ-সমাগমঃ।

সৎ-সঙ্গমো যহি তদেব সঙ্গতো পরাবরেশে ভূমি জায়তে রতিঃ ॥

(ভাঃ ১০।৫।৩৪)

সাধুসঙ্গে সংসার-হুঃখের ক্ষয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় সুদৃঢ় বিশ্বাস হয়। তখন জন্ম-বলে জীব কৃষ্ণকৃপায় মায়াবদ্ধন ছেদন করত কৃষ্ণসেবা লাভ করেন। বাহারা আদৌ কৃষ্ণ-সুখাছেদী হইয়া মায়াতে প্রবেশ করেন নাই, তাগাদের সহিত বদ্ধমুক্ত জীবসকল অনায়াসে কৃষ্ণ-কৃপায় সালোক্য লাভ করেন।

সপ্তম প্রমেয়—কৃষ্ণ ও তদিতর বস্তুতে অচিন্ত্য

ভেদাভেদ সম্বন্ধ

আম্নায় সিদ্ধান্ত এই যে,—কৃষ্ণ ও তদিতর সকল বস্তুই অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধে আবদ্ধ। এইরূপ বেদে বহুতর স্থানে অভেদ এবং বহুতর স্থানে ভেদসূচক বাক্য দৃষ্ট হয়। অতাত্ত্বিকতা-সিদ্ধান্তে বেদেব একদেশ-মাত্র অবলম্বিত হয়। তাত্ত্বিক-সিদ্ধান্তে বেদের সর্বদেশের তাৎপর্য গ্রহণ হয়। জ্ঞান-পিপাসুদিগের আম্নায় শিক্ষায় এইমাত্র জ্ঞান হয় যে,—শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্র এক অদ্বয়তত্ত্ব। কৃষ্ণই এক বস্তু। সেই বস্তু সর্বশক্তিসম্পন্ন। শক্তিদ্বারা জৈব ও জড়রূপে বর্তমান হইলেও, বস্তু বাস্তবিক এক বই হই নয়। বস্তু-জ্ঞানে অভেদ-তত্ত্ব এবং শক্তিজ্ঞানে শক্তি-পরিণামফলে কৃষ্ণ বাস্তবিক অতঃযাহা দেখা যাইতেছে সকলই তাহা হইতে নিত্য ভিন্ন। এই নিত্য ভেদাভেদ সম্ভাব্যতঃ অচিন্ত্য; কেন-না, জীবের মায়িক-বুদ্ধিতে (তাহা) অস্পষ্ট। জীবের যখন অপ্রাকৃত-বুদ্ধি উদয়িত, তখন অচিন্ত্য-ভেদাভেদময় শুদ্ধ-জ্ঞান উদয় হইতে পারে। আম্নায়-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব শুদ্ধজন কৃষ্ণ-কৃপায় অল্পকালের মধ্যেই স্পষ্ট দেখিতে পান। ইহাতে মায়িক বিচার চালাইতে গেলে মতবাদ হইয়া পড়ে।

উক্ত প্রেমের সপ্তকের জ্ঞানই 'সম্বন্ধ'

এই সাতটি মূলের আত্মসমাধি-লব্ধ-জ্ঞান যখন আত্মায়-বলে উদ্ভূত হয়, তখনই 'সম্বন্ধ'-জ্ঞান হইল বলিতে পারা যায়। শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রস্তু-মতে শ্রীমদ্ভাগবত এই সম্বন্ধ জ্ঞানতত্ত্ব বিশদরূপে বলিয়াছেন। যথা চরিতামৃতে,—

কে আমি, কেনে আমার জ্বারে তাপত্র।

ইহা নাহি জানি—কেননে 'হিত' হয় ॥ (মঃ ২৯।১০২)

যে-সকল পুরুষের ভক্তিলভরূপ পরম হিত পাইবার আবশ্যক আছে, তাহারা সকলে শ্রীভক্তচরণে এই প্রশ্নটি করিবেন। শ্রীভক্ত-মুখে এই প্রশ্নের সজ্জ্বর পাইলে সংশয় দূরে গিয়া দৃঢ় বিশ্বাসের উদয় হইবে। বৃথা বিচার বলিয়া পরিত্যাগ করা উচিত নহে। যথা, চরিতামৃতে,—

'সিদ্ধান্ত' বলিয়া চিন্তে না কর অলস।

ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে অদৃঢ় মানস ॥ (আঃ ২।১১৭)

এই প্রবন্ধের সার কথা.—প্রমাণ ১টি ও প্রেমের ৭টি

সর্ব্বন্যমেত আটটি তত্ত্বের সার

এখন দেখুন দশটি মূলের মধ্যে প্রথম অষ্টমূলে—'প্রমাণ' ও 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত আছে। প্রভু (গৌরচন্দ্র) সনাতন গোস্বামীকে যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাতেই পাইবেন,—

(ক) প্রমাণ ৪—

(১) 'প্রমাণ'-মূলটি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য, যথা,—

"বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ অনির্দেশ প্রয়োজন।"

(খ) প্রেমের ৪—

(১) দ্বিতীয় মূলটি সম্বন্ধে প্রভুবাক্য,—

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন সনাতন।

অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রহ্মে ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, 'গোবিন্দ' 'পর' নাম।

সর্বেশ্বর্য্যপূর্ণ ঈশ গোলোক—নিতাধাম ॥

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি,—তিন সাধনের বশে।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে ॥

- (২) কৃষ্ণশক্তি সম্বন্ধে প্রভুবাক্য যথা,—
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি ।
চিহ্নশক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি ॥
- (৩) কৃষ্ণ রসময়, যথা প্রভুবাক্য,—
সর্ব্ব আদি, সর্ব্ব অংশী কিশোরশেখর ।
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর ॥
- (৪) জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীমদ্বহাগ্রভূর উপদেশ,—
“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস ।”
“সূর্য্যাস্ত কিরণ যেন অগ্নি জ্বালাচয় ।”
- (৫) বদ্ধজীব সম্বন্ধে প্রভুবাক্য—
সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার ।
এক নিত্যমুক্ত, এক নিত্য সংসার ॥
কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ ।
অতএব মায়া তাপ্রে দেয় সংসার-হুঃখ ॥
- (৬) মুক্ত জীবের বিষয়ে প্রভুবাক্য,—
নিত্যমুক্ত নিত্যকৃষ্ণ চরণে উদ্ধৃত ।
কৃষ্ণ পারিষদ নামে ভুঞ্জে সেবাসুখ ॥
- (৭) ভেদাভেদ প্রকাশ যথা,—
“কৃষ্ণের তটস্থশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥

অষ্টম প্রমেয়—সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় হইলেই অভিধেয়
আরম্ভ হয় ; কৃষ্ণ-ভক্তিই অভিধেয়
তাহার ৬৪ প্রকার অঙ্গ

আমায় প্রসঙ্গে এইরূপ ‘সম্বন্ধ-জ্ঞান’ উদয় হটলে জীবের ‘অভিধেয়’
পরিজ্ঞাত হয় । কৃষ্ণভক্তিই সেই ‘অভিধেয়’ । তাৎপর্য্য এই—জীবের চরম
কর্তব্য বলিয়া যাহা শাস্ত্রে অভিধান হইয়াছে, তাহার নাম ‘অভিধেয়’ । এতৎ
সম্বন্ধে প্রভুবাক্য চরিতামৃত (মঃ ২২।১৭-১৮)—

কৃষ্ণভক্তি হয় ‘অভিধেয়’-প্রধান ।
ভক্তি-মুখ-নিরীক্ষক কর্ম, যোগ, জ্ঞান ।
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল ।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল ॥

সাধন-ভক্তিকেই 'অভিধেয়' বলিয়াছেন। তাহা 'বৈধী' ও 'রাগানুগা' ভেদে দ্বিবিধ। সাধন-ভক্তি বৈধী-অঙ্গে বহুবিধ। তাহা চতুষ্টয় অঙ্গে এবং কোন স্থলে নববিধ অঙ্গে সমষ্টি করা হইয়াছে। নবধা ভক্তির প্রচার যথা—

শ্রবণং কীৰ্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ-সেবনম্।

অৰ্চনং বন্দনং দাস্তং সখ্যামাত্ম-নিবেদনম্ ॥

কৰ্ম্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তির পার্থক্য

বুদ্ধদেব কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণচরণে যে মনোনিবেশ করেন, তাহারই নাম ভক্তি। কৰ্ম্ম-জ্ঞান হইতে ভক্তির পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম। অনেক স্থলে ভক্তির অঙ্গ ও কৰ্ম্মের অঙ্গ একই প্রকার। সেইসকল অঙ্গ যখন অত্যাভিলাষ-মুক্ত হয়, তখনই কৰ্ম্মাজ হয়। যখন শুদ্ধ-ব্রহ্ম-চিন্তায়ুক্ত, তখনই জ্ঞানাজ বলা যায়। কতকগুলি অঙ্গে জ্ঞান, কৰ্ম্ম কিছুই নাই। যে-কৰ্ম্মের ফল কেবল কৃষ্ণানুগত্য, তাহা ভক্তির অঙ্গ। যে-কৰ্ম্মের ফল স্বীয় সুখভোগ, তাহাই কৰ্ম্ম। আর যে-কৰ্ম্ম সাজু-মুক্তির উদ্দেশ্য, তাহাই ব্রহ্ম-জ্ঞান। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির লক্ষণ এইরূপ বাল্যবাহিনে,—

অত্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কৰ্ম্মাভ্যাসবৃত্তম্।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণামূলনং ভক্তিরূপম্ ॥ (ভ: র: সি: ১।১।২)

বৈধ সাধনভক্তি ও রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ

যাহা-বাধ্য হইয়া ভক্তির যে-সকল অঙ্গ অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাই 'বৈধ সাধন-ভক্তি'। কৃষ্ণানুরাগের বশবর্তী হইয়া সেবাকার্য্য করা যায়, তাহাই 'রাগ-ভক্তি'। ব্রহ্মবাসীগণের যে ভক্তি তাহাই রাগানুগা ভক্তিতত্ত্ব; যে-ভক্তিকার্য্যে তাঁহাদিগের অনুকরণ, তাহাই 'রাগানুগা' ভক্তি। শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ হইয়া বতি পর্য্যন্ত বৈধীভক্তি যাইতে পারিলে, তথায় রাগানুগা ভক্তির সহিত এক হইয়া পড়ে। রাগানুগা-ভক্তি সৰ্ব্বদাই বলবতী। ইহাই নবম মূল (বা অষ্টম প্রমেয়)।

নবম প্রমেয় বা দশম-মূল—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমই 'প্রয়োজন'

আত্মায়-বাক্যযতে প্রেমই 'প্রয়োজন'-অঙ্গ। সাধন-ভক্তি হইতে প্রেম-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত, এইরূপ ক্রম দৃষ্ট হয়, যথা,— শ্রীমদ্ভাগবতবাক্য, চরিতামৃতে (ম: ২৩।২-১৩)

কোন ভাগ্যে কোন জীব 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।

তবে সেই জীব 'সাধু-সঙ্গ' করয়।

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্তন' ।
 সাধন-ভক্ত্যে হয় 'সর্বানর্থ-নিবর্তন' ॥
 অনর্থ-নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি-‘নিষ্ঠা’ হয় ।
 নিষ্ঠা হৈতে অবশ্যে ‘রুচি’ উপভয় ।
 রুচি-ভক্তি হৈতে হয় ‘আসক্তি’ প্রচুর ।
 আসক্তি হৈতে চিন্তে জন্মে কষে ‘প্ৰীতানুর’ ।
 সেই ‘রতি’ গাঢ় হৈলে ধরে ‘প্রেম’-নাম ।
 সেই প্রেমা—‘প্ৰয়োজন’ সর্বানন্দ-ধাম ॥

শ্রীমদ্ব্যাহা প্রভু এই দশমূল শিক্ষায় যাহাদের সংশয় থাকে, তাহারা ভজন উপযোগী নন । সংশয় উদয় হইয়া ভজন বিকৃত করে । আশাকে দূষিত করিয়া দুষ্ট ফল প্রদান করত সর্বনাশ করে । অতএব যাহাদের বিস্তৃত ভজন-প্ৰুহা আছে, তাহারা সুদৃঢ় নিশ্চয় হইয়া ভজন করুন ।

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি

নিত্যলীলাপ্রবিষ্টে জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ব্যাহা প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

সংক্ষিপ্ত জীবনী

যাহাদের মতে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্যতীত জীবাদি দ্বিতীয় বস্তুর স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই, সেই নির্ভেদ-ব্রহ্মবাদিগণ বস্তু মাত্রকেই ‘ব্রহ্ম’ বলিয়া ধারণা করেন । ইহাদের মতে গুরু-ব্রহ্ম হইতে অস্তিত্ব এবং ইহারা উপাস্য, উপাসক, উপাসনার নিত্য বা পৃথক্ সত্তা অস্বীকার করেন । মায়াবাদী জ্ঞানিগণ তদ্ব্যবস্তকে নির্বিশেষ বলিয়া জানেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তত্ত্বকে সর্বিশেষ ও অচিন্ত্যভেদাভেদ অর্থাৎ যাবতীয় বস্তু যুগপৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও ব্রহ্মেই অবস্থিত, কিন্তু শক্তিগত পার্থক্যে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন শক্তি-পরিচয়ে পৃথক্ স্বরূপবিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন ।

অচিন্ত্য-বৈতান্য-সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইলে শ্রীগুরুতত্ত্বও ভগবান্ । গুরুভক্ত-গণের দৃষ্টিতে শ্রীগুরুদেব ভগবৎ প্রকাশ-বিগ্রহ হইলেও তিনি তাঁহার প্রিয়তম দাস । তিনি মর্ত্য বা অনিত্য নহেন ; তিনি ভগবদাসরূপে ভিন্ন হইয়াও

কক্ষাভিন্ন মুকুন্দপ্রেষ্ঠ; তজ্জন্তু তিনি ভগবান্ হইতেও পরতর। শাস্ত্রে
কোন কোনস্থলে গুরুদেব ভগবানের প্রিয়সখারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। যিনি
কল্প-তত্ত্ববিৎ, তিনিই সদৃশক-জগদগুরুরূপে নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীবলদেব-নিখ্যানম্ভাভিন্ন গুরুপাদপদ্মের অষ্টৈতুকা কক্ষাথ তদাশ্রিত
ভক্তের ভগবৎ-ভাগবৎ-স্বাধিকাররূপ সৌভাগ্যের উদয় হয়। তিনি
জগজ্জীবের প্রতি রূপা-পরবশ হইয়া ভক্তি ও ভগবত্ত্ব বিস্তার করেন
বলিয়া বাসান্ত্রি-বিশ্রুতরূপে অমল বিদ্যে সম্পূজিত। ভগবানের প্রিয়-
স্বরূপ গুরুদেব ভগবৎ প্রকট থাকিয়া অনাদিবিশুদ্ধ জীবগণকে উদ্ধার-
পূর্ণক বৈকুণ্ঠধামে সেবাদিকার প্রদান করেন বলিয়া তিনি ভবপারের তরলী
ও কর্ণধারস্বরূপ। তাঁহার কণ্ঠেজিয়-ভোষণের ব্যস্তির দ্বারা তিনি
ভগবান্কে জগজ্জীবের নিষ্ঠ প্রকাশ করেন, আবার শ্রীকরিও তাঁহার
প্রকাশ্যবিশ্রুত গুরুদেবকে জীবকল্যাণের নিমিত্ত দান করেন। বিষয় ও
আশ্রয়-বিহীনতার সতিত পরম্পর মধুর ও অজাঙ্গী সম্পর্ক বর্তমান; এষ্টকল্প
“মহাথঃ শ্রীকৃষ্ণমুখো মদুগুরুঃ শ্রীজগদুগুরুঃ”-বাক্যের অবহারণা ও বিষয়-
আশ্রয়-তত্ত্বের প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শন।



অন্যায় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিন্দু ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান
কেশব গোস্বামী মহারাজ ১২ই মাঘ, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ (ইং ২৪/১/১৮৯৮),

সোমবার কৃষ্ণ তৃতীয়া-তিথিকে দণ্ড করিয়া এ ভগতে আবিভূত হন। তিনি পূর্বপন্থের বরিশালজেলার অন্তর্গত বানারীপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ ভূমিকারী পরমভাগবত শ্রীযুত শরৎচন্দ্র গুহঠাকুরতা এবং শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবীকে জনসংজননীক্ৰমে স্বীকার করিয়াছিলেন। বাল্যকালে ইহার নাম ছিল—শ্রীবিনোদবিহারী। চারি ভ্রাতার মধ্যে ইনি দ্বিতীয় ছিলেন। যথোক্ত শ্রী প্রমোদবিহারী (যিনি পরবর্ত্তী-কালে রেজিষ্টার্ড গোড়াই মিশনেব প্রেসিডেন্ট-প্রাচার্য্য ত্রিদিবস্বামী শ্রীশ্রীমন্তক্লিকেবল ঐচ্ছলোমী মহারাজ) সহিত শৈশবকালে বিভিন্ন খেলাধুলার মধ্যেও ইহাদের ভাবী সামাজিক কর্তব্যবোধ ও ধর্মীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইতে থাকে।

শ্রীবিনোদবিহারী পাঠশালা ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর উত্তরপাড়া কলেজে ভর্ত্তি হন। কলেজে অধ্যয়নকালে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার কুলগুরু শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অষ্টাঙ্গ যোগপুস্তি নবীন-ব্রাহ্ম-মতাবলম্বী-নির্কির্শেষ বিচার পরিত্যাগপূর্বক শ্রীধাম মায়াপুরে সঙ্গ-গুরুর পদাশ্রয় করেন। ঐ সময় তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ মনযোগ-সহকারে আলোচনা করিতেন। তিনি তাঁহার কলেজের অধ্যাপকগণকেও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন এবং বিভিন্ন তত্ত্বসিদ্ধান্ত লইয়াও তাঁহাদের সহিত গীতিমত বাদ-প্রতিবাদ ও বিচার হইত। তখন তাঁহাকে তাঁহাদের জমিদারীও দেখাশুনা করিতে হইত। পরে ১৯১৯ খৃঃ হইতে তিনি জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমন্তক্লিসিদ্ধান্ত সংসদী প্রভুপাদের নিকট সম্পূর্ণ আত্মগত্য-বুদ্ধিতে দীক্ষিত হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠ ব্রজপুত্রে স্থায়ী-ভাবে অবস্থানপূর্বক তাঁহার নিকট ধর্মতত্ত্ব ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। মায়াপুর চৈতন্যমঠে অস্থানকালে তাঁহার গুরুপাদপদের ইচ্ছামু-সারে তিনি উক্ত মঠের পরিচালক সেবকগণের মধ্যে প্রধান সেবকস্বরে (Manager-এর) গুরুদাসিত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার গুরু-প্রদত্ত ব্রহ্মচারী নাম—উপদেশক পণ্ডিত শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, কৃতিরত্ন।

শ্রীবিনোদবিহারীকে চৈতন্যমঠ তথা শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ষাণ্ডীয়া শাখামঠসমূহের ভূম্পাত্রি সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন, কারণ পূর্বে প্রজাগণের নিকট হইতে মহাপ্রভুর সেবার নিমিত্ত যষ্ঠ-মিশনের প্রাপ্য অর্থাদি আদায় করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। গুরুসেবকনিষ্ঠ কৃতিরত্ন প্রভুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়

খাজনাদি আদায় হইবার পর সুদৃষ্টভাবে সেবাদি চলিতে থাকে। মঠবাস-জীবনে প্রথমদিকে এমনই অশ্রাব হিগ যে, অনেক পরিমাণে মাটের সজিনাশাক দ্বারা কোনরূপে উদরপূর্তি করিয়া ও তাঁহার গুরুসেবা-নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐতিহ্যমত ও পরবর্তীকালে বাগবাজার গোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরও শ্রীপদমানন্দ বিচারতত্ত্ব প্রভৃতি মুখ্যমুখ্য যে কয়েকজনকে শ্রীল প্রভুপাদ 'হুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, শ্রীবিনোদবিহারী তাঁহাদের অন্যতম। ইহা নিঃসন্দেহে তাঁহার প্রতি গুরুপাদপন্থের অগ্রারত স্নেহবৈশিষ্ট্যের নিদর্শন।

বিভিন্ন দায়িত্ব ও সেবায় নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও শ্রীল কৃষ্ণচরিত্র প্রভু বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ-গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রানুশীলনে বিশেষ তৎপর ছিলেন। তাঁহার বৈদ্যলোচনায় প্রবল আগ্রহ ও বৈদান্তিক বিচার-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে ঐ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি তাঁহার গুরুপাদপন্থের সহিত বিভিন্ন স্থানে প্রচারে থাকাকালে, বিভিন্ন মঠে, সভা সমিতিতে যে সকল গভীর দার্শনিক তত্ত্ববিচারপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহা তৎকালীন দৈনিক, সাপ্তাহিক, সাময়িক-সংখ্যা পত্র-মাখিক শ্রীপত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া তাঁদের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। কটক সচিদানন্দ মঠে, দার্জিলিং গোড়ীয় মঠে অবস্থানকালে র্যাভেন্সা কলেজ, বারলাটব্রেরী প্রভৃতিতে প্রদত্ত মায়াবাদ-নিরসন বক্তৃতা আজও তাঁহার মহিমা বিস্তার করিতেছে।

এ সম্বন্ধে তিনি নিজে লিখিয়াছেন, তাঁহার ভাষায় এখানে উদ্ধৃত হইতেছে,—“ঐতিহ্যমতে (মায়াপুর) কাঁঠালতলার অফিসে বসিয়া আছি, এমন সময়ে (অনুমান ১৯৩৪/৩৫ সাল) ‘বিজ্ঞানভূষণ’ ও ‘বিজ্ঞাবিনোদ’ উপাধিধারী দুই ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া নিবেদন করেন যে, ‘আপনি ত বেদান্তের পণ্ডিত, আমরা গোড়ীয় মিশনের মুখপত্র সাপ্তাহিক ‘গোড়ীয়-পত্রে’ একটী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিব; আপনি তাহাতে ‘মায়াবাদ’ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ দিবেন।” * * * যাঁহা হটক, ইহাদের প্রার্থনায় “মায়াবাদের জীবনী” রচনা করিয়াছিলাম। শ্রীবিজ্ঞাবিনোদ কয়েকমাস পরে আসিয়া আমার নিকট হইতে প্রবন্ধটী লইয়া গেলেন। * * * আমি বলিলাম,—“শ্রীল প্রভুপাদ কি এই প্রবন্ধ দেখিয়াছেন?” শ্রীবিজ্ঞাবিনোদ তত্বত্তরে বলেন,—“আমি নিজেই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া প্রভুপাদকে শুনাইয়াছি; তিনি উহা শুনিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।”

“যতদিন পৃথিবীতে শঙ্কর দর্শন প্রচলিত থাকিবে, ততদিন শুদ্ধভক্তির ব্যাঘাত জন্মিবে”—শ্রীল প্রভুপাদের এই উক্তি বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য অর্থাৎ অদ্বৈতবাদ বা নিরাকারবাদ, শূন্যবাদ, মায়াবাদ জগৎ হইতে সমূলে উৎপাটনের নিমিত্তই শ্রীনিবোধাবহারী ব্রহ্মচারীজী মায়াবাদের বিরুদ্ধে তাঁহার বলিষ্ঠ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বেদান্ত-দর্শনের ১০/১২ খানি ভাষ্য সংগ্রহপুস্তক তুলনামূলক আলোচনা করেন। আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রের যৌলক সিদ্ধান্ত বেদান্ত-দর্শনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ; ‘ব্রহ্ম’ বলিতে নিরাকার, নির্বিশেষ, নিঃস্বরূপ ব্রহ্ম নহেন; যেহেতু উক্ত শব্দত্রয় ব্রহ্মসূত্রের কৃত্রাপি উল্লিখিত হয় নাই; নিঃস্বরূপ ব্রহ্মে দয়া-প্রেমের প্রকাশ অসম্ভব; ব্রহ্মের সঙ্গুতা অস্বীকার করাই নাস্তিকতা বা আত্মরিক চিন্তা; সুতরাং অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্ম শূন্যের স্থায় মিথ্যা। কল্পনামিশ্রিত বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন; তিনি মহাপ্রভুর নাম-ভজনের শিক্ষা অবলম্বনপূর্বক ব্রহ্মসূত্রের বিচার ও ব্যাখ্যা প্রদর্শনের প্রয়াস পাঠিয়াছেন। ‘ব্রহ্ম’ বলিতে শব্দব্রহ্ম বা ‘শ্রীনাগব্রহ্ম’কে লক্ষ্য করো। ‘শ্রীমদমহাপ্রভুর নাম-প্রেমধর্মই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়’—ইহাট তাঁহার বিশেষ প্রচারা বিষয় ছিল।

১৯৩৭ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠয়ারী শ্রীল সংস্কৃতী প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলা-আবিষ্কারের পর গোড়ীয় মঠ-নিম্ননে নানাপ্রকার গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। শ্রীল গুরুপাদপদ এই বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে বিজিন্ন হইয়া চৈতন্য মঠ হইতে কলিকাতায় স্তম্ভবিজয় করেন। ১৯৪০ সালে বাগবাজারের অন্তর্গত ৩৩২, বোসপাড়া লেনস্থ ভাড়া বাড়ীতে বৈশাখী অক্ষয়-তৃতীয়া-দিবসে “শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি” স্থাপন করেন। ১৯৪১ সালের ভাদ্র-মাসের পূর্ণিমা-তিথিতে গৌরসুন্দরের সন্ন্যাসক্ষেত্র কাটোয়া-নগরীতে শ্রীল প্রভুপাদের অমুগ্ধীত ত্রিদণ্ড-যতি পরমপূজনীয় শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ নামে পরিচিত হন।

সন্ন্যাসের পর শ্রীল কেশব গোস্বামী ভাড়াগৃহে অবস্থিত নবদ্বীপস্থ নিজমঠ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে (পরবর্ত্তিকালে নিজস্ব জমিতে প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী মঠ) প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত-প্রচারিত বিমল প্রেমধর্মের কথা বিতরণ করিতে থাকেন। ১৯৪৩ সালে চুঁচুড়া-সহরে তৎকর্তৃক “শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠ” স্থাপিত হয়। এইরূপে

ভারতের বিভিন্ন স্থানে ক্রমে ক্রমে শ্রীকেশবজী গোড়ীয় মঠ (মথুরা), শ্রীসিদ্ধবাটী গোড়ীয় মঠ (বর্ধমান), শ্রীগোলোকগঙ্গা গোড়ীয় মঠ (ধুবড়ী), শ্রীপিহলদা গোড়ীয় মঠ (মেদিনীপুর), শ্রীগোপালজী গোড়ীয় প্রচারকেন্দ্র (বালেশ্বর), শ্রীগান্ধেব গোড়ীয় মঠ (গোয়ালপাড়া) প্রভৃতি স্থাপনপূর্বক শ্রীগুরুগোষ্ঠ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর সেবা প্রকাশ করেন। জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের অমুষ্ঠিত ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বহুকাল পরে তিনিই প্রথম ১৯৪৪ সাল হইতে বিরাট আকারে শ্রীব্রজমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল, বারানসী, বৈষ্ণবাখ, দ্বারকা, অযোধ্যা-নৈমিষারণা, সেতুবন্ধ-রাণেশ্বর, কচ্ছাকুগাণী, ত্রিবাক্রম, শ্রীরঙ্গম্, চিদাম্বরম্, শিবকাকী-বিষ্ণুকাকী, মহাবলী-পুরম্, পক্ষীতীর্থ, অবস্থিকা-নাসিক, কেদার-বল্লীনাথ প্রভৃতি ভারতীয় তীর্থ-স্থানাদি দর্শন ও পরিক্রমামুখে তথায় উর্জ্জ্বলতা পালন করিয়াছেন। শ্রীল পরমহংসীঠাকুরের প্রবর্তিত নবদ্বীপ ধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবাদি বহু হইবার পর অস্বদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মই তাহা পুনরায় বিরাটভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন, যাহা আজও একই ভাবে অমুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

এতদ্ব্যতীত শ্রীল গুরুপাদপদ্ম গৌর-পদাকপূত কয়েকটি স্থানে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ স্থাপনপূর্বক তথায় সেবাপূজা সংরক্ষণ করিয়াছেন। জগদগুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, বড়গোস্বামী ও তদনুগত ক্রপাধুগ গোড়ীয়-বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী, সর্বোপরি তৎসম্পাদিত গভীর দার্শনিক বিচার-সম্বলিত ও তুলনামূলক আলোচনাপূর্ণ “মায়াদের জীবনী বা বৈষ্ণব-বিজয়” প্রকাশ করিয়া নির্বিশেষবাদ নিরাসপূর্বক বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীগৌর-বাণী-বিনোদ-দ্বারায় অবস্থিত হইয়া শ্রীগুরুবর্গের নির্দেশ ও মনোবিশিষ্ট—(১) সূত্রাযুক্ত স্থাপন, (২) গ্রন্থভক্তি প্রচার, (৩) শ্রীবিগ্রহ-সেবাপ্রকাশ, (৪) শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরি-ক্রমানুষ্ঠান, (৫) লুপ্ততীর্থাদি উদ্ধার প্রভৃতি সর্বতোভাবে পালন ও সংরক্ষণ করিয়াছেন।

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ প্রিয়পাণ্ডব অস্বদীয় শ্রীল শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অলৌকিক ভগবদ্ভাব ও গুরুনিষ্ঠা এবং শ্রীগোড় ব্রহ্মক্ষেত্রমণ্ডলে অবস্থানপূর্বক শ্রীধাম ও ধামেশ্বর সেবাপ্রচার, এক-কথায় শ্রীগৌর-ধাম, শ্রীগৌর-নাম ও গৌর-কামই তাঁহার ব্রত ও জীবন-স্বরূপ ছিল। শ্রীল প্রভুপাদের মঠাদি সংরক্ষণ ও প্রচারের আদিকাল হইতে

তাঁহার যে-সকল প্রিয়জন বিশেষ সহায়ক ছিলেন, তন্মধ্যে আমাদের শ্রীগুরুদেব অন্যতম। শ্রীগুরুবর্গের সেবা ও ভগবৎসেবা তদীয় অন্তঃকরণে সর্বকালের আনুগত্যেই লাভ হয়, তাঁহা সাধু-শাস্ত্র-সম্মত বাক্য। শ্রীল সরস্বতী তাঁহাদের আচার-প্রচার, তাঁহার মনোহভৌত তদনুকম্পিত বিশ্রুত সেবকেব আনুগত্য ব্যতীত কখনই অনুধাবনের বিষয় হয় না। আমরা শ্রীগুরুদেবের মাধ্যমেই শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারি। তাঁহার পরমপ্রিয় সেবকের মঠ-মন্দির সংরক্ষণে, বিশেষতঃ জমি জমা সুরক্ষা-ব্যাপারে অপ্রাণ প্রচেষ্টা ও কঠোর দায়িত্ব-পালনই শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল।

শ্রীগুরুদেবের একটুকালে বহুবার সমাধি-গ্রন্থণের জন্য আদিষ্ট হইয়াও মিশনের সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ শ্রীল গুরুপাদপন্ন তাঁহার সতীর্থগণের অহুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, যাহার স্বল্প-সুভ্রবসন-পরিহিত সৌম্য-শাস্ত্র-স্নিগ্ধ-সহাস্যবদন শ্রীমুক্তির সম্মুখে গোড়ীয় মঠ মিশনের বয়োজ্যেষ্ঠ প্রাচীন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিবৃন্দ করজোড়ে উপদেশ-নির্দেশ-অপেক্ষার দণ্ডায়মান থাকিতেন, যিনি সমগ্র মিশনে ‘বিনোদ দা’ নামে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ প্রত্যেকেরই গৌরবের পাত্ররূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনিই আমাদের শ্রীগুরুপাদপন্ন—গোড়ীয় মঠের স্বনামধন্য উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, কতিরত্ন প্রভু। যিনি, গুরু শ্রীগামানুজাচার্য্যকে বাঁচাইতে গিয়া শিষ্য কুরেশের আদর্শ প্রদর্শনপূর্ণক কুশিয়া নবরৌপ-পবিত্রতাকালে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাস-বেশ গ্রহণ ও বদল করিয়া পাষাণীর্ণের অত্যাচার হইতে তাঁহাকে নিভৃত নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিয়াছেন এবং শ্রীল প্রভুপাদও যাহার ঐকান্তিক সেবানিষ্ঠার আদর্শ লক্ষ্য করিয়া আবেগভরে যাহার সহিত মিলন ও মিশন পরিচালনা সম্পর্কে গোপন আলোচনার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকিতেন, যিনি তাঁহার গুরুপাদপন্ন শ্রীল প্রভুপাদের নামোচ্চারণ করিতে গিয়া ‘প্রভু’ বলিতেই কাঁদিয়া ব্যাকুল হইতেন, তিনিই অশ্বদীয় পরমারাধ্যতম জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমুক্তিসিদ্ধপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ।

বিগত ১৯শে আশ্বিন, ১৩৭৫, রবিবার (ইং ৬।১০।৬৮)—শ্রীকৃষ্ণের রাস-পূর্ণিমা তিথিতে গোড়ীয়-আচার্য্য-ভাস্কর নিত্যশীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস-চূড়ামণি ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমুক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ

প্রিয়পার্বদ আচার্য্য-কেশরী ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব
গোস্বামী মহারাজ স্বীয় চরণাশ্রিত সেবকবৃন্দ, সহীর্থ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারি-গুরুস্থ-
ভক্ত ও গুণমুগ্ধ সজ্জনগণকে বিবচ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া নিজাভীষ্ট
শ্রীশ্রীবাধা-বিনোদবিহারীজীউর সাংকালীন নিত্যালয় প্রবিষ্ট হন।

শ্রীল গুরুপাদম্বরের অতিমর্ত্য চরিত্র ও প্রচারাদি-টোনিষ্টোর সামান্য
দিক্‌দর্শন করা হইল মাত্র। আমাদের ছায় পতিত জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত
যিনি প্রাণপাত প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, সেই পরদুঃখী শ্রীগুরু-
দেবের স্নেহ-শাসনপূর্ণ বাণী স্বহৃদে আমাদের পাষণ্ডতুল্য হৃদয়ে স্মৃতিলাভ
করে তাঁহার অগণক নীলাবিদ্ধাবেব পর পরমাধিক হুনিয়ায় যে হস্তিকথায়
হৃদয় ও বহুমুখী নাস্তিকতাক্রাণ ধর্ম্মসঙ্কট দেখা গিয়াছে তাহা হইতে তিনি
আমাদের সর্বশোভাণে রক্ষা করুন এবং তাঁহার অনুগতভিমানিগণের প্রতি
অপ্রাকৃত স্নেহদৃষ্টিপাত ও কৃপাশীল্যাদ বর্ষণ করুন। আমরা যেন তাঁহার
বাণীর যথার্থ অনুসরণ ও তাৎপর্য্য উপলব্ধিপূর্ব্বক নিজদের জীবন যত্ন করিতে
পারি, ইত্যাদি তাঁহার শ্রীপাদপাদ্ম সন্মতব প্রার্থনা। *

* তনৈক সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার সময়ে পরিব্রাজক আচার্য্য ত্রিদিগুস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ কর্তৃক সংক্ষেপে বর্ণিত পরমারাধাতম শ্রীশ্রীল
গুরুমহারাজের দিবা জীবন-চরিত।

— প্রকাশক

ঔ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
শ্রুতাবির্ভাব-তিথিবাসরে

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

সাক্ষাৎকরিবেন সমস্তশাস্ত্রে-

রক্তসুখা ভাব্যত এব সন্তিঃ।

কিন্তু প্রভোঃ প্রিয় এব তন্তু

বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিনন্দম্॥

(১)

গুরুদেব ! তুমি নিত্যভাগবত-ভাষু ।
তুমি কৃষ্ণলীলা-কাম, তুমি কৃষ্ণপ্রেম-ধাম,
অপিচ সে নিত্যানন্দ-তনু ॥

(২)

ওহে দেব ! অন্তর্মুখে জাগিছে পিপাসা ।
তব পদে রহু মতি, যা'তে মিলে ব্রহ্মপতি,
যে-প্রসাদে পুরে সর্ব অশা ॥

(৩)

ধরাতলে সপার্বদ শ্রীগৌরমুন্দর ।
বিলাপ যে প্রেমধন, লভে' যেন (এ) অকিঞ্চন,
সিদ্ধদেহ ধরি নিঃসুর ॥

(৪)

গুরুদেব ! বন্দি পুনঃ চরণ তোমার ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন-গন্দী, তাই তোমা সদা বন্দি,
বন্দীজন্য নাই কিছু আর ॥

(৫)

তব সম মহাজন কে আছে এমন ?
দিয়ে সুসিদ্ধান্ত অসি, সুসিদ্ধান্ত-ধর নাশি,
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা কৈলা স্থাপন ॥

(৬)

প্রভুশাদ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণে—
সঙ্কীর্ণনে নিত্যদাম, নিত্য তব শ্রেষ্ঠকাম,
মত্ত সদা নাম-সুধ-পানে ॥

(৭)

জয় জয় গুরুদেব পতিতপাবন ।
জুজ্ঞান পতিত-ধমে, পাঠাইলা ব্রহ্মধামে,
ঘোষিল যশঃ চৌদ্দভুবন ॥

(৮)

তোমার চরণে যোর এই নিবেদন ।
কমি মম অপরাধ, ভক্তনের হত, বাধ—
দূর করি' দেহ শিক্ষা 'ভক্তন' ॥

(৯)

তোমাতে সম্ভব দিব্যলীলা-অনুভব ।
ব্রজসখি-রূপ ধরি', আসিয়া এ মর্ত্যোপরি,
প্রকাশিলা বিচিত্র-বৈভব ॥

(১০)

গুরো তোমা লভি' দাস বড় ভাগ্যবান ।
কুরেশসদৃশ তুমি, অন্ধায় তোমায় নমি,
গুরুসেবাদর্শ মুক্তিমান ॥

(১১)

তুহু' বিনোদমঞ্জরী, রূপে-গুণে সর্বোপরি,
মধুর-মধুর গুণধামা ।

ব্রজ-নব-যুবদ্বন্দ্ব, প্রেমসেবা পরবন্ধ,
উজ্জলিত তনু মনোরম ॥

(১২)

কি কহিব তুয়া যশঃ, তুহু' সে তুয়ারি বশ,
হৃদয় নিশ্চয় করি মানে ।

আপনা অনুগা কবি, করুণা-কটাক্ষে হেরি,
প্রদানহ মোরে সেবাধনে ॥

(১৩)

আজি আবির্ভাব-দিনে, প্রেমরস-আস্বাদনে,
মত্ত রাথ সদা অকিঞ্চনে ।

অধনের আঁখিজল, শুধুই আছে সম্বল,
দিলু তব রাতুল চরণে ॥

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণেরে পূজ্য—

(ত্রিভুজভিক্ত । ভক্তিবাদান্ত উদ্ধৃতি) (মহারাজ)

উদ্ভাসেন্দ্র শব্দ

(পূর্বে প্রকাশিত ৩৩নং বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪১৮ পৃষ্ঠার পর)

বসুদেবের দেখা যায়, —

“ওঁ অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোহকাময়তঃ প্রজাঃ সৃজেষেতি প্রজাঃ সৃজেষন্ । নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়ত, নারায়ণাদিস্তো জায়তে, নারায়ণাদ্-দ্বাদশাদিত্যাঃ, রুদ্রা, সর্বা দেবতাঃ, সর্বে ঋষাঃ, সর্বাণি ভূতানি নারায়ণা-দেব সমুৎপত্তস্তু ।” অর্থঃ—“নারায়ণ ইচ্ছা করিলেন,—প্রজা সৃষ্টি করিব, তাহাতে প্রজাসমূহ সৃষ্টি হ'ল । নারায়ণ হ'তে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করলেন । নারায়ণ হ'তে ইন্দ্র, সূর্য্য, শিবজী, সকল দেবতা, সকল প্রাণী উদ্ভূত হইল ।

শাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মা মূল নারায়ণ বা মূল ভগবান্ (Unrestricted God) বলে স্বীকার কবেছেন ; যথা :—

“নারায়ণস্য ন তি সর্বাংগৈনা-

মাত্ৰাশ্রয়ীশাশ্বিনা লোকসাম্যৈ-

নারায়ণোইষ্টঃ ১২-ভূক্তসংহন ৯-

ভ্রূকপি সত্যং ন তৈবৈব মায়া ।” (ভাঃ ১০।১৪।১৪)

অর্থঃ—“(ব্রহ্মা গোবৎস হরণ করিলে পর শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব অবগত হয়ে বে-ভুতি করেন, তাহা এই প্রকার)—ওঁ অশীশ, তুমি অখিল লোকসাম্যী । তুমি যখন দেহিমাত্রের আত্মা অর্থাৎ অক্ষয় প্রিয়বস্তু, তখন ‘কি তুমি অক্ষয় জনক নারায়ণ নহ ? নর-কাত জল-শাল্যে ‘নার’ তাহাতে হ'ল ‘অক্ষয়’ তিনিষ্ট নারায়ণ । তিনি তোমার অশ্রু অর্থাৎ অংশ । তোমার অংশরূপ কারণোদকশায়ী, গর্ভে দকশায়ী ও কীবোদকশায়ী কেহ-ই আমার অঙ্গীন ন'ন, তাঁ'হার ম'য়াশীশ-মায়াজীত পরম সত্য ।”

কৃষ্ণ ত'হেই রাম, নৃসিংহ, নারায়ণ প্রভৃতি সকলেই প্রকাশিত । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতকার প্রপূজ্যপাদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, — “কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা—ইহা হৈল সৎ ।

স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বঙ্গা ॥

কৃষ্ণ য'ন অংশ হৈত, অংশী নারায়ণ ।

তবে বিপরীত হৈত সুতের ঘটন ॥

নারায়ণ-অংশী যেই স্বয়ং ভগবান্ ।

(উহ শ্রীমৎ—ক্রীত কবি ভাণ্ড্যাক্যাম ১” (টী : ১৫ অ'দি)

শ্রীমদ্ভগবত্ প্রভুর বাক্য,—

“বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখা-সকল

তীর জ্ঞানে আনুষঙ্গে যাব যাবা-বজ্জ ।

মুখ্য গৌণ বৃত্তি কিদা অল্পব ব্যতিরেকে ।

বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল করয়ে কৃষ্ণে ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য)

শ্রীমদ্ভগবতে শ্রীকৃষ্ণের মনোবাক্য হইতে সম্পর্কে স্পষ্ট প্রমাণ, যথা,—

“নমাহমেবমভিক্রপঃ কৈবল্যং ।”—(ভাঃ ৫।৩।১৬)

অর্থাৎ—“আমি অতিতীত পুরুষ । আমার কুলনা আমিই । তুমি কেহ আমার অভিক্রপ হইতে পারে না ।

যাঁকে ভগবান্ কৃষ্ণ বলে সম্বোধন করি তাঁকে অনেকে বিভিন্ন নামে ডেকে থাকেন । ভগবানের সকলরূপ-রস-গুণাত্মক নামগুলি যেমন সৃষ্টীকর্ত্তা, জগৎপীঠের প্রভৃতি গৌণ নাম । শ্রী গৌণ নামগুলি বিশেষ গুণ বা ভাব মাত্র প্রকাশ করার ঐ শব্দার্থবিহীন ভগবানের নামের পূর্ণ চমৎকারিতা নাই । ভগবানের ঐ নামগুলি বিশেষ-পদ-ব্যবহার গৌণনাম । এমন কি ব্রহ্মা প্রভৃতি নাম দায়িক কথের অতীত হইলেও তাতে পরিপূর্ণ হইতে অপ্রকাশিত থাকায় তাহাও গৌণনাম । কিন্তু ভগবানের কৃষ্ণ, বাস, জনাৰ্দ্দন, বাসুদেব প্রভৃতি নাম বিশেষগুণ এবং এতদ্বিধ নামনামুহু মুখ্যনাম ।

“চিল্লীশা আশ্রয় করি’ যত কৃষ্ণ নাম ।

সেই সই মুখ্যনাম সকলগুণবান্” (ভ. চিষ্টাচরিত্র)

আবার তাঁর মুখ্যনামসমূহের মধ্যে ‘কৃষ্ণ’ নাম মুখ্যতম । শ্রীভগবান্ নিজমুখে পার্থকে বলেছিলেন,—“নামুহু ২ মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং যে পরমপ । (প্রধানবত্ত্ব) অর্থাৎ—“আমার অনন্ত নামের মধ্যে কৃষ্ণ নামই মুখ্যতম ।” শ্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণিত আছে,—

“কৃষ্ণ নামে যে আশ্রয় লিখু-সাহায্য ।

ব্রহ্মানন্দ তার আগে বাহ্যৈবিক হয় ॥”

একমাত্র কৃষ্ণ নামই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের নামের অংশ । শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় সকলশাস্ত্র বিচার করে ‘ভৈরবপুর্ন’ হইতে লিখিতেন,— “কৃষ্ণনামাপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট নাম নাই ।” শব্দব্রহ্ম প্রণব বা হ্রৈকার অপেক্ষাও ‘কৃষ্ণ’ নাম শ্রেষ্ঠ । প্রণব অক্ষুট, আর কৃষ্ণ-নাম ক্ষুট । কৃষ্ণ-নাম —কৃষ্ণের মতই রূপবান্, ভগবান্, গৌণবান্ ও প্রেমবান্ ;—কিন্তু প্রণব তা’

নয়। কৃষ্ণ নাম প্রণবের মত মন্ত্র মাত্র নয়,—ইহা বেদের পরিপক্ক চিন্ময় ফল। জগৎগুরু পরমহংসসূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলেছেন,—“নামের প্রথম অবস্থা ‘প্রণব’ অর্থাৎ ‘ও’; আর সম্প্রকাশিত অবস্থায়—‘কৃষ্ণ’।”

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সর্বশক্তিমত্তা, যশঃ পূর্ণতা, সৌন্দর্য্য পূর্ণতা, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয় চমৎকারিতা ভগবানের মধ্যে পূর্ণভাবে বিদ্যমান এবং ‘কৃষ্ণ’ নামটিই ভগবানের নিজস্ব নাম। ভগবানের স্বরূপ-অভিধারক এই কৃষ্ণনাম জড়জগতের মনোগ্রাহ্য ন’ন,—এই নিত্যানাম কৃষ্ণের নিজস্ব নাম গোলোকধাম থেকে অবতীর্ণ হওয়ায় অপ্রাকৃত শব্দ-প্রমাণ গ্রাহ্য। শাস্ত্র দৃষ্টে আমরা জান্তে পারি যে, কৃষ্ণই অমাদি,—ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর—পরমেশ্বর, অংশী ভগবান। কৃষ্ণের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্যহাপ্রভু বলেছেন,—

“কৃষ্ণের স্বরূপ বিচারে স্থান সনাতন।

অবয়ব জ্ঞান তবু ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।

সর্ব-আদি সর্ব-অংশী, কিশোরশেখর।

চিদানন্দ দেহ, সর্বপ্রাণ, সর্বেশ্বর ॥

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, গোবিন্দ অপর ন’ম।

সর্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ বীর গোলোক—নিত্যধাম ॥

* * * *

স্বয়ং ভগবান আর লীলা-পুরুষাত্ম

এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

তাতে বড় তাঁর সম কেহ নাতি আন ॥”—(চৈঃ ৫ঃ)

কৃষ্ণের স্বরূপ ভগবন্তা সম্পর্কে ‘শ্রীমদ্ভাগবত’ বলেন,—

“এতে চ’ৎস কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং।

ঈশ্বারি ব্যাকুলং লোকং দুড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥” (ভাঃ ১।৩।২৮)

অর্থাৎ—“পূর্বে যে-সকল অবতারের বিষয় কীর্তন করা হয়েছে তা’দের মধ্যে কেহ বা পুরুষাবতার কারণাবশ্যায় ঈর্ষাবিক্রুর অংশ, কেহ বা আবেশাবতার। এই সকল অবতার দৈত্য নিপীড়িত জগৎকে রক্ষা করবার নিমিত্ত প্রতি যুগে অবতীর্ণ হ’ন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ অবত’রগণের ন’ন পুরুষ, আত্ম-পুরুষাবতার মণাবিক্রুও আদি।” (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যজন কবিভূষণ

বিশিষ্ট দানবীর ও সমাজসেবী

ষষ্ঠীনারায়ণ-স্মরণে

আসানসোল-সড়কের শিল্পাঞ্চলে বিখ্যাত ব্যবসায়ী, দানবীর ও সমাজ-সেবী ষষ্ঠীনারায়ণ গড়াই মহাশয় বিগত ২৪শে মাঘ বুধবার, ১৩৮৭ (ইং ৪/২/১৯৮১) রাত্রি ১১-৪০ মিনিটে তাঁহার শশীভূষণ গড়াই রোডস্থ বাসভবন “গড়াই ম্যানসনে” জগন্নাথ স্মরণ করিতে করিতে ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোকে গমন করেন। পরদিবস অপরাহ্নে হৃগলীর ত্রিবেণীতে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও দেশবাসী বিশিষ্ট সজ্জনগণের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের পর তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তিনি তাঁহার তনয়মতী সহ-স্মৃতিসহ পাঁচ পুত্র ও ছয় কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত-পরিবারকে সাধ্যানুসারে সাহুনা দানের চেষ্টা করিয়াছি।



বৎসরান্তে পুনরায় মাননীয় ষষ্ঠীনারায়ণের স্মৃতিচারণ দিবস মনোগত। তাঁহার গুণযুক্ত শোকাঙ্কিত দেশবাসীগণ ও বিভিন্ন দৈনিক পত্র-পত্রিকা গত বৎসর তাঁহার সন্তুষ্টিবলীর আলোচনার দ্বারা তাঁহাদের গভীর দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মাননীয় ষষ্ঠীবাবু আসানসোলে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি লক্ষপ্রতিষ্ঠ ও আগমনভোগা উদারপ্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন।

এক ঠিকাদারী সংস্থার কর্মী হিসাবে তাঁহার প্রথম জীবন শুরু হয়; পরে নিজের বুদ্ধি ও অধ্যাবসায়ের দ্বারা এক বিশাল বাবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন।

সমাজসেবী হিসাবেও তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। আসানসোলে প্রায় অধিকাংশ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানেই তাঁহার মুক্তহস্তে দান—তাঁহাকে ‘দানবীর’ বলিয়াই ঘোষণা করে। এসু, বি, গড়াই রোড, মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তায় টিউবলাইট, কোর্টের বিদ্যামাগার, স্থানীয় ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন ও বন তাঁহার অর্থানুকূল্যে নিশ্চিত ও স্থাপিত হইয়াছিল। বিধান কলেজ, তুলসীরাণী গার্লস স্কুল, উপেন্দ্রনাথ হাইস্কুল, গোড়ীয় মঠ ও মিশন, ভারতসেবাস্রম সঙ্ঘ, বামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানেও মুক্তহস্তে দান আজও তাঁহার সন্মদয়তা ও বদান্যতার স্বাক্ষর বহন করিতেছে। তিনি সহরের বিভিন্ন সংস্থার সুরুত্বপূর্ণ পদও সমালঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ১৯৫৮ ও ১৯৬২ সালে বিজনেস্ কন্ফারেন্সে ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে বহির্গত হন।

তিনি ১৯৫২ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুকে বৃত্তাশ্রাণ তহবিলে ১ লক্ষ টাকা এবং তৈনিক আক্রমণের সময়ে ১৯৬২ সালে প্রতিরক্ষা তহবিলে রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুর হাতে ৫০ হাজার টাকা অর্পণ করেন। উড়িষ্যা-বিহারাদি-প্রদেশে তিনি তাঁহার সাধারণত সাহায্য লইয়া নিজেই বৃত্তাপীড়িত স্থানে ছুটিয়া যাইতেন। স্থানীয় বিধানচন্দ্রে কলেজে তিনি ১ লক্ষ টাকা দান করেন। কত বিজ্ঞালয়-গৃহ, কত রাস্তা, কত কুপ-তড়াগাদি জনসাধারণের জন্ত তিনি নির্মাণ-খনন করিয়াছেন, তাহার হিসাব সম্ভবতঃ তিনি নিজেও রাখিতেন না। তাঁহার এই স্বেচ্ছাদানের পিছনে কোনরূপ যশ-প্রতিষ্ঠার বাসনা তাঁহাকে কোনদিনই পীড়াদান করে নাই। নীরবে নিভুতে তিনি তাঁহার সেবাকর্মী মনোভাব লইয়া আর্জ-পীড়িতের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে সাহায্য দিতেন। তাঁহার ন্যায় কর্মবীর, দানবীর ও সমাজসেবী সত্যি বর্তমানকালে তুল্য। দেশবাসী এইরূপ মানবদয়দী মহৎ-প্রাণের মহাপ্রাণে তাঁহাদের একজন আত্মীয়, স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও মিত্রকে হারাইয়া অপূরণীয় ক্ষতি স্বীকারপূর্বক শোকে মুহুমান।

মনোনীত গড়াই মহাশয়ের ন্যায় অক্লান্ত ও নিরলস কর্মী খুবই তুল্য বলিলে অতুক্তি হয় না। অতি সামান্য অসুস্থ হইতে তিনি যে তাঁহার কর্মজীবনে

উন্নতির শিখরে উঠিয়াছিলেন, তাঁহার সততার জগুই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। ধনবল-জ্ঞানবল এনেকেরই থাকিতে পারে। কিন্তু কে বা কতজন বৃহত্তর স্বার্থে তাহা নিযোজিত করিয়া নিজকে বিলাটেতে পারেন? কতজন ধনী-ব্যক্তি সেবাদর্শে ও সুশিক্ষা-বিস্তারের মহান্ প্রচেষ্টায় যষ্টীবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারিয়াছেন? তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ধন-সম্পদের দ্বারা বাড়ী-গাড়ী-ভোগ্যবস্তু-বিলাস-বাসন সংগ্রহই বড় কথা নয়, তাহার বাস্তব সম্ভাব্যতার প্রয়োজন। তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিনীকে বহুবার বলিতে শুনিয়াছি, —“ভগবৎসেবার জগুই শ্রীভগবান্ আদর্শ গৃহস্থগণকে ধন-জনাতি দান করেন।” তাঁহাদের ক্ষেত্রে এ বিচার সত্যই বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছে। শাস্ত্রও বলেন,—“দেহধারী মানবগণ ইহজন্মে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা ভগবৎ-ভাগবতসেবারূপে আলোকলাণ চিত্তা করিবেন, ইহাই তাঁহাদের জীবন ধারণের স্বার্থকতা।

প্রাকৃত জগতে কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, যোগবীরের অভাব নাই; তাঁহাদের কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি সম্বন্ধে স্মৃতি ও বাস্তব ধারণাও নাই। ভক্তিহীন কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-প্রচেষ্টা নিষ্ফল। ‘সেবা’-শব্দের প্রকৃত অর্থ—শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভক্তি; শ্রীভগবান্ই সেবার আশ্রয় বা আধার; স্মৃতরাং ভগবৎ-ভাগবত-সেবাই সান্ত্বত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, তাহা বাদ দিলে ‘সেবা’ অনাশ্রিত হইয়া নির্বিশেষ নাস্তিকতারই আবাহন করে।

আমাদের যষ্টীবাবু শ্রীগৌড়ীয় মঠের সংস্পর্শে আসিয়া ঐক্লপ সেবায়ই উৎকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাই তিনি আদর্শ গৃহস্থ জীবন যাপনপূর্ব্বক জ্ঞানময় সংসারে থাকিবাও পরম বিরাগী ছিলেন। ইহাকেই যথাযোগ্য ভোগ ও অসামঞ্জ্য ভাব’ বলে। মাননীয় যষ্টীবাবু তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা প্রবিশ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী স্তমভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজের বিশেষ সেবাপূজার পর শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-গান্ধারিকা-রাধাবল্লভজীউর স্মরণ করিতে করিতে বীথ অশ্রুউথামে গমন করেন। তাঁহার পুত্র-কন্যাগণ তাঁহাদের ভক্তিমতী মাতৃদেবীর পদাঙ্কানুসরণপূর্ব্বক ক্রমশঃ সাধন-ভজন-পথে অগ্রসর হইবেন, ইহাই যত্নবান্ শ্রীগুরু-ভগবানের নিকট প্রার্থনা।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীগুরুপূজা বা ব্যাসপূজা

শ্রীগুরুপূজার আর এক নাম ব্যাসপূজা। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-
তিথিপূজাতেই ইহাও উদ্‌যাপন বিধান। অথবা উল্লেখ্যাকার নিম্নের জন্ম-
তিথিতেও ইহা অহুষ্ঠিত হইতে পারে। অবশ্যে আষাঢ়ী পুর্ণিমা-তিথিতেও
সাধারণভাবে এই পূজার অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায়। মূলতঃ সাদক-জীবনের
বার্ষিক হিসাব-নিকাশের একটি বিশেষ দিন বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না।

শ্রীব্যাসদেব জগতে প্রকৃততে সত্য প্রদর্শন করাইয়াছেন। তিনি কণা-
জ্ঞানেরও সন্ধান দিয়াছেন ; জড়বাদীগণের প্রাণ্যবস্তুরে ধ্বংসশীল ও হেয়তাপূর্ণ
এবং নিজক তাত্‌কালিক--ইহাও তিনি প্রদর্শন করাইয়াছেন। বিবর্তবাদী
বিশ্বে তাঁহার অসীম প্রতিভার বহু দিক্‌ প্রতিভাত হইলেও স্মৃষ্টি বিচারে এক
ধেঃঅনাবিল ধারার প্রসার্ত্তন করিয়াছেন জাহা অবশ্যই অর্থবহ। কিন্তু কপির
পদলেহী আধুনিক বিশ্ব ভ্রমাবহ সঙ্কটময় সঙ্কল্পে উপনীত হইয়াও তাহা
বুঝিতে পারিতেছেন না--ইহাও এক ত্রাৎপর্য্যাময়। তজ্জন্যেই শ্রীব্যাসের
অবদান-বৈশিষ্ট্য অবশ্যই আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যতদিন পর্য্যন্ত উহার
ত্রাৎপর্য্য পর্যালোচনা হইবে না এবং কার্য্যতঃ ক্রণায়ীত হইবে না ততদিন
পর্য্যন্ত তথাকথিত সভ্যতার সমাপ্তিও ঘটিবে না বা ঘটতে পারে না। বর্ত্তমান
আধুনিক বিশ্বে নগ্ন সত্যতার চাঁত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে শ্রীব্যাসদেবের
ত্রাৎপর্য্য পর্যালোচনা অবশ্যই সমীচীন। কালের অতীত যে-বস্তু বিশ্ববাসীর
নিকট উহার সন্ধান যিনি প্রদান করিয়াছেন তিনিই ব্যাস। ত্রিংশল সত্যদ্রো
ধাষি ব্যাসদেবের সুচিন্তিত দ্বারায় নিম্নাং শ্রীগুরুপাদপদ্মই অভিন্ন ব্যাসস্বরূপ।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবাহার। শ্রীব্যাসদেবের পূজা গণ্য হইয়া থাকে। তাই
গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ স্ব-স্ব শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীব্যাসদেবের স্মরণ
করিয়া থাকেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ অন্যান্য বৎসরের
ছাত্র বর্ত্তমান বৎসরেও বিগত ৩ গোবিন্দ, ২৮ মাঘ (ইং ১৯৩৮২) বৃহস্পতি-
বার সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য পরমহংস-কুলচূড়ামণি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও
বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রদ্ধান কেশব গোস্বামী মহারাজের
আবির্ভাব তিথি হইতে ৫ গোবিন্দ, ১লা ফাল্গুন (ইং ১৩২৮২) শনিবার
শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা চিহ্নিলাস ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি
পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীনস্থ মঠসমূহে শ্রীব্যাস-

পূজা-মহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন। বিশেষতঃ নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোঁড়ীর মঠে সমিতির সভাপতি-অধ্যক্ষ পবিত্রাজ্ঞকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমুক্তিবেন্দঃস্ত বামন মহারাজের উপস্থিতিতে এবং উপসভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমুক্তিবেন্দঃস্ত নারায়ণ মহারাজের পট্টাচলনায় উক্ত মঠের উৎসব বিশেষ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজার অধিবাস-তিথিতেই মঠ-প্রাঙ্গণ ও ভোজনদ্বার নানা পত্র-পুষ্প সুসজ্জিত করা হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় আলোক-চিত্রের সাহায্যে ভারতের বহু তীর্থের দৃশ্যাবলীও প্রদর্শিত হইয়াছিল। শ্রীব্যাসপূজা-দিবসের ত্রাঙ্ক-মুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গনাম্নে শ্রীশ্রীগুরু-চরিতাবলী পাঠ ও কীর্ত্তন হইলে শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি হইতে সংগৃহীত শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, শ্রীব্যাস-পঞ্চক, শ্রীবৈয়্যাসকি-পঞ্চক, শ্রীমনকাদি-পঞ্চক ও শ্রীগুরু-আচার্য্যপঞ্চক প্রভৃতির পূজা সম্পন্ন হয়। তদনন্তর শ্রীল আচার্য্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলে উপস্থিত সকল ভক্তবৃন্দ ও অঞ্জলি প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে ভোজারতি সমাপ্ত হইলে নিমন্ত্রিত বৈষ্ণববৃন্দ, সজ্জন সুধীবৃন্দ তথা আগত সকলকেই মহাপ্রসাদ-দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়। রাত্রে এক মহতী সভায় শ্রীগুরু-তত্ত্ব ও ব্যাসতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তাগণ ভাষণ দান করেন।

২২শে মাঘ, প্রাতে মঙ্গলারতি অন্তে মণ্ডপন গীতি-কীর্ত্তন হইলে পূজাপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমুক্তিবেন্দঃস্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর্ত্ত শ্রীব্যাস-পূজার প্রচলন সম্পর্কে পাঠমুখে বিষদভাবে বর্ণন করেন। এই দিন সন্ধ্যায় অধিবেশনে যাহারা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে লেখনি-মাধ্যমে অঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন তাহা আবৃত্তি করা হয়।

সমাপ্তি দিবসের প্রাতে মঙ্গলারতি সমাপ্তান্তে শ্রীগুরুষ্টক, গুরুণরম্পরা তথা প্রার্থনা-গীতি কীর্ত্তন হইলে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা, তাঁহার পত্রাবলী হইতে বিভিন্ন শিক্ষা-বিষয়ে আলোচিত হয় এবং শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি অর্পিত হইলে মধ্যাহ্নারতি অন্তে নিমন্ত্রিত বৈষ্ণব-সজ্জনবৃন্দ তথা আগত সকলকেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই দিন সন্ধ্যায় সভায় শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের অতিমর্ত্য চরিত্রাবলী, তাঁহার অভূতপূর্ব্ব আচার্য্যত্বের প্রচার-বৈশিষ্ট্য এবং অত্রদান সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তাগণ বক্তব্য রাখেন।

— প্রকাশক —

শ্রী নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও

শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

কলিযুগ-পাবনাবতীরী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্বোধনে উক্ত সমিতির সভাপতি পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীশ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত বাগন মহারাজের অধ্যক্ষতায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরানন্দ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর অপর করুণায় আচার্য্যকেশরী নিত্যশীলাপ্রবীষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তক্ৰিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের পুনঃ প্রবর্তিত শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা অনুষ্ঠান বৎসরের দ্বারা এই বৎসরেও বিশেষ শাড়বরের সহিত উদযাপিত হইয়াছে।

উক্ত আবির্ভাব-তিথিকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীসারস্বত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীগৌর-ধাম পরিক্রমা করিয়া থাকেন। এতদুপলক্ষে বিগত ২৪ গোবিন্দ, ২০ ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ বৃহস্পতিবার হইতে ১শা বিষ্ণু, ২৬ ফাল্গুন, ১৯শে মার্চ বুধবার পর্য্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী শ্রীধাম-পরিক্রমা, পাঠ, কীর্তন, মহোৎসব প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয়। বিভিন্ন দিনের পরিক্রমায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে বিষ্ণু-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে শিবিকায় স্থাপনপূর্বক পরিক্রমার অগ্রভাগে রেখে কীর্তন সহযোগে বহির্গত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন দিবসে নবদ্বীপাত্মক যথা—কীর্তনাখ্য শ্রীগৌরোক্তমদ্বীপ, অরণাখ্য শ্রীমধ্যদ্বীপ, পাদসেবনাখ্য শ্রীকোলদ্বীপ, জর্জনাখ্য শ্রীকতুদ্বীপ, বন্দনাখ্য শ্রীজহ্নুদ্বীপ দাসাখ্য শ্রীমোদক্রমদ্বীপ, সখ্যাখ্য শ্রীকুজদ্বীপ, শ্রবণাখ্য শ্রীসীমন্তদ্বীপ ও আত্মনিবেদনাখ্য শ্রীভাস্তদ্বীপ প্রভৃতি নববিধা ভক্তিব্যাজন-পীঠসমূহ শ্রীবৈষ্ণব-গণের আনুগত্যে পরিক্রমণ, দর্শন ও তত্ত্বৎস্থান-মাহাত্ম্য শ্রবণ করার সুযোগ হইয়াছিল।

শ্রীহরিকথা-কীর্তন, শ্রীগৌরের পদাকপুত লীলাস্থলী দর্শন, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ, ভক্তগণ-সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দরের তথা তদীয় পরিকরগণের মহিমা বর্ণন এবং “গৌর-ব্রজজনে ভেদ না দেখিব”—মহাজনবাণী হৃদয়ে ধারণপূর্বক শ্রীধাম ও বৈষ্ণব-কৃপা লাভার্থে এই ভক্তিব্যাজনের উদ্দেশ্য। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনুসৃতধারায় শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ যেক্রমে তাঁহার পশ্চাৎগামী হইয়া ১৬ ক্রোশ শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা করিয়াছেন সেই ভাবনা হৃদয়ে ধারণ-পূর্বক এই পরিক্রমা উদযাপিত হইয়া থাকে।

“অতাপীঠ সেট লীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যানু দেখিবারে
 পায়।” “গৌর আমার যে-সব স্থানে করুল ভ্রমণ-বন্ধে। সে-সব স্থান হেরণ
 আমি প্রণয়ী ভকত-সঙ্গে।”—প্ৰভৃতি ভাবনা স্বল্প ধারণ করিয়া আত্মভীরে
 শ্রীধাম দর্শন ও পরিভ্রমণ করিতে পারিলে তবেই অনর্থ-নিপীড়িত জীবকুলের
 নিত্য কলাপ সাধিত হয়। তজ্জন্মই বৈষ্ণবাচার্যগণ তাঁরশ্বরে জানাইয়াছেন,
 —কর্ণের দ্বারা শ্রীভগবান্ ও তদীয় অপ্ৰাকৃত ধাম বা তাঁহার লীলাভূমি দর্শন
 সম্ভব। মায়া-দুর্গে পতিত জীবকুল বার বার জন্ম-মৃত্যুর নাগর-দোলায়
 নিমগ্ন হইয়া ভোগপন-কামনায় ভজ্জড়ীত হইয়া অশেষ দুঃখ-কষ্টে নিপীড়িত
 হইতে থাকে। কিন্তু মোহময়ী মায়ার অমোঘ ক্ষমতায় তথাকথিত শাস্তির
 ছলনাক্রপী বেড়াজালে বেষ্টিত হইয়া অশেষ দুঃখের নীড় রচনায় ব্যস্ত। ইহা
 মায়া অপক্লপ ছলনার পরিণতি। বদ্ধজীবের নিকট শ্রীধামের অপ্ৰাকৃত
 স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হয় না আর গোচরীভূতও সম্ভব নহে। মায়াবিশ্বে বা
 দেবীধামে চুরাশীলক্ষ বোনি ভ্রমণ করিতে করিতে বদ্ধজীবকুল কেহবা
 গৃগাকূপে পতিত, কেহবা লুপ্তচেতন প্রায় হইয়া অনাদি অনন্তকাল এই
 আত্মবিস্মৃতির পথে নিমজ্জিত। এই যে বিস্রাস্তি, তাহার অপনোদনের জন্যই
 এই পরিভ্রমণ ও ভবিকথা আসরের ব্যবস্থা। মরণের জগতে অমৃতের বাণী
 শুনাইয়া স্তম্ভ আপামর জীবকে জাগাইয়া তোলার তজ্জন্ম—ভক্তগণের
 প্রচেষ্টা। তাঁহাদের অমন্দদয়-দয়া নিখিল জীবকুল স্বদয়সম করিতে কষ্টবোধ
 করেন। কিন্তু তবুও ভক্তগণের উদারতার অন্ত নাই।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপে
 এই পরিভ্রমণ যো-ব্যবস্থা লওয়া হয় এবং সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দ এই উৎসবমুখর
 অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া অনাটন আনন্দ লাভ করার সুযোগ লাভ করেন
 —ইহা পারমাণবিক বা আত্যন্তিক মঙ্গলের সোপানরূপ। ইচ্ছা-অনিচ্ছায়,
 জ্ঞাত-অজ্ঞাতে যে-সুকৃতিমূলা সঞ্চয় করার পৌভাগ্য হয় তাহা অনুভূতি
 সাপেক্ষত।

জগতে শুধু খাওয়া-শোয়া, বঙ্গ-রঙ্গ করাই যে মানব জীবনের একমাত্র
 লক্ষ্য নহে, তাহা বার বার সত্যীকরণ করা হয়। “Back to God &
 back to home,”—this is the message of Goudiya Mission,” নিত্য
 ধরে ফেরার অর্থ সংকেত এবং বাহাতে উহা মানব-জীবনে পর্যাবসিত হয়
 তজ্জন্মই এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, জনগণকে মিলিত করাইয়া খাওয়া-দাওয়া বা প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত নহেন—তাঁহারা তত্পরি আরও এমন এক বস্ত্র দিতে চাহেন যাহা উপলব্ধি সাপেক্ষ। খাওয়া দাওয়াও তো শেষ নেই, জন্ম-মৃত্যুরও অবসাদ নাই—সুতরাং এইগুলির পরিণতির অন্তরালে যে সুস্থ চেতনের প্রকাশ ঘটে নাই, তাহার যাহাতে পূর্ণ বিকাশ ঘটিতে পারে তজ্জন্মই সমাজ জীবনে ইহার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

বহুলোকের একস্থলে সমাবেশ বহু কারণেই হইয়া থাকে, তাহা আমাদের অজানা নাই; কিন্তু এই যে ভক্তজন-মিলন-সুচনা ইহার ভাব বৈশিষ্ট্যপ্রদ। এই মিলনে জড়ীর লাভাকাজকার অবকাশ না রাখিয়া স্বর্গীয় আনন্দ বা অপ্রাকৃত অবিচ্ছিন্ন অনাবিল আনন্দ উৎসবাবার ইচ্ছিত পরিবহন করে। অশাস্ত্র বিশ্বে, হরি কীর্তন-ছুভিক্ষ পৃথিবীর বুকে ভোগপর মানবকুল যাহাতে স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মরণের যুগে অমৃতের বাণী পান করিয়া নিত্য আলোর দিকে ধাবমান হইতে পারেন—তজ্জন্মই এই মিলন সঙ্কেত।

এই উৎসবে প্রত্যাহ সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দ কীর্তন-রোলে যন্ত্র, প্রসাদ গ্রহণ ও তমস্ববিনাশে শ্রীহরিকথা-রূপ মহোৎসব পান করিবার সুযোগ লাভ করেন। মাসুষের যতদিন স্বরূপ উপলব্ধি হইবে না—তত দিন পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক-বিবেচনা, দেশ-কাল-পাত্রের বিভেদ, গণ্ডিবদ্ধ প্রাদেশিকতা, জড়-ভাষাবাদী সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি পোনটাই স্তিমিত হইবে না। সুতরাং নিত্য শাস্ত্র চিরন্তন আত্মার উপলব্ধি লাভ করিয়া আমরা যে ‘সকলেই অমৃতের সন্তান’—ইহা যাহাতে উপলব্ধি করত শ্রীতি-পুণ্যের বাধনে একগোত্র ভুক্ত হইয়া ভগবৎ-সেবানন্দ লাভ করিতে পারি তজ্জন্মই এই মিলন-মহোৎসব।

উক্ত সপ্তাহব্যাপী উৎসবকালে প্রায় লক্ষাধিক আগন্তুক জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আকরকল নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রতি বৎসরেই শ্রীগৌরমন্দিরের আবির্ভাব-তিথিকে কেন্দ্র করিয়া এই অমূল্য উদযাপীত হয়। ঐ সময় প্রায় পঞ্চ-সহস্রাধিক লোকের বাসস্থানের ব্যবস্থা তথা প্রয়োজনবোধে চিকিৎসাদির ব্যবস্থাও থাকে।

—শ্রীবিষ্ণুনাথ রায়,

দেয়ারাপাড়া (নবদ্বীপ)।

স বৈ পুংসাং পরো ধনো যতো ভক্তিৰধোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যথাস্থা সূত্রনীততি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আঙ্গ-পরপর ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিরশূচ ।

অথ ধর্ম সূত্ররূপে পাঠে সেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩৪শ বর্ষ } ৭ জিবিক্রম, গৌরোদশায়ী, ৪৯৬ গৌরাক { ৩য় সংখ্যা
৩১ বৈশাখ, শনিবার, ১৩৮৯; ইং ১৫।৫।১৯৮২

সামুদ্রানন্দ

শ্রীশ্রীশচীসুবষ্টকম্

[শ্রীগদ-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

হরিদৃষ্ট। গোষ্ঠে মুকুর গতমাত্মানমতুলং

স্বমাধুর্ঘাং রাধাপ্রিয়ত্তরসখীবাণ্ডুমভিতঃ ।

অহো! গোড়ে জাতঃ প্রভুরপরগৌরৈক তলুভাক্

শচীসুভূঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্ততি পুনঃ ॥১॥

যে তরি (শ্রীকৃষ্ণ) দর্পণরূপে আপনাকে প্রদর্শন করিয়া প্রেমগী
তখী শ্রীমতী রাধিকার ন্যায় অস্বাভাবিকভাবে আপনাতে অনুভব
করিবার নিমিত্ত গোড়দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, অহো! (কি আশ্চর্য্য!)
যে প্রভু শ্রীমতী রাধিকার গৌরকান্ধি দ্বারা স্বয়ং স্বীয় শরীরের সুন্দর গৌর-
বর্ণত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্বার আমার নয়নপথ-প্রাপ্ত
হইবেন ॥১॥

পুরীদেবস্বাস্ত্যঃ প্রণয়নধুনা জ্ঞানমধুরো

মুহূর্গোবিন্দোত্ত্বাঙ্গিহাদ-পরিচর্য্যাম্ভিতপদঃ

স্বরূপস্য প্রাণবৃন্দ-কমল-নীরাঞ্জিতমুখঃ

শচীশুভুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্ত্যতি পুনঃ ॥২॥

যিনি পুরীদেব অর্থাৎ শ্রীল ইন্দ্রপুত্রী গোস্বামীর অঙ্কুরগন্ধিত প্রেম-মধুতে স্নাত হইয়া তৎপ্রতি স্নেহবিশিষ্ট এবং গোবিন্দ নামক কোন ভক্ত-কর্তৃক মুহূর্গঃ প্রকাশমানা নির্মলা পরিচর্য্যা দ্বারা স্বাক্ষর শ্রীচরণদ্বয় নিরন্তর সেবিত এবং শ্রীস্বরূপগোস্বামীর অসংখ্য প্রাণপদ্ম দ্বারা স্বাক্ষর সীমুখ নীরাঞ্জিত হইয়াছিল, সেই শচীনন্দন কি পুনর্বার আমার নয়ন-পথ প্রাপ্ত হইবেন ॥২॥

দধানঃ কোপীনং তত্পরি বলির্ব্রহ্মরূপং

প্রকাণ্ডো হেমাজি-ছাতিফিরাত্ততঃ সেবিততুঃ ।

মুদা গায়নুচ্চৈর্নিজমধুর-নামাবলিমসৌ

শচীশুভুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্ত্যতি পুনঃ ॥৩॥

যিনি পরমেশ্বর হইয়াও ভক্তশিকার মিমিত্ত স্বয়ং কোপীন এবং তত্পরি অরুণবর্ণ বহির্বাস ধারণ করিয়াছিলেন এবং স্বাক্ষর আকৃতি অতিউচ্চ এবং সুমেরুপর্ব্বতের কাস্তি-কর্তৃক সঙ্গমোক্তাবে সেবিত অর্থাৎ (স্বাক্ষর গলিত সূর্ণ-নদীশ শরীরের শোভা দর্শন করিয়া স্নেহে আপন শরীরে সৌন্দর্য্যস্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া আপন কাস্তি দ্বারা স্বাক্ষর শ্রীঅঙ্গের কাস্তিকে সেবা করিয়াছে) এবং যিনি এইরূপ বেশ ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বীয় মধুর নাম-সমূহ অতি আত্মাদে গান করিয়া ভক্তের ন্যায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ॥৩॥

অনাবেছাং পূর্বৈবরপি মুনিগণৈর্ভক্তি-নিপুণৈঃ

শ্রুতগূঢ়াং প্রেমোজ্জলরস-ফলাং ভক্তিশক্তিকাম্ ।

কৃপালুস্তাং গোড়ে প্রভুরতিকৃপাভিঃ প্রকটয়ন্

শচীশুভুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্ত্যতি পুনঃ ॥৪॥

পূর্বে পূর্বে মুনিগণ ভক্তি নিপুণতায়ও স্বাক্ষর সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই এবং শ্রুতিগণ স্বাক্ষরকে অমূল্যবস্তুর ন্যায় গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং উজ্জল প্রেমরস স্বাক্ষর ফল—এমন ভক্তিলতা যিনি গোড়-দেশে অতি কৃপায় বিস্তার করিয়া পরম কৃপালু হইয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ॥৪॥

নিজস্ব গোড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরেকৃষ্ণোত্তোষং গণন-বিধিমা কীর্ত্তিত ভোঃ ।
ইতিপ্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব ভেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীশুভুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্ত্যতি পুনঃ ॥৫॥

হে মন ! যিনি আমার অরণ-পথে সৰ্বদা বিজ্ঞমান গোড়ীয়-জনগণকে
সংসারের মধ্যে আত্মীয়রূপে স্বীকার করিয়া গণন-বিধি দ্বারা অর্থাৎ সংখ্যা
করিয়া তাঁহাদের দ্বারা “হরেকৃষ্ণ” এই প্রকার হরিনাম-কীর্ত্তন করাইয়াছিলেন
এবং যিনি গোড়দেশীয় জনসমূহকে পিতার ছায় এইরূপ প্রদর্শিকা উপদেশ
দিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ॥৫॥

পুরঃ পশ্যন্ নীলাচলপত্তিমুরপ্রেম-নিবহৈঃ
করনৈত্র্যোজ্যোতিঃ আপত্য-নিভদীর্ঘোজ্জল-তলুঃ ।
সদা তত্ঠন্ দেশে প্রণয়ি-গরুড়স্তম্ভ-চরণে
শচীশুভুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্ত্যতি পুনঃ ॥৬॥

যিনি প্রণয়িগরুড়-স্তম্ভের চরণদেশে অর্থাৎ পশ্চাদ্দেশে সৰ্বদা অবস্থান
করত সমুখবর্তী নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া মহাপ্রেমসমূহ
দ্বারা করিত নয়ন-নীল-নিভরে স্বকীয় দীর্ঘোজ্জল তলু দর্শিত করিয়াছিলেন,
সেই শচীনন্দন কি পুনর্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ॥৬॥

মুদা দন্তৈর্দষ্টো ত্য্যতিবিজিত-বন্ধু কমধরং
করং কৃষ্ণা বায়ং কটি-নিহিতমন্ত্রং পরিলসন্ ।
সমুত্থাপ্য প্রেমা গণিত-পুললো নৃত্যকুতুকী
শচীশুভুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্ত্যতি পুনঃ ॥৭॥

যে অধরের কাণ্ডিদ্বারা বন্ধুক (রক্তবর্ণ পুষ্প-বিশেষ) পরাজয় প্রাপ্ত হয়,
সেই স্বীয় অধরকে দন্তসমূহ দ্বারা আবরণকরত স্বীয় বামহস্ত কটিতে অর্পণ
করিয়া যিনি অপর নক্ষিগ্রহস্ত উজ্জ্বল-পূর্বক ভাঙ্গ দ্বারা চালন করত হর্ষ-
সংকারে নর্ত্তন-কৌতুকবিশিষ্ট হইয়াছিলেন এবং মাথুরবিরহিণী স্ত্রীরাধার ভাব
হেতু যিনি অসংখ্য রোমাঞ্চ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্বার
আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ? ॥৭॥

সরিত্তীরারামে বিরহ-বিধুরো গোকুলবিধো
নদীনন্দ্যং কুব্ধময়ন-জলধারাবিততিভিঃ ।

মুহুর্মুহুর্বাং গচ্ছন্ম ত কমিব বিশ্বং বিরচয়ন্

শচীন্দ্রনুঃ কিং মে নয়নশরণীং বাস্তুজি পুনঃ ॥৮॥

যিনি নদীর তীরস্থ উপবনে গোকুলধিবুর (কৃষ্ণচক্রে) বিরহে-বাকুল হইয়া নয়ন জলধারা-সমূহে অতঃ একটা নদী নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং যিনি বারম্বার মূর্ত্তাপ্রাপ্ত হইয়া তত্ৰস্ত জনসমূহকে মৃতকের জায় আচেন্তন করিয়া ছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ॥৮॥

শচীন্দ্রনোরম্ভাষ্টকগিদমভীষ্টং বিরচয়ৎ

সদা দৈন্যোদ্ভেদে কাদতি বিশদ-বুদ্ধিঃ পঠতি যঃ ।

প্রকামং চৈতন্যঃ প্রভুরতিকৃপাবেশবিবশঃ

পৃথু প্রেমাস্তোষৌ প্রথিতরসদে দম্ভয়তি তম্ ॥৯॥

যে-বাক্তি বিগত-বুদ্ধি হইয়া দৈন্যোদ্ভেদ-সহকারে স্বীয় অভীষ্টপ্রদ শ্রীশচী-
নন্দনের এই অষ্টক পাঠ করেন, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার প্রতি কৃপাবিষ্ট হইয়া
তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণবিরসক রসের আশাদন-রূপে বিস্তীর্ণ প্রেম-সমুদ্রে নিমগ্ন
করেন ॥৯॥

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত দুই শ্রেণীর—ভক্ত ও ভগবান্

‘শ্রীমদ্ভাগবত’ শব্দদ্বারা দুইটি শ্রেণীকে লক্ষ্য করা হয়,—একটি বিষ্ণু ও
অপরটি বৈষ্ণব। ভাগবত বলিলে শব্দ-ব্রহ্ম-মূর্ত্তি ; শব্দ-ব্রহ্ম মূর্ত্তিমান্ ভাগবত
বিষ্ণুকেই বুঝায়। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় ব্রহ্ম ও পরমাত্মার
বিষয় বর্ণিত আছে ; অতরাং ব্রহ্ম ও পরমাত্মাও ভাগবত। ভগবদুপাসকগণ
ব্রাহ্মণ ও যোগিগণের বিচারে বিষ্ণু বস্তু নহেন। বিষ্ণুভক্তি-রহিত
ব্রাহ্মণাভিমান এবং বিষ্ণুভক্তি-রহিত আত্ম-বস্তুর ধারণা নির্বিশেষণর ;
অতরাং তাদৃশ অভিমানিগণ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ ও যোগী বলিয়া মংজ্ঞা
প্রদান করিতে গিয়া ভগবান্ হইতে চাহেন—ভাগবত হইতে চাহেন না।
ভগবান্ ভাগবতের বিশেষত্ব স্পষ্ট হইলেই স্বর্গ-দৃষ্টিক্রমে একই বলিয়া প্রতীত
হয়। কিন্তু, তাহা বাস্তব সত্য নহে। গ্রন্থ-ভাগবত ভগবদ্বস্তু, ভক্ত-
ভাগবত শ্রীভাগবতের পাঠক বা কৃষ্ণানুশীলনকারী।

গ্রন্থ-ভাগবতের পরিচয়

গ্রন্থ-ভাগবত কৃষ্ণের স্বরূপ ও বিলাস প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহাতে যাবতীয় বস্তুর সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে ; এবং সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া তাহার সকলেই কৃষ্ণাশ্রয়ীলব্ধ নির্ভর । শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণকথায় পূর্ণ, বিষ্ণুর সর্বোত্তম নিত্যবিলাসময় কৃষ্ণলীলাবিত্ত ; তাহা কৃষ্ণসম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট, কৃষ্ণের প্রতীতি-সম্পদের ভজনীয় বিষয় এবং ভজনীয় কৃষ্ণের ভজনকারী আশ্রয়-সেবকস্বরূপ ।

ভক্ত-ভাগবতের পরিচয় ও বদ্ধ-দশার অবস্থা

ভাগবতগণই শ্রীমদ্ভাগবতের ভজন করিতে পারেন । মনুষ্যমাত্রেই ভাগবত । কিন্তু, সম্প্রতি বদ্ধ জীবকুল ভগবাক্ষিমুপ হওয়ায় সকলের সেই বৃত্তিই পরিপূরণ নাই । ভাগবত যে-কালে ভগবৎ-সেবা বা ভাগবত-পাঠ, শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদিতে বিরক্ত হন, সেইকালেই তিনি আপনাকে ভাগবত বলিয়া বুঝিতে পারেন না । শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিলেই শ্রীভাগবত নিজের ও শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ জানিতে পারেন । শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা—শ্রবণ, কীৰ্ত্তন, বিচারপর ধারণা দ্বারা সংসাধিত হয় । শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিলেই মানবের নিজ-বুদ্ধি ভক্তি সমুদিত হন । ভক্তির উদয়ে অভক্তি অর্থাৎ ভগবৎসেবা-বিমুখতা-রূপ বদ্ধভাব বিদূরিত হয় । তখন সুনির্মল ভগবৎপ্রেমাই শ্রীমদ্ভাগবতকে ভাগবতের প্রাপ্য বিষয়বোধে শ্রবণ-কীৰ্ত্তন-বিচারকারীর অশ্রু-লীলন করায় । ‘আশ্রয়’-বাতীত ‘বিষয়ের’ অবস্থান এবং ‘বিষয়’-বাতীত ‘অ্যশ্রয়ে’র অবস্থান সম্ভবপর নহে । ‘বিষয়াশ্রয়’-ভেদে বিশিষ্ট-অদ্বয়-জ্ঞান অবস্থিত । উহা হেয় বা মাযিক বিচিত্রতার ভ্রায় দুষ্ট নহে । শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবৎকর্মের সূচনাত্মক বর্ণিত আছে, উহাই শুদ্ধজীবের একমাত্র ধর্ম ।

বদ্ধ-জীব স্বরূপ উপলব্ধিক্রমে ভাগবত হন

যেদিন বদ্ধজীব আপনাকে ভাগবত জানিবেন, সেইদিনই ভগবৎ-সেবা-বিমুখ অনাত্মাহুতি শিথিল হইয়া যাইবে । শুদ্ধ চিৎপ্রবৃত্তি অবিমিশ্রভাবে ভগবানের সেবায় লুপ্ত হইবে । সেইকালে জড়ীয় স্কুল ও হৃদয় দেহহয় কৃষ্ণের প্রতীতিময় রাজ্যে বিচরণ করিয়া বিবর্ত্ত আবাহন করিবে না । বিবর্ত্ত বা দ্রাব্ধিবাদ হইতে জীবমূর্ত্তগণই স্ব-স্বরূপে ভাগবত বলিয়া জানিতে পারেন এবং গ্রন্থরূপী শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণকারী, পঠনকারী ও বিচারকারী হইয়া নিত্য ভক্তিধর্মের অবস্থিত হন । ভগবানের সহিত আত্মাদের নিত্যকাল অদ্বয়-

জ্ঞান স্বত্ব এবং ভগবদিতর নানাত প্রতীতির সহিত নশ্বর স্বত্ব—একথা শ্রীমদ্ভাগবত মুক্ত জীবের হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে নিজ সেবন প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া দেন। জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তপুরুষগণই শ্রীমদ্ভাগবতকে পরমহংস-সংহিতা জানিয়া সকল সময় শ্রবণ, পাঠ ও বিচার করেন। এবং তাহার অহুশীলন-ক্রমে ভগবদ্ভক্তি জীবের অশেষ কল্যাণ বিধান করে।

ভগবদ্ভক্তিই মুক্তির একমাত্র উপায় এবং গ্রন্থ

ভাগবতই ভক্তিলভের আকরস্বরূপ

এই ভবসংসার হইতে অনন্তকালের জন্য মুক্তি লাভ করিতে হইলে ভগবদ্ভক্তিতে অবস্থিত হওয়া একমাত্র আবশ্যিক। ভগবদ্ভক্তিতে অবস্থিত হইবার আকর স্থানই শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবত নির্মাৎসর পরমহংস বৈকুণ্ঠ-গণের প্রিয় বস্তু। কামক্রোধাদির হস্ত হইতে মুক্তপুরুষগণ একমাত্র শ্রীভাগবতেরই অহুশীলন করেন। বাঁহারা লৌকিক বদ্ধবিচারে আবদ্ধ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত অপর শাস্ত্রে সমজ্ঞান করেন, তাঁহারা তদুশ ধারণা-ফলে 'নিত্যবদ্ধ'-গংগ্রা লাভ করত কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষী হইয়া যান। শ্রীমদ্ভাগবতে বাঁহাদিগের ক্রটি নাই, তাঁহারাই কৃষ্ণবিমুখ ও জড়-জ্ঞানের ক্রীড়াপুতলী।

শ্রীমদ্ভাগবতই বেদ, বেদান্ত, নিগমাদির

বিশুদ্ধ ভাষ্য ও সার

শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। ইহাই নিগম কল্পতরুর সুশুক ফল। বেদের মূল সত্য বস্তু আচ্ছন্ন হইয়া তাহার চিহ্নমাত্র না থাকার কালে শ্রীমদ্ভাগবত আবির্ভূত হন। শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত নিত্য-সত্য কর্ম্ম ও জ্ঞানী-বিচারে অনাদৃত হইলেও, বেদগম্য হরিকথা-রূপ প্রপঞ্চফল-স্বরূপ গ্রন্থ-ভাগবত বৈরাগিক-সম্প্রদায়ের একমাত্র উপজীব্য হইয়াছে। ইহাতে (কাহারও মতে) বিবর্তবাদের বিচার বহুস্থলে দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা বৈরাগিক সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয় নহে,—এরূপ সমীচীন সিদ্ধান্ত সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। কলিযুগপাবনাবতারী এই অমল গ্রন্থকেই হেয়ংপবজিত নিগম বর্ণিত প্রচার করিয়াছেন।

ভাগবত-গ্রন্থ সর্বজনপূজ্য এবং অসীম ও বৈকুণ্ঠ

শ্রীমদ্ভাগবত পৃথিবীর উপরিভাগে বিবৃৎসমাজে যে সর্বাপেক্ষা সমাদর লাভ করিবে, ক্রিষ্ণের আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তৎসদৃশ কোনও গ্রন্থ

আর নাই, এবং ভবিষ্যতে এই পুরাণরাজ পৃথিবীর সর্বত্র পূজ্য ও আদরণীয় হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত আকাশের চন্দ্র, জীবকুল ধামনের জ্যোত্বাহা স্পর্শ করিতে অসমর্থ হইলেও, সেই চন্দ্রিকালোকে স্থনীতল হইতে পারে। জীবের পার্থিব জ্ঞান-রূপ প্রসারিত হও কখনই শ্রীমদ্ভাগবত স্বায়ত্তীকৃত করিতে পারে না; উহা বৈকুণ্ঠ জ্ঞানময়।

শ্রীমদ্ভাগবত সকলের নিকট আদৃত না হইবার কারণ

এতদ্দূর গ্রন্থ মানবজাতীয় সভ্যতার বিকাশমূলে সর্বতোভাবে আদৃত হয় নাই কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, জড়বদ্ধ-জীব ভাবার্ণবে মগ্ন হইয়া জড়েন্দ্রিয় পরায়ণতা-ক্রমে কৃষ্ণ-বিমুখতা-জলে ডুবিয়া যাইতেছে। মৎসরতা-দর্শনে অবস্থিত হওয়ায় তাহার প্রাণবায়ু গতপ্রায় হইতেছে। আবার সে স্বাস-প্রশ্বাসটুকু এখনও দেখা যায়, তাহাও মৎসর ভাগবত-পাঠকাণ্ডে জীবের ভোগময় ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে-শ্রীচৈতন্য-দেব শ্রীমদ্ভাগবতকে সাংখ্য ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন বলিয়া জগতে জীবকে জানাইয়াছেন, সেই ব্রহ্মেন্দ্রনন্দনও ভাগবত-বাৎসায়ীর জীব্য পন্থারূপে পরিণত হইয়াছেন। তদ্বারা জীবের নিত্যবৃত্তি ভক্তি প্রকাশিত হওয়া দূরে থাকুক, বিপরীত ফল ফলিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে ও শ্রবণে অনর্থের বিচার উপাস্থিত হইতে পারে না, কিন্তু তাহা না হইয়া, বাৎসায়ী পন্থাভ্যাগ ভোগপিপাসা বৃদ্ধি করিতেছে। ইহারা ভাগবতকে নিজের হৃদয় তর্পণের বস্তু জ্ঞান করেন, তাঁহারা কখনই তাঁহাদের সম্বন্ধ কৃষ্ণ-ইহা জানিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারা কোন কালেই তাদৃশ বৃত্তি পোষণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও পঠন প্রভৃতি সেবায় সমর্থ হইবেন না।

অবোগ্য ও ব্যবসায়ী পাঠকের গতি

তাঁহাদের দ্বিবিধ সঙ্গ কখনই ঘুচিবে না। নামাপরাধবশে উত্তরোত্তর অধম যোনিলাভই ঘটিবে। ভগৎসম্বন্ধ প্রবল না হইলে বদ্ধ-জীব কখনও আপনাকে ভাগবত বলিয়া জানিতে পারেন না। জীব নিজের বাহ্য আবরণ ও আভ্যন্তরীণ আবরণে আবৃত হইয়া জড়েন্দ্রিয়-তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট হন। একালে তাঁহাকে ভাগবত বলিয়া নির্দেশ করিতে গেলে রাসভের গলদেশে তুলসী মালিকা ও ললাট দেশে উর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কিত করার জ্ঞান অশোভনীয়। শ্রীমদ্ভাগবত কখনও তাদৃশ ব্যক্তিকে অধিকার প্রদান করেন না। অনধিকারী জানিয়া তাহাকে কেবল 'প্রাকৃত'-সংজ্ঞা প্রদান করেন।

কনিষ্ঠাধিকারী ক্রমোন্নতিক্রমে ভাগবত ও তদধিকারী হন

পরে যখন তিনি অর্চায় অপ্রাকৃত বিশ্বাস সহকারে হরিপূজার চেষ্টা প্রদর্শন করেন, এবং ভক্ত ও অভক্ত নির্দেশ করিতে অসমর্থ হন, তখন তাঁহাকে প্রাকৃত ভক্ত বলা হয়। ক্রমোন্নতিবলে ভগবন্তের সহিত মিলিতা আরম্ভ করিয়া ভগবৎ-প্রেমপর হইয়া যোগ্য জীবে দয়া করিতে করিতে অসংসঙ্গ বর্জন করেন অর্থাৎ হরিবিমুখ প্রতীতি হইতে অবসর লাভ করেন, সেইকালে ভাগবত মধ্যমাধিকার লাভ করেন। আর অক্ষুণ্ণ ভজন-প্রভাবে সর্বজীবে কারুণ্য-প্রতীতি, গুণময়-প্রতীতির পরিবর্তে সেবাপরণ-প্রতীতি ও নিরন্তর সেবা-সেবক-প্রতীতি প্রবলা হইলেই তাঁহার মহাভাগবত সংজ্ঞা হয়।

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

ধৈর্য্য

ভজনে ধৈর্য্যের আবশ্যিকতা

ভজনশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে ধৈর্য্যের নিত্য প্রয়োজনতা। ধৈর্য্যগুণ বাহাদুর আছে, তাঁহারা ধী। ধৈর্য্যগুণ-অভাবে মানব চঞ্চল হইয়া উঠে। বাহারা অধৈর্য্যশালী, তাঁহারা কোন কার্য্যই করিতে পাবেন না। ধৈর্য্য-গুণের দ্বারা সাধক আপনাকে আপনি বশ করিয়া অবশেষে জগৎকে বশ করেন।

ছয় প্রকার বেগ-ধারণই ধৈর্য্য

‘উপদেশামৃত’র প্রথম স্লোকে এই ধৈর্য্যগুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

যথা— বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধ-বেগং, জিহ্বা-বেগমুদরোপস্থ-বেগং।

এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্বামপীমাং পৃথিবীং ন শিখ্যাৎ ॥

বেগ ছয় প্রকার; অর্থাৎ বাচ্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ এবং উপস্থের বেগ।

বাক্যবেগ ও ভাষার দমনোপায়; মৌন কাহাকে বলে

অনেক কথা কহিবার ইচ্ছা মানব বাচাল হইয়া পড়ে। বাক্য-সমুদায় নিয়মিত করিতে না পারিলে পরচর্চা-দ্বারা অনেকের সাহিত শত্রুতার উদয় হয়। অনাবশ্যক বাক্য বলা নিত্য অববিবেচনার কার্য্য; কিন্তু সংসারী

মানব সর্বদাই বাক্য বায় করিবার অভিপ্রায়ে অনাবশ্যক বাক্য প্রয়োগ করিয়া কার্য্য নষ্ট করেন, এবং বহুতর দুঃখ পাইয়া থাকেন। ধার্মিক লোকেরা এই উপাত্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকেন। সকল ভাল ভাল ব্রতের সঙ্গে সঙ্গে মৌনব্রতকে ধর্ম্মিগণ স্থির করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ভজন-পিপাসু ব্যক্তিগণ অনাবশ্যক কথা বলিবেন না। যদি অনাবশ্যক কথা বলিতে হয়, তবে অবশ্য অবশ্য মৌন-ব্রত অবলম্বন করিবেন। হরি-কথা ব্যতীত সকল কথাই অনাবশ্যক। তবে হরি-ভক্তি-বিষয়ের অমূল্য রূপে যেই বিষয় কথা হয়, তাহাও অনাবশ্যক নয়। অতএব শুদ্ধগণ হরি-কথা ও হরি-কথার অমূল্য বাহ্য কিছু কথা থাকে, তাহাই বলিবেন। অন্য সকল কথাই বাক্যের বেগের মধ্যে পরিগণিত হইবে। এই বাক্যের বেগ যিনি সহিতে পারেন, তিনিই দীর্ঘ পুরুষ।

মনোবেগ ও তাহার দমনের উপায়

মনের বেগ দমন করাও দীর্ঘ ব্যক্তির ধর্ম্ম। যতক্ষণ মনের বেগ চারণ করিতে অনায়াস না হয়, ততক্ষণ মন-সংযোগপূর্ব্বক কিরূপে ভজন হইবে? সংসারী লোকের মনে সর্বদা আশারূপ বেগ উদয় হয়। নিদ্রাকাল ব্যতীত সংসারী ব্যক্তি নানা মনোরথে আকৃষ্ট হইয়া নানা চিন্তা-বেগ হইতে কখনই নিষ্কৃতি লাভ করেন না। নিদ্রাকালেও আবার হৃষিক, সুষপ্নরূপ চিন্তা আসিয়া উদয় হয়। ধর্ম্মিগণ মনের বেগকে নিয়মিত করিবার জন্যই অষ্টাঙ্গ যোগ ও রাজযোগের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু পরমেশ্বরের নিয়ম এই যে—মনকে একটু উচ্চ রস দিয়া ভুগাইয়া ক্ষুদ্র প্রাকৃত রস হইতে তাহাকে নিয়মিত করিতে হয়। ভক্তিপথে ঈশ্বাদের মতি আছে, মনকে অতি সহজে তাঁহারা নিয়মিত করিতে পারেন। মন বেগ ব্যতীত থাকিতে চাহে না। তাহাকে অপ্রাকৃত বিষয়ে বেগবান করিলে তাহাতেই তাহার কার্য্য হইতে থাকিবে, সে আর তুচ্ছ বিষয়ে বেগবান হইবে না।

যোগ অপেক্ষা শুদ্ধভক্তিই মনঃসংবাদের সর্বোত্তম উপায়

অনেকে মনে করেন যে, অষ্টাঙ্গ যোগ ব্যতীত মনকে নিয়মিত করিবার আর উপায় নাই। কিন্তু পতঞ্জলি যুনি স্বীকার করিয়াছেন যে, অষ্টাঙ্গ যোগ

[illegible]

কাম হইতে ত্রোধ-পরে বিনাশ হয় এবং

ক্ৰোধ দমনৰ উপায়

ভক্তিপিপাসুদিগের ক্রোধ-বেগ দাওন করা নিতান্ত কঠিন। মানবের কায়
ভর হটলেই ক্রোধের উদয় হয়। ক্রোধ হটলে ক্রমশঃ বিনাশ পর্য্যন্ত যজোদয়
হয়। চরিতামৃত (মধ্য ১৯।১৭৩) বলিয়াছেন—কৃষ্ণভক্তি নিদাঘ অক্লান্ত
শাস্তি।” যিনি কৃষ্ণ ভক্তিকে আবাদন করেন, তাঁহার চিত্তে কোন প্রকার
ভুল কাম থাকে না। অতএব, তাঁহার মনে ক্রোধ উদয় হইবার সম্ভাবনা
নাই। বাঁহাদের কায়-ভক্তি আছে, তাঁহারা ক্রোধকে জয় করিতে পারে না।
কেবল বিবেকদ্বারা ক্রোধকে জয় করা যায় না। বিষয়-রাগ বিবেককে জতি
অল্পকালেই নিস্তক করিয়া দ্বীপ রাজ্যে ক্রোধকে স্থান দিয়া থাকে।

কোথ-দমলে জিদণ্ডিভিস্কুর তাদর্শ

শ্রীমন্ত গবাক্ষ একাদশ স্বর্গে ২৩শ অধ্যায়ে ভিক্ষুগীতে দেখা যায় যে, তিনি
জন্মি অন্নকাল্যের মতো ক্রোধ সহস্র সক্ষম হইয়াছিলেন। যথা—

तं वै प्रवयसं त्रिदशवधमसङ्गताः ।

দক্ষিণ। পর্যাভবন ভদ্র বহুবীজিঃ পবিভুতিভিঃ ॥৩৩॥

কেচিং ত্রিবেণুং জগৎহরেকে পাত্রং কংগুলুং ।

পীঠটিকে হস্তস্বত্ব কল্যাণ চীরানি কেচন।

প্রদায় ৫ পুনস্তানি দক্ষিণাহুদহু^৬নেঃ ॥৩৪॥

অমর্য তৈল্য সম্পন্নং হৃৎমানস্য সরিগুটে ।

ব্রহ্মত্ব চ পাপিষ্ঠাঃ স্ত্রীব্রহ্ম চ মূর্খনি ॥৩৫॥

ক্ষিপ্তোচ্চোচ্চৈবজানন্ত এষ ধর্মধ্বজঃ শঠঃ ॥৩৬॥

এবং স ভৌতিকঃ তুঃখঃ দৈবিকঃ দৈহিকঃ যৎ ।

ভোক্যাম্যজ্ঞানো দিষ্টঃ প্রাপ্তঃ প্রাপ্তমবুধ্যত ॥৩৭॥

শ্লোকগুলির অর্থ এই—অবস্থাবাসী বিপ্র হৃদয়-গ্রন্থী-মোচনদ্বারা ধাক্কা-
ভিক্ষুপদ প্রাপ্ত হইলেন । সেই বুদ্ধ মালিন ব্রাহ্মণকে অসৎ ব্যক্তিগণ এই বলিয়া
অপমান করিতে লাগিল—“ওহে ভদ্র ! এ কি তুমি ?” কেহ তাঁহার ভ্রিত্ত,
অ'থাৎ কেহ কমণ্ডলু প্রভৃতি লইয়া, আবার ‘ওহে ! লও’ বলিয়া উপহাস
করিতে লাগিলেন । নদীশীতল ত্রিনি অন্ন পাক করিলে, কেহ তাহাতে
প্রশ্রাব করিলেন, কেহ বা তাঁহার মস্তকে খুৎকার করিলেন । কেহ বা এই
লোকটা ধর্মধ্বজী ও শঠ বলিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন । এই
প্রকার অপমানিত হইয়াও তিনি এই স্থির করিলেন যে,—“কর্মফলরূপ
আমার ভৌতিক তুঃখ অর্থাৎ হর্জন-কৃত তুঃখ, দৈহিক তুঃখ অর্থাৎ জরাদি-
জন্মিত তুঃখ এবং দৈবিক তুঃখ অর্থাৎ নীতোকাদি-জন্মিত তুঃখ—দৈবপ্রাপ্ত ।
এইসকল অবশ্য ভোক্য ।

গৃহী ও সন্ন্যাসী সকলের পক্ষেই

ত্রিদণ্ডভিক্ষুর শিক্ষা গ্রহণীয়

সেই ভিক্ষু তখন এইরূপ কথা বলিলেন (স্ত্রী ভাঃ ১১।২৩।৫৭)—

এতাং স আত্মা পরাত্ম-নিষ্ঠামধ্যাদিতাং পূর্বতমৈর্মহমিতিঃ ।

অহং তরিষ্ঠামি দুঃস্থ-পারং তমো মুকুন্দাঙ্গি-নিষেবমৈব ॥

আমি আত্মা ফুল প্রীত । কৃষ্ণ পরাত্মা । বহির্দুঃখ জীব সংসার-নিষ্ঠ হইয়া
ভৌতিক, দৈহিক ও দৈবিক কষ্ট পাঠতেছে । কৃষ্ণসেবাই জীবের নিতা ধর্ম ।
এ অগতে আমি সংসার-নিষ্ঠা ভাগ করিয়া পরাত্ম-নিষ্ঠা-রূপ কৃষ্ণ ভজন
করিব । বাক্য, মন ও ক্রোধাদিকে বশীভূত করিয়া ভক্তির অমুকুল জীবনের
সহিত পরাত্ম-নিষ্ঠা অবলম্বন করিব । পূর্বতম মহর্ষিগণ এই পরাত্মনিষ্ঠা
অবলম্বন করিয়া সংসার-সমুদ্র পার হইয়াছেন । পরাত্ম-নিষ্ঠা কোনস্থলে গৃহস্থ-
ধর্মো জনকাদির স্থায় লক্ষিত হয়, কোনস্থলে ভিক্ষু-ধর্মে সনক-সনাতনাদির
স্থায় পরিগমিত হয় । বস্তুতঃ দুই অবস্থাতেই পরাত্মনিষ্ঠা একই বস্তু ।

পরাত্ন-নিষ্ঠা ব্যতীত এই পুরস্কৃত-পার তমোময় সংসার-সাগরকে পার হওয়া যায় না। যুকুন্দ-সেবাই আমার একমাত্র আশ্রয়। তদবলম্বনে আমি উদ্ধার হইব।—এই ভিক্ষু-গীতে আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি যে, যোগাদি-চেষ্টা-দ্বারা সংসার পার হওয়া দুর্বল। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি-নিষ্ঠাতেই সকল লাভ হয়। যিনি ভক্তি অবলম্বনে বাঁকা, মন ও ক্রোধ-বেগকে দমন করিতে পারেন, তিনিই দীর্ঘ।

জিহ্বার বেগ ও তাহার দমনোপায়

জিহ্বার বেগকে দমন করিতে নিম্নোক্ত কর্তব্য। চর্কা, চোখ-আদি যত্ন-বিধ বসের প্রয়াসে সংসারী লোক সর্বদা ব্যস্ত। “আজ গলায় ভোজন করিব, আজ খেচরান্ন পাইবার আশা বহু জায়াস করিব, আজ উত্তম পেয় দ্রব্য পান করিব”—এইরূপ লালসায় বিষয়ী-লোক ভ্রমণ করিতেছেন। জিহ্বা যতট ভোজন করেন, তাহার লালসা ততট বৃদ্ধি হয়। জিহ্বার লালসায় তাহার আশা করেন, তাহাদিগের পক্ষে কৃষ্ণপ্রাপ্তি বড়ই দুর্বল। শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।

শিখান্দর-পবায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥

বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।

পরমার্থ যায়, আর হয় বসের বশ।

বৈরাগীর কৃতা,—সদা নাম-সঙ্কীর্ণন।

শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ ॥

(টিঃ চঃ অঃ ৯২২৭, ২২৪-২২৬)

যাহা অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহাতেই উদর ভরণ করা উচিত। দাস্তিক দ্রব্য কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া তাহার প্রসাদ সেবন করিলে জিহ্বার পরিতোষের সহিত কৃষ্ণালোচনা হইয়া থাকে। কৃষ্ণপ্রসাদে সুখাণ্ড যদি অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহাতে আর জিহ্বার লালসা হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে ক্রমে জিহ্বার বেগ দমিত হয়।

উদর-বেগ ও তাহার দমনোপায়

উদর-বেগ একটি উৎপাত। যাহা আহাৰ করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি এবং জীবন রক্ষা হয়, তাহাই উদরের প্রয়োজন। ভক্তি-পিপাসু ব্যক্তি যুক্কাহার-

দ্বারা শরীর রক্ষা করিবেন। তাহা না করিয়া বাহ্যে অধিক ভোজন
প্রয়াস করেন, তাঁহারা নিত্যন্ত উদর-পরায়ণ। ‘মিতভুক্’ বলিয়া ভক্তগণের
একটি লক্ষণ করা হয়। লম্বুহারী হইলে শরীর ভাল থাকে এবং ভজনে
বাস্তবতা হয় না। উদরের বেগ সহন করিতে যাহাদের শক্তি নাই, তাঁহারা
সর্বদাই আহারলোলুপ। ভগবৎ-প্রসাদ না হইলে কোন দ্রব্যই আহার করা
যাইবে না,—এরূপ বাহ্যদের দৃঢ় প্রকৃতি। তাঁহারা উদরের বেগ সহনে বিশেষ
সক্ষম হন। ব্রতাদিতে যে উপবাসাদি করা, তাহাও উদরের বেগ দমনের
শিক্ষা-স্কল।

উপস্খ-বেগ ও তাহার দমন

উপস্খ-বেগই বড় ভয়ানক। “লোকে বাবয়ামিষ-মত্তসেবা নিত্যন্ত
জন্মোর্ন হি তত্র চোদনা”—এই ভাগবত (১১।৫।১১) বাক্যের তাৎপর্য্য অতি
গূঢ়। রক্ত-মাংস-গঠিত-শরীরে বাহ্য অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের স্ত্রী-সঙ্গ
এক প্রকার নিসর্গ-জনিত ধর্ম্ম চাইয়া পড়িয়াছে। এই নিসর্গকে সঙ্কোচিত
করিবার জন্য বিবাহ-বিধি। বিবাহ-বিধি হইতে বাহ্য মুক্ত হইতে ইচ্ছা
করেন, তাঁহারা প্রায়ই পশু-ক্ৰিয়ায় প্রবৃত্ত। তবে বাহ্য সংসঙ্গ-জনিত
ভজন-বলে নৈসর্গিক বিধি অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত বিষয়ে রতি লাভ
করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী-পুরুষ-সঙ্গ নিত্যন্ত তুচ্ছ। বাহ্য বিষয়-
রোগে পূর্ণ তাহারা কখনই উপস্খ-বেগ সহিতে পারেন না—অনেক অবৈধ
কর্মে প্রবৃত্ত হ’ন। ভজন-পিপাসুগণ এই প্রবৃত্তি সম্বন্ধে জুই প্রকার জানিবেন।
সাদুসঙ্গ-বলে বাহ্যদের রতি শুদ্ধতা লাভ করিয়াছে, তাহারা একেবারে স্ত্রীসঙ্গ
পরিত্যাগ করিয়া ভজন করিতে থাকেন। ইহারা গৃহত্যাগী বৈষ্ণব। বাহ্যদের
স্ত্রীসঙ্গ-প্রবৃত্তি দূরীকৃত হয় নাই, তাহারা বিবাহ-বিধি-ক্রমে গৃহস্থ থাকিয়া
ভগবদ্ ভজন করেন। বৈধ-স্ত্রীসঙ্গকেই উপস্খ-বেগ ধারণ বলে।

ষড়্বেগ দমনের সর্বোত্তম উপায়

পূর্বোক্ত ছয় প্রকার বেগ যথা-বিধি সহন করিতে পারিলে ভজনের
আনন্দকূল্য হয়। এই সকল বেগ প্রবল থাকিলে ভজনের প্রতিকূল হইয়া পড়ে।
উক্ত ছয় প্রকার বেগ দমন করার নাম ধৈর্য্য। শরীর থাকিতে এই
সকল প্রবৃত্তি একেবারে নির্মূল হয় না, কিন্তু যথাযোগ্য বিষয়ে

তাহাদিগকে নিমুক্ত করিতে পারিলে তাহারা আর দোষ-জনক হইল না। অতএব শ্রীমদেবোত্তম ঠাকুর এইরূপ লিখিয়াছেন,—

কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ-মাৎসর্য, দন্ত-সহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।

অনাপ কবি' হৃদয়, রিপু কবি' পরাক্রম,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব ॥

'কাম' কৃষ্ণ-সেবার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্ত-হেয়ী জনে,
'মোহ' সাধু-সঙ্গে হারি-কথা।

'মোহ' ইষ্ট-লাভ বিনে, 'মদ' কৃষ্ণ-গুণ-গানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা ॥ (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

এই পদ্যটির নিম্নে তাৎপর্য্য,—বেগসকলকে তত্ত্ববিষয় হইতে ফিরাইয়া
ভক্তির অঙ্কুর করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। তাহা কেবল ধৈর্য্য-দ্বারাষ্ট হইতে
পারে।

সাধকমাত্রেরই ধৈর্য্য-গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক

'ধৈর্য্য'-শব্দ-প্রয়োগের আর একটি তাৎপর্য্য আছে। যাহারা সাধন-
কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাঁহারা ফল-লাভের বাসনা করিয়া থাকেন। কন্মুগণ
কর্ম্মকাণ্ডে স্বর্গ-সুখ-ফল আশা করেন। জ্ঞানীগণ জ্ঞান-কাণ্ডে মোক্ষলাভের
আশা করেন। ভক্তগণ ভক্তিসাধনে কৃষ্ণ-প্রসন্নতা লাভ করিবার আশা
করেন। সাধন-সময়ে যে কাল-বিলম্ব হয়, তাহাতে অধৈর্য্য হইয়া কোন-
কোন ব্যক্তি পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন। অতএব, ফল আশা করিয়াও
যে ভজনপ্রিয় ব্যক্তি ধৈর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহাই ফল-প্রাপ্তি হয়।
কৃষ্ণ আমাকে অজ্ঞ, বা একমত বৎসরে, বা কোন জন্মে অবশ্য
রূপা করিবেন, আমি তাঁহার চরণ আশ্রয় দৃঢ়পূর্ব্বক করিব—
কখনই ছাড়িব না—এই প্রকার ধৈর্য্য ভক্তি-সাধকদিগের পক্ষে
নিতাস্ত বাঞ্ছনীয়।

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলচূড়ামণি জগদগুরু ১০৮-শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের

৮৪তম বর্ষপূর্তি-আবির্ভাব-তিথিবাসরে

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

শ্রীবাসাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের আজি আবির্ভাব-তিথি,

এ' শুভ-বাসরে তাঁহার চরণে জানাই প্রাণেব নতি ।

আজি কুঞ্জ-কাননে ফুটেছে কুসুম, বাতাস বহিছে ধীরে,

পিককুল আজি কুছ-কুছ তানে দিক্ মুখরিত করে ।

চন্দ্রিমা-শোভায় ধরিত্রীদেবী এবে অভিনব বেশে সাজে,

'জয়গুরুদেব' ধ্বনি ওঠে সদা নদীয়া নগর মাঝে ।

এ' পূত-লগনে আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত চারিধারে,

শ্রীমুক্তি-সমীপে সঙ্কীর্ণন-রোল উঠিতেছে অনিবার ।

গন্ধ-পুষ্প-মালা-ধূপ-দীপে তাঁরে পূজে ভাগবতগণ,

শ্রীগুরুদেবের সেবা লাগি' আজি দাস্ত সবে অনুরাগ ।

একদা তেন ক্ষণে শ্রীল গুরুদেব স্বেচ্ছায় এ ভবে আসি',

নাশ বৈভব দেখা'য়ে মোদেরে টানি নিলা ভালবাসি' ।

শ্রীগৌর-কৃষ্ণের সেবামূর্তরূপা কৃপা-বারি বিতরিয়া,

শোধিলা অনেক অনর্থগ্রস্ত ও পতিত জীবের হিয়া ।

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্মের শুদ্ধভক্তি প্রচার-আন্দোলনে,

শ্রীকৃপালুগ-ভজন-পদ্ধতি উদ্ঘাটনা সম্বর্ণণে ।

অনাদিকাল থেকে গুরু-পরম্পরায় যে-তত্ত্ব প্রচারিত,

ধর্মীয় সঙ্কটে সে 'তত্ত্ব' তিনি পুনঃ করিলা রূপায়িত ।

অন্যাভিলাষ ও প্রভুত্ব-কামনা গুরু-সেবায় নাহি থাকে,—
 হেন শিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাই তাঁর জীবনীতে ।
 গুরুসেবা তাঁর জীবনের ব্রত—তিনি গুরু-অমুগত,
 গুরুর লাগিয়া নিজের জীবন করিলা তুচ্ছীকৃত ।
 অন্তরে বাহিরে ইষ্টরূপে তিনি দেখেছিল প্রভুপাদে,
 সুকঠিন কাজও করিলা অক্লেশে মাতি' গুরু-সেবাব্রতে ।
 শ্রীপ্রভুপাদের পাদপদ্মধূলি ভজন-সর্বস্ব জানি',
 সে' ধূলিতে স্নাত হইবার তরে শিক্ষা দানিলা তিনি ।
 তাঁর অবদান ভু-ভারতব্যাপী' তুলিয়াছে আলোড়ন,
 তাঁর গুণ-লীলা স্মরিতে আজি এ' উৎসবের আয়োজন ।
 তাঁর উপদেশ আজিকে মোদের প্রাণে জাগায় উৎসাহ,
 তাঁর কৃপা হ'লে ভক্তিব উদয়ে টুটে মোদের মায়া মোহ ।
 অশ্রাকৃত-রসতত্ত্ব শ্রবণে মুঢ়রা অনধিকারী ভাবি',
 শ্রীহরিকথার দার্শনিক-ব্যাখ্যায় শোধিলা তাঁদের হৃদ ।
 ব্রজলীলা যবে শুনাইত তিনি মরমী ভকতগণে,
 সাত্ত্বিক বিকারের উদয় হইত তাঁর দেহে সেই ক্ষণে ।
 গ্রন্থ লিখিয়া ও বক্তৃতা দিয়া বুঝাইলা আমাদের,—
 শ্রীগৌড়ীয়ের গৌরব-মহিমা আছে যুগ যুগ ধরে ।
 জানাইলা তিনি 'কৃষ্ণ-দাস্ত্র'ই জীবের স্পষ্ট পরিচয়,
 কৃষ্ণ ভুলি' মোদের স্বরূপ-জ্ঞানের ধটেছে বিপর্যয় ।
 মোদের কৃষ্ণ-বিমুখতা হেতু মায়া করে প্রতারণা,
 সদা সংসারের দিকে প্রলুব্ধ করি' দেয় জ্বালা-যন্ত্রণা ।
 রজসুমোহনের প্রাধান্য হায় যতদিন হৃদে রবে,
 শ্রীকৃষ্ণভক্তির উদয় কভুও ততদিন নাহি হবে ।

দেহ সম্বন্ধে আপন জনেবা প্রকৃত আপন নয়,
 মৃত্যুর 'পরে তাদের সাথে কভু র'বে না'ক পরিচয় ।
 পুত্র-পরিজন-ধন-অট্টালিকায় শাস্তি নাহি কোনমতে,
 কালের কবলে এ সবই একদা লোপ-পা'বে ধরা হ'তে ।
 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' হয়েও আমরা প্রকৃত পিতারে ভুলি',
 বুখাই অশ্বেরে পিতা মনে করি' সংসার-তাপে জ্বলি ।
 নিতাশান্তির পথ নিশ্চয়ই কাছে—নহে তাহা বহু দূরে,
 শ্রীহরির সুখ-বিধানই শাস্তি গিলে সবার অন্তরে ।
 নামকূপে হরি স্বয়ং এ জগতে প্রকট নিতাকাল,
 শ্রীনাম-ভঞ্জে মিলে হরি-পদ, ঘুচে মায়া'র জঞ্জাল ।
 তেন বহু শিক্ষা দানিয়াছেন তিনি জীবের হৃৎক হেরি',
 সার্থক তাঁর 'শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান' নাম—জীবের অজ্ঞান দূরি' ।
 যেটুকু তাঁহারে দেখেছি এ চোখে, যা' শুনেছি তাঁর কাছে,
 তাতেই জেনেছি তাঁর গুরুত্ব সর্বাধিক এ ধরা'-মাঝে ।
 তিনি গোলোকের সুমহান দূত, ভকতের প্রাণধন,
 তাঁহার চরণ আশ্রয় করি' ধন্য মোদের এ জীবন ।
 নিতা যদিও পূকেছি তাঁহারে, তবু আজ এ' তিথি-যোগে,
 শ্রীবাসপুত্রার অনুবর্তনে পূজি তাঁরে বিধিমতে ।
 আচ্চি পাছু অর্ঘ্য, ভক্তি-উপহারে দিয়া তাঁরে পুষ্পাঞ্জলি,
 প্রার্থনা জানাই ক্রমে ক্রমে যেন পাই তাঁর পদধূলি ।

শ্রীবাসপূজা-বাসর
 ৩ গোবিন্দ, ৪২৫:গৌরান্দ
 (ইং ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ খ্রী:)

শ্রীগুরু-সেবাভিলাষী—
 শ্রীচিত্তরঞ্জন কনিষ্ঠস্বর্ণ
 সং—বড় বহরকুলি (বর্ধমান) ।

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্ব প্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪২৩ পৃষ্ঠার পৰ)

মহুর এই বাক্যে 'প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েৎ' এই যে বিধিভিত্তি, বিধিক্রি তাহা 'অপূর্ব'-বিধির জ্ঞাপক নহে—'পল্লিমংখ্যা'-বিধি। অর্থাৎ মাংস ভক্ষণ যদি একান্ত করণীয় বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র প্রোক্ষিত পশুর মাংস ভিন্ন স্নান মাংস কখনও ভক্ষণ করিবে না। কারণ কাহারও মতে যজ্ঞার্থে পশুবধ—অবধ, যজ্ঞার্থে হিংসা—অহিংসা। সূতরাং কেবল উদর-পূতির জন্য বা অন্ন যেকোনও কারণে 'বধ' মহাপাপ ও নরকাদি ত্রুৎজনক।—ইত্যাদি জনৈক বলার পর উপসংহারে মহা নিজেরই বলিলেন,—“নিবৃত্তিযুক্ত যজ্ঞফলা” (৩৫৬)। প্রাণীমহত্বকে মাংসে, মজ্জা ও মৈথুনে স্বার্থবিক প্রবৃত্তি আছে; তজ্জন্য বিধির কোনও প্রয়োজন নাই। অত্যাধি পল্লিমংখ্যাক্রম বিধিদানের কারণে, বৈষ্ণব আচরণের দ্বারা ক্রম ক্রমে মিত্তিমার্গে অন্তিমক ফলাগ। নিবৃত্তিমার্গই যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত। মুক্তিলাভের পক্ষে কখনও এই প্রকার প্রবৃত্তির প্রভাব বড়ো করিবে নাই।

ঐন্দ্রজিৎবত মহাপ্রাণেও নিমি মহারাজ নরযোগেন্দ্রকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন যে ভগবদ্ভক্তনবিস্মৃৎ অজিতেন্দ্রিয় কামনাপরবশ মানবগণের ক্লিপ গতি হইয়া থাকে—আপনারা তাহা বর্ণন করুন। বহুতরে চমস মুনি বলিলেন,—ভগবান্ হইতেই চারিটা আশ্রমসহ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহারা অজ্ঞাতবশতঃ নিজের উৎপত্তির কারণরূপ ভগবানের আরাধনা করে না, অথবা জানিয়াও অবজ্ঞা করে, তাহারা বর্ণাশ্রমধর্ম চ্যুত হইয়া নরকাদিতে পতিত হয়। তাহার কারণ ব্রাহ্মণাদি জাতি উপনয়নের দ্বারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া বৈদ্যোদয়ন করত ঐহিকপাদপদ্ম-লাভের যোগ্যতা সন্দেহে বৈষ্ণব অর্থবাদে মোহিত হইয়া বর্ণাদি কামনায় কর্মকাণ্ডে আসক্ত হইয়া থাকে এবং স্বার্থ দর্শনবিশয়ে অসঙ্গিত, অবিচারিত, মূর্খ অথচ পণ্ডিতাভিমাত্রী মূঢ়তা, শ্রুতিমধুর বৈদ্যোদয় মোহিত হইয়া ভুজ্জ কর্মকলগপ্রদ নানা দেবতা-গণেরই প্রশংসা করিয়া থাকে।

এই সকল অবোধগণ নিজ নিজ মনোরত্ন-জাত প্রাণা বিষয়দুখ-ভোগাদি-রত হইয়া 'প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসং', 'সৌভ্রামণ্যং সুরাজ্ঞান গৃহাতি' 'ঋতৌ কার্যামুপেয়াৎ' ইত্যাদি বাক্যের ভ্রান্ত্যর্থ অবগত না হইয়া মাংস-ভক্ষণ, মত্তপান ও মৈথুনাদি বিষয়ে স্বেচ্ছাকৃত বিধি রহিয়াছে—একগ মনে

করেন এবং ইচ্ছাতে কোনও দোষ নাই—এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারা যথেষ্টভাবে ঐসব আচরণ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের ঐ সকল কার্য যথেষ্টাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতারই পরিচায়ক। ঐ সকল কার্য বেলোক 'অপূর্ব' বিধি নহে। যথা,—

লোকে বাবায়ামিষমন্ত্রসেবা নিত্যাহি ভস্তুর্নহি তত্ত চোদন।।

বাসস্তিস্তেযু বিবাহ-যজ্ঞ-সুরাপ্রহরৈকরাস্ত নিবৃত্তিরিষ্টা ॥ (ভৃঃ ১১।৫।১১)

অর্থাৎ চমস ঋষি বলিলেন,—অপতে স্ত্রী-সঙ্গ, আমিষ-ভক্ষণ এবং মন্ত্রপান প্রাণীমাত্রেবই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। অতএব ঐ সকল বিষয়ে শাস্ত্র বিধির আবশ্যক নাই। তবে ঐ সকল কার্যে যথেষ্টাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বাস্থ্যসাহায্য প্রভৃতি অনিষ্টকর বলিয়া যেহা নিবারণের জন্য নিয়ম বা ব্যবস্থার প্রয়োজন-বিধায় (এই সকল বিষয়কল্পিসংগ্ৰহের নিমিত্ত) শিষ্টাচার দ্বারা স্ত্রী-সঙ্গ, যজ্ঞে পশু-ভক্ষণাদি আমিষ-ভক্ষণ সৌর্যামণী নামক যজ্ঞে দ্বারা মন্ত্রপানের প্রকৃতি প্রশাসিত করিবার ক্ষমতা নিয়ম বিধিত হইয়াছে মাত্র। এই সকল নিয়ম বিধির আচরণে অন্তানুজ্ঞা (সামাজ্য আদেশ) দ্বারা তাহা হইত সকলকে ক্রমে ক্রমে সর্বতোভাবে নিবৃত্তির নিষেধ ওয়াই বেদের উদ্দেশ্য জানিবে।

স্বর্জগণ বেদের এই মহত্বদেয় পরিজ্ঞাত না হইয়া জিহবার লোলুপতা বশতঃ দেবতোদেশে পশুহত্যাকে 'বধ-বলি' আখ্যা দিয়া বৈষ হিংসার দোষ নাই বলিয়া থাকেন। কিন্তু বিধি কথাকে বলে? তাহা কত প্রকার? কোন্ বিধির কি বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ে অনেকেরই ভ্রান্তি রহিয়াছে। ওজ্ঞত্ব ঐ বিষয়ই বিশেষভাবে আলোচনা করা যাউতেছে।

অপূর্ব ত্রিবিধ বিধির বিচার

যে শাস্ত্রাকাদুর্থে কোন একটি কার্যের প্রেরণা বা নিবৃত্তি জন্য তাহাকে বিধি কহে। ঐ বিধি তিন প্রকার। যথা,—

বিধিবতাত্ত্বমপ্রাপ্তে নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।

তত্র চানুত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যা বিধীয়তে ॥ (শব্দদীপিকা)

(১) অত্র শাস্ত্রাকাদুর্থা বা রাগতঃ (স্বাভাবিক ইচ্ছাবশতঃ) কোন এক বৈধি যে কার্যের প্রাপ্তি নাই তদর্থ আদেশকে অপূর্ব বিধি কহে। (২) শাস্ত্রের দ্বারা অপূর্ণতা ও রাগবশতঃ বিকল্পে প্রাপ্তস্থলে নিয়ম বিধি হইয়া থাকে। (৩) নিয়ম বিধির দ্বারা প্রাপ্ত এবং রাগতঃ তদতিরিক্ত বিষয়েও অপূর্ণস্থলে তাহার সংস্কারার্থ যে বিধি করা হয় তাহাকে পরিসংখ্যা বিধি কহে।

১। অপূর্ববিধি—যে বিষয়ে লোকের একেবারেই প্রবৃত্তি নাই এক্ষণে একমাত্র শাস্ত্রদৈশদৃষ্টে এবং ঐ শাস্ত্রাদেশেণ অনাচরণে, পাপভয়ে প্রবৃত্তি জন্মে তাহাকে অপূর্ববিধি বা ফলজনক বিধি কহে। যথা—‘অহরহঃ সন্ধা-
মুপানীত’, ‘মাঘস্নানং প্রকুর্ষীত’, ‘চন্দ্র-স্বর্ঘ্য-গ্রহে স্নানাত’ ইত্যাদি বিধিবাচ-
দ্বারা প্রাপ্তকার্য্যসকল অন্য প্রকারে বা বাগাদি জন্ম প্রাপ্ত নহে বলিয়া ঐ
সকলই ‘বিধি’ শব্দবাচ্য অর্থাৎ বৈধ। এই বিশিষ্ট অনাচরণে নিন্দা ও পাপাদির
ফলভোগ সম্বন্ধে শ্রুত্যাди বিবিধ শাস্ত্রপ্রমাণও রহিয়াছে। যথা,—

(ক) এতৎ সন্ধ্যাত্মং প্রোক্তং ব্রাহ্মণ্যং যদধিষ্ঠিতম্ ।

যস্য নাস্তাদ্ধস্তত্র ন জ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥

(একাদশীতর্ক-স্বত্ব চাট্‌মা-পরিশিষ্ট-দাক)

(খ) সর্কানব্জোইপি যো বিপ্রঃ সঙ্কোপান-তৎপৰঃ ।

ব্রাহ্মণ্যচ্চ ন হীহতে অস্ত্যশ্রমঃতোহপি নন ॥

(आशिकतासु द उदङ्गिरचन)

(গ) সন্ধা'মুপাস্তে' যে দু'সকল' অ'জিত'ব্র'হ্মাণী' ।

বিশুদ্ধপাপাশে যাস্তি ব্রহ্মলোকমনাধম্ ॥ (আহিকৃতবে যম-বচন)

(ঘ) তুলামকরমেযেষু প্রাতঃস্নানং বিধীয়তে ।

হবিষ্যৎ ব্রহ্মচর্যাঞ্চ মহাপাতকনাশনম্ । (তিথিতত্ত্বে পদ্মপুরাণ)

(ଓ) ଯକରୁଷ୍ଟେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହି ନ ଯାଆନ୍ତି ତାହାକୁ ଦେଖି ।

কথং পাপৈঃ প্রমুচোক্ত কথং স। ত্রিদিবং ত্রৈলোক্যং ॥ (তিথিতত্ত্বে পদ পূঃ)

(ଚ) ଅଂକ୍ଷେପେ ଶ୍ରେଣୀ ଟିକି ନ ହୁଏ। ବସ୍ତୁ ସାଧାରଣ ।

ସମ୍ପ୍ରଦୟମ୍ବୁ କୁଣ୍ଡି ଯାଏ ଦୁଃଖତୀର୍ଥୀ ଚ ନରବିନା ॥

(ত্রিখিতস্তে বৃহদ্বিশিষ্ট-বচন)

অর্থঃ, (ক) এই যে ত্রৈকালিক সঙ্কার কথা বর্ণন করিলাম উহাকে আশ্রয় করিয়াইহাই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব জানিবে। যাহার ঐ সঙ্কারদ্বয়ে আদর নাই, তিনি ব্রাহ্মণ শব্দবাচ্য নহেন। (খ) যথাবিধি শৌচাদির অসামর্থ্যেও যে ব্রাহ্মণ ত্রিসঙ্কাতংপর তিনি নিম্নিত কার্য অল্প নিম্নিত ব্রাহ্মণমধ্যে পরি-
গণিত হইলেও তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয় না। (গ) যাহারা নিত্য দূত্বের সহিত ত্রিসঙ্কায় সঙ্কার উপাসনা করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নির্মূল (দুঃখাদি-রহিত) স্বর্গলোকে গমন করেন। (ঘ) কান্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাসে নিত্য প্রাতঃস্থান করিবে। এবং ঐ সকল মাসে হস্তি-

ভোজন ও ব্রহ্মচর্য পালন করিবে। তাহাতে ব্রহ্মহত্যা,দি মহাপাতক পাপান্ত
নাশ প্রাপ্ত হয়। (৬) সৌর মাস মাসে যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রাতঃ-
স্নান না করে সে মানব কিরূপে পাপমুক্ত হইবে এবং কিরূপেই বা স্বর্গে গমন
করিবে? (৭) সংক্রান্তিতে ও চন্দ্র-সূর্যগ্রহণে যে মানব স্নান না করে সে
মাত জন্মগাপী কুষ্ঠরোগী ও সর্বদা দুঃখভাগী হইয়া থাকে।

২। নিয়ম-বিধি—অপূর্ববিধির দ্বারা প্রাপ্ত নহে অথচ রাগতঃ
(স্বাভাবিক ইচ্ছাবশে) যে কার্যে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে, রাগাত্মকে আবার
না জন্মিতে পারে—এইরূপ স্থলে স্বেচ্ছাচার নিবারণ জন্য যে বিধি বা নিয়ম
করা হয়, তাহাকেই নিয়মবিধি কহে। যথা,—

‘শ্রাদ্ধং যয়ঞ্চ পত্নী চ শ্রাদ্ধশেষমুদাহরেৎ’। (তিথিতত্ত্বশেষে দেবল-বচন)

অর্থাৎ—শ্রাদ্ধানন্তর জ্ঞানিভোজন ও ভূতগণের ভোজন সমাপ্ত হইলে
অয়ং শ্রাদ্ধকর্তা ও তদীয় পত্নী শ্রাদ্ধশেষ অন্নাদি ভোজন করিবে। তদনুযায়
নিম্নাশ্রুতিই রহিয়াছে। যথা,—

শ্রাদ্ধং কৃত্বা তু যঃ শেষং নান্নমশ্নাতি মন্দধীঃ।

লোভান্মোহাদ্ ভয়াদ্ বাপি কস্য তদ্বিকলং ভবেৎ ॥

(তিথিতত্ত্বশেষে শিব-রহস্য)

শ্রাদ্ধকার্য সমাপনানন্তর অজ্ঞান যে ব্যক্তি বসনা তৃপ্তিকর অন্ন কোনও
খাদ্য লোভে মোহবশতঃ অথবা স্বাস্থ্যচািন প্রভৃতি ভয়ে সেই শ্রাদ্ধশেষান্ন
ভোজন না করে, তাহার কৃত সেই শ্রাদ্ধই বিফল হইয়া থাকে।

স্মার্ত বহুবন্দন ও এই সব বাণ প্রাপ্ত হলে নিয়মবিধিটী স্বীকার করিয়াছেন—
যথা—‘এব চ রাগপ্রাপ্তত্বাৎ ন বিধিঃ কিন্তু শ্রাদ্ধাজ্ঞেন নিয়মবিধিঃ।

উক্তি— অর্থাৎ ‘শ্রাদ্ধশেষমুদাহরেৎ’—শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করিবে—এই যে শেষ
ভোজন-বিধি, উহা রাগপ্রাপ্তত্বক্ অপূর্ব-বিধি নহে; কিন্তু শ্রাদ্ধজ বলিয়া
নিয়মবিধি। পূর্বেক নিম্নাশ্রুতিবাবা এই নিয়মবিধিও অপূর্ব-বিধির দ্বায়
অবস্থা পালনীয়রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

নিয়মবিধি দুই প্রকার—ক) স্বাযোগব্যবচ্ছেদমাত্রফলকঃ, (খ) অযু-
যোগব্যবচ্ছেদফলকঃ। প্রথম বিধিনিয়ম নিজের অযোগমন্ত্রের জ্ঞানকা
তাহার আকার ‘শ্রাদ্ধশেষং ভুঞ্জীতৈব’। অর্থাৎ শ্রাদ্ধাংশিষ্ট অন্নাদির কিঞ্চিৎ-
মাত্রাও ভোজন করিতেই হইবে। তৎপর অন্য বস্তুও ভোজন করা যাইতে
পারে। ইহাই উক্ত নিয়মবিধির বৈশিষ্ট্য। তবে পূর্বেও নিম্নাশ্রুতিবাবা

এই নিয়মবিধি অপূর্ণবিধির ন্যায় অসম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় নিয়মবিধি তদতিরিক্ত অল্প বস্ত্ত মাংসেরই নিষেধক। তাহার আকার 'মাংস-ভোজনেচ্ছায়াং সন্ত্যাং প্রোক্ষিতং মাংসমেব ভক্ষয়েৎ নান্যৎ।' অর্থাৎ মাংস ভোজন করিতে ইচ্ছা হইলে দেবতোদ্দেশে সংস্কৃত পশুর মাংসই ভোজন করিবে। অল্প মাংস কখনও ভোজন করিবে না।

৩। পরিসংখ্যাবিধি—পূর্বোক্ত দ্বিতীয় নিয়মবিধিকেই পরিসংখ্যাবিধি কহে। যথা—অস্থার্থশ্রয়মাণা চ যান্যার্থপ্রতিবেদিকা।

পরিসংখ্যা তু সা জেয়া যথা প্রোক্ষিতভোজনম্ ॥

(প্রোক্ষিতভুক্ত ভট্টপাদোক্তি)

যে বিধিবাক্য কোন কার্যের প্রয়োজক হইয়া ভূৎপক্ষে অল্প কার্যাত্মকের নিষেধক হয়, তাহাকেই পরিসংখ্যা বিধি কহে। যথা—‘প্রোক্ষিতং মাংস-মেব ভোজয়েন্নান্যং’, ‘সৌভাগ্যবাসিনো অবাগ্ধতান গুরুতি নান্যত’, ‘স্বাত্মো ভায়া-মেবাভিগচ্ছের পবকীয়ম’, ‘ঋত্বাহমে ভায়াং গচ্ছেরাজত’, ‘স্বাত্মো সকদেব ভায়াং গচ্ছেরান্যত’ ইত্যাদি সমস্ত পরিসংখ্যা বিধিদ্বারা এই সকল বিষয়-ভোগ-বর্জনে অসমর্থকে অভ্যাজ্য (সামান্য আদেশ) মাত্র দান করা হইয়াছে। অবশ্য কর্তব্যরূপে বলি হয় নাই। অভ্যেব ইহার ভাৎপর্য্য—সর্বদা এই সব ভোগকরা নহে। ভোগেচ্ছুগণও আশাস-সাধা বলিয়া সেইমাংস ভক্ষণ, সর্বপ্রকার মত্তপান ও স্ত্রীমাত্রেব অশ্রমময় প্রভৃতি সমস্ত কার্য হইতে ক্রমে ক্রমে দিবস হইবে—টকাট প্রকৃত শাস্ত্র-তৎপর্য্য। ভাগবত-বাক্যেও ‘আনুনিবৃতিরিটা বলাতে উহার স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে।

স্মার্তের বৈধ-হিংসার সমালোচনা

স্মার্তমণ্ডল বলিদানকে যে বৈধংগনা বলেন, তাহা কেন বিধির অঙ্গগত দেখা যায়ক। বলিদান ও মাংস ভোজনাদি রাগপ্রাপ্ত কার্য, তাহাতে অপূর্ণবিধির প্রাপ্তি নাহি। স্বায়েগব্যবচ্ছেদমাত্র-ফলক নিয়মবিধি বলিলেও সকলকেই নিত্য বলিদান ও মাংস-ভোজনাদি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অবশ্যই করিতে হইবে। তাহাতে যুক্তিকল্পত্রয় ও পদপুৰাণাদিতে যে বলির ভূয়োভূয়ো দোষকীৰ্ত্তন করা হইয়াছে, তাহার অপ্ৰামাণ্য হয়। বেদে, তারাপ্রদীপে ও কালিকা পুরাণে যে অমুকল্পবিধি রহিয়াছে তাহারও নির্বাকতা হইয়া পড়ে। সেইরূপ মত্তপান এবং ঔখুন বিষয়েও উক্ত নিয়মবিধি বলিলে মত্তপানে

অনিচ্ছুক ব্যক্তিকেও এই বিধির দ্বারা বাধ্য হইয়া মতপাশ করিতে হয়। এবং মৈথুনে অনাসক্ত অথবা পিতৃগুণমুক্ত ব্যক্তিকেও প্রতি ঋতুতে অঙ্গিগমন করিতে বাধ্য হইতে হয়।

সুতরাং বলিদানাদি রাগপ্রাপ্ত কার্য্যমাত্রই ত্রিদোষদুষ্ট পরিসংখ্যা-বিধি স্বীকার করিতে হইবে।

পরিসংখ্যাবিধির ত্রিদোষ যথা,—

শ্রুতার্থস্ত পরিত্যাগাদশ্রুতার্থস্তকল্পনাং ।

প্রাপ্তস্য বাধানিতোবং পরিসংখ্যা ত্রিদোষিণী ॥

শ্রুতার্থের পরিত্যাগ (স্বার্থহানি)। অশ্রুতার্থের কল্পনা (অর্থাস্থরকল্পন), এবং রাগপ্রাপ্তের নিষেধরূপ তিনটি দোষই পরিসংখ্যাবিধিতে বর্তমান রহিয়াছে। উচ্ছৃঙ্খলতা, ছেছাচার ও বাস্তবিকতার সর্বকোভাবে নিবারণ করাই এই বিধির তাৎপর্য্য। আবশ্যিক জ্ঞাপন নহে। সুতরাং যদি কেহ প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইয়া এই কাৰ্য্য করিতে চেষ্টা করে, তবে সে কেবলমাত্র শাস্ত্রনির্দিষ্ট কাৰ্য্যটুকুই আচরণ করিবে, তদতিরিক্ত কিছুই করিতে পারিবে না। এবং অনিচ্ছায় অন্যত্রগণে কোনও প্রত্যাবাহ হইবে না। বরং এই সকলের পরিত্যাগে বিশেষ ফললাভই হইয়া থাকে। যেহেতু পরিসংখ্যা-বিধিপ্রাপ্ত কার্য্যের কোথাও অবশ্যকর্তৃত্বরূপে উক্তি নাই। প্রাথমিকতন্ত্রে চান্দ্রায়ণাবলি ব্রতের ভোজন পরিসংখ্যা কখনে রঘুনন্দনও তাহা স্পষ্টে বর্ণন করিয়াছেন।

মহাভারতেও পশুবলির অবৈধতা

সপ্তপুণ্যসংগ্রহ পঞ্চবেদভট্টানীয় মহাভারতেও অমুশাসনপর্কে ১১৫ অধ্যায়ে মহামতি ভীষ্মদেব যজ্ঞাদিতে পশুগণি ও সর্পসংহার সংশ্লিষ্টকণ-বর্জন সম্বন্ধে ভূষোভূষোঃ প্রশংসা ও ফলশ্রুতি সমগ্র অধ্যায়ব্যাপী বর্ণন করিয়াছেন। আমি তাহা হইতে মাত্র দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম। যথা,—

(১) সর্কে গোদান তং কুর্য়ুঃ সর্কে যজ্ঞশ্চ ভাষত ।

যে সর্পহিত্য মাংসানি পশাদপি নিবর্ত্ততে ॥ (মহাঃ অঃ ১১৫।১৮)

হে বৃষিষ্ঠির! কোনও মানব প্রথমে অশ্রুতাবেশে মাংস-ভক্ষণ কবিয়াও যদি পরিশেষে উহা পরিত্যাগ করে, তবে তাহার যেকোন বর্ষলাভ হয়, সমগ্র বেদ ধারণ ও সংস্কৃত যজ্ঞের সমুদ্রান করিলেও তাহার দোষের সম্যকতা হয় না।

উক্ত বাক্যের সীমায় শ্রীমল্লীকর্গ বুলিয়াছেন,—“ন হি কংস্রোবেদস্তথা তদ্বোধিতা যজ্ঞশ্চ পুরুষং হিংসায়াং প্রবর্তয়ন্তি, কিন্তু পরিসংখ্যাবিধয়া নিবৃত্তিমিব বোধয়ন্তীত্যর্থঃ” ।

অর্থাৎ সমস্ত বেদ এবং বেদহিহিত যজ্ঞসকল মানুষকে কখনও হিংসাকায়ে (বলিদান বিষয়ে) প্রেরণা দান করেন না । কিন্তু পরিসংখ্যা বিধিদ্বারা নিবৃত্তিরই উপদেশ প্রদান করিতেছেন ।

(২) ইক্ষ্যায়জ্ঞশ্চক্রতিকর্তৈর্ধৌমার্গৈর্বুধোহধমঃ ।

হন্যাজ্জতুম্মাংসগৃধ্রুঃ স বৈ নরকভাঙ্নরঃ ॥

(মহাঃ অঙ্কঃ ১১৫৪৭)

শ্রীমল্লীকর্গটীকা—“ইক্ষা দেবপূজা, যজ্ঞোহশ্বমেধাদিসুদর্থে শ্রতিকর্তৈর্-
ধৌমার্গৈরুপায়ৈরবুধো যজ্ঞোপনিষদমজ্ঞানম্মাংসগৃধ্রুঃ কেবলং যজ্ঞবাজেন মাংসং
শোক্কু কামঃ” ইতি ।

অর্থাৎ, বেদোক্তবিধির মতে দেবপূজা ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে
ইচ্ছুক হইয়াও যে অজ্ঞানাদম মানব দেবপূজা ও যজ্ঞ সম্বন্ধে বেদের যথার্থ
অভিমত সর্বতোভাবে না জানিয়া কেবল দেবপূজা বা যজ্ঞের অজুহাতে মাংস
ভোজনেচ্ছু হইয়া পশুহত্যা করিয়া থাকে সে ব্যক্তি এই পশুহত্যা'প'পে নরক-
ভাগীই হইয়া থাকে ।

এই সমস্ত বচন ও প্রবন্ধসকলে প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ পর্যালোচনাদ্বারা তটস্থ,
সারগ্রাহী ও সহৃদয় জনগণ গ্রাহ্য করি এখন হইতে এই বলিদানকে আর
বৈধবলি আখ্যা দিবে ন্য । (ক্রমশঃ)

শব্দ ও শব্দত্ৰয়

সর্বোপরে মদীধর শ্রীকৃষ্ণাচরণ'চাৰ্য্যবর ঐ বিষ্ণু'দ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের দোহীচন্দ্র স্মৃতিএল
ঐপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ
রচনা করিতে প্রয়াস পাইতেছি ।

পরিদৃশ্যমান বিশ্বের চতুর্বিংশতিতত্ত্বের অন্তর্গত পঞ্চ তত্ত্বাত্ত্বের অন্ততম তত্ত্বের
নাম “শব্দ”, এবং “শব্দত্ৰয়” বলিতে মুখ্যতঃ শ্রীভগবন্নামকেই নির্দেশ করিয়া
থাকে । এক্ষণে আমরা অন্ততঃ “ঐত্ব শব্দে” বিষয়ই আলোচনা করিব ।

শব্দই জগতকে পরিচালন করিতেছে। শব্দই জীবকে নাচায়, হাসায় ও কাঁদায়। সাধারণ উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখিতে পাই যে, কোন ব্যক্তিকে যদি উৎসাহ-বাজক শব্দ প্রয়োগ করি তাহা হইলে সে একা দশগনের কাজ করিতে পারে। আর যদি তাহাকে কটুবাকা প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে সে মরমে মরিয়া যায়, হতোৎসাহ হইয়া পড়ে। একজনের কাজও তাহার পক্ষে করা সম্ভব হয় না। ফুটবল খেলায় খেলোয়াড়গণ খেলা করিতে করিতে ক্রান্ত হইয়া পড়িলেও তাহাদিগকে উৎসাহ দিলে তাহারা পুনরায় নবোদ্যমে ক্রান্তি ভুলিয়া দিগ্ধ উৎসাহে খেলায় মাতিয়া উঠে। নৃত্যকলায় শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে দৃমিকি দৃমিকি শব্দ উচ্চারণ করিলেই তাহারা তালে তালে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দেয়। বিজ্ঞালখে ছুটির ঘন্টার শব্দ শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রগণ পরম উল্লসিত হইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করে। শব্দই জীবকে শক্তি যোগায় ও আনন্দের অধিকারী করিয়া থাকে। সচরাচর শ্রমিক মহলে দেখা যায় কোন ভারী-বস্তু উত্তোলনের সময় তাহাদের মধ্যে একজন যখন “ইঁটয়ারে মার টান” এই শব্দ বলেন সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকগণ শরীরে শক্তি লাভ করিয়া সকলে একত্রে টান মারিয়া থাকে। এইভাবে তাহারা কার্যসিদ্ধি করিয়া থাকে। শব্দই জীবকে আনন্দ দেয়। শব্দহীন অবস্থান জীবের পক্ষে সহন্যকর নহে। তাহারও একটি উদাহরণ পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিতেছি,—

একসময় জটনৈক ব্যক্তি তাহার নিকটতম কোন কুটুম্ব-বান্ধী গিয়াছিলেন। কুটুম্বগণ তাহার যত্নে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি করেন নাই। আদর-আপ্যায়নও প্রভূত পরিমাণে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা ঐক্য ব্যক্তির সচিত কোন প্রকার গাফালাপ করেন নাই। এই কারণে আগন্তুক ব্যক্তি অত্যন্ত মর্জ্যাহত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, আদর যত্নের ত্রুটি নাই বটে কিন্তু কেহই কোন প্রকার গাফালাপ তাহার সচিত করিতেছে না। সুতরাং তিনি এত আদর-যত্ন পাইয়াও শব্দের অভাবে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কোনপ্রকারে রাত্রি যাপনপূর্বক বিষন্ন বদনে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সুতরাং পরিসংকীর্ণ হইতেছে যে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও শব্দভাবে জীব আনন্দ বা শান্তি লাভ করিতে পারে না। এই শব্দের অদ্বুত বিচিত্র ক্ষমতা! জীবন্ত মানুষকেও ভুত বানাইতে পারে। ইহার একটি চমৎকার উদাহরণ পণ্ডিতগণ দিয়া থাকেন।

কোন দেশের এক রাজার ভগবান নামে এক প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। রাজা সকল মন্ত্রী অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক ভালবাসিতেন। ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া অন্যান্য মন্ত্রীগণ পরস্পর পরামর্শ করিলেন যে, ভগবান রাজার খুব প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। সে জীবিত থাকিতে আমরা কেহই প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইব না। সুতরাং চলে বলে কৌশলে উহাকে সবাইতে হইবে। একসময় উক্ত ভগবান কোন কার্যোপলক্ষে বিদেশে গিয়াছিলেন। কার্যগতিকে তাহার প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব হয়। পরে তিনি রাজধানীতে ফিরিলে অন্যান্য মন্ত্রীগণ হল-চাতুরী কলা-কৌশল করিয়া তাঁহাকে রাজ-দরবারে আসিতে দেয় নাই। রাজা ভগবানের জ্ঞান অত্যন্ত চিহ্নিত হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য মন্ত্রীদেরও প্রিজ্ঞাসাবাদ করিলেন যে, ভগবান এখনও ফিরে নাই কেন? তখন অন্যান্য মন্ত্রীগণ বলিতে লাগিলেন,—কেন মহারাজ! আপনি শোনে নাই! তিনি তো বিদেশে গিয়া দেহভাগ করিয়াছেন। এই কথা শুনিবামাত্র রাজা শোকে অত্যন্ত মর্মান্বিত হইয়া পড়িলেন। এদিকে ভগবানও মন্ত্রীদের চাতুরীর ফলে রাজার সহিত সাখাং করিতে পারিতেছে না। দরবারে ভগবানের দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া রাজারও প্রধান মন্ত্রী মৃত বলিয়া মতাদারণা হইল। তখন ভগবান চিন্তা করিল, যেকোন প্রকারেই হউক রাজার সহিত দেখা করিতেই হইবে। এই চিন্তা করিয়া রাজা সচরাচর পারিষদবর্গ লইয়া যে রাস্তা দিয়া ভ্রমণ করেন সেই রাস্তার ধারে একটা বটগাছের উপর বসিয়া রহিলেন। মহারাজ যখন মন্ত্রী পরিষদবর্গসহ ভ্রমণ করিতে করিতে উক্ত গাছের নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইলেন সেই সময় ভগবান চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“মহারাজ! এই যে আমি ভগবান, এই যে আমি ভগবান।” তখন মন্ত্রীবর্গ একস্বরে বলিয়া উঠিল হজুর! ভগবান তো মরে গাছে ভূত হয়ে আছে। চলুন! চলুন! তাড়াতাড়ি আমরা চলে যাই নষ্টলে ভূত আমাদের ঘাড়ে চড়বে।” রাজাও ভয় পাইয়া দ্রুত চলিয়া গেলেন। সুতরাং দেখুন শব্দে দ্বারা ভগবান-মন্ত্রীও ভূত হইয়া গেল।

এতক্ষণ ধরিয়া আমরা যে “শব্দের” আলোচনা করিলাম, দার্শনিক পণ্ডিতগণ ইহাকে “ছদ্ম-শব্দ” বা “শব্দ-সামান্য” বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। এই শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত যে অর্থ-শাস্তির ও আনন্দের কথা বলা হইল তাহা জড়ানন্দ মাত্র। ইহার দ্বারা জীবের নিত্যশাস্তি বা নিত্যানন্দ

লাভ হইতে পারে না। এই জড়-শব্দের ক্রিয়া কেবল দেহ ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু এই দেহ ও মন নিত্যস্থ অনিত্য ও প্রকৃতির নিয়মে পরিবর্তনশীল। সুতরাং অনিত্য দেহ ও মনের দ্বারা নিত্য-সুখ-শান্তি ক্রমে সম্ভব হইবে? তাহা ছাড়া এই জড়জগতে জীবসকল সর্বক্ষণ ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত তদুপরি নানা অভাব অনটনে প্রসীড়িত। জীব বলিতে শাস্ত্রে জীবাত্মাকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ “আমি” শব্দবাচ্য। আমরা সাধারণতঃ “আমার” দেহ ভাল নয়, “আমার” মন ভাল নয় বলিয়া থাকি। সুতরাং ঠহার দ্বারা প্রমানিত হইতেছে যে “আমার” দেহ “আমার” মন বস্তুতঃ “আমি” দেহ বা মন নহি। “আমি” বলিতে শুদ্ধ আত্মা। ইহা দেহ ও মন হইতে পৃথক্। এই আত্মার সুখ বিধান করিতে হইলে জড়শব্দ অর্থাৎ শব্দ-সাম্যাত্মের আলোচনা হইতে বিরত থাকিয়া শব্দব্রহ্মের অহঙ্কণ অশুশীলন করিতে হইবে।

বেদ-বেদান্ত, শ্রুতি-স্মৃতি, উপনিষদ-পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহ “শব্দ-ব্রহ্ম” বলিতে পরব্রহ্মকেই বিশেষতঃ শ্রী ভগবান্ ব্রহ্মকেই নির্দেশ করিয়াছেন। শব্দ-সাম্যাত্মের দোষ এই যে, শব্দ ও শব্দী এক বস্তু নহে। কিন্তু চিন্ময়-জগতে গোলোক বৃন্দাবনে যে-শব্দের আলোচনা হয় তাহা চিন্ময়, তাহা ভগবৎ সম্বন্ধীয় শব্দ, সেই শব্দ এবং শব্দী একই বস্তু, যেমন উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারা যায়—জড়-জগতে “আম” শব্দে আম আদিয়া উপাস্ত হইয়া না “আলোক” শব্দ অন্ধকার দূরীভূত হয় না। জড়শব্দে শিখাসা মিটে না। কিন্তু চিন্ময় জগতে “কৃষ্ণ” শব্দে শুদ্ধ কৃষ্ণকে পাঠিয়া থাকেন। সেখানে শব্দ ও শব্দী একটাই বস্তু। সেইজন্য শাস্ত্রে ব্রহ্ম আছে,—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণচৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য মুক্তোহশ্রিত্বান্নামনামিনোঃ।

(ভঃ কঃ নিঃ পূঃ বিঃ ২য় লঙ্কায়ী ১০৮)

‘কৃষ্ণনাম’ চিন্তামণি স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, মাহাতীত, নিত্যমুক্ত। কেননা, নাম ও নামীতে ভেদ নাহি। সুতরাং এষ্ট শাস্ত্রবাণীতে আমরা জ্ঞাত হইতেছি যে, কৃষ্ণনাম ও নামী কৃষ্ণ-স্বরূপ অভিন্ন। কোন প্রকার ভেদ নাহি। ভগবান্ শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন,—

নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—এই তিন একরূপ।

তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ ॥ (চৈঃ চঃ)

শব্দ ব্রহ্মের অংশীলন অর্থাৎ ভগবদ্ব্যামানুশীলন দ্বারাই জীব ভগবদ্ব্যামে চলিয়া যাইতে পারে এবং শান্তি ভগবত-সেবা লাভ করিয়া পরাশান্তি ও পরমানন্দের অধিকারী হইতে পারে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

“মনুনা ভব মন্তকো মদ্যাজী মাং নমস্কর ।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিযোহসি মে ॥ (গীঃ ১৮।৬৫)

শ্রীভগবান্ শ্রীঅৰ্জুনের মাধ্যমে জগজ্জীবকে উপদেশ করিতেছেন যে,—
তোমরা আমাতে মনোনিবেশ কর, আমার নাম ভজন করিয়া তরু হও, আমাকে নমস্কার কর। মনুদেশে যাজন কর, আমাকেই প্রণাম কর। তাহা হইলে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি তোমরা আমার পাইবে। আরও বলিয়াছেন,—

তমেব শরণং গচ্ছ সৰ্ব্বভাবেন ভারত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যাসি শাস্বতম্ ॥ (গীঃ ১৮।৬২)

অর্থাৎ হে ভারত, তুমি সৰ্ব্বভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও; তাঁহার প্রসাদে পরা-শান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে। শ্রীভগবদ্ব্যাম লাভ করিলে জীবের এই ক্রম-যরণ, জরা-বার্ণাসঙ্কুল জড়-জগতে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না। সেইজন্ত শ্রীভগবান্ পুনঃ (গীতা) বলিয়াছেন,—

“মাং প্রাপ্যৈব তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্বতে” এবং “যদাভ্যাস নিবর্ত্তন্তে তদাম পরমং মম” শ্রীভগবান্কে লাভ করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না এবং ভগবদ্ব্যাম লাভ করিলেও পুনর্জন্ম হয় না। শ্রীভগবান্ জীবকে তারস্বরে অভয়দান করিয়াছেন। তাঁহার তরু অভয়বাণী স্মরণ করত তাঁহার শ্রীচরণে শরণাগত হইয়া নিবন্তর তাঁহার নাম ভজন করিলেই আমাদের পরমকল্যাণ সাধিত হইবে।

এই প্রবন্ধে “শব্দব্রহ্মের” কথা বলা হইয়াছে তাহা মুখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণ-নামরূপা চিন্ময় শব্দকেই বিশেষভাবে বুঝাইয়াছে। স্বন্দপুরাণে উল্লেখ আছে,—

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাম্

সকলনিগমবল্লী-সংফলং চিংবক্রপম্ ॥

সকলদর্শি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ।

ভৃগুবার নরমাত্রং তারিয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥

“এই হরিনাম সৰ্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল-স্বরূপ, মধুর হইতে সুমধুর, নিখিল শ্রুতিশ্রুতিকার চিনুয় নিত্যফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ! শ্রদ্ধা হউক বা হেলায় হউক, মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্মকেই পরিভ্রাণ করিয়া থাকেন।”

কলিযুগপাবনারতারা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব কর্তৃক বহুল প্রচারিত—
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥—এই শব্দত্রয়ের নিরন্তর অনুশীলনের উপদেশ সকল শাস্ত্রই দিয়াছেন। “অনাবৃষ্টিঃ শব্দাৎ অনাবৃষ্টিঃ শব্দাৎ” বেদান্ত সূত্রের (৩।৪।২২) এই বাক্যের দ্বারা আমরাগকে শিক্ষা দিতেছেন যে অমুক্ণ শব্দ ত্রয়ের অনুশীলনের দ্বারা সংসারমুক্ত হইয়া জীব শ্রীভগবানকে ও ভগবদ্ধাম শ্রীগোলোক-বৃন্দাবন লাভ করিতে পারে। তখন আর তাহাকে এই ভগতে পুনরাবৃষ্টি হইতে হয় না। সেইজন্য অগ্নি সূত্রে বলিয়াছেন,— “আবৃষ্টিরসকৃৎপদেশাৎ”

অর্থাৎ শ্রীভগবান্নামরূপা শব্দত্রয় পুনঃ পুনঃ আবৃষ্টি কর। তদ্বারাষ্ট সৰ্বার্থসিদ্ধি অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইবে। শ্রীশ্রীবাধাকৃষ্ণের মিলিততত্ত্ব শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—“কীর্তনায়ঃ সদাহরিঃ”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাঠ—

নিরন্তর নাম কর, তুলসীসেবন।

অচিয়াৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ।

অতএব ভাগবত করহ বিচার।

ইহা হৈতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থসার ॥

নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্গীর্জন।

হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে প্রেমধন ॥

শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইতে পারিলে জীবের আর কোন দুঃখই থাকিবে না। ভগবান্ ও ভগবদ্ধাম উভয়ই আনন্দস্বরূপ। সেখানে জড়-জগতের কোন দুঃখ-দুর্দশা, অত্যা-অনটন, হিংসা-দেব নাই। জীব সেখানে চিন্ময় দেহে সচ্ছিদানন্দ-স্বরূপ প্রেমময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইয়া পরা-শাস্তি লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র ।

ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নিরব্রহ্ম ॥

ইহা হৈতে সৰ্বসিদ্ধি হইবে সবার ।

সৰ্বক্ষণ বল ঠেখে বিধি নাহি আর ॥

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন ।

কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥

সঙ্কীৰ্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন ।

চিত্তশুদ্ধি, সৰ্বভক্তি সাধন উদ্গম ॥

কৃষ্ণ প্রেমোদগম, প্রেমামৃত আশাদন ।

কৃষ্ণপ্রাপ্তি দেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥

শ্রীশঙ্করদেবপী নামব্রহ্মের অমূল্যলব্ধ উপদেশ শ্রীমদ্ভাগবতও করিয়াছেন ।

যথা,— কৃতে যদ্ধায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো যথৈঃ ।

দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্রিকীৰ্ত্তনাং ॥

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, আর দ্বাপরযুগে অর্চনাদ্বারা যাকা লাভ হয় কলিযুগে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনদ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে । আরও উক্ত আছে—কীৰ্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসমুঃ পরং ব্রজেন । অর্থাৎ কৃষ্ণ-কীৰ্ত্তনদ্বারাই বন্ধনমুক্ত হইয়া জীব ভগবানকে প্রাপ্ত হয় । শঙ্করদেব মহাশয় আরও বহু কথা বলিবার আছে কিন্তু পাঠকবর্ণের বৈখ্যচ্যুতি ঘটিবার ভয়ে অধিক বিস্তৃত আলোচনা করিলাম না । তবে শ্রীনাম করিতে হইলে শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশমত করা কর্তব্য ।

তিনি আমাদেরকে ত্বণাদপি স্থনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু এবং অমানি-মানদ হইয়া সদা সর্বদা এই কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের অমূল্যলব্ধ করিতে বিশেষ-ভাবে উপদেশ করিয়াছেন । অতএব এই কৃষ্ণনামই আমাদের একমাত্র জীবাত্ম হউক ।

— ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈদান্ত পর্যাটক

শ্রীগীতার মর্মবাণী *

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৯৯ পৃষ্ঠার পর) ।

[চতুর্থ-অধ্যায়]

(শ্লোক সংখ্যা : ১-৩)

পার্থকে ভাবিয়া ভক্ত

ভাবি নিজ সখা ।

বলিলেন যোগ-তত্ত্ব

তত্ত্বপূর্ণ কথা ॥১॥

অক্ষয় অব্যয়ইহা

উত্তম রহস্য ।

জ্ঞান ভক্তি কর্মযোগ

ত্রিযোগ একত্র ॥২॥

সাধারণে নাহি জানে

এই কর্মযোগ ।

জানিতেন রাজর্ষিরা

ইহার প্রয়োগ ॥৩॥

নূতন নহেক ইহা

পূর্বের বিরাজিত ।

আগে ইহা বলেছিলু

সূর্যোর নিমিত্ত ॥৪॥

সূর্যা বলে মনু দেবে,

মনু ইক্ষ্বাকুকে ।

কালক্রমে না রহিল

ধরণীর বৃকে ॥৫॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৪-৬)

কৃষ্ণ করিলেন বান্ধ

জন্ম তাৎপর্যা ।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম আগে

তারপরে সূর্যা ॥৬॥

সাধারণে নাহি জানে

জন্মের কাহিনী

অন্তর্যামী জানয়েন

সব বিবরণী ॥৭॥

নিজ মায়ার প্রভাবে

ধরি নানা কায়া ।

আসয়েন ধরণীতে

ধরি আত্মমায়া ॥৮॥

* ‘শ্রীগীতার মর্মবাণী’ ৩৩শ বর্ষের ৯ম সংখ্যা হইতে প্রায় ধারা-
বাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু সময়ায়ত উহার পাণ্ডুলিপি
হস্তগত না হওয়ায় বর্তমান সংখ্যা হইতে পুনঃ বাকী অংশ প্রকাশিত
হইতেছে ।

—প্রকাশক

জন্ম রহিত অব্যয়

জীবের ঈশ্বর ।

প্রয়োজনে আসয়েন

এই চরাচর ॥৯॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৭-২)

কহিলেন জনার্দন

ধীমান অর্জুনে ।

কি উপায়ে বাঁচায়েন

সন্ত সাধুজনে ॥১০॥

অধর্মের অত্যাচারে

টলিলে আসন ।

ধরাধামে আসয়েন

ধর্মের কারণ ॥১১॥

ভক্তগণে বাঁচাইতে

দস্যুকে নাশিতে ।

আসয়েন হেথা তিনি

এই ধরণীতে ॥১২॥

(শ্লোক সংখ্যা : ১০-১১)

ঈশ্বরের জন্ম কর্ম

জানে জ্ঞানীজন ।

দিব্য তাহা অলৌকিক

সেই বিবরণ ॥১৩॥

যেইজন জানে মনে

দিব্য বিবরণী ।

মোক্ষ লাভে হয় যোগ্য

সেই মহাজ্ঞানী ॥১৪॥

জ্ঞানীজনে রহে যুক্ত

নাহি ভয় ক্লেশ ।

ভয় ক্লেশ শূন্য চিত্তে

লভে পরমেশ ॥১৫॥

যে-ভক্ত যেক্রমে ডাকে

সেইমত পায় ।

নানাজনে নানাভাবে

পূজয়ে তাঁহায় ॥১৬॥

কেহ বলে দীনবন্ধু

কেহ জপে নাম ।

কেহবা ঈশ্বর বলে

কেহ ঘনশ্যাম ॥১৭॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১২-১৫)

কামনা তাড়িত প্রাণী

চাহে শীঘ্রফল ।

দেবতার কাছে চাহে

ধন-জন-বল ॥১৮॥

শীঘ্র ফললাভ হেতু

পূজিলে দেবতা ।

দেবতা পূরণ করে

ভক্ত-মনোবাঞ্ছা ॥১৯॥

অচিন্ত্য করেন কর্ম

রহেন নিলিপ্ত ।

কর্মফলে নাহি আশা

আসক্তি বর্জিত ॥২০॥

যে-জনেতে জানে ইহা

প্রভুর বিষয় ।

কর্মের বন্ধনে মুক্ত

হায়ক নিশ্চয় ॥২১॥

কর্মের স্বরূপ জানি

জনকাদি ঋষি :

করিতেন সর্বকর্ম

ফলে অপ্রয়াসী ॥২২॥

গুণ কর্ম অমুসাবে

আছে চারি বর্ণ ।

গুণের আদর তথা

নহে জাতি ধর্ম ॥২৩॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৬-১৮)

গহণ অরণ্য যথা

বড়ই দুর্গম ।

নির্দারিতে কর্মগতি

জ্ঞানীও অক্ষম ॥২৪॥

অধর্ম বিধর্ম তথা

কর্মের প্রকৃতি ।

যে জন জানিতে পারে

জ্ঞানবান্ অতি ॥২৫॥

যবে চলে শস্ত্র-পদ

লোকে বলে কর্ম ।

না চলিলে কর্মেদ্রিয়

বলে কর্মশূন্য ॥২৬॥

জ্ঞানযোগে কহিলেন

কৃষ্ণ ভগবান্ ।

কর্ম চলে অবিরাম

নাহিরে বিজ্ঞান ॥২৭॥

অধর্মোতে দেখে কর্ম

সদা চলমান

সেই কর্মী বুদ্ধিমান ।

জ্ঞানী ও মহান ॥২৮॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৯-২৩)

নিত্য তৃপ্ত নিরাশ্রয়

নাহি অভিমান ।

অল্পেতে সন্তুষ্ট বহে

শত্রু দ্রিয়মান ॥২৯॥

পরাশ্রয়ী নাহি হয়

তৃপ্ত আপনায় ।

কার্য্যে । সন্ধি অসিদ্ধিতে

সমান দেখায় ॥৩০॥

বিষয়ের প্রলোভনে

নহেক প্রলুব্ধ ।

নাহি লোভ ভোগ্যদ্রব্যো

চিত্ত সদা শুদ্ধ ॥৩১॥

দেহ-মন ইন্দ্রিয়কে

করি বশীভূত ।

যোগী করে নিজ কর্ম

কর্ম উপবৃত্ত ॥৩২॥

জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা

সর্ব কর্ম দহ ।

জ্ঞানীজন করে কর্ম

নাহি হয় বদ্ধ ॥৩৩॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৪-২৫)

যত ব্রহ্ম অগ্নি ব্রহ্ম

ব্রহ্মও অর্পণ ।

হোমকর্তা নিজে ব্রহ্ম

ব্রহ্ম জগজন ॥৩৪॥

যবে আসে অন্তর্ভূতি

সর্ব ব্রহ্মময় ।

তবে হয় ব্রহ্মপ্রাপ্তি

তাহে স্থিত হয় ॥৩৫॥

কেহবা আহুতি দেয়

দেবের উদ্দেশে ।

ইষ্ট বস্তু করে প্রাপ্ত

করে অবশেষে ॥৩৬॥

যজ্ঞাহুতি দেয় কেহ

ব্রহ্ম সনাতনে ।

করে যজ্ঞ শুদ্ধচিত্তে

শুদ্ধপ্রাণ মনে ॥৩৭॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৬-২৮)

নানাবিধ আছে যজ্ঞ

আছে শাস্ত্রে লেখা ।

কেহ করে যোগ যজ্ঞ

কেহবা তপস্যা ॥৩৮॥

কেহ করে দ্রব্য যজ্ঞ

কেহ বেদ ভক্ত ।

প্রাণে মনে চাহে যাহা

করে সেই মত ॥৩৯॥

চক্ষু কণ ইন্দ্রিয়াদি

শব্দ সম্বয় ।

আহুতি প্রদান করে

যজ্ঞের সময় ॥৪০॥

ধ্যানযোগী করে হোম

যোগের অগ্নিতে ।

প্রাণকর্ম রাখে বশে

ইন্দ্রিয় দমিতে ॥৪১॥

রহে আত্মা জাগরিত

তাহে সমামিশ্র।

প্রাণক্রিয়া ইন্দ্রিয়াদি

বহয়ে স্তিমিত ॥৩১॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৯-৩০)

অপানেতে প্রাণবায়ু

প্রাণেতে অপান।

কেহ করে গতিরোধ

অপান ও প্রাণ ॥৪৩॥

আনুতিয়া প্রাণবায়ু

খাত্ত নিয়মন।

নানাবিধ প্রাণায়াম

করে যোগীগণ ॥৪৪॥

যজ্ঞশেষে অবশিষ্ট

করিয়া গ্রহণ।

অমৃতের সাথে পায়

ব্রহ্ম সনাতন ॥৪৫॥

দ্রব্যসাধ্য দেবযজ্ঞ

কামনা মিশ্রিত।

সর্ববিধ যজ্ঞমধ্যে

জানই বিশিষ্ট ॥৪৬॥

বিধিবদ্ধ আছে যজ্ঞ

আছে বিধানেতে।

তাহাদের উৎপত্তি

জানিবে কৰ্ম্মেতে ॥৪৭॥

যে-জনেতে নাহি করে

যজ্ঞ সম্পাদন।

নাহি পায় মনে শান্তি

ভ্রান্তির কারণ ॥৪৮॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৩৪-৩৮)

প্রদানিতে ব্রহ্মজ্ঞান

আচার্য্য সক্ষম।

প্রণমিয়া ঐ গুরুকে

করিবে বন্দন ॥৪৯॥

প্রক্ষুটিলে জ্ঞানচক্ষু

প্রভুর কুপায়।

রহেনাকো পাপ-তাপ

সবি চলি যায় ॥৫০॥

নাহি হয় বলবান

পূর্ব কৰ্ম্মকল।

জ্ঞানবহি প্রজ্জ্বলিলে

জীবন উজ্জ্বল ॥৫১॥

ভস্মীভূত হয় কার্ধ্য

অগ্নির দহনে ।

কর্মফল লুপ্ত হয়

জ্ঞান পরশনে ॥৫২॥

ধরাধামে নাহি কিছু

জ্ঞানের সমান ।

নিষ্কামেতে কর্মযোগী

লভে শুদ্ধজ্ঞান ॥৫৩॥

এই জ্ঞান হয় যবে

মোহ অবসান ।

তখন আপন হয়

সকলি সমান ॥৫৪॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৩৯-৪২)

না থাকিলে শুদ্ধাভক্তি

বিফল জনম ।

ইহকাল পরকাল

একই রকম ॥৫৫॥

অন্ধাবান লভে জ্ঞান

সন্দেহ নাশিয়া ।

প্রশান্ত হৃদয়ে রহে

ধরা আলোকিয়া ॥৫৬॥

মুক্ত যেবা সংশয়ে

জ্ঞানের প্রকাশে ।

করে কর্ম সমর্পণ

প্রভুর সকাশে ॥৫৭॥

কর্মরাশি না আবদ্ধে

সে হেন জ্ঞানীকে ।

জ্ঞানের সমান কিছু

নাহি ধরনীতে ॥৫৮॥

জ্ঞান-খড়্গা লহ পার্থ

সন্দেহ নাশিতে ।

উঠিয়া দাঁড়াও তুমি

সকর্ম সাধিতে ॥৫৯॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল

কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্ত বিভাগের পদস্থ অফিসার
নিউ দিল্লী ।

। শ্রীশ্রীগোবিন্দো জয়তঃ ।

স বৈ পুংসাং পাবো ধর্মো যতো ভক্তিরাধাকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যথাক্তা সুপ্রসীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আশ্র-পরসর ।
অধোক্ষে অহৈতুকী ভক্তি বিরশূর ।

অহা ধর্ম সূর্য্যরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই জন ।

৩৪শ বর্ষ

২ বামন, প্রহায়, ৪৯৬ গোবিন্দ

৩১ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৯১৬/১৯১৭

৪র্থ সংখ্যা

সামুদ্রানন্দ

শ্রীশ্রীগোবিন্দ নাষ্টকম্

[শ্রীমদ্রূপ-গোবিন্দ-বিরচিতম্]

শ্রীগোবিন্দনামঃ

নীলস্তম্ভোজ্জল-কচিত্তৈর্মণ্ডিতে বাহুদণ্ডে—

চ্ছত্রচ্ছায়াং দধদধরিপৌর্লব্ধ-সপ্তাহবাসঃ ।

ধাত্রাপাত-প্রসিতমনসাং রক্ষিতা গোকুলানাং

কৃষ্ণপ্রিয়ান্ প্রথিত্যতু সদা শর্ম্য গোবিন্দনো নঃ ॥১॥

নীল স্তম্ভের ছায়া উজ্জল কান্তি-মণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডে যিনি ভক্ত-
শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, এবং ঐ অবাসুর-হন্তার হস্তে যিনি সপ্তাহকাল

বাস করিয়াছিলেন, যেসবুন্দের অবিরল ষাণ্মহর্ষণে ব্যাকুলিত গোকুল ও গোপকুলের রক্ষক সেই গিরিরাজ গোবর্দ্ধন সর্বদা আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥১॥

ভীতো যস্মাদপরিগণয়নু বান্ধব-স্নেহবন্ধানু

সিদ্ধাবদিস্তুরিতমবিশং পার্বতী-পূর্বজোহপি ।

যন্তং জন্তুদ্বিমকুরুত স্তন্ত-সংভেদশূণ্যং

স প্রোঢ়াত্মা প্রথয়তু সদা শর্ম্য গোবর্দ্ধনো নঃ ॥২॥

পার্বতীপূজ জৈনাক-পর্বতও যে ইন্দ্র হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়া স্বীয় বান্ধবগণের স্নেহ পরিত্যাগপূর্বক শীঘ্র সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই জন্তুশত্রু ইন্দেরও যিনি গর্বি খর্ব করিয়াছেন, সেই প্রগল্ভচেতা গোবর্দ্ধন আমাদিগের কুশল বিস্তার করুন ॥২॥

আবিস্কৃত্য প্রকট-মুকুটোপমজঃ স্তবীয়ঃ

শৈলোহস্মীতি স্কুটমভিদধন্তুষ্টি বিস্ফারদৃষ্টিঃ ।

যস্মৈ কৃষ্ণঃ স্বয়মরসয়দ্বল্লবৈর্দত্তগন্মং

ধন্যঃ সোহয়ং প্রথয়তু সদা শর্ম্য গোবর্দ্ধনো নঃ ॥৩॥

অহঙ্কারযুক্ত অতি স্থলতর কায় বিস্তার করিয়া "আমি শৈলরাজ গোবর্দ্ধন"—ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে পর্বতরাজের প্রতি গোপ-গোপীগণ-কর্তৃক প্রদত্ত চতুর্বিধ অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন, সেই ধন্যতম গিরিবর গোবর্দ্ধন সদা আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥৩॥

অত্য়াপূর্জ-প্রতিপাদি মহানু ভ্রাজতে যস্তা যজঃ

কৃষ্ণোপজঃ জগতি সুরভি-সৈরিভী-ক্রৌড়য়াঢ্যঃ ।

শম্পালস্বোত্তম-তটতয়া যঃ কুটুম্বং পশূনাং

সোহয়ং ভূয়ঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্য গোবর্দ্ধনো নঃ ॥৪॥

অত্য়াবধি কাঙ্ক্ষিকমাসের প্রতিপৎ-তিথিতে বাহার শ্রীকৃষ্ণ-প্রকটিত অন্ন-যজ্ঞ হইয়া থাকে এবং গুরুপালিত গো-মহিষাদি বাহাতে ক্রৌড়া করে, বহু নিব্ব'রবারি-সিঞ্চনোৎপন্ন অভিনব তৃণ ধারণবশতঃ যিনি পশুগণের কুটুম্ব-স্বরূপ হইয়াছেন, সেই গোবর্দ্ধনগিরি আমাদের মঙ্গল আবিষ্কার করুন ॥৪॥

শ্রীগান্ধার্বা-দয়িতসরসী-পদ্মসৌরভ্য-রত্নং

হ্রদা শঙ্কোৎকরণরবশৈরস্বনং সঞ্চরতিঃ ।

অন্তঃক্ষোদ-প্রহরিককুলেনাকুলেনাহুযাতৈ-

বাতৈজুষ্ঠঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥৫॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীশ্যামকৃষ্ণের পদ্মসৌরভরূপ রত্ন অপরূপের নিমিত্ত যিনি অত্যন্ত শঙ্কাকুল, অতএব নিঃশব্দ এবং বারিবিন্দু-স্বরূপ প্রহরিগণ-কর্তৃক অলুপাবিত অর্থাৎ মুগ্ধ মনীষীতল পবন-পরিদেবিত, সেই গোবর্দ্ধন সর্বদা আমাদের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥৫॥

কংসারাতেস্তুরিবিবলসিতৈরাতরানঙ্গ-রঙ্গৈ-

রাভীরীণাং প্রণয়মভিতঃ পাত্রমুন্মীলয়ন্ত্যাঃ ।

ধৌত-গ্রাবাবগিরমলিনৈর্মামসামন্ত্যাসিন্ধো-

বীচিজাতৈঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥৬॥

বাহার তরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-গোপীগণের নিকট নাবিক হইয়া নৌকা-পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ-সমপিতাত্মা আভীরীদিগের প্রণয়বর্দ্ধনকারিণী সেই মামসীগণের তরঙ্গমালায় বাহার শীলাসমূহ কালিত হইতেছে সেই গিরিরাঙ্গ আমাদের কল্যাণ বিস্তার করুন ।

যস্ত্রাধ্যক্ষঃ সকল-কঠিনাঃ নাদদে চক্রবর্তী

শুঙ্কং নাহুদ্র জম্বুগদৃশামর্পণাদ্বিগ্রহস্য ।

ঘট্টস্তোচ্চৈর্মধুকররুচস্তস্ত্রা ধাম-প্রপঞ্চৈঃ

শ্যামশ্রুতঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ৭ ॥

মরকত শিলা-নির্মিত ঘটপ্রদেশের কাঙ্ক্ষিতে বাহার সানুদেশ শ্যামবর্ণ হইয়াছে এবং সকল ঘটপ্ঠিত জনগণের অধাক্ষ শ্রীকৃষ্ণ বাহার ঘটের সর্বশ্রেষ্ঠ নারক হইয়া গোপীগণের দেহার্পণ ত্রি অথ কোন পূর্ণ গ্রহণ করেন নাট, সেই গোবর্দ্ধনগিরি সদা আমাদের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥৭॥

গান্ধর্ব্বায়াঃ সুরত-কলহোদ্দামতা বাবদূকৈঃ

ক্রান্ত-শ্রোত্রোৎপল-বলয়িভিঃ ক্ষিপ্ত পিঞ্জাবতংসৈঃ ।

কুঞ্জৈস্তলোপরি পরিলুঠদ্বৈজয়ন্তী-পরীতৈঃ

পুণ্যাকন্দ্রীঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥৮॥

যে কুঞ্জে কর্ণোৎপল স্নান হইয়া পতিত রহিয়াছে এবং মৃণাল-বলয়, মনুর-
পুচ্ছ-নির্মিত কর্ণভূষণ যে-স্থানে পতিত এবং শয্যোপরি বৈজয়ন্তী-মালাও
বিলুপ্তিত, শ্রীরাধার প্রণয়-মাদুর্য্য প্রকাশকারী সেই কুঞ্জসমূহে যাহার মনোহর
শোভা হইয়াছে, সেই গিরিধর গোবর্দ্ধন আমাদের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥৮॥

যন্তুষ্টাত্মা স্কুটমল্লপঠেচ্ছু দ্বয়া শুদ্ধায়ান্ত-

র্মেষাঃ পদ্মাস্তকমচটুলঃ স্তম্ভ গোবর্দ্ধনস্ত্র্য ।

সান্দ্রং গোবর্দ্ধনধর-পদদ্বন্দ্বশোনারবিন্দে

বিন্দনু প্রেমোৎকরমিহ করোত্যগ্নিরাজে স বাসম্ ॥৯॥

যিনি শুদ্ধাঙ্গ-করণ ও স্কুট শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রীগোবর্দ্ধনের এই মনোহর
পদ্মাস্তক পাঠ করেন, তিনি শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মযুগলে গাঢ়তর প্রেমভক্তির
লাভ করিয়া গোবর্দ্ধন-গিরিতে বাস করেন ॥৯॥

শক্তি-পরিণত জগৎ

মায়াবাদীর জগৎসম্বন্ধে-মিথ্যা বিচার

“অবিচিন্ত্যশক্তিরুক্ত শ্রীভগবান্ ।

ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম ॥” (চৈঃ চঃ অঃ ৭।১২৪)

এই কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে কানীশাসীগণকে বলিয়াছিলেন। প্রকাশানন্দ প্রমুখ
জ্ঞানাসীগণ সেই কালে নিষ্কিংশেষ মতে বিবর্তবাদ বিশ্বাস করিতেন। রজ্জুতে
সর্প প্রতীতি যেরূপ রজ্জুর বস্তুত্ব বিচারে সত্য নহে কিন্তু অহুত্বকারীর
তাৎকালিক সত্য প্রতীতিবিশেষ সেইরূপ এই বিচিত্র বিশ্বের অবস্থান জীবের
নিকট ভ্রমময় প্রতীতি মাত্র বস্তুতঃ বিশ্বের বস্তুত্ব বিচারে তাহাই নিকিংশেষ সত্য।
যাহারা এই রজ্জুসর্পবাদকে জগদ্বিষ্টামের উদাহরণ বলিয়া গ্রহণ করেন তাহারা
বিবর্তবাদী বা মায়াবাদী বা জগৎ মিথ্যা ভ্রম-জাত বলেন।

চিন্ময় জগৎ ও জড়জগৎ—

উভয়ই শক্তিপরিণাম

পক্ষান্তরে জগৎকে যাহারা নিত্যানন্ত অবিকারী শক্তিময় ভগবানের
বহিঃপ্রাণামী শক্তির বিকার বলেন, তাহারা শক্তি পরিণামবাদী। অবিকারী

শক্তিমান্ ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তি পরিণত হইয়া বৈকুণ্ঠ গোলোকাদি নিত্য বিরাজমান। বদজীব-ভোগ্য জড় জগৎ নশ্বর, ত্রি-ভোগ্য ক্ষুদ্রতর চিজ্জগৎ নিত্য। জড়জগতে দ্বৈত ও ভেদ-জ্ঞানে বস্তুর উদ্ভব-জন্ম অনেকত্ব। চিজ্জগৎ পরিণতিতে অদ্বয়-জ্ঞানে বস্তুর একত্ব হইলেও শক্তিগত নিত্য অনন্ত বৈচিত্র্য তথায় বিরাজমান।

ভগবানের ত্রিবিধশক্তির ত্রিবিধ জগৎ

ভগবানের তিন প্রকার শক্তির কথা উল্লিখিত আছে। প্রথম প্রকার অন্তরঙ্গা শক্তি হইতে অপ্রাকৃত বিচিত্রতাময় নিত্য চিজ্জগৎ; দ্বিতীয় প্রকার বহিরঙ্গা শক্তি হইতে প্রাকৃত বিচিত্রতাময় নশ্বর অচিৎ জড়জগৎ; তৃতীয় প্রকার তটস্থা শক্তি হইতে অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত উভয় জগৎ-দ্বয়াজ্ঞ ভেদাভেদ জীব-জগৎ। শক্তি পরিণত হইয়া এই তিন প্রকার জগৎ প্রকট করেন।

নির্বিশেষবাদীর শক্তি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

নির্বিশেষ সত-মূলে বিবর্তবাদীগণ ব্রহ্মবাক্তিকে অজ্ঞান, ভ্রম-মূল্য এবং নিঃশক্তিকত্বই ব্রহ্মের পরিচয় বলিয়া জানেন। তাঁহাদের মতে যেখানে শক্তিমানের শক্তির কথা উল্লিখিত হয় উহা যশুজ্ঞানাত্মভূক্তি বলিয়া আংশিক জ্ঞান বা পূর্ণজ্ঞানাভাবে ভ্রমময় প্রতীতি বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। তাদৃশ বিচার প্রাকৃত নশ্বর জড় জগতের অভিজ্ঞতাপ্রায়ে উদ্ভূত এবং নিত্য সর্বিশেষব্রহ্মের অনভিজ্ঞতাব্যঞ্জক।

অদ্বৈতবাদীর পক্ষে দুর্বোধ্য হইলেও

ভগবান্ নিঃশক্তিক নহেন

কেবলাদ্বৈতবাদী ভগবত্তা বুঝিতে পারেন না বলিয়া, অথবা তাঁহার বিচারে ভগবান্ অনন্ত শক্তিমান্ হইতে পারেন না—একপন্থ। অজ্ঞানময় প্রাকৃত-বুদ্ধি-বিশিষ্ট জীবের বিচার সক্ষম বলিয়া ব্রহ্ম ব্রহ্ম নয়, পরমাত্ম ব্যাপক নহেন, বা ভগবান্ অসংখ্য পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তির যুগপৎ আশ্রয় স্থল নন—একপন্থ। নির্বিশেষবাদী বুঝিতে পারেন না বলিয়া ‘অচিন্ত্য শক্তিমান্ ভগবত্তা’ থাকিবার আবশ্যক নাই,—পেচক সূর্য্যাবিরণ দেখিতে সমর্থ নয় বলিয়া ভাস্করের অস্তিত্ব নাই, বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু নৃপাৎ হর্ষ উপলক্ষ

করিতে অসমর্থ বলিয়া মানব-জীবনে ঘোঁষন নাট—একুপ বিচার করা উচিত নহে। মায়াবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিলে শক্তিমাত্রই জড়, তেয় ও চিত্তময়। বজ্জিত জানিয়া নিঃশক্তিক ব্রহ্ম ধারণা প্রবল করিতে হয়, তদনুকূলে অসংখ্য যুক্তি-তর্ক, উদাহরণ প্রভৃতি আসিয়া সত্য-জ্ঞানকে আচ্ছাদন করে, খণ্ডজ্ঞান দ্বারা অখণ্ড অদ্বয় বস্তুর পরিমাণ কারবার ঘুটুতা উপস্থিত হয় এবং ভগবত্তাকে বা নিতা শক্তিমুখে সন্দেহ উৎপন্ন হয়। নানা প্রলপিত বিজ্ঞতা আসিয়া জীবকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক করিয়া ফেলে।

মায়াবাদীর বস্তু-জ্ঞানে মিথ্যা বিবর্তের আশ্রয় ; কিন্তু

শক্তি-পরিণামবাদের সত্য-বিবর্তের বিচার

বিবর্তবাদী বস্তু-সত্তাকে ব্রহ্ম বলেন এবং বস্তু-ধর্মের আংশিক প্রতীতি-জন্য (তাহাকে) খণ্ডজ্ঞান, ত্রিগুণজাত, অপূর্ণ বা মিথ্যা বলেন। খণ্ডজ্ঞান সাহায্যে অখণ্ডজ্ঞানের উপলব্ধি হইতে পারে না—বলিয়া, জড় জগতের সহিত ব্রহ্মের কোন প্রকার সম্বন্ধতা নাট, কেবল বাতিরেকতা আছে—একুপ সিদ্ধান্ত করেন। জীবের বিচার খণ্ডজ্ঞান সম্মত ; সুতরাং জীবের এবং জড় জগতের স্বরূপ পরিণতন কথিয়া ‘অদ্বয়-ব্রহ্ম’ বলিয়া ধরিয়া লইলে, বিবর্তবাদীর সাহায্য প্রয়োজন হয়।

এই মতের প্রতিকূলে শক্তিপরিণাম উচ্চৈশ্বরে বলেন—ব্রহ্মজীবের একত্ব এবং তদ্ব্যপন্নিত মুক্তত্ব অবস্থাদয় অন্যান্যসূত্রক এক করিয়া লইবার ভিত্তি। বিবর্তবাদীকে দিতে তিনি প্রস্তুত নন। “দেহে আত্ম বুদ্ধি হয় বিবর্তের স্থান” অর্থাৎ অচিৎ বস্তু দেহের সহিত চিদস্তব দেহীর সমতা জ্ঞানই বিবর্তের উদাহরণ অথবা চিদচিৎ শক্তিদ্বয়কে ঐক্যবুদ্ধি। দেহকে বা জড়কে ব্রহ্ম বা আত্মা বলিয়া ধারণা করাই ভ্রান্তিময় প্রতীতি ; আত্মাকৃত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে, ভক্তের অপ্ৰাকৃত দেহকে প্রাকৃত কলেবর মনে করাই বিবর্তের উদাহরণ। পরন্তু বস্তু মানিয়া তদ্বর্গ বা শক্তি রহিত করিবার চেষ্টাই বিবর্তবাদ উদাহরণের স্থল।

তটস্থা-শক্তিপরিণত জীবের স্বভাব

বস্তু হইতে এক প্রকার শক্তিবলে কালান্তরে নখর প্রাকৃত জগৎ পরিণত হইল,—বস্তুকে বিকৃত করিল না। অন্য প্রকার শক্তিবলে কালান্তীত রাজ্যে অপ্ৰাকৃত জগৎ নিত্যকাল উদিত রাহিল,—বিচিত্র হইয়াও

নশ্বর জড়ের জায় হেয় হইল না, আবার বস্তু তৃতীয় প্রকার তটস্থ-শক্তি কখনও প্রথম প্রকার বহিরঙ্গ-শক্তির সহ আপনাকে অভিন্ন বুঝেন, কখনও বা ভিন্ন বুঝেন এবং কখনও বা যুগপৎ ভিন্নাভিন্ন বুঝেন। শক্তিমান শক্তি-পরিণতি জড় জড়ের ধর্মের জায় বিকার-বিশিষ্ট হেয় হইলেন না—ইহাই তাঁহার অবিচিন্ত্য মহাশক্তি, যে-শক্তি কেবলাদ্বৈতবাদী মাদ্রিক ধারণায় উপলব্ধি করিতে পারেন না।

বৈজ্ঞানিক মতে—শক্তি ব্যতীত বস্তুর সত্তা নাই

আজকালকার জড়বিজ্ঞানবিদগণের মতে পরমাণু কোন বস্তুতে স্থান পায় না। তাঁহারা তড়িৎশক্তির সুক্ষ উন্নত আলোচনা করিয়া জানিয়াছেন যে, পরমাণুর কেন্দ্রে কেবল মাত্র ‘ধনতড়িৎ-কণ’ ও তৎ পরিধিতে ‘ঋণতড়িৎ-কণ’ শক্তি-মাত্র বিরাজ করে। এতদুভয়ের সামঞ্জস্যই পরমাণুর অধিষ্ঠান। শক্তি হইতে দ্রবোর অস্তিত্ব। শক্তি-বিচ্ছিন্ন বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা জড়ের পরিচয়ে ঐহিক জ্ঞানের গম্য নহে। পরমাণু দ্বারা জগৎ গঠিত এবং সেই পরমাণুগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়—এইরূপ ধারণা বৈজ্ঞানিকগণ পোষণ করিতেন।

ইলেক্ট্রন-থিওরী অনুসারে বস্তু নিঃশক্তিক নহে

এক্ষণে ইলেক্ট্রন-থিওরী বা ‘বিদ্যুৎকণ’ ধারণার অভ্যাসে ধন-ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণ সমীকরণেই পরমাণুর উদ্ভব-ধারণা প্রবল হইতেছে। প্রাকৃত জগতে বস্তু দেখিতে গিয়া সুক্ষ হইতে সুক্ষ গু-সন্ধানে পরমাণু-সত্তা শক্তিতে পর্যাবসিত। স্থূলভাবে বস্তু-দর্শন ঘটিল না। শক্তি অবশ্যই অধার অপেক্ষা করে। কাহারও বিবেচনায় শক্তির অক্ষয়-অবস্থাই বস্তু বলিয়া পরিজ্ঞাত। যেখানে শক্তি অপ্রকাশিত, সেখানে বস্তু জড় বলিয়া বিদিত। শক্তি ও শক্তিমান অবিচ্ছিন্ন তত্ত্ব। কিন্তু বস্তুর পরিচয় পাইতে হইলে, তাহার শক্তি বা কার্যের অনুপলব্ধিতে স্বতন্ত্রভাবে বস্তুর অধিষ্ঠান জ্ঞাতার জাড়াই প্রতিপন্ন করে।

অচিন্ত্য ভেদাভেদ মতে বস্তু অবিকৃত

থাকিয়াও বিচিত্রতাপূর্ণ

জড় জগতে নিহিত শক্তি-সমূহ-দ্বারা জড়ে অভিনিবিষ্ট বক্রাঙ্কিত, বিশ্বের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া বস্তুকে জড় এবং শক্তিকে তদ্বিপাক্ষিত ধর্মবিশিষ্ট মনে

করিয়া বস্তুর দ্বৈত-ধারণায় প্রবৃত্ত হন। আবার শক্তির তারতম্য বিচার
আসিয়া মনন-ধারণা জড়কে স্বল্প শক্তির অবস্থা-বিশেষ বলিয়া অদ্বয়-ধারণা
স্থির করে।

বিবর্তবাদান্ত্রে জড়-নিশক্তিকত্ব, খণ্ডজ্ঞানের তত্ত্ব হইতে পরিত্রাণ
পাইয়াছেন—মনে করেন। প্রভাকর, ভাস্করাদি বিকারবাদী বিশ্বকে বস্তুর
বিকার স্থির করিয়া বিবর্তবাদীগণের প্রতিপক্ষতা আচরণ করেন। এতদুভয়ের
সামঞ্জস্য চিন্তা জড়ধারণায় সম্ভবপর নহে—একথা অচিন্ত্য-দ্বৈতত্বৈত মত
প্রকাশকগণ প্রাকৃত বিচারকদিগকে ভূষোভূষঃ বলিয়া থাকেন এবং তাহাদের
নিকট শক্তি শক্তিমান্ অভিন্ন হইলেও বস্তুর অধিকারিণী-শক্তি প্রভাবে বিচিত্র-
তার নিতাতা এবং বিকারিণী-শক্তি প্রভাবে বিচিত্রতার অনিতাতা প্রতিপাদক
জড় জগৎ উভয়ই উদিত—একথা বলিয়া থাকেন।

মান্বাদীর জগৎ সম্বন্ধে বিবর্তবাদ মিথ্যা

প্রাকৃত বিচারকগণ যুগপৎ দ্বৈতত্বৈত ধারণা করিতে অক্ষম; কেননা,
অচিন্ত্য-শক্তিমত্তা ভগবানেই সম্ভব—তাহারা এরূপ কোন উদাহরণ জড়ে
না দেখিয়া জড়াতীত রাজ্যে তাহার অস্তিত্বে সন্দেহপর হন। অবতারী
ভগবানের ব্যক্তিগত অধিষ্ঠানকেও অজ্ঞান-সমষ্টি প্রভৃতি আখ্যা দিয়া জড়-
নির্বিশেষকেই চিন্ময় বলিয়া স্থাপন করেন। জড় প্রত্যক্ষবাদীগণ জড়
নির্বিশেষ সত্তাকে পরমতত্ত্ব বলিয়া জানেন, আবার কেহ বা কেবল, নিগূঢ়,
চেনা, সাক্ষী এই বিশেষ চতুষ্টয়কে অজ্ঞাতভাৱে স্বীকার করিয়া অবতারী
তত্ত্বকে দয়া করিতেও অগ্রসর হন। জড় জগৎ নশ্বর হইলেও জীব-প্রাণীত্ব
মিথ্যা নহে। বিবর্তবাদান্ত্রে খণ্ডজ্ঞানময় জীব-প্রাণীতির উপযোগিতা
থাকিলেও জগতের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে উহার প্রয়োগ সিদ্ধ হইলে তাদৃশ
প্রাণীত্বও বিবর্তবাদমূলক জীবজ্ঞান-প্রসূত বলিয়া বিবর্ত বা মিথ্যা মাত্র। এক
জ্ঞানীর বিবর্ত প্রতীতি সত্ত্বেও জগতের অধিষ্ঠান অপর সকলের নিকট মিথ্যা
নহে। বিবর্তবাদের চিন্তাও বিবর্তেরই প্রকার-ভেদ, সুতরাং তাহাও
বিবর্ত।

—জগৎগুরু ও বিযুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

তত্ত্বৎকৰ্ম-প্ৰবৰ্ত্তন

প্ৰেমভক্তি লাভেৰ ক্ৰিয়াই তত্ত্বৎকৰ্ম-প্ৰবৰ্ত্তন এবং
উহা কি কি প্ৰকাৰ ?

(শ্ৰীল কৃষ্ণগোষামী প্ৰভু) ভজন-প্ৰয়াসী জনগণেৰ পক্ষে তত্ত্বৎকৰ্ম-প্ৰবৰ্ত্তনেৰ বাবস্থা কৰিয়াছেন। যে যেন কৰ্মে শুদ্ধা ভক্তিৰ অনুশীলন হয়, সেই-সেই কৰ্মকেই 'তত্ত্বৎকৰ্ম' বলিষা উপদেশামূতে লিখিয়াছেন। শ্ৰীমদ্ভাগবতে শ্ৰীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

শ্ৰদ্ধামৃত-কথায়াং মে শশ্বদ্ভাস্কৰকীৰ্ত্তনম্ ।
পৰিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥
আদরঃ পৰিচৰ্যায়াং সৰ্ব্বাঙ্গৈৰভিবন্দনম্ ।
মন্ত্ৰকপূজাত্যাধিকা সৰ্বভূতেষু মন্যতিঃ ॥
মদৰ্থেষু চেষ্টা চ বচনা মদগুণৈৰনম্ ।
মযাৰ্পণঞ্চ মনসঃ সৰ্বকাম-বিবৰ্জ্জনম্ ॥
মদৰ্থেহৰ্থ-পৰিত্যাগো ভোগস্ত চ সুখস্ত চ ।
ইষ্টং দত্তং হৃতং জপ্তং মদৰ্থং যদব্রতং তপঃ ॥
এবং ধৰ্ম্মৈৰ্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্ম নিবেদিনাম্ ।
যয়ি সজ্জায়তে ভক্তিঃ কোহস্তোহৰ্থোহস্তাবশিষ্যতে ॥

(ভাঃ ১১।১৯২০-২৪)

হে উদ্ধব ! আমাৰ প্ৰতি প্ৰেমভক্তি উদয়েৰ পৰম কাৰণ বলিতেছি, শুন। আদৌ সাধন-ভক্তি। তাহাৰ অহুষ্ঠানে প্ৰেম-ভক্তি হয়। সাধন-ভক্তি শুন—আমাৰ অমৃতময় শীলা-কথায় শ্ৰদ্ধা, সৰ্বদা আমাৰ অনুকীৰ্ত্তন, আমাৰ পূজায় পৰিনিষ্ঠা, আমাকে স্তুতি কৰা, আমাৰ পৰিচৰ্য্যায় আদর, সৰ্বাঙ্গৈৰ দ্বাৰা আমাৰ অভিবন্দন, মন্ত্ৰক পূজা, সৰ্বভূতে আমাৰ সম্বন্ধ বুদ্ধি, আমাৰ নিমিত্ত সমস্ত লৌকিকী চেষ্টা, বাক্যেৰ দ্বাৰা আমাৰ গুণ কীৰ্ত্তন, আমাতে মনকে অৰ্পণ কৰা, সৰ্বকাম-ত্যাগ, আমাৰ ভজনেৰ জন্য সমস্ত অৰ্থ-ভোগ ও স্বৰ্গ-পৰিত্যাগ, ইষ্টাপূৰ্ত্ত, দান, হোম, জপ, ব্ৰত ও তপ—এ সকলই আমাৰ ভক্তিৰ কাৰণৰূপে ব্যবহাৰ। এইৰূপ ধৰ্ম্মাঙ্গ-সাধনদ্বাৰা আত্ম-নিবেদক পুৰুষেৰ আমাতে প্ৰেমভক্তি হয়। এইপ্ৰকাৰ সাধকেৰ আঁৰ অত্যাৰ্থ অৰ্থাৎ অজ্ঞ তাৎপৰ্য্য কি বাকি থাকে ?

চৌষট্টিপ্রকার ভক্তির অঙ্গই শুভংকর্য

ভগবানের এই উপদেশ অবগত-পূর্বক শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী স্বীয়-কৃত 'ভক্তি-রসামৃতসিকু'-গ্রন্থে ঐ সকল কর্মকে চতুঃষষ্টিপ্রকারে বিভাগ করিয়াছেন। শ্রীচরিতামৃতে কবিবাক্য-গোস্বামী ঐ সকল কর্মকে এইরূপে লিখিয়াছেন,—

গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন ।
 সঙ্কল্প-শিক্ষা-পৃচ্ছা, সাধু-মার্গানুগমন ॥
 কৃষ্ণপ্ৰীতে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস ।
 বাবৎ-নির্বাহ প্রতিগ্রহ, একাদন্ত্যপবাস ॥
 ধাত্যস্থত গো-বিপ্র বৈষ্ণব-পূজন ।
 সেবা-নামাপরাধাদি দূরে বিসর্জন ॥
 অবৈষ্ণব-সঙ্গ-তাগ, বহুশিষ্য না করিব ।
 বহু-ঐহিকলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জিব ॥
 হানি-লাভে সম, শোকাদির বশ না হইব ।
 অনুদেব, অনুশাস্ত্র নিন্দা না করিব ॥
 বিষু-বৈষ্ণব-মিন্দা, গ্রামা-বার্তা না শুনিব ।
 প্রাণী-মাত্রে মনোবাকো উদ্বেগ না দিব ॥
 শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন ।
 পরিচর্যা, দাস্য, লখা আত্ম-নিবেদন ॥
 অগ্রে নৃত্যগীত, বিজপ্তি, দণ্ডবদতি ।
 অভ্যুত্থান, অমূত্রজ্যা, তীর্থ-গৃহে গতি ॥
 পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সঙ্কীর্তন ।
 ধূপ-মাণ্য-গন্ধ, মহাপ্রসাদ-ভোজন ॥
 আরাট্রিক, মহোৎসব, শ্রীমূর্তি-দর্শন ।
 নিজপ্রিয়-দান, ধ্যান, তদীয়-সেবন ॥
 তদীয়-তুলসী বৈষ্ণব, মধুরা, ভাগবত—
 এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত ॥
 কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন ।
 জন্ম-দিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ ॥
 সর্বথা শবণাপত্তি, কাক্তিকাদি ব্রত ।
 'চতুঃষষ্টি অঙ্গ' এই পরম মন্ত্র ॥

সাধুসঙ্গ' নাম-কীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ ।

মথুরা-বাস, শ্রীমূর্তির অঙ্কায় সেবন ॥

সকল-সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ ।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অঙ্গ সঙ্গ ॥

শ্রীগুরু-পদাশ্রয় করা প্রথম কর্তব্য

ভজন-প্রয়াগী ব্যক্তিকে আদৌ গুরুপদাশ্রয় করিতে হয় । গুরুপদাশ্রয় ব্যতীত মঙ্গল হয় না । মনুষ্য দুই প্রকার অর্থাৎ অপ্রাপ্ত-বিবেক ও প্রাপ্ত-বিবেক । যাহারা অপ্রাপ্ত-বিবেক, তাহারা সংসার-স্থখে মত্ত । কোন ঘটনাক্রমে কোন মহৎ-লোকের সঙ্গ হইলে চিত্তে বিবেক উদয় হয় । তখন মনে হয়, আমি কি হতভাগ্য, আমি সর্বক্ষণ ইন্দ্রিয়-সুখ-মগ্ন, বিষয়-পিপাসায় আমার দিন-যাপন হইতেছে । এই প্রথম মহৎ-সঙ্গকে কেহ কেহ শ্রবণ-গুরুর সঙ্গ বলেন । এই সময়ে ভাগ্যক্রমে শ্রদ্ধার উদয় হয় । শ্রদ্ধা হইলে ভজন-প্রয়াস হয় । তখন গুরুপদাশ্রয়ের নিতান্ত প্রয়োজন । অতএব অপ্রাপ্ত বিবেক ব্যক্তিগণ ভাগ্যক্রমে প্রাপ্তবিবেক হইয়া শ্রীচরণ আশ্রয় করেন ।

শ্রীগুরুদেবের লক্ষণ অর্থাৎ গুরু কে ?

কি প্রকার-গুরুকে আশ্রয় করিবে, তাহা বিচারিত হইয়াছে । কামাদি চয় রিপুকে যিনি জয় করিয়াছেন, যিনি নির্মলাঙ্গ, রাগমার্গে যিনি কৃষ্ণভজন করেন, যিনি বিপ্রবর্ণ, যিনি বেদ-শাস্ত্রাগমের বিমল পথ অবগত আছেন, সাধুগণ যাহাকে 'গুরু' বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারেন, ইন্দ্রিয়-দমনে যিনি পারক, যিনি সর্বভূতে দয়াবান, যিনি অমৃত-মতি, যিনি নিকপট ও সত্যবাদী—এরূপ গৃহস্থ ব্যক্তি গুরু হইবার যোগ্য । এই সকল গুণগণ দুই প্রকারে বিবেচ্য । ইতরগুণ-তিগ্ধকারী কৃষ্ণমুরাগই গুরুদেবের স্বরূপ গুণ । অত্র সকল গুণ তটস্থ । এইজন্য শ্রীমদ্ভাগ্যপ্রভু কহিয়াছেন,—

“কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয় ।

যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥”

যাহার এই স্বরূপ লক্ষণ আছে, তাহার দুই একটা তটস্থ লক্ষণ না থাকিলেও তিনি গুরু হইবার যোগ্য । ব্রাহ্মণত্ব ও গৃহস্থত্ব এই দুইটিই তটস্থ লক্ষণ মध्ये গণ্য । স্বরূপ-যোগ্যতা-বিশিষ্ট ব্যক্তিতে এই দুইটা তটস্থ

লক্ষণে থাকিলে ভাল হয়। কিন্তু স্বরূপ লক্ষণে ঐহিকদের দোষ থাকে, তাঁহাদের ঐ দুই লক্ষণের দ্বারা গুরু-যোগ্যত্ব হয় না। যথা পাণ্ডে :—

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠে ব্রাহ্মণো বৈ গুরুনৃণাম্।

সর্বেষামেব লোকানামসৌ পূজো যথা হৃদিঃ ॥

মহাকুল-প্রসূতোইপি সর্ক-যজ্ঞেব দীক্ষিতঃ।

সহস্র-শাখাধারী চ ন গুরু স্তাদবৈষম্যবঃ ॥

শ্রীগুরুসেবা ও দীক্ষাগ্রহণে অবশ্য কর্তব্য

উপযুক্ত গুরু প্রাপ্ত হইলেই শ্রদ্ধাবান্ শিষ্য নিকটগত পরম বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা করিবেন। গুরুদেবকে প্রসন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। ঐহিক-দীক্ষার প্রতিপক্ষ হইয়া কেবল কপট-কৌর্ডনাদি 'রজ' দেখাইয়া আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন, তাঁহারা নিত্যই আত্ম-বঞ্চক। জড়ভরতাদি কতিপয় লোকের দীক্ষা-প্রসঙ্গ নাই বলিয়া, দীক্ষা ত্যাগ করা বিষয়ী লোকের পক্ষে কর্তব্য নয়। দীক্ষা জীবের পক্ষে প্রত্যেক জন্মেই নিত্য বিধি। কোন সিদ্ধ ব্যক্তির জীবনে যদি দীক্ষা দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহাকে উদাহরণস্থল করা উচিত নয়। কোন বিশেষ-অবস্থায় ঐহার পক্ষে যাহা ঘটনীয় হয়, তাহা-দ্বারা সাধারণ-বিধির হানি হয় না। ঋষ মহাশয় এই পার্থিব শরীরেই ঋতলোকে গমন করেন; তাহা দেখিয়া সকলেই কি সেই পন্থার আশ্রয় কালক্ষেপ করিবেন? জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া চিন্তেহে জীব বৈকুণ্ঠে গমন করেন,— ইহাই সাধারণ বিধি। সাধারণ বিধি সাধারণের অবলম্বনীয়। অচিন্তা-শক্তি-বিশিষ্ট ভগবান্ যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তখন তাহাই হয়। তাই বলিয়া আমাদের সাধারণবিধি লঙ্ঘন করা কখনই উচিত হয় না। শ্রীগুরুদেবের অকণ্ট সেবার সহিত তাঁহাকে প্রসন্ন করত শ্রীভগবান্-মন্ত্রাদি দীক্ষা ও তত্ত্ব-শিক্ষা করিবে।

সাদু-মার্গানুগমন বা পূর্ব বৈষ্ণবের অনুগমন

দীক্ষা ও শিক্ষা লাভ করত সৌভাগ্যবান্ শিষ্য পূর্ব-সাদুদিগের পন্থার অনুগমন করিবেন। দাস্তিক লোকেরাষ্ট পূর্ব মহাজনদিগকে অমান্য করিয়া নূতন পন্থা স্বজন করেন। ফল এই হয় যে, তাঁহারা অচিরকালের মধ্যে কুপথে গমন করত আপনাপন সর্বনাশ সাধন করেন। স্বন্দপুরাণে বলিয়াছেন,—

স যুগাঃ শ্রেয়সাঃ হেতুঃ পস্থাঃ সজ্ঞাপ-বর্জিতা ।

অনবাগু শ্রমং পূর্বে যেন সন্তুঃ প্রতস্থিবে ॥

সাদুসকল পূর্বকালে বিনা শ্রমে যে পথে গমন করিয়াছেন, তাহাই সজ্ঞাপ-বর্জিত-পন্থা এবং সকল মঙ্গলের হেতু । যিনি মঙ্গল প্রার্থনা করেন, সেই পথেই অহুসন্ধান করুন । পূর্ব সাদুদিগের পথ আলোচনা করিতে করিতে দৃঢ়তা, সাত্ব ও সন্তোষ উদয় হয় । আমরা যখন শ্রীকৃষ্ণ, সনাতন, শ্রীদাস-গোস্বামী ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজন-পথ আলোচনা করি, তখন আমাদের মনে যে কত আনন্দ হয়, তাহা প্রকাশ করিতে পার না । হরিদাসকে যখন হৃদয়বন্দন পীড়ন করে, তখন হরিদাস বলিঙ্গেন,—

থণ্ড থণ্ড হই' দেহ যায যদি প্রাণ ।

তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥

এ-সব জীবেরে কৃষ্ণ । করহ প্রসাদ ।

মোর ভ্রোহে নহু এ-সবার অপরাধ ॥

পূর্ব-মহাজন-পথ পরিত্যাগে ভক্তি হয় না

এইরূপ দৃঢ়তার সহিত মর্কভূতে দয়া করত নিরন্তর হরিনাম আশ্রয় করাই পূর্ব মহাজনদিগের ভজন-পন্থা । পন্থা নূতন হয় না । যে পন্থা আছে, তাহাই সকল সাদুগণ অবলম্বন করেন । যাহারা দাস্তিক এবং যশঃলিপ্সু, তাহারা নূতন পন্থা আবিষ্কার করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করেন । যাহাদের পূর্ব ভাগ্য থাকে, তাহারা দাস্তিকতা পরিত্যাগ-পূর্বক পূর্ব পন্থার আদর করেন । যাহাদের ভাগ্য মন্দ, তাহারা নবীন পন্থায় আপনাদিগকে নাচাইয়া জনকে বঞ্চনা করিতে থাকেন । ইহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধি বিনা ।

ঐকান্তিকী হরেভক্তিকুংপাতায়ৈব কল্পতে ॥

ভক্তিরেকান্তিকীবেগমবিচারাং প্রতীযতে ।

বস্ত্তস্ত তথা নৈব বদশাস্ত্রীয়তেক্ষাতে । (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৪৬-৪৭)

নবীন পথ ও নবীন আচার্য্যের নিলোপ

তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তি-পথ 'বৈদী' ও 'র'গাহুগা' ভেদে দ্বিবিধ হইলেও তাহা পূর্ব মহাজনগণ সর্ব্বরূপে অধিকার ভেদে অচ্যুতান করিয়াছেন । শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থে তাহা বিচারিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে । সেই সেই প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগপূর্বক 'বুদ্ধ', 'দস্তাত্রেয়াদি' যে-সকল নবীন পথ

আবিষ্কার করেন, সে-সমস্ত অবশেষে উৎপাত-জনক হইয়া পড়িয়াছে।
অবিচারক্রমে তাঁহারা ঐ সকল নবীন পথকে ঐকান্তিকী হরিভক্তি বলিলেও
বস্তুতঃ তাহারা তাহা নহে। যাহা সত্তা পথ, তাহা বেদাদি শাস্ত্রে প্রদর্শিত
আছে। আজকাল এইরূপ নবীন পথ অনেক আবিষ্কৃত হয় এবং অবশেষে
তাঁহাদের আচার্যের সহিত লোপ প্রাপ্ত হয়।

সদ্বর্ষ্য-পৃচ্ছা বা নিত্যধর্মের জিজ্ঞাসা

সাধু-শিষ্যের সদ্বর্ষ্য জিজ্ঞাসা একটি ভক্তিজনক কর্ম। অতএব নারদীয়
পুবাণে লিখিত আছে ;—

অচিরাদেব সর্বার্থঃ সিদ্ধতোষামভীপ্সিতঃ ।

সদ্বর্ষ্যন্যাববোধায় যেষাং নির্বন্ধিনী মতিঃ ॥

সৌভাগ্যবান্ পুরুষগণ যেক্ষণ সাধুদিগের ভজন-চরিত্রের অনুকরণ করিতে
ইচ্ছুক হন, সেইরূপ তাঁহাদের ধর্ম জানিতেও বাসনা করেন। দুর্ভাগ্য দান্তিক-
গণ ইহার বিপরীত আচরণে প্রবৃত্ত। সাধুদিগের পথ হইতে পৃথক্ পথ যেক্ষণ
তাঁহারা অন্বেষণ করে, সেইরূপ সাধুদিগের মীমাংসিত সিদ্ধান্তে অনাদর
করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্তকে আদর করিয়া থাকে। ক্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
জগজ্জনকে কি শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া প্রচার করিতে
তাঁহারা যত্ন কবে না। এবং তদ্বিরুদ্ধমতকে তাঁহার মত বলিয়া সকল
লোককে শিক্ষা দেয়। ইহাতে যে কত অমঙ্গল হইতেছে, তাহা তাঁহারা
মনে করে না। ইহারা মরল তাঁহারা ক্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রভুর শিক্ষা
যাহাতে ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন, তাহাতে যত্ন করেন। প্রভুর শিক্ষাট
আমাদের জীবন। কেবল তাহাতেই সদ্বর্ষ্য আছে। সৎ শিষ্য সদ্বর্ষ্য জানিবার
জন্ত বিশেষ চেষ্টা করেন, যদি স্বয়ং বুঝিতে না পারেন, শিক্ষা-গুরু-চরণে
নিবেদনপূর্বক তাহা বুঝিয়া লন। এইরূপ তাঁহাদের সদ্বর্ষ্য জানিবার জন্ত দৃঢ়
মন, তাঁহাদের অভিপ্সিত সর্বার্থ অতি নীঘ্র সিদ্ধ হয়।

সদ্বর্ষ্য কাহাকে বলে

অন্যভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞান-কর্মানুসৃতম্ ।

আম্বুলোম কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরক্তম্ ॥

এই শুদ্ধভক্তি-লক্ষণ-রূপ সদ্বর্ষ্য যতদিন জিজ্ঞাস্য হৃদয়ে স্পষ্ট উদয় না
হ'ন, ততদিন জিজ্ঞাস্য হৃদয় অন্ধকারাবৃত থাকে। তিনি শুদ্ধভক্তি কাহাকে
বলে তাহা জানিতে পারেন না। নিজে বিচারের উপর নির্ভর করিলে

অমিশ্র শুদ্ধভক্তি তাহার চন্দ্রে কখনই উদয় হইবে না। অনেক পণ্ডিতাভি-
মানী লোকের সন্তিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা মনে করেন যে,
বুদ্ধিগলে এবং বিদ্যাবলে তাঁহারা ভক্তিব স্বরূপ অবগত হইয়াছেন। বস্তুতঃ
কেহ-বা জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিকে, কেহ বা কর্ম-মিশ্রা ভক্তিকে, ভক্তি বলিয়া
মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের দস্ত এত দূর যে, যদি চরিতা-
মৃতের অর্থ জ্ঞানেন তবে বলেন যে—সকলেই আপন আপন মতে ভাঙ্গা অর্থ
করিতে পারেন, চরিতামৃতের অর্থ লইবার প্রয়োজন কি? এই সকল
লোকের সাক্ষ্য জানিবার ইচ্ছা না থাকায়, সঙ্গের সন্তিত তাঁহাদের সম্বন্ধ হয়
না। ফল এই যে, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় কৃত নবীন প্রণালী-মতে ভজন করিতে
গিয়া কখনই শুদ্ধভক্তির আবাদন করিতে পারেন না।

কৃষ্ণ উদ্দেশ্যে ভোগ-ত্যাগ, কৃষ্ণ-তীর্থে বাস,

একাদশী-ব্রত ও বৈষ্ণব-তুলস্যাদি পূজা।

শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভোগাদি ত্যাগ করা সাধকের কর্তব্য। ইন্দ্রিয়-
তর্পণের নাম 'ভোগ'। স্বীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণকে কৃষ্ণ-সেবার কামনার পর্যালোচনা
করাই ভোগ-ত্যাগ। নিজের ভোগময় সংসারকে কৃষ্ণভক্তির অহুকুল করিয়া
দেই দেই বিষয়ে নিজের ইন্দ্রিয়-সুখ পরিত্যাগ-পূর্বক কৃষ্ণ-প্রসাদ গ্রহণ
করিলে ভোগ ত্যাগ হয়।

কৃষ্ণ-তীর্থে নিবাস করা একটি সাধনাজ। দ্বারকা, যথুবা, গঙ্গাতীরে ও
প্রভুর লীলাস্থানে বাস করিলে সর্বদা কৃষ্ণকে মনে পড়ে। ইহা অপেক্ষা
আর অধিক লাভ কি আছে?

জীবনের সমস্ত বাবহারে ভক্তি-সাধনের প্রয়োজন মত অর্থ স্বীকার
করিতে। অধিক আশা করিলে ভক্তি লোপ হইবে। আবশ্যিক মত স্বীকার
না করিলে ভক্তি-সাধনে নুনতা হইবে।

চরিত-বাসের সম্মান বিশেষ যত্ন সহকারে করিবে। চরিত-বাসের
সম্মানে সমস্ত ভক্তি-গোষক অভ্যাস সাধিত হয়। সমস্ত ভোগ পরিত্যাগ-
পূর্বক এক পক্ষের মধ্যে একদিন ভজন অভ্যাস করিতে করিতে নিরন্তর ভজন
অভ্যাস হইয়া পড়ে।

ধাত্রী, অশ্বখ, তুলসী, গো, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ইহারা পূজিত ও খাত
হইলে বহুশ্রমের সমস্ত পাপ নাশ করেন। জগদ্রমতি-সাধক বলিয়া ঐ সকল
কার্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সংগ্রহ করা য'য়।

উক্ত দশটি ভক্ত্যঙ্গ প্রথমেই অবশ্য স্বীকার্য

এই দশটি ভক্ত্যঙ্গ হরিভক্তনের প্রারম্ভ রূপ কার্য। বাহ্যিক এই দশটি অঙ্গকে অবহেলা করেন, তাঁহাদের ভজন ও ভগবৎপ্রাপ্তি হওয়া কঠিন।

অতএব ভজন-প্রয়াগী ব্যক্তি আদৌ গুরুপদাশ্রয় করিয়া দীক্ষা, শিক্ষা-ও গুরু সেবা করিবেন। সাধুদিগের চরিত্রের অমুকরণ ও সাধুদিগের সিদ্ধাস্ত শিক্ষা করিবেন। নিজ জীবনকে কৃষ্ণময় করিবার জন্ত কৃষ্ণতীর্থ-স্থলে বসিয়া কৃষ্ণ-উদ্দেশে নিজের সুখ-ভোগ ত্যাগ করিবেন। ব্যবহারিক কার্যাদ্বারা ভক্ত্যঙ্গকূল ভগবৎ-সংসার বাহাতে নিক্ষেপ হয়, সেইরূপ অর্থ স্বীকার করিবেন। ভক্তি অভ্যাসের জন্ত 'হরিবাসর' ও 'জয়ন্তী' প্রভৃতি কৃষ্ণব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। ভগবদ্ভূতিময় সংসার গৌরবের স্থিতির জন্য অশ্বখাদির সম্মান করিবেন। এই দশটি অঙ্গ-বিধি অবশ্য পালনীয়। ইহার সহিত নিম্নলিখিত দশটি ব্যক্তিকৈ-বিধি পালন না করিলে কখনই ভক্তি সাধন স্থির থাকিবে না।

মায়াবাদী ও নাস্তিকগণের সঙ্গে ত্যাজ্য

ভগবদ্ভক্তির্মুখ ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্গে করিবেন না। ব্যবহারিক কার্যে তাঁহাদের সহিত সম্মিলন অবশ্য হইবে। সেই সেই কার্য পৰ্য্যন্ত তাহাদের সহিত ব্যবহার করিবেন। কার্য সমাপ্ত হইলে আর তাঁহাদের সহিত ব্যবহার রাখিবেন না। কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ বাহাদের চিত্তে উদয় হয় নাই, তাঁহারা জ্ঞান-কর্মের আশ্রয়ে সর্বদা দম্ভবিশিষ্ট থাকেন অতএব তাঁহারাই ভগবদ্ভক্তির্মুখ। বহুদেব-সেবী ধর্মী নির্ভেদ-জ্ঞান-পেশাসু মায়াবাদী ও বেদশাস্ত্র বিরোধী নাস্তিক প্রভৃতি বহির্মুখ।

বহু শিষ্য ও বহু শাস্ত্র পাঠ করা কর্তব্য নহে

গুরুভক্তিতে বাহাদের আকী উদয় হয় নাই সেক্ষেপে শিষ্য করিবেন না। কলিলে ভক্তি-সম্প্রদায় কায়ে কায়ে দূষিত হইয়া পড়ে। মহারাজা 'দ-ক্রিয়ার উদ্দেশে ভক্তি হ্রাস হয় বলিয়া, তাহা পরিত্যাগ করিবে।

ভক্তি-বহির্মুখ গ্রন্থ-সমূহের কোন অংশ অধ্যাস ও ব্যাখ্যা-বাদ করিবে না। শুদ্ধ ভক্তি যে-সকল গ্রন্থে উপদিষ্ট ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই সকল বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র ও মহাজনগণের মৌমাংসা-গ্রন্থ পাঠ করিবেন। অল্প মতের গ্রন্থে কেবল বৃথা তর্ক শিক্ষা হয়। (ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

গর্বের পরিণাম

ধনীটি কহিল গর্বে এক দীনজনে
শুন মোর কথা, তুমি নিম্ন ভগবানে ।
নিষ্ঠুর তিনি অতি,
নাহি দয়া তব প্রতি,
তেই দরিদ্র করি' সৃজিলা তোমারে ।
ক্ষুধার জ্বালায় হায় !
তুমি কাতর তায়
শক্তির অভাবে তুমি পড়েছ নেতিয়া ।

ভগবান্ সদৃশ আমি
প্রচুর ধনের স্বামী,
পৃথিবীতে উচ্চশির সর্বত্র ব্যপিয়া ।
ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ জ্বালা জন্ম-মরণ
আমায় স্পর্শে কি কভু এই কয়জন ?
পৃথিবীর লোকজনে
পালন করি একমনে
মম দাস বলি' তাদের হয় অভিমান ।
শুন অজ্ঞ, মোর কার্য্য পৃথিবী পালন,
ভ্রাণকর্ত্তা বলি' সবে করয়ে সম্মান ॥

কেহ অন্ন ভিক্ষা চায়
কেহ দোষ করি হায়
পড়ে মোর চরণকমলে,
দাস-দাসী মোর ঘরে
সদা আসি' সেবা করে,
মোর ঘরে থাকে হেথা আপনি কমলা ।

বিশ্বজয়ী নাম মোর বিখ্যাত ডুবনে,
তুমি দরিদ্র হ'লে বিধির কারণে।

দেখ মোর ধনরাশি,
কত যে বিলাই খুশী,
তবু ধন শেষ নাহি হয়,
ধন্য আমি জগৎ মাঝারে।

তব দুঃখ দেখে মোর বুক ফেটে যায়,
নিন্দ তুমি, নিন্দ আজি সেই বিধাতায় ॥”

কিছুদিন পরে, আইলা ডুবনে
মদন্তুর মহামারীরূপে ছিয়াতুর সনে।

খাবাবের প্রয়োজন
কি করিবে ধন,
ধন তথা খোলামথুচির ন্যায়।

ক্ষুধার জ্ব'লায় হায়।
ধনী হইল মৃতপ্রায়,
ভায় ! শেষকালে
হারাইল ধনসহ জ্ঞান নিশাকালে।

কৃষ্ণদাস করে যদি প্রভু অভিমান।
অবশেষে হয় তার অবস্থা পতন ॥
নিত্যানন্দ কৃষ্ণের যে করে স্বীকার।
কৃষ্ণদাস গোলোকোন্মত্তে স্থিতি হয় তার ॥

— শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্ব প্রকাশিত ৩৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০০ পৃষ্ঠার পর)

‘তন্ত্রমত’ নামে—আর একটি মতেব প্রচলন দেখা যায়। তাঁহাদিগকে তান্ত্রিক মত বলা হয়। তান্ত্রিক বসিলে সাধারণতঃ তামসিক তত্ত্বেরই অগুণত সাধকগণকে বুঝায়। সেই মতাবলম্বীগণ বলেন—“কলাবাগন্-সম্মতম্”। অর্থাৎ কলিকালে আগমোক্ত মতে (তন্ত্রমতে) সমস্ত পূজাদি না করিলে তাহার সম্যক ফল লাভ হয় না। সেই তন্ত্রমতের বীরাচার পদ্ধতিক্রমে পূজার পঞ্চ ‘ম’-কারের উল্লেখ আছে। অতএব শক্তিপূজায় মন্ত্র ও মাংসাদির প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য। বহুস্থানে ঐ তন্ত্রমতে কালিকাদেবীর পূজাদিও হইয়া থাকে। হিন্দু ভূগ-দেবীর পূজা বৈদিক বিদ্যানে ও বৈদিক মন্ত্রাদি দ্বারাই সর্বত্র সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাঁহার পূজায় তন্ত্রোক্ত কোনও বিশেষ বিধি পরিদৃষ্ট হয় না। তন্ত্রশাস্ত্রে তিন প্রকার ভাবে সাধনার (পূজার) বিধি দেখা যায়। যথা—(১) দিব্যভাব, (২) বীরভাব ও (৩) পশুভাব। ব্রহ্মজ্ঞানে সাধনাকাবীর সাধনাকে দিব্যভাব কহে। মন্ত্র-মাংসাদি দ্বারা সাধনকারীর সাধনাকে বীরভাব (ইহাকে বামাচারী বা কোলও) কহে। এবং বেদমতে মন্ত্রমাংসাদি-বর্জনপূর্বক সাধনাকাবীর সাধনাকে পশুভাব অর্থাৎ বৈদিক ভাব কহে। কখন কোন্ ভাবে পূজাদি করিতে হয় তৎসম্বন্ধে কালীবিলাস-তন্ত্রে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

সত্য-ত্রেতার্কি-পর্যন্তং দিব্যভাব-বিনির্গমঃ ।

ত্রৈতা-দ্বাপর-পর্যন্তং বীরভাব ইতোরিতম্ ।

দিব্য-বীর-মতং নাস্তি কলিকালে সুলোচনে ॥

অর্থাৎ—সত্যযুগ হইতে ত্রেতাযুগের পূর্বার্দ্ধ পর্যন্ত দিব্যভাবে, ত্রেতার শেষার্দ্ধ হইতে দ্বাপরযুগ পর্যন্ত বীরভাবে এবং কলিকালে দিব্য ও বীরমতে সাধনা নাই। অতএব হে সুলোচনে পার্শ্বিতি ! এই কলিকালে শুধু পশুভাবেই সাধনা করিতে হয়। রুদ্রধামলেও দেখা যায়,—

দিব্য-বীরময়ো-ভাবঃ কলৌ নাস্তি কদাচন ।

কেবলং পশুভাবেন * মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্ ॥ (রুদ্র যাঃ ২৬ পটল)

দিব্য ও বীরভাব কলিকালে কখনও আচরণীয় নহে। কলিযুগে মানবের কেবল পশুভাবেই * মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে।

* ‘পশুভাব’ অর্থাৎ বৈদিক ভাব বা দেব-ভাব। যথা—‘পশুপতি’

তন্মত্রে এই সকল প্রমাণদ্বারা স্পষ্টই বোধগম্য হইতেছে যে কলিযুগের দুর্লভ মানবগণের পক্ষে দিব্যাচার বা বীরাচার-মতে সাধনা অসম্ভব। এই বীরাচার বা কুলাচারের সাধন অতীব কঠিন। মহাজ্ঞিতেন্দ্রিয় পুরুষভিঃ অন্যত্র এই বীরাচারে অধিকার নাই। নিরুত্তর তন্মত্রে ১০ম পটলে দেখা যায়—

‘সিদ্ধমন্তী ভবেদ্বারো ন বীরো মন্ত-পানতঃ।’

অর্থাৎ যিনি মন্ত্র সিদ্ধি করিতে পারেন, তাহাকেই বীর (বীরাচারী) বলা যায়। শুধু মন্ত্রপান করিয়াই বীর হওয়া যায় না। বীরভাবে সাধকের (কৌল্যের) লক্ষণ নির্ণয়-বিষয়ে শ্রীশিবের এইরূপ উক্তি আছে,—

তং সমা চ ভবেন্নারী মংসমঃ পুরুষো যদি।

শুদ্ধচিত্তস্তদাহলৌ তু সমর্থঃ কুলসাধনে।

হে পার্শ্বতি! তোমার স্তায় শুদ্ধচিত্তা নারী এবং আমার স্তায় শুদ্ধচিত্ত পুরুষ হইলে সেই নারী ও সেই পুরুষ কুলসাধনে (কৌলাচারের সাধনায়) সমর্থ হয়। কুলার্নব তন্মত্রে দ্বিতীয়োক্তাসে বিশেষভাবে উল্লেখ আছে,—

কৃপাণ-ধারা-গমনাদ্ বাঘ-কর্ণাবলম্বনাং।

ভুজঙ্গ-ধারণান্নুনমশকাং কুল-সেবনম্।

অর্থাৎ তীক্ষ্ণ অশীধারার উপর দিয়া গমন, বাঘের কর্ণমর্দন ও হস্তদ্বারা বিষধর সর্পধারণ হেতু প্রকৃত কুলসন্ন্যাসচরণ (কৌলাচার) তদণেকাও অধিকতর ত্বকর কার্য জানিবে। নির্বাক তন্মত্রেও দেখা যায়,—

শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে।

ন ভেদো যস্য চার্কজি স কৌলঃ পরিকীর্তিতঃ।

হে দেবি! হে সুন্দরি! শ্মশানে ও গৃহে, স্বর্ণে ও তৃণে যাহার ভেদ-জ্ঞান নাই তাহাকেই প্রকৃত কৌল বলিয়া জানিবে।

উক্ত সমস্ত বচন-তাৎপর্য্যেই কলিহত দুর্লভ জীবগণের পক্ষে কুলাচার নিষিদ্ধ হইয়া পশ্চাচারের পূজার বাবস্থা তত্ত্ব অধিকারীপক্ষে নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,— ‘পশুভাব-স্থিতোযজ্ঞো মহাসিদ্ধিং লভেৎ প্রবম্।’

(ব্রহ্মযামলে উত্তরতন্ত্র ২য় পটল)

মানবগণ পশুভাবে অর্থাৎ পশ্চাচারে (মজ্জ-মাংস ব্যতীত স্বাত্তিকী) সাধনা অর্থে ‘দেবেশ’ বা ‘জীবেশ’ শ্রীশিবকেই ব্জায়। পশ্চাচার বলিলে বৈদিক আচারকেই লক্ষ্য করে।

(পূজাদি) করিলেই মহামিঙ্গি লাভ করিতে পারিবে। কলিকালে অন্যভাবে তাহা কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পশ্চাচার যথা,—

বেদোক্তেন যত্তেদেীং কাম-সংকল্প-পূর্ব্বকম্।

স এব বৈদিকাচারঃ পশ্চাচারঃ স উচ্যতে ॥

(শব্দকল্পদ্রুমমুত—আচারভেদতত্ত্ব)

অর্থ—নিজের অনীষ্টানুরূপ সঙ্কল্পবাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক বেদোক্ত বিধানে দেবী ভগবতীর অর্চনাকেই বৈদিকাচার কহে এবং ঐ বৈদিকাচারই পশ্চাচার নামে কথিত হয়।

সুতরাং তন্ত্রমতের অজুতাত্তেও বলিদান বা মাংসাদি ভোজন অবাধগতিতে চলিতে পারে না। তন্ত্রমতের যাহা—পশ্চাচার, বেদাচারও যখন—তাহাই নিশ্চিত হইল, তখন বেদে রাগপ্রাপ্ত বলিদান ও মাংস ভোজনাদির সাক্ষাৎ কোনও বিধি না থাকায় মন্ত-মাংস-ব্যবহার বিষয়ে তন্ত্রমতেও বৈধ বলা চলে না। রাগপ্রাপ্ত কার্য্যে বিধি না থাকিলেও ইঙ্গিয়ামন্ত জনগণ যথেষ্টভাবে তাহা সম্পন্ন করিতে পারে বলিয়া, তাহাদের সেই উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার জন্তই ‘পরিসংখ্যা’ বিধি বা ব্যবস্থা করা হইয়াছে মাত্র। ইহা পূর্ব্বক বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

কাশীধাম শাক্ত ও শৈবগণের সর্ব্বোত্তম স্থান বলিয়া মান্য করা হয়। এবং পণ্ডিতপ্রধান বলিয়াও সুপরিচিত। বিশ্বনাথের এই পুণ্যপুণী কাশীধামে অল্পপূর্ণা পূজায় পণ্ডিতেব নিয়ম না থাকায়, তাঁহার কোনও পূজাতেই ছাগাদি পশু-বলি দেওয়া হয় না। বঙ্গের বহু রাজা মহারাজা কাশীতে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার বিশেষভাবে পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এবং প্রতি বৎসর শত শত ক্রীতদাসপূজা ও কালীপূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে; কিন্তু বাংলাদেশে ন্যায় পশুবলির প্রথা কোথাও দেখা যায় না;—সর্ব্বত্রই নিরামিষ ভোগ হইয়া থাকে। কাশীস্থ পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীবিশালাক্ষী দেবীর নিকটও নিরামিষ ভোগই হইয়া থাকে। পণ্ডিতপ্রধান কাশীধামের এই সমস্ত শক্তিপূজা অঙ্গহীন বা অশাস্ত্রীয় হয় বলিয়া আজ পর্য্যন্ত কেহ প্রমাণ করিতে সমর্থ হন নাই। এতদ্ব্যতীত ভারতের বহু বহু বিশিষ্ট শক্তি-মন্দিরেই সাত্ত্বিকভাবে বিনা বলিতে পূজার প্রচলন রহিয়াছে। তাহার ভূট-চারিটি স্থানের বিবরণ সবিশেষভাবে পরিলক্ষ্য হইয়া সকলের সন্দেহ-নিবরণার্থ এইস্থলে প্রদত্ত হইল।—

১। কলিকাতার সন্নিকটস্থ শ্রীশ্রীদক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে পূর্বে বলিবিধান ছিল। স্বর্গীয়া রাণীমালমণির দৌহিত্র কলিকাতা ইটালির জমিদার স্বধর্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বলরাম দাস মহাশয় ঐ মন্দিরের সেবাভার প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ বলিবিধান জন্য অত্যন্ত মন্বাহত হইয়াছিলেন। তিনি কালীধাম, নবদ্বীপ, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, ভট্টপল্লী ও হরিদ্বার প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান স্থানের স্বনামখ্যাত বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলীর শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবধর্মী নির্কিংশেষে সকলের নিম্নে শাক্তপুজার বলিদান একান্ত কর্তব্য কি না, এবং ঐ বলিদান বন্ধ করিলেই বা শাস্ত্রীয় দোষ কি? তাহার ব্যবস্থাপত্র জন্য প্রার্থনা জানান। তদন্তরে ঐ সকল পণ্ডিতগণের অনেকেই একত্রে মিলিত হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে একখানা ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া তাহারা সকলেই স্বাক্ষরিত করেন, এবং পরে অনুপস্থিত পণ্ডিতগণেরও স্বাক্ষর করান হয়। ব্যবস্থাপত্রে তাঁহারাও প্রবন্ধদর্শিত পদ্মপুরাণাদির বচন উল্লেখ করিয়া “বিষ্ণু-মন্ত্রোপাসক ও শক্তিমন্ত্রোপাসক সাত্ত্বিকাদিকারী সকলেরই পূর্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত বলিদান সহ কালিকাপূজা বলিদান বাতীত করিলে কোনই পাপ হয় না, বরং সাত্ত্বিকবিধানে পূজা করাই, প্রকৃত শাস্ত্রাভিমত”—এই মর্মে বিধান প্রকাশ করে। এইরূপ ব্যবস্থাপত্র প্রাপ্ত হইয়া উক্ত মহাত্মা তদবধি ঐ মন্দিরে বলিদান বন্ধ করেন। সকলের কুসংস্কার দূর করার জন্য উক্ত ব্যবস্থাপত্র ও স্বাক্ষরকারী পণ্ডিতগণের নাম ১৩২০ সালের আশ্বিন মাসের প্রহাসী-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে নবদ্বীপের মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় অজিত নাথ স্বায়ম্ভু প্রভৃতি সত্তেবজন, ভট্টপল্লীর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ক-ভোগ, শ্রীবীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতি দশজন, কালীধামের মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন, ভাগবতাচার্য্য স্বামী প্রভৃতি নয়জন, হরিদ্বারের শ্রীধামকৃষ্ণ তন্ত্রশাস্ত্রী শ্রীগোবিন্দ শাস্ত্রী ও শ্রীকৃষ্ণানন্দ তীর্থস্বামী প্রভৃতি নয়জন, মোট পঞ্চতাল্লিশ জন পণ্ডিত ঐ ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

২। বৌদ্ধভূমি জেপার সিউডী সদরে খনাম প্রসিদ্ধ মৃত দক্ষিণারজুন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীকালিকামন্দিরে দেবীর নিকট ছাগ বলি বা মৎস্য-মাংসাদি ভোগের ব্যবস্থা নাট। ঐ মহাত্মা দেবীর প্রতিষ্ঠাকালেই ভারতের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দতীর্থ স্বামী মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সমবেত সকলের বিচার এবং ব্যবস্থাক্রমে

সাত্ত্বিকভাবে পূজার অনুষ্ঠান করাষ্ট স্থিরীকৃত হয়। তদবধি প্রত্যহ দেবীর নিরামিষ ভোগই হইয়া থাকে। পশুপলি সর্বতোভাবে নিবারিত আছে। পীঠস্থান বহুপ বীণভূম জেলার সদরে শ্রীশ্রীকালীমাতার এইরূপ সাত্ত্বিক পূজা পুণ্যস্থান স্বতিকে গৌরাবান্বিত করিতেছে।

৩। নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয় রাণীভবানীর স্রোযোগ্য বংশধর মহারাজ জগদিস্রনাথ রায় বাহাদুর বার্ষিক শ্রীতুর্গাপূজাকালে পূর্বপুঙ্খ প্রচলিত পশু বলিদান বন্ধ করিয়াছেন। তাঁহার এই সাধু কার্যে অনেকেরই ভ্রান্তি বিদূরিত হইবে।

৪। কলিকাতা বাঁধা বটতলার স্বধর্মপণ্ডাচরণ জহনারায়ণ মিত্র মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ীতে বহুকাল যাবৎ শ্যামাপূজা উপলক্ষে ১০৮টি বলিদান হইত। তন্মধ্যে ত্রয়টি মহিষ, দুইটি মেঘ, আটান্নব্বইটি ছাগ, একটি কুয়াণ্ড ও একটি ইক্ষুদণ্ড এই সমস্তে মোট একশত আটটি বলিদানের প্রথা ছিল। কিন্তু তাঁহার সুযোগ্য পৌত্রগণ এই বলিদান রহিত করিয়াছেন। তৎপরিবর্তে শাস্ত্রীয় বিধানমতে বলি প্রতিনিধিক্রমে ক্ষীরের পুতুল উৎসর্গ করিবার নিয়ম করিয়াছেন। এষ্ট মিত্র মহাশয়ের শ্রীশ্রীকালীধামে প্রতিষ্ঠিত যে কালীমূর্তি আছেন, সেখানেও কোন বলির ব্যবস্থা নাই, নিত্য নিরামিষ ভোগ সহ পূজা ও ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

উদ্ভাসের পথ

পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৮ পৃষ্ঠার পর) ।

‘ব্রহ্মসংহিতায়’ উক্ত হয়েছে,—

“দৈশ্বর্যঃ পরম কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ ।

অনাদিবাদির্গৌবিন্দঃ সর্বকারণ কারণম্ ॥ (ব্রঃ সং ৫।১)

অর্থাৎ—“সৎ, চিত্ত ও আনন্দময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ংরূপ, অনাদি এবং সর্ব বিষ্ণু ও বৈষ্ণব তত্ত্বের আদি এবং সর্ব কারণের কারণ।

খেতাস্থতর শ্রুতিতে আছে,—

“ভূমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং ত্বং

দৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদৃ

বিদ্যাম দেবং ভুবনেশ্বরীভ্যম্ ॥”

অর্থাৎ—“তুমি ব্রহ্মরূপাদি ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর। তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও পরম দেবতা। তুমি প্রজাপতিগণেরও পতি বা পালক। তুমি পরমেশ্বরেরও শ্রেষ্ঠতত্ত্ব। তোমাকে আমরা জগদ্বন্দ্য জীলাপরাধণ পরমেশ্বর বলে জানি।” স্বন্দ পুরাণে শিবজী পার্শ্বভীদেবীকে বলেছেন,—

“তেনৈব হেতুভূতেন বহুং জাতা মহেশ্বরী।

কারণং সর্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ।”

অর্থাৎ—“হে মহেশ্বরী! আমরা সেই নিমিত্ত-পুরুষ হতেই জাত হয়েছি। তিনিই একমাত্র পরমেশ্বর এবং সর্বভূতের কারণ।”

ঋগ্বেদ-বাক্যে কৃষ্ণের নিত্যলীলা অভিধাবৃতি ক্রমে বর্ণিত হয়েছে,—

“অপশ্রুং গোপামণিগদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিক্ষরন্তম্।

স সপ্রীচীঃ স বিষূচিবসান আবরীবন্তিভুবনেষুঃ।।

(ঋগ্বেদ ১২২।১৬৪ সূক্ত, ৩১ ঋক্)

অর্থাৎ—“দেখিলাম এক গোপাল, তাঁহার কখন পতন নাই; কখন নিকটে, কখন দূরে—নান্যপথে ভ্রমণ করছেন। তিনি কখন বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখনও বা পৃথক পৃথক বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত। এইরূপে তিনি বিশ্ব-সংসারে পুনঃ পুনঃ প্রকটপ্রকট-লীলা বিস্তার করছেন।

কৃষ্ণের সর্বৈশ্বরত্ব ও পরমতমত্ব সম্বন্ধে ‘অথর্ববেদ’ বলেন,—

“মুনয়ো বৈ ব্রাহ্মণমূচুঃ—ক পরমো দেবঃ? কুতো মৃত্যুবিভেতি? কস্য বিজ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি? তদ্বহোবাচ ব্রাহ্মণঃ—কৃষ্ণো বৈ পরমঃ দৈবতঃ। গোবিন্দামৃত্যুবিভেতি। গোপীজন বল্লভ জ্ঞানেন এতদ্ বিজ্ঞাতং ভবতি। কৃষ্ণ এব পরমো দেবন্তঃ ধায়েৎ, তং যজেৎ তং রসেৎ, তং ভজেৎ।”

অর্থাৎ—“মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—প্রভো! পরমেশ্বর কে? মৃত্যু কাহাকে ভয় করে? কি জ্ঞান লাভ করলে সমস্ত জানা যায়। তদ্বস্তরে ব্রহ্মা বলিলেন,—কৃষ্ণই পরমেশ্বর। মৃত্যু সেই গোবিন্দকে ভয় করে। এই গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণের সম্বন্ধে বিজ্ঞান লাভ হলে সমস্তই অবগত হওয়া যায়। অতএব এই পরমেশ্বর কৃষ্ণকেই চিন্তা কর, তাঁর পূজা কর, তাঁর নাম কীর্তন কর, তাঁর ভজনা কর।” ‘পদ্মপুরাণে শ্রীনারদের প্রতি শ্রীশিবজীর উক্তি,—

“ভুবনে সর্বলোকানাং নারায়ণো বৈ চরিত্বিৎ বিনা।

ভবর্গগচ্ছিন্নকোহপি সর্বকামদঃ কামদঃ।

অর্থাৎ—“ভব-বন্ধন-হেদনকারী সর্বকল-দাতা শ্রীহরি বাতীত জীবের আর আশ্রয় কেহ নাই। তিনিই সকলের একমাত্র উপায়।”

‘গীতাতেও’ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—“অহং আদি হি দেহানাম্”— অর্থাৎ—“আমিই সমস্ত দেবতার আদি”; “বেদৈশ্চ সর্বেষু হি মেধা বেদো”— অর্থাৎ,—“আমিই সকল বেদের জ্ঞাতবা বিষয়।” ঋগ্বেদে “শ্রামাচ্ছন্দঃ প্রণতো” মন্ত্রে শ্রামহৃন্দর কৃষ্ণের কথাই ধ্বনিত হয়েছে। এইরূপে সকল শৌভ্বেই শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিপন্ন হয়েছে। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের শক্তির পরিণতিতে জগৎ ও জীবের প্রকাশ হয়েছে।

স্বষ্টিতত্ত্ব-রহস্য

ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের ধাম দ্বারক, মথুরা ও গোকুল-এর মধ্যে গোকুল শ্রেষ্ঠ। আবার গোকুলের অন্তর্গত গোলোকধাম ঐশ্বর্য্যময় ও ব্রহ্মধাম মাধুর্য্যময়। তাই কৃষ্ণলোকের মধ্যে ব্রহ্মধামই সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ। কৃষ্ণই মূল ভগবান্ এবং তিনি স্বয়ংক্রমে সর্বদা নিজধামে অবস্থান করে উক্ত, দাম, সুখ ও প্রেমসীগণের সহিত নিত্য নব নব লীলা-ক্রীড়ায় নিরত আছেন। তিনি স্বয়ংক্রমে সৃষ্টিাদি কোন কার্য্য করেন না। তবে তাঁর ইচ্ছাতেই সর্ব কার্য্য সম্পন্ন হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের একই বিগ্রহে অনন্ত-স্বরূপ ও অনন্ত-শক্তি। তাঁর অনন্তস্বরূপ থাকলেও তিনি প্রথমেই স্বরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশ (ভগবদাবেশ ও শক্ত্যাবেশ) রূপে বিরাজিত এবং তাঁর স্বয়ংক্রমে ব্রহ্ম গোপ-মূর্ত্তিই স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বোত্তম।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংক্রম (মূর্ত্তি) বিবিধ—স্বরূপ ও স্বয়ং প্রকাশ। ব্রহ্মনাথ নন্দনন্দন গোপমূর্ত্তি কৃষ্ণই স্বয়ংক্রম। স্বয়ংক্রমের সংজ্ঞায় লঘুভাগ-বতামৃত বাক্য, যথা,—“অনন্যাপেক্ষি ব্রহ্মণঃ স্বয়ংক্রমঃ স উচ্যতে।” কৃষ্ণের স্বয়ং প্রকাশ আবার দুই প্রকারে প্রসিদ্ধ, যথা—প্রান্তব-প্রকাশ ও বৈভব-প্রকাশ। তিনি প্রান্তব-প্রকাশে বা মুখ্য প্রকাশে ব্রহ্মধামে বহুমূর্ত্তি ধারণ করে গোপীদের সাথে রাসলীলা করতেন। আর বৈভব-প্রকাশে বা গোপ-প্রকাশে তিনি দ্বারকার মহিষী-বিবাহে একই সময়ে তাব বেশ-ভেদে সকল মহিষীর গৃহে গমনপূর্ব্বক বহুমূর্ত্তিধারী। প্রসঙ্গতঃ জগৎগুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় জাগিয়েছেন,—“আকারৈকো মুখ্য প্রকাশঃ আকারভিন্নভেদে গোপ প্রকাশঃ। তথা মহিষী-বিবাহদর্শনাত্মকং তদুপলক্ষিত-নারদ-দৃষ্ট-প্রকাশক চিত্তাদিভিন্নভেদ সর্বথা তৎস্বরূপভাবাৎ রাস-প্রকাশৈব মুখ্যতম্।”

“সেই বসু, সেই আকৃতি পৃথক যদি ভাসে।

ভাব-বেশ-ভেদে নাম বৈভব প্রকাশে ॥” (১৫: ৮: যথা)

আবার বৈভব প্রকাশে কৃষ্ণই ক্ষত্রিয় ভাব ও ক্ষত্রিয়-বেশে দ্বিভূজ দেবকী-নন্দন বাসুদেব এবং স্বয়ং প্রকাশ-বিগ্রহে বা দ্বিতীয় দোহে ভিন্ন আকৃতিতে গোপ-অভিমানী স্বয়ং প্রকাশ বস্তু মূল সঙ্ঘর্ষণ বলবাম বা বলদেব রূপে বিরাজিত। কৃষ্ণের স্বয়ংরূপের অভিন্ন এবং ভাব-বেশ ও আকৃতিতে ভিন্ন তদেকাজ-পুরুষগণ বিলাস ও স্বাংশ ভেদে দ্বিবিধ। বিলাস আবার প্রাভব-বিলাস ও বৈভব-বিলাস নামে খ্যাত। দেবকীনন্দন বাসুদেব দ্বিভূজ পরিভাগ করে যখন চতুর্ভূজ হ'ল তখন আর বৈভব-প্রকাশ থাকেন না, পরন্তু প্রাভব-বিলাস হন। “যে কালে দ্বিভূজ, নাম বৈভব-প্রকাশ।

চতুর্ভূজ হৈলে নাম প্রাভব-বিলাস ॥” (১৫: ৮:)

কৃষ্ণের স্বয়ং প্রকাশ বিগ্রহ বলবামেরও যেমন ভ্রজধামে গোপভাব-গোপ-বেশে বৈভব-প্রকাশ আছে, তেমনি তাঁর দ্বারকা-মথুরা ধামে নিত্য ক্ষত্রিয়ভাব ও ক্ষত্রিয়বেশে আদি চতুর্ভূজরূপে প্রাভব-বিলাস হয়। এইভাবে বলবামও কৃষ্ণের বিলাস-বিগ্রহ। কৃষ্ণের এই আদি-চতুর্ভূজের চারিমূর্তি দ্বিভূজ।

“বৈভব-প্রকাশে আর প্রাভব-বিলাসে।

একই মূর্ত্তি বলদেব ভাব-ভেদে আসে ॥” (১৫: ৮:)

কৃষ্ণলোকের অধোভাগে দ্বিবেশে পরবোম বৈকুণ্ঠলোক। বৈকুণ্ঠলোকে কৃষ্ণের বৈভব-বিলাস প্রকাশিত; কৃষ্ণলোকের আদি-চতুর্ভূজই পরবোম বৈকুণ্ঠলোকে দ্বিতীয় চতুর্ভূজরূপে তথা বাসুদেব, সঙ্ঘর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ভূজ মূর্ত্তিতে বিরাজমান। প্রাভব-বিলাস আদি-চতুর্ভূজ থেকেই দ্বিতীয় চতুর্ভূজ ও অত্যাচ্চ চতুর্ভূজরূপী বৈভব-বিলাসগণ তথা অন্তর্বৈচিত্র্যে চব্বিশ মূর্ত্তিরূপ বৈভব-বিলাস প্রকটিত।

কৃষ্ণই বিলাস-বিগ্রহে চতুর্ভূজ নারায়ণ ‘মহাঈশ্বর’ নামে দ্বিতীয় চতুর্ভূজ সহ পরবোম বৈকুণ্ঠে বিরাজিত। এইভাবে কৃষ্ণ স্বয়ং গোকুলাদি তিন ধামে অনন্ত সময় কেবল লীলাময় এবং তিনিই একই স্বরূপে মূল সঙ্ঘর্ষণ বলদেবরূপে প্রকাশিত হ'য়ে আজ কায়বাত্তে কৃষ্ণলীলার মহাস্বক হয়েছেন। আবার তিনিই সৃষ্টিকামধুক হয়ে মহাঈশ্বররূপে পরবোম বৈকুণ্ঠে বিলাস-মূর্ত্তি ধারণ করে তদংশরূপে কারণার্ণবশায়ী মহাবিশু, গর্ভোদকশায়ী বিশ্ব ও ক্ষীরোদশায়ী বিশ্বরূপে ক্রমেচ্ছায় সৃষ্টিাদি কার্য্য করেন। বলদেবের হৃদয়ে দাস্যভিমান

বা শুদ্ধ-অভিমান থাকায় তদংশ বা অংশাংশে সকল বিষুতজ্জ্বৈ শুদ্ধতাব
যাভাবিক ভাবেই আছে।

“মধুরা-স্বাকায় নিজরূপ প্রকাশিয়া।

নানা-রূপে বিলসয়ে চতুর্বাহ হৈয়া ॥

বাসুদেব-সদ্বর্ষণ-প্রত্নান্নানিরুদ্ধ।

স্বচতুর্বাহ-অংশী, তুরীয়, বিগুহ ॥

এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল-লীলাময়।

নিজগণ লৈয়া খেলে অনন্ত সময় ॥

পরবোম মধ্যে করি' স্বরূপ প্রকাশ।

নারায়ণরূপে করেন বিবিধ বিলাস ॥

স্বরূপ বিগ্রহ কক্ষের কেবল বিভূজ।

নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভুজ ॥

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম মহৈশ্বর্যময়।

শ্রী-কু-লীলা-শক্তি ধার চরণ সেবয়ে ॥” (১৫: ৮: আদি)

কক্ষের বিলাস মহাসদ্বর্ষণ হ'তেই স্বাংশের প্রকাশ। স্বাংশ বলতে
মহাসদ্বর্ষণের অংশ পুরুষাবতার ও মৎস্য, কুর্মা প্রভৃতি অবতার। ইঁহারা
শক্তিমত্ত্ব বা ঈশত্ত্ব; পরবোম বৈকুণ্ঠের অধোভাগে শেষসীমায় জ্যোতির্ময়
নির্বিশেষ ব্রহ্মদাম বা নিরুলোক। ব্রহ্মলোকের বাহিরে চিন্ময় জলপূর্ণ কারণ-
সমুদ্র বা বিরজা নদী। মহাসদ্বর্ষণ এক অংশে আদি পুরুষাবতার মহাবিশু
বা কারণাবশায়ী নামে সেই কারণ সমুদ্রে শায়িত।

শাস্ত্রবলেছেন,— “কারণাক্রি-পারে মায়াব নিতা অবস্থিতি।

বিরজার পারে পরবোমে নাহি গতি ॥” (১৫: ৮: মধ্য)

পাদ্মোত্তর খণ্ডে বর্ণিত আছে,—

“তস্তাঃ পারে পরবোম ত্রিপাদভূতং সনাতনম্।

অমৃতং শাস্বতং নিতমেনন্তং পরমং পদম্ ॥”

অর্থাৎ—“সেই বিরজার পরপারে পরবোম আছেন। পরবোম—
চিজ্জগৎ। অতএব অশোক, অভয় ও অমৃতরূপ ত্রিপাদ বিভূতি তাঁহাতে
নিতা বর্তমান।”

পরবোম বৈকুণ্ঠে সপ্ত-রক্তমো গুণ নেই। সেখানকার কোন বস্তু সৃষ্টবস্তু
নয়। তাই সেখানে রক্তগুণের প্রভাব নেই। সেখানকার কোন বস্তুর স্বংস

হয় না—তাই প্রলয়ের কারণ তরুণের প্রেতাবও সেখানে নেই। সত্ত্বগুণ প্রাকৃত মায়িক বলে সেখানে সত্ত্বগুণও নেই। বৈকুণ্ঠধাম তাই নিগুণ নিত্য সনাতন নাম। সেই পরবোম বৈকুণ্ঠ-লোকে সদাশিব-বৈকুণ্ঠ, নৃসিংহ-বৈকুণ্ঠ, রাম-বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি অনন্তকোটি বৈকুণ্ঠ বিদ্যমান।

“অনন্ত বৈকুণ্ঠ এক এক দেশে যার।

সে পরবোমের কেবা গণয়ে বিজার ॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠ-পরবোম যার দলশ্রেণী।

সর্বোপরি কৃষ্ণলোক কর্ণিকাস গণি ॥

এইমত ষড়ৈশ্বর্য, স্থান, অবতার।

ব্রহ্মা, শিব অন্ত না পায়, জীব কোন্ ছার ॥

এইমত কৃষ্ণের দিবা সত্ত্বগুণ অনন্ত।

ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি না পায় যার অন্ত ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য)

বৈকুণ্ঠধামের বেষ্টনী অলনিষি কারণ সমুদ্রকে মায়াশক্তি স্পর্শ করিতে পারে না। আদি পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিকুট অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ও সমস্ত জীবশক্তির অধিষ্ঠান ও মূল। তিনি সৃষ্টিকালে চিচ্ছক্তিবলে সৃষ্টিকামযুক্ত হইয়ে তাঁর অধীনা জড় প্রকৃতি মায়ার প্রাতি ঈক্ষণ বা দৃষ্টি করেন। এই জড়মায়া হচ্ছে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাশেষ-শক্তি যোগমায়া-র বিকার বা চিচ্ছক্তির ছায়া-বিকার। আদি পুরুষাবতারের সেই ঈক্ষণ বা দৃষ্টির প্রভাব নিমিত্তই আধারের প্রকৃতিতত্ত্ব মায়া ক্রীড়াবর্তী হয়। সেই সময় প্রতিকলিত যে জ্যোতির উদয় হয়, সেই সনাতন জ্যোতির আভাস দ্রব্যময় প্রধানরূপ তত্ত্ব নান্তু লিঙ্গ। মহাবিকুট সেই ঈক্ষণ কার্য্য সরাসরি না হওয়ায় মায়া-র সজ্জ হয় না, কারণ কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই চিচ্ছক্তিরূপা রমাদেবী সেই ঈক্ষণ বহন করে প্রপঞ্চ সহ মহৎ-ভক্তরূপ বীজ মায়াতে সংযোগ করেন। সেই ঈক্ষণ কার্য্য কৃষ্ণেরও জড়-মায়া-র সহিত সাক্ষাৎ ভাবে সঙ্গ হয় না। সেই ঈক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্র-বাক্য যথা,—

“কাণ্ডস্থতা তু মায়ায়াং গুণমর্যামধোকৃতঃ।

পুরুষোক্তভূতেন বীৰ্য্যদাধাতু বীৰ্য্যশান্ ॥” (ভাঃ ৩ঃ-২৬)

অর্থাৎ,—“কাণ্ডস্থিতি দ্বারা গুণময়ী (কোড়িতা) মায়ায় বর্ণনীয়মান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা আদি পুরুষাবতার দ্বারা বীৰ্য্য (চিং পদসংগুপ্ত বীৰ্য্য) প্রদান করেছিলেন।”

‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ এ’ সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় লিখেছেন,— “মায়ার যে দুই বৃত্তি—‘মায়া’ আর ‘প্রধান’।

‘মায়া’ নিমিত্ত হেতু, বিশ্বের উপাদান ‘প্রধান’ ॥

সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান।

প্রকৃতি ক্ষোভিত করি’ করে বীৰ্য্যের আধান ॥

স্বাদ-বিশেষ্যভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন।

জীৱরূপ ‘বীজ’ তা’তে কৈলা সমর্পণ ॥” (১৮: ৫ঃ)

সর্ববাদীসম্মত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন,—

“মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধামাহমা।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো জবতি ভারত ॥” (গী: ১৪: ৩)

অর্থাৎ—“হে ভারত! প্রকৃতি আমার যোনি বা গর্ভাধান স্থান আমি তাহাতে তটস্থ প্রভাবরূপ জীব-বীজকে আধান করি, তা’হা হ’তেই সমস্ত জীবের উদ্ভব হয়।”

শ্রীভগবানের তটস্থাত্মা জীব-বীজ সম্পর্কে অগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভূপাদ জানিয়েছেন,—“ভগবানের তটস্থাত্মা-জীবশক্তিতে কক্ষোন্মুখী চেষ্টার সহিত কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ ভোগ-বাদনা-বীজও অব্যক্তভাবে অবস্থিত।” এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের তটস্থাত্মা প্রকৃতি কিরণ কণারূপে বিভিন্নাংশ অনন্ত জীব আদি-পুরুষাবতারের ঈক্ষণ প্রভাবে মায়ার সহিত মিলিত হন। জীব স্বরূপতঃ ভগবানের কিরণকণ হওয়ায় ভগবানের লক্ষণ ও গুণসমূহের লগ্ন প্রাপ্ত হয়েছেন। মায়া প্রবণ জীব শুদ্ধচিৎকণস্বরূপ প্রাপ্ত হ’লেই ভগবদ্গুণাদি অনুরূপে সঞ্চারিত হয়।

মহাবিষ্ণুর ঈক্ষণকার্য্য সম্বন্ধে অগৎগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভূপাদের উপদেশ স্মরণীয় ;—“কারণার্গবশাচ্চী পুরুষ দূর হ’তে মায়ার প্রতি যে ঈক্ষণ করেন, তা’তে দুইপ্রকার কার্য্য হয় অর্থাৎ পুরুষের কিরণ কণারূপে অনন্ত জীবকে মায়া মধ্যে নিবিষ্ট করে এবং স্বয়ং অজ্ঞানভাবে মায়া স্পর্শ করে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে। অজ্ঞানভাস—অঙ্গ মিলনের আভাস মাত্র, প্রকৃত প্রস্তাবে অঙ্গ-মিলন নয়।” জড়মায়ার প্রতি মহাবিষ্ণুর ঈক্ষণে প্রভাব সঞ্চারিত হওয়াতে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য প্রকাশ পেয়েছে।

মহাবিকুর অধ্যক্ষতা-প্রভাবেন্দ্রবাসর প্রধানরূপ শব্দে আধারময় প্রকৃতি-
তত্ত্ব মায়া—এই উভয়ের ক্রিয়া-চেষ্টায় মাতা হিরণ্যয় মহত্ত্ব প্রসব করেন।
সেই সময় জ্যোতির্লিঙ্গময় শব্দে মহাবিকুর বিভিন্নাংশ হয়েও আধিকারিক
দেবতা ও শ্রীকৃষ্ণের গুণাধিকার মধ্যে পরিগণিত। ইনি বৈকুণ্ঠলোকের অস্থগত
শিবলোকে বিরাজিত আংশ সদাশিবের অংশ। সদাশিব নিজস্বরূপে ভগবৎ-
সেবক। অতঃপর শ্রীভগবানের অধ্যক্ষতায় সেই মহত্ত্ব থেকে সাত্ত্বিক,
রাজসিত ও তামসিক—এই ত্রিবিধ অহঙ্কার উৎপন্ন হ'ল। সাত্ত্বিক অহঙ্কার
থেকে মন ও ইন্দ্রিয়াদিষ্টাৎ দেবগণ, রাজসিক অহঙ্কার থেকে বুদ্ধি ও দশ-
ইন্দ্রিয় (পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় যথা—বাক, পানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এবং পঞ্চ-
জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্), তামসিক অহঙ্কার
থেকে পঞ্চ মহাভূত (ভূমি বা পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ) এবং পঞ্চ-
মহাভূতের সৃষ্টি অবস্থা পঞ্চ তন্মাত্র (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ) প্রকাশিত
হ'ল। এইভাবে ভগবানের ইক্ষণ-প্রভাবে অপর বা মায়া সৃষ্টিগত জনস্ত-
কোটী ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হল। এই সাত্ত্বিক ব্রহ্মাণ্ডত্বজিতে ভগবানের এতপাদ
বিভূতি এবং বৈকুণ্ঠাদি চিন্মধ্যমে ত্রিপাদ বিভূতি বর্ত্তমান।

ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিতে গুণময়ী জড় মাযার মুখ্য কর্তৃত্ব নেই, কেননা কৃষ্ণের ইচ্ছা
ব্যাভীত জড়মায়া জীবাশক্তি হ'তে পারেন না। অপর বা মায়া-প্রকৃতির
বৃত্তি জড়; কিন্তু ভগবানের পরা-প্রকৃতি জীবশক্তি জড়ময়,—জীবশক্তির
চৈতন্যত্ব বিদ্যমান। তাই মায়াশক্তি অপেক্ষা জীবশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপালিত।
গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,—

“ভূমিবাণোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব।

অহঙ্কার চৈতীয়ং সমভিন্না প্রকৃতিঃ স্টেমা ॥

অপ্রেমমিতস্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।

বীজভূতাং মহাবাহো যেষেদং ধার্ব্যতে জগৎ ॥”

অর্থাৎ—ক্ষিতি, অগ্নি, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পাঁচটি স্থূল জড় ও
মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই তিনটি সূক্ষ্ম জড়—এই অষ্টপ্রকার আমার
অপর বা মায়াশক্তির বৃত্তি বিশেষ। কিন্তু ইহা হ'তে পৃথক্ ও শ্রেষ্ঠ আমার
পর প্রকৃতি চৈতন্যরূপে জীবশক্তি আছে, তার থেকে জীবসমূহ নিঃসৃত হয়ে
জড়-জগতে অবস্থান করছে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

ত্রিভক্তিস্বামী স্বামী ভক্তিবাদান্ত আচার্য্য মহারাজ

ত্রিভক্তিস্বামী শ্রীমন্ত ভক্তিবাদান্ত আচার্য্য মহারাজের বাল্যকালে নাম ছিল শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়। পিতার নাম শ্রীমহেশচন্দ্র রায় এবং মাতার নাম ছিল শ্রীমতী যুগ্মদী দেবী। আসামস্থ গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত গোলোকগঞ্জ থানার অধীন লক্ষীমাবী গ্রামে ১৯৪৫ সালের ১লা মার্চে জন্ম হয়। তাঁহার পিতা গ্রামের ভূম্যধিকারী ছিলেন। বালক যোগেন্দ্র গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সহর গোলোকগঞ্জের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে মাত্র ৮ বৎসর বয়সেই ভর্তি হয়।

নৈশবকাল হইতেই যোগেন্দ্র (ডাক নাম যোগেন) ধর্মপ্রবণ ছিল। মাত্র তিন মাস যখন তাঁহার বয়স তখনই তাঁহার মাতৃ বিয়োগ হয়। বাল্যবিধবা-নিঃসন্তান পিসিমা-ই তাঁহাকে লালন-পালন করিতে থাকেন। শিশু যোগেন্দ্রের মাতৃ বিয়োগ ঘটলেও পিসিমা শ্রীমতী বর্ণময়ী দেবীর স্নেহ-যত্নে শশীকলার স্থায় বর্ধিত হইতে থাকে। পিসিমার এতো আদর পেয়েছিল যে, সে নিজেরই গর্ভধারিণীমা ব্যতীত অন্য কিছু মনে করিতে পারিত না। মাতৃহারা যোগেন পিতার ছিল অত্যন্ত স্নেহের পুতুল। সামাজিক জীবনে পিতার যেমন আভিজাত্য ছিল তেমনি তাঁহার সহিত বাল্যকাল হইতেই বহু স্থান ভ্রমণ করিবার সুযোগ হইত। পিতা প্রায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণে গেলে বালক-পুত্র যোগেন্দ্রকে তিনি সঙ্গে রাখিতেন। তাঁহার পিতা ছিলেন ধর্মভীরু উদার চরিত্রের। বালক যোগেন্দ্রকে পড়াশুনার মধ্যে এমনকি রাত্রি শয়নকালে পিতা স্তয়ে স্তয়ে তাঁহাকে রামায়ণ, মহাভারত, বাস্তব পুরান-ভাগবত এবং ইতিহাস, ভূগোল তথা অনেক মহাপুরুষদের জীবনচরিত শুনাইতেন। পুত্ররূপে বাল্যকাল হইতেই স্বাভাবিক অবস্থাতেই যোগেন্দ্রের মন ধর্মের আশ্রিত হইতে থাকে। তাই স্বভাবতই বালক যোগেন্দ্র যেখানেই কোন দাদু-দাদু দেখিতেন সেখানেই ছুটিয়া যাউতেন।

যখন সহরে এসে ইংরাজী স্কুলে যোগেন্দ্র ভর্তি হন তখন ১৯৫৩ সালে গোলোকগঞ্জে গোড়ীঘ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেট অবধি এই মঠের সহিত যুক্ত থাকে। ইত্যবসরে তাঁহার ধর্মীয় জীবনে বিশেষ আকর্ষণ হওয়া

দেখে তাহার পিতা কুলগুরুর নিকট দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। পিতার নির্দেশে বালক যোগেন্দ্রের ৮ বৎসর বয়সেই উপনয়ন সংস্কার ও দীক্ষা-গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়। বালক যোগেন্দ্র কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত হইলেও বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ করিতে থাকেন। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, স্বামী নিগমানন্দের আশ্রম, শ্রীগোড়ীঘরমঠ প্রভৃতির সাধু-সন্ন্যাসীগণের সহিতও যোগাযোগ করেন। কিন্তু এর মধ্যেও তাহার অধ্যয়ন-কার্য চলিতে থাকে।

বালক যোগেন্দ্র যখন ৭ম শ্রেণীর ছাত্র তখনই রাজনীতির সহিত তাহার পরিচয়। অষ্টম শ্রেণীতে উঠিলে আসামে তেল-শোধনাগার আন্দোলনের সময় ছাত্র-সংস্থার সহিত সংযুক্ত হইয়া সরকারের ভুল-নীতির প্রতিবাদ করে। অষ্টম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হওয়ার হর্ষোৎফুল্লিত দিবসেই হঠাৎ জীবনের মধ্যে এক শোকাবহ ঘটনা ঘটে অর্থাৎ পরীক্ষার কুশল সংবাদ পিতার নিকট পৌঁছাইতে বাড়ী গিয়া দেখে পিতৃদেব শয্যায অসুস্থ। হর্ষের মধ্যে তাহার যে বিষাদের চায়াপাত হইয়াছিল সেই রেখা চিরকালের জঘাই জীবনকে নিঃসঙ্গ করিল। পরের দিন প্রাতে দ্বাদশীর দিন তাহার পিতৃ-বিয়োগ হয় ১৯৫৭ সালে। আগের দিন একাদশীর উপবাসী থাকা সত্ত্বেও পিতৃভক্ত বালক যোগেন্দ্র তিন দিবসকাল উপবাসী থাকিয়া পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তাঁহার একমাত্র ভ্রাতা অগ্রজ সতীশচন্দ্র ও দিদি সন্ধ্যারাগীর প্রতিও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-প্ৰীতি বর্তমান ছিল।

এইবার কিশোর যোগেন্দ্র পিতৃ-বিয়োগে অত্যন্ত বাথিত হইলেও নিরাস হইলেন না। পিতার উদ্দীপনাময় বাণী জীবনকে সজ্জাবে চলবার প্রেরণা যোগাইত। পূর্বে পিতার নিকট হইতে আদেশ লইয়া স্কুলের ছাত্রাবাসে না থেके এক বন্ধু সহিত তাহাদের স্কুলের এক মাষ্টার মহাশয়ের ভাড়াবাগায় থেকে নিবাসিষ আহার করিয়া ছাত্র-জীবন যাপন করিতেছিল, —ইহারও কোন পরিবর্তন হইল না। এভাবেই স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কলেজ জীবনে যথাসময়ে পদার্পণ করেন।

তাহার মাতুলের আদেশে রামকৃষ্ণ মিশনে থেকে কলেজ জীবন আরম্ভ করার কথা ছিল। কিন্তু সামাজিক আচার নিয়ম তাহার সহিত একমত হইতে না পারিয়া মাতুলকে অচরোধ করত স্বাধীনভাবে থেকে নিরাসিষ

আহার গ্রহণ করিয়া পড়'-শুনা করিবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করে। অগত্যা বাড়ীর সকলেই সেই ইচ্ছার বিরোধিতা করেন নাই।

স্নানতক পরীক্ষা তখন প্রায় সম্মিকটস্থ হইয়া আসিয়াছিল ইত্যবসরে তিনি শুনিতে পাইলেন শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-মহারাজ ভীষণভাবে অসুস্থ হইয়া কলিকাতায় আছেন। এই সংবাদ তাহার নিকট ভাবিকালের অন্তত ইঙ্গিত আনিতে পারে—এই ভূর্ভাবনায় তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পরিলেন। কেননা উক্ত মহারাজের নিকট প্রচুর তরিকথা, দার্শনিক-বিচার অংকন করিয়া তিনি জীবনে যে আধ্যাত্মিকতার-দিক যাইবে স্থির করিয়াছিল তাহা কিজানি পূরণ না হয়—এই ভাবনায় বিচলিত হইয়া পড়ে। তাই ঝাল-বিলম্ব না করিয়া সোজা নবদ্বীপে চলিয়া আসেন। এদিকে গুণবদিক্রমে সভাপতি-মহারাজ অনেকটা সুস্থ হইয়া তৎপূর্বেই নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপনীত হন।

শিশোর যোগেন্দ্র অধ্যয়নরত থাকাকালেই প্রথমে স্কুলের অস্থায়ী শিক্ষকতা এবং তাহা ছেড়ে পি, ডব্লিউ অফিসে স্থায়ী সরকারী চাকরী করে থাকলেও শরীর জীর্ণ তাহাকে এমন ভাবে আকর্ষণ করিতেছিল যে, সমস্ত কিছু ছেড়ে ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিব্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট সাক্ষত-বিধানাহুযায়ী পাণ্ডরাজিকী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

তিনি প্রথমে তাঁহার গুরুদেবের ব্যক্তিগত সচিবরূপে সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। তাহার শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিষ্ঠা ও প্রীতি দর্শনে গুরুদেব তাহাকে 'ভক্তিবাদ্য' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং উক্ত সেবার উপরিও সমিতির গ্রন্থ-প্রকাশনী বিভাগের যাবতীয় দায়িত্বও অর্পণ করেন। সমিতির নিম্নস্থ মুদ্রাণালয়ের গুরুদায়ীত্ব ও গুরুপাদপদ্মের একান্ত সচিব হিসাবে সেবাকার্য্যে নিয়োজিত থাকেন।

১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসের ৬ তারিখে শারদীয়া-পূর্ণিমা-দিবসে আচার্য্যবর্ষ্য পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিব্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ইচ্ছাশীলা সম্বরণ করেন। তাঁচার প্রতিষ্ঠিত সংস্থা সূর্য্যভাবে পরিচালনা করার মানসে তিনি ১২জন সদস্য নিরূপণ করিয়া যান। তাঁচার মধ্যে উক্ত ভক্তিবাদ্য ব্রহ্মচারীজীও একজন। সেই হইতে অত্যাধিক উক্ত ব্রহ্মচারীজী সমিতির

বিভিন্ন সেবাকার্যে তথা গৃহ-প্রকাশনী-বিভাগের অধিকর্তাক্রমে নিয়োজিত
আছেন এবং সমিতির জমি-জমা সুরক্ষা-ব্যাপারেও দায়িত্ব পালন তাহার
অন্ততম কৃত্য।



বিগত ২৫ ফাল্গুন, ১৩৮৮ (ইং ১৯৩১/১৯৮২) মঙ্গলবার দিবসে সমিতির
বর্তমান সভাপতি অধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীশ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত বামন
গোদামী মহারাজের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণান্তে শ্রীনবযোগেন্দ্র
ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব-প্রভু “ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত আচার্য্য
মহারাজ” নামে পরিচিতি লাভ করেন।

মন্ত্ৰ: বিনম্রী, দৃঢ়চেতা ও ন্যায়বাদিতাট তাহার জীবনের বৈশিষ্ট্য।

— ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ

॥ শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ ॥

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা ও

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

মহোৎসবে আহ্বান

[পুরীধামের প্রথানুসারে]

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
(রেজিষ্টার্ড) পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

ফোন : ২৪৭

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন.—

অগাধ বৎসরের ছায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আগামী ৬ই আষাঢ়, ১৩৮৯ (ইং ২১।৬।৮২) সোমবার হইতে ১৬ই আষাঢ়, ১৩৮৯ (ইং ২১।৭।৮২) বৃহস্পতিবার পর্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন, ইষ্ঠগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাটিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যানুষ্ঠানমুখে বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যানুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্প, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবায় অর্থী স্তুতি অর্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৯ : ইং ২১।৬।৮২

শুদ্ধভক্ত-রূপানন্দপ্রার্থী—

সত্যেন্দ্র,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য : কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিব্যাবামী শ্রীশ্রীমুক্তিবাদেদান্ত বামন মহারাজের নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

—ঃ সেবাশক্তি :—

- ১। ৬ই আষাঢ় (ইং ২১।৬।৮২), সোমবার—অপরাহ্ন ৫টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত ও বিকুশাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্তন।
- ২। ৭ই আষাঢ় (ইং ২২।৬।৮২), মঙ্গলবার—পূর্বাহ্ন ৭ ঘটিকায় নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন-মুখে গুণ্ডিচাবাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন ও মঠে প্রত্যাবর্তন।
- ৩। ৮ই আষাঢ় (ইং ২৩।৬।৮২), বুধবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা; অপরাহ্ন ৩টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সঙ্কীৰ্ত্তনযোগে শোভা-যাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যা ৮টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত সঙ্কীৰ্ত্তন, আরাটিক ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।
- ৪। ৯ই আষাঢ়, ২৪শে জুন, বৃহস্পতিবার হইতে ১১ই আষাঢ়, ২৬শে জুন শনিবার পর্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ন ৫টা হইতে রাত্রি ১টা পর্যন্ত সঙ্কীৰ্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও সন্ধ্যারাত্রিকান্তে রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগোরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীরাঘলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৫। ১২ই আষাঢ় (ইং ২৭।৬।৮২), রবিবার হেড়াপঞ্চমী দিবসে শ্রীলক্ষ্মীবিজয়-উৎসব। পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে দিবা ১০টা পর্যন্ত গুণ্ডিচা-বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন। অপরাহ্ন ৫টা হইতে সঙ্কীৰ্ত্তন সহ আরাটিক, তদনন্তর শ্রীমদ্ভগবত পাঠ।
- ৬। ১৩ই আষাঢ়, ২৮শে জুন সোমবার হইতে ১৫ই আষাঢ়, ৩০শে জুন বুধবার পর্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ন ৫টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীৰ্ত্তন, শ্রীমদ্ভগবত পাঠ ও আরাটিকান্তে রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা, শ্রীরাঘ-লীলা ও শ্রীমদ্ভগবত প্রভুর বিবিধ শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৭। ১৬ই আষাঢ় (১।৭।৮২), বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ন ৩টা হইতে সঙ্কীৰ্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা। পরে শ্রীমঠে সঙ্কীৰ্ত্তন, শ্রীমদ্ভগবত পাঠ, আরাটিক ও সাধারণ-মহোৎসব।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্তনযোগ্য।

। শ্রীশ্রী গুরুগোরাহোঁ জয়তঃ ।

স বৈ পুংসাং পুরো ধর্মো যতো ভক্তির্ধোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যরাঢ়া হৃঙ্গনীৱতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরমর ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিরশূত ।

অন্ত ধর্ম হৃষ্টরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে গুণ সেই অশ ।

৩৪শ বর্ষ

১১ শ্রীধর, ক্ষীরোদশায়ী, ৪২৬ গৌরান্দ
৩২ আশাঢ়, শনিবার, ১৩৮৯; ইং ১৭৭৭/১৯৮২

৫ম সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র-স্তোত্রম্

[শ্রীপদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে]

দেবা উচুঃ—

জয় দাশরথ্যে সুরাভিহঙ্গয়তাদানব-বংশদাহকঃ ।

জয় দেব বরাঙ্গনাগণ-ব্যপকর্ষাদিকরারিদারকঃ ॥১॥

তব যদহুতেন্দ্রনাশনং কবয়ন্তংকথয়ন্ত চোৎসুকাঃ ।

প্রলয়ে জগতাং ততী: পুনর্গ্রাসে ত্বং ভুবনেশ লীলয়া ॥২॥

(শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের পর) দেবতাবৃন্দ প্রণত হইয়া তাঁহার
স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ।—হে দেবগণের অস্তিনাশন! দশরথনন্দন
রাম! আপনার প্রম হউক; হে রাম! আপনি দৈত্যবংশ ধ্বংস করিয়াছেন ।

আপনি দেবানুগণের অত্যাচারকারী অতিভুক্ত ত্রিভুন-শত্রু রাবণকে বধ করিয়াছেন। আপনার জয় হউক। আপনার এই দৈত্যরাক্ষস-বিনাশন-কথা কবিগণ আগ্রহ-সহকারে বর্ণন করুন। হে ভুবনেশ্বর! এই জগৎ আপনারই লীলা; এই লীলা-অবসানে,—শ্রবণকালে আপনিই আবার এই জগৎসমূহ গ্রাস করিয়া থাকেন ॥১-২॥

জয় জন্মজরাদিভূংখকৈঃ পরিমুক্তপ্রবলোদ্ধরোদ্ধর।

জয় শর্ম্মকরাঘ্রায়ুধৌ কৃতজন্মজন্মরামবচ্যুত ॥৩॥

(হে শ্রীরামচন্দ্র!) আপনি জন্ম-জরাদি ভূংখ হইতে নির্মুক্ত; আপনার জয় হউক। আপনি অতি উদ্ধত দৈত্যদিগকে নিহত করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। হে অঙ্কর, অমর অচ্যুত! আপনি স্ববাবশরূপ মাগরে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন; আপনার জয় হউক ॥৩॥

তব দেববরস্ত নামভির্বহুপাপাশচ গতাঃ পবিত্রতাম্।

কিমু সাধুবিজবর্ষাপূর্ব্বকাঃ স্তুতহুং মানুষ্যতামুপাগতাঃ ॥৪॥

হে দেববর! আপনার নাম উচ্চারণ করিয়া বহুতর পাপী উদ্ধার পাইয়াছে, যাঁহারা সাধু বিজবর মতত পুণ্যকারী স্তমানুষ-জন্ম লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের তো কথাই নাই ॥৪॥

হরবিরিঞ্চিস্তুতং তব পাদয়োযুগলমীপ্সিত-কামসমৃদ্ধিদম্।

হৃদি পবিত্রযবাদিক-চিহ্নিতৈঃ সুরচিতং মনসা স্পৃহয়ামতে ॥৫॥

(হে রঘুনন্দন!) দীপ্তিত ফলদায়ী হর-বিরিঞ্চিস্তুত পবিত্র যবাদি-চিহ্নযুক্ত ভবদীয় পাদপদ্মযুগল হৃদয়ে ধারণ করিতে আমাদের স্পৃহা হইয়াছে ॥৫॥

যদি ভবান্ন দধা গ্যভয়ং ভুবো মদনমুক্তি-তিরস্করকান্তিভূং।

সুরগণাশ্চ কথং সুখিনঃ পুনর্নহু ভবন্তি ঘৃণাময় পাবন ॥৬॥

হে ভুবনমোহন! সুন্দরমূর্ত্তে! আপনি যদি পৃথিবীকে অভয়দান না করেন, তাহা হইলে হে দরাময় পাবন! দেবগণ কিরূপে সুখী থাকিবে? ॥৬॥

যদা যদাস্মান্ দমুজা হি ভূংখদাস্ত-

দাতদা ত্বং ভুবি জন্মভাগ্ভব।

অজোহব্যয়োহপি প্রবরোহপি মনু বিভো

স্বভাবমাস্তায় নিষ্কং নিজার্চিতং ॥৭॥

মৃত-সুধাসদৃশৈরঘনাশনৈঃ-

সুচরিতৈরবকীৰ্য্য মহীতসম্ ।

অমলুজৈর্গুণশংসিভিরীড়িত-

স্বমত আশু পুনঃ প্রবিশেঃ পদম্ ॥৮॥

হে সর্বেশ্বর ! হে বিম্ভো ! আপনি অজ্ঞ, অবাগ্র এবং স্বভাবে অবস্থিত
হইলেও দৈত্যগণ যখন নিত্যন্ত উপদ্রবকারী হইবে, তখন অনুগ্রহ করিয়া
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং এতকালে মৃতব্যক্তির সঞ্জীবনী-সুধাকল
পাননাশন বহুগুণশোভিত অলৌকিক চরিত্র-গুণে সমস্ত ভূতলে পূজিত
হইয়া পুনরায় নিজ বৈকুণ্ঠধামে প্রবিষ্ট হইবেন ॥৭-৮॥

অনাদিরাছোহজ্ঞরূপধারী হারী কিরীটী মকরধ্বজাভঃ ।

জয়ং করোতু শ্রমভং হতারিঃ স্মরারি-সংসেবিত-পাদপদ্যঃ ॥৯॥

(হে রঘুবর্ষ্য !) আপনিই সকলের আদি, আপনার আদি কেহই নাই ।
আপনি অজ্ঞরূপধারী, কন্দর্পতুলা রূপবান ; হার-কিরীট-শোভিত ।
মহাদেব আপনার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন । আপনি নিখিল শত্রু
নিহত করিয়াছেন, আপনার জয় হউক ॥৯॥

শ্রীরাম উবাচ—

ভবৎকৃতং মদীয়ৈকৈব গুণৈর্গ্ৰথিতমদ্ভুতম্ ।

স্তোত্রং পঠিষ্ঠ্যতি মুহুঃ প্রতিনিশি সকল্লরঃ ॥১০॥

মদীয়চরণদ্বন্দ্বৈ ভক্তিস্তেষাঞ্চ ভূয়সী ।

ভবিষ্ঠ্যতি মুদা যুক্তং স্বাস্ত্যং পুংসাং তু পাঠতঃ ॥১১॥

মহাযশসী রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্র দেবতাদিগের স্তবে অতিশয় প্রীত হইয়া
তাঁহাদিগের প্রতি রূপাদৃষ্টি নিঃস্রব করত বলিলেন,—দেবগণ ! আপনারা
মদীয় গুণগ্রন্থিত যে অপূর্ণ স্তব করিলেন, এই স্তোত্র মানব প্রাতঃকালে
অথবা সন্ধ্যাকালে একবার যাত্র পাঠ করিলেও তাঁহাদের হৃদয় সর্বদাই
আনন্দযুক্ত হইয়া মদীয় পদযুগলে একান্তভাবে আসক্ত থাকিবে ॥১০॥

বৈষ্ণব-দর্শন

দর্শন-শব্দের অর্থ ও ইহা চক্ষুর কার্য

দৃশ্যবস্তু-সহ দ্রষ্টার সম্বন্ধ স্থাপনকে দর্শন বলে। সাধারণতঃ যে-করণের সাহায্যে বস্তু পরিদৃষ্ট হয়, দ্রষ্টার তাদৃশ ইন্দ্রিয়কে চক্ষু বলে। অক্ষি-দ্বারা বস্তুর বাহ্যিক আকার ও রূপাদির অহুভূতি হয়। বস্তু-সম্বন্ধে বাহ্য-জ্ঞান লাভ করিতে চক্ষু নামক জ্ঞানেন্দ্রিয়াত্মক করণের সাহায্য আবশ্যিক। কেবল চক্ষু থাকিলেই যে দর্শন-কার্য সম্পন্ন হয়, একপক্ষে নহে। কারণরূপে চক্ষুর অভিভাবক বা চালকরূপে অপর একটা বাহ্যেন্দ্রিয়-পতির দ্ব্যস্তান আমবা বুদ্ধিতে পারি। দর্শন-ক্রিয়ার কারণরূপে চক্ষুর অধিষ্ঠান থাকিলেও তাহার কারণরূপে মনের প্রতিষ্ঠান অবশ্যই স্বীকার্য।

মন কাহাকে বলে ও তাহার সহিত

অন্য ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ

চক্ষুর দর্শনে বাধা নাই এমনতরূপেও যাহার কর্তৃত্বভাবে চক্ষু কার্য করেনা, তাহাই মন বলিয়া সংজ্ঞিত। মন যে কেবল একমাত্র চক্ষুর নামক তাহাও নহে। মনের অধীনে চক্ষুর ছায়া আরও চারিটা জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। তাহাদের দ্বারা মন বস্তু-বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অহুভূতি সংগ্রহ করেন। বস্তুর বাহ্য আকার ও রূপাদি না থাকিলে, বা ক্ষুদ্রতা নিবন্ধন, বৃহত্ত্ববশতঃ, অতিবাহিত জন্ত আবরণ-যুক্ত হইলে, বা সুদূরাবস্থিতি-জন্ত অনেক সময় চক্ষুর দ্বারা অধিষ্ঠান-সত্ত্বেও বাহ্যবস্তুও প্রতীত হয় না।

ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ও মানস অনুমিতি

বাহ্য বস্তুর অধিষ্ঠান অপর চারিটা ইন্দ্রিয়-সাহায্যেও উপলব্ধ হয়। জ্ঞান-সংগ্রহোপযোগী করণ বা ইন্দ্রিয়-সাহায্যে ইন্দ্রিয়-পতি মন, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ অনহুভূত বস্তুর ধারণা করিতে সমর্থ হন। মুখ্যভাবে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যে অহুভব সংগ্রহ করিতে অসমর্থ, তাহাও করণসমষ্টিবলে মন প্রত্যক্ষ-পন্থা বাতীত অনুমিতি-পন্থায় নিরাকরণ করিতে পারেন। দর্শনাদি প্রত্যক্ষ যদিও একমাত্র স্বাহুভব পন্থা, অনুমিতি দোষ-দুষ্ট না হইলেও প্রত্যক্ষের সহায়তা করে। প্রত্যক্ষও কোন কোন সময় মতের অপলাপ করিয়া মনকে বস্তুর সত্য অহুভূতি বিষয়ে বঞ্চনা করে। মাদক দ্রব্যাদির সহযোগে করণের দ্বারা অহুভূতি অনেক সময়ে আস্তির কারণ হয়। দর্শন-শব্দে 'দেখা' বুঝাইলেও অপবেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বস্তু প্রতীতিও 'দর্শন' নামে আখ্যাত হয়।

জড়বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান

জড়বস্তু-সত্ত্বামাত্র-দর্শনকে জড়বিজ্ঞান, এবং জড়াতীত চেতনময় বস্তুসত্ত্বা-দর্শনকে মনোবিজ্ঞান বলিয়া উক্ত হয়। ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্র-সমূহে মনের কারণরূপে অহঙ্কার এবং অহঙ্কারের কারণরূপে বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব এবং বুদ্ধির কারণরূপে প্রকৃতি বা অব্যাক্ত তত্ত্বের নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন অংশাংশীকরণে ক্রমাগতঃ অবস্থিত। দ্রব্যো কৰ্ত্তৃদস্তায় অভাব থাকিলে তাহাকে দ্রষ্টৃ-শক্তি রহিত জড় এবং দ্রব্যো কৰ্ত্তৃ-দস্তার অস্তিত্ব বা দ্রষ্টৃত্ব পাওয়া গেলে তাহাই বুদ্ধি, অহঙ্কার বা মনরূপে কথিত হয়।

প্রাচীন মড়দর্শন ও পরবর্তী দশটি দর্শন

পুরাকালে ভারতে ছয়টি বিভিন্ন দর্শন প্রসিদ্ধি লাভ করে। কপিলের সাংখ্য-দর্শন, কণাদের বৈশেষিক-দর্শন, পতঞ্জলীর যোগ-দর্শন, গৌতমের জ্ঞান-দর্শন, জৈমিনীর মীমাংসা-দর্শন এবং ব্যাসের বেদান্ত-দর্শন। এতদ্ব্যতীত মধ্যযুগে চার্বাকের উল্লুকা-দর্শন, নাকুলের পাণ্ডপাত-দর্শন, রসেশ্বর-দর্শন অর্হৎ-দর্শন, সুগত-দর্শন প্রভৃতি আরও দশ প্রকার দার্শনিক মতসমূহের পরিব্যাপ্তি সায়াশাচাৰ্য্যের গ্রন্থ হইতে জানা যায়। এখানে প্রত্যেক দর্শনের স্থাপ্য বিষয়গুলির তারতম্যগত গবেষণা সমাপ্তভাবে আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে বলিয়া, আমরা তদালাচনা করিতে অগ্রসর হইলাম না। কেবলমাত্র উত্তর-মীমাংসা বা বাসকৃত বেদান্ত-দর্শনের প্রারম্ভিক আলোচনা আমাদের আরকৃষিষ্যের মূল-জ্ঞানে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার আবশ্যক আছে।

বেদান্ত-দর্শনের পরিচয়

বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ বলিয়া পরিচিত। ঐ উপনিষৎ-ভাষণার্থে দ্রষ্টার দর্শনে ধারাবাহিক প্রকৃত উপলব্ধি হইবে না বলিয়া, উপনিষৎ অবলম্বনেই বাস ব্রহ্মসূত্র-নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উহাই উত্তর-মীমাংসা শাস্ত্রীয়ক বা বেদান্ত-দর্শন-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অগ্ন্যায় দার্শনিকগণের পূর্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া আগ্র-বাক্যকে প্রত্যক্ষ ও অস্বপ্নমিত্রিত সোদর জ্ঞানে প্রমাণ-বস্তু গ্রহণপূর্বক এই মীমাংসা দর্শনে সিদ্ধান্ত বর্ণন করিয়াছেন। ভারতীয় বৈদিক ধর্ম প্রণালীসমূহ ন্যূনাধিক বেদান্ত-দর্শন অবলম্বনে গঠিত।

বেদান্ত বা শারীরিকের বিবিধ ভাষ্যকার

এই শারীরিক-মীমাংসার ব্যাখ্যা-কর্ত্তরূপে আমরা অন্ত্য ভাষ্যকার, বাস্তবিককার দেখিতে পাই। তন্মধ্যে প্রাচীন ব্যাখ্যাত্ত বোধায়ন, টঙ্ক, ভাক্টি, দ্রমিড় প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অনেকেই শারীরিক-ভাষ্য প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া বেদান্ত্যচার্য্য বলিয়া আদৃত আছেন। পারমহংস সংহিতা ত্রীমস্তাগবতকেও এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলিয়া উদাহৃত হয়। যাদবচার্য্য, প্রভাকর ও ভাস্করভট্ট প্রভৃতি মনীষিগণও বেদান্তের শিক্ষক রূপে কতিপয় গ্রন্থ ও মণ্ডভেদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের অনুগামী সম্প্রদায়ের মধ্যেও আমরা আনন্দগিরি, সাহন-মাধব প্রভৃতি এবং বাচস্পতি মিশ্রের ভাষ্যতী টীকাদিতে কেবলাদ্বৈত-মতের পুষ্টি লক্ষ্য করি।

ব্রহ্মসূত্রের নির্বিশেষ ও সবিশেষ ভাষ্য

ব্রহ্মসূত্র বা উত্তর-মীমাংসাবলম্বনে নির্বিশেষ-বিশ্বাসভরে কেবলাদ্বৈত-মতের প্রসারণ ব্যতীত ব্রহ্মে সবিশেষত্ব লক্ষ্য করিবারও কয়েক শতাব্দী পূর্বে অনেকগুলি শেখুণী-সম্পন্ন ভগবৎ-পরায়ণ আচার্য্যের উদয় হইয়াছিল। তাঁহারা ই সবিশেষ-দর্শনের রক্ষাকর্ত্তা ও প্রচারক। ইঁহারা কেবলমাত্র ষণ্ড-দার্শনিক নহেন; পরন্তু স্বত্ব-জ্ঞান-বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত পারদত্ত। সুতরাং বস্তু-স্বত্বীয় অভিধেয় ও প্রয়োজন-দর্শনেও বিমুখ ছিলেন না।

জ্যোতির্বিদদের দ্বারা জড়-বৈজ্ঞানিকের আন্তি

পুরাকালে জ্যোতির্বিদগণ এরূপ ধারণা করিতেন যে, এই বিশ্বের কেন্দ্রেই আমাদের আধার ও আবাসস্থলী ধরণী অবস্থিত, এবং আমাদের ভূমিকেই কেন্দ্রে বরণ করিয়া সূর্য্য-গ্রহ ও নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কপুঞ্জ আবর্ত্তন করিতেছেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্মলোচনা-ফলে তাঁহাদের সেই ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়া, তাঁহারা ই জানিয়াছেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের বকে করিয়া যে মহীতল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূলকেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহাকে বুধ-গ্রহ বা শুক্র গ্রহের দ্বারা, শুক্রগ্রহ ও বৃহস্পতির মধ্যাকাশে সূর্য্যকে বকে প্রত্যেক দৌরবর্ষে একবার করিয়া পরিভ্রমণ করিতে হয়। পৃথিবী ভ্রষ্টা নিজ স্থানে বিশ্বের কেন্দ্র স্থাপন করিতে গিয়া, যে ভ্রমজ্ঞান আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ বিশ্বাস-ভরে জড়-বৈজ্ঞানিক, নিজ স্থল-শরীরকেই ভোগের কেন্দ্র-জ্ঞান ভ্রান্তিতে বা ভ্রমজ্ঞানে বিশ্বাস করিয়াছেন।

জড়বিজ্ঞানের উপর মনোবিজ্ঞানের কর্তৃত্ব

মনোবিজ্ঞানবিদগণ জড়বিজ্ঞানেও মনের প্রভুত্ব দেখিতে পাইয়া সেই জড়শরীরের কেন্দ্রে মনের অবস্থান এবং দ্রষ্টা মনশ্চক্ষে জড়কে দৃষ্ট স্থানীয় জানিয়া সূষ্ঠাভাবে অবলোকন করিতেছেন। জড়, মনকে দেখেন না বুঝিতেছেন, মনই জড়কে দেখে, এই প্রতীতি তাঁহার প্রবল হইতেছে। মনন শক্তির অভাবে জড়ে চক্ষুর জড়োপাদান মাত্র অবস্থিত হওয়ায় তাদৃশ দর্শন শক্তিবহিত জড়োপাদান, মনকে বা স্বচক্ষুকে দেখিতে পায় না।

প্রাচ্য ও পশ্চাত্য মনোবৈজ্ঞানিকগণের

দার্শনিক বিচার ভ্রান্তিময়

জীবের পরলোকে বিশ্বাসহীন চার্লস ডার্বিন, এপিকিউরাস, অজ্ঞেয়তাবাদী এগ্‌নস্টিক হাক্সলে, পারলৌকিক বিশ্বাসে সন্দেহবাদী স্কেপটিকগণ, দ্বৈতজ্ঞানবাদী হেগেল, সপেনছ্যার ও ক্যান্ট প্রমুখ মণীষিবৃন্দ, সফ্রেটিস্, প্লেটো, এপ্লাটুন প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিক সমূহ এবং অস্বদেশীয় দার্শনিকগণ অনেকেই মনোবিজ্ঞান বা দর্শন শাস্ত্রের সেবায় জীবনাতিবাহিত করিয়াছেন, এবং নিজ নিজ অভিজ্ঞতা জগৎকে দেখাইয়া স্ব-স্ব সাম্প্রদায়িক কৈঙ্কর্য্যে বস্তুর দর্শন করিতে শিখাইয়াছেন। তাঁহারা নিজ নিজ মনোময় অভিজ্ঞতাকে বহুমানন বা চিন্তাশ্রোতের কেন্দ্রে বসাইয়া, বস্তু দেখাইতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানস্থিত দ্রষ্টৃবর্গের চক্ষে ভ্রান্তিময় বিভিন্ন চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র।

জীবের অধিকার অনুযায়ী দার্শনিক দৃষ্টি

এক প্রকার দৃষ্টি অস্ত্রের দর্শনের সহিত বিরোধ করায় নানাপ্রকার বিবর্তমান দর্শনসমূহ শ্রোতৃবর্গকে স্ব-স্ব বিপণীতে টানিয়া লইবার প্রযত্ন করিতেছেন। যাহার চিত্তবৃত্তিরূপ আশাসম্পূর্ণ যে দার্শনিকের গৃহের সম্মিষ্ট, তিনি পুরাকালের অজ্ঞ জ্যোতিষিগণের মত তাহাকে দর্শন-রাজ্যের কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়া ভ্রমময় ধারণার পুষ্টি সাধন করিতেছেন। যাহারা দার্শনিক-মণ্ডলীর বিভিন্ন বিপণীস্থ বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য দেখিতেছেন, তাহাদের যোগ্যতারূপ সেই সেই দ্রব্যে নিজের ক্ষুদ্র বিপণীতে সমৃদ্ধ করিতেছেন।

প্রাচীন জ্যোতিষীগণের বিচার ভ্রান্তির ন্যায় নির্বিশেষ মায়াবাদ ও ভ্রান্তিময়

যেদ্রুপ জ্যোতিষীগণ পুরাকালে আমাদের পৃথিবীকেই অগ্ন্যাত্ত সকল জ্যোতিষ্কের মধ্যবর্তী মনে করিতেন, যেদ্রুপ মানবগণ পুরাকালে আমাদের শারীরিক আধারকেই সকল অশুভবের মধ্যবর্তী মনে করিতেন, সেদ্রুপ দার্শনিকগণ ও প্রাথমিক জ্ঞানবিকাশে দ্রষ্টাকেই আত্মা বা যাবতীয় বস্তু-কেন্দ্র-জ্ঞান করিতে আরম্ভ করেন। তাদৃশ বিচার-ফলেই বেদান্ত-দর্শনেও অহং-গ্রহোপাগনা বা মায়াবাদ স্থান পাইয়াছিল। বেদান্ত বলিলেই কেবলাদ্বৈত-বাদ, জীবেশ্বরৈক্যবাদ, জড়-চিদ্দৈক্য-বাদ, বিবর্ত-বাদ, ব্যতিরেক-বাদ, নির্ভেদ-ব্রহ্মবাদ, নির্বিশেষ-বাদ প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ মতসমূহ উদার বিশ্বজনীন বিচারপুষ্ঠে বলিয়া দর্শন-শাস্ত্রার্থীর নয়নাবরণ করিয়াছিল।

শঙ্কর-দর্শন আলোচনায় সময়-ক্ষেপমাত্র এবং

উহা সত্যের আচ্ছাদক

সবিশেষ অনুভূতি, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি বেদান্তের প্রতিপাদ্য নহে বলিয়া, প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অসংখ্য চেষ্টা ও সঙ্কীর্ণতা উদার বিশ্ব-জনীন অসাম্প্রদায়িকতাকে বিঘ্ন করিয়াছিল। শ্রীশঙ্কর-চার্যের অভ্যুদয় কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিচারণা ভারতীর শেষদশা, পর্যন্ত কেবলাদ্বৈত বৈদান্তিকগণের সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, জীবাত্মাকে পরমাত্মা প্রতিপাদন, জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন, আংশিক দর্শন বা খণ্ডজ্ঞান-সাহায্যে পূর্ণতার কল্পনা, জড়ীয় অথও দেশ কালাদিকে পূর্ণ বস্তুতে স্থাপন এবং বিষয়াত্মক বিবেকভাবে বস্তুকে নিরসতার আধার বলিয়া স্থাপন প্রয়াসে জগতের বৃথা কালক্ষেপ মাত্র হইয়াছে। বস্তুদর্শনের জলনায় আংশিক জ্ঞানকে পূর্ণজ্ঞান, মিথ্যাকে সত্য জ্ঞান প্রভৃতি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় পরম-সত্য-দর্শন আচ্ছাদিত করা হইয়াছিল। যদিও শ্রীশঙ্করপ্রমুখ দার্শনিক মনীষগণ 'বেদান্ত' দর্শন করিয়া জড়ীয় ভেদ-দর্শনসমূহ নিরাস করিয়াছেন, তাহা হইলেও, দ্রষ্ট, ভোক্ত বা বিষয়রূপে জীবাত্মাকে এবং দৃশ্য, আশ্রয়, ভোগারূপে জগৎকে প্রতিষ্ঠা করার পরম সত্য হইতে দূরে অবস্থিত। (ক্রমশঃ)

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

তত্ত্বকর্ম-প্রবর্তন

পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৮ পৃষ্ঠার পর) ।

যথালভে সম্ভোষ না হানি-লাভে সমজ্ঞান

গৃহস্থ জীবনে বা গৃহ-তাগের পর চিরদিন ভক্ষ্য-আচ্ছাদনের চেষ্টাদি ব্যবহার থাকিবেই থাকিবে। অতএব সেই সকল ব্যবহারে অকারণের প্রয়োজন। তৎপক্ষে পদ্যপুরাণে লিখিয়াছেন,—

অলঙ্কে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্য-আচ্ছাদন-সাধনে ।

অবিক্রমতিভূত্বা চরিমেব দিযা স্মরেৎ ॥

তাৎপর্য্য এই যে,—গৃহেই থাকুন বা বনেই থাকুন, সাধককে আহার ও আচ্ছাদনের কোন না-কোন প্রকার যত্ন করিতে হইবে। গৃহস্থকে কৃষিকাৰ্য্য বা কোন কারবার, প্রজা-রক্ষণ বা অপরের দাস্য করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের অঙ্গনজ্ঞান করিতে হইবে। গৃহ-ত্যাগীকে ভিক্ষাদি দ্বারা তৎকার্য্য-সাধন করিতে হইবে। সেই সেই কার্য্যে যদি ভক্ষ্য-আচ্ছাদন না পাওয়া যায় বা প্রাপ্ত হইয়া হাত ছাড়া হয়, তাহাতে ভক্তের কোন বিকার হওয়া উচিত নয়। শাস্ত্যতি হইয়া ক্রম-স্মরণে নিযুক্ত হইবেন ।

শৌকাদি বর্জন একান্ত কর্তব্য

গৃহীদিগের স্ত্রী-পুত্রাদি বিনষ্ট হইলে বড় শোক হয় ; কিন্তু ভক্তি-সাধকের সেই সেই অবস্থায় ঘটনা-ক্রমে উপস্থিত হওয়া শোক অধিকণ থাকা উচিত নয়। অজ-কালের মধ্যে শোক পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত হওয়া তাঁহাদের কর্তব্য। গৃহ-ত্যাগীর কান্ধা-কমণ্ডলু বা ভিক্ষা-দ্রব্য না থাকিলে বা কোন পণ্ড বা মনুষ্যকর্তৃক দত্ত হইলে, তাহাতে শোক করা উচিত নয়। শোক, ক্রোধ প্রভৃতি সমস্ত বেগকেই বৈষ্ণব-সাধক পরিত্যাগ করিবেন ; নতুবা নিরস্তর ক্রম-স্মৃতির বিশেষ ব্যাঘাত হইবে। পদ্যপুরাণে লিখিয়াছেন,—

শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্ত মানসম্ ।

কথং তত্র মুকুন্দস্য স্মৃতি সজ্জাবনা ভবেৎ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেবদেবীর আরাধনা নিষিদ্ধ

ভজন প্রয়াসী ব্যক্তি একমাত্র কৃষ্ণকে আরাধনা করিবেন। অন্য দেবাদের ভজন করিবেন না। কিন্তু অন্য কোন দেবতার বা শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা করিবেন না। অন্য দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণের অধিকৃত দাস, ইহা জানিয়া তাঁহাদের সম্মুখে পাইলে সম্মান করিবেন। পদ্মপুরাণ বলেন,—

হরিরেব সদারাধাঃ সর্ব-দেবেশ্বরেশ্বরঃ।

ইতরে ব্রহ্ম-কৃত্রাত্মা নাবজ্জয়াঃ কদাচন॥

তাৎপর্য্য এই যে,—পরমেশ্বর এক বস্তু। অত্ৰ সকলেই পরমেশ্বরের গুণাবতার-বিশেষ। মানবের অধিকার ভেদে সেই সেই দেবতা উপাস্য হইয়া শূজিত হন। কিন্তু সাত্ত্বিক মানবদিগের পক্ষে বিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য। মানবগণ বহু জন্মে অন্যান্য দেবতা ভজন করিয়া স্বীয় স্বীয় গুণোন্নতি-ক্রমে যে জন্মে বিষ্ণুকে একেশ্বর বলিয়া ভজন করেন, সেই জন্মে তাঁহাদের মিত মঙ্গল উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণু-তত্ত্বের চরম প্রকাশ। সত্ত্ব-গুণের উপাসনায় জীব নিষ্ঠুর হইলে কৃষ্ণ-তত্ত্বের সেবা প্রাপ্ত হ'ন।

কাহাকেও উদ্বিগ্ন দিবে না

সর্বভূতে অনুকম্পা-পূর্ব্বক তাহাদের উদ্বিগ্ন দান করিবেন না। হৃদয় সর্বদা অস্ত্রের প্রতি করুণাপূর্ণ থাকিবে। সর্বভূতে দয়া কৃষ্ণ ভক্তির অঙ্গ-বিশেষ। এই যত্নে ভজন-প্রয়াসী যত্নপূর্ব্বক অভ্যাস করিবেন।

সেবাপরাধ ও দশটী নামাপরাধ অবশ্য বর্জনীয়

সেবাপরাধ বর্জন ও দশটী নামাপরাধ বর্জন করিতে যত্ন করা ভজন-প্রয়াসীর নিত্য কৰ্ত্তব্য। শ্রীমুর্ত্তির সেবা সম্বন্ধে সাধারণ ভক্তের পক্ষে কিছু অপরাধের বিচার আছে। সমস্ত সেবাপরাধ বর্জন তাঁহার পক্ষে সম্ভাবনা নয়। ভগবান্দিগের গমন করিতে হইলে কতকগুলি সেবাপরাধ অবশ্য বর্জন করিতে হইবে। নামাপরাধে দশটী, অনেক স্থানে বিচারিত হইয়াছে। সেই অপরাধগুলি বিশেষ যত্ন সহকারে সকল সাধকের বর্জনীয়। এ বিষয়ে তাহাদের শৈথিল্য, তাহাদের ভজন-চেষ্টা বৃথা হইয়া পড়ে। পদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন,—

সর্বাংপরাধকুদপি মুচ্যেতে হরি-সংশ্রয়ঃ ।

হরোরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্যাদ্বিপদ-পাংসনঃ ॥

নাশাস্রয়ঃ কদাচিৎ স্ত্যং তরত্যেব স নামতঃ ।

নাম্নে হি সর্ব-অহদো হপরাধাৎ পতত্যধঃ ॥

তাৎপর্য্য এই,—শ্রীহরিকে আশ্রয় করিলে সর্ব-অপরাধ ক্ষয় হয় । হরির প্রতি যে-সকল অপরাধ করা যায়, অর্থাৎ যে-সকল সেবা-অপরাধ লেখা আছে, সে-সমস্ত নামাশ্রয়ে বিগত হয় । নামই বৈষ্ণব-মাত্রকে উদ্ধার করেন । কিন্তু, যে-দশটি নাম-অপরাধ উল্লিখিত আছে, সেই অপরাধগুলি নামাশ্রিত ভক্তকে অবশ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে । নতুবা নামাশ্রয় করিয়াও পতন হওয়া অনিবার্য্য ।

বিস্ম-বৈষ্ণব-নিন্দা-পরিত্যাগ ও গুরুপদাশ্রয়

সাধক কৃষ্ণানন্দা ও বৈষ্ণব-নিন্দা-কর্মে স্তম্ভিবেন না । যেখানে যেরূপ নিন্দা হয় সেখান হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত । বাক্যদেব হৃদয় দুর্বল তাহারা লোকাপেক্ষায় কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-নিন্দা-স্তম্ভিয়া ক্রমে ভক্তি হইতে চ্যুত হন ।

উপরোক্ত বিংশতি অঙ্গের বিশেষ আদর করিতে করিতে ভাবোদয় হয় । কৃষ্ণ-রূপাই ভাবোদয়ের মূল । সাধুসঙ্গ ব্যতীত কৃষ্ণ-রূপা হয় না । ইহার মধ্যে গুরু-পদাশ্রয়, দীক্ষা ও গুরু-সেবাই সকলের মূল ।

দাস্ত-সখ্যা-ভক্ত্যঙ্গ-সমূহ

ইহার পর যে-সকল ভজনঙ্গ লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এক হইতে পঞ্চবিংশতি পর্য্যন্ত অর্থাৎ বৈষ্ণব চিহ্নধারণ হইতে ধ্যান পর্য্যন্ত অর্চনাদ্বয় । শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে লভ্য এই সকল অঙ্গ যথাসাধ্য সাধন করিবে । দাস্ত, সখ্যা, আত্ম-নিবেদন—এইগুলি ভাবোদ্যোদক ক্রিয়া-বিশেষ । প্রকৃত প্রস্তাবে হইলেই তাহারই ভাব হয় । কেবল সাধন-অবস্থায় তাহারা সাধন-ভক্তি-কার্য্য-মধ্যে গণনীয় ।

সংসারে যাহা যাহা ইষ্টতম বলিয়া বোধ হয় এবং যাহা আপনার প্রিয়, সে-সমস্ত শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিবেন,—ইহাতে অনেক অর্থ হয় । তাৎপর্য্য এই,—নিজের প্রীতি-জনক বলিয়া ভোগ না করিয়া কৃষ্ণোদ্দেশে দান করত তাহার প্রসাদ বলিয়া ভোগ করিবেন ।

কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা এবং কৃষ্ণের

জন্মই সংসার কর্তব্য

ব্যবহারিক ও পারমাখিক যত প্রকার চেষ্টা আছে সে-সকল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে করাই মঙ্গলজনক । (নারদ) পঞ্চরাত্রে বলিয়াছেন,—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়তে মুনৈ ।

হরি-সেবানুকূলৈব সা কার্ধ্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥

(ভু: র: সি: ৯২।৯৩)

তাৎপর্য্য এই যে,—মানবগণ সংসারে বর্তমান হইয়া যে-সকল বৈদিকী বা লৌকিকী ক্রিয়া করিয়া থাকে, সে-সমস্ত কৃষ্ণ-বহির্ভূত ভাবে না করে । সর্বদা কৃষ্ণ-সেবার অনুকূলরূপ ব্যবস্থাপিত করিয়া সে-সকলের অন্তর্ধান করা উচিত । বিবাহাদি স্মার্ত-সংস্কার ও ক্রিয়া—বৈদিকী এবং লোক-রক্ষার্থ যে-সকল সাংসারিক ও শারীরিক-ক্রিয়া করা হয় সে-সমস্ত লৌকিকী । কৃষ্ণ-সংসার পত্তনের জন্ত বিবাহ, কৃষ্ণ-সেবক বৃদ্ধি করিবার জন্ত সন্তান-চেষ্টা, কৃষ্ণ দাস-দিগের তৃপ্তির জন্ত পিতৃশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া, কৃষ্ণের জীব সকলের তর্পণের জন্ত ভোজন মহোৎসব—এই প্রকার সমস্ত কর্ম্মকেই কৃষ্ণ-সেবার অনুকূল করিবে । তাহা হইলে আর বহির্ভূত কর্ম্ম-কাণ্ডে পড়িতে হইবে না । ‘দেহ-গেহ সকল কৃষ্ণের’,—এই বোধে দেহ-রক্ষা, গেহ-রক্ষা ও সমাজ-রক্ষা করিবে । ইহার নামই কৃষ্ণ-সংসার ।

শরণাগতি ও নয় প্রকার তুলসী-সেবা

সাধকের সমস্ত জীবনই শরণাপত্তিতে মগ্নিত থাকিবে । এই পত্রিকার অনেক স্থানে ষড়্‌বিধ শরণাগতির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । শরণাগতি ব্যতীত জীবের জীবন রূথা । সর্বদা শরণাগত হইয়া জীব কৃষ্ণ-ভজন করিবে ।

কৃষ্ণস্বাক্ষরী বস্ত্র ‘তদীয় বস্ত্র’ বলা যায় । তুলসী-সেবা তদীয়-সেবার মধ্যে প্রধান । স্বন্দপুরাণ বলিয়াছেন,—

দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা স্নাত্তা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা ।

রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা ॥

নবধা তুলসীং দেবীং যে ভজন্তি দিনে দিনে ।

যুগ-কোটি-সহস্রাণি তে বসন্তি হ-গুণৈঃ ॥

তাৎপর্য্য এই যে,—সাধক প্রত্যহ শ্রীতুলসীকে এই নয় প্রকারে ভজন করিলে, হরি-গৃহে বাস লাভ করেন । তুলসীর দর্শন, তুলসীর স্পর্শন,

তুলসীর ধ্যান, তুলসীর কীর্তন, তুলসীর নমস্কার, তুলসীর মাহাত্ম্য শ্রবণ, তুলসীর রোপণ, তুলসীতে জলসেবা, তুলসীর পূজা—এই নয় প্রকার তুলসীর ভজন ।

ভক্তি-শাস্ত্র-পাঠ, মথুরা-বাস ও ভক্ত-সেবা

কৃষ্ণভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্র ও তদীয়-বস্তুমধ্যে পারিগণিত । শ্রীমদ্ভাগবত তন্মধ্যে প্রধান । আবার, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেরও সেই-প্রকার সম্মান । এই সকল ভক্তিশাস্ত্র পঠন ও শ্রবণ যাহারা নিত্য করেন, তাহারা ধন্য ।

মথুরাদি কৃষ্ণ-তীর্থ সাধকের বাস-যোগ্য স্থান । তন্মধ্যে মথুরা বাস সর্বশ্রেষ্ঠ । শ্রীধাম নবদ্বীপ বাসও তদ্রূপ । ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে লিখিয়াছেন,—

শ্রুতা স্মৃতা কীর্তিতা চ বাঞ্ছিতা প্রেক্ষিতা গতা ।

স্পৃষ্টাশ্রিতা সেবিতাচ মথুরাভীষ্ট-দায়িনী ॥

কৃষ্ণভক্ত জন তদীয়-মধ্যে গণনীয় । আদিপুরাণে লিখিয়াছেন,—

যে মে ভক্ত-জনঃ পার্থ ! ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ ।

মত্তকানাক্ষ যে ভক্তা যম ভক্তাস্ত তে নরাঃ ॥

ভক্ত-সেবা সমক্ষে ক্রীকূপ বলিয়াছেন,—

যাবন্তি ভগবন্তক্তেরঙ্গানি কথিতানি হি ।

প্রায়স্তবাস্তি তত্তক্ত-ভক্তেরপি বুধা বিদুঃ ॥

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

তাৎপর্য্য এই যে,—কৃষ্ণভক্তির যে-সকল অঙ্গ বলা হইল, প্রায় সেই সকল অঙ্গ আবার কৃষ্ণভক্ত-ভক্তির অঙ্গ বলিয়া গণিতেরা জানিয়া থাকেন । 'প্র'-র শব্দের দ্বারা ভেদ এই হইল যে, কৃষ্ণভক্তকে কেবল 'কৃষ্ণপ্রসাদ' দিয়া পূজা করিতে হয় । প্রণতি-প্রভৃতি অত্যাশ্রয় অঙ্গ একই প্রকার ।

শ্রীমূর্তির-সেবা, যাত্রামহোৎসব ও রসিকজনের

সহিত ভাগবত আশ্বাদ

সাধকের যথা-বৈভব মহোৎসব করা উচিত । সাধুসঙ্গে মহোৎসব একটি প্রধান কার্য্য । এই কার্য্যে সতর্কতার প্রয়োজন এই যে, মহোৎসবের চলে অসাধু সঙ্গ না হয় ।

শ্রীভগবজ্জন্ম-দিনাদিতে উৎসবের প্রয়োজন । শ্রীমূর্তি-সেবায় প্রীতি করা উচিত । মূর্ত লোকেরা অবিবেচনা পূর্ব্বক মূনিরাকারনিষ্ট হইয়া শ্রীমূর্তির

অনাদর করে। তাহার। যদি সংসঙ্গে সন্নিহিত প্রবৃত্তি হয়, তবে শ্রীমুক্তি-সেবার নিত্য প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পায়।

শ্রীভাগবত প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রের আশ্বাদ রসিক-জনের সহিত করা আবশ্যিক। হেতুবাদী, তार्কিক ও শুদ্ধবাদ-পরায়ণ শ্রোকের সহিত শ্রীভাগবতাদি ভক্তি-শাস্ত্রের আশ্বাদ করিতে গেলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া পড়ে,—রসোদর হয় না।

সাধু-সঙ্গ

ভক্তসঙ্গ করা প্রয়োজন। জ্ঞানী, কর্মী প্রভৃতি দুই-আশ্রয়যুক্ত ব্যক্তিগণ ভক্ত মধ্যে পরিগণিত নহন। স্বজাতীয়-ভক্তি-বাসনা ঈহাদের আছে, সেই মুক্ত-পুরুষদিগের মধ্যে ঈহারা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের সঙ্গই ভক্তি-সাধকের পক্ষে কর্তব্য। নতুবা, তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ-ভক্তিকে আশ্রয় করিবে না। হরিভক্তি-সম্বোধনে লিখিয়াছেন,—

যশ যৎসঙ্গতিঃ পুংসো যণিবৎ স্তাৎ স তদুৎপন্নঃ।

সকলকৈ। ততো দীমান্ স্ব-যুথ্যানেব সংশ্রেণ ॥ (৮।৫১)

তাৎপর্য এই যে,—যিনি যেক্রপ সঙ্গ করিবেন, ফটিক-মণির ছায় তাঁহার সঙ্গ-ফল হইবে। স্বজাতীয়-ভাবের সমৃদ্ধির জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজ-যুথকেই আশ্রয় করিবেন। এ'-বিষয়ে সকল সাধকের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি সঙ্গ করিলে অতিশয় মন্দ-ফল হয়। সকল ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে 'ভক্ত-সঙ্গ' একটী প্রধান অঙ্গ।

সাধন-শ্রেষ্ঠ পাঁচটী ভক্ত্যঙ্গ, তন্মধ্যে নামসঙ্কীর্ণন ও

বৈষ্ণবসেবা সর্বপ্রধান

যে-সকল ভক্তির অঙ্গ লেখা গেল, সকলের মধ্যে প্রধান পাঁচটী অঙ্গ, অর্থাৎ শ্রীমুক্তিসেবা, রসিকজনের সহিত ভাগবতের অর্থ আশ্বাদন, স্বজাতীয়-বাসনা-দ্বারা মুক্ত নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠভক্ত-সঙ্গ, নাম-সঙ্কীর্ণন ও মথুরা-বাস—এই পাঁচটী অঙ্গ-সর্বাঙ্গপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাতেও সংক্ষেপ করিতে গেলে, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ণন ও বৈষ্ণব-সেবাই সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়ে। পদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন,—

যেন জন্ম-সহস্রানি বাসুদেবো নিষেবিতঃ।

তন্মুখে হরি নামানি যদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥

তাৎপর্য্য এই,—যাঁহারা বহু জন শ্রীমূর্ত্তির অর্চন করিয়া থাকেন তাঁহাদের মুখে তৎফল-স্বরূপ হরিনাম সর্বদা অবস্থিতি করেন। পদ্যপুর্বাণে লিখিত আছে),—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণচৈতন্য-রস-বিগ্রহঃ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য-মুক্তোহ্ভিরতান্নাম-নামিনোঃ।

অতঃ কৃষ্ণ-নামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিস্ত্রিযৈঃ।

সেবোন্মুখে হি তিস্রাদৌ স্বয়মেব স্মরতাদঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২, ১০৮-১০৯)

নাম ও কৃষ্ণ এক বস্তু,—চিন্তামণি-স্বরূপ, চৈতন্য-রস-বিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ অর্থাৎ জড়াতীত, অপ্রাকৃত ও চিন্ময়। জড় জিহ্বাদিতে নাম গ্রাহ্য নহেন। তবে শুদ্ধ চিত্তেহে যখন জীৱ কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ হ'ন, তখন চিন্ময় নাম স্বয়ং তাঁহার জিহ্বাদিতে অবতীর্ণ হন। চিন্ময় বস্তুর এইরূপ স্বতন্ত্র রূপ।

শ্রীমথুগামণ্ডল, ভগবদ্গায়, ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র, শুদ্ধভক্ত ও শ্রীমূর্ত্তি এই পাঁচটি অলৌকিক পদার্থ। ইহাদের সঙ্গ হইলে ভাব ও কৃষ্ণ সহসা উদয় হন।

রাগানুগাভক্তি ও তত্ত্ব-কর্ম-প্রবর্তন

সাধন-ভক্তিতে এই প্রকার বৈধী ভক্তি বিবৃত্তা আছেন। আবার, রাগানুগা 'সাধন-ভক্তি' সাধনকার্য্য অত্যন্ত প্রবল। ব্রজ-ভনের কৃষ্ণসেবা দেখিয়া তদনুসরণ প্রবৃত্তি হইতে যে সাধন-পথ উদয় হয়, তাহাকেই 'রাগানুগা ভক্তি' বলে। ইহার বিবরণ পরে বিচারিত হইবে।

ভক্তনপ্রয়াসী ব্যক্তিগণ কায়-মনোবাক্যে এই সকল কর্মের প্রবর্তন করিবেন। বৈধী সাধন-ভক্তিতে যে-সকল কর্ম কথিত হইয়াছে এবং রাগানুগা সাধন-ভক্তিতে যে-সকল কর্মের প্রবৃত্তি আছে, সাধক অধিকার-ভেদে সেই সেই কর্ম-প্রবর্তনে বিশেষ যত্ন করিবেন।

কেহ বা এক অঙ্গ সাধনে ও কেহ বা বহু অঙ্গ-সাধনে ভাবরূপ পরম ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা নাম ও বৈষ্ণব সেবামাত্র আশ্রয় করেন, তাঁহাদের ঐকান্তিকী ভক্তি অন্যান্য অপের অঘূর্ণানে কচি প্রাপ্ত হন না। অতএব সাধকগণ একান্ত শরণাগত হইয়া ভক্তিকার্য্যে উৎসাহ দৃঢ় নিশ্চয়তা ও ধৈর্য্যের সহিত কার্য্য করিবেন।

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের ভিরোধান

নিত্যশীলাপ্রবিষ্ট অগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমন্ত্ৰিসিদ্ধাস্ত
সরস্বতী প্রভূপাদের অনুকম্পিত ভজনানন্দী মহাত্মা পূজনীয় শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস
বাবাজী মহারাজ গত ২২শে চৈত্র, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, ইং ১২ই এপ্রিল, ১৯৮২,
সোমবার, কৃষ্ণপক্ষ-তিথিতে শ্রীব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত নন্দগ্রামের পাবন-
সরোবর-ভীরস্থ শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের ভজনকুটীরে রাত্রি ৯ ঘটিকায়
উচ্চন্যাস-সঙ্কীর্তন মধ্যে ইষ্টদেবের শ্রীনাম স্মরণ কবিত্তে করিতে দেহবন্ধা
করিয়াছেন।

পরদিবস শ্রীল বাবাজী মহারাজের শুশ্রূষাকারী সেবক শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ
বিভিন্ন গোড়ীয় মঠাদিতে তাঁহার তিরোধান সংবাদ দিয়াছিলেন। তদনু-
সারে শ্রীকেশবজী গোড়ীয় মঠ হইতে শ্রীবেদাস্ত সমিতির সহঃসভাপতি শ্রীমদ্
ভক্তিবাদাস্ত নারায়ণ মহারাজ ব্রহ্মচারিগণ সহ উক্ত ভজনকুটীরে উপস্থিত
হইলে দেখিতে পাইলেন—কিছুকণ পূর্বেই স্থানীয় ব্রজবাসী ও বাবাজীগণের
সাহায্যে তাঁহার সমাধিপ্রদান সমাপ্ত হইয়াছে।

গত কান্তিকমাসে ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন শীলাশ্রমী পরিক্রমা ও দর্শনসময়ে
আমরা উক্ত ভজনকুটীরে তাঁহার শেষ দর্শন পাইয়াছিলাম। তাঁহার শারীরিক
কুশল-সংবাদ জানিতে চাহিয়া ‘আরও কিছুকাল শ্রী ভগবান্ আপনাকে স্বস্থ
শরীরে প্রকট রাখুন’ জানাইলে তিনি উত্তরে বলেন—“আমার যাইবার সময়
আগতপ্রায়। আমরা উৎসাহের সহিত গোড়ীয়-গুরুবর্গ ও গোস্বামিগণের
কথা প্রচার করিতে থাকুন। শ্রীনাম-ভক্তনের দ্বারাই সর্বার্থসিদ্ধি, ইহা স্মরণ
রাখিবেন।”

সেদিন তাঁহার কথা হইতে স্পষ্ট বুঝিয়াছিলাম, তিনি ভজনকুটীর পরিত্যাগ
করিয়া অন্যত্র যাইতে হইল। পুরীধাম হইতে শেষবার নন্দগ্রামে যাইবার
দিনে (১৬/৭/৮০) শ্রীনীলাচল গোড়ীয় মঠের সেবকগণের অহুরোধে দ্বিপ্রহরে
শ্রীমঠে প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করেন এবং সাধন-ভজন-নিষে বহু উপদেশ
নির্দেশ দান করেন। ‘কামাই’-এ বিশাখা-মন্দির নির্মাণকল্পে সেবাসকুলের
কথা স্মরণ করাইয়া দিলে উহার সহিত শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বিরহোৎসব

ও তাঁহার নিজস্ব পাথের বাবদ প্রদত্ত আর্থিক সাহায্য তিনি সন্মুখে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎকার-কালেও তিনি ঐ বিষয় উল্লেখপূর্বক বাৎসল্য স্নেহে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।



[শ্রীনাথভট্টমহোদয় শ্রীল বাবাজী মহারাজ]

উচ্চশিক্ষিত সন্তানসকলে ভগ্নগ্রন্থ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করিলেও বাবাজী মহারাজ অমানো-মানদ-মর্মে দীক্ষিত ছিলেন। জগদ্বৈরাগী শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের চণ্ডাশ্রিত হইবার পর ইনি ‘স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী’ নাম প্রাপ্ত হন এবং ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত যাতাপুরন্ত ব্রহ্মপুত্রনদীতটস্থ মঠে অবস্থান করেন। শ্রীল প্রভুপাদের ভজনকুটীর “ভক্তিবিজয়-

ভবনের' চিলাকোঠার তিনি সর্বদা শ্রীনাম-ভজনে রত থাকিতেন। সামান্য
 ত্রুটিস্বর পর সারারাত্রি তিনি কখনও অর্দ্ধশুট-স্বরে, আবার কখনও
 উচ্চৈঃস্বরে একলক্ষ শ্রীনামগ্রহণ করিয়া কাটাইয়া দিতেন। দিবাজাগে
 কখন নিজেই সুদৃঢ় স্বাস্থ্যপূর্ণ হইয়া যত্ন, গোপালী ও মহাভাগবতের বহিষ্ঠা শুধু-
 ত্রুটিস্বর পর সারারাত্রি তিনি কখনও অর্দ্ধশুট-স্বরে, আবার কখনও
 উচ্চৈঃস্বরে একলক্ষ শ্রীনামগ্রহণ করিয়া কাটাইয়া দিতেন। দিবাজাগে
 কখন নিজেই সুদৃঢ় স্বাস্থ্যপূর্ণ হইয়া যত্ন, গোপালী ও মহাভাগবতের বহিষ্ঠা শুধু-
 ত্রুটিস্বর পর সারারাত্রি তিনি কখনও অর্দ্ধশুট-স্বরে, আবার কখনও
 উচ্চৈঃস্বরে একলক্ষ শ্রীনামগ্রহণ করিয়া কাটাইয়া দিতেন। দিবাজাগে
 কখন নিজেই সুদৃঢ় স্বাস্থ্যপূর্ণ হইয়া যত্ন, গোপালী ও মহাভাগবতের বহিষ্ঠা শুধু-

অস্বদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসঙ্গান
 কেশব গোপালীপ্রভু শ্রীলকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজকে বিশেষ স্নেহ করিতেন ;
 কখন কখন উভয়ের মধ্যে সাধন-ভজনের নিগূঢ় তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত লইয়া বাকু-
 বিতণ্ডার ছায় আলোচনাও হইত। গুরুভোগী ও গুরুভাগী সম্প্রদায়ের
 গুরু-বৈষ্ণবদ্রোহিতা ও বৈষ্ণব-অপরাধ যখন চরমে পৌঁছে, নিরীহ ভজন-
 পরায়ণে বৈষ্ণবগণের প্রতি যখন অসংখ্য অত্যাচার চলিতে থাকে, সেইরূপ
 হুঃসময়ে বাবাজী মহারাজ গুরু-বৈষ্ণবগণের সহিত কারাবরণ করিতেও
 কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ইহাকে স্নেহভরে পূর্বাপর 'স্বাধিকারানন্দ'
 বলিয়াই সম্বোধন করিতেন এবং বাবাজী মহারাজও ঐ নামেই সাড়া দিতেন।
 ইহাদের উভয়ের মধ্যে এক অনির্বচনীয় স্নেহ-মমতা-স্নেহতা বিরাজ করিত,
 বাহ্য সাধারণের পক্ষে হুরাধিগম্য ও দুর্কোণ্য ছিল।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আয়োজিত ৮৪ ক্রোশ শ্রীভক্তমণ্ডল-পত্রিকমা
 (১৯৪৪) হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকেদার-বন্দী পত্রিকমা (১৯৫২) পর্য্যন্ত বহু
 ভীর্ণদর্শনাদিতে বাবাজী মহারাজ শ্রীল গুরু-মহারাজের অঙ্গগমন করিগেছেন।
 শ্রীকেদার-বন্দী দর্শনকালে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের ইচ্ছানুসারে বাবাজী মহারাজ
 পত্রিকমা-সম্পাদকের তহবিল-সংবন্ধকে (Cashier) দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই
 সময়ে তাঁহাকে অত্যন্ত প্রতীক্বে সারারাত্রি শ্রীনামগ্রহণে অতিবাহিত করিতে
 দেখিয়াছি। তাঁহার শ্রীনাম গ্রহণে নিষ্ঠা, দাতিত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতা
 সেবকগণকে স্তম্ভিত করিয়াছিল।

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় মঠ ও
 তদনুকম্পিত বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের স্থাপিত মঠাদিতে তাঁহার গমনাগমন

অব্যাহত ছিল। শ্রীমায়াপুরে অবস্থানকালে মাঝে মাঝে কোলদ্বীপের অন্তর্গত কোলেশ্বরগঞ্জস্থ পরমপুজনীয় শ্রীশ্রীমন্তকিরন্ক শিখর গোস্বামী মহারাজের মঠে যাতায়াতকালে বাবাজী মহাশয়, শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় নঠে আসিয়া শ্রীল গুরু-মহারাজকে দর্শন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না এবং গুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে বিচিত্র প্রসাদ পাওয়াইয়া আত্মতৃপ্ত হইতেন। তাঁহার সতীর্থগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে ‘নারদ’ আখ্যা দিলেও বা কেহ তাঁহার সমালোচনা বা প্রশংসা করিলে তিনি হাসিমুখে উচ্চৈঃস্বরে ‘হরে কৃষ্ণ’ বলিয়া উঠিতেন। “নমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ সমো মানাপমানযো”, “তুল্যানন্দা স্ততিমেধীনী সন্তোষেন কেনচিৎ”—ইহাই ছিল তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মদগুণাবলী। ক্রোধ, ঈর্ষা-হিংসা-মাৎসর্য্য ইহঁতে তিনি সর্ব্বতোভাবে পরিমুক্ত ছিলেন।” লোকে আপনাকে নিন্দা বা স্তুতি করিলে আপনার ‘হরে কৃষ্ণ’ উচ্চারণের তাৎপর্য্য কি?—প্রশ্ন করিলে উত্তরে তিনি বলিতেন—“কাহারে না করে নিন্দা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। অজয়চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে ॥”

তাঁহার বৈরাগ্য আদর্শস্থানীয় ছিল। কেহ তাঁহাকে অর্থ, কাপড়-জামা-শীতশ্রাদ্ধ দান করিলে তিনি ঐগুলি ব্যবহার না করিয়া বৈষ্ণবগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। “গ্রাম্যকথা না কহিবে, গ্রাম্যবার্তা না শুনিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে। অমানী-মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল’বে ॥”—এই মহাজন-বাণীর তিনি মূর্ত প্রতীক ছিলেন। জড় লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশায় তিনি কখনও লালায়িত ছিলেন না। তিনি অজাতশত্রু হইলেও কেহ কেহ তাঁহার প্রতি ঈর্ষা-বেষ প্রকাশ করিতে পশ্চাদ্দৃশ হন নাই। সাধন-ভজন-ক্ষেত্রে মাৎসর্য্যের কোন স্থান আছে কিনা আমাদের জানা নাই।

নিজে অহমিশ শ্রীনাম ভজনগরায়ণ ছিলেন বলিয়া গৌরমণ্ডল, ব্রজমণ্ডল ও ক্ষেত্রমণ্ডলাদির বিভিন্ন মঠ-মন্দিরাদিতে মহামন্ত্র তাপাটয়া প্রস্তর-ফলকে “কীৰ্ত্তনীয়া সদা হরিঃ” লিখাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীনামের আচার-প্রচারে তিনি জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যাঙ্কি হইবে না। জগদগুরু শ্রীল সরস্বতী শ্রীভূপাদের অগ্রকন্ঠের পর তিনিই প্রথম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ ও গোড়ীয় মঠাদিতে ব্রজে প্রচলিত ও কীৰ্ত্তিত তুলসী আরতি—“নমো নমঃ তুলসী মহারাগী”, “নমো নমঃ তুলসী কৃষ্ণপ্রেমসী” শ্রীগৌর-আরতি “মঙ্গল আরতি, গৌরকিশোরার আরতি”, শ্রীগৌর-মদনগোপাল

আরতি “মদনগোপাল জয় জয়”, শ্রীরাধারানীর আরতি “জয় জয় রাধেজীকো
শরণ তৌহারি”, শ্রীমদংগোপাল আরতি “হরত সকল মন্ত্রাণ জনমুর্কা”
পদাবলী মৃদঙ্গ-করতালযোগে সুশ্লিষ্টভাবে কীর্তনপূর্বক প্রচলন করেন।
এতদ্ব্যতীত “মধুকর-রঞ্জিত-মালতী-মণ্ডিত”, “বন্দে বিশ্বস্তরপদ-কমলম্”, “দেব
ভবন্তঃ বন্দে”, “বসন্তু মনো মম মদনগোপাল”, “জয় জয় সুন্দর নন্দকুমার”
প্রভৃতি সংস্কৃত পদাবলীও তাঁহার বিশেষ শ্রিয় ছিল।

একদিন আমাদের নবদ্বীপ মঠে পৌঁছিয়া বাবাজী মহারাজ বলেন—“আজ
এক প্রাকৃতসহজিয়া-কুল-ধুরন্ধরের পাশ্চাত্য পড়িয়াছিলাম। তাঁহার প্রশ্ন ছিল—
১) আপনাদের সিদ্ধপ্রণালী কি? ২) আপনারা কোন্ পরিবারের অন্তর্গত? ৩)
৩) আপনাদের সিদ্ধমন্ত্র কি? ৪) আপনার স্বরূপের পরিচয় কি?” ইত্যাদি।
উত্তরে তিনি জানান— ১) আত্মায় বা গুরুপরম্পরায়ই আমাদের সিদ্ধপ্রণালী;
শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ই আমাদের গুরুপ্রণালী। শ্রীল কবি কর্ণপুর ও বেদান্তাচার্য্য
শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ এই প্রশ্নাণী জানাইয়াছেন। ২) আমরা গৌর-পরিবারের
অন্তর্গত। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের বিচার-অনুসারে আমরা গাহিয়া থাকি—
“ধন মোর—নিতানন্দ, পতি মোর—গৌরচন্দ্র, প্রাণ মোর—যুগলকিশোর।
অধৈত আচার্য্য—বল, গদাধর মোর—কুল, নরহরি—বিলসই মোর।” ৩)
ঘোলনাম-বত্রিশ-অক্ষরাত্মক তারকত্রয় মহামন্ত্রই আমাদের সিদ্ধনাম ও সিদ্ধ-
মন্ত্র। ৪) “জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিতাদাস”—শ্রীকৃষ্ণ-দাসত্বই আমার
স্বরূপের পরিচয়। অষ্টকালীয় লীলাস্মরণপদ্ধতি আলোচনা পরম মুক্তপুরুষেরই
আলোচ্য। “কীর্তন-প্রস্তাবে স্মরণ হইবে, সেকালে ভজন নির্জন সম্ভব”—
শ্রীগুরু-পাদপদ্মের এই বিচারই আমার নীতি ও আদর্শ।

উৎপরিউক্ত সত্ত্বের হইতে আমরা শ্রীল বাবাজী মহারাজের সম্প্রদায়-নিষ্ঠা,
আশ্রয়-বিষয়-বিগ্রহের প্রতি ঐকান্তিকতা, মহামন্ত্রের প্রতি দৃঢ়-শ্রদ্ধা প্রভৃতির
সুষ্ঠু পরিচয় লাভ করিতে পারি। আমরা এটরূপ ভজ্ঞানানন্দী শ্রীনামকৈনিষ্ঠ
নামসিদ্ধ বৈষ্ণব-চূড়ামনিকে হারাইয়া বিশেষ অভাববোধ করিতেছি। তিনি
পরজগৎ হইতে সাদৃশ্য আমাদের প্রতি প্রচুর আশীর্বাদ বর্ষণ করেন।

—জর্নেক বিরহী

অর্থ ও পরমার্থ

পরমার্থাত্মক খ্রীষ্টীয় গুরুপাদপদের অন্বেষণের বিশেষ ভুল্লিখিত অনন্ত
কোটি সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম নিবেদন করিয়া এক্ষণে অর্থ ও পরমার্থ নামক একটি
নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

যদ্বারা ইহলোকের ও স্বর্গলোকের কিছু অভিলষিত বস্তু লাভ করা
যায় তাকে অর্থ বলে এবং যাহা দ্বারা শ্রেষ্ঠ পরম কল্যাণপ্রদ আকাঙ্ক্ষিত
বস্তু প্রাপ্ত করা যায় তাকে পরমার্থ বলে। এখন আলোচনামুখে বিচার
করিতে হইবে যে, 'অর্থ এবং পরমার্থ' এই উভয়ের মধ্যে কোনটি জীবের পক্ষে
বিশেষ মঙ্গলজনক ও কোনটি শাস্তিদায়ক।

অর্থদ্বারা আমরা সাধারণতঃ সুখের জন্ত গৃহ, পুত্র, পরিজন, পশ্যাদি
সংগ্রহ করিয়া থাকি। কিন্তু শাস্ত্র (খ্রীষ্টমঙ্গাগবত ১১।৩।১২) বলেন—

“নিত্যাং হি মনো বিচিন্ত্য ভিক্ষুঃ সত্যমুদ্যতঃ।

গৃহপত্যাগপশ্চাতঃ ক। শ্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ॥”

অর্থাৎ ধনাদি বিষয়দ্বারা আমরা যে গৃহ, পুত্র, পশ্যাদি সংগ্রহ করিয়া
থাকি সেগুলি একেত্রে অত্যাশঙ্কনীয় তত্বপরি নিরন্তর দুঃখপ্রদ ও চরমে
বিনাশশীল। সুতরাং এইরূপ ধ্বংসশীল বস্তুসমূহের দ্বারা মানবজাতির
সুখলাভ হইতে পারে না এবং শোক-দুঃখই আনয়ন করে। প্রায়ই আমরা
ভুলিতে পাই—

নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।

অর্থকে সর্বদা অনর্থরূপে জানিতে হইবে। বস্তুতঃ তদ্বারা সুখের লেশ-
মাত্রও লাভ হয় না।

খ্রীষ্টমঙ্গাগবতে পূর্বোক্ত শ্লোকের পরেই বলিয়াছেন—

“এবং লোকং পরং বিজ্ঞানস্বরং কন্মনিশ্চিতম্।”

“অর্থশূন্য ঐহিক ভোগ্যবস্তুর দ্বারা যে বৈধিবিহিত যোগ-যজ্ঞ ও দান-পুণ্যাদি
দ্বারা যে স্বর্গীয় ভোগ্যবস্তু লাভ হয় তাহাও ভোগের দ্বারা ক্ষীয়মান বলিয়া
উহাকেও বিনশ্বর জানিবে।”

সুতরাং বিনশ্বর ইহলোক ও স্বর্গীয় সুখদ্বারা জীবের নিত্য-মঙ্গল লাভ
হইতে পারে না।

ইহ জগতে আজ আমি যাহাকে শ্রীতি করিতেছি সে কাল দুঃখ দিয়া
ইহলোক ত্যাগ করিতেছে। উদাহরণস্বরূপ আরও এলা যাইতে পারে মানুষ

দুধ সেবা করিবার জন্ত বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গাভী ক্রয় করে, কিছুদিন পরে দেখা যায় গাভীটি বা বাচ্চুরটি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। স্ততরাং প্রমাণিত হইল অর্থলভ্য বস্তুদ্বারা প্রকৃত নিত্যসুখ হইতে পারে না। ইহলোকে বা স্বর্গলোকে সমস্ত ভোগ্যবস্তুই অনিত্য। অর্থের দ্বারা আমরা উক্ত উভয় জগতে যাহাই সংগ্রহ করিবে পরিণামে সবই ধ্বংসশীল ও অনিত্য। অনিত্য বস্তুদ্বারা নিত্য সুখলাভ হইতে পারে না। নিত্যসুখশাস্তি লাভ করিতে হইলে আমাদের নিত্যবস্তুর সন্ধান করিতে হইবে।

পরম মুক্ত মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অর্থলভ্য ধনজন-পরিবার দ্বারা যে কেবল দুঃখই লাভ হয় সে-সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

ধনজন পরিবার কেহ নহে কিছু কার
কালে মিত্র অকালে অপরা।

যাহা রাখিবারে চাই তাহা নাহি থাকে ভাই
অনিত্য সমস্ত বিনশ্বব।

ভাল করে দেখ ভাই অমিশ্র আনন্দ নাই
যে আছে সে দুঃখের কারণ।

সে সুখের তরে তবে কেন মায়াবাদাস হবে
হারাইবে পরমার্থ ধন।

পরমার্থলভ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরম নিত্যবস্তু। সেই নিত্যবস্তুর সেবা-দ্বারাই জীব পরমশাস্তি লাভ করিতে পারে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবদ্ বাক্য, যথা—

ভূমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।

তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শাস্বতম্।

হে ভারত, তুমি সর্বভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও; তাহার প্রসাদে পরা-শান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে। শ্রীভগবান্ নিত্যবস্তু। এইজন্য তাঁহার আশ্রয়ে জীব অশোক, অভয় ও পরম অমৃতময় হইতে পারেন। তাঁহাকে হারাইবার ভয় নাই, কিন্তু জগত্তেষ সমস্ত বস্তুই অনিত্য ও শোক দুঃখ দানকারী। শ্রুতি বলেন—

নিত্য নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো

বহুনাং যো বিদধতি কামান্।

ভয়ান্নস্বং যেহনুপশ্রুতি ধীরা-

শ্রেষ্ঠাং শান্তিঃ শাস্বতী নেতরেষাম্ ॥ (কঠ ২।২।১৩)

যিনি নিত্য বা ষাণ্মত-বস্তুসমূহেরও পরম নিত্য বা পরম সত্য বা যিনি চেতন জীবসমূহেরও মুখ্যচেতন, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূরণ করেন, যে-সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেই আত্মস্থ ভগবানকে পরিদর্শন করেন, তাঁহারা ই নিত্যশান্তি লাভ করিয়া থাকেন, অপরে তাহা লাভ করিতে পারে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত জীব কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না। শ্রীভগবদ্ ভজনই জীবের একমাত্র পরমার্থ। কেননা ভক্তনের দ্বারা ভক্তনীয়বস্তু শ্রীভগবানকে লাভ করা যায়। শাস্ত্রে নববিধা ভক্তনের কথা দেখা যায় (শ্রীমদ্ভাগবতে ৭।৫।২৩-২৪) যথা—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।

অর্চনং বন্দনং দাস্ত্বং সখ্যামান্নবিবেদনম্॥

ইতি পুংসাপিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চৈত্মবলক্ষণা।

ক্রিয়তে ভাগবত্যাক্ষা তন্মন্ত্ৰেহধীতমুক্তম্॥

শ্রীচৈতন্ত্যচরিতামৃতে উক্ত আছে—

ভক্তনের মধ্যে হয় নববিধা ভক্তি।

কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥

তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামসকীর্তন।

নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিয়া তদীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-আদির শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চনাদি নববিধ ভক্তন-দ্বারা ই শ্রীভগবদ্ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। শ্রীভগবদ্ ভক্তনের সঙ্গে তৎপ্রতিকূল কর্ম-জ্ঞান-যোগ-যোগ ও তৎপ্রাদি অজ্ঞাভিলাষ পরিহার করা কর্তব্য। পূর্বোক্ত নববিধ ভক্তনের মধ্যে নাম-কীর্তনমূল্য। ভক্তনই শ্রেষ্ঠ। ভক্তনকেই শাস্ত্রে ভক্তি বলিয়াছেন। শ্রীভগবানকে লাভ করিতে হইলে সদগুরু পদাশ্রয় প্রয়োজন। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তকে গুরুরূপে বরণ করিয়া তাঁহার সেবা ও উপদেশ পালনমুখে যদি আমরা ভগবদ্ ভক্তন করিতে পারি তাহা হইলেই আমাদের সর্বাভীষ্ট পূর্ণ হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কলিযুগে শ্রীশ্রীমদ্বাহ্যপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হইয়া উপকৃত পরমার্থ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দিয়াছেন। আতি ও অহুরাগের সহিত যদি আমরা শ্রীভগবান ও তদীয় ভক্তগণের সেবা করিতে পারি তাহা হইলে আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে পরম সুখশান্তি লাভ করিতে পারিব, নতুবা সুখ শান্তি সুদূরপর্যাহত।

পরিশেষে অর্থ সম্বন্ধে আর একটি কথা এই যে, যদি উহা শ্রীহরি-গুরু-
বৈষ্ণব-সেবার নিমিত্ত হইল তাহা হইলে সেই অর্থ অনর্থ না হইয়া পরমার্থ
প্রদ, জীবের কিছু সুকৃতি লাভ হইতে পারে। উক্ত সুকৃতি সাধুদত্ত দান করে।
পশ্চাৎ সাধুসঙ্গ প্রভাবে জীবের পরমার্থ লাভ হইয়া থাকে। অতএব অর্থ
অসং (সংসারে) কার্য্যে ব্যয় না করিয়া সংসার একমাত্র ভগবান্ শ্রীহরির
চরণকমল-সেবাতেই নিযুক্ত করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য।

—ত্রিদিগদ্বারা শ্রীমন্তকিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

উপেক্ষিত শ্রীপাট বড়গাছি

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দো সহোদিতৌ।

গৌড়দয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শব্দৌ তমোহুদৌ ॥

বড়গাছি নিবাসী স্কৃতি কৃষ্ণদাস।

বীহার মন্দিরে নিত্যানন্দের নিবাস ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৭৪৮)

নদীয়া জেলায় নাকাসীপাড়া থানার অন্তর্গত বড়গাছি গ্রাম। বেথুরা-
ডহরী হইতে উত্তর-পূর্বদিকে ২০ কিলোমিটার বাসে বীরপুর মেয়া পাড়ায়
নামিয়া প্রায় ৩ মাইল কাঁচা রাস্তায় হাঁটিয়া শ্রীপাট বড়গাছিতে শ্রীগৌর-
নিত্যানন্দের ভুবমোহন বিগ্রহ অবস্থিত। বর্তমানে টিনের একচালা ঘরে ৪ফুট
উঁচু গৌর-নিত্যানন্দের দাক্ষম্য বিগ্রহ বিরাজিত। বিগ্রহের পদতলে ১২০১
বঙ্গাব্দে শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত—খোদাই করা আছে প্রকাশ। কাঠের সিংহাসন।
(১) শ্রীশালগ্রাম, (২) শ্রীরাধা-গোবিন্দ বিগ্রহ আছেন। মাটির ঘর।
বারান্দায় সেবাইত “ক্ষেপা মা” ও “ক্ষেপা বাবার” সমাধি আছে। একখানা
ছোট একতলা পাকা কোঠাঘর আছে। উহার ছাদ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া
পরিত্যক্ত; এবং প্রবাদ ছাদের নীচে ঠাকুর থাকিবেন না। সমাধিঘর ২০০
বৎসরের বলিয়া ওখানকার লোকেরা বলেন। অন্যান্য বিগ্রহ স্থানান্তরে
বহুদিগ পূর্বেই চলিয়া গিয়াছেন। রুকুনপুরের বিগ্রহগণ পূর্বে বড়গাছিতেই
ছিলেন। প্রায় ৬০৬৫ বৎসর পূর্বে সেবাইত দয়ালদাস বাবাজী শ্রীগোপীনাথ
বিগ্রহকে বড় তান্দুসিয়া গ্রামে নিয়াছিলেন। এখন তথায় বারোয়ারী ভাবে
পূজিত হইতেছেন।

রাজা হরিহোড়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীশ্যামরায় বিগ্রহ এবং শ্রীশিবলিঙ্গ বিগ্রহ বীরপুর গ্রামে শ্রীরাজ রাজেশ্বর বন্দোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে পুজিত হইতেছেন। শ্রীশ্যাম রায়ের ৪২ বিধা জমি ছিল। এখন কিছুই নাই। হরিহোড়ের ও শ্যামরায়ের ভিটা বলিয়া এক পরিত্যক্ত স্থান দেখা গেল। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ মন্দিরের বাড়ীটি শ্রীহীন, পরিমাণ ৪০ শতাংশ মাত্র। অধিকারিণী শ্রীঅনুশীলা দাসী (৭০ বৎসর, গন্ধবণিক) স্বামী পরলোকগত রাজেন্দ্রদাস। পুত্র সন্তান আছে। ঠাকুর বাড়ীর এখন ৮ বিধা জমি মাত্র অবশিষ্ট আছে। ঠাকুর বাড়ীতে সেবকখণ্ডে টালির ঘর। শ্রীরাধারামী নামী এক বাগদৌ রমণী তথায় বাস করে।

রাজা কৃষ্ণদাসের বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ "টিবি" আছে। উহাকে "গড়বাড়ী" বলে। পরিমাণ ১৬ বিধা। পূর্বে ঐ স্থানে বাঁশ, বেত ও আগাছার ঘন জঙ্গল ছিল। বর্তমান মালিক উক্ত অনুশীলা দাসী। গড়বাড়ীতে একটি লোহার সিন্দুক পাওয়া গিয়াছিল। উহা হোসেন নামক এক ব্যক্তি নিয়া যায়, কিন্তু তাহার মৃত্যু হয় বলিয়া প্রবাদ আছে।

বড়গাছি মন্দিরে দোলযাত্রা (দোলমঞ্চহীন), জম্বাটমী উৎসব হয়। এবং বাঁশদ্বারা নিমিত্ত রথযাত্রা হইয়া থাকে। ঐ রথ বড়গাছিগ্রামের উত্তর-কোণে লক্ষ্মী জেলার উপরে "বাখাল মণ্ডপ" মন্দিরে যাইয়া থাকে। বাখাল মণ্ডপ মন্দির ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তথায় এখন বট, জম্বাট ও নিমগাছ আছে। জমির পরিমাণ মাত্র ৩ বিধা। মেলা হয়; স্মৃতি রক্ষা। অতি অল্প সংখ্যক লোক মেলায় যোগদান করেন। এইখানে পূর্ব সমৃদ্ধির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গেল।

জলঙ্গী নদীতে ঐতিহাসিক ঈশ্বর পাটনীর খেয়াঘাট আছে। ঐ ঘাট দিয়া লক্ষ্মীদেবী পার হইয়াছিলেন। অনুদামঙ্গে তাহা বর্ণিত আছে। এখনও ঈশ্বর পাটনীর দৌহিত্র বংশীধর কানাই ও মুকুন্দ দীং বেয়ায় পারাপার করে।

নবাব সরকার বা ব্রিটিশ সরকার ঈশ্বর পাটনীর ঘাট কোনদিন বন্দোবস্ত করেন নাই। বর্তমান জাতীয় সরকার ঐ ঘাটের ডাক বন্দোবস্ত করিয়াছেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী পার হইয়া যাওয়ার পরে বড়গাছির ভাগ্যলক্ষ্মীও চলিয়া গিয়াছেন। প্রবাদ একদা ১২০০ নেড়া ও ১৩০০ নেড়ি আসিয়া ঐ গ্রামে পানীয় জল চাহেন, তখনকার যঠের সেবাইত তাহাদিগকে চিমটা দ্বারা পুকুর খনন করিতে বলেন। তাহারা প্রায় ৩ একর পরিমাণ এক পুকুর খনন করে। পুকুরের

নাম হয় “শ্বেত গঙ্গা”। স্থানীয় লোকেরা উহাকে “চিগটি পুকুরও” বলে। পুকুরের জল ৭ রং পরিগ্রহ করিত। বর্তমানে প্রাতে সিদ্ধিবর্ণ, দুপুরে কাজল বর্ণ এবং বৈকালে শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে। “চিগটি পুকুরের” বর্তমান অধিকারী নুরমোহম্মদ মোজা। পাগলা চণ্ডী হইতে লক্ষ্মীজোলা বাহির হইয়া বড়গাছি গ্রাম অতিক্রমপূর্বক জলদ্বীপে মিশিয়াছিল। দৈর্ঘ্যে অনুমান ২৥ মাইল, প্রস্থে ১২।১৪ নল। এখন উহাতে চাষ হয়। দুই পার উচু বলিয়া “লক্ষ্মীজোলা” নির্ণয় করা যায়। গ্রামের বৃদ্ধ ৮৮ বৎসরের অধর কসাই বলিগেন—“লক্ষ্মী-জোলা” দিয়া কেহ জুতা পাষ দিয়া যাইত না। লাঙ্গলও কাঁধে নিয়া পার হইত। হিন্দু মুসলমান সকলেই পার হইয়া “লক্ষ্মীজোলায়” প্রণাম করিত।

এ গ্রামে নীলকুঠী ছিল। তাহার ধ্বংসাবশেষ আছে। অযোধ্যা হইতে আগত “ত্রিবেদীগণ” এই গ্রামের জমিদার ছিলেন। পরলোকগত প্রতাপচন্দ্র ত্রিবেদীর নিকট অহুগত প্রজা শুকলাল সেখ কিছু জমি চাহে। ত্রিবেদী তাহাকে ইচ্ছামত জমি নিতে বলেন। শুকলাল “লক্ষ্মীজোলায়” জমি চাহে। ত্রিবেদী কথা দিয়াছেন বলিয়া গোমস্তা পাঁচু হালসানাকে বলেন, শুকলাল সেখ “লক্ষ্মী জোলায় জমিই চাই” বলায় পাঁচু বলিল, ও যখন জেদ ধরিয়াছে তখন “লক্ষ্মী জোলায়” তাহাকে জমি দেওয়া হউক। শুকলাল তেজি ২টা বলদ নিয়া “লক্ষ্মীজোলায়” চাষ আরম্ভ করে; কিন্তু বলদ মারা যায়। তাহার বাড়ীর লোকও অসুস্থ হইয়া মরিতে থাকে। শুকলাল মরণাপন্ন হইয়া প্রতিকার চাহিলে গ্রামের প্রধানগণ ৭ বৈরাগীর কীর্তন ও উৎসব দিতে বলেন শুকলাল কীর্তন ও উৎসব দিয়া কিঞ্চৎ সুস্থতা লাভ করে।

গ্রামে শ্রেণীবদ্ধভাবে উচু টিবি বহু রহিয়াছে। পুকুর-ডোবা কিছু আগাছা জঙ্গল প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। গ্রামটি লক্ষ্মীছাড়া। হাট, বাজার, ডাকঘর, যাতায়াতের পাকারাস্তা নাই। অদূরে জলদ্বীপ নদী। এখন আর ঐ নদীতে পণ্যবাহী নৌকার বহর নাই। বর্তমানে পরিবহন কার্যে মোটর গাড়ী ট্রাক প্রভৃতি নিযুক্ত আছে। স্বাধীনতার পর সম্প্রতি গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় (পাঠশালা) স্থাপিত হইয়াছে। ঐ গ্রামে উদ্বাস্ত বাতিও হয় নাই। এই গ্রাম সংলগ্ন “সাহার বাড়ী গ্রাম”। তথায় কতক হিন্দু বসবাস করেন। মুন্সী, চক্রবর্তী, মুখার্জী, চ্যাটার্জী প্রভৃতি বর্দ্ধিযুগে ব্রাহ্মণগণ বড়গাছি ত্যাগ করিয়া স্মৃতি-চিহ্নরূপে শ্রেণীবদ্ধ কিছু টিবি রাখিয়া গিয়াছেন। পূর্বে এ গ্রামে

আদৌ মুসলমান ছিল না। ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজ অর্থনৈতিক কারণে হটিয়া যাইতেছেন। পুরানো রাজবাড়ার সংলগ্ন নিত্যগোপাল ও নিবারণ সুখাজী, গাঙ্গুলী বাবুদের বাড়ী। এই গ্রামে গাঙ্গুলী, মুখাজী, চক্রবর্তী ও মুন্সীগন পুরানো সম্ভ্রান্ত বংশ। সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর ভ্রাতা শ্রীযতীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (৭৫ বৎসর) প্রাচীন ব্যক্তি। ঐ বংশের যে পরিচয় পাওয়া গেল— নিত্যগোপাল গাঙ্গুলী, হীরালাল, সুধীন্দ্র, শ্রীশান্তিময় এক্ষণে বেথুয়া ডহরীর প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন বাবসাহী। গন্ধৰ্বনিক কেশব রুদ্র, বিশ্বরূপ, উমাপদ রুদ্র (৭৮ বৎসর) প্রভৃতির ব্যবসায় কৃষ।

শ্রীক্ষণ সম্ভ্রান্ত ভট্টগণ বড়গাছি ত্যাগ করিয়া সাহারবাটী গ্রামে বাস করেন। পাশের গ্রাম বীরপুর, ওখানে বড় মসজিদ আছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের পাকবাড়ী সমূহ তাহাদের সমৃদ্ধির পরিচায়ক। বীরপুরে এক হরিসভা আছে। পথের পাশে পাশে পরিত্যক্ত টিবি, পুরানো পুকুর, ডোবা প্রভৃতিও আছে। একটি পুকুরের নাম “কেও”। আমার মনে হল ইহা রহস্যপূর্ণ। মনের ভাব হেয়ালীতে দেওয়া গেল।

“কেও”

বড়গাছি গৌর-নিত্যানন্দ দরশনে আসে।

“কেও” বলি ডাক দিল দূর হতে পথপাশে ॥

অবাক বিস্ময়ে চাহি দেখিলাম কথা বলে।

মাহুষ নাহি নিকটে, ভবে কি পরিণাম হলে ?

“কেও” বলে এস পথিক, মম জলে কর স্নান।

পথ ক্রান্তি দূর করি, করিবে ঠাকুর দরশন ॥

লক্ষ্মীছাড়া গ্রাম, মেঠোপথের ধূলি, শ্রীহীন।

একদা ষথায় নৃত্য করিত ভক্তপ্রবীণ ॥

রাজা নাই, প্রজা নাই ধবংসাবশেষ অবশিষ্ট।

পূজা নাই, কৃষ্ণ গ্রাম দেখি হ’ল মদে কষ্ট ॥

রাজা কৃষ্ণদাস প্রবল প্রতাপী গৌরভক্ত।

কালের প্রভাব চমৎকার! বোঝা বড় শক্ত ॥

গৌর-নিত্যানন্দ পাদপদ্ম করিয়া অরণ।

(মনে আশা) বড়গাছি ভক্তসহ করি নাথ সঙ্কীৰ্তন ॥

গ্রামের লোকসংখ্যার বর্তমান আনুমানিক হিসাব দেওয়া গেল—

ব্রাহ্মণ গাজুলী	৪ ঘর	২০ জন
গন্ধ বণিক	৭ "	৬০/৬৫ জন
বাগদি	১৮ "	১২৫ জন
ঝইদাস	৭ "	৩০ "
গরাই	১ "	৫ "
পরামানিক	৩ "	২০ "
রাজবংশী	১ "	৬ "
যাদব ঘোষ	৫ "	৩০ "
উড়াও	১৬/১৭ "	১৫০ "
আদিবাসী সর্দার	৮ "	৪০ "
মুসলমান	১৮০ "	১০০০ "

বড়গাছি গ্রাম হইতে রাজার বড় আন্দুলিয়া ২। মাইল। বীরপুর হাট ২।/২। মাইল, পোষ্ট অফিস তেঘরি ১ মাইল। দোল, জন্মাস্তমী ও রথ-যাত্রার উৎসব সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। মুসলমানগণ সকলেই মুসলী, কিন্তু তাহারা উৎসাহের সহিত মহরম, বকরিদ, ঈদ প্রতিপালন করেন।

দীর্ঘ ৬ মাসের মধ্যে শ্রীবিগ্রহগণের অর্চন, ভোগরাগ হয় নাই বলিয়া জনিয়া দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। একদা যে-স্থান বারমাসে তের-পর্কী নৃত্যগীতমুখর ছিল, আজ তাহা কোথায়? ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুজাতির এই দুঃখময় দ্রাবস্থা পর্যালোচনা করিয়া লুপ্ততীর্থ ও ত্রিপাট পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছি।

১৯৮০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর বহির গাছির নিকট সরভোগ নিবাসী শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীশঙ্কর দত্ত ঠাকুরের ভোগরাগের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। অর্চন আরতি গোপাল মুখোপাধ্যায় করিলেন; সমুদ্রিত গ্রামের লোকগণ প্রসাদ পাইলেন। আমাদের সঙ্গী ছিলেন শ্রীশান্তিময় গাজুলী ও শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী। বড়গাছিতে ধান পাট রবিশ্য হইয়া থাকে। দুঃখ ভাবাক্রান্ত চিত্তে পূর্ব-গৌরবময় ইতিহাস স্মরণ করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন করিলাম। (ক্রমশঃ)

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস
শ্রীনারায়ণ (নদীয়া)।

শ্রীগীতার মর্মবাণী

(পূর্ব প্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১১২ পৃষ্ঠার পর)

[প্রথম অধ্যায়]

(শ্লোক-সংখ্যা : ১-২)

জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয়

কৃষ্ণের গোচরে ।

যোগেতে উত্তম যাহা

জানিবার তরে ॥১॥

কভু বলো কর্মযোগ

কভু কর্মত্যাগ ।

কোনটি উত্তম বলো

জগতের নাথ ॥২॥

জগন্নাথ বলিলেন—

উভয়ে সমান ।

শ্রেয়তর কর্মযোগ

কর্মই প্রধান ॥৩॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৩-৫)

সন্ন্যাস ও কর্মযোগ

উভয়ে সমান ।

বিধি-বিধানে পালিলে

সমান কল্যাণ ॥৪॥

কর্মযোগ ও সন্ন্যাস

উভয়েই এক ।

অজ্ঞজনে কহে ভুল

কহয়ে পৃথক্ ॥৫॥

জ্ঞানীজন সত্যজ্ঞে

কহয়ে সঠিক ।

বলে উভে সমগোত্রী

করে সবে হিত ॥৬॥

হইলে নিতা সন্ন্যাসী

না রহে আসক্তি ।

করয়ে নিষ্কাম কর্ম

কর্ম্মে মোক্ষ প্রাপ্তি ॥৭॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৬-৭)

কর্ম্মযোগ করণীয়

ব্রত প্রাথমিক ।

না পালিলে এই ব্রত

ত্যাগ অনুচিত ॥৮॥

সহজ নহেক কভু

কর্ম্মকে ত্যজন ।

আসক্তি রহিলে মনে

বৃথাই ভজন ॥৯॥

যোগযুক্ত বিমুক্তাত্মা
মার্জিত বচন ।

বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়
ইন্দ্রিয় দমন ॥১০॥

নিজ আত্মা অন্য জীবে
দেখে যেইজন ।

কর্মের শৃঙ্খল তাহে
না করে বন্ধন ॥১১॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৮-১০)

দর্শন প্রবণ স্পর্শ
ভোজন গমন ।

উন্মীলন নিমীলন
নিজা নিমগন ॥১২॥

নিখাসন প্রখাসন
ভ্রাণ ও গ্রহণ ।

বিসৃজন কথনাদি
বহু কার্যাক্রম ॥১৩॥

ইন্দ্রিয়াদি করে কর্ম
নিজ কর্মে লিপ্ত ।

নির্লিপ্ত রয়েছে আত্মা
উজ্জল প্রদীপ্ত ॥১৪॥

পদ্মপত্রে বারি যথা
নাহি রহে স্থির ।

যায় চলি টলি টলি
পত্রের বাহির ॥১৫॥

সেইরূপে সর্বপাপে
হইবারে মুক্ত ।

সমর্পণ কর কর্ম
প্রভুতে সংযুক্ত ॥১৬॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১১-১৫)

নবদ্বারযুক্ত গৃহে
করয়ে নিবাস ।

একনিষ্ঠ কর্মযোগী
কর্মোত্তে বিশ্বাস ॥১৭॥

বিচলিত নহে আত্মা
নাহি সাজে কর্তা ।

সাক্ষী রহে সর্ব কর্মে
তিনি অমুমন্তা ॥১৮॥

মানবে করয়ে কর্ম
যেমন প্রকৃতি ।

প্রকৃতির প্রভু আত্মা
সাথে বিশ্বপতি ॥১৯॥

সর্বভাগী মহেশ্বর

(শ্লোক-সংখ্যা : ২০-২২)

না করে গ্রহণ ।

বিষয়ে ইন্দ্রিয়যোগ

অপরের পাপ-পুণ্য

পরিণাম বিষ ।

জটিল বন্ধন ॥২০॥

পান করে জগজনে

মাতাল সদৃশ ॥২১॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৬-১৯)

ইন্দ্রিয় জনিত-মুখ

সূর্যের আলোকে যথা

হয় কলুষিত ।

ধরা আলোকিত ।

আত্মজ্ঞানী লভে মুখ

আত্মজ্ঞান হয় যবে

কলুষ বর্জিত ॥২৬॥

পরমাত্মা তপ্ত ॥২১॥

প্রিয় বস্তু লভিয়াও

ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত

নাহি হয় হৃষ্ট ।

সকলি সমান ।

অপ্রিয় আসিলে কিছু

নহে অসন্তুষ্ট ॥২৭॥

ইহলোক করে জয়

যেই চিত্ত সমাহিত

রহি ইহধাম ॥২২॥

ব্রহ্ম সাথে যুক্ত ।

ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল তথা

তথা বুদ্ধি রহে স্থির

কুকুর ও গাভী ।

মায়া মোহ মুক্ত ॥২৮॥

ব্রহ্মজ্ঞানী ভাবে সম

সমান দরদী ॥২৩॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৩-২৬)

চিত্তের চাকলা যবে

কাম-ক্রোধে বশীভূত

হয় বিনদিত ।

করে যেই জন ।

লভয়ে পরধাম—

ভগবানে রহে যুক্ত

মহিমা মণ্ডিত ॥২৪॥

আনন্দিত মন ॥২৯॥

কাম-ক্ৰোধ উভে মুক্ত

সংযত চিত্ত ।

আত্মাকে জানিতে পারে

নির্ব্বাণ প্রদীপ্ত ॥৩০॥

জগতের করে হিত

হয় রিপুজয়ী ।

অন্তরে রহেনা পাপ

নহেক সংশয়ী ॥৩১॥

লভয়ে অন্তরে সুখ

অন্তরে আরাম ।

আলোকিত হয় চিত্ত

লভে ব্রহ্মজান ॥৩২॥

অন্ত হয় কাম-ক্ৰোধ

আসয়ে নির্ব্বাণ ।

ব্রহ্ম নির্ব্বাণেতে বাস

করয়ে ধীমান ॥৩৩॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৭-২৯)

নিবদ্ধ রাখয়ে দৃষ্টি

ভ্রমুগল মাঝে ।

ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখি

বসে যোগলাজে ॥৩৪॥

প্রাণাপান ছুই বায়ু

রাখিয়া সমানে ।

যোগী করে মুক্তি চেষ্টা

বসি যোগাসনে ॥৩৫॥

যেজন জানিতে পারে

প্রভু মহেশ্বরে ।

যজ্ঞ-তপ-ভোক্তা যিনি

খ্যাত চরাচরে ॥৩৬॥

জীবের সুহৃদ যিনি

নাশয়ে দুর্গতি ।

যে জানে সে' মহেশ্বরে

লভয়ে সুগতি ॥৩৭॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীকালীপদ যশুদেব,

কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্তবিভাগের পদস্থ অফিসার,

নিউ দিল্লী ।

শ্রীগোপালজী গোড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীনস্থ শ্রীগোপালজী গোড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্মরণার্থে দিবসে (২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৯ সাংখ্য রবিবার পূর্ণিমার দিন) নির্বিঘ্নে শ্রীশ্রীজগন্নাথের শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হন।

এই মহামহোৎসবে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিহামী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত বামন মহারাজ, সহঃ সভাপতি শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীধাম যথুবা এবং শ্রীধাম নবদ্বীপ হটতে আরও অনেক বৈষ্ণবব্রহ্ম ও স্থানীয় বহু ভক্ত তথা সজ্জনমণ্ডলী যোগদান করেন।

এইদিন প্রভাতে মঙ্গলারাত্রি, শ্রীমন্দির-পরিক্রমা ও পাঠ-কীর্তন হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অভিষেক নিমিত্ত সকাল ৭ ঘটিকায় নগর সঙ্কীৰ্তন সহযোগে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবগাহন জন্ত পবিত্র সালিন্দ্র নদীর জল আনয়ন করা হয়। অনন্তর ১০ ঘটিকায় শুভমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমদেবের যজ্ঞীয় সন্তানাদি এবং বেদ-মন্ত্রাদি স্তোত্রের দ্বারা মহা-অভিষেক হয়।

সন্ধ্যায়ে মহাসমারোহের সহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে ভোগনিবেদনান্তে স্থানীয় সহস্রাধিক ভক্তমণ্ডলী ও শ্রদ্ধালুজনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যায়ে শ্রীল মহারাজগণ ভক্তগণের সমক্ষে শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব বিষয়ে বহুবিধ শিক্ষা এবং উপদেশ প্রদান করেন।

এই উৎসব সম্পাদনায় শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহঃ সম্পাদক ত্রিদণ্ডিহামী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত হরিজন মহারাজের সেবাশ্রচেষ্টা সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য।

—শ্রীশুভানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রী শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-উপলক্ষে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির সকল মঠেই সেবকবৃন্দ কম-বেশী পরিমাণে ইহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তদুপরি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত শ্রীমম্বাহাপ্রভুর পদাঙ্কপুত পিচলদাস উক্ত মঠের বাৎসরিক উৎসবরূপে বিশেষভাবে উদযাপিত হয়।

অতীত বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ হইতে কতিপয় প্রচারক পূর্ব হইতেই তথায় উপনীত হন। এই শিখলদায় শ্রীমম্বাহাপ্রভু পুরী যাইবার পথে এখানে উপস্থিত হইয়া ছিলেন। তাঁহার শ্রীপাদস্পর্শে পবিত্রীভূত এই পুণ্যস্থতি-ক্ষেত্র বৈষ্ণবগণের নিকট অত্যন্ত পবিত্রস্থান। তাই শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিন্ট ঐ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রভাকর কেশব গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন করেন এবং তত্রস্থ অধিগামী-গণের সাহায্যে তথায় নিত্যসেবাপূজা যাহাতে স্থিতি লাভ করে তজ্জন্ত শ্রীশিখলদা গোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারী বিগ্রহগণকে প্রায় বাইশ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠা করেন।

স্নানযাত্রা-উপলক্ষে বিগত ২২ জ্যৈষ্ঠ (ইং ৬.৬.৮২) রবিবার দিন ব্রাহ্ম-মুহুর্তে মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে শ্রীজগৎ-বন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা তথা মহাজন-গীতিকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-অনুষ্ঠান উদযাপিত হটলে মধ্যাহ্ন-ভোগ-অরতি কীর্তন এবং পরে আগন্তুক সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন।

উক্ত দিবস সন্ধ্যা-অরতি সমাপ্ত হইলে এক মহতী সভার আয়োজন হয়। এই সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্ত্রী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ দীর্ঘ এক ভাষণে শ্রীশ্রীস্নানযাত্রার প্রচলন সম্পর্কে বিষদভাবে বর্ণন করেন। তদুপরি কয়েকজন ব্রহ্মচারীও ইহার ইতিবৃত্ত আলোচনা করেন। এর পর সভাপতির ভাষণে শ্রীশ্রী উর্দ্ধমন্ত্রী মহারাজ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-লীলা ও তাঁহার প্রীতি-বৈশিষ্ট্য প্রাজ্ঞস ভাষায় এক মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন এবং যাহারা এই উৎসবে সর্বতোভাবে সহায়-সহায়ত্ব ক্রিয়াছেন তজ্জন্ত সমিতির পক্ষে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া সভার কার্য সমাপ্ত করেন।

উক্ত উৎসব-সম্পাদনায় শ্রীপাদ মতিকৃষ্ণ ব্রজবাসী প্রভুর সেবা-প্রচেষ্টা সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য।

—শ্রীগৌরানন্দপদ ব্রহ্মচারী

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা ও

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে প্রতিবৎসরই সমিতির আকরমঠ নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ তথা অষ্টম শাখামঠ চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ ও দিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠেও এই উৎসব-অনুষ্ঠান বিপুল আড়ম্বরের সহিত পালিত হয়। বর্তমান বৎসরেও ইহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পক্ষে এই উৎসব উদযাপন করিতে গিয়া সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য নিত্যানীলাপবিত্ত ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ এমটি বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ আধুনিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতের মুগ্ধপুরুষ ভক্তির ভগীরথ শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি অর্থাৎ গুণ্ডিচামন্দির-মার্জনের পূর্বদিবসে ইহা সংঘটিত হইয়াছিল—তাই সেই তিথিবরাকে স্মরণ করিয়া শ্রীল ঠাকুরের নিকট কৃপাশ্রী করা তদয়-মন্দির মার্জনা করার বিধান দিয়াছেন। হৃদয় নির্মল না হওয়া পর্য্যন্ত বিষয়-বিগ্রহের সেবা হইতে পারে না। শ্রীমন্দির-মার্জনা অর্থাৎ আবর্জনা-মুক্ত করিলে যেমন তব্ধই সেখানে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, তদ্রূপ হৃদয়-কলুষ মুক্ত করিলে তব্ধই হৃদয়নাথকে দর্শন করা যায়। রথযাত্রার পূর্বদিবস পুঙ্খবোতমক্ষেত্রের স্তম্ভরাচলে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির মার্জনা অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। তাই শ্রীহরিতত্ত্ববিলাসের নির্দেশ অমুযায়ী—

“কিন্তুদৃগ্ভক্তিসন্দী জগন্নাথাম্ভারতঃ।

দোলা-চন্দন-কীলাগ রথযাত্রারুচ কারষণঃ॥”

শ্রীগৌরধামে পূর্বের প্রথানুযায়ী গুণ্ডিচা-মন্দির অর্থাৎ যেখানে শ্রীজগন্নাথ-দেব অষ্টরাত্রি যাপন করিবেন সেই মন্দির মার্জনের ব্যবস্থা করা হয়।

বিগত ৭ই আষাঢ় (১৯২২/৬/৮২) মঙ্গলবার শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ব্রাহ্মবৃহত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে শ্রীগুরুভক্ত, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্বাত্মক ও বিভিন্ন মহাভজন-গীতি কীৰ্ত্তিত হয়। তদনন্তর শ্রীপাদ কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে

পাঠমুখে ব্যাখ্যা করেন। এর পর পূর্বাঙ্কে মঠস্থ ও দুরাগত বৈষ্ণববৃন্দ তথা বহু ভক্তবৃন্দসহ পুরধুনী-তীরে মনসা-মন্দিরের (নবদ্বীপস্থ ফাঁসীতলা ঘাট) সন্নিহিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের পূজামণ্ডপে উপনীত হইয়া কীর্ত্তন হইলে পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে গুণ্ডিচা-মার্জ্জনা-প্রসঙ্গ বিষয়ভাবে ব্যাখ্যা করেন। তদনন্তর শ্রীমন্দির-মার্জ্জনাদি সমাপ্ত করে কীর্ত্তনমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তৎপর দিবস শ্রীশ্রীরথযাত্রা উপলক্ষে প্রাতঃকীর্ত্তনাদি হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ রথযাত্রা সম্পর্কে পাঠমুখে ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নের ভোগারতি সমাপ্ত হইলে আগত সহস্র সহস্র জনসাধারণকে মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। তখন দিবা ৩ ঘটিকা, রথাক্রম শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে আরাধিত করা হইলে “জয় শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রা-কীটকী জয়” মুহূর্ত্তমুহূর্ত্তম জয়ধ্বনি সহ নবদ্বীপ সहरস্থ মুখ্য পথ দিয়া ভক্তগণের রজ্জু-আকর্ষণে রথ মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। তখন সন্ধ্যা, রথ নির্দিষ্টস্থানে পৌঁছে। এই-স্থানে অষ্টরাত্রি অবস্থান করিয়া নবম দিবসে যথারীতি প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ৮ই আষাঢ় হইতে ১৫ই আষাঢ় পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাযাত্রীতে বিভিন্ন দিবসে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপাদ নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীগুডাগবত পাঠ এবং শ্রীগৌর-লীলা, শ্রীকৃষ্ণ-লীলা, শ্রীরাম-লীলা, শ্রীপ্রহ্লাদ-লীলা তথা বিভিন্নতীর্থাদির দৃষ্টাবলী ছায়াচিত্রযোগে প্রদর্শন করান ও সে-সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয় ১৫ই আষাঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে বিরাটভাবে মহোৎসবের ব্যবস্থা করেন। এই উৎসবে নিমন্ত্রিত ও আগন্তুক সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং পুনর্বারাত্রার দিবস অর্থাৎ ১৬ই আষাঢ় সন্ধ্যায় শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রাত্রে সহস্র সহস্র জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

—শ্রীভূদেব ব্যাণাজর্জী,

দণ্ডপাণিতলা (নবদ্বীপ)।

। श्री श्री कृष्णगोराक्षो जयते ।

স বে পুস্তক পরো ধামা যতো ভক্তিৰথোদ্ধত ।



অষ্টৈত্কা প্রতিহতা যরাঝা স্থপ্রনীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাত আত্ম-পরসম ।
আধোদ্যেজ অষ্টৈত্কা ভক্তি বিব্রূজ ।

অত্ম ধর্ম সূচকপে পালে যেই জন ।
হার-কথার প্রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩৩শ বর্ষ

১৩ ক্রমিকেশ, প্রহ্লাদ, ৪৯৬ গোঁরাক

৩১ শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৭/৮/১৯৮২

৬ষ্ঠ সংখ্যা

সান্ন্যাসদেহ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিহার্যষ্টকম্

[শ্রীমদ্ রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্ ।

চন্দ্রনীলমণি-মঞ্জুল-বর্ণঃ কুন্দনীল-কুসুম-পঙ্কজ-বর্ণঃ ।

কমল-ভিরকুশোরসি হারী সুন্দরো জয়তি কৃষ্ণবিহারী ॥ ১ ॥

চন্দ্রনীলমণি নাম অতি মনোহর ষাঁড়ার বর্ণ, বিলসিত কদম্ব-কুসুমদ্বারা
ষাঁড়ার কর্ণযুগল অশোভিত, ষাঁড়ার বিশাল বক্ষঃস্থলে কুঞ্জাহার শোভা
পাইতেছে, সেই পবনসুন্দর কৃষ্ণবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ১ ॥

রাধিকা-বদনচন্দ্র-চকোরঃ সর্ববল্লাববধূ প্রতিচোরঃ ।

চর্চরী-চতুরতাঞ্চিত ১৭-১৭রীকুতো জয়তি কৃষ্ণবিহারী ॥ ২ ॥

যিনি শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্রের চকোর-স্বরূপ, যিনি নিখিল ব্রজরমণীর ধৈর্যচ্যুতি করিয়া থাকেন এবং যিনি চর্চরী-ভালে সুন্দর নৃত্য-কৌশল বিস্তার করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥২॥

সর্বতঃ প্রাণিত-কৌলিকপর্ব-ধ্বংসনেন হৃত-বাসব-গর্বঃ ।

গোষ্ঠ-রক্ষণকৃতে গিরিধারী-লীলয়া জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৩॥

যিনি সর্বত্র বিখ্যাত গোপদিগের ইন্দ্রপুঞ্জরূপ কৌলিক-পর্বের ধ্বংসহেতু অতি ক্রুদ্ধ দেবরাজের গর্ব হরণ ও গোষ্ঠ রক্ষার জন্য গোবর্ধন-ধারণ করিয়াছেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥৩॥

রাগমগুল-বিভূষিত-বংশী-বিভ্রমেণ মদনোৎসব-শংসী ।

সুযুমান-চরিতঃ শুকশারী-শ্রেণিভিজ্জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৪॥

সমূহ রাগ-রাগিনী-বিভূষিত বংশীর মধুবসরে যিনি শ্রেণীবিন্দুর প্রেতি মদনোৎসব ঘোষণা করিতেছেন এবং বংশী-রব শুনিয়া অতুরক্ত শুক-শারীগণ বাহার চরিত্রের প্রশংসা করিতেছে, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥৪॥

শাত-কুন্তু রুচিহারি-তুকুলঃ কেকিচন্দ্রক-বিরাজিত চুলঃ ।

নবায়োবন-লসদ্ জনারী-পঞ্জনা জয়াত কুঞ্জবিহারী ॥৫॥

বাহার পীতাম্বর সুরণের কার্ত্ত অশ্রু-উজ্জল, বাহার চূড়, মধুরপুচ্ছে বিরাজিত এবং যিনি নবায়োবনে সুশোভিত ব্রজনবীগণের চিত্তরঞ্জন তৎপর, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥৫॥

স্বাসকীকৃত-সুগন্ধি-পটীরঃ স্বণকাঞ্চি-পরিশোভি-কটীরঃ ।

বাধিকোদ্ধত-পয়োধর-বারী-কুঞ্জরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৬॥

সুগন্ধি চন্দনাদিহারা বাহার অঙ্গ অমূল্য, স্বর্ণময় কাঞ্চীদ্বারা বাহার কটদেশ সুশোভিত এবং যিনি শ্রীরাধিকার উন্নত বক্ষোজরূপ হস্তিধ্বজ শৃঙ্গে কুঞ্জর-স্বরূপ, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥৬॥

গৈরধাতু-তিলকোজ্জল-ভালঃ কেলিচঞ্চলিত-চম্পক-মালাঃ ।

অদ্রি-কন্দর-গৃহেবভিসারী সুভবাং জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৭॥

বীচাৰ লগাট গৈৱিক ধাতুদ্বাৰা তিলকাঙ্কিত হওয়ায় অতি উজ্জ্বল হইয়াছে, বীচাৰ বক্ষঃস্থলে বিলাসময়ী চম্পকমালা দোহলায়মান হইতেছে, গোপাঙ্গনাগণের সহিত অঙ্গি-কন্দররূপ সঙ্কেতস্থানে যিনি গমন করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥৭॥

বিভ্রমোচ্চল-দৃগঞ্চল-নৃত্য-ক্ষিপ্ত-গোপ-ললনাখিল-কৃত্যঃ ।

প্রেমমত্ত-বৃষভানু-কুমারী-নাগরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৮॥

যিনি অৱলিলাসে চঞ্চল-কটাক্ষপাংহৱাঃ গোপ-ললনাদিগের নিখিল কাৰ্য্য বিদূৰিত কৰিয়াছেন এবং যিনি প্রেমোন্মত্ত বৃষভানুস্বতা শ্রীরাধিকার চিত্তরঞ্জনৈক নায়ক-স্বরূপ, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥৮॥

অষ্টকং মধুন-কুঞ্জবিহারি-ক্রোড়য়া পঠতি যঃ কিল হারি ।

স প্রযাতি বিলসং পরভাগং তস্য পাদকমলার্চন-ভাগম্ ॥৯॥

কৃষ্ণশীলাময়ী অতিমধুর ও মনোহর এই পদ্যষ্টক যিনি পাঠ করেন, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-পূজনে বিলক্ষণ অনুরাগ লাভ হয় ॥৯॥

বৈষ্ণব-দর্শন

(পূৰ্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৫৬ পৃষ্ঠারপর)

অপরোক্ষ পন্থায় বৈষ্ণবদর্শন এবং

শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন-শিরোমণি

এই পৰম সত্য-দৰ্শন প্রদৰ্শন কৰিবার জন্যই স্বয়ংক্ৰম বস্তু স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাকে অন্য শক্তির অপেক্ষায় বা সহায়তায় প্রকাশিত হইতে হয় নাই । জড় হইতে প্রত্যক্ষ-পন্থায় ও পরোক্ষ-পন্থায় বস্তু-নির্দেশ কৰিবার প্রতিপক্ষে অপৰোক্ষ-পন্থায় মহিমা একমাত্র বৈষ্ণব দৰ্শনেই নিহিত আছে । বেদাংগ-দৰ্শনের ব্যাখ্যা-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত সৰ্ব-দৰ্শন-শিরোমণি এবং যাবতীয় দার্শনিক তথা ভাষ্যতেই বিস্তৃতভাবে প্রদৰ্শিত হইয়াছে ।

আপেক্ষিকতার সত্য অদৃশ্য এবং নিরপেক্ষ

সত্যই বৈষ্ণবদর্শন

আপেক্ষিক অস্মিতা, আপেক্ষিক কৰ্ম্ম আশ্রয় কৰিয়া, আপেক্ষিক কৰণের সহায়তায়, আপেক্ষিক বস্তুকে সম্প্রদান কৰিয়া, আপেক্ষিক বস্তু হইতে নিরপেক্ষ থাকিয়া, আপেক্ষিক বস্তু সম্বন্ধে, আপেক্ষিক আধারে দৰ্শন কৰিতে

গেলে পরম সত্যবস্তু দর্শন ঘটে না—তঁহা প্রত্যেক দ্রষ্টা বস্তু-দর্শনকালে বিশেষরূপে নিরপেক্ষ না হইলে, বস্তু হইতে অভিন্ন সচ্চিদানন্দ দর্শনে বিমুখ হইবেন। ইহারা মায়াদ্বারা বা খণ্ডজ্ঞান-প্রতীতিতে বস্তু-দর্শনে ব্যস্ত তাঁহারা মায়াবাদী বৈদাস্তিক; আর যাহারা মায়াবাদীকে দাস্ত-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বস্তু দর্শন করেন, তাঁহারা তত্ত্ববিৎ বা বৈষ্ণব। সেই তত্ত্ব কেবল মায়া নহেন, কিন্তু অখণ্ড পরম সত্য, অবিমিশ্র পূর্ণ চিৎ ও অরূপাদেয়-বহিত ঘনানন্দের অদ্বয়-জ্ঞান।

মায়াবাদীর ভ্রান্তিময় দর্শনে জগৎ মিথ্যা

মায়াবাদী বস্তু দর্শন করিতে গিয়া কেবল মায়া আশ্রয়ে দৃশ্য দর্শন করেন। বাস্তব দর্শনের পাববর্ত্তে ব্যবহারিক পরিচয়ের মিথ্যাত্ব প্রবল হইয়া তাঁহাকে বস্তু দেখিতে দেয় না। খণ্ডজ্ঞানে খণ্ডজ্ঞানী কখনই সত্য বস্তু দেখিতে পান না; সুতরাং বিচার আসিয়া তাঁহাকে খণ্ডবস্তুর ভ্রমময় দ্রষ্টা ও খণ্ডবস্তু প্রতীতির মিথ্যাত্ব এবং নিভাসতা-জ্ঞান হইতে বিপথগামী করেন।

বিশুদ্ধ দর্শনে জগৎ মিথ্যা নহে, কিন্তু নশ্বর এবং

মায়াশক্তি প্রসূত

তত্ত্ববিৎ জগৎকে মিথ্যা মনে করেন না, বস্তুর বাহ্যখণ্ড প্রতীতি জন্ত তৎকালিক বা নশ্বর বলিয়া থাকেন। যাহাকে পরিমিত করা যায় তাহাচ মায়া-গঠিত সঙ্কেত-ধর্মযুক্ত। দ্রষ্টা কখনই তত্ত্ব ভুলিয়া মায়ার সাহায্যে বাহ্য-বস্তু নিরীক্ষণ করেন, তখনই জ্ঞাত্য আসিয়া দৃশ্য বস্তুর বিশেষত্ব দেখাইয়া, তাঁহাকে—‘বিষয়’ এবং দৃশ্য বস্তুকে—‘আশ্রয়’, ‘আলম্বন’ বা দর্শনের ‘আধার’ মনে করায়। মায়া বা পরিমিত-শক্তি বস্তুর শক্তি-বিশেষ। সেই শক্তি পরিচালিত হইয়া বস্তুকে নানাভেদে প্রদর্শন করায় এবং তাহাদের মধ্যে বিশেষ বা ভেদ প্রদর্শন করায়। বস্তুর বাহ্য-প্রসবিনী মায়া-শক্তির ক্রিয়া দ্রষ্টা-জীবের অস্মিতায় কার্য্য করিবার অবকাশ পাইলেই, তাহাকে বুদ্ধিরূপে পরিণত করে। বুদ্ধি পরিণত হইয়া অঙ্কুর, ও করণপাত্র—মনে পরিণত হয়।

মায়াবাদী শঙ্করের ভ্রান্তিময় বিচার ও তত্ত্ববাদী

নশ্বের বিশুদ্ধ বিচার

মায়াবাদী মায়ার আশ্রয়ে ভেদজ্ঞান যুক্ত হইয়া বলেন,—দ্রষ্টা, দৃশ্য ও বাস্তব ভেদ নাই এবং পশ্চাতে স্বজাতীয় িজাতীয় ও স্বগত ভেদ নাই। তত্ত্ব-

বাদী অদ্বয়জ্ঞানাত্ময়ে বলেন তত্ত্ববস্ত্ত ভগবানে স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদিকা পূর্ণা ও উপাদেয়া শক্তি নিত্য বিরাজমানা। তত্ত্ববাদী অদ্বয়-জ্ঞানাত্ময়ে ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকে ভগবত্ত্বা হইতে তত্ত্ব পৃথক্ দর্শন করেন না। তত্ত্ববাদী বস্ত্তকে সচ্চিদানন্দ বিষ্ণুতত্ত্ব দর্শন করেন। বিষ্ণুতত্ত্ব স্বগত লীলাময় নিত্য-বৈচিত্র্য আছে, চিচ্ছক্তি বস্ত্ত প্রকাশে স্বজাতীয় এবং অচিচ্ছক্তি পরিণত বহির্জগতে বিজাতীয়ভেদ দৃষ্ট হয়। বস্ত্ত ও তচ্ছক্তি ভিন্ন না হইলে অচিন্ত্য-শক্তিবলে সেই বিষ্ণুতেই চিৎ প্রকাশকারিণী ও অচিৎ মর্গের উভয় শক্তিই নিত্য বর্ত্তমান। বেদান্ত দর্শন কেবল মায়াবাদিগণের কাল্পনিক মায়িক আংশিক দর্শন মাত্র নহেন, পরন্তু বেদান্ত দর্শনেই চিদচিদীশ্বর বিষ্ণু-তত্ত্বই ত্রিবিধ বিভিন্ন অংগায় স্থিত দৃষ্ট হন।

বৈষ্ণব দর্শনে বিষ্ণু, বৈষ্ণব ও জগতে

পরম্পর নিত্যভেদ

শ্রুতিতে লিখিত আছে—‘তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ।’ দিব্যসুরিগণ দৃশ্য বস্ত্তকে সর্বদাই বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া দেখেন। তবে অহুপাদেয়, দেশকাল বিচ্ছিন্ন অচিদর্শনে বিষ্ণুত্ব বা বস্ত্তত্ব আবদ্ধ করেন না। চিদ বা অচিদ বিষ্ণুশাক্ত-পরিণত বস্ত্ত-প্রতীতিকে বিষ্ণু বলেন না এবং বিষ্ণু ব্যতীত তাঁহাদের অন্বাধিষ্টানও স্বীকার করেন না। বিষ্ণু-সম্বন্ধ যেখানে উন্মুখ, তদ্বস্ত্ত প্রতীতিকে বা বস্ত্তসম্বন্ধকে চিৎ এবং বিষ্ণুবিমুখ তদ্বস্ত্ত প্রতীতিকে বা বস্ত্তসম্বন্ধকে অচিৎ বা জড়সংজ্ঞায় ভেদ করেন। এক্রূপ নিত্য-ভেদ দর্শন করেন বলিয়া যে তাঁহারা বহ্বীশ্বরবাদী এক্রূপ নহেন। বৈষ্ণবগণ একেশ্বর বিষ্ণুবস্ত্তই দর্শন করেন। তদ্বস্ত্ত বিষ্ণু এবং তদীয় বৈষ্ণবগণ।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সম্বন্ধ—নিত্য সেব্য-সেবকবৃত্তি

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব উভয়েই নিত্য। ‘শক্তিমান ও শক্তি-পরিণাম’ বা ‘বিষয় ও আশ্রয়’-স্বরূপ হইয়া নিত্য-রসের উপাদান ও অনন্য সম্বন্ধ ময়। উভয়ের সেব্য-সেবন-বৃত্তি নিত্য, (অর্থাৎ) কালক্ഷোভ্য নঃ হন্তয়ায় বিনাশী বা কর্ণায়ত্ত নহে, পরন্তু অনাদি। জড়কাল, বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের উপর আধিপত্য করিতে অসমর্থ। নিত্য শক্তিমান বিষ্ণুর দর্শনরচিত মায়াবাদীর অস্তিত্ব অনিত্য ও কালক্ষুর। বৈষ্ণবের স্থিতি নিত্য, তাঁহার দর্শনও নিত্য, কালে পরিবর্ত্তন-যোগ্য নহে।

চিৎসর্গ, জড়জগৎ ও জীব সমস্তই বৈষ্ণবতত্ত্ব

চেতনময় সর্গসমূহে এবং জড়ময় বাবর্তীয় বস্তুতে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান থাকায়, তাহাদের অস্তিত্ব সিদ্ধ। সুতরাং সকলগুলিই বৈষ্ণব। চেতনময় সর্গ যাহা জড়জগতে পদ্যাবস্থায় দৃষ্ট হয়, তাহা প্রাকৃত অপেক্ষায়ুক্ত, সুতরাং বিষ্ণু-সেবনোন্মুখ না হওয়ায় গুণাস্তগত। প্রকৃতির অতীত রাজ্যে মুক্তাবস্থায় যে বিষ্ণুর চিৎসর্গ তাহা মাথার কোন প্রকার বস্ত্র বা অশ্রীন নহে। এষ্ট জগতে জীবমাত্রই বৈষ্ণব কিন্তু জড় বস্তুর এবং জড় ভোগের অভিনিবেশক্রমে হরি-বিমুখ ও জড়ের ভোক্তা বলিয়া নিজ-সত্তা নানাধিক গিস্থত। হরি-সেবনোন্মুখ চেষ্টাময় চেতন সর্গ ত্রিবিধ অবস্থায় আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া অবগত হন।

বৈষ্ণবের সামান্য, মাধ্যম ও উত্তম অধিকার-ক্রম

বৈষ্ণবের সামান্যাদিকারে ভগবান্ বিষ্ণুই তাঁহার একমাত্র সেবা। নির্দিষ্ট উপকরণাবলী দ্বারা-ভগবৎ-অর্চনই তাঁহার লক্ষ্যভূত চেষ্টা। অধিকার উন্নতি-ক্রমে তিনি বিষ্ণুভক্তি-নিরত ব্যক্তির কায়মনোবাক্যে এবং ভগবদ্-চর্চায় উভয়ত্র বিষ্ণু দেখিয়া প্রেমবিশিষ্ট ভববস্তুরের প্রতি তাঁহার বদ্ধতা অকৃত্রিম, সমগ্র জগৎ হরিসেবায় নিযুক্ত হউন—এক্লপ চেষ্টাবিশিষ্ট এবং বিষ্ণুবিমুখ বিবেচীর সঙ্গত্যাগে তাঁহার যত্ন পরিত্যক্ত হয়। উত্তমাদিকারে স্থল-শরীরের দ্বারা ভোগ করিবার বাসনা রহিত হইয়া, জড়-বস্তুকে নিজ ভোগের উপাদান আদৌ মনে না করিয়া সকল বস্তুই প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবৎ-সেবনোন্মুখ হরিসম্বন্ধি-বস্তু-জ্ঞান ও দর্শন করেন। দৃষ্ট বস্তু মাত্রই শক্তি-পরিণতি বৈষ্ণব সহ অভিন্ন বিষ্ণু। জগতে সকল বস্তুই বিষ্ণুতে অবস্থিত, বিষ্ণুর উদ্দেশ্যেই সর্বদা নিযুক্ত।

সামাজিক অপসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব নহে

বৈষ্ণব বলিলে বর্তমান কালে সমাজের যে সম্প্রদায়-বিশেষকে লক্ষ্য করা হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণব-সংজ্ঞা তাদৃশ সামাজিকগণে আবদ্ধ নহে। নীতি ও পূণ্য বজ্জিত হইয়া শিক্ষা-মন্দিরের সহিত যাহাদের বৈরিতা, শৌক্লার্ণ ভেদ যাহারা স্বীকার করেন বা স্বীকার করেন না, মৃত ব্যক্তির সংস্কারোপলক্ষে যাহারা গীত বাস্তব নৃত্যাদিতে নিযুক্ত হইয়া জীবিকার্জন করেন, শাঙ্গিক, বর্ণাশ্রম ধর্মসমূহ লাঞ্ছনা করিয়া যাহাদের যথেষ্টাচার বৈধ সামাজিকগণের সর্বদা কটাক্ষের বিষয় এবং যাহারা সংযোগী বা জাতি বৈষ্ণব পরিচয়-বিশিষ্ট, তাহাদের মধ্যে বৈষ্ণব-সংজ্ঞা আবদ্ধ নহে।

বংশগত ও ব্যবসায়ী গুরু বা অধিকারী গুরু বৈষ্ণব নহে

আবার এই জাতি বৈষ্ণবের গুরু ও পৌরোহিত্য-কার্যে নিরত, মন্ত্রাদি ব্যবসায়াবলম্বনে স্বীয় ভৌমিকা-নির্বাহে তৎপর, ধর্মের উপদেশ, শাস্ত্র-পাঠ, বিগ্রহ-ব্যবসা দ্বারা অর্থোপার্জন প্রিয়, তিন্দু-সমাজে উন্নত বর্ণগণের মধ্যে পুত্র-কন্যা আদান-প্রদানাদি করিয়া থাকেন, ইন্দ্রিয় সংযমে লক্ষ্য না করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণের চেষ্টাকেও হরিসেবা জানেন, বা গোদামি-সন্তান, অধিকারী, আচার্য্য-সন্তান বা গুরু পরিচয়াকাজী ব্যক্তিতেই বৈষ্ণব-সংজ্ঞা আবদ্ধ নহে।

নির্কির্ষেষ মুক্তিকামী বৈষ্ণব নহে

হিন্দুসমাজে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরিচয় দিয়া বিষ্ণুগুপ্ত দীক্ষিত হইয়া বংশ-পরম্পরাগত বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী বা পঞ্চোপাসকগণের বিষ্ণু দেবতার সেবন-তৎপর, মুক্তিতে নির্কির্ষেষত্ব বিশ্বাসী, তাঁহারাই যে কেবল বৈষ্ণব-সংজ্ঞা লাভ করিবেন এরূপ নহে।

আখড়াধারী বাবাজী ও সন্ন্যাসিমাাত্রই বৈষ্ণব নহে

ডোর-কোপীনাди সন্ন্যাসবেশে বিভূষিত, বৈধ-সংসারে বিবি-গর্জনশীল, আখড়া-মঠ-দেবালয়াদিতে অবস্থিতি-পরায়ণ, শাস্ত্রাদি দর্শনে বিভূষ, অথচ প্রাকৃত ভোগবাসনার ফল্গুদী ঘাঁহাদের অন্তরে ধীরে ধীরে বহিতেছে, তাঁহারাই যে কেবল বৈষ্ণব সংজ্ঞা লাভ করিতে অধিকারী—বৈষ্ণবগণ তাহা মনে করেন না।

‘বৈষ্ণব’-সংজ্ঞার মুখ্য পরিচয়

কৃষ্ণ-সেবোন্মুখতাই বৈষ্ণব সংজ্ঞার মুখ্য পরিচয়। ঘাঁহার কৃষ্ণার্থে অধিল চেষ্টা, যিনি ভগবৎ-সেবায় সর্কাস্রা দ্বারা অলঙ্কণ নিযুক্ত, যিনি কার্যমনো-বাক্যে হরিসম্বন্ধি-বস্তু দ্বারা ও হরিলেবনোপযোগী মানসী চেষ্টা-দ্বারা যেকোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবস্থিত থাকিয়া হরির অংশীলনপর, ঘাঁহার ‘প্রাপ্য’-বোধে ধর্ম, অর্থ, কাম বা মুক্তি-অভিলাষ হরি-সেবার উদ্দেশ্য নহে, তিনি উপরি উক্ত যে-কোন পরিচয়ে পরিচিত থাকুন না কেন, তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া সকলেই জানিতে পারিবেন। যাবতীত সদ্গুণাবলী নিতাভাবে বৈষ্ণবেই দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ বৈষ্ণবে সদ্গুণ সমূহ স্থায়ীভাবে অবস্থান করিবার অবকাশ নাই। বৈষ্ণব পরিচয়াকাজী ব্যক্তিমাাত্রই প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণব সংজ্ঞার যোগ্য না হইলেও আপনাদিগকে তাদৃশ সংজ্ঞায় অভিহিত করেন।

বৈষ্ণবের লৌকিক-বৃত্তিগত সদাচারে আমরা দুইটী বিষয় লক্ষ্য করি। প্রথমটী তিনি সর্বোৎকৃষ্ট বিষ্ণুর নিত্যদাসাভিমানী এবং দ্বিতীয়টী তিনি যোষিংসঙ্গী নহেন।

বৈষ্ণবের নিত্য সদুত্তম

বৈষ্ণব কৃপালু, অকৃতজ্ঞোহ, সত্যসার, সয়, নির্দোষ, বদাণ, চুড়, শুচি, অকিঞ্চন, সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণকেশর, অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-যত্ন গুণ, মিতভুক, অগ্রমন্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, বরুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ এবং মৌনী। বৈষ্ণব প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল গুণভূষিত হইলেও তাঁহাকে দর্শন কারিতে গিয়া নানা কারণে বৈষ্ণব-পরিচয়-স্বাক্ষরী অবৈষ্ণবগণ তাঁহার গুণ সমূহ বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

সহজিয়া বৈষ্ণবের কপট দৈন্য

অনেক সময় বৈষ্ণবের নিরুপট দৈন্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া, সরল মানব বৈষ্ণবের শিক্ষক সজ্জায় নিজ অসং স্বার্থ পোষণ করিতে গিয়া বৈষ্ণবকেও কপট দৈন্য শিখাইতে অগ্রসর হন। অবৈষ্ণব বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া নিজ বৈষ্ণব-বিরোধী ভাবসমূহ বৈষ্ণবেরও ভূষণ হউক, একরূপ প্রার্থনা করেন। স্বয়ং বৈষ্ণব না হইলে প্রকৃত বৈষ্ণবের স্বরূপ বুঝিবার সামর্থ্য সাধারণ মনুষ্যে সম্ভব হয় না। প্রকৃত বৈষ্ণব কোনদিন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা পোষণ করেন না। তাঁহাকে না বুঝিয়াই, উদারতার ছলনায়, বিশ্বজনীন ভাবের কপটভাষ, পরমোদার আদর্শ বৈষ্ণবকে সাম্প্রদায়িক মনে করিয়া, নিজের সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দেন মাত্র।

তত্ত্ববস্তুরই ভগবান্ ; তাঁহার নাম-রূপাদিতে ভেদ নাই,

তিনি অদ্বয়জ্ঞানময়

বৈষ্ণবদর্শনে তত্ত্ববস্তুকে ভগবান্ বলা হইয়াছে। ভগবান্ বলিতে অবৈষ্ণবগণ যেমন মায়ায় অন্তর্ভুক্ত নশ্বর বস্তু সংজ্ঞা বিশেষ মনে করিয়া লন সেরূপ নহে। মায়ায় অন্তর্গত বস্তু মাত্রেয় সংজ্ঞা, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার পরস্পর ভেদ আছে কিন্তু মায়াগত ভগবানের নাম, আকার, গুণ ও লীলার মধ্যে সেরূপ ভেদ নাই। তিনি অদ্বয় জ্ঞানময়। মায়ািকজ্ঞানে ভগবানের মহা পরমাত্মা ও ব্রহ্মের পার্থক্য কল্পিত হয় কিন্তু অপ্রাকৃত বিচারে সেরূপ মায়ায় ক্রিয়া লক্ষিত হইতে পারে না। (ক্রমশঃ)

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীজ সরস্বতী ঠাকুর

সঙ্গ-ত্যাগ

সঙ্গ-ত্যাগ প্রবন্ধের সূচনা

‘শ্রীউপদেশানুতে’ ত্রীকুপগোস্থামী বলিষাছেন যে,—উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্ত্বৎ-কর্ম-প্রবর্তন, সঙ্গ-ত্যাগ ও সদ্ব্রাণ্ড (সাধু জীবন ও সাধু প্রবৃত্তি) হইতে ভক্তির উন্নতি হয়। তন্মধ্যে ‘উৎসাহ’, ‘নিশ্চয়’, ‘ধৈর্য্য’ ও তত্ত্বৎ-কর্ম-প্রবর্তন-বিষয়ে ইতিপূর্বে পৃথক্ পৃথক্ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি ‘সঙ্গ-ত্যাগ’-শব্দের তাৎপর্য্য আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বিবিধ দুঃসঙ্গ—চারিপ্রকার

সঙ্গ দুইপ্রকার অর্থাৎ ‘সংসর্গ’ ও ‘আসক্তি’। সংসর্গ দুইপ্রকার অর্থাৎ অভক্ত-সংসর্গ ও যোষিং-সংসর্গ। আসক্তিও দুইপ্রকার অর্থাৎ সংস্কারাসক্তি ও দ্রব্যাসক্তি। যে-সকল মহাত্মাগণ ভক্তি-সিদ্ধি লাভ করিবার আশা করেন, তাঁহারা বিশেষ যত্ন-সহকারে সংসর্গ ও আসক্তিরূপ সঙ্গকে বর্জন করিবেন। (ঐ প্রকার) সঙ্গ থাকিলে ক্রমশঃ সর্বনাশ অবশ্য অবস্থা ঘটিয়া থাকে। যথা—

সঙ্গাৎ সংজাযতে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে।

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি-বিনাশঃ।

স্মৃতি-ভ্রংশাদ্ বুদ্ধি-নাশাৎ প্রাণশ্চতি ॥ (২।৬২-৬৩)

ভগবদাজ্ঞা লঙ্ঘন হইতে জীবের

অবিজ্ঞা-দোষ ও দুঃসঙ্গ

এই ভগবদাজ্ঞা সর্বদাই সাধককে স্মরণ রাখিতে হইবে। সাধক যদি নিষিদ্ধ সঙ্গ করেন, আত্ম অল্পে অল্পে তাঁহার ‘আসক্তি’ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। যতই আসক্তি বৃদ্ধি হইবে, ততই পরমার্থ-নিষ্ঠা ধ্বংস হইবে। তাৎপর্য্য এই যে—জীব চিন্ময়; মায়াবদ্ধ হইয়া অবিজ্ঞা-দোষে জড়ভিত্তিতে জীবের স্বরূপ-ভ্রম হইয়াছে। শুদ্ধ অবস্থায় জীবের মায়া-সংসর্গ হয় না। সে-অবস্থায় তাঁহার কেবল চিং-প্রসঙ্গই থাকে। চিৎসংসর্গে জীবের সমস্ত সংসর্গই চিন্ময়। অতএব তদবস্থায় জীবের যে নিত্য সঙ্গ, তাহা বাস্তবিক। মায়াবদ্ধ-অবস্থায় জীবের যে সঙ্গ হয়, তাহা দূষিত। সেই দূষিত অবিজ্ঞা-সঙ্গ অর্থাৎ অভক্ত-সংসর্গ, যোষিং সংসর্গ, সংস্কারাসক্তি ও দ্রব্যাসক্তি সমস্তই জীবের মঙ্গলের প্রতিকূল। চিংসঙ্গমাত্রই জীবের স্বজাতীয় সঙ্গ এবং অচিংসঙ্গই জীবের বিজাতীয় সঙ্গ। বিজাতীয় সঙ্গ হইতে মুক্ত হওয়াই জীবের মুক্তি। এখন আমরা বিজাতীয় বিষয়ে বিচার করিতেছি।

চতুর্বিধ দুঃসহ মধ্যে (১) অভক্ত সংসর্গ-বিচার ;

তন্মধ্যে অভক্ত কাহারো ?—জ্ঞানিগণ

প্রথমেই অভক্ত সংসর্গের বিচার। অভক্ত কে ? কাহারো ভগবানের অমুগত ন'ন, তাহারাই অভক্ত। জ্ঞানবাদী পুরুষ কখনই ভগবানের অমুগত ন'ন। তিনি মনে করেন যে,—‘আমিও জ্ঞান-বলে ভগবানের সমান হইব। জ্ঞানই সর্বোত্তম বস্তু ; জ্ঞানকে যে লাভ করে, তাহাকে আর ভগবান্ অধীন করিয়া রাখিতে পারেন না। জ্ঞান-বলেই ভগবানের ব্রহ্মতা এবং জ্ঞান-বলে আমিও ব্রহ্ম হইব।’ অতএব জ্ঞানবাদীর সমস্ত চেষ্টাই ভগবান্ হইতে স্বাধীন হওয়া। জ্ঞানে যে সাযুজ্য মুক্তি হয়, তাহাতে আর জীবের উপর ভগবানের বিক্রম থাকে না। এই ত ব্রহ্ম-জ্ঞানীদের চেষ্টা। আত্মজ্ঞানী ও প্রাকৃত জ্ঞানিগণও ভগবানের কৃপার অপেক্ষা করেন না। তাহারো জ্ঞান ও যুক্তি-বলে সমুদায় লাভ করিতে চেষ্টা করেন। ঈশ-প্রসাদের জন্ত বিশেষ যত্ন করেন না। পুত্রবাং জ্ঞানীমাত্রেরই অভক্ত ; যাদও কোন জ্ঞানী সাধন-কালে ভক্তিকে স্বীকার করেন, (কিত্ত) তিনি সিদ্ধি-কালে ভক্তিকে বিসর্জন দেন। তাহার সমস্ত কার্য্যই নিত্য ভক্তি বা ঈশানুগত্যের কোনপ্রকার লক্ষণ দেখা যায় না। কাহারো জ্ঞানী বলিয়া একটি সম্প্রদায় করেন, তাহাদের সকলেরই এই লক্ষণ। তাহারো প্রকৃত জ্ঞানের আভাস মাত্র লাভ করেন। সেই প্রকৃত-জ্ঞান শুদ্ধ-ভক্তির অবস্থা-ভেদ মাত্র। তাহা কেবল ভগবৎ-প্রসাদে শুদ্ধ-ভক্ত-গণ (অনায়াসে) লাভ করিয়া থাকেন। যথা, শ্রীচরিতামৃতে সনাতনের প্রতি প্রভুর উপদেশ,—

‘জ্ঞানী জীবমুক্ত-দশা পাইছ করি’ মানে।

বস্তুতঃ বুদ্ধি ‘শুদ্ধ’ নহে কৃষ্ণ-ভক্তি বিনে।

জ্ঞানবাদে আসক্তগণ অভক্ত

অতএব কাহারো জ্ঞানবাদে আসক্ত, তাহাদিগকে অভক্ত মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। মুক্তি বাপিয়া যে একটি সাধন-ফল আছে, তাহাই তাহাদের সাধনের চরম উদ্দেশ্য। ভগবৎ-সেবার দ্বারা ভগবৎ-প্রসাদ লাভ, তাহাদের জীবনের তাৎপর্য্য হয় না।

কর্ম্মীগণও অভক্ত

কর্ম্মবাদী পুরুষগণও ভক্ত নহেন। অতএব তাহারোও অভক্ত। কৃষ্ণ-প্রসাদ লাভের জন্ত যদি কেহ কর্ম্ম করেন, তবে সে-কর্ম্মের নাম ভক্তি।

যে-কর্ম প্রাকৃত ফল বা বহির্ন্যূন-জ্ঞান দান করে, সে-কর্ম ভগবদ্বির্মুখ। কর্মীগণ কেবল কৃষ্ণ-প্রসাদ অহুসন্ধান করেন না। যদিও কৃষ্ণকে সন্মান করেন, তথাপি তাঁহাদের মূল তাৎপর্য্য এই যে, কোনও প্রকার প্রাকৃত সুখলাভ হউক। স্বার্থপর কর্মকেই কর্ম বলে। অতএব, কর্মী ব্যক্তিকে অভক্ত বলা যায়।

যোগী, বহুদেব-দেবী-পূজক, নৈয়ার্য্যক বিষম্মীগণ সকলেই অভক্ত

যোগীগণ কোন-স্থলে জ্ঞানের ফল কৈবল্য-মোক্ষ এবং কোন-স্থলে কর্মের ফল বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) অহুসন্ধান করিয়া বেড়ান। তাহাতে তাঁহাদিগকে অভক্তই বলা যায়।

বহুদেব-দেবী-পূজক অনন্ত-শরণাপত্তি না থাকায়, তাঁহাদিগকেও অভক্ত বলা যায়। ষাঁহারা কেবল শুক ন্যাসাদি বিচারে আসক্ত, তাঁহারাও ভগবদ্ বহির্ন্যূন। ষাঁহারা একুপ সিদ্ধান্ত করেন যে, ভগবান্ একটী কাল্পনিক তত্ত্ব মাত্র, তাঁহাদের ত কথাই নাহি। ষাঁহারা বিষয়ে আসক্ত হইয়া ভগবানকে মনে করিতে অবকাশ পান না, তাঁহারাও অভক্ত মধ্যে গণ্য। এই সকল অভক্তাদিগের আদর্শ সংসর্গ করিলে অতি অল্পকালের মধ্যে বুদ্ধি-নাশ হয় এবং তাঁহাদের সগান-প্রবৃত্তি আসিয়া হৃদয়ে আসন গ্রহণ করে। যদি কাঁহারও শুদ্ধভক্তি পাঠিতে বাসনা থাকে, তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত অভক্ত সঙ্গ ত্যাগ করিবেন।

যোষিং-সংসর্গ দ্বিতীয় দুঃসঙ্গ-ত্যাগী-পক্ষে

দ্বিতীয়ঃ যোষিং সংসর্গ। যোষিং সংসর্গও বড় অনিষ্টকর। সনাতনের প্রতি প্রভুর উপদেশ এই,—

অসংসঙ্গ-ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।

‘দ্বী-সঙ্গী’—এক অসাধু, ‘কৃষ্ণাভক্ত’ আর ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী-ভেদে বৈষ্ণব দুইপ্রকার। ষাঁহারা গৃহ-ত্যাগী তাঁহাদের পক্ষে স্বী-মাত্রই অসম্ভাষণীয়। সুতরাং, যোষিংসঙ্গ-ত্যাগ বলিলে তাঁহাদের পক্ষে দ্বীলোকের সচিত্ত কথোপকথন নিষেধ হইয়াছে। যথঃ প্রভু-বাক্য,—

ক্ষুদ্র-জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।

ইন্দ্রিয় চরাঞ্চা বুলে, ‘প্রকৃতি’-সম্ভাষণি ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২।১২০)

বৈষ্ণবী শ্রী-সম্বন্ধে (চৈঃ চঃ অঃ ১১।৪২)—

পূর্ব৩৭ কৈল প্রভু সবার মিলন।

শ্রী-সব দূর হৈতে কৈল প্রভু-দরশন ॥

যোষিৎ-সঙ্গ দ্বিতীয় দুঃসঙ্গ-গৃহী-পক্ষে

গৃহস্থ-বৈষ্ণব-সম্বন্ধে এইরূপ বিধি,— গৃহস্থ-ব্যক্তি পর-স্ত্রী বা বেষ্টা-সংসর্গ করিবেন না। নিজ বিবাহিত স্ত্রীর সহিত ধর্মশাস্ত্র-অনুমোদিত সংসর্গ-ব্যতীত অন্য-প্রকার সংসর্গ করিবেন না। স্নেহ-ভাব একবারে পরিত্যাগ করিবেন। স্মার্ত-ব্যক্তিগণ-সম্বন্ধে এইরূপ শাস্ত্রোপদেশ (রঘুনন্দন-কৃত উদাহরণে পুত্র কুল্লুক ভট্ট-ভাষ্য),—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।

তয়া হি সহিতঃ সর্বান পুরুষার্থান সমশ্নুতে ॥

ধর্ম, অর্থ, কাম-রূপ ত্রিবর্গ-সাধন

গৃহস্থ ব্যক্তির গৃহিণী আবশ্যিক। সেই গৃহিণীর (সহিত) একযোগে এক-মনে সমস্ত পুরুষার্থ সাধন করিবেন। সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে পুরুষার্থ চারি-প্রকার, অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। বর্ণাশ্রম সম্বন্ধীয় শাস্ত্রে যাহাকে বিধি বলিয়াছেন, তাহাই ‘ধর্ম’; শাস্ত্রে যাহা নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত আছে, তাহা করার নাম ‘অধর্ম’; সেই সমস্ত বিধি-পালন ও নিষেধ-পরিত্যাগের কার্যসমূহ গৃহস্থ ব্যক্তি স্বীয় গৃহিণীর সহিত বা সাহায্যে সাধন করিবেন। ধর্মচারের দ্বারা যে লাভ হয়, তাহার নাম ‘অর্থ’। গৃহের দ্রব্য, পুত্র-কন্তা, গো-পশু ইত্যাদি সমস্তই ‘অর্থ’। সেই সমস্ত ‘অর্থ’ ভোগের জন্য ‘কাম’। ধর্ম, অর্থ, কাম—এই তিনটিকে ত্রিবর্গ বলে। কর্ম-চক্রে প্রাপ্যমান মায়াবদ্ধ জীবের এই ত্রিবর্গ সাধনই জীবন। গৃহিণীর সহিত একমনে এই ত্রিবর্গ সাধন করাই স্মার্ত গৃহস্থের কর্তব্য। গৃহস্থ রাত্রিদিন স্ত্রীর সহিত একমনে ত্রিবর্গ-সাধ করিবেন। ভৌর্যসাকাদি-কার্যে গৃহিণী সঙ্গিনী থাকিতে পারেন। জীবের যে-পর্যন্ত পরমার্থ চোঁটী না হয়, সে-পর্যন্ত ত্রিবর্গ-চোঁটী-ব্যতীত ধর্ম-জীবনের অন্য উপায় কি ?

মোক্ষ ও তাহার সাধন

মোক্ষই জীবের চতুর্থ পুরুষার্থ। মোক্ষ দুই প্রকার অর্থাৎ ‘অতাস্ত-দুঃখ-নিবৃত্তি’ ও ‘চিৎস্বথ প্রাপ্তি’। শুদ্ধ-জ্ঞান বা মায়াবাদ যাহাদের ধর্ম জীবনকে

নিয়মিত করে, তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তিই চরম উদ্দেশ্য। বিগত জ্ঞান যাহাদের হৃদয়ে স্থান পায়, তাঁহারা চরমে চিৎসুখকে অন্বেষণ করেন। অত্যন্ত-দুঃখ-নিবৃত্তিতে আবদ্ধ থাকেন না। বৈষ্ণব—গৃহীই হউন বা গৃহ-ত্যাগী হউন, তিনি চিৎসুখের অভিলাষী।

গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কৃত্য

গৃহস্থ-বৈষ্ণব সর্বদাই চিৎসুখকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় গৃহিনীর সহিত এক-যোগে সকল কার্য্য করেন। সকল কার্য্য করিয়াও তিনি জ্ঞেয় হন না। এইরূপ-জীবনে তাঁহার যোষিৎ-লংসর্গ হইতে পারে না। অবৈধ স্ত্রী-লম্ভাষণ এবং বৈধ স্ত্রী-সঙ্গে অপারমাণিক জ্ঞেয়-ভাব, তিনি একবারে পরিত্যাগ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (প্রথম স্কন্ধে ২৯-১০, ১৩-১৪) সূত-গোস্বামী সংক্ষেপে বৈষ্ণব গৃহস্থের নিয়মটীকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; যথা,—

ধর্ম্মস্ত হ্যাপবর্গাস্ত নার্থোইর্থ্যায়োপবজ্ঞতে ।

নার্থস্ত ধর্ম্মৈকান্তস্ত কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ।

কামস্ত নোদ্ভয়-প্ৰীতির্লাভো জীবতে যাবতা ।

জীবস্ত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কৰ্ম্মভিঃ ॥ (২৯-১০)

অতঃ পুংভির্বিদ্র-শ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রম-বিভাগঃ ।

স্মৃতিতস্ত ধর্ম্মস্ত সংসিদ্ধির্হরি-তোষণম্ ॥

তস্মাদেফেন মনসা ভগবান্ সাস্ততাং পতিঃ ।

শ্রোতব্যঃ কীৰ্ত্তিতবাশ্চ ধোয়ঃ পূজ্যাশ্চ নিতাদা । (২১৩-১৪)

গৃহীগণের সংসারে নিকর্ষদেয় জন্তুই কৰ্ম্ম কর্তব্য

তাৎপর্য্য এই যে—বিংশতি ধর্ম্ম-শাস্ত্রে ত্রিবর্গ ধর্ম্মের প্রাধান্ত-রূপে উপদেশ আছে। করুণাময় ঋষিগণ কৰ্ম্মাধিকারীর যাহাতে ভাল হয়, তজ্জন্তু বিংশতি 'ধর্ম্ম-শাস্ত্র' রচনা করিয়াছেন। কৰ্ম্মীগণের তাহাতে অধিকার।

তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুরুত ন নিকর্ষিত্তেত যাবতা ।

মৎ কথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবৎ ন জায়তে ॥ (ভাঃ ১১।২৭।২)

এই ভগবদ্ বাক্যের উদ্দিষ্ট কৰ্ম্মাধিকারীর পক্ষে ত্রিবর্গই ধর্ম্ম। নিকর্ষদ লাভ করিয়া যাহাদের জ্ঞানাদিকার হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে ত্রৈবগিক কৰ্ম্মাধিকার থাকে না। তাঁহারা তাহা ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ-জ্ঞানগত সন্ন্যাসের অধিকারী হন। বহু জঘাত্মিত স্মৃতি-বলে ভগবৎ-কৃপা লাভ করত যাহাদের

ভগবৎ-কথা শ্রবণ-কীর্তনে শ্রদ্ধা হয়, তাঁহাদেরও কর্ম্মাধিকার থাকে না। ইঁহারা ইবৈষয়। তন্মধ্যে যাহারা গৃহস্থ, তাঁহারা আপবর্ণা-ধর্ম্মাশ্রয়ে যে অর্থ লাভ করেন, এবং সেই অর্থ ভোগ-বিবশে যে নাম প্রাপ্ত হন, সে-সমস্তই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উদ্দেশে হয় না, কিন্তু চিং-স্বরূপ জীবের ভক্তি-অমুকুল পবিত্র জীবন-যাত্রীর সহিত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার সাক্ষরী হয়। এইস্থলে কর্ম্ম ও পরমার্থের ভেদ লক্ষিত হইবে। অতএব গৃহস্থ-বৈষয় জীবন-যাত্রার জন্য বর্ণাশ্রম বিভাগের দ্বারা খ্যাত গৃহিণীর সহযোগে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ভগবৎ-প্রসাদ-লাভের উদ্দেশে গৃহস্থ-জীবনে সাধন করিবেন। যখন তাঁহার গৃহ ভৎ-সাধনে প্রতিকূল হইবে তাহাতে বিরাগ জন্মিলে গৃহত্যাগ করিবেন।

গৃহস্থের নির্মূলতার জন্য ত্রিবর্গ-সাধন

সুতরাং গৃহস্থ-বৈষয়ের পক্ষে উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত ত্রিবর্গ-ধর্ম্মলক্ষণ-ক্রিয়া তাঁহার নির্মূল চরিত্র গঠন করে। সেই চরিত্রের সহিত তিনি অনন্য-শরণ হইয়া ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলার শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি করিবেন। এইরূপ অহরহ গৃহিণীর সহযোগে পরমার্থ সাধন করিবেন। গৃহিণীও তদনুগতা অগ্ন্যস্ত্র-স্ত্রীলোকের অর্থাৎ ভগিনী, কন্যা প্রভৃতির সাহায্যে সর্বদা পরমার্থ চেষ্টা করিবেন। ইহাতে কোনপ্রকার অবৈধ আচরণ থাকে না; অতএব, তাহাতে ঘোষিত-সঙ্গ হইবে না। অতএব, গৃহস্থ, কি গৃহত্যাগী—সকল প্রকার সাধকের পক্ষে ঘোষিত-সঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত। তত্ত্বগণ বিশেষ যত্ন-সহকারে ‘সংসর্গ-রূপ সঙ্গ’ পরিত্যাগ করিবেন।

আসক্তিরূপ দুঃসঙ্গ দ্বিবিধ,—তন্মধ্যে প্রাক্তন

জ্ঞান-সংস্কারাসক্তি বিচার

এখন আসক্তিরূপ সঙ্গের বিচার করা যাউক। ‘সংস্কারাসক্তি’ ও ‘তদ-দ্রব্যাসক্তি’-ভেদে আসক্তি দুইপ্রকার। প্রথমে সংস্কারাসক্তির বিষয় আলোচনা করি। ‘প্রাক্তন’ ও ‘আধুনিক’-ভেদে সংস্কার দুই প্রকার। জীব মায়া-বদ্ধ হইয়া অনাদিকাল হইতে যে-সকল কর্ম্ম করিয়াছেন এবং যে-সকল জ্ঞান-চেষ্টা করিয়াছেন, সেই সমুদয় কর্ম্ম ও জ্ঞানের ফলে জীবের লিঙ্গ-শরীর গত যে সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহাই প্রাক্তন-সংস্কার। সেই সংস্কারকে স্বভাব বলা যায়। যথা গীতায় (৫।১৪)—

ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্ত সৃজন্তি প্রভুঃ ।

ন কর্ম্মফল-সংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥

“অনাদি-প্রবৃত্তা প্রধান-বাসনাত স্বভাব-শব্দেনোক্ত-প্রধানিক-দেহাদিমান্
জীবঃ কারয়তি কর্তা চেতি ন বিবিজন্ত তদ্বন্” ইতি—(শ্রীবলদেব) ভাষ্যকারঃ ।

পুনশ্চ (৫৮৬০)—

স্বভাবেন কোন্তেয় ! নিবন্ধঃ সেন কর্ম্মণা ।

কর্তৃত্বং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যন্তবশোহপি তৎ ॥

জ্ঞান সংস্কার-বন্ধন-সম্বন্ধে গীতা (১৪।৬) বলিয়াছেন ; যথা—

তত্র সত্যং নির্মূলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ং ।

স্বখ-সমেন বধ্যতি জ্ঞান-সমেন চানঘ ॥

তত্র (শ্রীবলদেব) ভাষ্যকারঃ—“জ্ঞাত্বং, স্বখ্যহন্”—ইতি অভিমানস্তেন
পুরুষং নিবধ্যতি ।”

এই প্রকার স্বভাব-জনিত কর্ম্ম-জ্ঞানোক্ত সংস্কার-প্রসূত-আসক্তি হইতে
মানবদিগের কর্ম্ম-সঙ্গ ও জ্ঞান-সঙ্গ উদয় হয় । পূর্বোক্ত শ্লোকে মায়াবাদী-
দিগের পক্ষে যে জ্ঞান-বন্ধন, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে ।

আসক্তিরূপ দুঃসঙ্গ দ্বিবিধ—তন্মধ্যে প্রাক্তন

কর্ম্ম-সংস্কারাসক্তি বিচার

কর্ম্ম সঙ্গীদিগের কথা এইরূপে উক্ত আছে,—

ন বুদ্ধি-ভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্ম-সঙ্গিনাং ।

যে-যেৎ সর্ক-কর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ (গীঃ ৩২৬)

প্রাক্তন-সংস্কার হইতে কর্ম্ম-সঙ্গ ও জ্ঞান-সঙ্গ হয় । এই সংস্কার সঙ্গ অত্যন্ত
অপরিহার্য্য । বহুচেষ্টা এমত কি আত্মবাত পর্য্যন্ত করিয়াও সংস্কার ত্যাগ
করিতে পারা যায় না । এই জন্মে সঙ্গক্রমে যে সংস্কার বা গুণাসক্তি লাভ
করা যায়, তাহাকে আধুনিক সংস্কার বলি । এই দুই প্রকার সংস্কারে জগজ্জীব
বশীভূত । জীব মায়াতে যখন বদ্ধ থাকেন না, তখন তাহার যে স্বভাব, তাহা
নিশ্চল কৃষ্ণদান্ত । (জীব) মায়াতে বদ্ধ হইয়া প্রাক্তন ও আধুনিক কুসংস্কারকে
ত্যাগ করিতে পারেন না ; তখন প্রাক্তন জনিত কুসংস্কার তাহার দ্বিতীয়
স্বভাব বা নিসর্গ হইয়া উঠে । (ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নিত্যলীলাপ্রবিশ্ট ঙ্গ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
শ্রীচরণ সরোজে দীনের শ্রদ্ধাঞ্জলি

জীবের হৃদিশা হেরি পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি
গণ সহ হন অবতার ।

কখনো বা নিজজনে প্রেরিয়া এ ভুবনে
জীবগণে করেন উদ্ধার ॥

শ্রীগৌরের নিজজন শ্রীকেশব নাম হন
আসিয়াছ জীব উদ্ধারিতে ।

প্রভুপাদ-নিজজন অনেকে হয় গণন
তার মধ্যে ছিলেন অতিশ্রেষ্ঠ ॥

যেই সেবা অন্তে নহে সেবকগণ চিন্তে মনে
গুরু কৃপা তরে অবহেলে ।

আচার্য্য রামানুজে অফি দানে তারে পূজে
শ্রীকুরেশ নাম সবে বলে ॥

গুরুসেবা দৃঢ়ব্রত প্রাণদানে নহে আর্দ্র
গুরু সর্ব জীবনের জীবন ।

সেইরূপ সেবা করি 'কৃতিরত্ন' নাম ধরি
ইষ্টদেবে করিলে পূজন ॥

যে বৈষ্ণবের গুণগানে সর্ববিঘ্ন বিনাশনে
ঘুচে যায় মায়াবন্ধ কঁাস ।

এহেন বৈষ্ণবগণে মায়া সदा বিঘ্ন করে
তবু নহে সেবক নিরাশ ॥

এ তিথি স্মরিয়া মনে তব শ্রীচরণ বন্দে ।
প্রণত হইয়া বারবার ।

তব যেরূপ আতি প্রভুপাদ প্রতি ভক্তি
তার কণা হউক আমার ॥

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্ব-প্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ১৩৫ পৃষ্ঠার পর)

পূজায় পশু বলিদানের নিদারুণ পরিণাম

ভগ্নিপুরণের বচনে মেঘবলি, ছাগবলি, মহিষবলি ও নরবলি হটতে শ্রীদুর্গার উত্তরোত্তর তৃপ্তির আধিকা দেখা যায়। আবার শেষে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরণের বচনে বলি হটতে প্রীতি ও হিংসা জন্ম পাপ দুইটাই লাভ হয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আবার তৎপরবর্তী শ্লোকদ্বয়ে শুধু পাপ শ্রুতিই রহিয়াছে। যথা—

উৎসর্গকর্তা দাতা চ তেষা পোষ্টা চ বক্ষকঃ।

অগ্রপশ্চাদ্ভিষক্তা চ সপ্তৈতে বধভাগিনঃ॥

যো যং হস্তি স তং হস্তি চেতি বেদোক্তমেব চ।

কুর্কৃন্তু বৈষ্ণবী-পূজাং বৈষ্ণবাস্তেন হেতুনা॥

(ত্রঃ বৈঃ পুঃ ৬৫।১১-১২)

অর্থাৎ উৎসর্গকারী ব্রাহ্মণ, যাহার পূজা, বধকারী, পোষ্টা, বক্ষক ও অগ্রপশ্চাৎ ধারণকারিণ্য এই সকল দাতৃজনই বধজন্ম পাপভাগী হইয়া থাকেন। যে যাহাকে হনন করে পরজন্মে সেও ঐ বধকারীকে হনন করে। উহা বেদেই উক্ত রহিয়াছে, সেই কারণে বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবীপূজা (সাত্ত্বিক-বিধানে পূজা) করিয়া থাকেন। এই সব তামস, রাজস পুরাণে দেবীর তৃপ্তি হয় বলিয়া উক্তি থাকিলেও যুক্তিকল্পতরুর বচন দ্বারাও জানা যায় জীবহত্যা-রূপ বলিদানে জীবহত্যারূপ পাপফলই লাভ হয়, অন্য কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিশেষতঃ সর্ববরণা সাত্ত্বিক মহা-পুরাণাত্মক পদ্মপুরাণে দেবীর শ্রুম্ব নিঃসৃত বাক্য হইতেও তাহাই স্পষ্টভাবে প্রতীতি হইতেছে। এমন কি পূজায় জীবহত্যাফলে বৌরবাদি নরকে পতন হইয়া থাকে, ইহা দেবী নিজেই বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব পূর্ব সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধেও তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। তথাপি এই প্রবন্ধেও দৃষ্টান্তদ্বারা বলিদানের ফলাফল সম্বন্ধে সকলের সম্মুখে নিরসনের চেষ্টা করিব।

কোনও সময়ে দস্যুরাজ এক শূদ্র পুত্রকামনায় ভদ্রকালীর নিকট নরবলি দিবার অন্তিপ্রায়ে বলিযোগ্য এক ব্যক্তিকে বলপূর্বক বন্ধন করিয়া রাখিয়া ছিল। দৈবাৎ সেই নরপশু পলাইয়া যাওয়ায় তাহার অনুচরগণ চতুর্দিকে

অহেষণক্রমে তাহাকে না পাইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপ্রহর রাত্রিতে ধানুক্লেত্র রক্ষায় নিযুক্ত জড়ভরতকেই হৃষ্টগুণ্ডাঙ্গ ও বলিবোণ্য দেবিয়া ধরিয়া লইয়া আসে। সেই দস্যুরাজের প্রধান পুরোহিত ভরতকে স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্রালঙ্কার ও শিলকাদিদ্বারা ভূষিত করত ভোজন করাইল। তৎপর তাহাদের স্বকল্পিত বিধানে ভদ্রকালীর পূজানন্তর পুষ্প, পত্র ও মাশ্যাদিদ্বারা কল্পিত পুরুষ ভরতকেও হিংসা-বিধি বিহিতরূপে পূজা করিয়া উচ্চ গীত ও মৃদঙ্গাদি বাজসহ তাহাকে ভদ্রকালীর সম্মুখে অধোমুখে উপবেশন করাইল। তখন শূদ্র দস্যুরাজের প্রধান পুরোহিত ভরতের শোণিতরূপ মধুদ্বারা ভদ্রকালীর তৃপ্তিবিধান মানসে ভদ্রকালী-মন্ড্রে অভিমন্ত্রিত এক ভীষণ তৌক্ধার খড়্গ গ্রহণ করিল। বজ্রমোণ্ডণে অত্যন্ত আচ্ছন্ন এই দস্যুগণ ধনমদে মত্ত, মর্যাদাজ্ঞানশূন্য ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া কুপথে বিচরণ করিতেছিল। হিংসাই তাহাদের ক্রীড়াভোগ্য হইয়াছিল। সেইজন্ত সর্বভূত-সুহৃদু ভগবদগত-চিত্ত ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিপ্লব, আপৎকালীন লৌকিক হত্যাবিধিরও যিনি অবধা তাহাকেই হত্যা করিয়া নিজ ইচ্ছা-সিদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। দস্যুগণের সর্বথা অকর্তব্য এই কার্যে দেবী-সাতিশয় রুপ্তা হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই প্রতিমা হইতে ব্রহ্মতেজে প্রজ্জ্বলিত বহির ছায় দীপ্তি ধারণ করত বহির্গত হইলেন। অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধাবেশ জনিত তাহার মুখমণ্ডল ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করিয়াছিল। তিনি বিশ্বসংহারিণী মূর্তিতে অতীব ক্রোধভরে অট্টহাস্য করিতে করিতে প্রতিমা হইতে বহির্গত হইয়া সেই পাণিষ্ঠ শূদ্রগণের মস্তক তাহা-দিগের সেই খড়্গের দ্বারাই ছেদন করিলেন। তৎপর দেবী ডাকিনী যোগিনী-গণের সহিত ঐ সকল দস্যুগণের গলদেশ হইতে নির্গত কধিররূপ অত্যুষ্ণ মজ্জা পান করিতে করিতে অতিশয় শোণিত পানোন্মত্তা হইয়া নিজ পার্শ্বদগণের সাহিত উচ্চস্বরে গান ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং দস্যুদের ছিন্ন মস্তকগুলি লইয়া কন্দুক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

এই জড়ভরতের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় ছাগাদি পশুবলি বা নরবলি প্রকৃতপক্ষে দেবীর তৃপ্তিদায়ক নহে। যদি তাহাই হইত তবে তাহার নিজ ভক্তগণকে অর্থাৎ নরবলিদানকারী পূজারিগণকে বধ করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তাহা অগৈধ, অপ্রিয় ও বিগর্হিত বলিয়াই দেবী ঐ প্রকার পূজক দস্যুগণকে বধ করিলেন, স্বীকার করিতে হইবে। বলিবিধান পাণজনক তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে তাহার ফল চাক্ষুষ দেখা যায় না, পরকালে

ভোগ্য হয়। সুরথরাজা ও প্রাচীনবর্ষির দৃষ্টান্তে তাহা দেখান হইয়াছে। এই দম্মাগণের পাপফল অত্যন্ত উৎকট বলিয়া এই জন্মেই তাহারা নিজ দুষ্কর্মের ফল—বধপ্রাপ্ত হইল, পরেও নরকাদি দুঃখ ভোগ করিবে। অত্যাংকট পাপপুণ্যফল মানবগণ এজগতেই লাভ করিয়া থাকে। যথা,—

ত্রিভিবর্ষোজ্জিভির্মাসৈজ্জিভিঃ পট্টৈজ্জিভিঃ দ্বিঃ।

অত্যাংকটে: পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে ॥ (হিতোপদেশ)

অত্যাংকট (অত্যন্ত বিগহিত বা প্রশংসনীয়) পাপকার্য বা পুণ্য কার্যের ফল এজগতেই মানবগণ তিন বৎসরে, তিন মাসে, তিন পক্ষে বা তিন দিনের মধ্যেই লাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ পাপকার্যের গুরুত্বানুসারে অল্পকাল মধ্যে ও লাঘবত্বানুসারে কিছুদিন পরে ফললাভ এই জন্মেও ঘটিয়া থাকে।

বলিবিধানের উপসংহারে শেষ বক্তব্য এই যে দেবতাগণ সকলেই হ্রি-ভক্তি ও সত্ত্বগুণপ্রধান এবং সেজন্ত তাহাদের প্রতি শ্রীহরিরও গ্রীত্যাধিক্য শ্রীমদ্ ভাগবতের বহু স্থানেই বর্ণিত রহিয়াছে। মত্ত-মাংস-কুধির রক্ষ-রক্ষ-পিশাচাদির খাদ্য, তাহা কখনও দেব-ভোগ্য হইতে পারে না। তবে যে, দেবীর চামুণ্ডাদি মূর্তিতে অসুরবধ ও কুধির পানাদির কথা শুনা যায়, তাহা ক্রোধের আবেগে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় সংঘটিত হয় মাত্র। উহা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ নহে; কারণ দেবতার দেবত্ব কখনও পিশাচত্বের সমতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। কুধির, মত্ত ও মাংস প্রভৃতি রক্ষ-পিশাচাদির আহাৰ্য্য; তাহা কখনও দেবতার গ্রহণযোগ্য নহে। পদ্মপুরাণে দেবীর জম্ব্ব-নিঃসৃত বাক্যেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। সুগুহ্য দেবতাজ্ঞানে মত্তদান ও পশুবলির বিধানটী সর্বশাস্ত্র ও সর্ববাদীসম্মতই 'অবৈধ'। উহা মত্ত-মাংস-লোলুপতা ভিন্ন কখনও পরমার্থ ফলদায়ক নহে। বরং পাপাদির জনকই হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

উপেক্ষিত শ্রীপাট বড়গাছি

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭৬ পৃষ্ঠার পর)

পুনঃ অবগত হওয়া গেল আবেদ্য হইতে ত্রিবেদীগণ ৮৯ পুরুষ হইতে বাড়ীপাড়া গ্রামে বসবাস করেন। ঐ বংশের গোবিন্দচন্দ্র ত্রিবেদী ৯১ নং মৌজা-বড়গাছির জমিদারী সত্ত্ব তৎকালীন নীলকর সাহেব মিঃ জেমস্ হিল্ড-এর সহিত ক্রয় করেন। উহাদের জমিদারী খরিদের সময়েই কায়স্থগণের

বলতি ছিল না। স্বর্ণকার ৪ বর, মোদক ৪।৫ বর ও ১৫।২০ বর কুন্তকার ছিল। এখন তাহাদের কেহ নাই। ঐ সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং-এর রাজত্ব ছিল।

বড়গাছির প্রাচীন ঐশ্বর্যের পরিচয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। সালিগ্রামও একসময় সমৃদ্ধস্থল। তখনা যায় উহা শালিবাহন রাজার রাজত্ব ছিল, কিন্তু কালপ্রভাবে আজ উহা বিস্মৃতির অস্ত্রাচলে নিমজ্জিত। নদীয়া জেলার পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে প্রায় নীরব। মুসলমান বিজয়, ইংরেজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব। নীলকরের অত্যাচার-কাহিনী সুকোপরি ম্যালেরিয়া মহামারীতে গ্রামভাগ জনশূন্য হইয়াছিল। নৈসর্গিক, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন এবং আমাদের ইতিহাস বিমুখতাও এজন্য কম দায়ী নহে। আবার কি আমাদের কৃতি বঙ্গজননীর সম্ভানগণ এই সকল লুপ্ত-গৌরবের পল্লীসমূহের ইতিহাস উপস্থিত করিবেন? ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুজাতিকে পুনোরজ্জীবিত করিবার চেষ্টা হইবে?

হিন্দুজাতির ধ্বংসের বহুবিধ কারণের মধ্যে রাজকীয় কার্যাশ্রণালীও বিলক্ষণ চিন্তার বিষয়। এ কারণে জীবন বাঁচাইবার তাগিদে হিন্দুগণ ধর্ম্মান্তরিত হইয়া মুসলমান-খ্রীষ্টানধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল। জাতিভেদও একটি অন্যতম কারণ।

“For the murder of a slave by the master no punishment of the slave. The rule of evidence laid down that in the trial of a Muslim, evidence of non-Muslims were in admissible.”

Nadia Gazetter, West Bengal, Nadia,

By D. D. Mazumdar, I. A. S., 1978.

ইং ১৮২৪-২৫ সালে যশোহর জেলার রাজা সীতারাম রায়েব রাজধানী মহম্মদপুর হইতে ম্যালেরিয়া, ওলাট্টা (কলেগা) প্রভৃতি মারাত্মক রোগের উৎপত্তি। উহা যশোহর জেলা ধ্বংস করিয়া ১৮৩২-৩৩ সালে নদীয়া জেলায় আক্রমণ করে। ক্রমে বহু জনপদ লোকবহুল পল্লী ধ্বংস করিয়া ২৪ পরগণায় বিলুপ্তি লাভ করে। ১৮৬৬ সালে কৃষ্ণনগর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। এমনকি কৃষ্ণনগরের এ, ডি, স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ৩ ভাগ কমিয়া যায় ও কৃষ্ণনগর কলেজেও ঐ অবস্থা হয়। নদীয়া জেলার গ্রামসমূহ ম্যালেরিয়া কবলে আশ্রানে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সাল পর্যন্তও ম্যালেরিয়া

নদীয়া জেলায় ব্যাপকভাবেই ছিল। দেশ বিভাগের পরে পূর্ববাংলার লোকগণ নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উহাদের আগমনে জঙ্গল, ডোবা প্রভৃতি পরিষ্কার হইয়া বসতি স্থাপিত হয়। ক্রমে সরকারী চিকিৎসার সাহায্যে ম্যালেরিয়া কমিয়া যায়।

তন্ত্রিরত্নাকর হইতে অবগত হওয়া যায়,—

অদ্বৈত শ্রীবাস আদি গুণের আলয় ।
 নিত্যানন্দ সঙ্গে মহানন্দে বিলসয় ॥
 নিত্যানন্দচন্দ্রের বিবাহ করাইতে ।
 হইল সভার ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছামতে ॥
 বড়গাছি গ্রামের হরিহোড়ের সন্তান ।
 ‘কৃষ্ণদাস’—নাম তাঁর তেহো ভাগবান্ ॥
 নিত্যানন্দ পদে তাঁর সুদৃঢ় ভক্তি ।
 করাইতে বিবাহ তাঁহার আন্তি অতি ॥
 নিত্যানন্দচন্দ্রের বিবাহ যেন মতে ।
 তখন শ্রীনিবাস তাহা কহি সংক্ষেপেতে ॥
 নবদ্বীপ হইতে অল্পদূরে সালিগ্রাম ।
 তথা বৈসে পণ্ডিত সূর্য্যদাস নাম ॥
 গোড়ে রাজা যবনের কার্য্যে স্নানমর্থ ।
 “সরখেল” খতি উপাঞ্জিল বহু অর্থ ॥
 সূর্য্যদাস চারি ভ্রাতা অতি শুদ্ধাচার ।
 সর্ব্বত্র বিদিত তাহা কহিব কি আর ॥
 সূর্য্যদাসের গুণ কহিল না হয় ।
 বনুধা-জাহ্নবা নামে তাঁর কন্যাদয় ॥
 রূপে গুণে দৌহার উপমা নাই দিতে ।
 দৌহার বিবাহ লাগি সদা চিন্তে চিতে ॥
 বিপ্রগণে দেন তার বিবাহ বিষয় ।
 আইসে সম্বন্ধ কড়, স্থির নাহি হয় ॥
 সূর্য্যংশে প্রবীণ এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ ।
 তেঁহ সূর্য্যদাসে কহে মধুর বচন ॥

চিন্তায়ুক্ত হইয়া চলিলু সব ঠাই ।

তোমার কঙ্কার যোগ্য পাত্র কভু নাই ॥

অকস্মাৎ মনে এক হইল আমার ।

তাহা কহি যদি মনে আইসে তোমার ॥

রাঢ়দেশ মধ্যে গ্রাম একচক্রা নামে ।

ব্রাহ্মণ-সঙ্জন বহু বৈসে এই গ্রামে ॥

তথা বিপ্র ভাড়াই পণ্ডিত বিজ্ঞাবান্ ।

দ্বিতীয় মুকুন্দ নাম সর্বাংশে প্রধান ॥

তথাহি শ্রীদেবকীনন্দন কৃত বৈষ্ণব অভিধানে—

তথা পদ্মাবতী শ্রীমুকুন্দৌ বিজ্ঞসত্তমৌ ।

নিত্যানন্দ স্বরূপস্ত পিতরাবতুল প্রিয়ৌ ॥

অর্থাৎ,—পরম রূপবান্ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ পদ্মাবতী মুকুন্দ শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপের মাতাপিতা ।

তথাচ—গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা—

রোহিণী বজ্রদেবৌ ঘোপিতরৌ রামকৃষ্ণযোঃ ।

পদ্মাবতী মুকুন্দৌ ভৌসন্তোজাতৌ দ্বিজসত্তমৌ ॥

অর্থাৎ,—কৃষ্ণ ও বলরামের মাতাপিতা যে রোহিণী বজ্রদেব, তাহারা সঙ্জন দ্বিজশ্রেষ্ঠ পদ্মাবতী মুকুন্দরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—

বিদিত স্তন্দরামল বন্দিঘাটী গাই ।

বৈছে তা'র কুল নিম্নিত কিছু নাই ॥

শ্রীহাড়াই পণ্ডিতের বিবাহ যেখানে ।

তাহারাও কুলীন বেষ্টিত সবে জানে ॥

তা'র পুত্র নিত্যানন্দ মহাতেজোময় ।

অঙ্গকালে তীর্থাটনে করিলা বিজয় ॥

তীর্থাটন, তপস্যা বিপ্রের এই কর্ম্ম ।

তৈহো মহাবিদান জানয়ে সর্বমর্ম্ম ॥

অবধূত হইলা লইয়া দণ্ডহাতে ।

সর্বতীর্থ ভ্রমিয়া আইলা নদীয়াতে ॥

বুঝি তাঁর সর্ব মনোরথ পূর্ণ হইল ।

তেঞি নদীয়াতে দণ্ড পরিত্যাগ কৈল ॥

* * * *
তোমার কন্যার যোগ্য পাত্র তেঁহ হয় ।
তঁার যোগ্য তোমার ছুহিতা নিশ্চয় ॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিত চিন্তিয়া মনে মনে ।
করিতে শয়ন নিদ্রা হইল সেইক্ষণে ॥
অপহুনে দেখে মহামনের আনন্দে ।
ছুই কষ্টা সম্প্রদান করে নিত্যানন্দ ॥

* * * *
সর্ব বিদিত তেঁহো আসি' নদীয়ায় ।
মনের উল্লাসে শ্রীবাসের গৃহে যায় ॥
* * * *
শ্রীবাস পণ্ডিত কহে স্নমধুর কথা ।
আপনি যে কহিয়াছ হইব সর্বথা ॥
অত কৃষ্ণদাসে বড়গাছি পাঠাইব ।
এথা হৈতে কালি সবে তথাই যাইব ॥
* * * *
বিবাহ বিচারে হইল পরম উল্লাস ।
বড়গাছি গ্রামে শীঘ্র গেল কৃষ্ণদাস ॥

(কৃষ্ণদাস পণ্ডিত স্বর্গ্যদাসের সহোদর)

কৃষ্ণদাস রাজা হরিহোড়ের নন্দন ।
মহা বুদ্ধিমন্ত শীঘ্র কৈলা আয়োজন ॥

স্বর্গ্যদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত কৃষ্ণদাস বাটী হইতে নানা দ্রব্যাদি
লইয়া আসিলেন ।

অধিবাস

আজি শুভক্ষণে নিতাই চাঁদের
অধিবাসে কিবা শোভার ঘট ।
নিরুপম বেশে বিলসয়ে ভালে
ঝলমল করে অঙ্গের ছটা ॥

সালিগ্রামে শ্রীনিত্যানন্দের শুভবিবাহ

বসু জাহ্নবা দেবী যথাক্রমে শ্রীবারুণী ও শ্রীরেবতী ।

(শ্রীগৌরগণোদেশ দীপিকা)

কিছুদিনে সভা সহ নিত্যানন্দ রায় ।
 বড়গাছি হইতে আইলা নদীয়ায় ॥
 শ্রীবসু দ্বাংহা দৌহে দেখি' এথা আই ।
 করিল যতক স্নেহ কহি সাধ্য নাই ।
 আই অনুমতি লইয়া নিত্যানন্দ রায় ।
 শান্তিপুর হইয়া গেলেন সপ্তগ্রাম ।

* * * *

খড়দহ-প্রদেশে বিল'সি সঙ্কীর্ণনে ।
 আইলেন নদীয়ায় আইর দর্শনে ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত (অঃ ৫৭৪৮)—

বড়গাছি-নিবাসী স্কৃতি কৃষ্ণদাস ।
 যাহার মন্দিরে নিত্য নিত্যানন্দের বিলাস ॥

স্কৃতি কৃষ্ণদাস—নিত্যানন্দের শালা । শ্রীপাট বড়গাতে নিত্যানন্দপ্রভু
 অনেক দিন বিহার করেছিলেন ।

(গোড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান)

মঞ্জু মেধাসখী বলি পূর্বে যার নাম ।
 এবে সে মকরধ্বজ সেন অস্থপাম ॥ (ঐ)

সালিগ্রাম

সালিগ্রাম (নদীয়া জেলায়) বহিরগাছির নিকট । শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত
 শ্রীকংসারি মিশ্র প্রভৃতির আবির্ভাব স্থান । স্বরূপদাস পণ্ডিত ঘোষাল
 পদবী, বাৎস্ত গোত্র । এই স্থানে কংসারি মিশ্রের জ্ঞাতিগণ বাস করেন ।

আন-চৌড়া বড়গাছি আর দোগাছিয়া ।
 গঙ্গার ওপার ঝড়ুবায়েন কুলিয়া ।
 বিশেষ স্কৃতি অতি বড়গাছি গ্রাম ।
 নিত্যানন্দ স্বরূপের বিবাহের স্থান ॥

“নদীয়া” বলিতে নবদ্বীপের প্রাচীন রাজধানী “বঙ্গালচিবি” শ্রীমাদ্বাপুর
 অঞ্চলকে বুঝায় । শ্রীবাস-অস্থনে যে বিবাহের কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহাও
 খোলভাঙ্গার ডাঙ্গায় অবস্থিত শ্রীবাস-অস্থন । শ্রীচৈতন্যদেবের জননীকে
 “আই” বলিয়া বর্ণনা আছে ।

* * * *

বর্গীর বিভ্রাট ভটেবে এই দেশে ॥
 আলিবর্দি কৃষ্ণচন্দ্রে ধরে নিয়ে যাবে ।
 নজরানা বলি খারলক্ষ টাকা চাবে ।
 বন্ধ করি রাখিবেক মুশিদাবাদে ।
 মোর জুতি করিবেক প্রসাদে ॥ (অন্নদামঙ্গল)

দখা তস্করের অত্যাচার, (১৭৬৮-৬৯) দুর্ভিক্ষে দেশের একেত খড়া, অনাবৃষ্টি, — ১২৭৬ সালের দুর্ভিক্ষে গম্বুস্তর বলা হয় । ঐ সময় নদীয়া জেলার একতৃতীয়াংশ লোক মারা যায় । গৃহপালিত গরু প্রায় শূন্য হয় । লর্ড-ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়াতেই সর্বপ্রথম জেলা স্থাপিত হয় । ১৮০৮ সালে নদীয়া জেলায় ডাকাতি, চুরি অতিশয় বৃদ্ধি হয় । ১৮৫৯-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়ায় নীল বিদ্রোহ হয় । নীল চাষে নদীয়া জেলায় ও অন্যান্য জেলায় যে সর্বনাশ করিয়াছে তাহার ইতিহাস কলঙ্কিত ।

১৮৫২ পাশে যশোর জেলার প্রথম ম্যাগেরিয়া মহামারীরূপে দেখা দেয় । ১৮৫৪ সালে এই মহামারী পার্শ্ববর্তী জেলা নদীয়ায় দেবগ্রাম, মাঝের-খালি, মুড়াগাছা প্রভৃতি বর্দ্ধিমু গ্রামগুলি ধ্বংসে পরিণত হয় । অবস্থাপন্ন লোকেরা দেশ ত্যাগ করিয়া অস্ত্র চলিয়া যায় ফলে দেশ শূন্যানে পরিণত হইল । পার্শ্ববর্তী বর্দ্ধমান জেলাও অর মহামারী রোগে আক্রান্ত হয় । ১৮৭০ সালে আমাশয় রোগেও বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় । নদীয়া জেলায় এখনও আমাশয় উদারাময়, কাশি প্রভৃতি রোগ ব্যাপকভাবে বর্তমান । উন্নত চিকিৎসাও চলিতেছে ।

নাকালীপাড়া থানার সাগিগ্রামে একদা ছিল বৌদ্ধ-পীঠ । ঐ গ্রামে এক পুকুর খনন কালে বহু বৌদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছিল । ঐ সকল পালযুগের স্মৃতি বহন করে ।

দেশের শাসনকর্তা মুসলমানগণ বহু হিন্দু-মন্দির বিগ্রহ ধ্বংস করিয়া ও নানা অত্যাচারে হিন্দু সংখ্যা কমাইয়াছিলেন । (ক্রমশঃ)

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস,
 শ্রীমারাপুর (নদীয়া) ।

উদ্ধারের পথ

(পূর্বে প্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪২ পৃষ্ঠার পর)

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি ছেদ প্রকৃতির সান্নিধ্যে উদ্ভিত হয়েছে। আত্মার মুক্তি হ'লে ঐ বৃত্তিগুলি লুপ্ত হবে। অনন্তর ব্রহ্মাণ্ডসমূহ উৎপত্তির পর মহাবিষ্ণু একাংশে বহু মূর্ত্তি ধারণ করে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবিষ্ট হ'লেন এবং নিজস্ব স্বর্গ-জলে অর্দ্ধ ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করে সেই জলে শেষ-শয্যায় শয়ন করলেন। তাঁর নাভি-দেশে চতুর্দশ ভুবনাত্মক এক পদ্মের উদয় হ'ল, তাহারই সমষ্টি জীবাত্ম দেহাভিমানী হিরণ্যগর্ভরূপ মূল ব্রহ্মা। সেই পদ্মে পুনরায় হিরণ্যগর্ভরূপ ব্রহ্মা হ'তেই চতুর্বেদজ্ঞ ও চতুর্মুখ ব্রহ্মার উদ্ভব হ'ল। এই ব্রহ্মা আধিকারিক দেবতা। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুই ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন করেন। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু সমষ্টি জীবের অন্তর্ধ্যামী; আর ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু প্রত্যেক ব্যক্তি জীবের অন্তর্ধ্যামী ও গুণাতীত বা মায়াতীত। বিষ্ণুকে রজ ও তমঃ গুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সত্ত্বগুণও স্পর্শ করতে পারে না। যথা,—ঋষ্যভাগ-বতাম্বিত ভাষায়,—“বিষ্ণুস্ত সত্ত্বেনাপি ন যুক্তঃ, কিন্তু সঙ্কল্লেনৈব তন্নিয়মন-মাত্রকঃ”—অর্থাৎ “বিষ্ণু সত্ত্বগুণকে স্পর্শ করেন না, কিন্তু সঙ্কল্লমাত্রেই সত্ত্বগুণকে নিয়ন্ত্রিত করে জগৎ পালন করেন।” ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু হ'তে শেষদেব প্রকাশিত হ'য়ে সহস্রফণার পৃথিবী ধারণ করে দশ দেহে কক্ষসেবা করে থাকেন। দ্বিতীয় পুরুষাবতার থেকে ব্রহ্মা ও শিব প্রকাশিত হয়ে যথাক্রমে সৃষ্টি ও সংহার কার্য্য করায় তাঁরা স্বাংশ ভাবাপন্ন বিভিন্নাংশ গুণা-বতার ও মায়ার অধীন তত্ত্ব। ব্রহ্মার জন্ম হস্তয়ার পর তিনি নারায়ণের শ্রীমুখ থেকে বেদজ্ঞান লাভ করলেন ও ভগবানের আজ্ঞাভাসারে প্রাকৃত জগতে ব্যষ্টি সৃষ্ট্যাদি কার্য্য রচনা করলেন। ভগবানের বশ্যতাপন্ন হ'য়ে শিব প্রাকৃত জগতের সংহারক হ'লেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মা অপেক্ষাও শিব অধিক ঐশীশক্তি সম্পন্ন। ব্রহ্মার উদ্ভব সম্পর্কে শাস্ত্রাবাক্য যথা,—

তবেৎ কচিন্ মহাকলে ব্রহ্মা জবোৎপু্যপাসনৈঃ।

কচিদত্র মহাবিষ্ণু ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে ॥ (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ, “কোন মহাকালে মহত্তম জীবই উপাসনা বলে ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হন। আবার যে কল্পে তেমন যোগ্য জীব কেহ না থাকেন, তখন মহাবিষ্ণুই

বাংশে ব্রহ্মা হ'য়ে সৃষ্টি করেন । সুতরাং কালভেদে ব্রহ্মার ঈশ্বরত্ব বা জীবত্ব দুইই সিদ্ধ হয় ।

ব্রহ্মাণ্ডের ব্যষ্টি-সৃষ্টি কর্তৃ রজোগুণোত্তর ব্রহ্মা নিজ-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বলেছেন,—

“ভাস্বান্ যথাশাশকলেশু নিজেষু তেজঃ

স্বাঃ কিম্বৎ প্রকটয়ত্যপি যদ্বদন্ত্ৰ ।

ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ড বিধান কর্ত্ত্বা

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥”

অর্থাৎ, “সূর্য্য যেরূপ সূর্য্যাকাস্তাদি মণিদমূহে নিজ তেজঃ কিম্বৎ পরিমাণে প্রকট করেন, সেইরূপ বিভিন্নাংশ-স্বরূপ ব্রহ্মা বাহ্য হ'তে প্রাপ্তশক্তি হ'য়ে ব্রহ্মাণ্ডের বিধান করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ।”

পরম বৈষ্ণব শিবের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে ভগবান্ কপিলদেব-কথিত শাস্ত্র-প্রমাণ যথা,—

“যচ্ছৌচনিঃসৃত সরিৎ প্রবরোদকেন

তীর্থেন মূর্দ্ধাধিকৃতেন শিবঃ শিবোহভূৎ ।

ধ্যাতুর্মনঃ শমলশৈলনিসৃষ্ট বজ্রং

ধ্যায়োচ্চরং ভগবতশ্চরণাবিন্দম্ ॥” (ভাঃ ৩।২৮।২২)

অর্থাৎ, “যে ভগবান্ বিষ্ণুর চরণ প্রক্ষালন-সলিল হ'তে সমুৎপন্ন সরিৎ শ্রেষ্ঠ গঙ্গার পবিত্র জল মন্তকে ধারণ করে শিবও শিবস্বরূপ অর্থাৎ মঙ্গলময় হয়েছেন, যে ব্যক্তি সেই চরণ ধ্যান করেন, বজ্র-নিষ্ক্ষেপফলে পর্ব্বতের ন্যায় তাঁর মনের কলুষ ধ্বংস হয় ; অতএব গেই ভগবানের চরণাবিন্দ সর্বদা ধ্যান করবে ।

আবার তত্ত্ববিকাশক্রমে ব্রহ্মাণ্ড-সৃজনকালে নারায়ণের জ্রদেশ জাত হ'য়ে শম্বুতত্ত্বের বিকাররূপ রুদ্রতত্ত্ব প্রকটিত হ'ন । বিভিন্নকালে শিবজী বিভিন্ন-ভাবে কৃষ্ণের অধীন তত্ত্বরূপে উদ্ভূত হয়েছেন । শ্রীকৃষ্ণই সমুদয় বিষ্ণুতত্ত্বের আকর বস্তু স্বয়ং ভগবান্ । ভগবান্ কৃষ্ণ কোনও কালে উপযুক্ত জীবে ভগবচ্ছক্তির আবেশে এবং কোনও কালে চিচ্ছক্তির বিভাগক্রমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন । ব্রহ্মা ও শিব উভয়েই শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের বশ্যতত্ত্ব ।

“আনের কি কথা, বলদেব মহাশয় ।

যাঁর ভাব—গুহ্যসুখা-বাৎসল্যান্বিত ।

তঁেহো আপনাকে করেন দাস-ভাবনা ।

কৃষ্ণদাস-ভাব বিহু আছে কোন্ জনা ।

সহস্র-বদনে য়েহো শেষ-সঙ্কর্ষণ ।
 দশ দেহ ধরি' করে কক্ষের সেবন ॥
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ ।
 গুণাবতার তেঁহো সর্বদেব-অবতংস ॥
 তেঁহো করেন কক্ষের দাস্য প্রত্যাশ ।
 নিরন্তর কহে শিব—মুঞি কৃষ্ণদাস ॥
 কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল দিগন্তর ।
 কৃষ্ণ-গুণ লীলা গায়, নাচে নিরন্তর ॥
 পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেনে নয় ।
 কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্য-ভাব সে করয় ॥
 এক কৃষ্ণ সর্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর ।
 আর যত সব তাঁর সেবকাহুচর ॥—(১৫: ৫: আদি)

পদ্যপুৰাণ বলেছেন,—“দাসভূতমিদং তস্মৈ ব্রহ্মাণ্ডে সকলং জগৎ”
 অর্থাৎ—“ব্রহ্মা, শিব, ভূর্গা, কালী, সূর্য্য, গণেশ প্রভৃতি সকল দেবতা ও
 অন্যান্য সকল জীবই শ্রীহরির দাস বা সেবক ।”

এইরূপে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বশীভূত
 এবং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই অবিচিন্ত্যশক্তির আধার । সমস্ত চিদচিজগৎ তাঁর
 অবিচিন্ত্য শক্তির পরিণতি ।

“অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত” শ্রীভগবান্ ।
 ইচ্ছায় জগৎ-রূপে পায় পরিণাম ॥
 তথাপি অচিন্ত্য শক্তে হয় অধিকারী ।
 প্রাকৃত' চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি ॥
 নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হইতে ।
 তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকতে ॥
 প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য-শক্তি হয় ।
 ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তি,—ইয়ে কি বিস্ময় ॥—(১৫: ৫:)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছামাত্রেই তাঁর অলৌকিক অচিন্ত্যশক্তির বা পরা-
 শক্তির জায়া-অংশে তথা মায়া-শক্তি হ'তে চতুর্দশ লোক সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড ও
 অণু-অংশে তথা জীবশক্তি হ'তে অনন্ত জীব প্রকটিত হয়েছে ।

ভগবানের বিভিন্ন শক্তি পরিণাম

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত স্বরূপের মধ্যে যেমন নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ-স্বরূপই সচিदानন্দময় স্বয়ং ভগবান্, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের পূর্ণ স্বরূপ-শক্তি বা পরাশক্তি শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্মা এবং রসপুষ্টি হেতু দুই-দেহে প্রতিভাত। তাঁরা পৃথক্ হয়েও অপৃথক্। শ্রীমতী রাধিকাই কৃষ্ণের অনন্তশক্তির অংশিনী ও কৃষ্ণলীলার সহায়কারিণী।

“কৃষ্ণ-বাক্সা পুষ্টিরূপ করে আরাধনে।

অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখ্যানে ॥”—(১৫: ৫:)

শ্রীরাধার কায়বৃত্তরূপে ব্রজগোপীগণ, বৈভবপ্রকাশরূপে মহিষীগণ এবং বৈভব-বিলাসাংশরূপে লক্ষ্মীগণ প্রকটিত হয়েছেন। ভগবানের অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, স্বরূপাশ্রিত, অপাশ্রিতা—সমস্তই শক্তি-তত্ত্ব, কিন্তু সমস্ত শক্তিতত্ত্বের মূল আশ্রয় পরাশক্তি শ্রীমতী রাধিকা। কৃষ্ণ-লীলারসের উল্লাসহেতু প্রেম-স্বরূপিণী শ্রীরাধা বহু-কাক্সারূপেও প্রকাশিত; শ্রীরাধাই মুখাকান্তা এবং অস্ত্র কাক্সাগণ শ্রীরাধার অংশ।

বহু কাক্সা বিনা নাহি রসের উল্লাস।

লীলার সহায় লাগি’ বহুত প্রকাশ ॥”—(১৫: ৫:)

বৃন্দাবনের একমাত্র অধীশ্বরী প্রেমস্বরূপিণী শ্রীরাধা রাসক্ষেত্রে নিজে নাচেন, শুভকে নাচান এবং কৃষ্ণকেও নাচান।

“কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেমা ভক্তেরে নাচায়।

আপনে নাচয়ে—তিনে নাচে এক ঠাই ॥”—(১৫: ৫:)

শ্রীরাধিকা ব্রজধামে সর্বদা কৃষ্ণ-দপাশে থেকে কৃষ্ণের আনন্দ বিধান করেন। পূর্ণ স্বরূপশক্তিরূপা শ্রীরাধিকা ক্রিধা করবার উদ্দেশ্যে চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াজক্তিরূপে প্রকাশিত হ’লেন। তিনিই নিতা লক্ষণ বৃত্তি-গুলি নিয়ে চিচ্ছক্তিতে পূর্ণরূপে, জীবশক্তিতে অণুরূপে এবং মায়াজক্তিতে ছায়ারূপে প্রকটিত হলেন। চিচ্ছক্তির অস্ত্র নাম অন্তরঙ্গাশক্তি এবং ছায়া বা মায়াজক্তির অন্য নাম বহিরঙ্গাশক্তি। চিচ্ছক্তি ও মায়াজক্তির মধ্যবর্তী অবস্থায় জীবশক্তি থাকায় জীবশক্তিকে তটস্থশক্তি বলা হয়। ভগবানের চিচ্ছক্তি থেকে চিচ্ছগণ, মায়াজক্তি থেকে দেবীধাম বা জড়জগৎ এবং তটস্থা শক্তি থেকে জীবজগৎ উদ্ভূত হয়েছে। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের বিভিন্ন শক্তি-পরিণাম সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় প্রণীত “শ্রীশ্রীচৈতন্যশিকামৃত” গ্রন্থের সিদ্ধান্ত এখানে বিবৃত করছি। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

স্বধামে প্রপূজ্যচরণ ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী

শ্রীমন্তুক্তিহৃদয় বন মহারাজ

আমরা অত্যন্ত বিরহ-বাথিত হৃদয়ে জানাইতেছি যে,—বিগত ২২ আষাঢ় (৭ই জুলাই, ১৯৮২) বুধবার রাত্রি ৯ ঘটিকায় প্রপূজ্যচরণ পবিত্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমদনমোহন বেরাঙ্গিত শ্রীভঞ্জন-কুটীতে শ্রীচরিনাম শ্রবণ করাইতে এবং করিতে করিতে তিরোধান-লীলা করিয়াছেন। ইনি সমগ্র পৃথিবীতে শ্রীমদ্রহস্য-প্রভুর প্রেমধর্মের প্রচারক। শ্রীচৈতন্যমঠ ও গোড়ীয় মঠসমূহের সংস্থাপক নিতালীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন। তিনি তাঁহার শ্রীল গুরুপাদপদের আদেশে-নির্দেশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তথা ভারতের সর্বত্রই শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর আচারিত ও প্রচারিত মতে বিমল বৈষ্ণবধর্ম প্রচার এবং প্রসার করিয়াছিলেন।

স্বামিজী পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) বাহার ডাকায় এক শিক্ষিত ও সন্তোষ এবং ধার্মিক ব্রাহ্মণ-পরিবারে ২৩শে মার্চ, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যকালের নাম ছিল শ্রীমদেষ্কনাথ মুখার্জী। পরে পাটনা হইতে বি, এ, পাশ করিয়া ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ২৩বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া অগদগুরু শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের চরণাশ্রিত হন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রথর প্রতিভা এবং সিদ্ধান্ত-বিষয়ে পারঙ্গত দেখিয়া শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তাঁহাকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদান করেন। তখন হইতে তিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিহৃদয় বন মহারাজ নামে প্রসিদ্ধ হন। তিনি বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত, ইংরাজী, ফ্রান্স, প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় ধারাপ্রবাহে স্নন্দর ভাবে বক্তৃতা প্রদান করিতেন। তিনি প্রথমে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, দিল্লী এবং উত্তর প্রদেশের সর্বত্রই শ্রীমদ্রহস্যপ্রভুর কথা প্রচার করেন। পরে স্প্রদূর ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, আমেরিকার নিউইয়র্ক, চিকাগো, বোষ্টন, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, কানাডা প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশে ও জাপান, হংকং এবং বর্ম্মা ইত্যাদি প্রাচ্যদেশে বিশেষ উৎসাহের সহিত প্রচার কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহাকে আমেরিকায় D. Lit. উপাধি দ্বারা বিভূষিত করা হইয়াছে। অবশেষে তিনি

বৃন্দাবনে শ্রীমদনমোহন-ঘেরায় নিজস্ব ভজনকুটী স্থাপন করেন এবং সেখানে থাকিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনের বিখ্যাত Institute of Oriental Philosophy এবং নন্দগ্রামে Intermediate College স্থাপন করেন।

অপ্রকটের পরদিবস একটি বিশেষ শোভাযাত্রা এবং নগর সঙ্কীৰ্ত্তনসহ তাঁর অপ্রাকৃত কলেবরকে একটি সুসজ্জিত যানে আরোহণ করাইয়া বৃন্দাবনস্থ প্রসিদ্ধ দেবালয়গুলি সমুখ হটয়া পরিভ্রমণ করিতে-করিতে তাঁর ভজন কুটীপ পূৰ্ণনির্মিত মন্দিরে সমাধিস্ত করা হইল। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রীব্রজমণ্ডলের সারস্বত গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ, বৃন্দাবনের বহু প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ এবং তাঁহার মহাবিছালষেব অধ্যক্ষ তথা বহু অধ্যাপকগণ তথায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে গোড়ীয়-বৈষ্ণবগণের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ বৈষ্ণব আচার্য্যগণ একে-একে অপ্রকটলীলায় প্রবেশ করিতেছেন। যদিও বৈষ্ণবগণের আবির্ভাব এবং তিরোভাব এক তাৎপর্য্যময় এবং জগন্মুগ্ধ-বিধায়ক, তথাপি তাঁহাদের অভাব-পুষ্টি হইতেছে না। বৈষ্ণবগণের বিরহই যথার্থতঃ একমাত্র দুঃখ। তাঁহারা যেন অহৈতুহী কৃপা বর্জন করিয়া আমাদের শক্তি-সঞ্চার করেন—যাহাতে আমরাও তাঁহাদের পদানুসরণ-পূর্ব্বক শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রীতিবিধান করিতে পারি।

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদত্তিস্বামী ১০৮ শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজের

শ্রীচরণকমলে—

হে সন্ন্যাসাচার্য্য !

ধন্য আমরা, সার্থক আমাদের এই বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, পবিত্র আমাদের এই আশ্রমের মাটি, একজন সিদ্ধ সাধক মহাপুরুষ আপনি, আপনার এই আশ্রমে শুভপদার্পণে আমরা আপনাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

হে বৈষ্ণব-কুলতিলক !

আজীবন ব্রহ্মচারী আপনি! দীর্ঘ সাধনায় উপলব্ধি করেছেন ঐশ্বরিক-সত্তা; পেয়েছেন শাস্ত্র সত্যের গন্ধান। দিকে দিকে প্রচারিত করছেন ভক্তি প্রেমের পুতঃমন্ত্র। আপনার শুভাগমনে আমরা আপনাকে অভিনন্দিত করি।

হে ত্যাগী !

ধনীর ছল্লাল হয়েও বিলাস-বাসন আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি। ভোলাতে পারেনি আপনাকে কামিনী-কাঞ্চন; শুধু ব্যথিত করেছে ধর্মহারার শোকে, তাই পথে পথে হেঁটে চলেছেন আমাদের আহ্বানে, আহ্বাদ জানাতে নামামৃতের। আমরা আপনাকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি।

হে মহানুভব !

কুদ্র আমরা, অজ্ঞ আমরা, কি বলে আপনাকে আহ্বান জানাব। কোন্ মস্ত্রে আপনাকে অভিনন্দিত করব—জানিনা। গঙ্গাজল ছাড়া যেমন গঙ্গাপূজা হয় না, তেমনি আপনারই প্রদর্শিত নামামৃত শ্রবণ দ্বারাই আপনাকে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

হে পরমার্থ প্রদাতা !

যে কল্পনার স্বপ্নরাজ্যে উদ্ভাসিত হয়ে আমরা এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছি তা আজ নানা সমস্যা-অষ্টোপাসের মত আমাদের চতুর্দিকে ঘিরে বার্থতায় পর্যাবসিত করতে চাইছে। আপনার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ আমাদের সকল বাধা-বিপত্তিকে অপসারিত করে সেই পরম সত্যের সন্ধান দিক—নিবেদন রাখছি।

হে মহান্ পরিত্রাজক !

সেই পরমকরুণাময়, প্রেমময়ের শীচরণে প্রার্থনা জানাই—দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন লাভ করে জয় হোক আপনার যাত্রাপথ। কল্যাণময় হয়ে উঠুক আমাদের আশ্রম ও জীবন, ধন্য হউক এই দিগন্ত। *

প্রণত—

গ্রাম ও পোঃ—আন্ততিয়া

সেবক ও ভক্তবৃন্দ,

জিলা—মেদিনীপুর।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবাশ্রম

* শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সেবক ও ভক্তবৃন্দের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব উক্ত আশ্রমে পদার্পণ করিলে এই মান-পত্র অর্পিত হয়। কিন্তু পরিত্যাগের বিষয় এই যে, অনিবার্য কারণবশতঃ নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই, তজ্জন্ত আমরা দুঃখিত।

—প্রকাশক

প্রচার-প্রসঙ্গ

তমলুকে বিরাট ধর্ম-সভা

মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহর নিবাসী সম্ভবতঃ স্রীযুত নরেন্দ্রনাথ পট্টাচার্য মহাশয়ের স্বর্গতে স্রীচরিতমন্দির-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে তৎকর্তৃক আয়োজিত দিবস-অনুষ্ঠানার্থী ধর্ম-সভায় যোগদান করিবার জন্ত শ্রীগোড়ীখ বেদান্ত সমিতির অত্যন্তম প্রচারক স্বরূপ ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমন্তকিবেদান্ত পর্যাটক মহারাজ ও ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমন্তকিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ বিগত ২৭শে এপ্রিল, ১৯৮২ এবং সর্বশ্রী নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, বদনমোহন ব্রহ্মচারী, স্বাধিকার-নাথ ব্রহ্মচারী, বিশ্বকর্মে ব্রহ্মচারী ও বিপ্লববিহারী ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে তমলুক শহরে উক্ত পট্টাচার্য মহাশয়ের বাসভবনে উপস্থিত হন। স্রীযুত পট্টাচার্য মহাশয় তদীয় ভগ্নে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গত ১৩ই বৈশাখ, ১৩৮২ (ইং ২৮-৪-৮২) তারিখে স্রীচরিতমন্দির-প্রতিষ্ঠা এবং বাসভবনের সমুদ্বাস্ত সম্বন্ধে প্যাণ্ডেল করাইয়া সন্ধ্যায় বিরাট ধর্মসভার আয়োজন করেন। এই ধর্মসভায় ১৬ বৈশাখ (ইং ৩০শে এপ্রিল) পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এই দিবস-অনুষ্ঠানার্থী ধর্মসভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বেহালাস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত ব্রহ্মচারী ত্রিদণ্ডি স্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমন্তকি-কুমুদ সন্ত গোঁস্বামী মহারাজ। সমিতির অত্যন্তম বিশিষ্ট প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমন্তকিবেদান্ত ত্রিদণ্ডি মহারাজ ও শ্রীলগুড়ি স্বামী শ্রীকেশব গোঁস্বামী গোড়ীখ মঠ হইতে উক্ত সভায় যোগদান করিবার জন্ত আত্ম হইয়া উপস্থিত হন।

প্রথম দিনের বিষয়সমূহ ছিল “শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য” প্রবৃক্ত্যের শ্রী শ্রী সভাপতি মহারাজ ও সমিতির সন্ন্যাসী-প্রচারক এবং পণ্ডিত শ্রীপদ নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভাবগদ্যনমুখে বলেন, ভগ্নে অনেক ধর্ম-প্রচারকগণ ও শ্রীভগবদ্-অবতারগণ বিশ্ব-কল্যাণের জন্ত প্রবর্তিত হইলেও শ্রীমহাপ্রভু যেরূপ জীবকল্যাণ করিয়াছেন, জীবহিতার্থে যাঁহা দান করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। এইজন্য শ্রীল রূপগোঁস্বামী প্রভু তাঁহাকে কীর্তনমুখে মহাবদান অবতার বলিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভু মহান দাতাগণেরও নিরোপণ। তিনি জিতাপ্রাপ্ত ভূখিত মীর্কে অমলময় শ্রীভগবানের অনাবিল সেবামন্দ-সুখ প্রদান করিয়াছেন। মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও জীবহিতার্থে ভক্তভাব অঙ্গীকার করত ভীকে শুদ্ধ ভগবৎ প্রেমাত্ম-রাগ শিক্ষা দিয়াছেন।

দ্বিতীয় দিনের বিষয়সমূহ ছিল “ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রীনামতত্ত্ব” এবং তৃতীয় দিনসেবা বিষয়বস্তু ছিল “মল্লুজা জীবনের কর্তব্য” বক্তৃতাভোদয়গণ উক্ত দুটি বিষয়েই সুবন্দরূপে ভাষণ প্রদান করিয়া তমলুকবাসী জনগণকে পরমাখের আলোক প্রদান করত তাহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। পূজনীয় মহারাজগণ উপবোধিত তিন দিনে সকল ভক্তগণকে লইয়া মাইকযোগে বিপুল মহাসমারোহে নগর-সজ্জার্তন করেন। উক্ত ঈরিসঙ্কীর্ণনে তমলুক শহরের আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠে। তৎপরে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণ-লালদি প্রদর্শিত হয়।

অন্তিম দিনসে মাহুদর শ্রীযুক্ত পদ্মশ্রী মহাশয় তমলুকবাসী জনগণকে ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আঞ্জায়িত করেন। পরে কল্যাণময় শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ-চরণে প্রার্থনা করি—উক্ত পদ্মশ্রী মহাশয়ের ধর্মপ্রচারের সহায়ভূতি ও উদ্দীপনা যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়।

উত্তর সাওতান-চক্, দাড়িবেড়া ও হলদিয়া প্রচার

তমলুকের প্রচার সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিয়া পূজাপাদ মহারাজগণ তথা হইতে ৩৪ মাইল দূরে উত্তর সাওতান-চক্ নিবাসী শ্রীযুক্ত পদ্মপতিচরণ মির্জা মহাশয় ও পোলটীর ক্রাবের সদস্যবৃন্দের আহ্বানে তথায় উপস্থিত হন। এবং সেখানে ১লা মে হইতে ৩রা মে পর্য্যন্ত আয়োজিত বিরাট ধর্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন ও ছায়াচিত্রযোগেও শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের লীলাকথা প্রদর্শিত হয়। ৩৭শের স্বামিজীপদ পূর্ববাহ্য তমলুকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং শহরস্থ বিভিন্ন ভক্তের বাড়ীতে শ্রীভক্তিকথা পারবেশন করেন। পরে হলদিয়া ঘাটবাগমুখে সমিতির আয়োজিত দাড়িবেড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীকৃষ্ণদাস দাধিকারী প্রভুর বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং সেখানে তদীয় শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ-রাধা-গোবিন্দজ্যোতির মন্দির-প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্মসভায় তিনদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পরে ২৭শে বৈশাখ (ইং ১১ই মে) হলদিয়া দুর্গাচক কলোণী নিবাসী শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ প্রামাণিক মহাশয়ের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। পূজনীয় মহারাজগণ তাহার বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে শ্রীভক্তিকথা পরিবেশন করেন। পরে নিকটস্থ শ্রীযুক্ত অনিলকৃষ্ণ বেদ্যা মহাশয়ের বাস-ভবনে শ্রীভক্তিকথা প্রচার করিয়া ২৬শে মে সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় ঘাটে প্রত্যাবর্তন করেন। — বিশেষ সংবাদদাতা

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ ও তার জনহিতকর কার্যাবলী

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলক্ষেত্র 'শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ' নবদ্বীপ শহরের একটি বিশেষ দর্শনীয় স্থান। ভারতের ওয়া বহিষ্কারের বহু ভয়গন এবং গুণীভাববৃদ্ধির এখানে আগমন ঘটয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটী-রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট-মতে উক্ত সমিতি রেজিস্ট্রিকৃত তদরাস্তা এবং দ্বাদশ মনস্ক-বৃদ্ধ পাব্চালক কমিটি দ্বারা পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন।

উক্ত সমিতির যুগ্মত উদ্দেশ্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-প্রচার এবং প্রচারিত নিম্নলিখিত প্রেমদর্শন যাজন ও প্রচার। উহা হোঁ সমাজ-দ্রোহকে বাদ দিয়া নহে। সমাজকে বিভিন্ন জনে কেহ বা ব্যক্তি ও কেহবা সমষ্টিগতভাবে বিভিন্ন-ধারায় বিভাজিত করিলেও প্রত্যেকের অবদান যেমন রয়েছে, তেমনি অবদানের তারতম্য ও বৈশিষ্ট্য লক্ষিতবার বিষয়। কর্মসম্মূল জগতে বহুের সংজ্ঞা আলোচনা করিলে কর্ম-যোগ-জ্ঞান-ভক্তিবাদী প্রভৃতি বিভিন্ন রূপকারগণের সম্মিলিত-প্রচেষ্টা সুন্দর হইতে সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছে। সুন্দর পুষ্পো-দ্যান যেমন বিভিন্ন পুষ্পের সম্মিলনে সু-সৌন্দর্য্য প্রদান করে; সমাজের বৃক্কেও ঐরূপ বিভিন্নমুখী সমাজ-কলাগকারীগণ শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। উদ্যানের বৃক্ষরাজী যদিও পুষ্প-নাগে অভিহিত কিন্তু সকল পুষ্পের অবদান একরূপ নহে। গুণাগুণ এবং সৌন্দর্য্য বিচার কবিলেও আমরা পৃথকরূপেই তাহা পাঠয়া থাকি।

সামাজিক-দ্রোহজগতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যে-প্রেমের বত্ম বিতরণ করিয়া গিয়াছেন তাহা অকোদয়-দয়। স্বল্প বিচার করিলে দয়ার মধ্যে অনেকপ্রকার ভেদ দর্শন পরিলক্ষিত হয়। কেননা ঐ দয়ার পরিণতিতে অস্বামী ও স্বামীত্বের প্রশ্ন জড়িত। শারিরীক, মানসিক ও আত্মিক প্রকারভেদে স্বামীত্ব মিত্তি রয়েছে। শারিরীক-কর্ম, মানসিক-কর্ম ও আত্মিক-কর্ম—ঐষ্টান্ত্রিক ও প্রকার ভেদ রয়েছে।

যাহা উক্ত, ইহার বিশদ আলোচনা অবশ্যই প্রয়োজন—তজ্জগুই গোড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ বিভিন্নধারায় তাহা রূপায়নের তত্ত্ব ধর্ম্মশালা, অষ্টাঙ্গমিক শিক্ষাকেন্দ্র, দাতব্য-চিকিৎসালয় এবং শ্রীবিগ্রহ-সেবাপ্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে মরণের ঐধীকাষ অমৃতের বাণী বিতরণ করিতেছেন। সেই কার্যাবলী সেরেজমিনে তদন্ত করিয়া জেলাশাসক মহাশয় সমিতির কর্তৃ-পক্ষের নিকট যাহাতে তাহাব বক্তব্য রাখিতে পাবেন তজ্জগু সমিতির পক্ষ হইতে তাহাকে আমন্ত্রণ জানান হইয়াছিল। তাহার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যে পত্র দিয়াছেন তাহাও এখানে সন্নিবেশিত করা হইল।

জেলা-শাসকের পত্র



Shri L. V. Saptharishi

DISTRICT MAGISTRATE'S HOUSE

KRISHNAGAR

D. O. No.—5277 GL

July 14, 1982.

Dear Sam'ji,

Thank you for your letter of 8th July, 1982 inviting me to visit your Institution at Nabadwip. I shall certainly avail of the earliest opportunity to meet all of you at your Institution.

With kind regards,

Yours sincerely,

Sd./- Illegible

(L. V. Saptharishi)

To

Swami Bhakti Vedanta Acharyya,

Constituted Attorney,

SHRI GOUDIYA VEDANTA SAMITI,

P. O. Nabadwip,

Dist. Nadia.

। শ্রীহীংকঃগৌরাজ্যো গুহ্যতঃ ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তির্দোষহরে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা বয়াজ্ঞা সুপ্রসীদতি ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং জ্ঞান এব হি কেবলম্ ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অধোক্ষাজ অহৈতুকী ভক্তি বিমুগ্ধ ।

অন্য ধর্ম সূচকপে পামে সেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই জ্ঞান ।

১৪শ বর্ষ

১ম পদ্মনাভ, গণ্ডোদশায়ী, ৪২৬ গৌরাক
৩১ ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৭৯১:৯৮২

৭ম সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্

[শ্রীমদুৎকল-গোবিন্দ-বিরচিতম্]

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্মৃতিভিযজন্তে ত্যক্তিতরা-

দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মথনিষিদ্ধিরংকীর্তনময়ৈঃ ।

উপাস্তাঞ্চ প্রাহুর্ঘমখিল-চতুর্থাংশমজুয়াং

স দেবশৈচর্য্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥১॥

কলিকালে পণ্ডিতগণ নাম-সঙ্কীর্তনময় যজ্ঞদ্বারা যাঁহাকে উপাসনা করেন,
দিনি কৃষ্ণবর্ণ হইলেও শ্রীমদী বামিকার ভাব-কাঙ্ক্ষা লইয়া গৌরবর্ণ হইয়াছেন
এবং চতুর্থাংশমীদিগেরও উপাস্তা বলিয়া পণ্ডিতগণ যাঁহাকে কীর্তন করেন, সেই
চৈতন্যাকৃতি সঙ্কীর্তন-পিতা শ্রীগৌরহরি আমাদিগকে সমধিক কৃপা করুন ॥১॥

চরিত্রং তদ্বানঃ প্রিয়মঘবদাহ্লাদন-পদং

জয়োদেবায়ৈঃ সম্যগ্‌বিরচিত-শচী-শোকহরণঃ ।

উদকম্মার্ত্তণ্ড-ত্যাতিহর-ভুকুশাধিত-কটিঃ

স দেবশৈচতন্ত্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥২॥

যিনি শান্তিপুত্র-ধামের পথে পথে ও প্রতি ভক্তের গৃহে শাপীজনের আনন্দকর নিজ চরিত্র অর্থাৎ চরিত্রাম সঙ্কীর্তন করিতে করিতে 'প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জয় হউক' এইরূপ জয় ঘোষণা দ্বারা পুত্রশোকাতুরা শচীদেবীর শোক অপনোদন করিয়াছিলেন এবং নবোদিত অরুণ-বর্ণ বসনে হাঁহার কটিদেশ স্নশোভিত সেই চৈতন্ত্যাকৃতি শ্রীশচীনন্দন আমাদিগকে সর্বিশেষ অনুগ্রহ করুন ॥২॥

অপারং কস্তাপি প্রণয়ি-জনবৃন্দস্ত কুতকী

রসস্তোমং হ্রহা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ ।

রুচিং স্বামাবশ্রে ত্যাতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্

স দেবশৈচতন্ত্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৩॥

যিনি উল্লসিতজ্বল মধুর-রস বা শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা ইত্যাদি আশ্বাদন করিবার নিমিত্ত বৃষভানু-নন্দিনীর অশার মাধুর্য্য-ভাব অণহরণপূরক তদীয় কান্তি অঙ্গীকার করত স্বীয় রূপ গোপন করিয়াছেন, সেই চৈতন্ত্যাকৃতি রাধা-ভাব-ত্যাতি-সুবলিত শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমাদিগকে সমধিক কৃপা করুন ॥৩॥

অনারাধ্যঃ প্রীত্যা চিরমসুগভাব-প্রণয়িনাং

প্রাপন্নানাং দেবীং প্রকৃতিমধিদেবং ত্রিজগতি ।

অজস্রং যঃ ক্রীমান্ জয়তি সহজানন্দ-মধুরঃ

স দেবশৈচতন্ত্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৪॥

যিনি অসুগভাবাপন্ন তামসিক দেবোপাসক ব্রাহ্মণগণের অনুপাস্ত হইলেও জগতে সত্ত্বগুণ-প্রধান দেবভাবাপন্ন ভূসুর-কুপের একমাত্র আরাধ্য হইয়াছেন এবং স্বাভাবিক আনন্দময় ও মধুর-মুণ্ডিতে যিনি জগতে সর্বোৎকৃষ্ট রূপে বিরাজ করিতেছেন, সেই চৈতন্ত্যাকৃতি ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীশচীনন্দন আমাদিগকে সান্তিশয় দয়া করুন ॥৪॥

গতিৰ্যঃ পৌণ্ড্রাণাং প্রকটিত-নবদ্বীপ-মহিমা
 ভবেনালং কুৰ্ব্বন্ ভুবন-মহিতং শ্রোত্রিয়কুলম্ ।
 পুনাত্যঙ্গীকারান্তুবি পরমহংসাস্রম-পদং
 স দেবশৈচতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৫॥

যিনি পুণ্ড্রদেশীয় অর্থাৎ নবদ্বীপের দক্ষিণস্থ কুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণের
 নিস্তারকারী, যিনি নবদ্বীপের মহিমা বিশেষ-রূপে বিস্তার করিয়াছেন, যিনি
 নবদ্বীপে বৈদিক ব্রাহ্মণকূলে আবির্ভূত হইয়া ভুবনপুজ্য ঐ বংশ উজ্জল
 করিয়াছেন এবং যিনি পরমহংসাস্রম সন্ন্যাস অঙ্গীকার করিয়া ভক্তিশিক্ষা দ্বারা
 ঐ আশ্রম পবিত্র করিয়াছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি যতিবান্ধ-বন্দিতপদ শ্রীনবদ্বীপ-
 চন্দ্র আমাদিগকে প্রচুব কৃপা করুন ॥৫॥

মুখেনাগ্রে পীত্বা মধুরমিহ নামামৃত-রসং
 দৃশ্যোদ্বারা যন্তং বসতি ঘন-বাঙ্গা-মুখ-ময়তঃ ।
 ভুবি প্রেরন্তভুং প্রকটিয়িতুমুদ্বাসিত-তনুঃ
 স দেবশৈচতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৬॥

যিনি প্রথমতঃ শ্রীমুখদ্বারা হরিনাম-রূপ অমৃত-রস পান করিয়া অনবরত
 অশ্রু বিসর্জনচ্ছলে নয়নদ্বারা ঐ রস যেন উদ্বারণ করিতেছেন, এবং জগতে
 প্রেরণতত্ত্ব শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বাঁচার কণেবর মর্কদা উদ্বাসিত, সেই
 চৈতন্যাকৃতি নাম-প্রেরণ-প্রদাতা শ্রীমুখপ্রভু আমাদিগকে সবিশেষ দয়া
 করুন ॥৬॥

তনুমা বিকুৰ্ব্বন্ নবপুরট-ভাসং কটি-লসৎ-
 করস্কান্দান্দারস্তরুণ-গজরাজাধিত-গতিঃ ।
 প্রিয়েভ্যো যঃ শিক্ষাং দিশতি নিজনির্মাল্যরুচিভিঃ
 স দেবশৈচতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৭॥

তনু-কাঞ্চনের ন্যায় বাঁহার শ্রীঅঙ্গকাণ্ড, বাঁচার কটিদেশ করদ-রূপ
 অলঙ্কারে অশোভিত, তরুণ গজরাজের ন্যায় বাঁহার প্রশস্ত গগন এবং যিনি
 স্বয়ং প্রীতিপূর্বক ভগবৎপ্রসাদ-নির্মাল্যাদি গ্রহণ করিয়া মহাপ্রসাদের মাতাভ্যা
 ম্ প্রপঞ্চজয়ের বিষয় নিজ ভক্তগণকে শিক্ষা দিতেছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি
 অখিল লোক-শিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে সান্তিধর্ম অমুগ্রহ করুন ॥৭॥

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যন্তু পরিতো

গিরান্ত প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবযতি ।

পদামন্তঃ কন্যা প্রণয়তি নহি প্রেম-নিবহং

স দেবশৈলভূতাকৃতিরতিতরাং নঃ কুপয়তু ॥৮॥

যাহার দৈহিক হাঙ্গ-সজ্জক রূপাকটাক্ষ সকলের শোক হরণ করিয়া থাকে,
যাহার মনোহর কাব্যাবলী জগতের কল্যাণ বিস্তার করে, যাহার শ্রীপাদপদ্ম
আশ্রয় করিলে সর্বজন কলপ্রেম প্রাপ্ত হয়, সেই চৈতন্যাকৃতি সর্বলোক-
দুঃখাপহারী মঙ্গলায়তন শ্রীধীরভরী নামাদিগকে সমধিক রূপা করুন ॥৮॥

শচীসূনোঃ কীর্তিস্তবক-নবসৌরভা-নিবিড়ং

পুগান যঃ প্রীতাহ্বা পঠতি কিম পত্নাষ্টকমিদম্ ।

স লক্ষ্মীবানেতং নিজপদ-সরোজে প্রণয়িতাং

দদানঃ কল্যাণীমমুপদমবাধং সূত্রয়তু ॥৯॥

শ্রীশচীনন্দনের কীর্তি-কুমুদাবলীর মনোহর সৌরভ-পরিপূর্ণ এই পত্নাষ্টক
যিনি প্রীতমনে পাঠ করেন, লক্ষ্মীপতি শ্রীশচীসূত্র কল্যাণময় নিজপাদপদ্মে
আশ্রয় দিয়া তাঁহাকে স্মৃতি করেন ॥৯॥

বৈষ্ণব-দর্শন

(পূর্বে প্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯২ পৃষ্ঠার পর)

বৈষ্ণবদর্শনসমূহের বিশেষত্ব

বৈষ্ণবদর্শনে কথিত হইয়াছে যে ভগবান্ সৎ এবং অসৎ উভয় প্রকার
প্রকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং স্বতন্ত্র অদ্বিষ্ট । তিনি কাল বচিত হইবার পূর্বে
কালের জনকস্বরূপ বর্তমান ছিলেন । তাঁহা হইতে সৎ এবং অসৎ উভয়ট
উদ্ভূত হইয়াছে । এই দুই সর্বের অপ্রকাশ কালেও তিনিই থাকিবেন ।
যেখানে ভগবৎ সত্তার অদ্বিষ্টান নাট, ভগবৎ সত্তায় যাহার অদ্বিষ্টান নাট
তাঁহাই ভগবানের গায়া । সেই মায়া প্রকাশমান হইয়া আলোক ও অন্ধকারের
ভায়ে বন্ধজীব ও ত্রিগুণাত্মক জড় বলিয়া কথিত । বিশিষ্টাঙ্গদ্বৈত দর্শনে দেবর,
চিৎ ও অচিৎ ত্রিবিধ বিভাগে দ্বীপ শাকদ্বারঃ নিত্য প্রকাশমান বলিয়া
প্রচারিত হইয়াছেন । বস্তুর অদ্বয়তায় বাধাত না করিয়া বস্তুশক্তির বৈচিত্র্যে

ভগবান্ তিন প্রকারে লীলাবিশিষ্ট। চিং ও অ'চং উভয়ের ঈশ্বর ভগবান্। তিনি অনন্ত নিত্যাশ্রয়মান্ সবিশেষ বস্তু। দ্বগত সজাতীয় বিখ্যাত বিশেষ-ভাবে নিত্য বিরামমান। শুদ্ধ দ্বৈত দর্শনে সর্গশ্রমিয়ান্ বসময় ভগবান্ ও আশ্রয়রূপ ভক্তে নিত্য সেবাসেবক সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। আশ্রয়রূপ জড়বস্তু সেবা-সেবক সম্বন্ধগতিত চট্টয়া তৃতীয়। বিষয় এক চট্টলেও আশ্রয়ের বহুত্ব নিবন্ধন ভক্ক অসংখ্য এবং জড়বস্তুও অসংখ্য। এইরূপে পাঁচপ্রকার নিত্য ভেদ সত্তা ভগবানে নিত্য বৈচিত্র্য সর্গদা প্রদর্শন করেন। দ্বৈতাদ্বৈত দর্শনে চিন্ময় রসবিগ্রহ ভগবান্ বিষয় ও আশ্রয়গত সামগ্রী রূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। যেখানে নির্মূল আশ্রয়গত চিংসত্তা সেখানে নিত্যসত্তার ঘনানন্দের সম্বন্ধরূপে ভগবান্ লীলাময়। যেখানে নম্বর সমল আশ্রয়রূপ জড়সত্তা সেখানে ভগবানের লীলা কুণ্ঠ দর্শনে সঙ্কোচিত। বৈকুণ্ঠ হট্টলেও প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে মায়িক অনিত্য মাত্র দৃষ্ট হয়। শুদ্ধাদ্বৈত দর্শনে ভগবন্তায় জড়ের হেয়তা ও ভেদ আরোপিত হয় না। ভগবান্ জড় চট্টলেই চিদর্শনে জড়ের ভেদগত সত্তা দর্শকের সত্তা-দর্শনে বাধা দেয় না। আবার চিদৈচিত্র্যের নিত্য অস্তিত্বের হস্তারকও হয় না। বিভূতৈত্তত্তের সহ অণুতৈত্তত্তের সেবা-সেবকভাবে লীলা অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাতকারক নহে। নম্বর জড়সত্তাকে নিত্য সত্তাজ্ঞান অদ্বৈত দর্শনে দৃষ্ট হয় নাই বলিয়া চিদৈচিত্র্য অস্বীকৃত নহে।

নির্কিংশেষবাদে ভগবন্তার কল্পনা হয় ; বস্তুতঃ

ভগবানের সবিশেষত্ব নিত্য

ভগবানের ব্যক্তিগত সত্তার বিবোধীদলকেই অদ্বৈতব দার্শনিক বলা যায়। নির্কিংশেষবাদে চিন্ময়বিশেষকে বলপূর্বক মায়িক বলা হইয়াছে। ভগবানের নাম, আকার, গুণ ও লীলা মায়া'র রচিত বলিয়া দেখিলে ভগবন্তার কল্পনা হয়। ভগবানের নিত্য বিশেষ মায়া উৎপন্ন হট্টবার পূর্কোও ছিল, মায়া'র ক্রিয়া সমাপ্ত হট্টলেও থাকিবে এবং মায়াতে সেই বিশেষত্বের সামান্য প্রতি-ফলন ধর্ম্মমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে একরূপ বুদ্ধিবার পরিবর্তে ভগবন্তাকে মায়িক মনে করা সুস্পষ্ট দর্শনাত্মক বলিতে হট্টবে। মায়া'র রাজ্যেই বৈকুণ্ঠ বস্তুকে বাস করিতে হট্টবে, ভগবানে শক্তির অভাব আছে, যাহা জীব দ্বীয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিমাণ করিতে অসমর্থ সেকরূপ ভগবদবিষ্ঠানের নিত্য স্থিতি নাই—একরূপ আনন্ডপ্রতিতা লইয়া পরমার্থতত্ত্বের দর্শন সম্ভবপর নহে।

বিভূচৈতন্য ভগবান্ এক হইয়াও অনন্ত নিত্যমূর্তিতে অনন্ত অণুচৈতন্যের নিত্য সেবা

বিভূচৈতন্য ভগবান্ বিষ্ণু মায়ায় অধিশ্বর, অণুচৈতন্য দাস বৈষ্ণব মায়ায় বশ্য । বিভূ চৈতন্য এক হইয়া অনন্ত অসংখ্য নিত্য মূর্তিতে নিত্যকাল নিত্য-বাসে প্রকাশ আছেন, অণু চৈতন্য ভিন্ন ভিন্ন এবং অনেক হইয়া তাঁহার নিত্য সেবায় নিত্যকাল ব্যাপৃত । অণু-চৈতন্য মাথাকে স্বীয় ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া মায়ায় অনিত্য সেবায় মনোভিনিবেশ করিলেই তিনি নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া বিভূ-চৈতন্য হইবার উদ্দেশ্যে মায়াবশ হইয়া পড়েন । অণুচৈতন্যে স্বরূপে নিত্য রহিয়া-স্তাবশতঃ সেবা ধর্ম তাঁহাতে কোন দিনই নাই । তাঁহার স্বতন্ত্র চিন্ময় বৃত্তিতে ভগবদ্ধাত্মই নিত্যকাল বিরাজমান । যখন তিনি হরিসেবাবিমুখ তখনই তাঁহাকে মায়ায় সেবকরূপে মায়ায় ব্রহ্মাণ্ডে অনিত্য ভোগে বাস্তব দেখা যায় । মায়ায় ব্রহ্মাণ্ডে দেবতা বা মানবরূপে অণুচৈতন্যের অধিষ্ঠান তাঁহার নিরতিশয় ক্লেশের কারণ জন্ম দণ্ডভোগ মাত্র । হরিবিমুখ হইয়া স্বর্গভোগ বা নিঃস্বলাভ উভয়েই তাঁহার নিত্য পুথের বিষয়চরক । এই সকল অনিত্য সুখ বাসনা বা ক্লেশ পরিহারেচ্ছা জীবের অত্যন্ত উপাদেয় প্রাপ্তির অন্তরাধ মাত্র ।

ভগবৎ-শক্তি মায়াপরিণতিকে ভোগ্যজ্ঞানকারী জীব অভক্ত

ভগবানের নিজাববলী শক্তির দ্বারা মায়া । জীবকে আবরণ করিতে তিনি সমর্থ । জীবের ভোগবুদ্ধির প্রাবল্যে, কৃষ্ণদাস্তের অভাবে তিনি মায়ায় সর্বের সেবাক্রমে আপনাকে জ্ঞান করেন তাঁহার এই বৃত্তি তাঁহাকে অবিজ্ঞাপ্রিত অভক্ত করিয়া স্থাপন করে । আবার হরিসেবাই তাঁহার নিত্য একমাত্র ধর্ম বৃত্তিতে পারিলে এইগুলির শ্লথ হইয়া পড়ে ।

বস্তু নিঃশক্তি নহেন, তাঁহারই উপাদান-শক্তি লাভ করিয়া মায়াসৃষ্টিকারিণী

মায়া এই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান কারণরূপে কথিত হন । উপাদান কারণ বলিয়া সংজ্ঞিত হইলেও ভগবানের উপাদান শক্তি মায়ায় অহিত হয় মাত্র । অণু লৌহ বেক্রপ অগ্নির নিকট দাহিকাশক্তি লাভ করিয়া অপর বস্তু দহনে সমর্থ সেক্রপ মায়া ভগবানের নিকট হইতে উপাদান লাভ করিয়া জগতের উপাদান কারণরূপে বর্ণিত হন । ব্যবতীর্ণ-বিচিন্নতা মায়া হইতে নিঃসৃত হয়

এবং বস্তু নিঃশক্তিক একথা অবৈষ্ণব মায়াবাদী বলিয়া থাকেন। মায়িক বৈচিত্র্যে অপ্ৰাকৃত ভ্রান্তি মংগাবাদী অংশজ্ঞাবী বৈষ্ণবগণ তাদৃশ বিশ্বাসকে প্রাকৃত বা সহজিয়া বিশ্বাস বলে।

জগদানই রসময় বস্তু : সেই রসের বিকৃত

প্রতিকল অতিক্রম করত হরিলীলায়

অনুপ্রবেশই নিত্য মঙ্গল

হাঁহার ত্রিধাতুক মৃতকে আত্মভ্রান্তি, কলত্র-পুত্রাদিতে মমত্বভ্রান্তি, জড়ে অপ্ৰাকৃত চিত্তবুদ্ধি এবং মলিলে তীর্থবুদ্ধি তিনি প্রাকৃত বা অবৈষ্ণব। আবার অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয় স্বীকারপূর্বক বিষয়সমূহে নিজ ভোগ পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণ-সম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট জানিলে দ্রষ্টা প্রাকৃত বিশ্বাসের তত্ত্ব চেষ্টাতে মুক্ত হইয়া অপ্ৰাকৃত হরিসেবোন্মুখ হন। তখন তিনি মুমুকু মায়াবাদীর ন্যায় হরিসম্বন্ধময় বস্তু সমূহকেও কৃষ্ণসেবার উপকরণ জানিয়া তাহাদিগকে নিজভোগময় অপর প্রাপঞ্চিক বিষয়ের সহ সমজ্ঞানে তাগের পরামর্শ করেন না। সংসারে জীবগণ কৃষ্ণবিমুখ হইয়া কৃষ্ণসেবা বিস্মৃতিবশতঃ প্রাকৃত অভিমানে মগ্ন হইয়া অজ্ঞান্য বস্তুগণের সহ শাস্ত্র, দাস্ত্র, সখা, বাৎসল্য ও মধুর রসস্থাপন পূর্বক জড়রসে রসিক হইয়াছেন। তাঁহারা যখন বুঝেন যে জড়-রসের আশ্রয়গুলি অল্পকাল স্থায়ী ও অনুপাদেয় তখন কৃষ্ণ তিন বিষয়গুলির সহিত সম্বন্ধ নির্দেশ করিয়া তাঁহারা বিষয় ভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন। তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধির অন্তরায়রূপ জীব ও ভগবানের মধ্যে বিকৃতরস ও আশ্রয়গুলিই প্রতিবন্ধক-স্বরূপ। তখন বিষয়জ্ঞানে মায়িক বস্তু সচ্চত্যাগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে গিয়া কেহ কেহ নির্দিশেষবাদিকেই আবাহন করিয়া গুনরায় হরিবৈমুখ্য সংগ্রহ করেন। দর্শ্য, অর্থ্য, কাম-ফলেব পরিবর্তে মুক্তিই তাঁহাদের আরাধ্য বিষয় হয়। চিন্ময় রসরাহিতাৎম্যেই প্রেমদ্বর জানিয়া ভগবানকে রসময় বলিতেও শঙ্কিত হন। নিত্যকাল পরলোকে তমিস্রাময় বিচিত্রতাহীন অবস্থার নিত্য্যন্তিত্ব বিশ্বাসই তাঁহাকে কংস-শিশুপালাদির আরাধ্য লোক লইয়া গিয়া স্বীয় আত্ম-বিশ্রাস সাধন করায়। প্রাকৃত বিশ্বাস বশে কৃষ্ণসেবা-বিমুখ বিচারকগণ পুতনাদি কপটচারিত্রীর ন্যায় কৃষ্ণসেবা প্রদর্শন করিয়া মায়াবাদী হন, আবার জীবনান্তে চিহ্নিশেষ রহিত হইয়া নির্দিশেষত্বে লীন হন। প্রাকৃত ভোগময় রসের বিপর্যয়ে জগতে যে অনিত্য অসম্পূর্ণ বিড়ম্বনার হস্তে জীব পড়িয়াছিলেন তাহা হইতে রসকে সূর্য্যভাবে গ্রহণ করিতে না পারিয়া

নীরস মায়াবাদের অবতারণা করিয়া নিজ অমঙ্গল আনয়নপূর্বক রসময়ের নিত্যরস হইতে নিত্যবিদায় গ্রহণ করা বিশেষ বিচারপুষ্ট বলিয়া, বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ মনে করেন না। তাঁহারা দেখেন যে নিত্যরসময় বস্তু হইতেই বিকৃত প্রতিকলনক্রমে এই ভোগময় অনিত্য অমুপাদেয় জগতে রসের বিকার নানাপ্রকারে বিস্তৃত। উৎপাদন করিয়াছে। সেই অনর্থসমূহ জটিলক্রম করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে অপ্ৰাকৃত নিত্য রসময় করিলোলায় অমুপবেশ করিতে পারিলে তাঁহার নিত্য মঙ্গল হইবে। তখন প্রবঞ্চনার ওস্ত হইতে মুক্ত হইয়া বৈষ্ণবদার্শনিকের নিরপেক্ষ গীতটী তাঁহার মনে সর্বদা নৃত্য করিতে থাকিবে।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদম্ব বিকোঃ শ্রদ্ধাঘ্নিতোহনুশূণ্যাদথ বর্ণয়েদ্যঃ ॥

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্যোগমাখপতিনো ব্যচিবেশ ধীরঃ ।

তখন বৈষ্ণবদার্শনিকের উক্তিটীও উপরিকথিত গীতের সহায়তা করিবে ॥

ভক্তিযোগেন যনসি সমাক্ষ প্রণিহিতেহমসে ।

অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং নারাক্ষ যদপাশ্রয়ান্ ।

যথা সমোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণায়কম্ ।

পরোহপি মমুতেহনর্থং তৎকৃতক্যাভিপদ্যতে ।

অনর্থোপশয়ং সাক্ষাভক্তিযোগমমোক্ষজং ॥

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

সঙ্গ-ত্যাগ

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৯ পৃষ্ঠার পর)

সাধু-সঙ্গেই সংসারাসক্তির ক্ষয় হয়,—

যোগ-তপস্তাদিতে নহে

সাধুসঙ্গই এই সংসারাসক্তিকে শোধন করিতে পারেন। সাধুসঙ্গই এই রোগের একমাত্র ঔষধি। সংস্কার-সঙ্গ শোধন করিতে না পারিলে, কোন ক্রমেই ভক্তি-সিক্তি হইতে পারে না। যথা শ্রীমদ্ভগবত তৃতীয় স্কন্ধে,—

সঙ্গো যঃ সংসৃতেহেতুরসংস্র বিহিতোহধিষা ।

স এব সাধুযু কতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে ॥ (৩২৩৫৫)

অসদ্ব্যক্তিতে যে সঙ্গ করা হয় তাহাতেই জীবের সংসৃতি ঘটে। অসত্তের সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে সঙ্গ করিলেও, সেই ফল অবশ্য হইবে। সেই সঙ্গ যদি প্রকৃত সাধুতে অজ্ঞানেও করা হয়, তদ্বারা নিঃসঙ্গ হই উদয় হয়। পুনশ্চ শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে,—

ন বোধয়ন্তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্য এব চ ।

ন আধ্যাত্মপন্থাগো মেষ্টাপূর্ত্তং ন দাক্ষণ্যং ॥

ত্রতানি যজ্ঞতন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যথাঃ ।

যথাহিবরুদ্ধে সংসর্গঃ সর্ষ-সঙ্গাপনো হি মাম্ ॥ (১২।১-২)

সংস্কার-সঙ্গ অতিশয় হৃষ্ট। অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্য, বিজ্ঞা, বর্ণাশ্রম ধর্ম্য, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সন্ন্যাস, ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, দক্ষিণা ত্রুতসমূহ, যজ্ঞ, তীর্থাটন, যম, নিয়ম, এই সকল সংস্কর্ষ বহুকাল অহুত্বিত হটলেও সঙ্গদোষ-শূণ্য হইয়া জীব আমাকে পায় না। কিন্তু কেবল সংসঙ্গক্রমে ঐ দোষ দূর হইলে, আমি ভক্ত-হৃদয়ে শীঘ্র আবদ্ধ হই। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তদিগকে আদর করিয়া তাঁহাদের সঙ্গ করিলে কর্ম্মসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গরূপ সংস্কার-সঙ্গ-দোষ দূর হয়।

সংস্কার-সঙ্গ হইতেই রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তি—বৈষ্ণব
অপরাধ ও দশটী নামাপরাধের উদয় হয়

এই সংস্কার সঙ্গদোষেই রাজস ও তামস প্রবৃত্তি জীবে প্রবল হয়। শয়ন, ভোজন, ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া-সম্বন্ধে যচ্ছাদিগের যে সাংসিক, রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তি দেখা যায়, সে-সমস্তই সংস্কার-সঙ্গ। এই সংস্কার-আসক্তি হটতেই কর্ম্ম ও জ্ঞানোন্নিগের বৈষ্ণবাবজ্ঞা উদয় হয়। যত দিন এই সংস্কার-আসক্তি দূর না হয়, ততদিন দশটী নামাপরাধ নিম্নুণ হয় না। কর্ম্মাভিমান ও জ্ঞানাভিমান হটতেই ভক্ত-সাধুদিগের চারণে অপরাধ হয়। স্তবরাং সাধু-নিম্নারূপ নামাপরাধ আদিয়া গভক্তের হৃদয়ে বাসা করে। ক্রমের একেশ্বর বুদ্ধির বিগোদী হইয়া সংসারাসক্তির জুর্ভাগা জীবকে অনন্ত-শরণ হইতে দেয় না। গুরুবজ্ঞা, শ্রুতি-নিম্না, নামে অর্থবাদ, ভগবান্নামের সহিত অত্যা শুভ-কর্ম্মের সাম্য বুদ্ধি, নামছলে পাপাচরণ, অহংতা-মমতা-জনিত বৈমুখ্য, নাম অপাত্রে বিক্রয়—এই সকল নামাপরাধ হইতে থাকে। সে স্থলে আর জীবের মঙ্গল কিরূপে হইতে পারে? অতএব বলিয়াছেন,—

অসক্তিঃ সঃ সঙ্গস্ত ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন ।

যস্যং সর্ষার্থহানিঃ স্তাদধঃপাতশ্চ জায়তে ॥

বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গের প্রভাব

কিছুদিন বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব-সঙ্গ করিতে করিতে সংস্কারাসক্তি দূর হয়, তাহা অনেক ভাগ্যবান ব্যক্তিতে দেখা গিয়াছে। নারদ-সঙ্গে ব্যাধের ও বত্বাকরের মঙ্গল হইয়াছিল, ইহা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীরামানুজার্যের চরম উপদেশ এই—“তুমি আপনাকে কোন চেষ্টায় শুদ্ধ করিতে না পার তবে বৈষ্ণবদিগের নিকটে বসিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার সকল মঙ্গল হইবে।” বৈষ্ণব-দিগের সংস্কৃত ভক্ত-চরিত্র দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যেই মন কিরিয়া যায়, বিষয়-আসক্তি খর্ব হয়, ভক্তির অঙ্কুর হৃদয়ে উদয় হয়। এমত কি, আহার-বাবহার-লব্ধেও ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণব-রুচি হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব সঙ্গে থাকিতে থাকিতে অনেক লোকের জীসঙ্গ-রুচি, অর্থ-পিপাসা, ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, কর্ম-জ্ঞানের প্রতি আদর, মংস্ত-মাংস-ভোজন, মত্ত-তামাক-ধূম্রপান ও তাম্বুল-সেবন-স্পৃহা ইত্যাদি অনর্থ দূর হইয়াছে ইহা আমরা দেখিয়াছি। বৈষ্ণবের অব্যর্থকালস্থ ধর্ম দেখিয়া অনেকে আলস্য, নিদ্রাধিকা, বৃথা কল্পনা, বাক্যাদির বেগ প্রভৃতি অনর্থসকল অনায়াসে দূর করিয়াছেন।

আদরের সহিত বৈষ্ণব-সঙ্গের প্রভাবে সংস্কারাসক্তি ক্ষয়

আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, বৈষ্ণব-সংসর্গে কিছুদিন থাকিতে থাকিতে কাহারো কাহারো শাঠ্য ও প্রতিষ্ঠাশাও দূর হইয়াছে। একটু আদরের সহিত বৈষ্ণব সঙ্গ করিলে সংস্কার আসক্তি প্রভৃতি সকল সঙ্গই দূর হয়, ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যুদ্ধে জল-পিপাসায় আসক্ত, রাজ্য-লাভের জন্য বিশেষ কুশল, প্রচুর ধন সঞ্চয়ের জন্য অত্যন্ত বাকুল ব্যক্তিগণের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণব-সঙ্গে কৃষ্ণ-ভক্তি হইয়াছে। এমত কি, বিতর্কে জগৎকে পরাজয় করিয়া দিগ্বিজয় লাভ করিব, এরূপ দুর্ভাসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিদিগেরও চিন্তা স্থির হইয়াছে। বৈষ্ণব-সঙ্গ ব্যতীত সংস্কারাসক্তি শোধনে উপায়স্তর দেখি না।

দ্রব্যাসক্তি সকলেরই ত্যাজ্য

দ্রব্যাসক্তিগুলি পরিত্যাগ করিবার বিশেষ যত্ন করা উচিত। গৃহ-দ্বারে ব্যবহার্য্য-দ্রব্যো, অলঙ্কার-বস্ত্রে, অর্থে, স্ত্রী-পুত্রাদির শরীরে, নিজশরীরে, ভোজ্য-বস্তুরে, বৃক্ষ, পশু প্রভৃতিতে গৃহীলোকের নিসর্গসিদ্ধ আসক্তি আছে। কোন কোন লোকের ধূম্র-পানে, তাম্বুল-ভোজনে, মংস্ত-মাংসাদিতে এবং মাদক-বস্তুরে এতদূর আসক্তি হয় যে, পরমার্থ-সাধনে তাহা প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। অনেক লোক মংস্তাদির লোভে ভগবৎ-প্রসাদিতে আদর কবে না।

ধূম্রপানে মুহুমূহ স্পৃহা দ্বারা অনেকের ভক্তি গ্রন্থ পাঠ, শ্রবণ-কীর্তনাদি আত্মদান, দেবমন্দিরে বহুক্ষণ অস্থিতি নিবারণিত হয়। নিরন্তর ককাদুশীলনে ঐ সকল দ্রব্যাসক্তি বড়ই বিরোধী। বহু যত্নপূর্ব্বক সে-সকল আসক্তি ত্যাগ না করিলে ভজন-সুখ পাওয়া যায় না। সাধুসঙ্গে ঐ সকল দ্রব্যাসক্তি অনায়াসে দূর হয়। তথাপি ভক্তিপূর্ণ চেষ্টা-দ্বারা ঐ সকল হৃদ্যাসক্তিকে দূর করিতে চেষ্টা করা চাই। ভগবন্ত্ৰি-সম্মত ব্রতচরণ-দ্বারা ঐ সকল দূরীভূত হইয়া থাকে।

হরিবাসরাদি ব্রত পালনে আসক্তি ক্ষয়

হরিবাসর-ব্রত ও জয়দ্বী-ব্রত সুন্দররূপে পালন করিলে ঐ সকল আসক্তি যায়। ব্রতনিষেধ-পালনও আসক্তি ক্ষয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ সকল ব্রত-নিষেধে সর্বভোগ-নিবর্জিত হইয়া ভজন করিবার বিধি আছে।

ভোগ দ্রব্য দুই প্রকার—অর্থাৎ প্রাণ-রক্ষক ও ইন্দ্রিয়-তোষক। অন্ন-পানাদি দ্রব্য প্রাণরক্ষক। মাংস, মাংস, তাম্বুল, মাদক-দ্রব্য, তাম্র-কুটাদির ধূম্রপান,—এই সমস্ত ইন্দ্রিয়-তোষক। ব্রতদিনে ইন্দ্রিয়-তোষক দ্রব্য একেবারে পরিত্যাগ না করিলে ব্রত হয় না। যতদূর সাধ্য, প্রাণরক্ষক দ্রব্যসমূহ পরিত্যাগ করা উচিত। শরীরের অবস্থানুসারে যে অল্পকল্পের বিধান, তাহাতে প্রাণরক্ষক দ্রব্যসকলের ব্যবহারে যতদূর সঙ্কোচ হইতে পারে, তাহা করা চাই। ইন্দ্রিয়-তোষক দ্রব্যের অল্পকল্পাদি নাই—পরিত্যাগই বিধি।

ভক্ত-জীবের ভোগ-প্রবৃত্তির খর্ব্বাভ্যাসই ব্রতের একাজ। যদি একরূপ মনে হয় যে, কষ্টে-শ্রুতে অল্প ত্যাগ করি, আবার কল্য সেট দ্রব্য যথেষ্ট ভোগ করিব; তবে ব্রতের তাৎপর্য্য সিদ্ধি হইবে না। কেননা ক্রম-অভ্যাসের দ্বারা ঐ-সকল দ্রব্য-সঙ্গ পরিত্যাগ কবাটবার জন্ত ব্রতসকল নির্ণীত হইয়াছে। ব্রত-গুলি প্রায় দিবসত্রয়-ব্যাপী। এইরূপে দিবসত্রয় সঙ্গরোধ করিতে করিতে এক-মাস-ব্যাপী ও চাতুর্মাস-ব্যাপী ব্রতের দ্বারা ক্রমশঃ সঙ্গকে নির্মূল করিয়া সেই সেই দ্রব্য বা ব্যবহার হইতে চিরকালের জন্য বিদ'য় লইতে হইবে। ব্রত-পালনে ব্রতীদের “ক্ষিপ্তং ভগতি ধর্ম্মান্না”—এই গীতা বচনের (৯৩১) তাৎপর্য্য মনে থাকে না, তাহাদের বৈরাগ্য কেবল কুঞ্জর-দানবৎ ক্ষণস্থায়ী।

যোষিং-সঙ্গ ও কৃষ্ণাভক্ত-সঙ্গ পরিত্যাজ্য

ব্রাহ্মা শুদ্ধ-ভক্তি পাটবার, অশা করেন, তাহাদের সঙ্গে অভক্ত-সঙ্গ ও যোষিং-সঙ্গ-রূপ সংসর্গদ্বয় একবারে বর্জনীয়। তাহাদের সঙ্গে সংসারাসক্তি

পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা লাভের নিতান্ত প্রয়োজন। দ্রব্যাসক্তি দূরীকরণের জন্য তাহাদের পক্ষে বৈষ্ণব-ব্রতসমূহের পালন করা আবশ্যিক। এট-সকল কার্য্য ছেলা-ফেলা করিয়া করা কর্তব্য নয়। বিশেষ যত্নগ্রহের সহিত আদরপূর্ব্বক করা আবশ্যিক। আদরপূর্ব্বক না করিলে কুটিনাটী রূপ কপটতা আসিয়া কার্য্য সমুদায় নিফল করিয়া দেয়। এট বিষয়ে তাহাদের আদর নাই, তাহাদের পক্ষে অনেক কষ্ট অরণ করিয়া ও চরিত্তিক্তি গৃহীত হইয়া পড়েন।

সঙ্গ ও সঙ্গ-ত্যাগ কাহাকে বলে ?

সঙ্গ ত্যাগ ও সঙ্গ কি করিতে হয়—এ বিষয়ে অনেক সংশয় হয়। সংশয় হইতে পারে, কেন-না কেবল অসং-ব্যক্তির বা বস্তুর নিকটস্থ হইলেই যদি সঙ্গ হয়, তবে সঙ্গ ত্যাগের উপায় থাকে না। যে পর্য্যন্ত জড় শরীর আছে, ততদিন অসম্মেলনকটী কিরূপে ত্যাগ হইতে পারে? পারিবারিক ব্যক্তিগণকে গৃহস্থ-বৈষ্ণব কিরূপে ত্যাগ করিবেন? কপট বৈষ্ণব ব্যক্তি গৃহত্যাগী হইলেও ত্যাগ করা যায় না। গৃহে থাকুন আর বনে থাকুন, জীবন নিকীর্ণের ভাষা অবশ্যই অসং-ব্যক্তির নিকট আসিতেই হইবে। অতএব অসং-ব্যক্তির সঙ্গ-ত্যাগের সীমা সম্বন্ধে শ্রীউপদেশানুতে এইরূপ গিহি হইয়াছে,—

দদাতি প্রতিগৃহাতি গৃহমাখাতি পুচ্ছতি।

ভুক্তো ভোজ্যতে চৈব বড়্-বিধং প্রীতিলক্ষণম্ ॥

অসত্তের নৈকট্যই তাহার সঙ্গ নহে; পরন্তু তাহার
সহিত প্রীতিই তাহার সঙ্গ

হে সাধকগণ! দেহ-যাত্রা-নির্কীর্ণ হইয়া সং ও অসং-ব্যক্তি উভয়ের নৈকট্য অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে গৃহী ও ত্যাগী উভয়েরই সমানতা। নৈকট্য অবশ্যই ঘটবে, তথাপি অসত্তের সঙ্গ করা হইবে না। দান, প্রতিগ্রহ, পরস্পর গুঢ় জল্পন ও পরস্পর শোভনাদি-স্বীকার-কার্য্যে যদি প্রীতি করা হয়, তবে সঙ্গ হয়। ক্ষুধিতাত্তর ব্যক্তিকে যাহ কিছু দেওয়া যায় এবং ধান্মিক দাতার নিকট হইতে যাহা কিছু লওয়া যায়, তাহা কর্তব্য-সোমে করা হয় না—প্রীতির সহিত করা যায় না। তাহার অসং হইলেও তৎকায়ে তাহাদের সঙ্গ হয় না। তাহার শুদ্ধ বৈষ্ণব হইলে সেই কার্য্যে প্রীতি হয়। প্রীতি করিলে সঙ্গ হয়। সুতরাং শুদ্ধ বৈষ্ণবেণ প্রতি দান ও ইচ্ছাদের নিকট হইতে দ্রব্য বা অর্থ গ্রহণে সংসঙ্গ হয়।

দান-প্রতিগ্রহ, গৃহকথার আদান-প্রদান এবং ভোজন করা ও করান—এই ছয় প্রকার সঙ্গ হয়

অসত্তের প্রতি দান ও অসত্তের নিকট হইতে গ্রহণ যদি প্রীতি-সহকারে হয়, তবে অসৎসঙ্গ হইয়া পড়ে। অসৎ-ব্যক্তি নিকটে আসিয়াছে, তাহার সহিত যে কর্তব্য কর্ম আবশ্যক হয়, তাহা কেবল কর্তব্যবোধে করিবে। পরস্পরের গুট-কথার জল্পনা করিবে না। গুট-জল্পনায় প্রায়ই প্রীতি থাকে। তাহাতে সঙ্গ হয়। নিতান্ত সংসারী বান্ধবদিগের মিলনে আবশ্যক বার্তা মাত্র করিবে। হৃদয়ের প্রীতি তখন না করাই ভাল। তবে যদি সেই বান্ধব সাধু-বৈষ্ণব হন, তবে সেই বার্তা প্রীতি-সহকারে করিয়া, তাহার সঙ্গ স্বীকার করিবে। কুটুম্ব-বান্ধবের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিলে কোন বিরোধ হইবে না। ব্যবহারিক-ব্যস্তায় সঙ্গ হয় না। বান্ধবের দ্রব্যক্রয়-সময়ে যেকোন নূতন ব্যক্তির সহিত কেবল বাহ্য ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার সাধারণের সঙ্গে করিবে। শুদ্ধ ভক্তের সহিত সেই সেই ব্যবহারেও প্রীতি-প্রদর্শন-পূর্বক সঙ্গ করিবে।

ক্ষুধিত খাতুর বিত্তা-বাবসায়ীদিগকে আবশ্যক ভোজন করাইতে হইলে অতিথি-ব্যবহারে তাহা সম্পন্ন করিবে, প্রীতি-বিশেষ করিবার প্রয়োজন নাই। যত্ন কর, কিন্তু প্রীতি করও না। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণকে প্রীতি-সহকারে ভোজন করাইবে এবং আবশ্যক হইলে প্রীতি-সহকারে তাহাদের প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ ও ভোজন করিবে। স্বামী-পুত্র, দাস-দাসী, আগন্তুক ব্যক্তি এবং যাহার নিকট যাইতে হয়, সকলের সহিত দান, গ্রহণ, জল্পন ও ভোজনাদিতে এইরূপ ব্যবহার বিচার করিতে পারিলে অসৎসঙ্গ হইবে না, এবং সংসঙ্গ হইবে। এইরূপ অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে কৃষ্ণভক্তি-লাভের কোন আশা নাই।

সঙ্গ-ত্যাগ সম্বন্ধে শ্রীল রূপপাদের উপদেশ

গৃহত্যাগী বৈষ্ণব সদ-গৃহস্থের গৃহে মাধুকরী যাহা পান, এষ্ট বিচারের সহিত তাহাই গ্রহণ করিবেন। মাধুকরী ও স্থূল-শিক্ষায় যে ভেদ আছে, তাহা সর্বদা মনে রাখিবেন। গৃহস্থ-বৈষ্ণব সচ্চরিত্র গৃহস্থের বাটীতে প্রসাদ, অন্ন, পানি গ্রহণ করিবেন। অভক্ত ও অসচ্চরিত্র ব্যক্তির বাটীতে সর্বদা সাবধানে প্রসাদ পাইবেন। এ-বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। যাহাদের স্বকৃতি-অনুসারে ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে, কৃষ্ণ রূপায় তাহাদের

কিয়ৎ পরিমাণে বুদ্ধিযোগ উদয় হয়। সেই বুদ্ধিক্রমে আচার্য্যাদিগের উপদেশের মর্ম্ম অনায়াসে তাঁহারা বুঝিতে পারেন। সুতরাং, স্বল্পাক্ষরে তাঁহাদের প্রতি উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। তাঁহাদের সুকৃতি নাই, তাঁহাদের প্রজ্ঞা নাই। অধিক করিয়া বলিলেও তাঁহারা কোন প্রকারে বুঝিবে না। অতএব, শ্রীউদেশামূর্ত্তে শ্রীকৃপাগোবিন্দ স্বল্পাক্ষরে ভক্তনের উপদেশ দিয়াছেন।

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

গৌতম-সত্যকাম

একদিন তপবনে গৌতম ঋষি একমনে

কহিছেন ব্রহ্মের মহিমা।

তাঁর যত শিষ্যগণ

আনন্দিত অনুক্ষণ

সুখের নাহি তথায় সীমা ॥

হেনকালে সৌম্যবেশে

একটি বালক এসে

গৌতমেরে করিল প্রণাম।

কহিল সে, করষোড়ে,

অত্যন্ত বিনয় করে

“অধমেরে কর কৃপাদান ॥”

শুধালেন ঋষি

মুহূ হাঁসি হাঁসি

“কোথা হতে তব আগমন ?

কি নাম তোমার

কি গোত্র পিতার

লাগে সব—দিতে দীক্ষাদান ॥”

বালক কহে, “যাহা জানি,

তাহা মাতৃমুখে শুনি

সকলই কহিব হেথা।

সত্যকাম আমার নাম

দূরদেশে মোর ধাম

আসিয়াছি জুড়াইতে ব্যাথা ॥

আমার বিধবা মাতা যৌবনে পুরুষের ভোক্তা
তাঁহে মোর হইল জনম ।

‘জাবালা’ মাতার নাম ‘সত্যকাম’ মোর নাম
তাই আমি “জাবাল-সত্যকাম ॥”

বালকের কথা শুনি আনন্দিত হন মুনি
কহিলেন বালকে তখন ।

“যাও যাও শীঘ্র যাও সমিধ-কার্ঠ যথা পাও
ত্বরা করি কর আনয়ন ॥

ব্রাহ্মণ ত সেই জন সরল যাহার মন
সত্যকথা তাহার ভূষণ ।

তোমার ত অধিকার যজ্ঞসূত্র ধরিবার
তোমায় আমি দিব “দীক্ষাদান” ॥

দীক্ষাদান হ’ল শেষে বালক আনন্দে ভাসে
গুরু তাঁরে দিলেন সেবা-ভার ।

ঋষির গো-শালাতে ছিল চারিশত গাভী দুর্বল
পরিচর্যা করিতে তাদের ॥

সত্যকাম যে তখন ঋষি’ গুরুর চরণ
প্রতিজ্ঞা করিল সুখে ।

“চারিশত গাভী তবে হাজার হইবে যবে
গুরু-গৃহে ফিরা মোর হবে ॥”

বহুবর্ষ হল গত সত্যকাম সেবারত
ক্রমে গাভী হইল সহস্র ।

বৃষ মধ্যে বাসু তাঁরে ডাকিলেন সমাদরে
সত্যকামের আনন্দ অজস্র ॥

বায়ু কহে,—“গাভী হাজার পূরণ প্রতিজ্ঞা তোমার
হল তব ফেরার সময় ।

পথি-মারের দেবগণ উপদেশিবে ব্রহ্মজ্ঞান
ত্রিতাপের হবে তব ক্ষয় ॥”

বায়ু-অগ্নি-সূর্য্য-মুখে শুনি ব্রহ্মজ্ঞান মুখে
ফিরি এল গৌতম-আগারে ।

দেখি সত্যকাম-জ্যোতি মুনি আনন্দিত অতি
(সত্যকামে) ধরিলেন বৃকের মাঝারে ॥

মুনি কহে,—“কিবা কব কি অপূর্ব্ব জ্যোতি তব
লভিয়াছ তুমি দিব্যজ্ঞান ।

নিকপট সেবা-ফলে দেব-উপদেশ বলে
ছাড়িয়াছ দেহ অভিমান ॥”

সত্যকাম এবে তবে গুরুরে কহে যে ভাবে
“শুনিয়াছি সাধু-গুরু মুখে ॥”

আচার্য্য-উপদিষ্ট বিদ্যা কল্যাণকর সিদ্ধিপ্রদা
(তাই) উপদেশ দিন হাসিমুখে ॥”

ঋষি কহে,—“ব্রহ্মের বিভূতি সর্ব্বস্থানে তার স্থিতি
অজ্ঞজন জানিতে অসমর্থ ।

গুরুকৃপা-রশ্মি-ফলে প্রোমানন্দ-সিন্ধুজলে
ভাসে জীব, ছাড়িয়া অনর্থ ॥

আত্মজ্ঞানী হন যঁারা মায়ামুক্ত নন তাঁরা
পাপে লিপ্ত কভু নাহি হয় ।

সদগুরু আশ্রয় করি দূরে ত্যজি কপটতারি
(গুরু) সেবাতেই হয় ভবজয় ॥”

দেবগণের উক্ত মন্ত্রে সত্যকাম-হৃদয়তন্ত্রে
গাঁথি দিল ব্রহ্ম অপরূপে ।

‘গৌতম-সত্যকাম’ কাহিনী যেন অমৃতের খনি
শ্রবণেতে নাশে ভবতাপে ॥

—শ্রীবলভভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

উপেক্ষিত শ্রীপাট বড়গাছি

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১২০ পৃষ্ঠার পর)

বড়গাছির (নাকশীপাড়া থানা) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেথুয়াডহরী। বড়গাছি গ্রামটি বেশ প্রাচীন। গ্রামটির পূর্বদিকে মাথাভাঙ্গা নামে একটি বিল ও দিঘদীবিলা আছে। বিলের অল্পদূরে পূর্বদিকে জলাঙ্গী নদী। গ্রামটির পশ্চিমাংশে একটি পুরানো গড়ের চিহ্ন আছে, গড়ের চারদিকে পরিখার চিহ্নও আছে। কবি ভারতসেনের “অন্নদামঙ্গল” উল্লিখিত হরিহোড় এখানে বাস করতেন। সে-সময় গ্রামটি বাগোয়ান পরগণার অন্তর্গত ছিল। ভারত-চন্দ্র বলেন,—

ধন্য ধন্য পরগণা বাগোয়ান নাম।

গাঙ্গিনীর পূর্বকূলে আন্দুলিয়া গ্রাম॥

তাহার পশ্চিম পারে বড়গাছি গ্রাম।

যাহে অন্নদার দাম হরিহোড় নাম॥

ভবানন্দ মজুমদারের পিতা রামচন্দ্র সমাদ্দার এই আন্দুলিয়া নিবাসী ছিলেন। পরগণা বাগোয়ান দেবী অন্নদা হরিহোড়কে পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্র সমাদ্দারের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন আর তখন থেকেই নদীয়া রাজ-বংশের অভ্যুদয় আরম্ভ হয়।”

বড়গাছি গ্রামের পূর্বদিকে “লক্ষ্মীজোলা” বলে একটি প্রাচীন খাল আছে। শোনা যায়, এই খাল দিয়েই ঈশ্বরী পাটনী দেবী অন্নদাকে জলাঙ্গী (অন্নদামঙ্গলে যার নাম গাঙ্গিনী) পার করে দিয়েছিলেন। ভবানন্দ ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের ফরমানে “রাজা” উপাধি লাভ করেন। হরিহোড় তার পূর্ববর্তী, অতএব খোল শতকের শেষদিকে তিনি বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করা যেতে পারে। বড়গাছির গড়টি সম্ভবতঃ হরিহোড়ের নির্মিত হলে সেটি ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বা কিছু পরে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

নদীয়ার স্বাধীনতার রক্ত-জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ ১২৭৩, হরিহোড় পাঠান-দিগের শাসন সময়ে নব্বইশে উত্তর বড়গাছি গ্রামে হরিহোড় নামক জনৈক রাজাকে রাজত্ব করিতে দেখা যায়। এই বড়গাছি গ্রাম নদীয়া জেলার নাকশীপাড়া থানার অন্তর্গত এবং জলাঙ্গী নদীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত। হরিহোড় কায়স্থকুল সম্ভূত বিষ্ণুহোড়ের পুত্র। হরিহোড়ের সময়ে বর্তমান, পাটুলী, সমুদ্রগড় ও নদীয়ার কোন ভূস্বামীরই নাম প্রতিগোচর হয় নাই। তিনি ঐ সকল প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। নদীয়া, বাগোয়ান, পাটুলি,

অগ্রদ্বীপ, সাতসইকা, শান্তিপুর প্রভৃতি বহু পরগণা তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সময় দিল্লীর সম্রাটগণ হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন। বারাণসী, জৈনপুর, মিথিলা ও বঙ্গদেশ দিল্লির অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গীয় নবাবগণের পরস্পর গৃহবিবাদে হীনবল হইয়া নবাবীপদ লইয়াই বাস্তব ছিলেন। রাজ্যবৃদ্ধি বা রাজ্যশাসন সম্বন্ধে তাঁহার মনোযোগ করিতে অবসর পান নাই। সুতরাং হরিহোড় প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি একরূপ ক্ষমতাশালী ও বীর্যশালী হইয়াছিলেন যে, রাজ্যলক্ষ্মী তাঁহার গৃহে অচলভাবে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাতেই তিনি যে স্বাধীন রাজা ছিলেন তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে। তৎকালে গোড়েশ্বর উপাধিটি সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভূস্বামিগণ প্রকৃত-প্রস্তাবে গৌরেশ্বর হউন আর নাই হউন, একটু ক্ষমতাশালী রাজা হইলেই গোড়েশ্বর নামে ডাকিত হইতেন। আমরা হরিহোড়কে গোড়েশ্বর নামে অভিহিত হইতে দেখি নাই। অন্তদামঙ্গলে দেখিতে পাই—

অন্নদার দাস হয়ে হরিহোড় নাম ল'য়ে বসুন্ধর ভূমিট হইল।

দেখিয়া পুত্রের মুখ বিষ্ণুহোড় পায় সুখ পাক্কণীর আনন্দ বাড়িল।

বঙ্গের আদি কবি কৃত্তিবাস এই হরিহোড়ের রাজ-সভাতেই অমৃতগাথা রামায়ণ রচনা করেন।

রাজ-পণ্ডিত হব মনে আশা করে।

পঞ্চ-শ্লোক ভেটিলায় রাজ্য গোড়েশ্বরে ॥

দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজ্যারে জানালাম।

রাজ্যজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম ॥

সপ্তখটি বেলা যখন দেখালে পড়ে কাঠি।

শীঘ্র দ্বারি আহল দ্বারী হাতে সূর্যগণাঠি ॥

কার নাম ফুলয়ার মুখটি কৃষ্ণদাস।

রাজার আদেশ হইল করহ সন্তোষ ॥

নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে।

সিংহ-সম দেখি রাজ্য সিংহাসনোপরি ॥

রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।

তাঁহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ ॥

বামেতে কেদারখাঁ ডাহিনে নারায়ণ ।
 পাত্রমিত্র-সহ রাজা পরিহাসে মন ।
 গন্ধর্ব্বরায় বসে আগে গন্ধর্ব্ব অবতার ।
 রাজ-সভা পূজিত হৈছে গৌরব অপার ॥
 তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজ-পাশে ।
 পাত্রমিত্র লয়ে রাজ্য করে পরিহাসে ॥
 ডাহিনে কেদাররায় বামেতে তরুণী ।
 সুন্দর শ্রীবৎস-আদি ধর্ম্মাধিকারিণী ॥
 মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর ।
 জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কুমার ॥
 রাজার সভাধান যেন দেব অবতার ।
 দেখিয়া আম'র চিত্তে লাগে চমৎকার ॥

(১০৬/১০৮ নবদ্বীপ-মহিমা)

এই বর্ণনাখ নবদ্বীপ-মহিমার গ্রন্থকার রাজা হরিহোড়কেই নির্দেশ করিয়াছেন।

অম্বদারজল (বিশ্বকোষ—নীহারবজ্রন রায়-কৃত ৭০ পৃঃ অম্বদা) —

এরপর তরিতোড়ের কাচিনী—গঙ্গার পশ্চিম ও গাঙ্গুলীর পূর্ব্বতীরে বড়গাছি গ্রামেও দরিদ্র অধিবাসী বিয়ুহোড় দেবী অনুপূর্ণার কৃপায় হরিহোড়কে পুঙ্কপে পেয়েছিল। হরিহোড় পিতা-মাতার সেবা করত আর ঘুটে বেঁচে দিন চালাত। কথিত আছে স্বয়ং অনুপূর্ণা হরিহোড়ের বাড়ীতে আসিয়া মেয়ে ক'খে গিয়া হরিহোড়ের মাথের কাছে ঝাঞ্জ চাহিলে হরিহোড়ের মা বলিলেন,—
 আমি স্নান করে না ফেরা পর্য্যন্ত তুমি যাইও না। কিন্তু তিনি আর না ফেরায় অনুপূর্ণা ওখানেই থাকিয়া গেলেন। দেবীর কৃপায় গোবর ঘুটে সোনার ঘুটে হয়ে গেল। হরিহোড় লক্ষপতি, চিত্ত বুদ্ধ বয়সে পুনরায় বিধে করায় সংসারে অশান্তি এশে দেবী বিচলিতা হয়ে গাঙ্গুলীর আন্দুলিয়া গ্রামে রাম সমাদারের বাড়ীতে চলে যান। তাঁর পুত্রই পরবর্ত্তীকালে ভবানন্দ মজুমদার।

হেন ঐতিহ্য সম্পন্ন “বড়গাছি” ও “দালিগ্রাম” আজ আর প্রাচীন গৌরব বহন করে না। অদৃষ্টক্রমে এই পরিবর্ত্তন চলিতেছে অতি দ্রুতবেগে। ইতিহাস সচেতন জাতি তাঁহার গৌরব স্মরণ করিলে আবার বাঁচিতে পারে।

নদীয়ার জনসমাজ প্রধানতঃ দুইটি সম্প্রদায়ভুক্ত—হিন্দু ও মুসলমান। ১৯৭৯ সালের হিসাবে মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭৬ জন হিন্দু এবং শতকরা ২৩ ভাগ মুসলমান। এর পরেই খ্রীষ্টান ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত জনসমাজের স্থান (০-৭০%)। এ ছাড়া শিখ, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের কিছু কিছু লোক এই জেলায় বাস করেন। ১৯৭৯ সালের হিসেব অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রী-পুরুষের তালিকা নিম্নরূপ:—

ধর্ম	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট জনসংখ্যার তুলনায় শতকরা হার
হিন্দু	১৬৯৩০০৬	৮৭০২২৯	৮২০৭৭	৭৫.৯১
মুসলমান	৫২০৫৭৯	২৬৫৯৯৭	২৫৪৭৭৪	২৩.৩৪
খ্রীষ্টান	১৬৩৩৭	৮০৬২	৮২৭৫	০.৭৩
শিখ	৭৭	৪২	৩৫	—
বৌদ্ধ	৫৫	২৩	২৬	—
অন্যান্য	৫৬	—	—	—
অকথিত	৭	—	—	—

সেনসাস্ রিপোর্ট হট্টেশে

সৌজা	সন	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	সিডিউলড পুং জী	সি. ট্রাইব পুং জী
বাউগাতি	১৯৫১	৬১১	—	—	মোট ৪০	—
	১৯৬১	৭৪৬	৩৮৪	৩৬২	৩৬	২৮
	১৯৭১	১০১৫	৫২৮	৪৮৭	৯৫	৮৬
সালিগ্রাম	১৯৫১	৪০৩৯	—	—	—	—
	১৯৬১	৩৮৪৭	১৯০৯	১৯৩৮	৩১	২৭
	১৯৭১	৪৯৮৫	২৪৮০	২৫০৫	৫৫	৪৬

বর্তমানে হিন্দুর সংখ্যা শোচনীয়ভাবে কম। সেনসাস্ রিপোর্টে সিডিউলড ও সিডিউলড ট্রাইব সংখ্যা দেখান হট্টেশাতে। হিন্দু পৃথকভাবে দেখান হয় নাই। সরকারী ব্যবস্থায় মুসলমান ও অমুসলমান উল্লেখ দেখা যায়। ইহা কি ধর্ম নিরপেক্ষতার পরিচায়ক?

—শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ দাস,

শ্রীনরাপুর (নদীয়া)।

একটি সমালোচনা

[পোস্টকার্ডের পত্র]

॥ রাধাভাবভ্রাতী সুবলিতং নৌমিকৃষ্ণধরুণম্ ॥

N. C. Kanjilal

I-1698 Chittaranjan Park,

New Delhi—110019

শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল মহোদয়েষু—

24. 8. 82

মান্যবরেষু, আপনার সম্পাদিত “শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা” গ্রন্থখানি পড়িয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম। যিনি-ই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা চিন্তা করেন ও অন্যকে তাঁর পুতলীশা শোনান, তিনি দেহান্তে গোলোকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় পান। আপনার গ্রন্থের নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় সজুস্তর দিলে বাধিত হইব,—

- ১) ৮১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—“শাস্ত্র বলিয়াছেন, “ভক্ত্যা ভাগবন্তং গ্রাহং ন বুধ্যান চ চীকর্য।” কোন্ শাস্ত্র? শাস্ত্রের নাম কি এবং কোন্ শ্লোকে ঐরূপ লিখিত আছে?
- ২) ১৮৭ পৃষ্ঠায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিরোধান সম্পর্কে আপনি যে শ্লোকটি “শ্রীভক্তিরত্নাকর” হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা ঐ গ্রন্থের কোন্ মণ্ডলে ও কোন্ পরিচ্ছেদে আছে জানাইবেন। কারণ আমি খুঁজিয়া পাই নাই।
- ৩) ১৯৮ পৃষ্ঠায় ঋগ্বেদের শ্লোকটি উদ্ধৃতি করিয়া লিখিয়াছেন—“বেদে রাধা-কৃষ্ণের মধুর যুগলরূপের উপাসনাই ব্যক্ত হইয়াছে যথা,— “স্তোত্রানাং রাধানাং পতে গীর্বাহো বীর যশ্যতে।” ঋগ্বেদ ৯.৩০।৫০ প্রথমতঃ শ্লোকটি ৫ নম্বর—৫০ নম্বর নয়। দ্বিতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের যুগে ছিলেন, তাই যদি হয়, তবে ঋগ্বেদে কিরকমে তিনি বর্ণিত হইতে পারেন—কারণ বেদ ত মহাভারতের অনেক আগে।

প্রশ্নটির জবাব দিবেন দয়া করে। তাছাড়া রমেশ দত্ত-এর অমুবাদ অমুযায়ী এখানে রাধানাং পতে কৃষ্ণকে তিনি mean করেননি। হরফ প্রকাশিত ঋগ্বেদ সংহিতা-র প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—যেটিতে প্রখ্যাত মণীষি রমেশচন্দ্র দত্ত-এর অমুবাদ দেওয়া হয়েছে।

আমার উপরোক্ত সন্দেহ নিরসন করিলে বাধিত হইব। নমস্কারান্তে ইতি—

—শ্রীনির্মলচন্দ্র কাজিলাল

পত্রোত্তর

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

বড় বহরকুলি, পোঃ বাদলা ;

জেলা বর্দ্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ)

৪ং তাং ৯/৯/১৯৮২

বিপুল সম্মানপূরঃসর নিবেদনমিদং—

মাননীয় মহাশয় ! আপনার লিখিত ২৪।৮।৮২ তারিখের পত্রখানি কিছুদিন পূর্বে আমার হস্তগত হইয়াছে। আপনি যে শাস্ত্রালোচনা করেন, পত্রখানি পাঠান্তে তাহা বৃত্তিতে পারিলাম ও পরমানন্দিত হইলাম। উক্ত পত্রে ‘শ্রীচৈতন্যগীতা ও শিক্ষা’—শীর্ষক গ্রন্থটি আপনি পাঠ করিয়া যে প্রশ্নগুলির অবতারণা করিয়াছেন, অল্প তাহার উত্তর লিখিতে বসিয়া মাদৃশ অধ্যায়ের বিভাবুদ্ধির অযোগ্যতা নিবন্ধন প্রতিশাস্ত্র সিদ্ধান্তে স্থানপূর্ণ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ গুরুবর্গের আনুগত্যে পরমোপাস্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা প্রার্থনাপূর্বক সংক্ষিপ্ত-ভাবে যথাসাধ্য আলোচনার সূত্রপাত করিতেছি।

আপনি প্রথম প্রশ্নে “শ্রীশ্রীচৈতন্যগীতা ও শিক্ষা”—গ্রন্থের ৮১ পৃষ্ঠায় লিখিত “ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া”—শ্লোকটি কোন্ শাস্ত্রে ও কোন্ শ্লোকে আছে জানিতে চাহিয়াছেন। তদুত্তরে জানাইতেছি যে, ঐ শ্লোকটি শ্রীশিবজীর উক্তি এবং উহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৪।৩১৪ সংখ্যোক্ত প্রাচীন কৃত শ্লোক।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থের ১৮৭ পৃষ্ঠায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট সম্পর্কে ‘শ্রীভক্তিবন্ধাকরে’ উদ্ধৃত শ্লোকটির পরিচ্ছেদ-সূচী বর্ণিত হইল,—“প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে।

হেলা অনর্শন পুনঃ না আইলা বাহিরে ॥” (ভঃ রঃ ৮।৩৫৭)

আপনি তৃতীয় প্রশ্নের প্রথমে উক্ত গ্রন্থের ১৯৮ পৃষ্ঠায় স্বগেদের উদ্ধৃত শ্লোকটি স্বগেদ ১।৩০।৫ হইবে জানাইয়াছেন। বস্তুতঃ উহা মুদ্রণের সময় ৫ স্থলে ৫০ হইয়া ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে—এক্সত্রা আসি দুঃপিত। অত্যন্ত ক্ষিপ্ততার সহিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ায় মুদ্রাকর প্রমাদাদি দেবার সুযোগ হয় নাই। আপনি সদয় হৃদয়ে কৃপাপূর্বক এই ত্রুটি নিজগুণে ক্ষমা করিবেন,—আশা করি।

আপনি তৃতীয় প্রশ্নের মধ্যে আরও লিখিয়াছেন—‘শ্রীরমেশ দত্ত-এর অমুবাদে তিনি ‘রাধানাং পতেঃ’ বলিতে কৃষ্ণকে mean করেন নাই।’

আপনার উক্ত বক্তৃতার উত্তরে জানাইতেছি যে, আপনি প্রভৃটির প্রারম্ভে যে শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুবরের কড়চা হইতে “রাধাভাবহ্যাতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্”—শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জয়গান-মুখে প্রণামপূর্বক পত্রের বিষয়বস্তু লিখিয়াছেন, সেই শ্রীল স্বরূপ দামোদর, শ্রীল রায় রায়ানন্দ, শ্রীল রূপ-সনাতন প্রমুখ গোস্বামিগণের উপদিষ্ট সিদ্ধান্ত অনুসারেই ঋগ্ যজুঃ স্তোত্রের প্রকৃত অর্থ বোধগম্য হইবে। বেদের প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারণে পূজ্যপাদ শুদ্ধ ভাগবতবৃন্দের সিদ্ধান্তে জাগতিক দূষিত মল না থাকায় তাহা নিতান্ত শুদ্ধ ও যথাযথ বস্তুজ্ঞানের পরিচয়ে গৌরাবান্বিত। অগতঃ নানাপ্রকারের অশ্লিষ্ট ভাষা থাকিতেই পারে। কিন্তু তাই বলিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু সিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষিত্ব কি থাকিবে না ?

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী—অমৃতের ধার।

তিষ্ঠো যে কহয়ে বস্তু, সেই তত্ত্ব সার ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।৩৭)

আপনি পত্রের বিষয়বস্তু লিখিবার পূর্বে সর্কীয়ে যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা করিয়াছেন, তাঁহার কথাই তো বেদবাক্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বমুখে বলিয়াছেন,—

“মুখ্য গৌণ-বৃত্তি কিংবা অস্বয় ব্যতিরেকে।

বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৪৬)

অতএব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাসগণের তথা শ্রীকৃষ্ণানুগগণের পাদপদ্মশ্রেয়ই বেদের সারকথা উপলব্ধি হয়। “স্তোত্রং রাধানাং পতে গির্বাহো বীর যন্ত তে। বিভূতিরস্ত স্মৃতা ॥”—শ্লোকটি (ঋক্ ১।৩০।৫, সাম ১৬০০, অথর্ব ২০।৪৫।২) —তিন বেদেই দেখা যায়।

বেদশাস্ত্রে কোথাও স্পষ্টভাবে, কোথাও ইঙ্গিতে, রাধাকৃষ্ণের নামের বহু উল্লেখ আছে। ঋক্ পরিশিষ্টে,—“রাধা মাধবো দেবো মাধবো নৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনৈহেতি ॥”—(শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ গ্রন্থ-ধৃত)

“শ্রীরাধার সহিত শ্রীমাধব ক্রীড়াশীল বা দ্ব্যতিমান্। শ্রীমাধবের দ্বারা শ্রীরাধিকা নিজজন সমূহে সর্কীতোভাবে দীপ্তি পাউতেছেন।” এতলে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিরূপে শ্রীরাধা উল্লিখিত। ঋক্ পরিশিষ্টের এই শ্লোকটি জগৎগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাতুষণ প্রভুবরের “সিদ্ধান্তরত্নম্”—গ্রন্থের দ্বিতীয়পাদে ২২ শ্লোকে উল্লিখিত আছে। উক্ত পাদে ৩১ শ্লোকে শ্রীল বলদেব বিদ্যাতুষণ কৃত ভাষ্যে আছে,—“ঋক্ পরিশিষ্টে ও শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের

নিত্যলীলা সৃষ্টিত হইয়াছে। অথর্ববেদীয় প্রমাণেও শ্রীকৃষ্ণের সহিত তদীয় নির্দিষ্ট পরিকরণের অবস্থান এবং সেবাদি প্রতিপাদিত হইয়াছে।”

ঋগ্বেদে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলার ইঙ্গিত থাকার বহু প্রমাণের মধ্যে এখানে একটি বিবৃত করিতেছি (ঋগ্বেদে ১।২২।১৬৪।৩১ ঋক্),—

“অপশ্রুং গোপামনিপশ্যমানস। চ পরা চ পথিভিঃ চরন্তম্।

স সখীটী স বিষুতীর্বসান আবরৌবর্তি-ভুবনেষন্তঃ ॥”

“গোপকুলোদ্ধৃত এক গোপালকে দেখিলাম, তাঁহার কখনও পতন নাই অর্থাৎ তিনি অচ্যুত, কখনও নিকটে, কখনও দূরে, নানাপথে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি কখন বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখন বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রাচ্ছাদিত। এক্রপে তিনি বিশ্বসংসারে পুনঃ পুনঃ প্রকট-অপ্রকট লীলা বিস্তার করিতেছেন।

সমস্ত বেদে রাধাকৃষ্ণের বহু কথা বর্ণিত আছে। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ পাঁচশত বারোটি বেদমন্ত্ৰের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের অভিব্যেক পদ্ধতি জানাইয়াছেন। এইভাবে গোস্বামিবর্গের সিদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণই বেদের অদ্বিতীয় প্রতিপাত্ত পরতত্ত্ব বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন। সর্ববাদীসম্মত শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায় ভগবান্ স্বয়ং বলিরাছেন,—

“বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেত্তো,”—(গীতা ১৫।১৫)

অর্থাৎ—‘সকল বেদের আমিই বেত্ত বা জ্ঞেয়।’

আপনি আরও প্রশ্ন করিয়াছেন যে,—‘শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের যুগে ছিলেন, তাই যদি হয়, তবে ঋগ্বেদে কি রকমে তিনি বর্ণিত হইতে পারেন—কারণ বেদ ত’ মহাভারতের অনেক অনেক আগে।’

উক্ত প্রশ্নেই যেন উত্তর লক্ষিত হইতেছে যে, যেহেতু ঋগ্বেদে কৃষ্ণ বর্ণিত আছেন, সেইহেতু মহাভারতের যুগের আগেও কৃষ্ণের বিজ্ঞমানতা স্বীকৃত হয়। কিন্তু কৃষ্ণ তো দ্বাপরের শেষে আবির্ভূত, অথচ বহুপূর্বের ঋগ্বেদে তাঁহার বর্ণনা আছে—ইহা কিরূপে সম্ভব? এমতাবস্থায় প্রতীতমান হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে দ্বাপরের শেষে আবির্ভাবের পূর্বেও পরমোপাস্তরূপে জীবসাধারণের নিকট পূজিত হইতেন এবং তাঁহার লীলা নিত্য বলিয়াই ঋগ্বেদে বর্ণিত হইয়াছেন।

বেদ প্রতিপাত্ত শ্রীকৃষ্ণকে ‘মহাভারতের কৃষ্ণ’ একরূপ ধারণা জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণ-ধারণায় অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায় এবং শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের তাৎপর্য উপলব্ধি হয় না। শ্রীকৃষ্ণতে মহাজ্ঞান আসিয়া পড়িলে তাঁহার স্বয়ং ভগবত্ত্বার প্রতি

সম্মেহ উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্ম তাঁহার চরণে মহা-অপরাধী হইয়া পড়িতে হয়। বস্তুতঃ পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষক স্বরাট লীলাপুরুষোত্তম। তিনি অজ্ঞ, পরমভ্রষ্ট, অনাদি, অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্ব ও শাস্ত্রত। বহিঃজগতের জ্ঞান কালকোভা ও অসম্পূর্ণ হওয়ায় তদ্বারা অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব নির্ণীত হয় না। তাই তিনি সম্মেহবাদী, জড়গবেষণ, ইন্দ্রিয়জ্ঞান-বিচার সর্বস্ব জড়মীমাংসক প্রভৃতির গোচরীভূত নহেন। সমস্ত উপনিষদের সারাংশ সর্ববাদীসম্মত শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যে মহাভারতের যুগের পূর্বেও ছিলেন, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে; যথা,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন বলিতেছেন,—

“অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।

কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বম দৌ প্রোক্তবানিতি ॥” (গী: ৪।৪)

অর্থাৎ—“[শ্রীভগবানের পক্ষে সূর্যাদেশের প্রতি যোগ-উপদেশ অসম্ভব মনে করিয়া] অর্জুন বলিলেন,—সূর্য্য পূর্ব্বকালে জন্মিয়াছিলেন এবং তোমার জন্ম ইদানীন্তন, সুতরাং তুমি যে পুরাকালে তাঁহাকে এই যোগ বলিয়াছিলে ইহা কি প্রকারে জানিতে পারা যায়?” ভগবানের নিত্যসখা অর্জুন ভগবৎ-তত্ত্ব জানিলেও ভগবানের সমুখে তাঁর তত্ত্ব শুনাইবার জন্য অজ্ঞের মত ঐক্লপ প্রশ্ন করিলেন। তখন ভগবান্ তত্ত্বতরে জানাইলেন,—

“বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।

ভাঙহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেথ পরন্তপ ॥” (গীতা ৪।৫)

অর্থাৎ—“[এইরূপ অর্জুন কর্তৃক কথিত হইয়া ‘অগ্ন্যুগে আমি উপদেশ করিয়াছিলাম’—উত্তরে এই কথা বলিবার অতিপ্রায়ে] ভগবান্ কহিলেন,—হে পরন্তপ অর্জুন! আমার ও তোমার বহুজন্ম অতীত হইয়াছে, আমি সেই সকল জানি, কিন্তু তুমি তাহা জান না।” শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ উক্ত শ্লোকে টীকায় বলিয়াছেন,—“যখন যখন আমার অবতার তখন আমার পার্শ্বদ বলিয়া তোমারও আবির্ভাব হইয়াছে। স্ব-লীলাসিদ্ধির নিমিত্ত আমি তোমার জ্ঞান আবৃত করিয়াছি বলিয়া তুমি তাহা জান না, কিন্তু আমি সর্বৈশ্বর ও সর্বজ্ঞ বলিয়া জানি।”

শ্রীভগবান্ অজ্ঞ বা জন্মরহিত হইলেও তাঁহার জন্ম-লীলা কিরূপে সম্ভব— তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে ভগবান্ নিজেই ব্যক্ত করিতেছেন;—

“অজোহপি সন্ন্যাসাত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।

প্রকৃতিং স্বামীধষ্ঠায় সন্তবামাত্মায়য়া ॥ (ঈঃ ৪৬)

অর্থাৎ—“আমি জন্মরহিত, অব্যয়াত্মা, সর্বভূতগণের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয়
জ্ঞানসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে স্বীকারপূর্বক আত্মমায়ার আশ্রয়ে আবির্ভূত হই ।”

পরবোম ও ভূতাকাশ সৃষ্টির পূর্বেও যে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, তৎপ্রমাণ স্বরূপ
শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা,—

“অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদস্যং পরম্ ।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ বোহবশিষ্যেত সোহস্ম্যাহম্ ॥” (ভাঃ ২।৯।৩২)

[এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে কেবল আমিই ছিলাম । নং, অসৎ এবং
অনির্বচনীয় নির্বিশেষ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অন্য কিছুই আমি হইতে পৃথকরূপে ছিল
না । সৃষ্টি হইলে পর এ সমুদয় স্বরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টি লয় হইলে
একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব ।]

ভগবানের মংস্ত্র, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি অনন্ত স্বরূপ আছে, তন্মধ্যে
শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ । শ্রীব্রহ্মা-শিব-নারদাদি শ্রীদেবকীমাতার পর্ভস্তুতি
প্রসঙ্গে কহিয়াছেন (ভাঃ ১০।২।৪০),—

“মংস্ত্রাস্ত্রকচ্ছপ-নৃসিংহ-বরাহ-হংস-রাজত্ববিপ্র-বিবুধেষু কৃতাবতারঃ ।

ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধূনেশ ভারং ভূবো হর যত্নস্তম বন্দনং তে ॥”

অর্থাৎ—“হে ঈশ, আপনি (পূর্বে) মংস্ত্র, অশ্ব (হয়গ্রীব), কচ্ছপ
(কূর্ম্ম), নৃসিংহ, বরাহ, ক্ষত্রিয় (দাশরথি রামচন্দ্র), বিপ্র (পরশুরাম)
এবং দেবতা (বামন) ইত্যাদি রূপে বিবিধ অবতার হইয়া আমাদিগকে এবং
ত্রিভুবনকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন । তে যত্নস্তম আপনাকে আমরা বন্দনা
করি । হে ঈশ্বর ! আপনি অধুনা পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া আমাদিগকে
পালন করুন ।”

সর্বশাস্ত্রজ্ঞ জগৎগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভূপাদ একদা
বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—“কৃষ্ণে পরিপূর্ণতা বিজ্ঞমান । শ্রীগুরুর্ধন, প্রহ্লাদাদি
অথবা মূলপ্রকাশ বিগ্রহ বলদেব হইতে প্রকটিত সকলেই কৃষ্ণচন্দ্রে অবস্থিত ।
মায়ার কৃষ্ণে অবস্থিত গহিতভাবে পশ্চাদ্দেশে ॥”

সৃষ্টির আধিকারিক দেব ব্রহ্মা পুরুষোত্তম ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করত
যে ভগবৎস্তুতি করিয়াছিলেন, তাহাই সংহিতাকারে অধ্যায় শতকে ‘ব্রহ্ম-
সংহিতা’ নামে প্রকাশিত হইয়াছে । উক্ত গ্রন্থে (৫।৪৩ : ব্রাহ্মকে) ব্রহ্মার

বাক্যে দেবী, রুদ্র ও হরিধামের উত্তরোত্তর উৎকর্ষত্ব এবং কৃষ্ণের নিজ ধাম গোলোকের সর্বোৎকর্ষত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে ; যথা,—

“গোলোক নাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য

দেবী-মহেশ-হরি-ধামসু তেষু তেষু ।

তে তে প্রভাব নিচয়া বিহিতাশ্চ যেন

গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥”

অর্থাৎ—“দেবীধাম, তদুপরি মহেশধাম, তদুপরি হরিধাম এবং সর্বোপরি গোলোক-নামা নিজ ধাম। সেই সেই ধামে সেই সেই প্রভাব সকল যিনি বিধান করিয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।”

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের দেবদেবেশত্ব ও আরাধ্য শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া কহিতেছেন (গীতা ১১।৪৩),—

“পিতাসি লোকস্ত চরাচরস্ত তমস্ত পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীহান্ ।

ন ত্বংসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যো লোকত্রয়েহপ্য প্রতিম-প্রভাব ॥”

“হে অপ্রমেয় প্রভাবশালিন্ ! তুমি এই চরাচর বিশ্বের পিতা, পূজ্য, গুরু ও গুরুশ্রেষ্ঠ। ত্রিলোকে তোনার সমান কেহই নাই, অধিক আর কোথা হইতে হইবে ?”

ভগবান্ কৃষ্ণ নিজের অসমোর্দ্ধিত্ব জানাইয়া কহিয়াছেন,—

“মন্তঃ পরত্তরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়া” (গীতা ৭।৭)

অর্থাৎ—“হে ধনঞ্জয় ! আমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।” গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের সর্বকারণ-কারণত্ব ও অসমোর্দ্ধিত্ব প্রমাণের আরও অসংখ্য শ্লোক শাস্ত্রাদিতে আছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হওয়ার সর্বকালেই ও সর্বযুগেই তাঁহার বিত্তমানতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। তবে মাধুর্য্য-প্রধান ঐদার্য্যালীল কৃষ্ণচন্দ্র বৈবস্বত সপ্তম মন্বন্তরে ২৭ চতুর্যুগ শেষ হইলে ২৮ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

“অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে ।

ব্রহ্মের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥” (চৈঃ চঃ ভাঃ ৩।১০)

সুতরাং চিন্ময়ধাম ব্রহ্মের সহিত শ্রীকৃষ্ণ নিজ চিহ্নক্ৰিয়বলে পৃথিবীতে আবিভূত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণের শীলা নিত্যকাল আছে ও থাকিবে। ব্রহ্মার একদিনে কৃষ্ণের এক ব্রহ্মাণ্ডে একবার আবির্ভাব হয়। প্রত্যেক দ্বাপরে কৃষ্ণ পৃথিবীতে আসেন না। যে-দ্বাপরে কৃষ্ণ আসেন, সেই কলিতে শ্রীমদ্ব্যাপ্তভূও

আসেন। দ্বাপরাস্তে এ জগতে কৃষ্ণের লীলা অপ্রকট হইলেও এত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে যে, কোন না কোনও ব্রহ্মাণ্ডে বর্তমানও তাঁর আবির্ভাব হইতেছে ও ব্রহ্মলীলা প্রকটিত আছে। একজন্ম তাঁর লীলা নিত্য।

“কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।

তাতে লীলা নিত্য কহে নিগম পুরাণ ॥” (১১: চ: মধ্য ২০।৩৯৩)

অচিন্ত্য ঐশ্বর্যবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অজত ও অনুলীলাত্ম যুগপৎ বিজ্ঞমান। জগৎ-গুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ “কৃষ্ণতত্ত্ব” নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—“কৃষ্ণ অজ ও শাস্ত। দ্বাপরাস্তে যে তাঁহার আবির্ভাবের কথা বর্ণিত আছে, তাহা তাঁহার প্রাণ্ডে প্রাকটামাত্র। তৎকালে পৃথিবীতে অপ্রাকৃত তত্ত্বের প্রকাশযোগ্য অনুজুতি অবতরণ করিয়াছিল বলিয়া, নিত্যকাল অজ্ঞেয় কালাধীনত্বে জন্ম স্বীকার করিতে হইবে না। তাঁহার জন্ম ও বিক্রম-সমূহ নিত্যকাল পরবোম ভূমিকায় অবস্থিত।”

গীতার ভগবদ্ভাষী—“জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্”—(গী: ৪।৯)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ মানুষী তন্ম কখনও পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ হইতে পারে না। তাঁহার দেহ-দেহী ভেদ নাই। তন্মই তিনি, তিনিই তন্ম। “দেহাচ্ছাপাধেরনিক্রুপিতত্বাভাবো ন সাক্ষাৎ ভিদাজুনঃ স্তাৎ”—(ভা: ১।৪৮।২২)। তিনি স্ব-স্বরূপে প্রাণ্ডে প্রকাশিত হন এবং ঐ স্বরূপেই সমস্ত ভূতের মতেশ্বর। তিনি প্রাণ্ডবিধি সকলের অতীত ও নিত্য সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব।

এইভাবে শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, বিংশসৃষ্টির পূর্বে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন, তাহা হইতে যাবতীর প্রকাশ উৎপত্তি-লাভ করিয়াছে এবং তাঁহার লীলাসমূহ নিত্য বিজ্ঞমান। তিনি সর্বকারণ-কারণ, অসমোদ্ধিগত্ব হওয়ায় সর্বকালে ও সর্বযুগে পরমোপাস্তরূপে পূজিত হইয়া থাকেন ও হইতেছেন,—ইহাতে আর সন্দেহ কি?

উদাহরণ স্বরূপে বলা যায়, দ্বাপরাস্তে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেও তৎবহুপূর্বে সত্যযুগেও তিনি কোন কোন বিশেষ ভজননিষ্ঠ ভক্তের নিকট পরমোপাস্তরূপে পূজিত হইতেন। সত্যযুগে হিরণ্যকশিপুর আদেশে দৈত্যগণ দ্বারা সমুদ্রমধো পরিতাচ্ছাদিত ভক্ত প্রজ্ঞাদের শ্রীভগবৎস্তুতি অরণীয়,—

“নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥”

(বিষ্ণুপুরাণে ১ম অঃ ১৯শ অঃ ৬৫)

অর্থাৎ “(প্রহ্লাদ কহিলেন)—হে ব্রহ্মদেব, হে গো-ব্রাহ্মণ-হিতকারিন্, আপনাকে নমস্কার ; জগন্মঙ্গলকারিন্, হে কৃষ্ণ, হে গোবিন্দ, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ।”

শাস্ত্রে পূর্ব পূর্ব যুগে কৃষ্ণের উপাসনার বহু উদাহরণ আছে। প্রথমতঃ উল্লেখ্য যে, যুগে যুগে শার্কজনীন তারকব্রহ্ম নামের ক্ষেত্রে তাহা সেই সেই যুগের সাধারণ জীবের আত্মবৃত্তি বিকাশের অবলম্বন হেতু বিভিন্ন হইয়াছে। সত্যযুগে তারকব্রহ্ম নামে কৃষ্ণনাম স্পষ্টভাবে না থাকিলেও সেই যুগের সাধারণ জীবের পারমাণবিক আত্মবৃত্তি শাস্ত্রভাবে প্রধান দাস্ত্র্যভাব মণ্ডিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণেরই ঐখ্যগত নাম—‘নারায়ণ’ উল্লিখিত হইয়াছে। ত্রেতাযুগে সাধারণ জীবের পারমাণবিক আত্মবৃত্তিতে দাস্ত্র্যভাব সহ সূখের আভাস থাকায় সেই যুগের তারকব্রহ্ম নামে কৃষ্ণ, কেশব প্রভৃতি নাম নির্ণীত হইয়াছে। উপাস্য বিচারে কৃষ্ণই সর্বোত্তম নিত্য ও সর্বকালিক বলিয়াই স্বীকৃত এবং বিশেষ ভজননিষ্ঠ ভক্তের হৃদয়ে সর্বকালেই উদ্ভিত হন। উপরোক্ত অবস্থায় কৃষ্ণ মহাভারতের কৃষ্ণ নহেন, পরন্তু তিনি সর্বকালের পরমোপাস্য।

ঋগ্বেদে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা থাকার কারণ নির্ণয় করিতে গেলে বেদের সংজ্ঞা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন অনাদি—বেদও তেমনি অনাদি। ভগবানের যেমন জন্ম নাই,—বেদেরও তেমনি জন্ম নাই। বেদ সাক্ষাৎ ভগবানের বাণী,—ইহা অপৌকুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষের সৃষ্ট নহে। ব্রহ্মাও সৃষ্টির পূর্বেই শব্দব্রহ্ম বেদ আবির্ভূত হইয়াছেন। “বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূতিঃ শুক্রম,—(ভাঃ ৬।১।৪১) অর্থাৎ “বেদ নারায়ণ হন্তে নিঃশ্বাসের দ্বারা অনাস্বাসে আবির্ভূত হন বলিয়া তাহা সাক্ষাৎ নারায়ণ ও স্বয়ম্ভু অর্থাৎ স্বপ্রকাশ বস্তু।” বিভিন্ন মন্তরে ও বিভিন্ন যুগের প্রারম্ভে শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ ব্যক্ত করেন। ব্রহ্মাও সৃষ্টির পূর্বে শব্দব্রহ্ম বেদের আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রলয়কালে বেদ-বাণী অদৃশ্যপ্রায় হইয়া যায় এবং পুনরায় ভগবদ্দিচ্ছায় তাহা প্রকাশিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ১।১।১৪৩) ভগবান্ বলিয়াছেন,— “কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীঃ বেদ-সংজ্ঞিতা।

ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যো মদাত্মকঃ ॥”

অর্থাৎ “ভগবান্ কহিলেন,—যাহাতে মদীয বাক্যসকল উক্ত হইয়াছে, সেই বেদ-বাক্যসকল কাল-প্রভাবে প্রলয় সময়ে নষ্ট হইয়াছিল। আমি ব্রহ্ম-কল্পের আদিতে ব্রহ্মকে তাহা বলিয়াছিলাম।

বেদের নিত্যতা সম্পর্কে পরমংগম্যায়ী শ্রীশ্রী সিন্ধু সুরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বাণীর কিয়দংশ এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি ;—“ঐহ জগতে ভগবানের যে রূপ আবির্ভাব ও তিরোভাব লক্ষিত হয়, ভগবানের শাস্তিক অবতার বেদেরও সেইরূপ আবির্ভাব ও তিরোভাব মাত্র লক্ষিত হয়। যুগ-প্রারম্ভে ভগবানের শাস্তিক অবতার বেদ বা বেদমাতা গায়ত্রী পূর্বদিকে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় অথবা বহুদেব-দেবকীতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের ন্যায় কোন ঋষিহৃদয়ে স্বয়ং প্রকটিত হইলে ঐ ঋষিই তাহার জনক—এরূপ বলা যাইতে পারে না। কারণ তৎপূর্বে কেহই ভগবানকে জানিতেন না, কিংবা তাহার উপাসনা মাত্র ষাপরযুগ হইতেই আরম্ভ হইয়াছে—এরূপ একটি অপসিদ্ধান্ত করিয়া করিতে হয়। বস্তুতঃ নিত্যসত্য ভগবানে এই প্রকার ব্যবধান থাকিতে পারে না ; ভগবানের শাস্তিক অবতার বেদের সম্বন্ধেও বিচার এই প্রকার। যদি বেদমাতা গায়ত্রী বিশ্বামিত্রের পূর্ববর্তী ঋষিগণেরও উপাস্যরূপে পরিচিতা ছিলেন, তাহা হইলে বিশ্বামিত্রকে গায়ত্রীর ঋষি বলিবার কারণ কি ? তদন্তরে ভগবান্ বহুদেব-দেবকীর চিন্তে আবির্ভূতের পূর্বে নারদাদির চিন্তে আবির্ভূত হইলেও লোকলোচনের গোচরীভূত না হওয়ায় দেবকী-বহুদেবই ভগবানের জনক-জননীত্ব প্রসিদ্ধির অ্যায় গায়ত্রীর মাহাত্ম্যও সেইরূপ প্রলয়াস্তে যুগারম্ভে বিশ্বামিত্রের দ্বারা প্রপঞ্চে বিস্তার পাতি করায় তাঁহাকেই ঐ মন্ত্রের ঋষি বলা হয়। তৎপূর্বে ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রী-তত্ত্ববিৎ ছিলেন না—এরূপ বিচার সুষ্ঠু নহে। সায়নভাষ্যের উদ্ধৃত শ্লোকার্থ এই প্রকার—“যুগান্তেইতিহাসান্ বেদান্ সোতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ। শেভিরে তপসা পূর্বমনু-জ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবেতি।” অর্থাৎ যুগান্তে ইতিহাসের সহিত বেদসমূহ অন্তর্ভুক্ত বা অপ্ৰকটিত হইলে ঋষিগণ অগ্রে অর্থাৎ প্রলয়াস্তে যুগারম্ভে তপস্বী অর্থাৎ বিশুদ্ধ সমাধিযোগে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানরূপে বেদ পুনঃ প্রাপ্ত হন, তদনন্তর অগ্রে তাহা জানিতে পারেন ; এই বাক্যে বেদমাতা গায়ত্রী বা বেদের নিত্যতা স্বচিত হইয়াছে।”

অনাদিকালে সর্বকারণ-কারণ সর্বৈশ্বর্যেশ্বর ভগবান্ হইতে স্বতঃসিদ্ধরূপে আবির্ভূত অপ্রাকৃত শব্দ পদ্মশাল্যক বেদই পরতত্ত্বকে জানাইবার একমাত্র অদ্বিতীয় প্রমাণ। অনাদি বেদ ষাপরযুগের পূর্বেও প্রকাশিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ হইতে উদ্ধৃত বেদে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব তো থাকিবেই।

ষাপরযুগে বেদসমূহ অদৃশ্য হইলে, দেবতাগণের দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া পরমেশ্বর কৃষ্ণ শক্ত্যাবেশ অবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস নামে

আবিভূত হইয়া বেদের উদ্ধার ও বিভাগ করেন এবং বেদার্থ যাহাতে মানুষে সহজে বুঝিতে পারে সেজন্য মহাত্মার্ত্ত, পুরাণাদি প্রকাশ করেন। বেদকে কিভাবে জানা যাইবে? শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

“বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝনে না যায়।

পুরাণবাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয় ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৪৮)

উপনিষদের মধ্যে বেদের সার কথার ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা নাই, ব্রহ্মসূত্রেই ধারাবাহিক আলোচনা সূত্রাকারে গ্রথিত আছে। শ্রীল বাসদেবের সমাধিলক সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ সাংখ্যিক পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রেরই অকৃত্রিম ভাষ্য। গরুড় পুরাণে উক্ত হইয়াছে (শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১০।২৮৩ অক্ষুণ্ণ গরুড় পুরাণ বচন),— “অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রানাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ।

গায়ত্রীভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ ॥

অর্থাৎ—“এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাত্মার্ত্তের তাৎপর্য-নির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্যদ্বারা সম্বন্ধিত ॥”

‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের’ ভাষায় (চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।২৬-২৮),—

চারিবেদ-উপনিষদে যত কিছু হয়।

তার অর্থ লৈয়া বাস করিলা মক্ষয় ॥

যেই সূত্রে যেই ঋক্—বিষয়-বচন।

ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকে নিবন্ধন।

অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।

ভাগবত-শ্লোক, উপনিষৎ কহে এক মত ॥”

অতএব সাধুসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলে শ্রীমদ্ভাগবতের আলোকেই বেদের সহজেই বুঝা যাইবে। (চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।১৪৬),—

“অতএব ভাগবত করহ বিচার।

ইহা হৈতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থসার ॥”

আশা করি উপরোক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও মহাজন-বাণী আপনার প্রশ্নের উত্তর বুঝিতে সহায়ক হইবে।

পরিশেষে নিবেদন,—প্রতিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার্ত্তি সহ পরতত্ত্ববিৎ আচার্য্যের সমীপে উপস্থিত হইলে তাঁহা হইতে প্রাপ্ত শ্রীচৈতন্য-শিফালোকে শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় জটিল প্রশ্নের উত্তর সহজেই জানা যাইবে। নমস্কারান্তে—

ওদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

—শ্রীচিন্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীমেঘালয় গোড়ীয় মঠে শ্রীবুলনযাত্রা ও শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব

সর্ব জীবাত্মার অধীশ্বর ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের পুত্র-পবিত্র জন্ম-জয়ান্ত শুধু ভারতের নয় সারাবিশ্বের এক সার্বিক (আন্তর্জাতিক) উৎসব। একে কেন্দ্র করে পাহাড়-পর্বত-সমতল দ্বীপ-দ্বীপান্তর জলা-ভঙ্গলবাসী সকলের আত্ম-কল্যাণার্থে এ আত্মানে আচার্য্য-সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীগণকে নানাদিকে ছুটতে হয়। এক্রূপ বিশাল বিশাল গগনস্পর্শি পাহাড়ে ঘেরা ছোট শহর তুং। পূর্বদিকে তার দিক্-দিগন্ত বিস্তৃত উন্নতশির গারো পাহাড় ; যেন সবুজ-শ্যামল মেখলার ভূষিতা হয়ে কঠোর ধ্যানমগ্ন আর মস্তকে জটাজুটরূপ মেঘরাশির নীরব আশ্রয়। সত্যিই তার 'মেঘালয়' নাম সার্থক। কোন কোন স্থানে আবার প্রান্ত-কান্ত মাহুঘের মত শ্বেদরূপ বর্ণা কোথাও নিরবে কোথাও বা ছুরন্ত বাল-গোপালের নুপুরের মত ঝিনিঝিনি শব্দে বয়ে চলেছে। এক্রূপ বিরাট বিশাল ধানময়ের ক্রোড়ে ৬ বছরের নবজাত শিশু শ্রীমেঘালয় গোড়ীয় মঠ কখনও বা উৎফুল্লভরে হাত-পা নেড়ে খেলা করছে কখনও বা নিরবে। তার প্রাণ-স্বরূপ আচার্য্য বৈষ্ণববৃন্দ তাকে রক্ষা করছেন। প্রতিটি শিশুর মত সেও চায় বড় হতে। অনেক বড় হবে সে। সমস্ত মেঘালয় তথা সকলের কাছে পরিচিত হবে তার নাম। তার দ্বারাষ্ট হবে সকলের আত্ম-কল্যাণ। তাই সকলের বাৎসল্যময়ী অকুপণ স্নেহ-প্রীতি, সহানুভূতি তার প্রয়োজন। এইভাবে গত ১৩ শ্রাবণ (৩০ জুলাই) শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বুলনযাত্রারও পূর্বেই বৈষ্ণবগণের আগমনে উৎফুল্ল হল তার মন। স্তম্ভরূপে সমাপ্ত হল বুলনযাত্রা।

ক্রমে ক্রমে জন্মাষ্টমী মহোৎসব আগতপ্রায়। বালক শ্রীমেঘালয় গোড়ীয় মঠের রূপ পাণ্টে যেতে লাগলো। ইং ৭।৮।৮২ বৈকালে সমিতির আচার্য্য-দেবপ্রসাদজিগুপ্তায়ী, শ্রীশ্রীমন্তক্সিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের সদলবলে স্তম্ভাগমনে তার মহাসঙ্গীত-রূপ যেন দেখার মত। ২৬ শ্রাবণ (১২ আগষ্ট) ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি ও তুলসী-পরিক্রমার পরেই সূর্যজিত রথে গোড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীমন্তক্সিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ও বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীমন্তক্সিপ্ৰজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আলেখ্য স্থাপন ও আচার্য্য-দেবকে চতুর্চক্রবানে অধিষ্ঠিত করে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা মহামন্ত্র কীর্তনমুখে শহরের মুখ্য মুখ্য পথগুলি পরিক্রমা করেন। উক্ত দিবস সমস্তদিন মঠে শ্রীকৃষ্ণ-

প্রেমতরঙ্গিনী পারায়ণ হয় এবং বৈকাল ৫ ঘটিকা হইতে মহাজন পদাবলী কীর্তন আরম্ভ হয়। পূজনীয় কানাইলাল ব্রহ্মচারী, গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, শ্রীদামসখা ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, রামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীনরনারায়ণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি প্রভুগণ স্থললিত কর্তে কীর্তন করেন। কীর্তনান্তে ত্রিদিগ্বিশ্রামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত যতি মহারাজের ব্যবস্থাপনায় উদ্বোধনী সভায় আচার্যাদেব শ্রীল ভক্তিবাদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের সভাপতিত্বে এক মহতী ধর্মসভা আরম্ভ হয়।

অষ্টমকার দিনে আশোচ্য বিষয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও সনাতন ধর্ম। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন স্থানীয় সেন্ট্রাল স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ বি. আর. শর্মা। তিনি তাঁর নাতিদৌর্য সময়ে ভাষণে ভক্তিতত্ত্বে যথার্থ মহিমা ও জ্ঞান-যোগ-কর্মাদির অপূর্ণতা অতি প্রাঞ্জল-ভাষায় হিন্দিতে প্রকাশ করে তার হৃদয়ত ভক্তিতাবের পরিচয় প্রদান করেন। প্রধান বক্তার ভাষণে অধ্যাপক মিঃ টি. কে. দাস (তুরা গড়: কলেজ)। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইহ জগতে আগমন দুষ্কৃতকাবীগণকে বিনাশন ও স'ধু-সজ্জনগণকে রক্ষণ ও ভগবদ্ভক্তি সংস্থাপন সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। সম্পূর্ণরূপে তার বক্তৃতায় ও আচার আচরণে গুরু-মুগ্ধতার পরিচয় প্রদানে তিনি বৈষ্ণবগণের স্নেহ-প্ৰীতি আকর্ষণ করেন। পবে আসামস্থ শ্রীবাসুদেব গোড়ীয় মঠরক্ষক পূজনীয় ত্রিদিগ্বিশ্রামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ এবং শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির গ্রন্থ-প্রকাশনী বিভাগের অধিকর্তা ত্রিদিগ্বিশ্রামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত আচার্য মহারাজ সনাতন-ধর্ম সম্বন্ধে দৌর্য বক্তৃতায় শ্রোতাগণকে একতবর্ষ-তত্ত্ব অবগত করান ও ভূয়সী প্রশংসিত হন।

সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্যাদেব সনাতন ধর্মের নিত্যত্ব, একেশ্বর-বাদী সনাতন ধর্ম সর্বজীবাত্মার মুখ্য কর্তব্য। দাস্ত্রদামিক দোষমুক্ত সনাতন ধর্মের সম্পূর্ণ নতুন নতুন তত্ত্বসিদ্ধান্ত তিনি ব্যাখ্যা করেন এবং প্রকৃত ভক্তিসিদ্ধান্ত পথের নির্দেশ, অহুশীলন ও আচরণে ব্রতী হইতে উৎসাহিত করেন। এক্ষণ নতুন তত্ত্ব শ্রবণ করত সকলেই একবাক্যে প্রকাশ করেন যে, তারা কখনই এক্ষণ ভক্তিকথা শ্রবণ করে নাই। সনাতন ধর্মে যে এক্ষণ উদারতা আছে তাও আমাদের অজানা।

সভান্তে মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীরামলীলা কীর্তন করে শোনান বিখ্যাত (কীর্তনীয়া শ্রীশ্রীরামলক্ষ্মণ দাস, রাগভূষণ প্রভু (বজ্রচরণ পুরকারস্থ)। শ্রীল গুরু

মহারাজ তাঁর কীর্তনে সন্তুষ্ট হইয়া “রাগভূষণ” উপাধিদানে তাকে ধন্য করেন। কীর্তনকালে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্থির হয়ে সকলেই উহা শ্রবণ করিয়া তাহার প্রশংসা করেন।

পরদিবস (১৩৮৮২) শ্রীনন্দোৎসবে ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ, পূজনীয় শ্রীদামসখা ব্রহ্মচারী ও অত্র মঠরক্ষক শ্রীসারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভুর তত্ত্বাবধানে সকাল হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত অকুপণ হস্তে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্ধি-শেষে আহৃত ও অনাহৃত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই মহোৎসবে ৪৫ হাজার ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া নিজেদেরকে ধন্যাসিদ্ধি মনে করেন।

এদিনও যথাসময়ে মহাজন-পদাবলী কীর্তনান্তে সভা শুরু হয়। অত্য়কার আলোচ্য বিষয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অবতারবাদ। প্রধান অতিথিরূপে সম্বন্ধিত হন গারোহিল্‌সের পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ এস, প্রসাদ। তিনি তাঁর গুরুগম্ভীর ভাষণে আধ্যাত্মবাদের মূল পুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম-চরিত তুলনামূলক ভাবে হিন্দি ভাষায় আলোচনা করেন। উন্নত ভক্তের ন্যায় তিনি মাধুর্য্য রসময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ অবতার-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। এ-দিনের প্রধান বক্তারূপে তুরা গভঃ কলেজের অধ্যাপক মিঃ কে, পি., চৌধুরী মহাশয় ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও অবতার-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। তদনন্তর ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন। সর্বশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীকৃষ্ণের অবতার সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা করে শ্রোতৃবর্গকে উল্লাসিত করান। তিনি ভাষণে বলেন, মূলপুরুষ অবতারী শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত অবতারের মুখ্য মৎস্য-কুর্মা-দি অবতার এবং তার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বলেন, সেই পরব্রহ্ম শুধু মনুষ্যাকৃতিতেই সীমাবদ্ধ নহেন। পৃথিবীর অনন্তরূপে তার ব্যাপ্তি—ব্যাপ্তি! সাধারণ ত্রিতাপদক্ মায়াবদ্ধ মর্ত্য-জীব কখনও ভগবানের সমকক্ষ হইতে পারে না এবং তার অবতার নহেন। এদিনও শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ রাগভূষণ প্রভু তার সুশলিত-কণ্ঠে রামায়ণ গানে উত্তরোত্তর বেশী মনোমুগ্ধ করান।

ইং ১৪৮৮২ তৃতীয় দিনের ধর্মসভায় প্রধান অতিথিরূপে আহৃত ও সম্বন্ধিত হন তুরা গারোহিল্‌সের এন্, এল, ও, মিঃ সিংহম সাংঘা। অত্য়কার বক্তব্য বিষয় ছিল,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। সুদীর্ঘ সময় ধরিয়া তিনি ইংরাজীতে তাঁর বক্তব্য রাখেন। তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম ও জাগতিক সকল

ধর্মের মূল ভিত্তি যে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস তা নিয়ে পর্যালোচনা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-লীলা সম্বন্ধে দীর্ঘ সময় ব্যাখ্যা করেন। তাঁর বক্তব্যে বোঝা যায়, তিনি ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা রাখেন। প্রধান বক্তা হিসেবে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রকাশক ত্রিদণ্ডিয়ামী শ্রীমন্তজীবদান্ত আচার্য্য মহারাজ বুদ্ধদেব অপেক্ষা আচার্য্য শঙ্করের চিন্তাধারা ও মতবাদ যে উন্নত এবং সকল আচার্য্যগণের অপেক্ষা উদার্য্য মাধুর্য্যময় বিগ্রহ শ্রীমদ্বাহুপ্রভূর উন্নতম মতবাদ ও ভগবত্তা সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টদর্শন প্রদান করত দীর্ঘ ভাষণ দান করেন। এরপরে অল্প সময়ের বক্তব্যে শ্রীমন্তজীবদান্ত বতি মহারাজ ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও কীকের কর্তব্য নির্ণয় করেন। তদনন্তর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠির সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারীপ্রভু উপস্থিত শ্রোতৃ-মণ্ডলীর সম্মুখে বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও যে মানুষ ধর্মকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না তা অতি সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করেন।

অন্তঃ সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব আলোচিত তত্ত্বের উপর আরোও নতুন তত্ত্বসিদ্ধান্ত সম্যক রূপে প্রবণ করান। মহাপ্রভুর ভগবত্তা ও নাম-প্রেমের মহিমা কীর্তনের সর্বশ্রেষ্ঠতা এবং কলিযুগের একমাত্র উপায় যে মহামন্ত্র গ্রহণ তাহাও অবগত করান। প্রতি সভাতেই শ্রীআমল-কৃষ্ণ প্রভু ধারাবাহিকভাবে তিনি কীর্তনে অভূতপূর্ব আনন্দ প্রদানে সকলের প্রিয়ভাজন হন।

এতদ্ব্যতীত প্রতিদিনই সমিতির দৃঢ়নিষ্ঠ সেবক শ্রীজগন্নাথ (ব্যা) দাসাধিকাণী প্রভু হিন্দি ভাষাভাষি সকলের কাছে শ্রীরামচরিতমানস হইতে ‘শ্রীকৃষ্ণ’ ও ‘রাম’ নামের মহিমা রসবৈশিষ্ট্য,—সাধু-গুরু-বৈষ্ণব মাহাত্ম্য প্রভৃতি পাঠ করেন।

তুরা নিবাসী প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীযুত গুরুবীর রাই মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-গণের সর্বপ্রথম তুরা শহরে ‘সুভাগমন ও মেঘালয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্বোধন ও স্থানীয় সকলের কঠোর কর্তব্য সম্বন্ধে অভিহিত করান। তিনি বলেন, পূর্বে আমরা দিশেহারা মানুষের মত শুধু চিন্তা করতাম ‘ভগবান্ আমাদের কি একটু আশ্রয় দেবে না? শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা ও পদাঙ্কপূত ভূমি হতে আমরা বহু বহুদূরে পাহাড়ে খেরা ছোট শহরে আবদ্ধ হয়েছি। আমরা কি তোমার কৃপা পাবো না প্রভু?’ আমাদের সকলের আকুল ক্রন্দনে ভগবান্ আমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন যা আমরা কোথাও কোনদিন পেতাম না তা

আজ আমরা পেয়ে ধন্যতিথ্য ! এখনও সব সময় মঠের উজ্জ্বলা বিধান করাই আমাদের কর্তব্য। মঠের Decoration ও প্রবেশ-পথের বিশাল ভোরণদ্বার নির্মাণে শ্রীপাদ জৈলোকানাত প্রভু ও নরনারায়ণ প্রভুর সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ স্মরণীয়। সর্বোপরি শ্রীপাদ স্বরূপানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুর প্রদর্শনী নিম্নাণে উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রসংসনীয়। মঠবাসী অনেকের সেবা-প্রচেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর এক বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমঙ্গাপ্রভু ও নৃসিংহ অবতারের শীলামৃগ প্রদর্শনী (বৈদ্যাতিক যন্ত্রচালিত)। প্রতিদিনই অগণিত দর্শনাধি প্রকৃতি ও স্থানের বিন্দু সমুদ্রতা ও প্রতিকূলতা উপেক্ষা করিয়াও দুর্দমনীয় গতিতে মঠের মহানন্দ আনন্দনে ছুটে আসতেন। অনুষ্ঠান শেষে তারা যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন বিশাল জমসমাগম দেখে যেন হতো এ উৎসব তুরা বা গারোহিন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব শুধু তুরা নয় সমগ্র মেঘালয়েরও এক গৌরবের বিষয়।

—বিশেষ সংবাদদাতা

অমর ও অনুরাদ সহ

“শ্রীশ্রীদামোদরার্টকম্”

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর টকা ও তাহার বঙ্গানুবাদ সম্বলিত,

কৃষ্ণলীলা-রসে পরিপূর্ণ নূতন পদ্ধতিতে

অপূর্ব সংস্করণ।

হরিভক্তিবিলাস-মতে কার্তিক-প্রতে প্রত্যহ অবশ্য পাঠ্য।

বৈষ্ণব মাত্রেই সংগ্রহ করণ একান্ত কর্তব্য।

ভিক্ষা—২.৫০ পরসী মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা অফিসে প্রাপ্তব্য।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোদ্বজে ।



অতৈতুকাপ্রতিহতা যয়াক্ষা সুপ্রসীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আজ-পরমর ।
অধোদ্বজে অতৈতুকা ভক্তি বিরম্বত ।

অন্য ধর্ম সূচকপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে গাও সেই শ্রম ।

৩৪শ বর্ষ	{	১৬ চন্দ্রমা, সপ্তম, ৪২৬ গৌরাদ	{	৮ম সংখ্যা
		৩১ আশ্বিন, সোমবার, ১৩৮৯; ইং ১৮১০।১৯৮২		

সামুদ্রাদং

শ্রীগৌরাজ্য স্তবকম্পতরুঃ

[শ্রীশ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামী প্রভুবরেন বিবচিতঃ]

গতিং দৃষ্ট। যস্য প্রমদ-গজবর্ষোহখিল জনা
মুখঞ্চ শ্রীচন্দ্রোপরি দধতি খুংকার-নিবহং ।
স্বকাস্তা যঃ স্বর্গাচলমধরয়চ্ছীধুচ বচ
স্তরঙ্গৈ গোঁরাজ্যে হৃদয় উদয়মাং মদয়তি ॥ ১ ॥

জনসকল বাহার গমন ও শ্রীমুখচন্দ্র সন্দর্শন করিয়া মদ-মত্ত মতলজ-শ্রেষ্ঠ
এবং পূর্ণচন্দ্রের উপরি ফেণতুলা মুখবারি সমূহ পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং যিনি
ঐয় কাস্তিদ্বারা স্বর্গ-গিরিকে স্ব-মাধুর্যে শোভিত করেন, সেই শ্রীগৌরাজ
আপনার সুধাময়-বাক্য-তরঙ্গদ্বারা আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে
আমোদিত করিতেছেন ॥ ১ ॥

জলং কৃত্য'অনং নব-বিনিস রত্নৈরিব বল-
 দ্বিবর্ণত্ব স্তম্ভাশ্মুট বচন কম্পাক্ত পুলকৈঃ ।
 হসন্ দ্বিভ্রূতান্ শিতি-গিরিপতে নির্ভর-মদে
 পুরঃ শ্রীগৌরাজো হৃদয় উদয়ন্যং মদয়তি ॥ ১ ॥

যেমন কোন ব্যক্তি নূতন বিবিধ বস্তুদ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া নৃত্য করে, তদ্রূপ যিনি মধুর-বচনগৌ শ্রীরাধার ঠষ্ঠাং শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-জনিত আনন্দ ভরে ভাবিতাত্ত্ব-করণ হইয়া এবং বিবিধ রত্ন-স্বরূপ অতিশয় বিবর্ণত্ব, স্তম্ভ, অশ্মুটবচন, কম্প অশ্রু ও পুলকসমূহ-দ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া নীলাচল-পতি শ্রীজগন্নাথদেবের অগ্রে অতিশয় আনন্দ বশতঃ হাস্য করিতে করিলে ঘর্ম্মাশ্রু-লিপ্ত কলেবরে নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাজ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে হৃষিক করিতেছেন ॥ ২ ॥

রসোল্লাসে স্তির্য্যগ্ গতিভিরন্দিতো বারিভিরলং
 দৃশোঃ সিন্ধুল্লোকানরূপ জল-যন্ত্রত্মিতয়োঃ ।
 মুদা দন্তৈর্দষ্ট্য মধুরমধরং কম্পচলিতৈ
 নটন শ্রীগৌরাজো হৃদয় উদয়ন্যং মদয়তি ॥ ৩ ॥

যিনি রসোল্লাসে অতি আনন্দ হেতুক সর্বদোষ-ভায়ে উত্থিতঃ চরণ-দ্বয়ের সম্মুখলনে তথা অরূপ-বর্ণ জল-যন্ত্র-সদৃশ নহন সলিলসমূহে সংসার-সেচন করত কম্প-কম্পিত দন্ত-পঙ্ক্তিক্রিয়া, সুমধুর অধর দংশিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাজ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন ॥ ৩ ॥

কুচিমিশ্রাদাসে ব্রজপতি-স্মৃতজোক বিবহাং
 শ্লগচ্ছ্য-সন্ধিস্তাদ্রধদধিক দৈর্ঘ্যং ভুজ-পদোঃ ।
 লুঠন ভ্রূণৌ কাক্কা বিকল-বিকলং গদগদ বচা
 রুদন্ শ্রীগৌরাজো হৃদয় উদয়ন্যং মদয়তি ॥ ৪ ॥

কোন দিন কাশীমিশ্র গৃহে ব্রজপতি-স্মৃত (শ্রীনন্দনন্দনের) অতিশয় বিবহ হেতুক যে ভুজ ও চরণদ্বয়ের শোভা এবং সন্ধিস্থানগুলি শ্লথ হইয়াছিল, সেই ভুজ ও চরণদ্বয়ের অতি দীর্ঘত্ব-বশতঃ যিনি ভূমি-লুষ্ঠিত হইয়া বিকল হইতে বিকল, এতাদৃশ কাক্কা, গদগদ-বাক্যদ্বারা রোদন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাজ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে আত্মাদিত করিতেছেন ॥ ৪ ॥

অনুদয টা ব'র-ত্রৈমূরুচ ভিত্তি-ত্রয়মহো

বিলম্বিত্যৈঃ কালিঙ্গক-সুভিমধ্যে নিপতিতঃ ।

তনুগুং সঙ্কোচাং কয়ট ইব কুক্ষোরু বিরহাং

বিরাজন্ গৌরাজো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৫ ॥

শ্রীচৈতন্যদেব স্বকীৰ্ত্তনান্তর শ্রীনাগেন্দ্রন নিমিত্ত ভক্তগণ কর্তৃক গৃহ-মধ্যে
শায়িত হইয়াছিলেন, তিনি পরমোৎকর্ষ প্রযুক্ত গৃহমধ্যে অবস্থান করিতে
অশক্ত হইয়া বহির্গমনদ্বার অপ্রাপ্তি-চেতুঃ দ্বারত্রয় উদ্ঘাটন না করিয়া গৃহোদ্ধ-
গমনদ্বারা দিয়া অতি উচ্চ প্রাচীরের উল্লঙ্ঘনপূর্বক কলিঙ্গ-দেশোদ্ধব গো-
সকলের মধ্যে গিয়া পতিত হইয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-চেতুক শরীরে
যে সঙ্কোচ (কুজত্ব) উদ্ভিত হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত যিনি কুক্ষের ছায়া বিরাজিত
হইয়াছিলেন, সেই গৌরাজ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে মোদিত
করিতেছেন ॥ ৫ ॥

স্বকীয়স্য প্রাণাকর্ষদ-সদৃশ-গোষ্ঠস্য বিরহাং

প্রলাপানুন্মাদাং সতত-মতি-কুর্কন বিকল-ধীঃ ।

ধস্তিস্তো শঙ্খবদন-বিধু-বর্ষণ ক্রধিরং

ক্ষতোথাং গৌরাজঃ হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৬ ॥

যিনি স্বীয় অসংখ্য প্রাণ-সদৃশ শ্রীকৃষ্ণ-নেত্র-বিরহ-জাত উন্মাদ-চেতুক
নিরন্তর প্রলাপ করত ব্যাকুল-বুদ্ধি হইয়া অবিবর্ত প্রাচীরে মুখচ্ছত্র বর্ষণ করায়,
ক্ষত হইতে উদ্ভিত ক্রধির সন্মানে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাজ
আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে অশ্রুচর্য্যাহিত করিতেছেন ॥ ৬ ॥

ক মে কান্তঃ কৃষ্ণস্বরিতমিহ তং লোকয় সখে

ত্বমেবেতি দ্বারা ধপমভিদধনুদ ইব ।

ক্রুতং গচ্ছ ত্রুষ্টুং প্রিয়মিতি তহ্যন্তেন ধৃত-ত

জুজাস্তো গৌরাজো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭ ॥

কোন দিন শ্রীচৈতন্যদেব পুরীদ্বারে গমন করত উন্মাদের ছায়া সখি-ভ্রমে
দ্বারপালকে কহিয়াছিলেন,—“হে সখে ! আমার সেই কান্ত শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ?
তুমি তাঁহাকে শীঘ্র আনয়ন করিয়া দর্শন করাও”—এইরূপ তাঁহার বাক্য শ্রবণ
করিয়া দ্বারপাল তাঁহাকে কহিয়াছিল—“তুমি প্রিয় দর্শনার্থে শীঘ্র গমন কর”—
এই প্রকার দ্বারপাল কর্তৃক উক্ত হইলে, যিনি দ্বারপালের হস্ত ধারণ করিয়া

ছিলেন, সেই গৌরাজ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে আনন্দে আগ্রস্ত করিতেছেন ॥ ৭ ॥

সমীপে নীলাচলশ্চটক-গিরি-রাজস্ব কলনা
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধন-গিরি-পতিং লোকিতুমিতঃ ।
ব্রজমস্মীতাক্তা প্রমদ ইব ধাবন্তবধূতা
গণৈঃ সৈব গৌরাজো হৃদয় উদয়ন্যাং মদয়তি ॥ ৮ ॥

যিনি নীলাচল সমীপস্থ চটক-গিরিরাজের দর্শন-হেতুক কহিয়াছিলেন—
“অয়ে স্বরূপাদি! আমি বৃন্দাবনস্থ গোবর্দ্ধন গিরিপতি দর্শন নিমিত্ত এই ক্ষেত্র
হইতে গমন করি”—এই বলিয়া স্বীয় ভক্ত-বৃন্দের সহিত প্রবস্তুর দ্বায় দানিত
হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাজ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে হর্ষান্বিত
করিতেছেন ॥ ৮ ॥

অলং দোলা-খেলা-মহসি বরভগ্নগুপ-তলে
স্বরূপেণ স্বেনাপর নিজ-গণেনাপি মিলিতঃ ।
স্বয়ং কুর্বন্নাম্যামতি মধুর-গানং মুরভিদঃ
সরজো গৌরাজো হৃদয় উদয়ন্যাং মদয়তি ॥ ৯ ॥

যিনি দোলার খেলা অর্থাৎ লীলাকৌতুক দ্বারা শোভা বিশিষ্ট মগ্নপতলে
স্বীয় স্বরূপের সহিত ও নিজগণের সহিত মিলিত হইয়া মুরারী শ্রীকৃষ্ণের নাম
দ্বারা স্বয়ং অতিশয় মধুর গান করত উদ্ভিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই
শ্রীগৌরাজ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন ॥ ৯ ॥

দয়াং যো গোবিন্দে গরুড় ইব লক্ষ্মীপতিরলং
পুরীদেবে ভক্তিং য ইব গুরু-বর্ষো যজুবরঃ ।
স্বরূপে যঃ স্নেহং গিরি-ধর ইব শ্রীল-সুবলে
বিধত্তে গৌরাজো হৃদয় উদয়ন্যাং মদয়তি ॥ ১০ ॥

লক্ষ্মীপতির গরুড়ে যাদৃশী দয়া, তাদৃশী দয়া যিনি ভক্ত-শ্রেষ্ঠ গোবিন্দের
প্রতি বিধান করিয়াছিলেন, তথা সান্দীপনি মুনির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যাদৃশী ভক্তি
ছিল, তাদৃশী ভক্তি যিনি ঈশ্বরপুত্রী-দেবে বিধান করিয়াছিলেন এবং গিরিধর
শ্রীকৃষ্ণের শ্রীহৃৎবলে যে প্রকার স্নেহ ছিল, তদ্রূপ স্নেহ যিনি স্বরূপ-গোষ্ঠামির
প্রতি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাজ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া
আমাকে পুলকিত করিতেছেন ॥ ১০ ॥

মহা-সম্পদারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
 স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কু-জ্ঞনমপি মাং ত্বয়া মৃদিতঃ ।
 উরোগুঞ্জা-হারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধন-শিলাং
 দদৌ মে গৌরাজ্ঞো হৃদয় উদয়ন্যং মদয়তি ॥ ১১ ॥

পতিত এবং কুৎসিত জ্ঞন যে আমি, আমাকে যিনি কৃপা স্বারা মহাসম্পদ এবং কলত্রাদি হইতে উদ্ধার করত স্বীয় স্বরূপের নিকট স্থাপন করিয়া প্রমোদিত হইয়াছিলেন এবং যিনি প্রিয়ত্বরূপে স্বীকার করিয়া আমার বক্ষঃস্থলে গুঞ্জাহার এবং (ভজনের উৎকর্ষ জন্ম) আমাকে গোবর্দ্ধন-শিলা দান করিয়াছিলেন, সেটী শ্রীগৌরানন্দ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীগৌরাজ্ঞোদগত-বিবিধ সদ্ভাব-কুসুম
 প্রভা-ভ্রাজৎ পদ্মাবলি-ললিত-শাখং সুব-তরুং ।
 মুহূৰ্যোহতি-শ্রদ্ধৌষধি-বরবলং পাঠ-সলিলৈ
 রলং সিঞ্চেন্নিন্দেং সরস-গুরুতল্লোকন-ফলম্ ॥ ১২ ॥

এই প্রকার শ্রীগৌরানন্দ বিজ্ঞমান বিবিধ সদ্ভাব-কুসুম-প্রভা এবং ললিত শ্লোকশ্রেণী বাহার শাখা, এবং সুব-তরু সদৃশ এই স্তব্ধটি যে-যাক্তি নিরন্তর অতিশ্রদ্ধারূপ উৎকৃষ্ট ঔষধিবারা সংশোধিত পাঠ্যরূপ সলিলসমূহে সেক করেন তিনি রস-বিশিষ্ট গুরুতর কৃপা-দুষ্কীরণ পরম ফল লাভ করেন ॥ ১২ ॥

তোষণীর কথা

মঙ্গলাচরণ

অশেষ-ক্লেশবিল্লৈশি-পরেশাবেশ-সাদিনী ।

জীষাদেশা পরা পত্নী সর্ব-সজ্জন-তোষণী ॥

যিনি সজ্জনবৃন্দের সম্ভ্রাম-বিধানার্থ সজ্জন-তোষণীর আনির্ভাব করাইয়াছেন তাঁহাকে নমস্কার ।

নমো মহাবদান্তায় কৃষ্ণপ্রিয়-প্রদায় তে ।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নায়ে গৌর-ত্বমে নমঃ ॥

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে

গৌরশক্তি-স্বরূপায় কৃপাহৃৎ-বৎসায় তে ॥

সজ্জন শব্দের অর্থ

সজ্জন বলিলে অস্ত্রাভিলাষী, কাম্য, জ্ঞানী ও শৈথিল্যবাদী নিজ নিজ বিচারানুকূলে সংজ্ঞা করিবেন সত্য, কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণতার অভাব থাকিবে। ‘সজ্জন’-শব্দে ভগবান ও ভগবদ্ভক্তগণকেই বুঝায়। অর্থাৎ যে-বস্তু নিত্য সেব্য-সেবক-ভাবরূপ অমুভূতিযুক্ত হইয়া আনন্দময় ভক্তিবশে নিত্য অবস্থিত এবং যে বস্তুতে কুণ্ঠতা জনিত অবস্থাস্থর লক্ষিত হয় না—তাহাই সজ্জন। সজ্জন বস্তু—বৈকুণ্ঠ বলিয়া, তাহার প্রতি মানুষের কোন অধিকার নাই।

‘সজ্জনতোষণী’র নিত্যত্ব

সজ্জন-তোষণী মহাপ্রভুর নিজ বস্তু, স্মরণ্যং প্রপঞ্চে প্রকট হওয়ার জন্যই ইনি প্রাকৃত-বিষয়-বাহিনী পত্রিকা যাত্রা করেন। বিষয়িগণ বিষয় জ্ঞানে এই অপ্রাকৃত সন্দেশ-দূতীকে আবাহন করিবেন না। ইহার অপ্রাকৃত স্বরূপের পরিচয় পাঠলেই তাঁহাদের নিজ নিজ নির্মূল শুদ্ধ স্বরূপকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রসময় ভাববানের নিত্য উপাদানের অমৃতময় বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীপত্রিকায় দুঃসঙ্গ বর্জন

সজ্জন-তোষণী রূপাঙ্গ স্বরূপিণী। প্রাকৃত বিচারে সজ্জন বলিয়া অভিহিত সম্প্রদায়ের অপ্রাকৃত কল্যাণ লাভ হইলে তাঁহারাও তোষণীর শুদ্ধ নিরপেক্ষ শিবদ নির্মল্যের প্রোক্ষিত-চৈতন্য সাধুগণের পরম ধর্ম লক্ষ্য করিতে পারিবেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই—গুণ-ষট্‌কের সহিত সজ্জনগণের কোন আবশ্যিকতা নাই; স্মরণ্যং তোষণী কখনই এইগুলির সঙ্গ করেন না, বা কাহাকেও এই জাতীয় সঙ্গ প্রদান করেন না।

রাগানুগ প্রচারকের বৈধীভক্তি প্রচারই কর্তব্য

ভগবানকে লাভ করিতে হইলে ভক্তি-পথই সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ত। ভক্তি পথের প্রারম্ভে দুইটী মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। একটি বিচার প্রধান ও অপরটি রুচি প্রধান। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক। সাহাদের অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রথম মুখে রুচি দেখা যায় না, তাঁহাদের এই ভক্তিমার্গে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে বাধাগুলি অতিক্রম করিতে হয়। সেই বাধাগুলির নাম অবিচার ও লব্ধ-জ্ঞানাত্যাব। লব্ধজ্ঞান নিসর্গতঃ কোন মহাপুরুষের লক্ষিত হইলে শানি নিজ রুচিক্রমে ভজনীয় কৃষ্ণ অমুণীপন জানিয়া অপরকে বিচারপ্রধান মার্গের পথও দেখাইয়া দিতে পারেন।

রূপানুগশ্রেষ্ঠ শ্রীজীবের চরণে সহজিয়ার অপরাধ

যিনি স্বয়ং নিত্যাসিক ভগবৎ পার্শ্বদ, মহাপ্রেমময় হইয়া জীবের কল্যাণ বিধানের জন্য শ্রীকৃপানুগ ভক্তিমাৰ্গের আচার্য্যস্বরূপ শ্রীজীব গোস্বামী নামে গোপ-সংসারে উদয় হইয়াছিলেন; তাঁহার শ্রীচরণকমলে অপরাধরূপ বৃত্তি যেন কোন শ্রীকৃপানুগ-মাৰ্গের পথিকদে স্পর্শ না করে। শ্রীজীব গোস্বামীর অপার করুণাবলেই আজ শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত কৃষ্ণপ্রেম-স্বরূপ শ্রীকৃপানুগ-ভক্তি ধৰ্ম্ম-জগতে সকল জীবের অনন্ত কল্যাণ প্রদান করিতেছেন। শ্রীজীব প্রভু বাঙ্গালাভাষায় কোন গ্রন্থ লেখেন নাই। তাঁহার সন্দর্ভ নামক গ্রন্থ চট্টোই কৃপানুগ পুণ্যপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে কতিপয় সিদ্ধান্ত উদ্ধার করিয়া ভক্তিধৰ্ম্মে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আনন্দ বর্ধন করিয়াছেন। শ্রীকৃপানুগগণের মূল গুরু শ্রীপাদ জীব ও শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুদয়। রুচিপ্রধানমাৰ্গের আচার্য্য-স্বরূপ হইয়া প্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামী ভজন-মাৰ্গের স্বগমপথে স্কৃত জীবগণকে আকর্ষণ করিয়াছেন। আবার ভাগ্যহীন কতিপয় জীব, দাস-গোস্বামীর আনুগত্য বৃত্তিতে অক্ষম হইয়া কৃপানুগ আচার্য্য শ্রীজীবের প্রতি অথবা আক্রমণ করিতেও ক্রটি করেন না। সজ্জনতোষণী বলেন যে-স্থলে আচার্য্যের প্রতি গৌরবের হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায়, সে-স্থলে প্রকৃত প্রস্তাবে রুচিপ্রধান-মাৰ্গজীব তাদৃশ পথিকও বিপদগামী।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের প্রতি শ্রীজীবগোস্বামীর ব্যবহার

রূপানুগা রাগানুগ-ভক্তির শ্রেষ্ঠ লক্ষণ

রুচিপ্রধান-মাৰ্গে অবস্থিত মনে করিয়া কোন কোন অর্কাচীন, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের প্রতি জীবপাদের ব্যবহার লইয়া আচার্য্যপাদের অনুষ্ঠান শ্রীকৃপার অমুমোদিত নহে—জানাইয়া গুরুাপরাধে অপরাধী হইয়া পড়েন। অজ্ঞা রুচি-গণের মঙ্গলের জন্য কৃপাময় বসিক শেখর অপ্ৰাকৃত জীবপাদ ঐ নৈমী-মাগীয় ব্যবহারদ্বারা সম্প্রদায় বৈষম্য সংরক্ষণ করিয়াছেন এবং নিজ গুরুদেবের অপ্ৰাকৃত মহত্ত্বের অধিষ্ঠানে কাহারও সন্দেহোৎপত্তি না হয়, তাহার নিরাকরণ করিয়াছেন। কৃপানুগ ওরু অন্তরঙ্গ ভরুগণ কেহই প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের মত জীব প্রভুকে গুরু বাতীত অন্য বৈধ ভক্ত বা মৰ্ত্ত্য বুদ্ধি করেন না। কৃপানুগগণও বলেন—‘আচার্য্য গুরুর দোষ দেখিতে নাই, তাঁহাকে অবমাননা করিতে নাই।’

রুচিপ্রধানমার্গেও ক্রমবিচার না করিয়া সহজিয়াগণ গোস্থানিচরণে অপরাধী

রুচি প্রধানমার্গেও শাস্ত্যর্থেষু বিশ্বাস, গুরুপাদাশ্রয়, ভক্তন-ক্রিয়া পদ্ধতি ক্রমপদ্ধতি অনাদৃত হয় নাহি। আবার যেখানে ক্রম-পদ্ধতির অনাদর সেখানে যে রুচিপ্রধান-মার্গে গমনশীল পন্থিকের আত্মস্বরিতা তাহা তাঁহাকে ভক্তিপথ হঠাতে বিচ্যুত করিয়া পণ্ডিত্য উৎপন্ন করাষ্টয়াছেন। বর্তমান কালে অনেক স্থলে দেখা যায় যে অনেকে আপনাদিগকে জাতরুচি অভিমান করিয়া জীবপ্রভু গুরুত্রে শৈথিল্য-ভাব প্রদর্শন করেন। কেহ বা স্বকীয় পারকীষাদি বিচার উপস্থাপন করিয়া জীবপাদের চরণে অপরাধী গণ্য হন। সজ্জন-তোষণী ভাদ্রশ গুরুব্রাহ্মণ্য কবিবার প্রস্তর দেখ না। যে-স্থলে বৈষ্ণবাভিমানীর জাতরুচি ধর্ম্য প্রকৃত প্রস্তাবে হয় নাহি সে স্থলে রূপানুগ ক্রমধর্মের বিপর্যায় অবশ্যই পরিজঙ্ঘিত হইবে।

প্রাকৃত সহজিয়াগণ সমাজে পাপী ও মূঢ় বলিয়া গরিচিত

ভক্তি, জ্ঞান-কর্ম্যাদ্ভ্যাস বস্তু—গুনিয়াই অনেক মাহাত্ম সম্প্রদায়ে অনর্থক বৃথা বিতণ্ডা আসিয়া তাঁহাদিগকে ভক্তিধর্মের প্রবেশ করিতে বাধ্য দেয়। আবার ঐ কথার ব্যাখ্যা প্রাকৃত সহজিয়াগণ যেরূপ করেন, তাহাতে অভক্ত সম্প্রদায়গণ ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করা দূরে থাকুক, সিদ্ধান্ত-বিরোধী প্রাকৃত সহজিয়াগুলিকে মানব-সমাজের অত্যন্ত নিম্নস্তরে পাপী, মূঢ় জানিয়া সেইরূপ আসন প্রদান করেন। শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত অনাদর করিবার উপদেশই যে জাতরুচিগণের বৃত্তি, তাহা কখনই নহে—সিদ্ধান্তের অনুকূলেই তাঁহাদের রুচি, তজ্জগুই তাঁহার জাতরুচি। সিদ্ধান্ত বিরোধ রুচি কখনই বৃদ্ধপ্রেরস প্রাপ্তির সহায় হয় না। শ্রীপাদ চক্রবর্তী ঠাকুরের 'যদশ্মসারং' শ্লোকের টীকা পাঠ করিয়াও প্রাকৃত সহজিয়াগণ নিজ নিজ প্রাকৃত চতুরতায় নিজ মূঢ়তা উপলব্ধি করিতে পারেন না, দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই।

সহজিয়ার প্রতি ভক্তিবিনোদের উপদেশ

শ্রীপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কলাগ-কল্পতরু গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

মহাজন-পথে দোষ, দেখিয়া তোমার রোষ, পথ প্রতি ছাড় অন্যথা।
ফাঁটা-দীক্ষা মালা ধরি, ধৃত করে সূচাতুরী, তাই তাহে তোমার বিরাগ ॥

কি আর বলিব তোরে মন !

মুখে বল প্রেম প্রেম, বস্তুতঃ তাজিরা হেম, শূণ্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন ।
 অভাঙ্গিয়া অশ্রুপাত, লক্ষ বাষ্প অকস্মাৎ, মুচ্ছা-প্রায় থাকহ পড়িয়া ॥
 এ লোক বঞ্চিত রজ, প্রচারিয়া অসংসঙ্গ, কামিনী কাঞ্চন লভ গিয়া ।
 প্রেমের সাধন-ভক্তি, তা'তে বৈল আনুভক্তি, শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে ॥
 দশ অপরাধ তাজি', নিরন্তর নাম ভজি', কৃপা চ'লে অপ্রেম পাইবে ।
 না মানিলে সু-ভজন, সাধুসঙ্গে সঙ্কীৰ্ত্তন, না করিলে নিৰ্জ্জনে অরণ ॥

না উঠিয়া বক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি',
 দুষ্টফল করিলে অর্জন ।

তুমিত বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে প্রেমনাম,
 আরোপিয়া কিসে শুভ হয় ।

কামে প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
 তবু কাম প্রেম নাহি হয় ॥

কেন মন কামেবে নাচাও প্রেমপ্রায় !

চন্দ্রমাংসময় কাম, জড়-বস্তু অবিরাম, জড় বিষয়েতে সদা ধায় ।
 শ্রদ্ধা চইতে সাধুসঙ্গে, ভক্তনের ক্রিয়া রঙ্গে, নিষ্ঠা রতি আসক্তি উদয় ॥
 আসক্তি চইতে ভাব, তাহে প্রেম প্রোত্ৰাভাব, এই ক্রমে প্রেম উপজয় ॥
 নাটকভিনয় প্রায়, সৰুপট প্রেম ভায়, তাহে মাত্র ইন্দ্রিয়-সন্তোষ ।
 ইন্দ্রিয়-তোষণ ছার, সদা কর পরিহার, ছাড়' ভাট অপরাধ-দোষ ॥

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

গৰ্ভস্তোত্র বা সম্বন্ধতত্ত্ব-চন্দ্রিকা

“মত্যাৱতং সত্যপৰং” চইতে “ভারং ভূবো হর যদুত্তম বন্দনং তে” পর্য্যন্ত ভাগবতোক্ত লক্ষদশ শ্লোকায়ম গৰ্ভস্তোত্র অতিশয় পবিত্র । এই স্তবের বক্তা ব্রহ্মা-শিব প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ অত্যন্ত যত্নপূৰ্ব্বক স্বীয় স্বীয় প্রকাশিত বেদ তন্ত্রাদি চইতে সার তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া স্বজ্ঞাপরে বর্ণন করিয়াছেন ; অতএব ইহার মাহাত্ম্যের তুলনা নাট । এই স্তবে যাহা কিছু লেখা আছে তাহা স্রুতি প্রমাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, কেবল ইহার সম্যক্ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইলেই চরিতার্থ হয় । এই গৰ্ভস্তোত্রের বিশেষ ব্যাখ্যা এই যে, জগদীশ্বর জগৎ

স্বজন করিয়া তাহাতে প্রতিভাত হন। অখিল জীবের প্রকৃতি দেবকীতে ভগবান্ ভগ্নগ্রহণ করিয়া জীবাত্মার সহচর হইয়াছেন। জীবের জ্ঞান স্বরূপ বাসুদেব প্রথমে ভগবদ্ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া তৎপ্রকৃতি হন স্বরূপ দেবকীকে ঐ পবিত্র ভাবটী অর্পণ করেন। এতন্নিবন্ধন দেবকীপ্রসূত ভগবানের নাম বাসুদেব হইয়াছে। বাসুদেব বিগুহ জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর। জীবের সন্ধীর্ণ জ্ঞানে যে পরব্রহ্মের প্রতিভা তাহাই বাসুদেব। পরব্রহ্ম অবিতর্কা ও অচিন্ত্য, অতএব জ্ঞান কর্তৃক স্পৃষ্ট হন না। পরন্তু পরমেশ্বর ব্যাধিত জীবের জীবন রূপা হয় : এতৎপ্রযুক্ত পরম নাকটিক বিভূ অমুগ্রহপূর্বক জীবের জ্ঞানেব আশ্রয়তায় বিভাগে স্বয়ং প্রকাশ হইয়া মনোমধ্যে বিচরণ করেন। অবিশেষক লোকেরা অগদীশ্বরের অবতার স্বীকার করেন না। ইহাতে কেবল তাঁহার আপনাদিগকে বঞ্চনা করেন মাত্র। পরমেশ্বরের বাসুদেব অবতার স্বীকার না করিলে নিরীশ্বর অথবা সত্যাক্ষ হইয়া উঠিতে হয়। এই বাসুদেবের আবির্ভাবকালীন যে-দেবস্তুতি তাহা যে অমৃততুলা ইহাতে সন্দেহ কি ?

এই অপার জ্ঞান গর্তস্তোত্রের সদর্থ নির্ণয় করা আমার ছায় ক্ষুদ্র লোকের সাধ্য নহে, তবে আমার জীবন সর্ব্বত্র জগদগুরু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-প্রসাদাৎ কিছু নির্ণীত হইবে তাহা দয়া-সমুদ্র বৈষ্ণব মহোদয়গণ অমুগ্রহপূর্বক দাস প্রদত্ত পুষ্পাঞ্জলির দ্বারা গ্রহণ করবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা। পূজাপাদ শ্রীশ্রীধর স্বামীর কৃত বাখ্যা যতদূর পারি অবলম্বন করিব। স্থানে স্থানে যদিও স্বামী-বাক্যের অমুগ্রহ বাখ্যা হইবে না তথাপি দয়াদ্রুচিত পাঠকগণ স্বামী-প্রদত্ত ইচ্ছিতাবলম্বিত বাখ্যা বলিয়া আমার এই ভাষ্যকে গ্রহণ করিবেন। বৈষ্ণবগণই আমার বান্ধব, তাঁহাদের চরণ রেণুই আমার একমাত্র প্রার্থনা; যেহেতু তাঁহার কৃপা করিলে আমার হৃদয়েশ্বর মহাপ্রভু আমাকে স্বীয় দাস'হুদাস বলিয়া জানিবেন; ইহা হইলৈই অমি চরিতার্থ হইব।

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং, সত্যস্ত যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।

সত্যস্ত সত্যং ঋতসত্যেনত্রেং, সত্যাত্মকং স্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥

সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র পরমব্রহ্ম ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও পূর্ণস্বরূপ। তাঁহার অনন্ত শক্তির মধ্যে ব্রহ্মাওঁহু জীব-গণের নিকট তিনটি শক্তির প্রকাশ আছে। অপর সমুদয় শক্তি জীবের পক্ষে অচিন্ত্য ও অবিতর্কা। জীব যদিও স্বয়ং অপ্রাকৃত, জ্ঞান ও আনন্দে

ভূষিত তথাপি পূর্ণতার অভাব প্রযুক্ত পূর্ণস্বরূপ পরমেশ্বরকে সম্যক জানিতে পারেন না। এই তিনটি নাম চিহ্নক্ৰি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি অর্থাৎ অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা। চিহ্নক্ৰিই পরব্রহ্মের স্বভাব। মায়াশক্তি ঐ স্বভাবের বিপরীত। জীবশক্তি চিহ্নক্ৰির বিভিন্নাংশ মায়াবিমূখ বর্ণাযোগ্য। চিহ্নক্ৰি পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত, জীবশক্তি অপ্রাকৃতির অসম্পূর্ণ লক্ষণ এবং মায়াশক্তি অপ্রাকৃতেক বিপবীত, অর্থাৎ প্রাকৃত। সমস্ত জড়জগতকে প্রাকৃত কহা যায়, একজন্ত ইহাকে মায়াশক্তির প্রকাশ বলিয়া বাখা হয়। জগদীশ্বরে এই তিনটি শক্তি স্বাকার না করিলে কোন প্রকার বিচারের মীমাংসা হয় না, যেহেতু পরব্রহ্মে অপ্রাকৃত গুণ স্বীকার না করিলে ভয়ঙ্কর মায়াবাদের উদ্ভব হয়। বিপবীত গুণসকল যে পুরুষে সামঞ্জস্য ভাবে অবস্থিতি করে তাহাকেই পরব্রহ্ম বলি যথা নির্দিষ্টকার ও সৃষ্টিকরণের ইচ্ছা এবং চিহ্নক্ৰির আনন্দময় বিলাস ও মায়াশক্তির অঙ্গতম পরিচালনা একই কালে নির্বিরোধ ভাবে পরমেশ্বরে দৃষ্ট হয়। মানব অসম্পূর্ণতা প্রযুক্ত এ প্রকার সামঞ্জস্যের ভাব জন্মদায় করিতে সমর্থ হয় না। মায়া অসৎ অর্থাৎ অভাব সঙ্কল, এ প্রযুক্ত জড়জগতে দুঃখ বাতীত আর কিছুই নাই। পরিদৃশ্যমান এই জগতেই যে মায়া এমত নহে কিন্তু ইহা মাহর্গভ সত্ত্বত। মায়া জগদীশ্বরের শক্তি মাত্র। সেই অনাদি শক্তিতে পরমেশ্বরের যখন রমণ করেন তখন এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়। সমস্ত স্বর্বা ও নক্ষত্রগণ সহিত এই জড় ব্রহ্মাণ্ড মায়া প্রসূত। জননীর গুণ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্রে লাভ হইয়াছে। সত্ত্ব, রজ, তম, দেশ, কাল এই সমস্ত মহাগুণ ও তদনুলোম বিলোম জনিত আকৃতি, বিস্তৃতি, স্থিতি, স্থাপকতা, আকর্ষণ প্রভৃতি ক্ষুদ্র গুণসকল গুণগতী। মায়া হইতে দৃশ্য জড় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। শঙ্করাচার্যের অনুগামী তত্ত্বত্মগণ এই মায়া ও তজ্জাত জগৎকে মিথ্যা বলিয়া বাপ্যা করত ব্রহ্ম বাতীত অন্য কোন পদার্থ বা গুণ স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের বিচারে নানাবিধ দোষের উদ্ভব হয়। প্রথমতঃ এই বিশ্বরূপ ভান কাহাতে হইতেছে ইহা যুক্তিছারা কোন প্রকারে মীমাংসা করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের মীমাংসা গ্রহণ করিলে পাপ-পুণ্য, কৰ্ত্তব্য-অকৰ্ত্তব্য ইত্যাদি সমুদয় অবশ্য হইয়া উঠে। মানব জীবনে সারভূত বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তিমূল্যে প্রেম তাহাও উৎপাটিত হইয়া জীবসকল ভ্রমরূপে পতিত হইয়া স্বেচ্ছাচার ধর্ম অলঙ্ঘন করত অমঙ্গল প্রাপ্ত হয়। যথার্থ তত্ত্ববিৎ বৈষ্ণব সাধুগণ এই সকল বন্ধা বৃক্ত হইতে জীব সকলকে উদ্ধার করিবার

অন্য পরমেশ্বরের সর্বশক্তিতে বিশ্বাস করিতে বিধান করিয়াছেন। পরমেশ্বরে স্বীয় চিহ্নক্লি দ্বারা পূর্ণানন্দে অঙ্কিত। তাঁহার জীবশক্তির পরিচালনা দ্বারা স্থিতিকালে সমস্ত জীবের অস্তিত্ব বিধান করেন, এবং মায়া শক্তির দ্বারা, বস্তুতঃ অসত্য কিন্তু স্থিতিকালে সত্য এই জড় জগৎকে প্রকাশ করেন। জীব চিন্ময় হইয়াও জগদীশ্বরের শক্তি বশতঃ এত জড় জগতে বদ্ধপ্রায় অহুযুক্তি আছেন। পরন্তু সারগ্রাহী বৈষ্ণববর্গ পরমেশ্বরকে এক অদ্বয় তত্ত্ব জানেন, যেহেতু জীব ও জড়ের মূল স্বরূপ যে দুই শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে তাহা একমাত্র পরমেশ্বরের শক্তি মাত্র, যতন্তু পদার্থ নহে। পরম পুরুষ পরমেশ্বর কদাচ একাধিক নহেন, যেহেতু শ্রুতি, শ্রুত্যক্ষ অর্থাৎ বুদ্ধি, ঐতিহ্য অর্থাৎ মহাজন প্রসিদ্ধি এবং অনুমান এই চারি প্রকাশ প্রমাণের দ্বারা বৈষ্ণবগণ পরব্রহ্মকে অদ্বয় বলিয়াছেন। দ্বিজত্ব ও ত্রিতত্ত্ববাদী বৈষ্ণবগণও ফলতঃ এক পরম তত্ত্বেই তর্কান্তে পরিশ্রমের বিশ্রাম প্রদান করেন। জীব জড় এই দুইটি পদার্থকে তাঁহারা অনাদি ও অনন্ত বলিয়া গীতা-প্রমাণ দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের গীতার্থ বিবেচনার ত্রুটি বলিতে হইবে, যেহেতু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শক্তিধরকে অনাদি অনন্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তদ্বারা ঐ শক্তিধরের পরিণাম স্বরূপ কার্য্য সকলকে অনাদিতে বরণ করেন নাট। পরিণামেরও পরিমাণ হইবার সম্ভাবনা অতএব জগদীশ্বরের ইচ্ছাক্রমে সমুদায় পদার্থ বিনাশ হইতে পারে ইহা সর্বত স্বীকৃত। তটন্ত বিচার করিলে জগদীশ্বর স্বীয় শক্তিগণ হইতে অভিন্ন। যথা আলোক ও দহন এই দুইটি অগ্নির শক্তি কিন্তু ইহারা অগ্নি হইতে যতন্ত নহে। জীবশক্তি ও মায়াশক্তি অনাদি ও অনন্ত হইলেও তজ্জাত জীব ও জড় স্বতন্ত্র ভাবে অনাদি ও অনন্ত নহে। অর্থাৎ ইহাদের ক্ষয়োদয় স্বীকার করা যায়। পরন্তু বৈষ্ণবগণ জীব ও জড়কে মিথ্যা বলতে পারে না যেহেতু সত্য স্বরূপ পরমেশ্বর ইহাদের মূল স্বরূপ অতএব মায়াবাদী ভ্রমাক্ত ব্যক্তিগণের মীমাংসা হইতে বৈষ্ণবব্রহ্ম স্পষ্টরূপে ভিন্ন করিবার জন্ত অনেকানেক মহাত্মাগণ চিং ও অচিং অর্থাৎ জীব ও জড় এ উভয়কে নিত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জগদীশ্বর সৃষ্টি করণেচ্ছায় সত্যের সহজ করেন একারণ দেবগণ তাঁহাকে সত্যাত্ত বলিয়া সম্বোধন করিলেন। জড় ও জীব যদিও সত্য তাপাপি জগদীশ্বরের স্বীয় সত্যতার সহিত ঐ সাময়িক সত্যের ভুলনা হইতে পারে না যেহেতু পরমেশ্বর নিত্য সত্য, এ প্রযুক্ত দেবভাগ্য তাঁহাকে "সত্যপরং" বলিয়া সম্বোধন করেন করেন। সত্যাত্ত বলিয়া ভগবান্কে

সম্বোধন করত দেবতাগণের এক্রূপ আকাজক্ষা হইল যে, যদি সত্তাব্রত শব্দধারা ভগবানের সৃষ্ট পদার্থকে নিত্য সংজ্ঞা দেওয়া হয় তাহা হইলে মহৎ অপরাধ হইবে; এই আশঙ্কা দূরীকরণ আশায় অবিলম্বেই সত্তাপরং উপাধিটা প্রয়োগ করিলেন। এই প্রকার ঈশ্বরের নিকট নিরপরাধী হইয়াও দেবতা-দিগের সম্বোধন হইল না যেহেতু 'সত্তাপরং' এই মঙ্গলীর্ণ বাক্যের ব্যাখ্যা কেবল ভগবানই বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু অজ্ঞাত জীবগণ ইহার বিপরীত অর্থ জানিয়া অদ্বৈতবাদী হইয়া উদ্ভিষ্ট হইয়া জড় ও জীবকে ঈশ্বরের সহিত নিত্যতায় তুলনা করিয়া কলুষিত হইবেন। এই প্রকার চিন্তা করত ব্রহ্মাদি দেবগণ পরমেশ্বরকে "সত্যস্ত বোনিং নিহিতঞ্চ সত্য সত্যস্য সত্য" এই বাক্যের দ্বারা জ্ঞাপ করিলেন। যে ভগদীশ, তুমি সত্যের জননী অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান কারণ। অপর তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ সাময়িক সত্যে নিহিত হইয়া আত্ম অথচ এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ সত্যের সত্য স্বরূপ অর্থাৎ জীবন। এই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান নিহিত হইয়া আছেন এই ভাবটা অতিশয় উৎকৃষ্ট অথচ আশ্চর্য্য। এই ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ অংশে পরমেশ্বর আছেন ইহা চিন্তনীয় নহে, যেহেতু পরব্রহ্ম অপ্রাকৃত ও দেশকাল অপরিচ্ছেদ্য। জড়ভগবতের অতিশয় ক্ষুদ্র পদার্থকে পরমাণু বলা যায়। প্রতি পরমাণুতেও পরব্রহ্ম স্বভৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। ভগদীশ্বর অণু হইতে অণু ও গুরু হইতে গুরু এক্রূপ দেবতাসকলেও গান করিয়াছেন। বেদসকল পরব্রহ্মের জগতে নিহিত থাকা ভাবে ক্ষমতার ব্যক্ত করিতে না পারিয়া 'ওতপ্রোত' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যেহেতু মন ও বাক্য ইত্যাদিকে না পাঠিয়া নিবৃত্ত হইয়া সেই অচিন্ত্য ঈশ্বরকে যে কোন শব্দে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করা যায় তাহা প্রাকৃত-ভাবে কলুষিত হইয়া উঠে। কিন্তু ভগদীশ্বরের যশঃকীর্ত্তন ও তৎসংগ অর্থাৎ নিদিধ্যাসন ব্যতীত জীবের উপাস্যের নাই। এ প্রযুক্ত সাধু বৈষ্ণবগণ যে প্রকার বাক্যালঙ্কারে ভগবানকে বর্ণন করুন না কেন এই বাক্য সকলের প্রাকৃত ভাবে পরিচয় করত অপ্রাকৃত ভাব গ্রহণ করা কর্তব্য। যদিও এই প্রকার প্রতি পরমাণুতেও ভগদীশ্বর পূর্ণরূপে বিরাজ করেন তথাপি ব্রহ্মাণ্ড ও ঈশ্বরে আধার আশ্রয় সম্বন্ধ অর্থাৎ পরস্পর ভিন্ন। অনেকটী নিহিত ভাবের আলোচনা করিতে করিতে ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বে সন্দেহ করিয়া ইহাকে বৃহদন্ত ব্রহ্মেই বিবর্ত্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই ভগবানক মীমাংসাকে নিরোধ করিবার আশায় দেবগণ তাঁহাকে 'সত্যস্ত সত্য' উপাধি প্রদান করিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ড সত্য হইলেও ঈশ্বর নহে। ভগদীশ্বর

উভয় সত্য স্বরূপ । এষ্ট পরিস্থিতিমান বিশ্ব যখন পরমেশ্বরে ঈচ্ছায় সমাপ্ত
 হইলে তখন উভয় পরিণাম স্বরূপ পরম সত্য পরমেশ্বর একমাত্র অবশেষ
 বহিলেন । এই সাময়িক সত্যের পর্যাবসান জগদীশ্বরেই সম্ভব । জগদীশ্বরের
 ঈচ্ছায় মায়াশক্তি হইতে এই বিশ্বর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং পরমেশ্বর ইহাতে
 অল্পপ্রবেশ দ্বারা ইহাকে রক্ষা করিয়াছেন । অপর যখন উভয় সেই পবিত্র
 ইচ্ছা নিবৃত্ত হইবে তখন উভয় কিছুই থাকিবে না । তখন একমাত্র
 সর্বৈকশূর্য্যাপূর্ণ ভগবান বিরাজ করিবেন । এখানে একমাত্র আশঙ্কা হইতে
 পারে যে সৃষ্টির পূর্বে যখন ব্রহ্মাণ্ড ও জীব সকল ছিল না তখন এই
 বিশ্বের অভাবরূপ একটি অসম্পূর্ণতা দ্বারা লক্ষ্য হয়, অতএব এখানে
 ত্রিতত্ত্ববাদী মহাত্মগণ নিছক সিদ্ধান্ত উৎকৃষ্ট বলিয়া জীব ও জড়ের নিত্যত্ব
 স্বীকার করা কর্তব্য একমাত্র প্রকাশ করিতে পারেন কিন্তু সারপ্রাণী বৈষ্ণব-
 দিগের একমাত্র সিদ্ধান্ত নহে । জীব ও জড়ের প্রাণভাব জগদীশ্বরের শক্তি
 মনো থাকায় নিম্ন সৃষ্টির প্রাক্কালে কোন অংশে অসম্পূর্ণ ছিলেন না । জনস্ব
 কোটী ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়াবসানে সেই পরব্রহ্মের শক্তির মনো প্রবেশ করিবে ।
 এখানে কালক্রমের মধ্যে কখনই উভাকে অসম্পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়
 না । এই প্রকার কঠিনে কঠিনে দেবতাগণ বিবেচনা করিলেন যে সত্যটি
 যদি ঈশ্বরের একমাত্র মাহাত্ম্য হয় তবে তাহা সকলের জাহ্নবরূপে সামান্য
 হইয়া উঠে । আহা ! আমরা ঈশ্বরকে এই প্রকার সত্য স্বরূপ ব্যাখ্যা
 করিয়া কতদূর অপরাধী হইলাম । এই প্রকার শোচনা করত ব্রহ্মাদি দেব-
 গণ ভগবানকে ঋতসত্য নেত্র এই প্রকার সম্বোধন করিলেন । সত্যের সত্য
 স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাহার প্রবর্তক অর্থাৎ নিয়ন্তা যে পরম পুরুষ পরব্রহ্ম তিনিই
 ভগবান । ভগবানের শক্তির সমষ্টির নাম ব্রহ্ম, ইহাকে সত্য উপাধি
 প্রদান হইয়াছে সেই সত্যের আধার যে পুরুষ তিনিই পরমেশ্বর । সেই
 পুরুষকে সত্য বলিতে হইলে গুণের দ্বারা গুণাধারের নামাকরণ হইয়া উঠে ।
 অতএব দেবতাগণ কহিলেন হে সত্যাত্মক ! আমরা তোমার শরণাপন্ন হই ।
 জ্ঞানের দ্বারা চিন্তা করিতে করিতে যখন গুণ সমুদায় ছিতিক্রম করত সেই
 গুণাধার পরম পুরুষের সন্নিহিত হইলেন ; তখন দেবতাদিগের জ্ঞান
 একেবারে নিবৃত্ত হইয়া গেল । তখন তাহারা ভক্তি-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া প্রপত্তি-
 রূপ ভগবত্বেষণামৃত পান করিয়া জ্ঞানশূন্য আনন্দকে প্রাপ্ত হইলেন ।

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীম ভক্তিবৈদ্যন্ত আচার্য্য মহারাজের

সন্ন্যাস-বেশাশ্রয় সন্দর্শনে

আসীক্রপে কবে দেখিব তোমারে
আশা ছিল মনে মনে,
শ্রীগুরু-কৃপাতে সে' আশা পূরণে
মুগ্ধ হইলু এক্ষণে ।

বেদান্তের তাৎপর্য্য,—ভক্তিই মুখ্য,
জগত-মাঝে বিতরি—
যে' এনেছেন, 'ভক্তিবৈদ্যন্ত-ধারা,'
তঁার স্নেহস্রোত তুমি ।

গুরুকৃষ্ণ সেবি' পূর্ণ কাম তুমি,—
প্রচারে পণ্ডিতবর,
সেবা-নৈপুণ্যে পাইলে সহজে
আসী-বেশ মনোহর ।

বেদান্ত সমিতির বহুমুখী সেবা
করিতেছ প্রীতিভরে,
শ্রীআচার্য্যদেবের স্নেহ-প্লুত হ'য়ে
থাকহ যুগ যুগ ধরে ।

সঠে গিয়া আনি বড় প্রীত হই
তব মধুর-ব্যবহারে,
কৃপা করি' মোর লহ গো প্রগতি
আজি এ পত্র-দ্বারে ।

—শ্রীচিন্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ
বড়বহরকুলি (বর্দ্ধমান) ।

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

উপসংহার

নানা দেবতার্চন পরমার্থপ্রদ নহে

শ্রীপত্রিকার ৩৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা হইতে বর্তমান ৩৪শ বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যায় পূজার প্রকার ভেদ প্রভৃতি অর্থাৎ সত্ত্ব-প্রকৃতি মানবের পূজা সাত্বিকী, রজোগুণীর পূজা রাজসিক ও তমোগুণীর পূজা তামসিক নামে অভিহিত হয় এবং তাহার ফল ও পরিণাম শাস্ত্র-প্রমাণদ্বারা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রজোগুণীর রাজসিক পূজায় যে বলিদান-পথা আছে, তাহার শাস্ত্রীয় নিষেধ, অধৈর্য ও নিদারুণ পরিণাম পর পর কয়েকটি সংখ্যাতেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তামসিক পূজার পরিণাম যে নরকাদি দুঃখ তাহাও গীতা-বাক্যদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে সাত্বিকী-ভাষণের জনগণের সাত্বিকী পূজাও দুঃদুষ্টির অভাবে পরমার্থপ্রদ না হইয়া যে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণরূপ দুঃখাস্পদ হইয়া থাকে, তাহা শাস্ত্র-বাক্যাদির দ্বারা প্রদর্শন করিতে প্রয়াসী হইব।

ভগবৎ-দৃষ্ট মায়ামুখ্য ভীবাণ্যতম মানবগণ জাগতিক বিবিধ সুখাভিলাষী হইয়া ব্রহ্মা, ক্রুদ্র, দুর্গা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণাদি বহু দেবদেবীর অর্চনাপূর্বক সেই সেই দেব-দেবী হইতে আশোয়া, ধন, পুত্র ও কন্যাদি প্রাপ্তিরূপ বর প্রার্থনা করিয়া থাকে। তাহার মোহাত্মন হইয়া ইন্দ্র-চন্দ্রাদি, শিব-দুর্গাদি ও শৈব-মনসাদি সকল দেবতার সহিত ভগবান বিষ্ণুর সমতা জ্ঞান করে। অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপের সেরূপ মুক্তি দানাদি বৈশিষ্ট্য আছে, অত্যাচ্ছ সকল দেবতারই তাহা রয়েছে—এইরূপ বলিয়া থাকে। মায়ার প্রলোভনে ভুলিয়া তাহার সর্বনিহিত ভগবানই যে একমাত্র ঈশ্বর, অপর সমস্ত দেব-দেবীগণ তাহার আদেশে আধিকারিক দেবতারূপে বিহ্বলুষ্টি, পালন ও সংহারাদি কার্য্যে থাকেন মাত্র; ঐ সকল কার্য্যে দেবতাদের কোনও স্বতন্ত্রতা নাই, ইহা তাহারা ধারণাও করিতে পারে না। সুতরাং “বাহুদেবঃ সর্বম্” (গীঃ ৭:২২) বাক্য-প্রতিপাদিত ভগবানের সর্বস্বত্ব জ্ঞানিতে না পারিয়াই ঐরূপ মোহাচ্ছন্ন বাক্য প্রয়োগ ও তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদিগকে পাষাণীমধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে।

যস্মৈ নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-কৃদাদিদৈবতৈঃ ।

সমর্প্তনৈব বীক্ষেত স পাষাণী ভবেদৃক্ষণম্ ॥ (বৈষ্ণবতন্ত্র-৫৮ন)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি, ব্রহ্ম, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্রাদি দেবতার সহিত ভগবৎ-স্বরূপকে (শ্রীকৃষ্ণ-নারায়ণাদিকে) তুল্য বা সমান জ্ঞান করে বা দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী বলিয়া পরিগণিত হইবে।

অতঃ পরে দেবতা হইতে ভগবদ্-বৈশিষ্ট্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতায় ৪টি শ্লোকে অর্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন,—

অহং ক্রেতুরহং যজ্ঞঃ স্বৰাহ্মহমোষহন্ ।

মন্ত্ৰেহিহমহমেবাজ্ঞামহমগ্নিরহং হতম্ ॥

পিতামহস্য ভগবন্তো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।

পেত্বং পবিত্রমোহ্কার-বাক্-সাম-যজুর্বেদ চ ॥

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং ব্রহ্মণ ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥

তপাম্যহং বর্ষং নিবৃত্তাম্যংসৃজামি চ ।

অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুঞ্চ সদসচ্চাঃর্জুন ॥ (গী: ৯।১৬-১৯)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন,—হে অর্জুন! বেদোক্ত অগ্নিষ্টোমাদি, আমি সৃষ্টি-শাস্ত্রোক্তপঞ্চযজ্ঞাদি, আমি পিতৃলোকার্ঘ্য শ্রাদ্ধাদি, আমি ওষধি-জাত অন্ন বা রোগনিবারক ভৈবজ, আমি মন্ত্ৰ, আমি হোমাদি-সাধক যুত, আমি অগ্নি, আমিই হোম অর্থাৎ এই সমস্তই আমি। আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা (কর্ম্মফলের বিধান-কর্ত্তা), পিতামহ, বেত্ব (জানিবার বিষয়), পবিত্র (প্রায়শ্চিত্ত-রূপ শোধক), ওহ্কার (প্রণব), বাক্ (ঋগ্বেদ), সামবেদ ও যজুর্বেদ—সমস্তই আমি। আমিই গতি (কর্ম্মফল), ভর্ত্তা (পোষণকর্ত্তা), প্রভু (পরিচালক), সাক্ষী (সুপ্রাচীণ কর্ম্মদ্রষ্টা), নিবাস (ভোগের স্থান), শরণ (রক্ষক), ব্রহ্মণ (মঙ্গলকারী), প্রভব (সৃষ্টিকর্ত্তা), প্রলয় (নাশক), স্থান (আধার), নিধান (লয়ের স্থান), বীজ (কারণ), তথাপি অব্যয় (বিনাশহীন অর্থাৎ ধাত্বাদি বীজের দ্বারা নাশশীল নহি)। হে অর্জুন! আমিই আদিত্যরূপে থাকিয়া গ্রীষ্মকালে তাপ দেই, বৃষ্টির সময় বর্ষণ করাই, কখনও বা বর্ষণ নিরমিত করি, আমিই অমৃত (জীবন), মৃত্যু (নাশ), সৎ (স্থূল দৃশ্যবস্তু),—এই সমস্তই আমি।

মানবের অধঃপতনের কারণ

ভগবানের শ্রীমুখোদগীর্ণ তাঁহার এই সর্ব্বাঙ্গকৃত মায়াযুক্ত মানবগণ না জানিয়া কিরূপ অধঃপতিত হয়, তাহাও নিজে জানাইয়া দিয়াছেন। যথা—

অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ নানুযীং তদুমাশ্রিতম্ ।

পরাং ভাবমজানন্তো মম ভূতনহেশ্বরম্ ॥

মোঘাশা মোঘকর্মানো মোঘজ্ঞানো বিচেতসঃ ।

রাক্ষসীমাসুরীকৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ (গী: ৯।১১-১২)

ভাবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—হে অজ্ঞান! আমরা দৈবী মায়ায় মুগ্ধ মানবগণ ক্ষুদ্র আশায় প্রত্যাশাসম্পাদ্য কর্মকাণ্ডে বস্ত হইয়া আমার সকল ভূতমহেশ্বররূপ পবনতত্ত্ব অর্থাৎ আমার সর্বস্বকর্ত্ত জানিতে পারেন না । লেখন্য ঐ সকল মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে । অর্থাৎ আমার দেহ শুদ্ধ-সত্ত্বায় হইলেও ভক্তের চক্চাক্কে কাটা মন্ত্রাচারে প্রকট হইয়া থাকে—তাঁহারা এট তত্ত্ব অবগত না হইয়া সাধারণ মানব-দেহধারী তাহাদের মত আমাকে প্রাকৃত মনে করে । তাঁহারা মোঘাশা—অর্থাৎ আমি অপেক্ষা অন্য দেবভাগ্য তাহাদের অতিপিত্ত ফল শীঘ্র দান করেন—এইরূপ মিথল আশা-দিশিষ্ট হয় । সেজন্য আমার প্রতি বিশ্বাস ও ভায় মোঘকর্মা—অর্থাৎ বহু অর্থায় ও শারীরিক পরিশ্রমাদি দ্বারা বহু ছাড়ব্বের সহিত যজ্ঞাদি এবং নানাদেবতার্চনাদি কার্য্য করিয়া থাকে । কিন্তু তাহাদের সেট কর্মগুলি মিথল হইয়া যায় । মোঘজ্ঞান—অর্থাৎ তাহাদের শাস্ত্রজ্ঞান নানা কুতর্কের আশ্রিত হওয়ায় ব্যর্থ হয় । সুতরাং বিচেতা—বিকিপ্তচিত্ত । এই সকল কারণে তাহারা রাক্ষসী—তমোভগময়ী হিংসাদি-বহলা ও আসুরী—রাক্ষসী অর্থাৎ কাম দর্পাদিপূর্ণা, মোহিনী—বুদ্ধিনাশকারিণী, প্রকৃতি—স্বভাব আশ্রয় করিয়া আমাকে অবজ্ঞা করে ।

কর্ম্মই জীবের জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ-দ্বার

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন,—অতিশীঘ্র ফললাভের আশায় এইরূপ অজ্ঞাকারী অজ্ঞদেবোপাসকগণ আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) আদর করে না । সুতরাং ঐ সকল অকৃত্যগণ আমার ভজন না করা হেতু নিরন্তর সংসার-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহাদের জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ অনিবার্য্য । যথা—

হৈবিদ্ধা মাং সোমপাঃ পূতাঃপাপা, যজ্ঞৈরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।

তে পুণ্যমাদান্ত সুব্রহ্মলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥

তে তং ভূক্কা স্বর্গলোকং বিশালং, ক্লীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশস্তি ॥

এবং ভয়ীধর্ম্মমুখপ্রপন্ন গতাগতং কামকাম লভন্তে ॥ (গী: ৯।২০-২১)

অর্থাৎ, ভগবান্ বলিলেন,—বেদব্রহ্ম-বিহিত কণ্ঠস্থেষ্ঠানকারিগণ যজ্ঞ-সমুৎসারা আমাকর্তৃক নিযুক্ত আশিকারিক দেবতা ইন্দ্র-শিবাদিরূপে আমাকে প্রদান সহিত পূজা করিয়া যজ্ঞের অবশেষ সোমরস বা প্রসাদ-চরণামৃতাদি পান করিয়া থাকে। তাহাতে পাপ-নির্মুক্ত হইয়া স্বর্গলোক কামনা করে এবং দেহান্তে পুণ্যের ফল-স্বরূপ ইন্দ্রলোকে গমন করত তথায় দিবা ভোগ, সকল লাভ করে। তদনন্তর তাহারা বিশাল স্বর্গলোকের সুখ উপভোগ করিয়া ভোগের ঘাণ পূর্ণাক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্যালোকে জন্ম গ্রহণ করে। আবার এইরূপে বেদ-বিহিত মর্শ্বের অন্তর্গত স্বর্গ তাহারা কামনার বশবর্তী হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীক্ষেত্রব এই কথাষ অজ্জুন নিমিত্ত হইয়া বলিলেন,—যদি আপনি বাতিরেকে অস্ত্র বস্ত্র নাহি, তবে ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসকগণও তা' আপনারে ভক্ত হইতেছে। তাহারা কেন সংসারে গতাগতি লাভ করেন? তদন্তবে ভগবান্ বলিতেছেন,—

যেইপ্যক্তদেবতাভক্ত বক্তহে শুক্রযাঘিষ্ঠাঃ ।

তেহপি মামেব কোন্তেয় যজ্ঞত্বাবিধিপূর্বকম্ ।

অতঃ হি সর্কযজ্ঞানাং ভোজ্য চ প্রভুরেব চ ।

ন তু মামভিজ্ঞানন্তু তত্ত্বেনাতচ্চাবন্তি তে । (গী: ৯।২০-২৪)

ভগবান্ বলিলেন,—হে অজ্জুন! শ্রদ্ধাসহকারে যাহারা অস্ত্র দেবতার উপাসনা করে, তাহারাও আমার উপাসনা করে সত্য, কিন্তু উহা অবিধিপূর্বক যোক্ষের প্রাপক বিধি ছাড়িয়া অর্থাৎ “বান্দেবঃ সর্কম্”—একই পরব্রহ্ম সর্বত্র এইরূপ পারমার্থিক দর্শন অথবা ‘আমিই দাস’ এইরূপ সেবা-সেবক-রূপ পৃথক্ ভাবনাই যোক্ষের দ্বার, তাহা উক্ত স্বতন্ত্র-দেবোপাসকগণের নাহি বলিয়াই উহাদের উপাসনা অবিধি-পূর্বক কৃত হয়, তজ্জন্তু তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসারে গতাগতি লাভ করে। হে অজ্জুন! সমস্ত যজ্ঞের সেই সেই দেবতারূপে আমিই ভোজ্য, এত অর্থাৎ স্বামী, অতএব যজ্ঞফলদাতাও আমিই। অস্ত্র দেবতা সহজভাবে যজ্ঞফল প্রদান করিতে পাবেন না, আমিই সেই সেই দেবতারূপে স্বর্গাদি প্রাথিব ফলমাত্র দান করিয়া থাকি। তদতিরিক্ত অপর কিছুই দেই না। এইরূপ সর্কেশ্বরেশ্বর ও সর্কশক্তিমান আমাকে যথাবৎ না জ্ঞাণা তেতুই তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ-দুঃখ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহারা সকল দেবতাতে আমাকেই অন্তর্যামীরূপে দেখিয়া যজ্ঞ ও অর্চনাদি করেন তাহারা পুনরায় সংসার ক্লেশ ভোগ করেন না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পূর্বে সর্বত্রই স্ব-কর্তৃত্বরূপ তাৎপর্য্য স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন ।

কামৈশ্চৈশ্চৈব তজ্জানঃ প্রপদ্যন্তেহুদেবতাঃ ।

তং তং নিয়মমাস্তায় প্রকৃতা নিয়তাঃ স্বয়া ॥

যো যো যাং যাং তস্মৈ তস্মৈ শ্রদ্ধয়াচ্চিকুসিচ্ছতি ।

তস্মৈ তস্মৈচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধামাহম্ ॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাদনমীহতে ।

লভতে চ ততঃ কামান্ মমৈব বিচিত্তান্ তি তান্ । (গী: ৭।২০-২২)

বহিমুখ জনগণ নিজেদের অভিলষিত সেই সেই কামনাদ্বারা হতজ্ঞান হইয়া সেই সেই নিয়ম স্বীকারপূর্ব্বক প্রকৃতির বশীভূত হইয়া তদনুরূপ অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনা করে । সেই সেই ভক্ত যে যে দেবতারূপ আমার অপর মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধার সহিত অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি সেই সেই ভক্তের অন্তর্য্যামিরূপে সেই সেই দেবতার-বিষয়ক শ্রদ্ধাকে দৃঢ় করিয়া দেই । এই সকল জনগণ দৃঢ়-শ্রদ্ধাবৃত্ত হইয়া সেই সমস্ত দেবতামূর্ত্তির আরাধনা করিলে অন্তর্য্যামিরূপী আমি সেই সকল দেবতারূপে তাহাদিগের প্রার্থিত ফল দান করিয়া থাকি ।

ভগবদ্ভজনকারীর বৈশিষ্ট্য

পূর্বে “অবজ্ঞানতি মাং মূঢ়াঃ” (গী: ৯।১১-১২) ইত্যাদি ২টি শ্লোকে মূঢ়গণ মোহিনী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি লাভ করিয়া তাহারা ‘শ্রীভগবান্কে অবজ্ঞা করিয়া থাকে বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার উক্ত শ্লোকে বলিয়াছেন । পরবর্ত্তী শ্লোকে দৈবী প্রকৃতি (সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন) জনগণ যে অনন্তভাবে ও সাক্ষাৎরূপে তাহার ভজন করেন, তাহা জানাইয়াছেন । যথা—

মহাত্মনস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।

ভজন্তানন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমবাহম্ । (গী: ৯।১৩)

হে পার্থ! ভোগৈশ্বর্য্য-কামনাশূন্য মহাত্মগণ সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়াছেন জানিবে; সুতরাং তাহাদের চিত্ত আমা ব্যতীত অন্য কোথাও সংলগ্ন নহে । তাহারা আমাকে সর্ব্বভূতের কারণ ও অবিনশ্বর জানিয়া মদেকচিত্ত হইয়া আমারই ভজন করেন । মহাত্মগণের অনন্তভক্তির পরিণামও ভগবান্ স্বয়ং জানাইয়া দিয়াছেন । যথা—

অনন্যাসিচ্ছন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে ।

তেবাং নিত্যং ভিষুকাণাং যোগক্ষেমং বহামাহম্ । (গী: ৯।২২)

অর্থাৎ—অনন্তভাবে যে-সকল ব্যক্তি আমাকে চিন্তা করিতে করিতে আমার আরাধনা করেন, আমি সেই সঙ্গ হৃদয়েকিষ্ঠ ভক্তগণের যোগক্ষেম বহন করি। যোগ অর্থাৎ দণা-দি-লাভ ও ক্ষেম—তাহার রক্ষা এবং মোক্ষ-দানাদি সমস্তই, তাহার প্রার্থনা না করিলেও, আমি বাবত্তা করি। গীতার টীকাकार অর্জুন-মিশ্র এই ভগবৎকোর প্রমাণ-স্থল।

ভগবদ্ভক্ত অর্জুন-মিশ্রের ইতিবৃত্ত

অর্জুনমিশ্র নামে চৈনিক ভগবদ্ভক্ত-নিষ্ঠ দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার একজন টীকাকার। তিনি প্রত্যহ প্রাত্তর্ভজন-কার্য্য সমাপনান্তে বেলা এক প্রহরারম্ভে শ্রীগীতার টীকা লিখিতেন : তৎপর ভিক্ষায় বাহির হইয়া যাহা পাইতেন, তাহাষ্ট পত্নীর হাতে দিতেন। তিনি রন্ধন করিয়া ঠাকুরের প্রসাদ'ম্ন স্বামীকে শোভন করাইয়া অংশেষ সম্বোধিত্তে নিজে আহার করিতেন। দরিদ্রতা-নিবন্ধন বস্ত্রাভাবে ভুক্তনেও মধ্যে একখানা বস্ত্রই বাহিরে লইবার উপযুক্ত ছিল। ভিক্ষায় যাটখ'র দম্ব ব্রাহ্মণ সেখানে পরিচেন, ব্রাহ্মণী ভিগ বস্ত্র পরিখা করে থাকিতেন। স্বামী ভিক্ষা হইতে ফিরিয়া আসিলে ব্রাহ্মণী সেই বস্ত্র পরিখা বাহিরে য'ত'চ্ছাত ও গৃহকর্ম্মাদি সমাধা করিতেন। এইরূপ কষ্টে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিলেও, উহা ভগবৎ-প্রদত্ত মনে করিয়া তাঁহারা উভয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। 'গৃহদেবতা শ্রীগোপীনাথ অমৃতগ্রহ করিয়া যাহা ভিক্ষায় দেন, তাহাষ্ট তাঁহাকে নিবেদন করিয়া সেট মহাপ্রসাদ পাইতেছি'—এই আনন্দে সর্বদাই উভয়ে ভরপুর থাকিতেন। জাগতিক দুঃখ-কষ্টে তাঁহারা লেশমাত্রও বিভলিত হইতেন না।

এইরূপ অবস্থায় গীতার টীকা লিখিতে আরম্ভ করিয়া "অনন্তাশিষ্টয়ন্তো মাং নিস্তাশিষ্টয়ন্তাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ (গী: ৯.২২)" শ্লোকের টীকা লিখিবার সময় তাঁহার মনে একটি বিষয় সমস্তার উদয় হয়। যিনি স্বয়ং ভগবান্, ভগবতের একমাত্র ঈশ্বর, তিনি কি যোগ-ক্ষেম নিজে বহন করেন ? ইহা কখনই সম্ভব নহে। যদি ইহা সত্যই হয়, তবে অনন্যভাবে আমি তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া এইরূপ দারিদ্র্য-দুঃখগর্ভে মিলিত্তি বচিয়াছি কেন ? সুতরাং উহা তাঁহার স্বমুখ-কথিত বাক্য নহে ; প্রাক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে হয়। এইরূপ সন্দেহান হইয়া গ্রন্থের "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" এই অংশটি লালকালীর তিনটি রেখার দ্বারা কাটিয়া দিয়া সেই দিনের যত গ্রন্থ বন্ধ রাখিয়া ভিক্ষায় বাহির হইলেন।

এদিকে ভক্তের মনে ভগবৎসাক্ষ্যে মনোহ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, ভগবান্ তাহা নিরসনার্থ নিজে কৃষ্ণার্ণ এক বালক-বেশে প্রচুর চাউল, ডাল, তরকারী, তৈল-মুতাদি প্রভৃতি উপকরণ-সমেত দুইটী পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া নিজে স্বন্ধে বহন করত মিশ্রের বহিদুর্গজায় উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। মিশ্রপত্নী ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত বলিয়া লজ্জাবশতঃ প্রথমে কোন সাড়া দেন নাই। পুনঃ পুনঃ দরজায় আঘাত করাতে অগত্যা আস্তে-বাস্তে দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। বালকবেশী কৃষ্ণ দ্রব্য-সম্ভার-সম্মেলন-প্রাপ্তে উঠিলে ব্রাহ্মণী বহিদুর্গজা বন্ধ করিয়া লজ্জায় অধোমুখে গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। তখন ভগবান্ সেই ব্রাহ্মণীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—“মা, এটী সিঁদাটা ঠাকুর (মিশ্র মহাশয়) আমাকে দিয়া পাঠাইয়াছেন। এগুলি ঘরে লইয়া যান।” ব্রাহ্মণী এক্ষণ লজ্জায় কোনদিকে তাকাইল না; সিঁদার কথা শুনিয়া বাড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন,—প্রকাণ্ড দুইটী পাত্র নানা দ্রব্য পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ব্রাহ্মণী ঘর হইতে বাড়ির চটয়া সেট সকল দ্রব্য ঘরে তুলিতে আরম্ভ করিলেন। এক্ষণ সিঁদাপত্র তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই। উৎসাহে ও আনন্দে তিনি দ্রব্যগুলি ঘরে লইয়া যাইবার কালে বারবার বালকটির দিকে তাকাইতেছিলেন।

বালকের পদদেশ ও মুখগুলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ব্রাহ্মণী ভাবিতেছেন,—আহা! কি সুঠাম বালক; কাল রং এত উজ্জ্বল হয়, তাহা কখনও দেখি নাই। এইরূপ দেখিতে দেখিতে চতুর্থ বালকের বক্ষের উপর তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। ব্রাহ্মণী দেখিলেন,—বালকটির বক্ষে তিমটী সন্ধ্যাঙ্গুর তাঁচড়ের দাগ রহিয়াছে। তাহা চটতে যেন রক্তশাতের উপক্রম হইয়াছে। ইহাতে ব্রাহ্মণী ধৈর্য্য হারণ করিতে না পারিয়া বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবা! কোন নির্ধম ব্যক্তি তোমার বক্ষে এইরূপ নখাঘাত করিল? এইরূপ অকোমল অঙ্গে আঘাত করিতে পাষণ-জদয়ও গলিয়া যায়। বালকবেশী কৃষ্ণ বলিলেন,—মা! আমার সিঁদা লইয়া আসিতে একটু বিলম্ব হওয়ায় মিশ্র ঠাকুর নিজেই আমার বক্ষ চিহ্নিতা দিয়াছেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন, কি সর্বনাশ! তিনিই তোমার বুক চিহ্নিতা দিয়াছেন? আহা, বাড়ী আসন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, কিরূপে পাষণ-জদয় হইয়া তিনি তোমার কোমলাঙ্গে আঘাত করিলেন? বাবা তুমি দুঃখ করিও না, একটু অপেক্ষা কর, এখন আমি রান্না করিতেছি, তুমি ঠাকুরের প্রসাদ পাইয়া যাইবে। এই বলিয়া ব্রাহ্মণী সমস্ত দ্রব্যগুলি ঘরে উঠাইয়া রক্তনের আয়োজনে

বাস্তব হইলেন। এদিকে বালকবেশী কক্ষ যে উদ্দেশ্যে এই দ্রব্যাদি নিজে বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আসিয়া হাতে হাতে আমার বাক্যের সত্যতার প্রমাণ পাইবে, আর কখনও মদ্যাকো সন্দিহান হইবে না ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ অঙ্কিত হইলেন।

ব্রাহ্মণ সারাদিন ঘুরিয়াও সেদিন ভিক্ষাদি কিছুই পান নাই। নিবাস মনে, “ঠাকুর বুঝি আজ কিছুই লিখেন নাই”—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারে কড়াঘাত করায় ব্রাহ্মণী দরজা খুলিয়া দিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ পত্নীকে রন্ধনের আয়োজনে বাস্তব দেখিয়া বলিলেন,—ব্রাহ্মণী! তুমি বাস্তব জন্য প্রস্তুত হইতেছ, আমি আজ ভিক্ষায় কিছুই পাই নাই; কি রান্না করিবে? ব্রাহ্মণী বলিলেন,—কেন? এত যে কিছুক্ষণ পূর্বে তুমি একটা খালককে দিয়া প্রকাণ্ড সিঁদা পাঠাইয়া দিলে? তাহা ত আমরা দুইজনে বোধ হয় হয় মাসেও খাইয়া শেষ করিতে পারিব না, কি রান্না হইবে, বলিতেছ কি? যাক্, তুমি যে এত পাষণ্ড-হৃদয় তাহা আমি জ্ঞানতাম না। একটা সুন্দর বাগানের কোমলাঙ্গে কিরূপে তিন-তিনটি নখাবাত করিলে? তোমার কি একটুও দয়া-মায়ী নাই?

মিশ্র এতরূপ পত্নীর কথা শুনিয়াই মাইতেছেন। কোন ধারণাই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।—যেহেতু তিনি উহার কিছুই করেন নাই। পত্নীকে বলিলেন,—তোমার কথা যে আমি কিছুই বুঝিতেছি না। আমি ত এইরূপ কিছুই করি নাই? তবে তুমি এ-সব কি বলিতেছ? তখন ব্রাহ্মণী তাঁহাকে গৃহস্থি সৰল ভাষা-সজ্জার দেখাইলেন। এবং বাহিরে ছেলেটিকে দেখাইয়া বুঝিরা কাঁদাটীও সপ্রমাণ করিবেন ভাবিয়া উত্তরে বাহিরে আসিলেন। আসিয়া দেখেন, ছেলেটা সেখানে নাই। ব্রাহ্মণী বলিয়া উঠিলেন,—তাঁহা, ছেলেটা যে এখানেই বসিয়াছিল। দরজা বন্ধ, এ অবস্থায় কিরূপে চলিয়া গেল, মিশ্র মহাশয় ব্রাহ্মণীর এইসব কথা শুনিয়া ও সিঁদার বস্ত্র দর্শন করিয়া আশ্চর্যবিত্ত হইলেন,—এতবড় সিঁদা একটা খালক কখনও লইয়া আসিতে পারে না—এবং আরও উহা পাঠাই নাই বা তাহার বুক চিরিয়াও দেই নাই। তবে এ-সব কি হইল? হঠাৎ তাঁহার মনে হইল,—তাইত, আমি যে ভগবানের বাক্যে সন্দিহান হইয়াছিলাম, তাহা কি সপ্রমাণ করিতে তিনি নিজেই সমস্ত বহন করিয়া আনিলেন? এবং “যোগক্ষেমং বহামাহম্” তাঁহার

শ্রীমুখ-বিগলিত এই বাণীকে তিনটী রেখার দ্বারা কাটিয়া দিয়াছিলাম, তাহাতেই কি তাঁহার বুক চিরিয়া দেওয়া হইয়াছে?

ব্রাহ্মণ তখন হাত-পা ধুইয়া ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া গীতা-গ্রন্থখানি খুলিয়া দেখেন,—যে অংশটী সাল-কালির তিনটী রেখার দ্বারা কাটিয়া দিয়াছিলেন, সে কালির দাগ আর নাই। ব্রাহ্মণ তখন চর্ঘোৎফুল্ল-মনে ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন,—ওহে ব্রাহ্মণী! তুমিই ধন্যতম, যেহেতু তুমি ঠাকুরের সাক্ষাৎ দর্শন পাইলে। এটী সিধা লইয়া ঠাকুর গোপীনাথ নিজেই আসিয়াছিলেন। আমি এটরূপ সিধা কোথায় পাইব? ঠাকুরের কথায় অবিশ্বাসী হইয়া তাঁহার বাণী যে তিনটী রেখার দ্বারা কাটিয়া দিয়াছিলাম, তাহাতেই তাঁহার বুক চিরিয়া হইয়াছে। আমি হতভাগ্য ও সন্দেহান-চিত্ত, তাই তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত। আজ ঠাকুর স্বয়ং আসিয়া আমাকে সন্দেহ-সাগর হইতে উদ্ধার করিলেন। তাঁহার বাক্যে আর যেন কখনও জামার এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত না হয়। ব্রাহ্মণ স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে গোপীনাথের ভোগ দিয়া সেই প্রসাদ-রূপ পরম প্রীতির সহিত ভোজন করিলেন এবং গীতার টীকা-কার্য্য ক্রমে ক্রমে সমাপন করিলেন।

শ্রীভগবানের “সর্বৈশ্বরত্ব” বুদ্ধিই শ্রেয়ঃসাধক

“অহং ক্রতুবহুং বজ্রঃ” ইত্যাদি, “অবজ্ঞানস্তি মাং মূঢ়াঃ” ইত্যাদি “তৈবিত্তা মাং সোমণাঃ” ইত্যাদি, “যেহণ্ডদেবতা-কৃত্যঃ” ইত্যাদি, “কামশ্চৈবৈশ্বর্য-ত-জ্ঞানাঃ” ইত্যাদি গীতার শ্লোক পর্যালোচনায় দেখা যাইতেছে, স্বর্গাদি অখলাভ-জন্য পৃথক্ ঈশ্বর-বুদ্ধিতে উদ্ভূত দেবতার বজ্রাদি দ্বারা ভজন-কাণ্ডাটীও শ্রদ্ধার সহিত এবং সর্বাঙ্গেও সজ্জিত সুসম্পন্ন হইলে পর, ভগবৎ রূপান্তরে তাহার ফল ফলভঙ্গ্য স্বর্গাদি মাত্র লাভ হয়। প্রার্থনাতিরিক্ত বস্তু বা পারমাথিক কোনও ফল লাভ হয় না। কিন্তু সাক্ষাৎ স্বন্ধে অনন্তভাবে ভগবত্ত্বজনে যে প্রার্থনাতিরিক্ত ফলও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা “অনন্যাসিচ্ছন্তো যাম্” শ্লোকে ভগবান্ নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধে ভারতবর্ষ জ্ঞান-প্রশংসা-কৌর্তনে দেবগণও তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন,—

সত্যং দিশ্যত্যধিতমধিতো নৃশং, নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।

স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছন্তাসিচ্ছাপিধানং নিজ্ঞপাদপল্লবম্ ॥

(ভাঃ ৩:৯২৬)

অর্থাৎ সাফাৎ সম্বন্ধে অনন্যভাবে ভগবন্তের শ্রুত ভক্তগণ যদি সকাম হইয়া আরোগ্য, বাঁজোহুর্বা, স্ত্রী-পুত্রাদি-লাভেচ্ছাযুক্ত মনেও ভজন করেন, তথাপি ভগবান্ তাঁহার সেই পার্থিত্য বস্ত্র অপর্যাপ্তরূপে নিশ্চয়ই দান করিয়া থাকেন; যেহেতু তিনি সর্বার্থপ্রদ। প্রার্থিত বস্তুর ভোগদ্বারা ক্ষয়ে পুনরায় যাহাতে আবার প্রার্থনার অবকাশ না থাকে, সেরূপ প্রচুর পরিমাণেই তাহা দান করেন। ভগবানের সর্বোপরি বৈশিষ্ট্য এই যে, নিজ-ভক্তের প্রার্থিত বস্তুদি দান করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন না বস্ত্র-বৈশিষ্ট্য-জ্ঞানহীন ভক্তের অপ্ৰার্থিত সমস্ত ইচ্ছার আচ্ছাদক বা সর্বকাম-নিবর্তক স্ব-স্বরূপময় ও তাঁহাকে দান করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী দয়ার পরিচয় সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার বলেন—

“আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে ‘বিষয়’ কেনে দিব ?

স্ব-চরণামৃত দিয়া ‘বিষয়’ ভুলাইব। (১১: ৮: ম: ২২৩৯) (ক্রমশঃ)

উদ্ধারের পথ

(পূর্ব প্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৩ পৃষ্ঠার পর)

“কৃষ্ণের আত্মশক্তি বা স্বরূপশক্তি বা পরাশক্তি এক। সেই পরাশক্তির তিনটি বিভাব, তিনটি প্রভাব ও তিনটি অহুভাব কৃষ্ণেচ্ছায় বিকশিত হইতেছে। চিহ্নশক্তি, জীবশক্তি ও ময়াশক্তি—এই তিনটি বিভাব; ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি—এই তিনটি প্রভাব; সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সখিং—এই তিনটি অহুভাব। (১) ইচ্ছাশক্তিরূপ প্রভাবে চিহ্নশক্তি হ’তে গোলোক, বৈকুণ্ঠ ইত্যাদি লীলাপীঠ; কৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি নাম; বিভূজ, চতুর্ভূজ, ষড়ভূজ, প্রভৃতি বিগ্রহরূপ, গোলোক, বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি পার্শ্বদসহ লীলা, দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ইত্যাদি গুণ বিকশিত হইতেছে। (২) জ্ঞানশক্তিরূপ প্রভাবে বৈকুণ্ঠগত ঐশ্বর্য্য, মধুর্য্য, সৌন্দর্য্যাদি চিহ্নশক্তিদ্বারা উদ্ভিত হইতেছে। কৃষ্ণ বাতীত ইচ্ছাশক্তি আর কাছাতেও নাই। জ্ঞানশক্তির অবিষ্ঠান বাসুদেব প্রকাশ। ক্রিয়াশক্তির অবিষ্ঠাতা বলদেব সহস্রধাদি প্রকাশ। জীবশক্তিরূপ তটস্থ শক্তিতে ইচ্ছা, জ্ঞান, ও ক্রিয়া-প্রভাবে নিত্যপার্শ্বদ, অধিকৃত দেবতা-বর্গ এবং নর, দৈত্য, রাক্ষসাদি উদ্ভিত হইতেছে। (৩) কৃষ্ণের ক্রিয়ানুভব সমুদয়ই স্বীকৃত ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে। চিহ্নশক্তিতে সন্ধিনী, সখিং ও হ্লাদিনী-বিচিহ্নতা। এই সমস্ত মিলিত হইলে পরম প্রয়োজনরূপ প্রেমলীলার অবয়-

বাতিবেক ভাবসিদ্ধি হয়। কৃষ্ণের শক্তি অসীম, অনন্ত ও অপার। চিচ্ছক্তি-ক্রিয়াসমুদয়ই নিত্য।

* * * * *

কৃষ্ণের ক্রিয়াশক্তির নামই সর্গ-শক্তি। মায়াশক্তির নম্বর পরিণাম জড়জগৎ।

যোগমায়া ও মহামায়ার কার্য

আবার চিচ্ছক্তির বিকার জীবরূপে যোগমায়া চিকামে কৃষ্ণের লীলা-পোষণ-শক্তিরূপে বিরাজিত। শ্রীমদ্ভাগবতের “যোগমায়াযুপাশ্রিত” শ্লোক শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াশক্তিকে আশ্রয় করে রমণীয়া করেন বর্ণনা আছে। তিনি ভগবদ্ধামের আবরণে চিন্ময়ী কৃষ্ণলীলায়। স্বর্গ্য সর্বদা দীপ্তিমান থাকলেও পাহাড়ের আড়ালে যেমন সব সময় স্বর্গ্য চোখে পড়ে না, তেমনি ভগবান্ কৃষ্ণও নিত্য নয়ন সম্মুখে থাকলেও যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত থাকায় তাঁকে দেখা যায় না। “যোগমায়া চিৎশক্তি বিস্তৃতশক্তি পরিণতি”—(১৫: ৮:)। এই যোগমায়া যেমন কৃষ্ণের অন্তরঙ্গাশক্তি ও আশ্রিত তত্ত্ব, তেমনি চিচ্ছক্তির ছায়া রূপী জড়মায়া বা মহামায়া কৃষ্ণের বহিঃশক্তি ও আশ্রিত তত্ত্ব।

“মায়াশক্তি, বতিরঙ্গা, জগৎকারণ।

তাহার বৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ।” (১৫: ৮:)

যোগমায়া কৃপা ও আশ্রয় বাতীত চিৎরাজ্যে প্রবেশ করা যায় না ও কৃষ্ণলীলা বোধগম্য হয় না। কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই যোগমায়া কৃষ্ণের দৃষ্টিপথে অবস্থান করেন। যোগমায়া স্বল্পে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—

“নাঃ প্রক'শ: সর্গস্য : যোগমায়া-সমাবৃত:।

মূঢ়োহহং নাভিজানাতি লোকো যামজমব্যয়ম্।” (গী: ৭:২৫)

অর্থাৎ,—“হামি যোগমায়া সমাবৃত বলে সকলের সমক্ষে প্রকট নহি; মূঢ় এই মানব জগৎ আমার অজ্ঞ ও নিত্যরূপকে পরিজ্ঞান হতে পারে না।” কৃষ্ণই যেচ্ছায় নিজ যোগমায়াতে মুগ্ধ থাকেন। যোগমায়া কৃষ্ণের যাবতীয় চিন্ময়ী প্রকাশ করেন ও কৃষ্ণের লীলাপুষ্টির জন্য ভক্তগণকে মোহন ও পোষণ করেন। আর চিচ্ছক্তির বা যোগমায়া দ্বারা ছায়া রূপিনী জড়মায়া প্রাণিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয় সাধন করেন এবং তিনিই ভুবন পুজিতা ‘দুর্গা’ নামে আখ্যাত। যথা,—ব্রহ্মসংহিতা-বচন,—“ছায়েব যন্ত ভুবনানি বিভক্তি দুর্গা।” জড়মায়া বা মহামায়ার মায়ায় নিখিল জগৎ ও সমস্ত

দেহান্তিমাত্রী ব্যক্তি সম্মোহিত হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবভাগবৎ কর্তৃক বিষ্ণুমায়ী দুর্গাদেবীর স্তবে বর্ণনা আছে,—

“যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়ৈতি শব্দিতা ।

নমস্তুস্তৈ নমস্তুস্তৈ নমস্তুস্তৈ নমো নমঃ ॥

৮শ্রী মাগায়া (১৪১) আছে,—‘মহামায়া হরৈশ্চৈতত্ত্বয়া সংমোহাতে জগৎ ।’
অর্থঃ—“ঈশ্বরির শক্তি মহামায়া, তিনি জগৎ মোহিত করেন ।”

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই গুণময়ী মায়ায় কথাত ভগবান্ শীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন,— “দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া দুরতারা ।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতৎ তরন্তি তে ॥” (গী: ৭।২৪)

অর্থঃ—“এই অলৌকিকী গুণময়ী আমার বহিরঙ্গা শক্তি মায়া নিশ্চয় দুরতিক্রমণীয়া, তথাপি বাহারা একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করেন, তাঁহারা এই দুরতারা মায়া অতিক্রম করতে পারেন ।” এই জড়মায়া দুর্গাদেবীরও নিয়ন্তা ভগবান্ শীকৃষ্ণ । কৃষ্ণের ইচ্ছা বাতীত দুর্গাদেবীর স্বতন্ত্রতা নেই । কৃষ্ণানুগী ভক্তি বাতীত এই মায়ার পাশ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না । জড়মায়ায় সংক্রাম জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলেছেন,— “মীরতে অনয়া ইতি মায়া । যাকে মেপে নেওয়া যায়, তাহাই মায়া । মা·যা = মায়া । নহে যাহা তাহাই মায়া । নশ্বর অনিত্য বস্তু মায়েই মায়া । ভগবান্ নহে যাহা তাহাই মায়া । ভগবান্ মায়াধীন; তাঁকে মাপা যায় না ।” মাপা মানেই ভোগ করা । ভোগী লোকেরাই মায়ায় বস্তুর প্রার্থী হয় ।

জীব চিংকণ হ’লেও কৃষ্ণ-বহির্ভূততা-দোষে এই চৌদ্ধভুবনাত্মক দেবীধামে মহামায়া দুর্গাদেবী কর্তৃক মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক লিপ্সু দেহ এবং পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়যুক্ত সুলদেহ—এই দ্বিবিধ আবরণ প্রাপ্ত হয়ে সুল-লিপ্সুদেহে আত্মবুদ্ধিবশতঃ সুখ-দুঃখময় কর্মবন্ধনরূপ দণ্ড ভোগ করতে বাধ্য হয় । এই মহামায়ায় প্রভাব (influence) অতি ভয়ঙ্কর । এই মায়া অনিত্য পিতা-মাতা, জ্ঞী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতির উপর আমাদের মমত্ব খটিয়ে দেয় । এই মায়ায় চলনাতেই আমার সেব্যবস্তু ভগবানের সেবা ভুলে যাই, দেহের ইঞ্জিয়াদিতে ও সংসারের দিকে আকৃষ্ট হয়ে নিজের সুখ, জ্ঞী-পুত্র-কন্যার সুখ, আত্মীয়ের সুখ, দেশের সুখ প্রভৃতি ইত্যর বিষয়ের পিছনে ছুটে বেড়াই । নিজে সংসারের কর্তা সাজতে চাই । টাকা-পয়সা আমাদের নিত্য অশ্রাব যেটাতে পারে না ছেনেও গাধার মত পরিশ্রম করে সময় নষ্ট করি । অথচ নিত্যবস্তু ভগবানের সেবায় একটু সময় দিতেও নারাজ

হই। দ্বিতীয় অতিনিবেশ বশতঃই এই সব অনাত্ম বস্তুর প্রতি আমাদের প্রীতি জন্মায়। ফলে নিয়ত আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিংশ জুড়ে আমরা জর্জরিত হই। আধ্যাত্মিক তাপ অর্থে অর প্রভৃতি দৈহিক দুঃখ ও নানা মানসিক দুঃখ, আধিদৈবিক তাপ অর্থে দৈব-কর্তৃক প্রদত্ত বজ্রপাত প্রভৃতি তাপ এবং আধিভৌতিক তাপ অর্থে মনুষ্য ও ইতর প্রাণীর দ্বারা দুঃখ। আমরা আজ যে রূপ-যৌবন দেখে মোহিনী হচ্ছি, লুক্ক হচ্ছি—সে'রূপ-যৌবন কি চিরকাল থাকবে? যে স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান অঙ্কায় করছি—তাই বা কতদিন থাকবে? আর টাকার গর্ভ, মৃত্যুর পর কোথায় থাকবে? সুতরাং এ'সবের সান্নিধ্যে লাভ কি? আমরা মায়ায় মোহরজ্জু-বন্ধনে এমনই বদ্ধ হয়ে পড়েছি যে, কিছুতেই প্রকৃত সুবুদ্ধির উদয় হচ্ছে না। একমাত্র ভগবৎ কৃপা পেলেই আমরা মায়ার চলনা বুঝতে পারব ও তখনই সুবুদ্ধির উদয় হবে। সুবুদ্ধির উদয় হ'লে মায়ার দাস্তে থাকার দুর্ভিক্ষ অন্তর্হিত হবে।

কৃষ্ণ বহির্গুণতা-দোষ মায়া হৈতে হয়।

কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি হৈতে মায়া-মুক্তি হয় ॥ (চৈঃ চঃ)

আমাদের ভোগ-বৃত্তি যত বাড়তে থাকে, ততই আমরা আত্মবৃত্তি তথা কৃষ্ণ-সেবা থেকে তফাৎ হয়ে যাই। এই ত্রিগুণময়ী মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে না থাকতে পেরে অপাশ্রিত ভাবে (নিম্নিতভাবে আশ্রিত হয়ে) অবস্থান করেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণ,—

ভক্তিযোগেন মনসি সমাক্ষ প্রণিকিতেহমলে।

অপশ্যৎ পুরুষং পূর্বাং মায়াঞ্চ তদুপাশ্রয়াম্ ॥

যয়া সম্বোধিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাশ্রয়ম্।

পরোহি নিম্নতেহনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপজ্ঞতে ॥ (ভাঃ ১:৭:৪-৫)

অর্থাৎ—“ভক্তিযোগ-প্রভাবে গুদীভূত মন সম্পূর্ণভাবে সমাহিত হ'লে ব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপ-শক্তি-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁর পশ্চাদ্ভাগে গহিতভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করলেন। সেই মায়া দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিকল্পিত হ'লে জীব নতু-রজস্বম—এই ত্রিগুণের অতীত হয়েও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অন্তর্গত ‘প্রাকৃত’ বলে অভিমান করে। এই ত্রিগুণপ্রাত প্রাকৃত অভিমান-বশতঃ উহার অনর্থ ঘটে থাকে।”

পরম সন্ন্যাস কৃষ্ণচন্দ্র বকজীবের বহির্গুণতরূপ অপরাধের জন্ত নিজ হস্তে দণ্ড দিতে পারেন না। জীব-সম্মোহন কার্য্য ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের কৃতিকর না হওয়ায় মহামায়া তথা মায়াদেবী ভগবানের উক্ত অপ্রীতিকর কার্য্যের তার গ্রহণ করে বড়ই লজ্জা বোধ করেন। এবং সে কারণে ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হতে পারেন না। তাই যোগমায়ার কার্য্য ও মহামায়ার কার্য্য কখনই এক হতে পারে না। কাহা ও চান্না ভেদেব ল্যাব যোগমায়ী ও মহামায়ার প্রভেদ। অদ্বৈতজ্ঞান তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁর শক্তির বিভূতি স্বরূপতঃ অভিন্ন হয়ে লীলা-রস আনন্দনের ভক্ত বলরাম, শ্রীনারায়ণ, যোগমায়ী, গুণময়ী ভড়মায়ী প্রভৃতি আপেক্ষিক স্বতন্ত্ররূপে লীলার ভেদ নিতা অঙ্গীকার করে প্রকটিত হয়েছেন। বলরামাদি সকলেরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বর্ত্তমান। প্রত্যেকেই যোগাত্মা অঙ্গুগারে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কৃষ্ণের ইচ্ছায় নিত্যকাল ধরে কৃষ্ণ-সেবায় নিয়োজিত আছেন। অচিচ্ছক্তি মহামায়ী দুর্গাদেবী চৌদ্দভুবনের অধিনাত্রী। উর্দ্ধ সত্যলোক থেকে নিম্ন পাতাল পর্য্যন্ত চতুর্দশভুবন সমস্তই প্রকৃত এবং দেবীবাম নামে কথিত। গোলোক-বৃন্দাবন, পরব্যোম বৈকুণ্ঠ এবং এই দেবীবাম—এই তিনধামের অধীশ্বর ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র।

জীবতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

ভগবানের সৃষ্ট জীব সংখ্যায় অনন্ত ও দুইভাগে বিভক্ত; যথা—নিতা-মুক্ত ও নিতাবদ্ধ। শাস্ত্রে জীব সনাতন ও বিভিন্নাংশ তত্ত্বরূপে নিকৃপিত হয়েছে;—

‘স্বাংশ বিস্তার চতুর্ব্যূহ অবতারগণ।

বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গনন ॥’ (১৫: ৫: মধ্য)

জীবকে ভগবানের চিচ্ছক্তির অল্পপ্রকাশ তটস্থ শক্তি বলে ‘পঞ্চরাত্রে’ শ্রীনারদ বর্ণনা করেছেন,—“যত্তটস্থং তু চিক্রপং স্বসংবেত্তাধিনির্গতম্” অর্থাৎ “চিচ্ছক্তি-নির্গত চিক্রপ জীবট তটস্থ।” পূর্ণচেতন ভগবানের চিচ্ছক্তির অংশ বা বিভিন্নাংশ বলে জীব অহুচেতন। আর চিচ্ছক্তির ছায়া মায়াশক্তি। জীব ভগবৎ অহুগতি মায়াভীত চিদন্ত হ’লেও ক্ষুদ্রত্ব হেতু তদপেক্ষা মায়াশক্তি অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন। জীবের যেমন চেতনাশক্তি রয়েছে, তেমনি স্বতন্ত্রতা বা Free will অবশ্যই আছে। জীবের স্বতন্ত্রতা থাকার কারণ সম্পর্কে জগৎগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত দ্বৈতী গোহামৌ প্রভুপাদ বলেছেন,—“জীব নিভূঁচৈতদ্ব পরমেশ্বরের জগু অংশ। সমুদ্র যে কলধর্ম্ম আছে, বিদ্যুতে সেই

জলধর্ম অণু পরিমাণে রয়েছে। বিভূ ভগবান্ পরম স্বতন্ত্র; অণুচিৎ জীবও তদনুপাতে স্বতন্ত্রতা রয়েছে।” জীবের স্বতন্ত্রতা না থাকলে সে তো জড়-বস্তু হ’য়ে যেত। জীবের মধ্যে স্বতন্ত্রতা ধর্ম অণুপরিমাণে থাকার জন্য জীব চিজ্জগৎ ও অচিজ্জগৎ যে কোন জগৎ থাকার অধিকারী। স্বতন্ত্রতার সম্ভাবনার ও অপব্যবহার ফলেই যথাক্রমে জীবের নিত্যমুক্তদশা ও নিত্য-বদ্ধদশা। নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ—উভয় প্রকার জীবই ভগবানের বিভিন্নাংশ বস্তু শক্তির অংশ। মায়াযুক্তগণই নিত্যমুক্ত জীব, আর মায়াগ্রস্তগণই নিত্য-বদ্ধ জীব। জীবের নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ-দশাভেদে বিচার প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় “জৈবধর্ম্য” গ্রন্থে লিখেছেন.—“গোলোক-বৃন্দা-বনষ্ট এবং পরবোমস্ত বগদেব ও সদ্ধর্ষ প্রকটিত নিত্য-পার্বদ জীবসকল অনন্ত; তাঁহারা উপাস্ত-সেবায় রসিক; সর্বদা স্বরূপার্থ-বিশিষ্ট; উপাস্ত-অধায়েষী; উপাস্তের প্রতি সর্বদা উন্মুখ, জীব-শক্তিতে চিচ্ছক্তির বল-লাভ করে তাঁহারা সর্বদা বলবান্; মায়ায় সহিত তাঁদের কোন সম্বন্ধ নাই; মায়াশক্তি বলে কোন শক্তি আছেন, তাহাও তাঁরা অবগত নন; যেহেতু, তাঁরা চিন্মগ্ন-মহাবদ্বী এবং মায়া তাঁদের নিকট হ’তে অনেক দূরে; তাঁরা সর্বদাই উপাস্ত-সেবা-অথে মগ্ন, দুঃখ, জড়সুখ ও নিজসুখ ইত্যাদি কখনই জানেন না। তাঁরা নিত্যমুক্ত। প্রেমই তাঁদের জীবন; শোক, মরণ ও ভয় যে কি বস্তু, তাহা তাঁরা জানেন না।

কারণাক্রিয়-মহাবিষ্ণু মায়ায় প্রতি দৈক্ষগরূপ কিরণগত অণু-চৈতন্য-গণও অনন্ত; তাঁরা মায়া-পার্শ্বস্থিত বলে মায়ায় বিচিত্রতা তাঁদের দর্শন-পথ-রূঢ়। পূর্বে যে জীব-সাধারণের লক্ষণ বলেছি, সে সমস্ত লক্ষণ তাঁদের আছে, তথাপি অত্যন্ত অণু-সম্ভাব-প্রযুক্ত সর্বদা তটস্থ-ভাবে চিজ্জগতের দিকে এবং মায়া-জগতের দিকে দৃষ্টিপাত কর্তে থাকেন। এ’ অবস্থায় জীব অত্যন্ত দুর্বল, কেননা,—ইষ্ট বা সেবা বস্তুর রূপালভ করত চিদ্বল লাভ করেন নাই। ইহাদের মধ্যে যে-সব জীব মায়া ভোগ বাসনা করেন, তাঁহারা মাতিকি বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হবে মায়াতে নিত্যবদ্ধ। তাঁহারা সেবা-বস্তুর চিদবলশীলন করেন, তাঁহারা সেবা-তত্ত্বের রূপায় সহিত চিদ্বল লাভ করত চিদ্ব্যমে ‘নীত’ হন। আমরা দুর্ভাগা, কক্ষের নিত্যদাস্য হুসে মায়াভিনিবেশ দ্বারা মায়াবদ্ধ আছি; অতএব স্বরূপার্থহীন হ’য়েই আমাদের এ দুর্দশা।” (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মাণ্ডল, কবিভূষণ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অবদান-বৈশিষ্ট্য

শ্রীরক্ষ-বান্ধব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অঙ্কতম সংরক্ষক অচার্য্যপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তক্লিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ১২৪০ দাশে (তখন তিনি শ্রীবিদ্যোদিতচার্য্য ব্রহ্মচারী, কৃতিব্রত-নামে সুপরিচিত) অক্ষয় কৃতীয়ায় কলিকাতার বোসপাড়া লেনে এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর আচারিত ও প্রচারিত শ্রেমধর্ম জগতে প্রচার করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য। সনাতন ধর্ম বা বৈষ্ণবধর্ম আবাতমান কাল তটতে জগতে রয়েছে। কালের বিভিন্ন প্রবাহে কখনো বা ইহার উত্থান ও কখনো বা পতন বলিয়া প্রতিপাত হইলেও ইহার স্থায়ীত্ব নষ্ট হয় না। কালের বিভিন্ন গতির সময় শুধু ইহার ধারা-প্রবাহ তথ্যতা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হইলেও কার্য্যত লক্ষ্যস্থল আশ্রয়।

আজ তটতে প্রায় পাঁচ শতাব্দীর নূনকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে শ্রেম-ধর্মার প্লাবন পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছেন—সেইরূপ উন্নত চিন্তাধারা এখন আধুনিক বিশ্বের কল্লনার রূপকার রূপে তাঁহার যে অবদান তাহা বিশেষ অদ্বিতীয়।

যশস্ব ধর্মের নামে নিজেদের মথো তানাতানি, ধর্মের নামে প্রবল হিংসার উন্মত্ততা, ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা যখন সমাজকে ভর্জ্জিত করিতেছিল, উপেক্ষিতগণ যখন সমাজের নিষ্পেষণায় আত্মতর্পণে জাহি জাহি করিতেছিল—ঠিক সেই সময়ে এসেছেন নদের নিমাই পত্নীতের বাক্যব, নিত্যশান্তির সন্ধান প্রদাতা শ্রীগৌরাজদেব। তিনিই অগ্রদূতরূপে প্রকৃত সমাজতন্ত্রের বাণী জগতে আচরণের দ্বারা প্রথম প্রচার করেন। তিনিই একমাত্র প্রকৃত জীবনদী। কারণ দেয়ার সন্ধান জনিকের জন্য না শুধু ক্ষণভঙ্গু শরীরের জলুট সীমাবদ্ধ নহে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু চেয়েছেন নীতিবানীগণকে ক্রমপন্থার যথাযথ অধিকার প্রদান পূর্বক উন্নত তটতে উন্নততর অবস্থায় উন্নিত করা। নিম্নতরে অবস্থিত জন-গণকে উন্নতচিন্তায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য অমুপ্রেরণা-দানপূর্বক অধিকার প্রদান। কিন্তু তাই বলে উন্নতশিখরে বাহারা প্রতিষ্ঠিত তাঁহাদিগকে অধা-পত্নিত করিয়া সমান করিতে প্রয়াসী হন নাই। পরন্তু উন্নত শিখরে বাহারা এগিয়ে গিয়েছেন তাঁহারা বাহাতে নৈতিক কর্তব্যবোধে পিছিয়ে থাকা জনগণকে উদারতার হাত ছানি দিয়ে আকর্ষণ করিতে পারেন—মহৎ দৃষ্টি-

ভঙ্গী নিয়ে হাত প্রসার করে আপামরগণকে বুকে টেনে শান্তনার বাণী জনাইতে এগিয়ে আসায় ব্রতী হইতে পারেন—সেই যে শিক্ষা তাহা অতুলনীয়—অত্যন্ত অতীত। শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যম্ভাবর দশম অষ্টমরূপে পরমহংসস্বামী ঠাকুর শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অমুপ্রানিত। তিনি এই ধারার স্মৃতি বিগ্রহ ছিলেন। আধুনিক বিশ্বে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে “সারস্বত গৌড়ীয়-সম্প্রদায়” রূপেও অবিহিত করেন।

১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ ইহলীলা সম্বরণ করায় কিয়দ্দিন পূর্বে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমিতি যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা হয় তজ্জন্তু দ্বাদশ স্তম্ভ সমন্বিত একটি পরিচালক সমিতি গঠন করিয়া যান। পরবর্ত্তিকালে উক্ত পরিচালক সমিতির সভাপতি-আচার্য্য রূপে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেন্দান্ত বামন মহারাজ নিয়োজিত হন এবং ১৯৬৯ সালে এই সমিতি পশ্চিমবঙ্গেব সোশাইটি রেজিস্ট্রেশন গ্যাস্ট অনুযায়ী নিবন্ধীকরণ (Registration) করা হয়। তদবধি এই সমিতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে এবং দিন দিন ইহার কার্যাবলী (activities) প্রসারতা লাভ করিতেছে। সামাজিক পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কালোপযোগী ভাবে আচার্য্যগণ তাঁহার প্রচার বৈশিষ্ট্য রচনা করেন। স্তূতরাং সে-দিক দিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেন্দান্ত সমিতির ধারারও বৈশিষ্ট্য থাকা স্বাভাবিক। তজ্জন্তুই বহুমুখী পরিকল্পনা লইয়া এই সমিতির কার্য-প্রসারতা লাভ করিতেছে। কিন্তু ইহার মৌলিক নীতির কোন খর্ব্ব করা হয় নাই। এই সমিতির সেবক-বৃন্দ সমাজ-জীবনের সহিত ওৎপ্রোত ভাবে জড়ীত থাকিয়া আদর্শজীবন-যাপনের সহায়তা করিতেছেন। বিভিন্নপন্থায় লোক-জনকে আকৃষ্ট করিয়া ভগবৎসেবা মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ বিধান করিতেছেন।

ঠাকুর সেবা—বিভিন্ন সেবকবৃন্দ লোকের দ্বাবে দ্বারে গিয়া শান্তির বাণী শুনাইয়া অমৃতের সন্ধান প্রদান করেন। সেবকবৃন্দ শিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যে-আত্মকূলা প্রাপ্ত হয় তদ্বারা ঠাকুর-সেবার উৎসর্গ করিয়া শুধু যে নিজেদের উদরপূর্ত্তি করেন—তাহাই নহে; পরন্তু প্রত্যন্ত বহু দীন-দুঃখী, অতিথিবৃন্দকে মহাপ্রসাদবিতরণ করিয়া থাকেন। ফাল্গুনী পূর্ণিমার সময় শ্রীমদ্রূপপ্রভুর আবির্ভাব-তিথিকে কেন্দ্র করিয়া সপ্তাহাধিক কালব্যাপী যে মহা-মহোৎসবের আয়োজন হয় তাহাতে প্রায় দৈনন্দিক জনসাধারণ কসাদ

পাইবার সৌভাগ্য লাভ করেন। তদুপরি শ্রীরথযাত্রার সময় একাদশ দিবসব্যাপী যে উৎসবের আয়োজন হয় সে-সময়েও প্রত্যহই সহস্রাধিক লোককে প্রসাদ বিতরণ করিয়া থাকেন। এছাড়াও এই সমিতির প্রতিষ্ঠা-তিথি উপলক্ষে অক্ষয় তৃতীয়া, স্নানযাত্রা, শ্রীজন্মান্বষ্টমী-রাধাষ্টমী, সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি মহারাজের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে শাবদীয়া পুণিমা-তিথিতে বিরাট মহা-মহোৎসব, অন্নকুট, রাসপুণিমা বা উজ্জ্বলিত সমাপ্তি-উৎসব, শ্রীকৃষ্ণপূজা বা গুরুপূজা উপলক্ষে মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া হইতে পঞ্চমী-তিথি পর্যন্ত দিবসত্রয় ব্যাপী উৎসব ইত্যাদির আয়োজন সমূহে আবাল-বৃদ্ধবনিতা-দীন-দুঃখী-আতুর সকল ধরনের লোককেই অকাতরে প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি জনসাধারণের হিতার্থে করিয়া থাকেন। এই সমিতির মূলমঠ ও প্রধান কেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠেই নহে হয় বৎসরে দুই লক্ষাধিক জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। ইহা নবদ্বীপের একটা নিশ্চয়ই গৌরবের সম্পদ।

দাতব্য চিকিৎসালয়—শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা হইয়া আসিতেছে। অনাথ দীন-দরিদ্রদিগকে সহায়তার জন্য এই ব্যবস্থা। ইহা প্রত্যহ দুইবেলা রোগীদিগের জন্য উন্মুক্ত করা হয় এবং ঔষধপত্র বিনাভায়ে বিতরণ ব্যতীত কোন কোন সময়ে দরিদ্র-দিগকে পথ্যাদিও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

গ্রন্থালয়—এই মঠে একটি বিরাট গ্রন্থালয় রয়েছে, যাহাতে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিবার জন্য সুযোগ-সুবিধার ক্রটি নাই। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ-গীতা-ভাগবত-পুৰাণ-রাযায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি বিভিন্ন দর্শন তথা গোস্বামিগণের বহু গ্রন্থ এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞান-জ্যোতিষ ব্যতীতও নানা ধরনের সংস্কৃত-বাংলা-ইংরাজী ভাষায় তুলনামূলক গ্রন্থাদি, এককথায় একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রন্থাগার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই গ্রন্থাগারে প্রত্যহ বহুলোক বিনা খরচায় গ্রন্থ অধ্যয়ন ও ধর্মচর্চা বা আলোচনা করার সুযোগ পাইয়া থাকেন, যার ফলস্বরূপে মানবগণ যেমন আত্মিক কল্যাণ লাভ করার সুযোগ পান—সামাজিক জীবনেও নৈতিক আদর্শ অনুসরণ করত সমাজ-জীবনকে অশান্তি হইতে শান্ত পরিবেশ প্রদান করেন।

শিক্ষা-চর্চা—আদর্শ শিক্ষা-মাধ্যমে সমাজে নৈতিক চরিত্র গঠন করার উদ্দেশ্যে আধুনিক শিক্ষার মধ্য দিয়েও ভারতীয় চিন্তাধারার বাস্তবরূপ

প্রদানের জন্ত শিক্ষার প্রদানের জন্ত ব্যবস্থা এই সমিতির অন্যতম সমাজ-সেবা সমিতির কর্তৃপক্ষ সংস্কৃত বিদ্যালয় (চতুঃপাঠী) স্থাপন করে যেমন, আধ্যাত্মিক জীবনকে সমৃদ্ধ করিতে প্রয়াসী আবার আধুনিক বিশ্বের সহিত হাত মিলিয়ে থাকার জন্ত আধুনিক শিক্ষার জন্তও ব্যবস্থা রেখেছেন। ইহা প্রাচ্য ও পশ্চাৎগের এক মিশ্রণ ভাবিকার পাবিগমিত হইতেছে। সঙ্কীর্ণ জাতি-ভেদ, ভাষা-বিভেদ ভুলিয়া যাওয়াতে মহৎ জীবন লাভ করা যায়—তাহারই প্রচেষ্টা। এখানে রাজনৈতিক কোনরূপ কার্যকলাপ স্থান পায় না। সঙ্কীর্ণতার কোন গন্ধ নাই। যোগাযোগ যথাযথ মর্মান্বিতা স্বীকার করিয়া পরস্পর পরস্পরকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা যোগ্যে প্রদান করা যায় সেই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই সম্মিলিত হইয়া বিশ্ব-প্রীতি-সূচনার পদক্ষেপ। সমাজে যাহারা উপেক্ষিত—ঘৃণিত তাহাদিগকে প্রতি সমবেদনা প্রদান করিয়া জীবনকে গড়িয়া তোলাই প্রেরণা দান এবং নৈতিক অধঃপতন হইতে যাহাতে রক্ষা পাইতে পারি তার জন্ত অনলস প্রচেষ্টা—এই সমিতির এক মহৎ অবদান।

আজকের সমাজে যেকোন নৈতিক চরিত্র অধঃপতনের প্রবণতা দেখা দিয়েছে তাহাতে স্মৃতি-প্রসার দৃষ্টি-ভঙ্গী রূপে মরণের বিষয়িক জীবনের উচ্চাঙ্গ প্রদান আর জীবনের বাতনায় স্মৃতি হইতে আগরণ এবং তারই মাঝে আশার বাণী নিয়ে অমৃতের সন্ধান দান—ইহা এক নিশাহারা সমাজকে নিশীথের আঁধার রাতে আলোক-বিস্তার প্রদানের সমতুল।

আমরা প্রায় প্রত্যেকেরই নিজে শাস্তি পেতে সর্বদা চেষ্টা। শাস্তি আমরা চাই—এক নিষে বাস্তব। কিন্তু শাস্তি আমরা দেব—ইহা ক'জনে বাস্তব করেন? ক'জনের হৃদয়ে ইহা স্মৃতি-বসতি? ক'জন এর জন্ত প্রতি-নিয়ত চেষ্টা করেন? কেহ বা প্রতিষ্ঠার আশায়, কেহ বা অর্থ লালুপতার দৃষ্টি লটকে, কেহ বা সমাজে গুরু-মান্য সাজিতে, কেহ বা হুকুমের অধিকার হইতে, কেহ বা সমাজে পূজ্য হইয়া নাম-কিনিতে ইত্যাদি। কতজন যে কত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাজ-জীবনে সমাজ-সেবা হইতে চায় তাহার ঠিকানা নাই। এইরূপ ভাবের যাহাতে প্রবণতা না হয় হয় তজ্জন্ত এই সমিতির উদ্বৃত্তমগণ সাবধান বাণী শুনাইতে কুণ্ঠিত হন না।

কালের ছুঁয়ার গতির সঙ্গে সামাজিক জীবনের গতিবিধিও বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। কাশোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গী রাখিলেও মূলবস্তু বা নিত্যবস্তুর বাস্তব-সন্ধান আবাদিগকে অবশ্যই করিতে হইবে। তজ্জন্তই এই সমিতির

পক্ষিতবা হইল এই যে, ভাবপ্রবণতা না হইয়া বাস্তবদৃষ্টিভঙ্গী রেখে আমাদের সমাজ-জীবনে বা জীবন-যুদ্ধে এগুতে হবে। অধিকারী-ভেদে প্রত্যেকের অবদান নিশ্চয় কখনই এক হইতে পারে না। সমস্ত অবদানের সারবস্তু গুণু গুণু করে সংশ্লিষ্টের পর তবেই সমাজ-জীবন সুন্দর রূপে প্রতিষ্ঠাত হয়। সুতরাং সবই যেমন এক নয়, তেমনি আবার সবাই প্রয়োজন না—ইহাও বলা যায় না। তবে অবদান-ভেদে যেমন তারতম্য থাকবে, মর্যাদারও বৈশিষ্ট্য অবশ্যই স্বীকার্য।

এখন এট সমিতির বর্তমান সভাপতি-প্রধান পরিব্রাজকচার্য ত্রিদিগ্ধ-স্বামী শ্রীশ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত বাসন মহারাজ যেভাবে দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শ্রীহরিকথা, আত্মতত্ত্ব-কথা বা জৈবধর্মের অর্থাৎ জীবজ্ঞান স্বরূপের কথা, প্রকৃত শাস্তির কথা প্রচার করিতেছেন তাহাতে এহু লক্ষ লোক সেই বাণী শ্রবণ করিয়া যেক্রপভাবে আগ্রহ হইয়াছেন এবং চর্চিতেছেন—ইহা নিশ্চয়ই বিশেষ অভিনন্দনযোগ্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবানের নিকট চর্চিতে তিনি নিশ্চয়ই করুণা লাভ করিবেন। এমনকি অদূর ভবিষ্যতে মহামান্য রাষ্ট্রপতিও হয়তো স্বামীজীর মহৎসেবার জন্ত অভিনন্দিত করিতে কৃষ্টিত হইবেন না। আমি মহারাজজীর দীর্ঘ ও সুস্থজীবন ভগ্নচরণে প্রার্থনা করি।

পরিণেমে আমার বক্তব্য এই যে, বর্তমান সমাজ-জীবনের যাহা পরিস্থিতি তাহাতে এইরূপ বহুমুখী সমাজ-সেবামূলক প্রতিষ্ঠানটির বিশেষ প্রয়োজন। যাহা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে সর্বসাই সমাজ-কল্যাণ সাধন করিতেছেন। সুতরাং ইহার সার্বিক সহযোগিতার জন্ত জনগণের নিকট অনুরোধ জানাই।

এই সমিতি রাজনৈক সংযোগ না করিলেও সরকারী ও বেসকারী সকলধরনের লোকের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া থাকেন। সম্প্রতি ভারত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসক অধিকর্তা মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রীজৈল সিং এই-সমিতিতে যে-পত্র দিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিতে শ্রীপত্রিকার পরিচালক-বিভাগকে অনুরোধ জানাইতেছি। সমগ্রান্তরে এই সমিতির আরও বিভিন্ন কার্যাবলী প্রকাশ করার আশা রাখিলাম।

—শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়,

সভাপতি, নবদ্বীপ ধর্মরক্ষণী সভা,

নবদ্বীপ (নদীয়া)।



सत्यमेव जयते

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली, भारत

RASTRAPATI BHAVAN, NEW DELHI INDIA

2nd. August, 1982

I thank you most heartily for your congratulations on my assumption of office as President of India. I am sure your good wishes will help me immensely living upto the faith and confidence reposed in me by the Nation.

With best wishes,

Sd./-Zail Singh

(Zail Singh)

To

Swami Bhakti Vedanta Acharyya

Shri Goudiya Vedanta Samiti,

Shri Devananda Goudiya Math,

P.O. Nabadwip—741302

Dist. Nadia (W. Bengal).

।। ইন্দী গুরু-গোরাহো। অবতঃ ।।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সন্থিত্তিৰ প্রতিষ্ঠাতা
আচার্যাবৰ্ণা পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
১০০শ বার্ষিক নিবৃত্তি মহোৎসব



নমো ঐ বিদ্যুৎপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।
শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরঙ্গে জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ।
ফোন—২৪৭

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবনতিপূর্বিকেরম—

সাদর সম্ভাষণপূর্বিকেষম্—

আগামী ৩০শে পত্ন্যভ, ১৪ই কার্তিক (ইং ১১১৮২)
সোমবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদবীনস্থ ভারতব্যাপী শ্রীগৌড়ীয়
মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্বদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ
১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রাক্তান কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-
তিথি উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে ১৪শ
বর্ষপূর্তি বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে ।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে
আপনি সবান্ধব যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার-দানে
রূপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা । পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের
ত্রুটি মার্জ্জনীয় । ইতি—১২ই আশ্বিন, ১৩৮১

শুদ্ধভক্ত-রূপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেনা-সূচী ঃ—

১৪ই কার্তিক, ইং ১১১৮২ সোমবার—

প্রাতে—মহাজন-পদাবলী কীর্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের
অতিমর্ত্য চরিত্র আলোচনা ।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ ।

অপরাহ্নে—৪-৬০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন ।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবাসূচী প্রেরণ করিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিহামী
শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নামে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অচৈতু কাশ্যতিকৃত্য। যযাত্তা সুপ্রসীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোকজে আইতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ।

অন্য ধর্ম সূক্ষ্মরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার রতি নৈলে গও সেই শ্রম ।

৩৪শ বর্ষ

১৭ দাঁশোদর, প্রত্যায়, ৪২৬ গৌরাক
২২ কার্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৮১১।১৯৮২

২ম সংখ্যা

সান্নিধ্য

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাষ্টকম্

[শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

অম্বুদাগ্গোপেন্দ্র-নিমি-কান্তি-ভঙ্গঃ

কুঙ্কুমোদক-বিজাদংগু দিব্যদম্বঃ ।

শ্রীমদঙ্গ-চর্চিতেন্দুপীতনাঙ্গ-চন্দনঃ

স্বাভিষুদাস্তদোহস্ত মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ১ ॥

যাঁহার কান্তিছটা নব-ভলধর, দলিত কজল ও ইন্দ্রনীলমণিকেও তিরস্কার
করিতেছে, যাঁহার বসন কুঙ্কুম, উদয়োগুখ সূর্য ও বিদ্যাহইতেও দীপ্তিমান,
যাঁহার শ্রীমঙ্গ কর্পূর ও কুঙ্কুমযুক্ত চন্দনে চর্চিত, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ
আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ১ ॥

গণ্ড-তাণ্ডবাণ্ডি-পণ্ডিতাণ্ডেশ-কুণ্ডল-

শচন্দ্র-পদ্মশণ্ড-গর্ভ-খণ্ডনাস্ত্র-মণ্ডলঃ ।

বল্লবীষু বর্দ্ধিতাশ্র-গুটভাব-বন্ধনঃ

স্বাভিষু দাস্তদোহস্ত মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ২ ॥

যাঁহার গণ্ডদ্বয়ে মকর-কুণ্ডল পরম নিপুনতার সহিত মনোহর নৃত্য করিতেছে, যাঁহার শ্রীমুখ-মণ্ডলচন্দ্র ও পদ্ম-গমুতের গর্ভে খর্ব করিতেছে এবং যিনি গোপাঙ্গনা-সমূহে স্বীয় নিগূঢ় ভাব অর্থাৎ প্রেম বর্দ্ধিত করিতেছেন, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্ত দান করুন ॥ ২ ॥

নিতানবা-রূপ-বেশ-হৃদ-কেলি-চেষ্টিতঃ

কেলিনর্ম্ম-শর্ম্মদায়ি-মিত্রবৃন্দ-বেষ্টিতঃ ।

স্বীয়-কেলি-কাননাংশ-নির্জিজ্ঞেতেন্দ্র-নন্দনঃ

স্বাভিষু দাস্তদোহস্ত মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৩ ॥

যাঁহার মনোহর রূপ, বেশ, প্রেমকেলি ও প্রেমচেষ্টিত মিত্য নূতন, যিনি ক্রীড়া-কালীন সুখদায়ক সুহৃদবৃন্দে পরিবেষ্টিত এবং যাঁহার কেলি-কাননের কিরণমালা ইন্দ্রের নন্দন-কাননকেও পরাভব করিয়াছে, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্ত দান করুন ॥ ৩ ॥

প্রেমহেম-মণ্ডিতাশ্র-বন্ধুতাভিনিন্দিতঃ

ক্ষৌণীলগ্ন-ভাগ-লোকপাল-পালি-বন্দিত ।

নিত্যকামসৃষ্ট-বিপ্র-গৌরবাণি-বন্দনঃ

স্বাভিষু দাস্তদোহস্ত মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৪ ॥

প্রেমরূপ হেম-মণ্ডিত বন্ধুবর্গ যাঁহার অভিনন্দন করিতেছেন, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ ভূতলে মস্তক অবনত করিয়া যাঁহাকে বন্দনা করিতেছেন এবং যিনি প্রতাহ প্রাতঃকালাদি যথাসময়ে বিপ্রগণ ও গুরুবর্গকে প্রণাম করিয়া থাকেন, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্ত দান করুন ॥ ৪ ॥

শীলয়েন্দ্র-কালিয়োক্ষ-কংস-বৎস-ঘাতক-

স্তম্ভদাত্ত-কেলি-বৃষ্টি-পুষ্টি-ভক্তচাতকঃ ।

বীৰ্য্যশীল-শীলায়াত্ম ঘোষবাসি-নন্দনঃ

স্বাভিব্যুদাস্তদোহস্ত মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৫ ॥

যিনি ইন্দ্র ও কালিরের দৰ্প চূর্ণ করিয়াছেন, কংস ও বৎসাজুরকে ধ্বংস করিয়াছেন, এবং যিনি সেই ইন্দ্রাদির গৰ্ব্ব-খণ্ডনাদি-রূপ কেলিসুধা-ধারা-বর্ষণ-দ্বারা স্বীয় ভক্তরূপ চাতকগণকে পরিপুষ্ট করিতেছেন, তথা যিনি স্বীয় শৌর্য্য-বীৰ্য্যাদি দ্বারা আভীরণশ্রী-নিবাসী গোপগণকে আনন্দিত করিয়াছেন, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্ত দান করুন ॥ ৫ ॥

কুঞ্জ রাসকেলি-সীধু-রাধিকাদি-ভোষণ-

স্তম্ভদাস্ত্র-কেলি-নৰ্ম্ম-ভক্তদালি-পোষণঃ ।

প্রেমশীল-কেলি-কীৰ্ত্তি-বিশ্বচিত্ত-নন্দনঃ

স্বাভিব্যুদাস্তদোহস্ত মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৬ ॥

যিনি কুঞ্জ মধ্যে রাসক্রীড়া-রূপ অমৃত-সিঞ্চনে শ্রীরাধিকার সন্তোষ বিধান করেন ও যিনি সেই স্বীয় রাসক্রীড়া-জনিত হাস্য-পরিহাসাদি-দ্বারা শ্রীরাধিকার সখীগণকে পরিপুষ্ট করেন এবং যাহার প্রেম, চরিত্র ও কেলি-সমূহের কীৰ্ত্তি-রাশি নিখিল জগজ্জনের মানস পবিত্র করিতেছে, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্ত দান করুন ॥ ৬ ॥

রাসকেলি-দর্শিতাত্ম-শুদ্ধভক্তি-সংপথঃ

স্বীয়-চিত্র-রূপবেশ-মন্মথালি-মন্মথঃ ।

গোপিকাসু নেত্রকোণ-ভাববৃন্দ-গন্ধনঃ

স্বাভিব্যুদাস্তদোহস্ত মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৭ ॥

যিনি রাসশীলা-সমূহ-দ্বারা ভক্তগণকে স্বীয় শুদ্ধভক্তিময় সংপথ প্রদর্শন করিতেছেন, যাহার মনোহর রূপ ও বেশ দ্বারা মন্মথেরও মন মথিত হইতেছে এবং যিনি স্বীয় মন্মথ কোণের বাক্সম দৃষ্টি-দ্বারা গোপিকাগণের হৃদয়ে বিবিধ ভাব-তরঙ্গ উষলিত করিতেছেন, সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্ত দান করুন ॥ ৭ ॥

পুষ্পচায়ি-রাধিকাভিমর্ষ-লব্ধি-তর্ষিতঃ

প্রেমবাম্য-রম্য-রাধিকাস্ত্র-দৃষ্টি-হর্ষিতঃ ।

রাধিকোরসীহ লেপ এষ হারিচন্দনঃ

স্বাভিযুদাশ্রদোহস্ত মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীরাধা পুষ্প-চয়নার্থে আগমন করিলে যিনি তাঁহার অঙ্গ-স্পর্শের নিমিত্ত
বাকুল হন, প্রেমোৎপন্ন বামাভাব অর্থাৎ প্রতিকূলতা বশতঃ পরম রমণীয়
শ্রীরাধিকার মুখস্পর্শ সন্দর্শন করিয়া যাহার আনন্দ-গাগর পরিবর্ধিত হয় এবং
যিনি শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থলে পরম সুগন্ধি ও পরম সুখ-জনক চন্দন-লেপ-সদৃশ,
সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে পৌর পাদপদ্মের দাস্ত্র দান করেন ॥ ৮ ॥

অষ্টকেন যজ্ঞেনে রাধিকাসু-বল্লভং

সংস্তুবীতি দর্শনেহপি সিন্ধুজাদি-তুর্লভং ।

তং যুনক্তি তুষ্টচিত্ত এষ ঘোষ-কাননে

রাধিকাসু-সঙ্গ-নন্দিতাত্ম-পাদ-সেবনে ॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি এই অষ্টক-দ্বারা শ্রীরাধিকার প্রাণ-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে স্তুত
করেন, লক্ষ্মী প্রভৃতির পক্ষেও যাহার দর্শন সুতুর্লভ, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার
প্রতি তুষ্ট হইয়া, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধিকা সহ আলিঙ্গিত হইয়া, তাঁহাকে দ্বীয়
পরমানন্দময় শ্রীপাদপদ্ম-সেবনে নিযুক্ত করেন ॥ ৯ ॥

অপ্রাকৃত

শাস্ত্রে দৈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—এই পাঁচটি অর্থ বর্ণিত আছে ।
বিভূসম্বিং দৈশ্বর, অণুসম্বিং জীব, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের আশ্রয় দ্রব্যই প্রকৃতি,
ত্রৈগুণ্যশূন্য জড়দ্রব্য কাল ও পুরুষ-প্রযত্ন-নিষ্পাদ্য অদৃষ্টাদিশব্দ-ব্যাচ্য কর্ম ।
রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সম্মিলনে অব্যক্ত প্রকৃতি । প্রকৃতি হইতে
গুণত্রয় উদ্ভূত, তাহাতেই নশ্বর জগৎ প্রকাশিত । এতদ্ব্যতিরিক্ত অণু-
সম্বিং বদ্ধজীবের ভোগ্য গুণত্রয়নির্মিত জগৎ প্রাকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ ।
যেখানে নশ্বরতা নাই, সেখানে জীবের ভোগবদ্ধ অদৃষ্টের অভাব । তথায়
নিত্যকর্ম প্রবল, প্রাকৃত গুণত্রয়ে অণুসম্বিং ধর্মের মিশ্রভাব বর্তমান ।
অবিমিশ্র অণুসম্বিং প্রাকৃত গুণ গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত অদৃষ্টভাবে
মিশ্রিত হন না । যেখানে অণুসম্বিং গুণ সহ মিশ্রভাবাপন্ন তথায় উহা
বদ্ধাভিমান ও নশ্বর-ধর্মসংশ্লিষ্ট । প্রাকৃতর অতীত রাজ্যে নিত্যকাল বর্তমান,
অবিমিশ্র চেতন বর্তমান । তথায় অণুচক্রের অচিৎ গুণত্রয় স্পর্শ করিতে

অসমর্থ। অচিৎ শব্দের অর্থ অজ্ঞান, অর্থাৎ তাহাতে অবিমিশ্র চিৎএর লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। প্রাকৃত জগতে আনন্দ-ধর্ম নিত্য নহে এবং অবিমিশ্র চেতনের অভাবপ্রযুক্ত তদ্বিপরীত গুণবিশিষ্ট। নম্বর জগতের মিথ্যানন্দে প্রীতির পূর্ণাদর্শ নাই। প্রকৃতির অতীত রাজ্যে অর্থাৎ যথায় গুণত্রয় নাই, সেইস্থলে অখণ্ড নিত্যকাল অবিমিশ্র চেতন ধর্ম ও নিরবচ্ছিন্ন অবিমিশ্র আনন্দ বর্তমান। সেজন্য অপ্রাকৃত রাজ্যকে ‘সচ্চিদানন্দ’ অভিধানে প্রাকৃত জগতের দর্শনে সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়। প্রাকৃত জড়জগৎ গুণত্রয়ের শীলাভূমি হওয়ায় চৈতন্য বদ্ধজীবের বিহারক্ষেত্র। এখানে বিভূচিৎএর সচ্চিদানন্দ প্রকাশত্রয়ের নিত্যকাল অবিমিশ্র চিদানন্দ প্রকাশিত নহে। এখানে খণ্ড-কালের অভ্যস্তরে, খণ্ডদেশের মধ্যে, খণ্ড পাত্র রূপে যে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে অপ্রাকৃত বস্তুর সম্যক ধারণা করাঠিতে অসমর্থ। এজন্যই প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত দেশকে মায়িক এবং প্রকৃতির বহির্ভূত অবকাশকে বৈকুণ্ঠ বলিয়া প্রচারিত আছে। বদ্ধ-জীব বাহ্যজ্ঞানে বৈকুণ্ঠবস্তুর ধারণা করিতে অসমর্থ। কিন্তু বহিঃপ্রজ্ঞা-দ্বারা অচিজ্জগতের অন্যতম দৃশ্যবস্তুজ্ঞানে বৈকুণ্ঠবস্তুকে ইন্দ্রিয়গোচর করিবার প্রয়াস পরিহার করিলে তাহার স্পষ্ট অবিমিশ্র অণুসম্বন্ধ নিত্যস্থিতিতে বৈকুণ্ঠ দর্শন হইতে পারে। বৈকুণ্ঠবস্তুতে পূর্ণ চিক্রম্য অবস্থিত হওয়ায় অচিৎএর জ্ঞায় তাহার স্বতঃকর্তৃত্ব নাই বলিয়া ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হওয়া উচিত নহে। বদ্ধজীব মনস্তত্ত্ব হইতে নিঃসৃত অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া প্রাকৃত জগতের সহিত পঙ্কতম্মাত্রযোগে অনিত্য সম্বন্ধে ধাবিত হয়। সে সময়ে অণুসম্বন্ধের কেবল্যগুণি ভগবৎসেবা স্পষ্ট থাকায় তদভাববৃত্তিতে কর্ম ও জ্ঞান-পথে বিচরণ করিয়া যথাক্রমে ভোগ বা ত্যাগে লিপ্ত বা উদাসীন হয়। অচিৎ ভোগ বা অচিৎ ত্যাগ এই বৃত্তিদ্বয়কে কর্ম ও জ্ঞানরূপ অভক্তি সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কর্ম ও জ্ঞান উভয়েই মায়িক বৃত্তি। ভক্তিই একমাত্র বৈকুণ্ঠবৃত্তি। ভক্তিতে অণুসম্বন্ধের ভোগবৃত্তি ও ভোগ-ত্যাগবৃত্তি নাই। তাহার ভোগ বা ত্যাগ-বৃত্তির পরিবর্তে নিত্য ভোগ্যবুদ্ধি ও বিভূসম্বিতে ভোক্তবুদ্ধি প্রাণ। যে নিত্যকাল চিদানন্দময় বৈকুণ্ঠে বিভূসম্বিতরূপে নিত্য-ভোক্তা নিত্য অবিমিশ্র অণুসম্বন্ধে জীবকে ভোগ করেন তাহা নম্বর স্বর্গ বা কর্মভূমি নহে, অথবা ত্যাগের নিকীর্ণেষ রাজ্য নহে। সেই দেশের নাম অপ্রাকৃত বা বৈকুণ্ঠ।

অপ্রাকৃত দেশকে পরব্যোম বলে। প্রাকৃত দেশকে বন্ধাগু বলে। প্রাকৃতকালকে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানাত্মক ঋতুকাল বা নক্ষর ধর্মুবিশিষ্ট বলে। অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠের কাল অঋতু বা নিত্য অর্থাৎ তথায় ভূতভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিবিধ ঋতুকালের যুগপৎ অবস্থান। অপ্রাকৃত পাত্র অদ্বয় বিভূসম্বিত ও অসংখ্য অণুসম্বিং। প্রাকৃত পাত্র অসংখ্য গুণরূপবিপন্ন অণুসম্বিং।

অণুসম্বিদের ধর্ম্মে নিত্য অণুসম্বিশ অধিষ্ঠান আছে। অণুত-প্রযুক্ত প্রাকৃত জগতে আসিবার যোগাতা ঋতুকালের অন্তরে সিদ্ধ। নক্ষর জগতে বদ্ধাভিমান তাহার নিত্যকালের জন্য নহে, যেহেতু জড়ব্যোম নক্ষরতা ধর্ম্মের অবস্থান হেতু ভোক্তা বদ্ধভীষের প্রতীতিতে কালপ্রভাবে উহা পরিবর্ত্তন-শীল। পরব্যোমের দ্রুতা নিত্যধর্ম্মবিশিষ্ট ও অপরিবর্ত্তনশীল। প্রাকৃত রাজ্যে প্রত্যেক অণুসম্বিং জীবই অজ্ঞানতা বশতঃ বিভূসম্বিদের স্বায়ত্বীকৃত ভোক্তৃধর্ম্মে চেষ্টাবিশিষ্ট, কিন্তু অণুতপ্রযুক্ত বৈভবশক্তির অভাবে পরিত্রুত। সেই অপ্রাকৃত রাজ্যকে কক্ষের বিহারস্থলী বৃন্দাবন বলে। তথায় পাত্ররাজ ব্রজেন্দ্রনন্দন ছাদিনীসার-সমবেত-বিগ্রহ বৃষভাণু-নন্দিনীর সহিত চিহ্নিলাসবিশিষ্ট হইয়া অনন্ত স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ পার্শ্ব অণুসম্বিংগণের দ্বারা নিত্যকাল সেবিত। সেবা বিষয়জাতীয় বিভূসম্বিং এবং স্বাংশ আশ্রয়জাতীয় বিভূসম্বিশক্তি নানা প্রকারে পাঁচটি রস বিস্তার করিয়াছেন। নিখিঃশেষ ব্রহ্মধামের স্বায় নীরসতা তথায় নাই, পরন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময়রস পূর্ণগাত্রার বিলাসবিশিষ্ট। প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা অপ্রাকৃতের ধারণা অসম্ভব। ভগবানের এক পাদ বিভূতি হইতে প্রাকৃত জগৎ এবং ত্রিপাদ বিভূতি হইতে অপ্রাকৃত জগৎ। সুতরাং এক পাদ-দ্বারা ত্রিপাদ-বৈভব আয়ত্বাধীন হয় না।

প্রাকৃত জগতে অণুসম্বিং জীব দেহ ও মনের দ্বারা আচ্ছন্ন। অপ্রাকৃত বস্ত্র প্রাকৃত জগতে স্থূল-সূক্ষ্ম-উপাধিধর দ্বারা অণুসম্বিদের নয়ন আবরণ করিয়াছে। দেহ ও মনের বৃত্তিদ্বারা ভ্রমণ করিতে গেলে কর্ম্ম ও জ্ঞান-রাজ্যে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতে বদ্ধভীষের প্রাকৃত দর্শন ঘটে। কর্ম্মজ্ঞানাবরণ-মুক্ত হইলে অণুসম্বিং জীব কক্ষসেবা ব্যতীত অন্য অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া বিভূসম্বিং কক্ষের অমূল্যভাবে অমূল্যশীলন করেন। অস্ত্রাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান অণু-সম্বিং জীবকে প্রতিকূলভাবে কক্ষামূল্যশীলন করায়। সেজন্য অনাত্মমার্গরূপে কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। নিত্য আত্মবৃত্তির অনুসরণীয় পথই ভক্তিপথ। তাহা অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে অবস্থিত, কক্ষসেবা বিমূর্খি ফল জীবের ভোগময়ী

ও ভাগময়ী প্রবৃত্তি পুনরায় অবিশিষ্ট অণুসন্ধিৎ কৃষ্ণসেবন-বৃত্তি ও কৃষ্ণ-সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া অপ্রাকৃত ভক্তিপথে চলিতে থাকিলে প্রাকৃত-সম্বন্ধ-গিচ্ছিন্ন হইয়া উঠেন। প্রাকৃত কর্ম বদ্ধজীবের দেহ-মনের প্রাণ্য। প্রাকৃত নিরীশেষজ্ঞান জ্ঞান জীবের দেহ ও মনের ধ্বংসবিষয়ক আত্মার ধর্ম্যে অবিশিষ্ট অপ্রাকৃত অবস্থিত। বিভূত ও অণুত বিচারে সেই আত্মবস্তু বিলাসময়। তাদৃশ বিলাসে কোনপ্রকার প্রাকৃত, তেজ, পরিচ্ছিন্ন ও অনিত্য ভাব নাই। প্রাকৃত রাগো ঐগুলিই অবস্থিত। অণুসন্ধিৎ জীবের অপ্রাকৃত সহজধর্ম্যে ভক্তি—প্রেমভক্তি আছে। অণুসন্ধিদের প্রাকৃত জগতে অবস্থান-প্রাকৃত সহজধর্ম্য তাহার অপ্রাকৃত বুদ্ধিকে আবরণ করে। অপ্রাকৃত গুরু অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে বদ্ধজীবকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তখনই অপ্রাকৃত বিবেক উদ্ভিত হয়। অপ্রাকৃত বিবেকভাবে জীব প্রাকৃতবিবেকানন্দে থাকেন।

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

সাধুবৃত্তি

সাধু-বৃত্তি শ্রবকের আলোচ্য-বিষয়

‘উৎসাহ’, ‘নিষ্ঠা’, ‘ঐশ্বর্য’, ‘তত্ত্ব-কর্ম-প্রবর্তন’ ও ‘সঙ্গ-ত্যাগ’-বিষয়ে পৃথক পৃথক প্রবন্ধ পূর্বে লিখিয়াছি। সম্প্রতি ‘সাধু-বৃত্তি’-বিষয়ে এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে। গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী-বৈষ্ণব-ভেদে সাধু দুই প্রকার। সেই সাধুদিগের যে বৃত্তি অবলম্বিত হইবে, তাহা গৃহস্থ ও গৃহত্যাগীর উপযোগী বৃত্তি পৃথক হইলেও কতকগুলি বৃত্তি উভয়ের উপযোগী, তাহাও পৃথকরূপে বিবেচিত হইবে।

বৃত্তি দুই প্রকার—প্রবৃত্তি ও জীবন; তন্মধ্যে

স্বভাব-জনিত বৃত্তিই ধর্ম

‘বৃত্তি’-শব্দের দুই অর্থ, অর্থাৎ ‘প্রবৃত্তি’ ও ‘জীবন’। ‘স্বভাব’কেই প্রবৃত্তি বলা যায়। সেই স্বভাব-জনিত প্রবৃত্তিই জীবের ধর্ম। সপ্তম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে (৩১ শ্লোকে) বলিয়াছেন,—

প্রায়ঃ স্বভাব-বিত্তিতো নৃণাং ধর্মো যুগে যুগে।

বেদ-দৃগ্ভিঃ স্মৃতো রাজন্ প্রেত্য চেহ চ কর্মকং ॥

সেই স্বভাব-জাত বৃত্তিতে বর্তমান থাকিয়া মনুষ্য জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে করিতে, নিগুণ কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে পারেন। অন্যথা অধ্যর্ষে পতিত হইয়া ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না। মগ্ধমে বলেন,—

বৃত্তা স্বভাব-কৃতয়া বর্তমানঃ স্বকর্ম্মকং ।

হিত্ব স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নিগুণতামিযাং ॥ (ভাঃ ৭।১১।৩২)

নিগুণতার নামই ভক্তি

নিগুণতা শব্দে ভক্তিকে বুঝায়। যথা একাদশে,—

তস্মাদ্বেহমিমং লক্ণং জ্ঞান-বিজ্ঞান-সত্ত্ববম্ ।

গুণ-সঙ্গং বিনির্মূঢ় মাং ভজন্ত বিচক্ষণাঃ ॥ (ভাঃ ১।১২।৩৩)

‘নিগুণং মদপাশ্রয়ং’—এই ভগবদ্ভাক্তা হইতে স্থির হইয়াছে যে, ভক্তি হইতে যাহা কৃত হয়, তাহাই নিগুণ।

রজস্তম্ভাভিজয়েৎ সত্ত্ব-সংসেবয়া যুগিঃ ।

সত্ত্বাভিজয়েৎ যুক্তো নৈরপেক্ষোণ শান্তধীঃ ॥ (ভাঃ ১।১২।৩৪-৩৫)

নিগুণ হইবার উপায়

অতএব সাংস্কিক দ্রব্য, ক্রিয়া, কাল, দেশ সমুদায়ে ভগবদ্ভক্তি সংযুক্ত করিয়া জীবন-যাত্রা করিতে পারিলে মনুষ্য নিগুণ হইতে পারেন। সাংস্কিক-প্রবৃত্তিতে মনুষ্য-মাত্রেরই অধিকার এবং সেই অধিকারে স্থিত হইয়া জীব ক্রমশঃ নিগুণ হইয়া থাকেন। মনুষ্যদিগের সাধারণ সাংস্কিক-প্রবৃত্তি মগ্ধম-ক্লেদে (ভাঃ ১।১৮।১২) কথিত হইয়াছে। যথা,—সত্য, দয়া, তপঃ, শৌচ, তিতিক্ষা (সহ-গুণ), ঈর্ষা (যুক্তাযুক্ত-বিবেক), শম (মনের সংযম) দম (ইন্দ্রিয়-দমন), অহিংসা, ব্রহ্মচর্যা, ত্যাগ, স্বাধ্যায় (জপ), সরলতা, সন্তোষ, সমদর্শী জনের সেবা, গ্রাম্য-কথা হইতে নিবৃত্তি, বিপর্যায়-উৎকণ্ঠা (নিষ্ফল-তর্ক-নিবৃত্তি), বৃথালোপ নিবৃত্তি, আত্মবিমর্শন (আত্মা ও অনাত্মা-বিচার), অম্মাদির বিভাগ, সকল-লোকে ভগবৎ-সদ্বক্ত-বুদ্ধি, তথা ভগবৎ-শ্রবণ-কীর্তন, স্মরণ, সেবা, ইজ্যা, নতি, দাস্ত, সখা ও আত্মনিবেদন।

চারি প্রকার বর্ণ ও চারি প্রকার আশ্রমের

ধর্ম্ম ও গুণ

এই ত্রিশটি প্রবৃত্তির তারতম্য অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিপ্রকার বর্ণ এবং গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, পানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এই চারি-প্রকার আশ্রম হইয়াছে। যথা একাদশে,—

দিকোৰ্ধৰাঃ শমোহিতিংসা, তপ ইক্ষা বনৌকসঃ।

গৃহিণো ভূত-রক্ষণা, দ্বিজস্যাচাৰ্য্য-সেবনম্ ॥ (ভাঃ ১১:১৮ ৪২)

শম ও অহিংসা সন্ন্যাসীর ধৰ্ম্ম। তপ ও ইক্ষা বাণপ্রস্তের ধৰ্ম্ম। ভূত-
রক্ষা ও পূজা গৃহীত ধৰ্ম্ম। গুরুসেবা ব্রহ্মচারীর ধৰ্ম্ম। বর্ণ চতুষ্টয়ের জীবন-
বৃত্তি এইরূপে সংক্ষেপে লিপিত হইয়াছে,—অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজ্ঞ, যাজ্ঞ,
দান, প্রতিগ্রহ—এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কৰ্ম্ম তন্মধ্যে অধ্যাপনা, যাজ্ঞ ও
প্রতিগ্রহ-দ্বারা কীৰ্ত্তিলাভ হওয়া উচিত। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি—প্রজা-
পাদনে দণ্ড, শুদ্ধাদি-দ্বারা জীবিকা-নিৰ্ব্বাহ। কৃষি, গোরক্ষা, শাণিজা—
গৈশ্যের বৃত্তি। কেবল দ্বিজ-শুশ্রূষাই শূদ্রের জীবিকা। সঙ্ঘ-জাতির কুল-
প্রচলিত বৃত্তিই জীবিকা-নিৰ্ব্বাহের উপায়।

দেহ-মনকে ভজনের অনুকূল করার নিয়ম

এই-সমস্ত ভাগবত-সিদ্ধান্ত হইতে বুঝিতে হইবে যে, মানবগণের এ গুণে
অবস্থিতি-কাল-পর্য্যন্ত হরিভজনই একমাত্র উদ্দেশ্য—আর কোন উদ্দেশ্য নাই।
স্থলদেহ ও লিঙ্গদেহকে এই ভজনের অনুকূল করিতে না পারিলে ভজন হইতে
পারে না। সেই দেহ-দ্বয়ের অনুকূল্য সিদ্ধির অভিপ্রায়ে কতকগুলি ব্যবস্থা
প্রয়োজন। প্রথমে স্থলদেহের সংরক্ষণার্থে গৃহ-দ্বার, বহু দ্রব্য ও অন্ন-পানাদি
সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়। লিঙ্গদেহের উন্নতির জন্য সমৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির
প্রয়োজন। দেহদ্বয়কে সম্পূর্ণরূপে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে, তাহাদের
নিগূঢ়-স্থিতির প্রয়োজনতা। অনাদি-বস্তুফলে জীবের যে স্বভাব ও বাসনা
জন্মে, তাহাতে সত্ত্ব-রজ-তম—এই তিন গুণের মিশ্রভাব অবস্থ থাকে। প্রথমে
সত্ত্ব-গুণের সমৃদ্ধি-দ্বারা রজ-তম-গুণদ্বয়কে ধৰ্ম্ম ও পরাজিত করিয়া সত্ত্বের
প্রাধান্য স্থাপন করা উচিত। সেই সত্ত্বকে ভজনের সম্পূর্ণ অধীন করিতে
পারিলে তাহাই নিগূঢ় হয়। এই ক্রম-অবলম্বন-দ্বারা ভজন-যোগ্য দেহ, মন
ও অবস্থা সাধিত হয়।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা

আদৌ মানবের স্বভাব-জন্মিত দোষ-গুণের মধ্যে অবস্থিতি-কালে বর্ণাশ্রম-
ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মূল তাৎপর্য্য এই যে,—মানব
ক্রমে ক্রমে তদবলম্বনে ভজন করিবার যোগ্য হইবেন। শ্রীমৎপ্রভু
নিম্নলিখিত ভাগবত-শ্লোক সমীচনকে বলিযাছিলেন,—

মুখ-বাহুক-পাদেভ্যঃ পুরুষশ্চাশ্রমৈঃ সহ ।

চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈবিত্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥

য-এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্ ।

ন ভজন্ত্যবজ্ঞানস্থি স্থানাদ্-ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ । (ভাঃ ১১।৫।২-৩)

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মেব উদ্দেশ্য হরিভজন,

নচেৎ তাহা নিষ্ফল

যখন রামানন্দ বলিলেন যে, সাধ্য-সাধন বিধি এই,—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ গরঃ পুমান্ ।

বিষ্ণুরারাদ্যতে পন্থা নান্যন্তস্তোষ-কারণম্ ॥ (বিঃ পুঃ ৩।৮।২)

তখন শ্রীমহাপ্রভু এই বিধিকে 'বাহু' বলিয়া তদপেক্ষা উচ্চ সিদ্ধান্ত বলিতে বলেন। মহাপ্রভুর তাৎপর্য্য এই যে,—হে রামানন্দ! স্থূল-লিঙ্গ-দেহকে নিয়মিত করিবার জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম। যদি কেহ কেবল তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া হরিভজন না করে, তবে তাহার কি লাভ হইল? স্মরণ্য বর্ণাশ্রম-বিধি বঙ্গজীবের একমাত্র গুরু-জীবনোপায় হইলেও তাহা 'বাহু'। যথা,—

ধর্ম্মঃ স্নুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিদ্বন্মেন-কথাস্থ যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ (ভাঃ ১।২।৮)

দেহ-ত্যাগ-পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালনীয়

ইহা দ্বারা একরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে না যে, মহাপ্রভু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে দূরে নিক্ষেপ করিতে আগ্রহ দিচ্ছিলেন। যদি তাহাই হইত, তবে তাহার জীবন-লীলায় গৃহস্থ-অবস্থায় গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস-অবস্থায় সন্ন্যাস-ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া তিনি সর্বজীবকে শিক্ষা দিতেন না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যাবদেহ অবস্থা আশ্রয়ণীয়; কিন্তু, তাহা সর্বদা ভক্তির সম্পূর্ণ অধিকারে ও অধীনে থাকিবে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম 'পরোধর্ম্মের' ভিত্তি স্বরূপ। 'পরোধর্ম্মের' পরিপক্বতা হইলে উপেয়-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উপায়ের ক্রমশঃ অনাদর হয়। অতএব, দেহ-ত্যাগের সহিত তাহা পরিত্যক্ত হয়।

রামানন্দ কর্তৃক উদ্ধৃত শ্লোকের শেষার্ধ্বে আছে যে, "বিষ্ণু-রারাদ্যতে পন্থা নান্যন্তস্তোষ-কারণম্।" তাহাতে জানিতে হইবে যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাবলম্বন ব্যতীত সংসারী জীবের হরি-ভজনের অনুকূল আর কোন জীবন-যাপন পন্থা নাই। ইহাকে ভক্ত-জীবনের একমাত্র পন্থা বলা যায়।

জন্মের দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হয় না—

স্বভাবের দ্বারা হয়

মানব স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সন্ধর ও অন্ত্যজ—এই কয়-
ভাগে বিভক্ত। কোন দেশে বর্ণাশ্রম স্পষ্টরূপে না থাকিলেও অস্পষ্টরূপে
আছে। যাহার যে স্বভাব, তাহার সেই বৃত্তি ও তদনুসারে তাহার
জীবিকোপায় হইয়া থাকে। অন্যের বৃত্তি ও অশ্রমের জীবিকা অবলম্বন করিলে
অমঙ্গল হয়, এমন কি, হরিভক্তনের বিশেষ ব্যাঘাত হয়। জন্মই ইহাতে
একমাত্র কারণ নয়। স্বভাবই একমাত্র কারণ। সপ্তম স্বক্কে
লিখিয়াছেন,— যদ্য যজ্ঞকণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যক্তকম্।

যদন্ত্যজাণি দৃশ্যেত ততেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥ (ভাঃ ৭।১।৩৫)

শ্রীধরস্বামী টীকায় বলিয়াছেন,—শরাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো
মুখ্যঃ, ন জাতি-মাত্রাদিত্যাহ যন্তেতি। যদৃ যদি অন্ত্যজ বর্ণান্ত-
রেইপি দৃশ্যেত তত্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন
বিনির্দিশেৎ, ন তু জাতি-নিমিত্তেনেত্যর্থঃ।” এতদ্ব্যতীত সনাতন বর্ণাশ্রম-
ধর্ম সর্বদা অবলম্বনীয়। ইহা প্রায়ই ভক্তির উপযোগী। চতুর্বর্ণ ও সন্ধর-
জাতি—সকলেই সাম্প্রিক স্বভাবকে উন্নত করিতে যত্নগ্রহ করিবেন। অন্ত্যজ
ব্যক্তির যদি কোন সুকৃতি-ক্রমে ভাগ্যোদয় হয়, তবে শূদ্রাচারে থাকিয়া সন্ত-
গুণের উন্নতি সাধন করিবে। সকলেই সাধুসঙ্গ-রূপায় ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়া
উন্নত সত্ত্বকে নিষ্ঠুর-অবস্থায় আনিবেন। ইহাই সনাতন ধর্মের ক্রম। ভক্তি
থাকিলে সকল বর্ণই দ্বিজোত্তম, ভক্তি না থাকিলে সাম্প্রিক ব্রাহ্মণেরও জীবন
বৃথা।

পূর্বাপর আচার-মধ্যে পরবর্ত্তী মহাপ্রভুর

শিক্ষাচারই গ্রহণীয়

একটি কথা এস্থলে উদাহৃত হউক। কোন মহাত্মা বলিয়াছেন,—
“মহাজনের যেই পথ, তা’তে সব অনুরত, পূর্বাপর করিয়া বিচার।”
শ্রীমহাপ্রভুর আগমনের পূর্বে যে-সকল ধর্মি প্রভৃতি মহাত্মাগণ আচরণ শিক্ষা
দিয়াছেন, সে-সকলকে পূর্ব-মহাজনের আচার দেখা যায়, তাহা পরবর্ত্তী
মহাজনের আচার। পরবর্ত্তী আচারই শ্রেষ্ঠ ও অবলম্বনীয়। জীব-
শিক্ষার অন্ত প্রভু ও প্রভুর অনুগত জনের যে আচার, তাহাই সর্বতোভাবে
অনুসরণীয়।

গৃহস্থের ব্যবহার ও বৃত্তি—(ক) বিবাহ ও কুটুম্ব-ভরণ

সদ-বৃত্তি কি?—ইহা জানিতে হইলে, শ্রীচৈতন্যের অহংগত-জনের আচার দৃষ্টব্য। যতদূর পারি, তাহা সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিব। আদৌ গৃহস্থের ব্যবহার ও বৃত্তি যাহা প্রভু ও প্রভু-ভক্তের চরিত্রে পাওয়া যায়, তাহা লিখিতেছি,—

ভজনের সহায়-স্বরূপ গৃহস্থ-বার্জির গৃহিণী-সংগ্রহ। প্রভু বলিলেন,—

গৃহস্থ হইল্যাম, এবে চারি গৃহ-ধর্ম্য।

গৃহিণী বিনা গৃহ-ধর্ম্য না হয় শোভন ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১৪।২৫-২৬)

গৃহিণীর সহিত ধর্ম্য-সংসার করিতে গেলেই কৃষ্ণের দান-দাসীরূপ পূজ-কন্যার উদয় হয়। তাত্ত্বিকগণকে প্রতিপালন করার নাম কুটুম্ব-ভরণ। এই-সব কার্যে ধর্ম্যের সহিত অর্থ-সঞ্চয়ের প্রয়োজন। তৎসম্বন্ধে শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—প্রভু বলে,—“পরিবার অনেক তোয়ার।

নির্বাহ কেমনে তবে হইবে সবার ॥” (চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৪১)

‘গৃহস্থ’ হইলেই হইবে, চাহিয়ে সঞ্চয়।

সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব-ভরণ নাহি হয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।৯৫)

(খ) গৃহস্থের বিজ্ঞা-শিক্ষা ও অতিথি-সেবা

উপযুক্ত বয়সে বিজ্ঞা-শিক্ষা করা আবশ্যিক। কিন্তু, বহির্গত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করা উচিত নয়। প্রভু বলিলেন,—

পড়ে কেনে লোক?—কৃষ্ণ-ভক্তি জানিবারে।

সে যদি নহিল, তবে বিজ্ঞায় কি করে ॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১২।৪৯)

বিষয়-মদাক্স সব কিছুই না জানে।

বিজ্ঞামদে, ধনমদে বৈমত্তব না চিনে ॥

* * * * *

ভাগবত পাড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।২৪১-২৪২)

‘অতিথি-সেবা গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্য’—ইহা প্রভুর আজ্ঞা,—

গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্য।

“অতিথির সেবা—গৃহস্থের মূল-কর্ম্য ॥

অকৈতবে চিত্তসুখে যা’র যেন শক্তি।

তাহা করিলেই বলি’ অতিথিতে গুণি ॥”

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।২১, ২৬)

(গ) গৃহস্থ সরলতা, গুরুজন-সেবা, বৈরাগ্য এবং
পরোপকার শিক্ষা করিবে

সকলের সহিত গৃহস্থ 'সরল'-ব্যবহার করিবেন ; কুটী-নাটী, কপটতা
কোনপ্রকারে ছদরে রাখিবেন না । প্রভু কহিলেন,—

অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া ।

কুটী-নাটী পরিত্যজি' একান্ত হইয়া ॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৪২)

গুরুজনের সেবা গৃহস্থের প্রধান দৰ্শ্য । প্রভু কহিলেন,—

গৃহস্থ হইয়া করি পিতৃ-মাতৃ সেবন ।

উচ্চাতে সন্তুষ্ট হ'বেন লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১৪।২০)

গৃহস্থ বৈরাগ্য-ধর্ম্য ছদয়ে শিক্ষা করিবেন, কিন্তু বেশাদির দ্বারা বৈরাগ্য
সাজিবেন না । প্রভু বলিলেন,—

স্থির হইয়া বসে যাও, না চণ্ড বাতুল ।

ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবদিকু-কুল ॥

মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞো ।

বথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞো ॥

অহরে নিষ্ঠা কর, বাছে লোক-ব্যবহার ।

অচিরে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।২৩৭-২৩৯)

পর-উপকার ধর্ম্য গৃহস্থের নিত্যস্ত কর্তব্য । প্রভু বলেন,—

ভারত-ভূমিতে তৈল মল্লয়া-জন্ম যা'র ।

দান্য-সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।৪১)

নাচ, গাও, ভক্ত-সঙ্গে কর সঙ্কীর্ণন ।

কৃষ্ণনাগ উপদেশি' তার' সঙ্গজন ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৭।২২)

ইহাতে শুদ্ধি-আলোচনা-কার্য্যে কপট-সঙ্গ নিষেধ হইয়াছে । নগর-
কীর্তনেও শুদ্ধ-ভক্ত-সঙ্গে নৃত্য-গীতের উপদেশ । অন্তঃক-সঙ্গে
কীর্তনাদি না করা প্রয়োজন । (ক্রমঃ)

—অগদগুরু শ্রীম ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

কোন্ নামের মহিমা অপার ?

কোন্ নামের অপূর্ব মহিমা,
গেয়ে গেছেন বেদ-পুরাণ ?
কোন্ নামের গুণেতে হয়,
ত্রিতাপ জ্বালায় নিবারণ ?
কোন্ নাম বলি 'ব্যাঘ্র' নাচে,
হিংসা ত্যজি অনিবার ?
সে' নাম ভাই ভগবানের,
রাম হরি শ্রীকৃষ্ণের ॥

কোন্ নামেতে পাষণ গলে,
দ্রবীভূত হয় সবার মন ?
কোন্ নাম বলি' বীর হনুমান,
করলেন ভাই লঙ্কাদাহন ?
যবন হয়েও হরিদাস ঠাকুর,
কোন্ নাম বলেন বারম্বার ?
সে' নাম ভাই ভগবানের,
রাম হরি শ্রীকৃষ্ণের ॥

কোন্ নামেতে মত্ত হলেন,
স্বয়ং প্রভু ভগবান ?
কোন্ নাম ল'য়ে ভক্তবৃন্দ,
জগতে করেন প্রেমদান ?
কোন্ নাম বলি' কুব-প্রহ্লাদ,
ধরায় হলেন চির অমর ?
সে' নাম ভাই ভগবানের,
রাম হরি শ্রীকৃষ্ণের ॥

কোন নামের মহিমা ভাই,

(প্রভু) উপদেশিলে অর্জুনে ?

কোন নাম ভাই বীণায়ত্রে,

নারদ ঋষি গান রাত্রি-দিনে ?

সত্যভামা-ব্রতের সময় ;

শ্রেষ্ঠতা হলো কোন নামের ?

সে' নাম ভাই ভগবানের,

রাম হরি শ্রীকৃষ্ণের ॥

কোন নামের মধুর মহিমা ;

অনন্ত গায়েন সহস্রমুখে ?

কোন নাম ভাই সবাই স্মরণে,

যখন পড়েন প্রচুর হৃৎখে ?

ব্রহ্মা-শিব ধ্যান করেন ভাই ;

অহর্নিশি কোন নামের ?

সে' নাম ভাই ভগবানের,

রাম হরি শ্রীকৃষ্ণের ॥

কোন নামের আকর্ষণে (ব্রজের) গোপী.

আত্মীয়-স্বজনে করল ত্যাগ ?

কোন নামেতে পাগল হয়ে,

(রাধারাগী) মাথায় নিল কলঙ্কের ভাগ ?

কোন নামের প্রভাবে ভাই ;

ভক্ত' রূপ লভেন প্রভুর ?

সে' নাম ভাই ভগবানের,

রাম হরি শ্রীকৃষ্ণের ॥

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

উদ্ধারের পথ

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যার পর)

জীবের স্বরূপ ও মায়াভিনিবিক্ত হওয়া সম্পর্কে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হয়েছে,—

“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যনাম ।

কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥

কৃষ্ণ ভুলি’ সেই জীব অনাদি বহির্মুখ ।

অতএব মায়া তাঁরে দেয় সংসার-ভূষণ ॥”

নবযোগেন্দ্রের অন্ততম কবি বলেছেন,—“দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ ঈশাদপেতস্ত”
অর্থাৎ—“দৈশ্বর-বৈমুখ্য দোষে দৈশ্বর-বিষয়ক অজ্ঞান হেতু জীবের সংসার
প্রাপ্তি । জীবশক্তি তটস্থা । তট নিত্যস্ত হৃদয় স্থান—তট তো আশ্রয় স্থান
নয় । তটের একদিকে চিৎস্রগৎ অত্ৰদিকে জড় স্রগৎ । তটস্থ জীবের
স্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন স্বতন্ত্রতা হেতু তা’কে একদিকে ঝুঁকে পড়তে হ’ল ;
চিৎস্রগৎ অথবা জড় স্রগতের দিকে আশ্রয় নিতে হ’ল । ভগবান্ জীবের
এই স্বতন্ত্রতায় বাধা দেন না । সৃষ্টির প্রথমে কোন জীবেরই কর্ম ছিল না ।
চিৎস্রগৎ ও জড়স্রগতের মধ্যস্থান তটস্থ সন্ধিস্থলে অবস্থানের জন্যই জীবের
কর্মবাসনার উদয় হ’ল । চিৎস্রগতে আশ্রিত জীবগণ নিত্যমুক্ত ;
আর জড়স্রগতে আশ্রিত জীবগণ নিত্যবদ্ধ । জীবের যেহেতু চেতনা-
শক্তি রয়েছে তাই সে কামনার বশীভূত হয়ে পড়ল । নিত্য মুক্তপুরুষগণ
ভগবৎ-সেবাকামী হয়ে গোলোক-বৈকুণ্ঠে ভগবৎ-সেবায় নিমগ্ন হ’লেন ;
তারা নিস্তদ্ধ চিন্ময় এবং নিত্যকাল চিৎস্রগতেই অবস্থান করে ভগবৎপার্যদত্ত
প্রাপ্ত হয়েছেন । উদাহরণ স্বরূপে বলা যায় গরুড়াদি ভক্তগণ নিত্য-
মুক্ত তটস্থ জীবরূপে ভগবৎকাম্যে নিরাক্ষর বসছেন । তাঁদের ভগবৎ-প্ৰীতিমুলা
কামনা নিক্রিয়—সে-কামনার গম্যে নিজের টান্দ্রিয় স্রুণ ব’জা বা কোন ইতর
কামনা নেই । মায়াশক্তি সম্বন্ধে তাঁহা কিছুই আনেন না এবং মায়াশক্তির
সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎকারও নেই । তবে মুক্তপুরুষগণ বা ভগবদ্ভক্তগণ এটি
ভুলোকে বদ্ধজীবকে ভগবৎ উলুখ করার ক্ষম্ভই ভগবৎ আদেশে মাঝে মাঝে
অবতীর্ণ হ’ন । নিত্যমুক্ত জীবের সংজ্ঞায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়
কৃত “ঐবধর্ম্য” গ্রন্থে উক্ত হয়েছে,—“যে সকল জীব মায়াবদ্ধ হ’ন নাই—
তাঁহারা নিত্যমুক্ত । তাঁহারাও দুই প্রকার—ঐশ্বর্য্যগত নিত্যমুক্ত জীব ও

মাধুর্য্যগত নিত্যমুক্ত জীব। ঐশ্বর্য্যগত—নিত্যমুক্ত জীবেরা পরব্যোম্পত্তির পার্শ্বদ এবং পরব্যোমস্থ সঙ্ঘর্ষণের কিরণ-কণ। মাধুর্য্যগত নিত্যমুক্ত জীবগণ গোলোক-বৃন্দাবননাথের পার্শ্বদ; তাঁহারা ভদ্রামস্থ বলদেবের কিরণ-কণ।”

নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধজীব—উভয়েই অগুচ্যতন। অগুচ্যতনের ধর্ম্ম—পূর্ণচেতন ভগবানের সেবা করা। নিত্যমুক্ত জীবগণ ভগবৎ সেবামুখ হওয়ায় ভগবানের চিহ্নকি বিলাসের অমুগ্ধীত। কিন্তু নিত্যবদ্ধ জীবগণ ভগবানের সেবার পরাজুণ হওয়ায় তাঁরা অস্তুৰঙ্গা চিহ্নকি সছায়তা পেল না; ফলে বহিরঙ্গা বৃহৎশক্তি মাথার কবলে কবলিত হ'ল। বদ্ধ-দশাপ্রাপ্ত জীবগণ ভগবৎ সেবা না ক'রে পুণ্য, অর্থ, কামিনী, প্রতিষ্ঠা, মোক্ষ প্রভৃতি অনিত্য মায়িক বিষয়গুলির প্রতি কামনা করে বস্। নিজ স্বার্থের জন্ত কামনা—সকাম-কামনা,—এ তো নেহাৎ ইতর কামনা। নিত্যবদ্ধ জীবেরা ভগবানের কিরণ-কণ ও নিত্য কিঙ্কর হ'বেও পরমাত্মাঙ্গী ক্রমের নিতা-সেবার গুরুত্ব বুঝতে পারেন না; ভগবৎ-সেবা বাদ দিয়ে অল্প কামকেই বড় বলে মনে কর্ণ। জীব ভগবানের অধীন হ'য়েও নিজের স্বতন্ত্রতার প্রয়োগ করে যে-যে-কার্য্য কর্ত্তে লাগ্ণ, সেট সেট কার্য্যের সুখ-দুঃখ অনুভবের কর্ত্তা বা হেতু-কর্ত্তা হ'ল।

বদ্ধ দশাপ্রাপ্ত জীব স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগে

জড়মায়া কর্ত্তক পরিচালিত

ভগবান্ অস্তুর্য্যামীহুত্রে জীবের হৃদয়ে অবস্থান কর্লে তিনি সাক্ষাৎভাবে নিজ কর্ত্তৃত্বে বদ্ধজীবকে চালনা করেন না। বদ্ধজীব তো ভাল-মন্দ কাজ করে থাকে। ভগবান্ যদি নিজ কর্ত্তৃত্বে জীবকে চালনা কর্ত্তেন তা'হলে তো জীব পাপকার্য্য কর্ত্ত না, শুধু ভগবৎ সেবাই কর্ত্ত। কেননা পরম পবিত্র সচ্চিদা-নন্দয় ভগবান্ কখনও পাপ-কার্য্য বা অসৎ কার্য্য করাতে পারেন কি? যদ্ব-
চালক যেমন যন্ত্রের কল টিপে চালিয়ে দেয়, তেমনি ভগবান্ যদি জীবকে স্বতন্ত্রতা না দিয়ে জড়যন্ত্রবৎ নিজের আয়ত্তে পরিচালনা কর্ত্তেন, তা'হলে জীবকে আবার তাঁর শরণ গ্রহণ কর্ত্তবার জন্ত গীতাশাস্ত্রে “তমেব শরণং গচ্ছ”,—“সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য—” প্রভৃতি শ্লোকে উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন হ'ত না। বেদ, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রে ভগবান্ জীবকে তাঁর সেবা কর্ত্তবার জন্ত কত উপদেশ দিয়েছেন। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁর ভক্ত অর্জ্জুনকে বলেছেন,—

“স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবন্ধঃ সেন কর্মণা ।

কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিণ্যসুবশোইপি তৎ ॥”

অর্থাৎ—“হে কৌন্তেয় ! মোহবশতঃ তুমি এক্ষণে যে কর্ম করিতে ইচ্ছা করুহ না, স্বভাবজাত স্বকর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ’য়ে অবশ্যভাবেই তাহা করিতে প্রবৃত্ত হবো।”

উক্ত শ্লোকের মাধ্যমে ভগবান্ স্বয়ং জানাচ্ছেন যে, জীবের কর্ম করা বা না করার স্বাধীন ইচ্ছা আছে এবং স্বাধীন ইচ্ছা আছে বলেই জীব স্বতন্ত্রতা বৃদ্ধির অবশ্যই অধিকারী। উক্ত শ্লোকে “সেন কর্মণা” শব্দে জীবের স্বভাবজাত নিজ কর্মে থাকার জন্য জীব আদৌ অস্বতন্ত্র বস্তু নয় বলেই প্রতিযমান হচ্ছে। অতঃপর উক্ত শ্লোকের পরবর্তী শ্লোকে ভগবান্ বলছেন,— “দৈশ্বরঃ সর্গভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভাষয়ন্ সর্গভূতানি যজ্ঞাক্রটানি মায়ায়া ॥”

অর্থাৎ—“হে অর্জুন ! পরমাত্মা সর্বাস্তুর্যামী যজ্ঞাক্রটের দ্বায় সকল জীবকে মায়ায় দ্বারা বিভিন্ন কর্মে প্রবর্তিত করে, সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থান করছেন।”

বর্তমান শ্লোকটির সহিত পরবর্তী শ্লোকের সঙ্গতি রেখে বিচার করলে বুঝা যায় যে, ভগবান্ পরমাত্মারূপে সকল বদ্ধজীবের হৃদয়েও আছেন সত্য ; কিন্তু তিনি সকল বদ্ধজীবকে নিজের সাক্ষাৎ কর্তৃত্বে পরিচালনা না করে নিজ মায়া-শক্তির দ্বারা জীবের পূর্ব কর্মের ফলানুসারে বিভিন্ন ভাবী কর্মে নিয়োজিত করে থাকেন এবং জীব অবশ্যভাবে যজ্ঞাক্রটের দ্বায় নিজ পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করে থাকেন। অতএব বদ্ধজীব ভগবানের ইচ্ছায় জড়-মায়ায় দ্বারাই প্রামিত বা পরিচালিত হয়ে থাকে ; বদ্ধজীবের পক্ষে ভগবান্ কর্তৃক সাক্ষাৎভাবে পরিচালিত হ’বার সৌভাগ্য মিলে না।

এক্ষণে জীব হেতু-কর্তা ও জীব-হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মারূপী ভগবান্ প্রযোজক কর্তা। জীবের কর্মফলানুসারে ভগবান্ জীবকে সুখ-দুঃখ প্রদান করায় ভগবানের বৈষম্য দোষ হয় না। যথা বেদান্তসূত্রে,—

“বৈষম্যৈনম্বুগোন কর্মসাপেক্ষত্বাৎ”

অর্থাৎ—“ভগবানে বৈষম্যজনিত দোষ স্পর্শ করতে পারে না। যেহেতু কর্মফলদাতা ভগবান্ কর্মফলানুসারে জীবকে সুখ-দুঃখ প্রদান করে থাকেন, তাহাতে প্রযোজক কর্তা ভগবানের দোষারোপ কিরূপে সম্ভব হ’তে পারে ?”

আমরা ঈশ্বরেরই ইচ্ছায় নিজ নিজ কর্মফলের প্রাপ্য বস্তু পাচ্ছি। শ্রীমদ্ভাগবতে নন্দ মহারাজ ভক্ত উদ্ধবকে বলেছিলেন,—

“কর্মভিত্ত্যামাশানাং যত্র কাপীশ্বরেচ্ছয়া।

মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈর্গতি নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥” (ভাঃ ১০।৪৭:৬৭)

অর্থাৎ—“ঈশ্বরের ইচ্ছায়, কর্মফলে যে কোন স্থানে ভ্রমণ করি না কেন,—যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করি না কেন, পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান ও দান দ্বারা তোমাদের সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে যেন আমাদের রতি থাকে ॥”

ভগবান্ শ্রীমদ্রূপ প্রভুর উক্তিতে পাঠ,—“সকর্ম ফলভুক্ পুমান্”—অর্থাৎ “জীব স্বীয় (সকৃত) কর্মের ফল ভোগ করে ॥”

কর্মবদ্ধ জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপব্যবহার করে আত্মেন্দ্রিয় তর্পণের পথে নাস্তিকতার দিকে ধাবিত হ’ল। পরমাত্মা ভগবানের সেবাই যে আত্মবৃত্তি, তাহা ভুলে গিয়ে অনাত্ম বস্তু দেহ-মনকে তথা স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরকে আত্মা মনে করে তৎসেবায় বাস্তব হয়ে পড়ল। জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুগদ তাই সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন,—অনাত্ম বৃত্তিতে সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের ক্রিয়া যদি আত্মার বৃত্তি হ’ত, তা’হলে সকলেই আমার সঙ্গে গমন করত। আমার স্থূল ও সূক্ষ্ম ধারণা এবং আমার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ এখানেই পড়ে থাকে ॥”

ব্রহ্মার ভবন পর্য্যন্ত যাতায়াতে জীবের উদ্ধার নাই

ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত লোক এমনকি ব্রহ্মার ভবন সত্যলোক পর্য্যন্ত অনিত্য। স্রুতি বলে সত্যলোক পর্য্যন্ত লাভ হ’লেও পুনর্জন্ম হ’তে নিস্তার পাওয়া যায় না। ভগবান্ কৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন,—

“আব্রহ্মভবনাজ্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন।

মামুপেতা তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥” (গীতা ৮।১৬)

অর্থাৎ—“হে অর্জুন! ব্রহ্মলোক হ’তে যাবতীয় লোক বা লোকবাসীর পুনরাবর্তন অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয়; কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হ’লে আর পুনর্জন্ম হয় না ॥” ব্রহ্মার পরমায়ুও নির্দিষ্ট। ভূ-ভুবঃ-স্ব—এই তিন লোকের উর্দ্ধে মহঃ, জন, তপঃ, সত্য নামে যে চারিলোক বিদ্যমান, সেই চারিলোক অবশ্যই অধঃভাগের অন্যান্য তিনলোক অপেক্ষা অধিক কল্পকাল ব্যাপি স্থায়ী; কিন্তু নিত্য নহে। গীতাশাস্ত্রে “সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্ষদব্রহ্মণো—”

জ্ঞানকে জানা যায় যে, মানব-পরিমিত সহস্রচতুষ্টয়ুগে ব্রহ্মার একদিন ও তদনুরূপ একরাত্রি,—এই প্রকার হিসাবে পঞ্চ-মাস-বর্ষ গণনা করে ক্রমে শতবর্ষকাল অতীত হ'লে ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ হয়। ব্রহ্মারও মুক্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-সাপেক্ষ। মহাজন-পদাবলীতে গীত হয়,—“ব্রহ্মা জপেন চতুশ্মুখে—‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে’।” ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা হ'য়েও ভগবন্তজনের দ্বারাই মুক্তি পেয়ে থাকেন। ব্রহ্মলোকবাসীর যখন এই প্রকার অবস্থা, তখন এই ভুলোকবাসীর নিত্যতা কোথায়? তা'হাড়া গোলোক-বৃন্দাবন ও পংখ্যোম বৈকুণ্ঠধাম বাতীত সত্যলোক প্রভৃতি মাখিক ভুবনের সর্বত্রই পাঁচটী অপগুণ; যথা—ত্রিতাপ যন্ত্রণা, অহঙ্কার, অজ্ঞান, পরহিংসা ও ক্রোধ প্রকাশ পায়। জড়মায়া বা মহামায়াই সত্যলোক থেকে পাতাল পর্য্যন্ত চৌদ্দভুবনরূপ কারাগারের রক্ষা-কর্ত্তা। কাজেই পুণ্যবলে সত্যলোক বা ব্রহ্মার ভবনে গেলেও মহামায়ার বন্ধন থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

বৈচিত্র্যই দর্শনের বৈশিষ্ট্য

আধুনিক বিশ্বে একটি মত প্রচলিত হইয়াছে, তাহা সাম্যবাদ বা সমত্ববাদ। শিক্ষিত সমাজে ইহার বিশেষ আদর পরিলক্ষিত হইলেও সনাতন হিন্দু-সমাজের স্বল্পবিচারেও নিক্রিবে মান নির্ণয় করিতে গেলে ইহার মূল্যায়ন-সাপেক্ষে সুবিশ্বাসদের বহিঃ সামগ্রী বিশেষ বলিয়া পরিগণিত হয়।

আবার জনেকে আছে, ঐহিক। ‘সম্প্রদায়’-শব্দ গুনিবামাত্র নাসিকা কুঞ্জন করেন বা চট্টয়া উঠেন; তাঁহারা বলিয়া থাকেন, সম্প্রদায়-বিভাগদ্বারা মতভেদ এবং মতভেদ-দ্বারা ধর্ম-বিবাদ সমাজকে নষ্ট করিয়াছে। কিন্তু বৈচিত্র্যময় জগতে বিচিত্রতা থাকিবে কি অসম্ভাবিক? বা বৈচিত্র্য থাকিবে না—ইহাই বা কি করিয়া সম্ভব?

সুতরাং গণ-গড়লিকার আবর্ত্তে ভেসে যথার্থ ভাবে পর্যালোচনা না করাটা কিরূপ বুদ্ধিমত্তা তাহা অবশ্যই বিচার্য। বৈদিক চিন্তাদ্বারায় বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে উহার হেয়তা (vileness) ও উপাদেয়তা (admissibi-

lity) অবশ্যই অমূল্যবের বিষয় হইবে—চাই শুধু নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ও অনলস সাধনা।

কালের দুর্বীর আবর্তনে আমরা নিম্নতম পরিবর্তন অস্বীকার করিতে পারিতেছি, সুতরাং সে-দিক দিয়া বিচার করিলে 'সব সমান' ইহার স্বার্থতা রক্ষিত হয় না। কারণ সকল সমানই যদি হইবে তবে পরিবর্তন বা সমান-ভাব হইবে না কেন? আর যদি তাহা হওয়া সম্ভব নয়, তবে সবই যে সমান ইহারও কোন বাস্তব ভিত্তি থাকিতে পারে না। এক কথা যত দিক দিয়াই পর্যালোচনা করা হউক না কেন, উহা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

এখন জগতের বিভিন্ন সম্প্রদায়গণের সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, অনন্ত বিশ্বের অনন্ত পরিস্থিতি যেমন পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে মানব সমাজেও অধিকারী সম্বন্ধে সম্প্রদায়ের রূপ ধারণ করিয়াছে। যিনি যতটুকু উন্নত চিন্তাবারায় পৌঁছিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের বিচার বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম অবস্থায় পৌঁছিতে পেরেছে। অতএব দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে তুলনামূলক ভাবে উৎকর্ষতা (superiority) অবশ্যই স্বীকৃত হওয়া স্বাভাবিক। তাই কাহার কি চরম লক্ষ্য (ultimate goal) তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বা অস্বীকার করিলে উপাদেয়তা পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত একই সম্প্রদায়ে ভাবের আদান-প্রদানে বৈচিত্র্যতার মধ্যে বৈশিষ্ট্য বিচার করিলে স্বাভাবিক গতিতেই উহার মূল্যায়ন অন্তর্নিহিত হইবে এবং তাহা অস্বীকার করিতে পারিলে আর সজ্ঞাতের কোন কারণ থাকিবে না।

মানব বহুদিন স্থূল-দৃষ্টি লইয়া জড়-ভোগে বিভোর থাকিবেন এবং এক গতিতে সাম্যভাবে বিচার আনয়নে উদগ্রীব থাকিবেন ততদিনেই সজ্ঞাত শুধু উত্তরোত্তর বর্ধিত হওয়া ব্যতীত অন্য কিছু আশা করা সম্ভব নহে। পরিবর্তন-শীল বা ধ্রুংসশীল জগতে দেহ ও মনের ধর্ম কখনও চিরস্থায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে না। তত্বেই উক্ত জড়ের ধর্মগুলি নৈমিত্তিক বা তাৎকালিক। চিৎ ও জড়—টহা সম্পূর্ণভাবে বিপরীত ধর্মবৃত্ত। এমতাবস্থায় উহার পরিণতি সর্বক্ষেত্রেই এক—ইহা কখনই প্রযোজ্য নহে।

সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা যে ধর্ম-বিভাগ দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে দেখা যায় এইগুলি নৈমিত্তিক ধর্মের পরিণতি। আত্মধর্মের নামই বৈষ্ণবধর্ম।

জীবজগতের প্রাণী যাত্রেই আত্মধর্মের কথা বলিতে যাওয়ার অর্থই জীবের ধর্ম বা জৈবধর্মকে বুঝায়। জীব যেহেতু নিত্য; সুতরাং তাহার ধর্মও নিত্য। কিন্তু দেহ বা মন যেহেতু অনিত্য তজ্জন্য ইহার ধর্মও অনিত্য বা নৈমিত্তিক। অথচ 'ধর্ম' সম্পর্কে বলিতে গিয়া বলা হইয়াছে ধৃ-ধাতুর উত্তরে মন্ প্রত্যয় করিয়া 'ধর্ম'-শব্দ নিম্পন্ন হইয়াছে—যাহার অর্থ ধারণ বা রক্ষণ করার ক্ষমতা। এই ধারণ (capacity) ক্ষমতা যদি নিত্যকালের জন্য হয়, তবে তাহা নিত্যধর্ম নচেৎ নৈমিত্তিক ধর্ম বাধ্য কথিত হয়। যেমন জল বলিলে আমরা একটি তরল পদার্থকে বুঝি—যাহার বর্ণ নাই, স্বাদ নাই, গন্ধ নাই, নির্দিষ্ট কোন আকার প্রভৃতি নাই সেই তরল পদার্থকে জল বলা হয়। কিন্তু দুগ্ধ, কেরোসিন প্রভৃতিও তো তরল পদার্থ অথচ ঐগুলিকে কি জল বলা হইবে? অর্থাৎ কোন বস্তু বলিলে তাহার অবস্থা ই একটা সংজ্ঞা (definition) থাকে নচেৎ তাহা যথাযথ ভাবে নির্ণীত করা সম্ভব হয় না। এই জল যখন বায়বীয় অথবা কাঠিষ্ঠ অবস্থা লাভ করে তখন কিন্তু উহাকে জল বলা চলে না। কারণ তখন উহা নির্দিষ্ট ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া নৈমিত্তিক বা তাৎকালিক অবস্থা ধারণ করে। কোন বস্তুর নির্দিষ্ট অবস্থা পরিমাপ করিতে গেলে ইংরাজীতে তাহাকে বস্তুর ধর্ম (property) বলা হয়। কিন্তু আবার মানুষের ধর্ম বলিলে রিলিজিয়ন (Religion) শব্দকে লক্ষ্য করে। সুতরাং ধর্ম বলিতে গেলেও দেখা যায় তাৎপর্যাগত বৈশিষ্ট্য আছে।

সনাতন আর্ষা-ঋষিগণ আত্মধর্মের কথাই বলিয়াছেন এবং সেই আত্মা নিত্য—শাস্ত—অধিনশ্বর। এই নিত্য আত্মার ধর্মও চিরন্তন। যয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহোহয়মক্রেদ্যোহশোয্য এব চ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ (গী: ২২৪-২৫)

[(এই) জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্রেদ্য এবং অশোয্য। ইনি নিত্য, সর্বত্রগামী, স্থির ও অবিচলিত এবং সনাতন অর্থাৎ সদা বিজ্ঞমান। এই আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং জ্ঞানাদি (জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণতি, অপক্ষয় ও বিনাশ হয় না) রহিত বলিয়া কথিত। অতএব জীবাত্মাকে এই প্রকার অবগত হইয়া শোক করিও না।] আরও বলিয়াছেন (গী: ২২০),—

ন জায়তে শ্রিয়তে বা কদাচিন্নাং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শার্ঘতোহ্মং পুবাণো ন হজ্ঞতে হন্মানেন শরীরে ॥

[এই আত্মা কখনও জন্মে না, বা কখনও মরে না অথবা পুনঃ পুনঃ তাহার উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না । কারণ আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, অপক্ষয় রহিত অর্থাৎ নিতানবীন অথচ পুৰাতন ; জন্ম-মরণশীল শরীর বিনষ্ট হইলেও আত্মার বিনষ্ট নাই ।]

এই নিত্য শাস্ত্রত আত্মার ধর্ম নিশ্চয়ই জড়বস্তুব সঠিত তুলনামোগা নহে । জড়বাদী বিদ্বৈ দেহ-মন নিয়েই ব্যস্ত—অতরাং তাহাদের যে ধর্মচিন্তা উহা কালক্ষেপণ । সুতরাং জড়বাদী ও চিন্তাত্ত্বের অনুশীলনকারীর চিন্তাধারা কি করিয়া এক হইবে ? অতএব ধর্মচিন্তার ভাবধারার ভিন্নতা হওয়া স্বাভাবিক । এক্ষেত্রে সমস্ত ধর্মই এক বা সমান—আমরা কি করিয়া বলিতে পারি ?

এই দৃশ্যমান জগতে মানুষ-পদব্যাচ্য এক জীববিশেষ থাকিলেও বা দেখিতে পাইলেও প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ সম্ভা এবং কাহার সহিত কাহার সম্পূর্ণভাবে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না । পরন্তু, কিছু না কিছু ভেদ দৃষ্টি গোচর হয় । তাহা না হইলে এক ব্যক্তির পিতা, পুত্র, স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি একাকার হইয়া এক একজনার ক্ষেত্রে আর একজন পরিবর্তন হইবার সম্ভাবনা থাকিত । কিন্তু যেহেতু বৈচিত্র্য রয়েছে সেই হেতু ঐক্য মারাত্মক ভ্রান্তির হাত হইতে জীবগণ রেহাই পাইয়াছেন । চিন্তাত্ত্বের ক্ষেত্রেও সেইরূপ পৃথক্ সম্ভা ও বৈশিষ্ট্য থাকা স্বাভাবিক । কেননা বৈসাদৃশ্য লইয়াই তো সব কিছু ।

চিন্তাধারার দিক দিয়াও বিরাট ব্যবধান অনুভূত হয় । যেমন আমরা হয়তো বলিতে যাঁট, সবটাই এক মানুষ । কিন্তু তাহাদের মধ্যে যোগ্যতা, অবদান প্রভৃতি নিশ্চয়ই সকলেরই এক—ইহা দেখা যায় না । অতরাং যে দিক দিয়াই বিচার করা হউক না কেন, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পাশাপাশি থাকবেই । অতএব সাম্যবাদ কথাটিই একটা নিম্নস্তরের পরিভাষা-বিশেষ । ইহার দ্বারা ভ্রান্ত জীবকে বিভ্রান্ত করা যায় বটে, কিন্তু বাস্তব সত্যের স্থাপনা করা সম্ভব নহে ।

কালের বিবর্তে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রবক্তাগণ আদিয়াছেন তবে তাঁদের অবদানবৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ন বিচার অবশ্যই অনুধাবন-যোগ্য । গুরু আচার্য্যবর্জের বৈদিক ধর্মের বিভিন্ন আচার্য্য বা মতস্থাপকগণের জীবন ও প্রচার-ধারা

দেখিলেও সমন্বয়ের মধ্যে তাঁহাদের চিন্তাধারা বৈসাদৃশ্যরূপে বৈশিষ্ট্যপূর্ণতাই পরিলক্ষিত হয়। যখন তটস্থ হইয়া আমরা সে-বিষয়ে বিশ্লেষণ করিতে যাইব তখন তারতম্যানুসারে উৎকর্ষতা পরিলক্ষিত হইবে। মানব-সমাজের চিন্তা-ধারার গণ্ডী ক্রমঃপন্থায় উত্তরোত্তর বদ্ধিত করিবার জন্তই যেন বিশ্বনিয়ন্তা বিভিন্ন দূত বিভিন্নভাবে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, সবই সমান। কাব্য অবদানের তুলনা যেহেতু কখনই এক পর্যায়ভুক্ত নহে। এই যে দিব্যজীবনের পথপ্রদর্শকগণ যে-বাণী শেখে গিয়েছেন তাঁহাদের সকলের লক্ষ্য মূলতঃ এক নগে—যদিও তাহারা ঈশ্বরেরই পেরিত। তবে কেহবা অন্বয় ও কেহবা ব্যতিরেক ভাবে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যই সাধিত করিয়াছেন। ইহার কতকগুলি সাময়িক প্রয়োজন ও কতকগুলির নিত্যপ্রয়োজন আছে। এ-গুলিকে নিত্য ও নৈমিত্তিক বলা যায়। নৈমিত্তিক ধর্মমতগুলি প্রকারান্ত্রে গোণভাবে নিত্যধর্মেরই পরিপোষক। বলিতে কি, এই সাময়িক মতগুলি ব্যতীত নিত্যধর্মের সংরক্ষণ বা প্রচার কার্য হইত না। এস্থলে আমি ভারতীয় বৈদিকগণের ক্রমপন্থার দিগ্‌দর্শন করিতে যাইতেছি। কারণ পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগুরুর দ্বারা বিশ্লেষণ করিতে গেলে প্রবন্ধ অত্যন্ত বৃহদাকার ধারণ করিবে। তাই যদি কখন সুযোগ হয় তবে আরও বিষদভাবে আলোচনার আশা রহিল।

সত্যদ্রষ্টা মহাজনগণের কণায় জীব ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া নৈমিত্তিক ধর্মগুলিকে পরিত্যাগ করত নিত্যধর্মের যাজন করেন। আবার অসুরিক বৃত্তিসম্বৃত্ত ব্যক্তিগণ ভগবানের দৈবীমায়ায় বিমোহিত হইয়া নৈমিত্তিক ধর্মগুলিরেই অহুশীলন করিতে আগ্রহান্বিত হন। সুতরাং অধিকারের তারতম্যানুসারে সাধকগণ নিজ নিজ পন্থা নির্ধারণ করিয়া স্বাক্ষিত-পথ বা স্থান লাভ করেন।

চার্বাকের নিরীশ্বরবাদ, ঐবুদ্ধদেবের শূন্যবাদ, আচার্য্য শ্রীমৎ শঙ্করের ব্রহ্মবাদ এবং পরবর্ত্তিকালে ঈরামাহুর, ঐবিষ্ণুস্বামী, শ্রীমৎস্বাচার্য্য ও শ্রীনিবাসদিত্য প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যে ভক্তিবাদের আলোকপাত করেন তাহা ক্রমপন্থায় নবোদ্ভাসিত দিগন্তের পথ নির্দেশ করিচ্ছে। চার্বাকের দুর্নীতি-গ্রস্ত নিরীশ্বরবাদ এবং ব্রহ্মসাধর্মে বেদের কর্মকাণ্ড-বহমাননকারিগণের হিংসাত্মক রক্তের লোলুপতা ভোগী জীবকুল বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়া যখন দেবের দোহাই দিয়ে অদংখ্য প্রাণীর রক্তে যজ্ঞবেদী প্লাবিত

করিতেছিলেন তখন জীব-জুংখে কাতর হইয়া অহিংসার বাণী দান করিতে শ্রীবুদ্ধদেব আসেন। যেহেতু স্বার্থাঘ্রেষী ভোগী মানবগণ বেদের দোহাই দিয়া তাহারা এই নৃশংস কার্য্য করিতেছিলেন, তাই তিনি তাহাদের হাত হইতে বেদ কেড়ে লইবার জন্য বেদ ভ্রাস্ত বলিয়া প্রচার করিলেন। চতুর্দিকে প্রবলভাবে বিপুল উৎসাহের সহিত অহিংসা-ধর্ম্মের প্রচার হইতে লাগিল। অসংখ্য লোক দলে দলে এই অহিংসায় ব্রতী হইয়া নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিলেন।

এরপর উপযুক্ত সময় বুঝিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য জগতে আসিলেন। সাধকের নৈতিক জীবনকে ভিত্তি করিয়া জড়েন্দ্রিয়াদির অননুভবনীয় জড়াতিরিক্ত একটি চিন্তাসত্তার সংবাদ জীবকে প্রদান করিলেন। শ্রীবুদ্ধদেব যে-ক্ষেত্রের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাহাতে যেন গৃহের ভিত্তি নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি জড়াতীত চিন্তাসত্তাকে একমাত্র নিত্য ও অধিতীয়রূপে স্থাপন করিয়া তাঁহার বেদবেত্ত্ব প্রমাণকল্পে শ্রুতিকে অপৌকুষেয় প্রামাণ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বুদ্ধদেবের অহিংসা ধর্ম্ম-মত গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু বেদবিরুদ্ধ নিরীশ্বর বৌদ্ধবাদ এবং তৎসহ কণ্ঠ-কাণ্ডীয় কুমারিল ভট্টাদির দর্শনকে নির্মূল করিবার মানসে উহার বিরোধিতা করিয়া প্রবল মতবাদ প্রচার করেন; তৎফলস্বরূপে নিরীশ্বরবাদ নিরস্ত হইলে ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্ব প্রায় অদৃশ্যমান হইল। বেদ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারত পুনরায় সামগ্গানে মুগ্ধরিত হইয়া উঠিল। শ্রীশঙ্করের এই কার্য্যে দুইটী ফল প্রদান করিলেন, যথা—একটি আত্মরিকবৃত্তি-মোহন-পূর্ব্বক ভক্তিপথ সংরক্ষণ আর অপরটি শ্রুতির অপৌকুষেয় স্থাপন করিয়া বেদ-বিচার-দ্বারা ভক্তিপথ দৃঢ়ীকরণ।

তদনন্তর আচার্য্য শঙ্করের স্থাপিত ভিত্তিতে শ্রীরামানুজ প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্য চতুর্দশ শঙ্করাচার্য্যেরই ভূমিতে আগমন করিয়া ভক্তধর্ম্মের সৌধ-নির্মাণ-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তাঁহারা শ্রীশঙ্করের প্রতিপাদিত শ্রুতির স্বতঃ প্রামাণ্য গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মবিবর্তবাদরূপ ভক্তিবিরোধী মতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত-তত্ত্বরূপ অশনি সঙ্কেত করিলেন। মায়াবাদের যশঃপ্রভা মলিন হইয়া পড়িল। কোটী-কোটি নবনারী মায়াবাদের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া কৃষ্ণদাস্ত স্বামীশ্বর করিলেন।

কালের দুর্ব্বার গতির সঙ্গে ধর্মের গ্রানি উপস্থিত হইলে এইবার আসিলেন অনর্পিতচরী উন্নত-রসোজ্জ্বলা স্বতন্ত্র সমর্পণকারী বরুণাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। পূর্ব পূর্ব বৈষ্ণবাচার্যাগণ কর্তৃক নির্মিত ভক্তি-সোধের উপর রমনীয় শিখর নির্মাণপূর্বক উহা যেন বিচিত্র কারুকার্যে শোভিত করিলেন। স্ননিপুণ শিল্পীরাঙ্গের হস্তে ভক্তিসোধ প্রেমধারায় স্নাত হইয়া অপূর্ব শ্রী ধারণ করিল।

সুতরাং ‘যত মত, তত পথ’—অর্থে সকলেরই এক গন্তব্যস্থল ইহা বুঝায় কি? কারণ ‘মত’ এবং ‘পথ’ যদি দুইটিই এক বচনান্ত রূপে স্বীকার করা হয় তবে উহা স্বীকার্য্য হইতে পারে। কিন্তু ‘যত’ এবং ‘তত’ দুই-ই সম বচনান্ত অর্থাৎ বহুবচনান্ত। এ ক্ষেত্রে গন্তব্যস্থল এক বচনান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইলে আর পথ বহু বচনান্ত বলিয়া যদি ধরিয়া লওয়া হয় তবে কথার সামঞ্জস্য কোথায়? সুতরাং উক্ত কথার তাৎপর্য্য থাকিলেও কার্য্যতঃ উহা কত জনে স্বীকার করেন? অতএব ভাষা যেখানে ভাবের ঐতিব্যক্তি সেক্ষেত্রে তাহার সঙ্গতি অবশ্যই স্বীকার্য্য।

পরিশেষে ইহাই বলিতে চাই যে, আমরা ছজুগে না মাতিয়া বিষয়-বস্তুর অন্তর্নিহিত ভাবগুলি বিচার-বিবেচনাপূর্বক যেন তদনুশীলনে প্রবৃত্ত হই। জগতে বহু ধরনের দৃষ্টান্ত রয়েছে তার দোষ-গুণ (Merits & demerits) বিচার করিয়া তুলনামূলকভাবে শ্রেষ্ঠ-নিষ্কট অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা বিবেচনা না করিয়া সবই এক-ইহা বলিবার কতটুকু যৌক্তিকতা রয়েছে তাহা সুধীরব্দের বিচার করিবেন। আগার অনিচ্ছাকৃত ধৃত্তা মার্জনা করিতে বিনীত নিবেদন জানাই।

“চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।

বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥”

“দন্তে নিধায় ত্বণকং পদয়োনিপত্য

কৃষা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।

হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্-

গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥”

—স্বামী ভক্তিবৈদ্য আচার্য্য

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যার পর)

ভগবানের ভগবন্তার পরিচয়

অনেকস্থলে দেখা যায়, ভগবান্ নিজ ঐকান্তিক ভক্তগণকে বিষতুলা বিষয় একেবারে না দিয়া শুধু ভজনানন্দেই তাঁহাকে ভরপুর রাখেন। ভগবানের পরম ভক্ত শ্রীবত্সর মহাশয় তাঁহার প্রমাণ। তিনি ভিক্ষার দ্বারা নিত্য জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতেন। কখনও নিজে ধনাদি প্রার্থনা করেন নাই। ভগবানও তাঁহাকে তাহা দেন নাই। ভগবানের এই যে কোন ভক্তকে রাজ্যাদি দান, আবার কোন ভক্তকে দারিদ্র্য-দুঃখমধ্যে রাখা—উভয়ই তাঁহার কৃপা নামে অভিহিত; এবং ইহাই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। “কর্তুমতুঃমন্তথাকতুঃ সমর্থঃ ঈশ্বরঃ”—তিনি দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন এবং দিয়াও ফিরাইয়া লইতে পারেন।

এই ভগবদ্-ভজন-বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টান্তস্বল রাজা উত্তানপাদ-পুত্র ধ্রুবই রহিয়াছেন। তিনি শুধু রাজ্য-কামনায় ভগবদ্ভজন করিয়াছিলেন; ভগবান্ তাঁহাকে রাজ্য ও শ্রীচরণপদ্মরূপ ধ্রুবলোকে স্থান দান করিয়া কৃতার্থ করিয়া-ছিলেন। হরিভক্তিযুগোদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধ্রুবের বাক্য হইতেই তাহার কৃতার্থতা ও ভগবদ্ভক্তনের বৈশিষ্ট্য—এই দুইটি বিষয়ের সকল প্রস্ফোরই সমাধান হইয়া যায়। যথা,—

স্বানাম্ভিলাষী তপসি স্থিতোহহং, ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব-মুনীন্দ্রগুহান্ ।

কাচং বিচিহ্নমপি দিব্যরত্নং, স্বামিন্ কৃতার্থোহস্মি বরং ন বাচে ॥

(হঃ স্তঃ ৭২৮)

ধ্রুব কহিলেন,—হে প্রভো! আমি রাজ্য-সুখাম্ভিলাষী হইয়া আপনার তপস্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কারণ তদতিরিক্ত অপর কোনও সুখ আছে বলিয়াই আমি-জানিতাম না। আমি ঘোর বিষয়ী ও কামী হইয়া আপনার ভক্তনে রত হইলেও শ্রীনারদের মত সৎগুরুর কৃপায় দেবগণ ও মুনীন্দ্রগণের হৃৎপ্রাপ্য আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। হে দীনদয়ার্দ্ৰ প্রভো! আজ কাচ সংগ্রহ করিতে যাইয়াও আমি দিব্যরত্ন-স্বরূপ আপনাকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। বস্ত-বৈশিষ্ট্য-জ্ঞানহীন আমার তুচ্ছ জাগতিক বিষয়-কামনারূপ ভ্রম বিদূরিত হইয়াছে। অতএব, হে দয়াময়! সম্প্রতি আমি আর কোন বস্তুই প্রার্থনা করিব না। আপনার শ্রীচরণ-সেবাই আমার একমাত্র কাম্য জানিবেন।

ভগবৎ-সেবাই শুদ্ধভক্তের একমাত্র প্রার্থনীয়

পূর্ব সংখ্যায় প্রদর্শিত অনন্তভাবে ভগবৎ-ভক্তনের এই যে যোগ-ক্ষেম লাভরূপ ফল, শুদ্ধভক্ত-ভূমিকায় আকৃষ্ট বিবেকী ভক্তগণ কিন্তু উহার হেয়ত্ব-বোধে ভগবৎ-প্রদত্ত হইলেও গ্রহণ করিতে চান না। প্রথমতঃ ধ্রুব সো-স্তরে আরোহণ করেন নাই, এটরূপ অভিনয় করিয়াই রাজ্যাভিলাষী হইয়াছিলেন। নারদের স্থায় সদ্গুরুর কৃপার ফলে দিব্যজ্ঞানের উদয়ে বিমুক্তা ভক্তি লাভ করিয়া ভগবৎ-পাদপদ্ম-সেবারূপ :শ্রেয়ঃকেই বরণ করিয়াছিলেন। পরে ভগবানের অহরোধে বা আদেশে তাঁহার প্রীতির জন্য যোগ-ক্ষেমরূপ রাজাসুখ স্বীকার করিয়াছিলেন মাত্র। নির্বিচারে ভগবদাদেশ পালন করাই ভক্তের একমাত্র কর্তব্য। সুতরাং ধ্রুব তাহা গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবদাদেশ পালন-রূপ সেবা করিয়াছিলেন।

কঠোপনিষদে যোগ-ক্ষেম সম্বন্ধে বিশদভাবে কথিত হইয়াছে। যথা,—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতত্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।

শ্রেয়ো হি ধীরোহতিপ্রেষসো বৃণীতে, প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমান্ বৃণীতে ॥

(কঠ ১।২।২)

এ-জগতে ‘শ্রেয়ঃ’ ও ‘প্রেয়ঃ’ নামে দুইটি বস্তুই মানুষের আশ্রয়নীয় রহিয়াছে। বুদ্ধিমান জনগণ উভয়ের পরিণাম সম্পূর্ণভাবে অবগত হইয়া থাকেন; অর্থাৎ ‘শ্রেয়ঃ’ বস্তুটি মুক্তির কারণ এবং ‘প্রেয়ঃ’ বস্তুটি বন্ধনের কারণ—এইরূপ বিচার করেন। সুতরাং তাঁহারা প্রেয়ঃকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃকেই গ্রহণ করেন। বিবেকহীন মন্দবুদ্ধি জনগণ পুনরায় শ্রেয়ঃকে পরিত্যাগ করিয়া যোগ-ক্ষেমরূপ ‘প্রেয়ঃ’ বস্তুকে বরণ করেন।

এই পরম কল্যাণদায়ক শ্রেয়োলাভের চেষ্টাই যে সকলের করণীয়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও (১।১।২২) নির্দেশ করিয়াছেন।—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুগত্বাস্তে, মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।

তূর্ণং যতেত ন পতেদমুত্তম্যু বাবৎ, নিঃশ্রেয়স্য বিষয়ং খলু পর্কণ্ডঃ স্যাম্ ॥

অনেক জন্মের পর এই সুদুর্লভ মানব-জন্ম লাভ করা হইয়াছে। এই মানব-জন্ম অনিত্য হইলেও সম্যক্ পরমার্থ-প্রদানকারী। বিষয়-ভোগ পূর্ব জন্মে যথেষ্টই হইয়াছে ও পরে হইবে; সেইজন্ত ধীরবুদ্ধি জনগণ কণমাত্র বিলম্ব না করিয়া এবং মৃত্যু সন্নিকট ভাবিয়া মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত পরম-কল্যাণ লাভের নিমিত্তই চেষ্টা করিবেন।

সর্বফল-কামনায় একমাত্র শ্রীহরিই আরাধ্য

অনন্তভাবে ভগবদ্ভজনের বৈশিষ্ট্য পূর্ব পূর্ব সংখ্যার বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। অন্য দেবতার ভজনে প্রকৃত সুফল লাভ হয় না জানিয়া সকাম অবস্থাতেও ভগবদ্ভজনই মানবের একমাত্র করণীয়রূপে শ্রীমন্তাগবতে শ্রীশুক-দেবও নির্দেশ করিয়াছেন। যথা,—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারমীঃ ।

তীরেণ ভক্তিযোগেন যজ্ঞত পুরুষঃ পরমঃ ॥ (ভাঃ ২।৩।১০)

অর্থঃ—একান্ত ভক্ত, স্ত্রী-পুত্র-বংশ-স্বর্গাদি যে-কোনও কামনায়ুক্ত এবং মোক্ষকামী গভৃতি সকল সুবুদ্ধিজনগণই ঐচ্ছাসিক ভক্তিযোগের সহিত পরম-পুরুষ ভগবান বিষ্ণুর ভজন করিবেন।

অন্য দেবতার ভজন পরম মঙ্গলদায়ক নহে। কারণ সে-সকল দেবতাগণ আশু সেই সেই ফলদাতা হইলেও সে-সকল ফল ক্ষণস্থায়ী। পুত্ররাং তাঁহাদের আরাধনায় ক্ষণভঙ্গুর অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইলেও, পরমার্থ-লাভে বঞ্চিত হয় মনে করিয়াই সর্বত্র ঋষি শ্রীশুকদেব নানাদেবতার ভজনে নানারূপ ফল নির্দেশ করিয়া উপসংহারে এই শ্লোকটির অবতারণা করিয়াছেন। এই শ্লোকস্থ মোক্ষকামীর মুক্তি-কামনাটী সর্বকামাভ্যুগত হইলেও, মুমুক্শুগণ নিজকে নিষ্কাম বলিয়াই অভিমান করেন। তাঁহাদের এই ভ্রান্তি দূর করিবার জন্ত ঋষিগণ পৃথক-উক্তির দ্বারা মুক্তি কামনার সকামত্বই জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে,—বেদে দেবতাকাণ্ডে এবং পুরাণাদিতে নানা দেবতার্চন ও তাহার ফলশ্রুতি ভূয়োভূয়ঃ বৰ্জমান রহিয়াছে। সর্বাবস্থায় ভগবান্ বিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য হইলে, সে-সকল বেদ-পুরাণ-বাক্যাদি কি নিরর্থক হইবে? তদ্বত্তরে বক্তব্য এট যে—বেদ-পুরাণাদির ঐ সকল বাণী তত্ত্ব অধিকারিণের চিত্ত মার্জিত করিয়া সাধুসঙ্গ-প্রভাবে ভক্তিপথে প্রবেশের ক্রমোপায় মাত্র; অংশু-কর্তব্য বা নিত্য-কর্তব্যাক্রম চরম উপদেশ নহে। পিতা যেমন দুই পুত্রকে বোগমুক্ত করিবার জন্ত মিষ্ট লড্ডু-কাদি-দানের লোভ দেখাইয়া তঁহকে বস পান করাষ্টয়া থাকেন, সেইরূপ বেদ-পুরাণও অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বহির্গত সর্বদা বিষ্ণুসঙ্গ মানবগণকে প্রথমতঃ তাহাদেব আশু ভোগের বস্তু প্রদানকারী নানা দেবতার উপাসনার উল্লেখদ্বারা ভজন-প্রবৃত্তিটি আগাইয়া দিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার তেয়জ্য নির্ণয়পূর্বক হরিভজনেরই সর্বত্র উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যথা,—

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভূবি সম্পদাম্ ।

সর্বাসামপি দ্বিত্বীনাং মূলং তচ্চরণার্চনম্ । (ভাঃ ১০।৮।১২)

অর্থাৎ— শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবনই মানবগণের স্বর্গস্থ, মর্ত্তস্থ ও পাতালস্থ যাবতীয় ঐশ্বর্য্য-ভোগ, সর্বপ্রকার সিদ্ধি এবং যুক্তিলাভের একমাত্র মূল কাবণস্বরূপ হওয়া থাকে ।

শ্রীহারর প্রীতিতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রীতি

পূর্ব পূর্ব যুগেও যাগ-যজ্ঞাদি বা অস্ত্র-দেবতार्চনাদি সমস্ত কার্য্যই সর্ব-মূল্যধার শ্রীহারর প্রীতিার্থে অনুষ্ঠিত হইত ; যেহেতু তাঁহার প্রীতিতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সন্তুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন । যথা,—

প্রীযতাং পুণ্ড্রীকাক্ষঃ সর্বযেজ্ঞধরো হরিঃ ।

তাম্যন্ ভূক্ষে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ ॥ (মৎস্য পুঃ)

হে পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীহরি, আপনি যজ্ঞাদি সকল কার্য্যে একমাত্র ঈশ্বর । অতএব আমার এই কৃতকাৰ্য্যের দ্বারা আপনি প্রীত হউন । আপনি তুষ্ট হইলেই সর্বজগৎ তুষ্টিলাভ করে, এবং আপনি প্রীত হইলে এই ব্রহ্মাণ্ডের সকলেরই প্রীতি-বিধান হইয়া থাকে ।

এই বিষয়ে বহু বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । মহাভারতের বনপর্বে দেখা যায়— কুরুরাজ দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণকে দ্বাদশ বর্ষের জন্য বনবাসে পাঠাইয়াও তৃপ্ত হন নাই ; তাঁহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে একদিন শশিষ্য-দুর্য্যাসা ঋষিকে দ্রৌপদীর আহারান্তে অতিথি হইবার জন্য অনুরোধ করেন । সে-মতে দশ হাজার শিষ্যসহ দুর্য্যাসা ঋষি পাণ্ডব-শিবিরে দ্রৌপদীর ভোজনান্তে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলে পর, পঞ্চপাণ্ডবসহ দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন । সকলে মিলিয়া আকুলপ্রাণে তাঁহাকে ডাকার ফলে তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকে নিজে-দের উপস্থিত বিপদের কথা নিবেদন করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ সে-বিষয়ে কোন কিছুই না বলিয়া নিজে অত্যন্ত ক্ষুধিতের অভিনয়পূর্বক রন্ধনপাত্র-সংলগ্ন একটা অন্নের কণিকা ও শাক-কণিকা ভোজন করিয়া তৃপ্তি-ঐক্যের দিবার সঙ্গে সঙ্গে শশিষ্য-দুর্য্যাসার ভোজনকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল । তাঁহাদের আর জল-বিন্দু গ্রহণের শক্তি রহিল না ।

আরও দেখা যায়,— রাজা উত্তানপাদ-পুত্র এবং পিতার ক্রোড়ে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তমকে দেখিয়া নিজেও শিশুক্রোড়ে বসিতে চাহিলেন । রাজার অতীব

আদরিণী পত্নী স্কন্ধি, সতীনী-পুত্র তাহার পুত্রের স্থান অধিকার করিতে চাহে দেখিয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন,—ওহে ধ্রুব! যদি রাজকোড়ে বা রাজসিংহাসনে বসিতে বাসনা থাকে, তবে শ্রীহরির আরাধনা করত আমার উদরে জন্মগ্রহণ কর, তাহা হইলেই তোমার আশা পূর্ণ হইবে। আদরিণী পত্নীর ভয়ে রাজা উত্তানপাদ কিছুই বলিলেন না এবং পুত্রকেও কোড়ে করিলেন না। ধ্রুব ক্রন্দন করিতে করিতে সুনীতি মায়ের কাছে উপস্থিত হইলে পর, মাতা সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন—ধ্রুব, স্কন্ধির কথা সত্য, তুমি হরিভজন করিলে তৎকৃত্য এই জন্মেই তোমার পিতার রাজ্য হইতেও উত্তম স্বাক্ষর অধিষ্ণু হইতে পারবে।

মাতার কথা শুনি পঞ্চ বৎসরের শিশু শ্রীহরিভক্তের ঐকান্তিকতা লইয়া বনে গমন করিলেন। তাহার হরিভক্তের ঐক্য আগ্রহাতিশয্যের ফলেই দেবর্ষি নারদ কৃপা করিয়া তাহাকে দীক্ষা দানপূর্বক ভজন-প্রণালীর উপদেশ করিলেন। সে-মতে ধ্রুব ব্যায়িক উপবাসাদি কঠোরতার সহিত মন্ত্রজপ করিবার ফলে ছয় মাস মধ্যেই সিদ্ধি লাভ করিয়া ভগবদর্শন লাভ করেন। তখন জাগতিক ভোগের হেয়ত্ব বোধ করিয়া ধ্রুব ভগবৎ-সেবা প্রার্থনা করিলেও ভগবানের আদেশে কিছুদিন রাজ্য পরিচালনাদি রাজসুখ-ভোগের জন্য যখন পিতৃরাজ্যে আগমন করেন সেই সময় স্কন্ধি, যিনি পূর্বে সতীনী-পুত্র বলিয়া বিষ-দৃষ্টিতে দেখিতেন আজ তিনি শত্রুতা ভুলিয়া তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিতে চলিলেন। ইহার মূলে ‘তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্’ এই শাস্ত্র-বাণীরই মতাতা প্রমানিত হইতেছে।

শ্রীহরির পূজাতেই সকলের পূজা ও তুষ্টি

ভগবানের মায়াশুদ্ধ জীব-নিচয়মধ্যে মানবগণেরই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তন্মধ্যে গৌভাগ্যক্রমে যদি কোনও মানব সদৃশের যাদৃচ্ছিকী কৃপা লাভ করিয়া একমাত্র ভগবৎ পূজাদিতে রত হন, তবে তাঁহার আর অন্য কাহারও পৃথকভাবে পূজা করিতে হয় না। ভগবৎ পূজাতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকলের পূজা ও তুষ্টি বিধান হইয়া থাকে। শ্রীবিষ্ণুসামল-সংহিতায় চৈত্র্য সপ্তমীতেই বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—

তুষ্টা ভবন্তি ঋষি-ভূত-সলোকপালাঃ

সর্গে গ্রহাস্তরগণ-সোম-কুজাদিমুখ্যাঃ

গোবিন্দমাদিপুরুষঃ তমহং ভজামি ॥

অর্থাৎ—যাহারা পুজার দ্বারা দেবতাসকল, পিতৃগণ, ঋষিগণ, ভূতসকল, ইন্দ্রাদি-লোকপালগণ, অর্থাৎ-চন্দ্র-মঙ্গলাদি স্বর্গসহিত নবগ্রহগণ এবং বৈশ্বা-কাদি ষাটগ্রহ-বালগ্রহ প্রভৃতি সমুদয় গ্রহগণ সকলেই সম্পূর্ণরূপে পূজিত ও পরিতুষ্ট হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের আশি শুভজন করি।

এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাবতন্ত্র একটা সুন্দর যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন—

যথা তরোমূল-নিষেচনেন, তপ্যন্তি তৎস্বন্ধ-ভূকোপশাখাঃ।

প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়ানাং, তথৈব সর্বার্হণমূচ্যতেজা। (ভাঃ ৪।৩।১৪)

যে রূপ বৃক্ষের মূলদেশে স্বর্গরূপে জলসেচন করিলেই উহার স্তম্ভ, শাখা, উপশাখা ও পত্র-পুষ্পাদি সম্ভাবিত হয়, এবং মূলদেশ বাতীত নিম্ন স্থানে পৃথকভাবে জলসেচন করিলে সকলে শুকাইয়া যায়, প্রাণে আহারা প্রদান করিলে অর্থাৎ অন্নাদি উদরস্থ করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই যেক্রম তৃপ্তি সাধিত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহে পৃথক পৃথকভাবে অন্ন লেপন দ্বারা কাহারও তৃপ্তি বিহিত হয় না। সেইরূপ একমাত্র সর্বমুলাধার শ্রীভগবানের পূজার দ্বারা ই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে; তাঁহাদের আর পৃথক পৃথক পূজার প্রয়োজন হয় না। শ্রীস্বন্দ-পুরাণেও তাহাই বর্ণন করিতেছেন। যথা,—

অর্চিত্তে দেবদেবেশ অজ-শজ-গদাধরে।

অর্চিত্তাঃ পিতরো দেবা যতঃ সর্বময়ো হরিঃ॥

অর্থাৎ—পদ্ম-শজ-গদাধর দেবদেবেশ শ্রীভগবান্ অর্চিত্ত হইলে দেবগণ এবং পিতৃগণ সকলেই অর্চিত্ত হন, যেহেতু শ্রীহরির সর্বময় অর্থাৎ সর্বৈশ্বর বলিয়া দেবগণ ও পিতৃগণ সকলের মূল-স্বরূপ হন। মহাভারতের ভীষ্মপর্বীয় উত্তর গীতায়ও স্বয়ং ভগবানের এইরূপ উক্তি দেখা যায়। যথা,—

দেবাদীনাক্ষ শৃঙ্গোহকং বর্গাদীনাম্ ধনঞ্জয়।

মৎপূজনেন সর্বকো স্যাঙ্কুং নাত্র সংশয়ঃ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—হে অর্জুন! আমি তেত্রিশ কোটি দেবতাগণের, ঋষিসকলের, পিতৃগণের, দৈত্য-দানবাদি অসুরগণের, ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের, আশ্রমীমাত্রের অন্ত্যজাতি সকল জাতিরই একমাত্র পূজনীয় জানিবে। অতএব আমার পূজাতেই ইহাদের সকলের নিশ্চিতরূপে পূজা সিদ্ধ হয়। এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তবে যদি কোমলশ্রদ্ধ কোনও ভক্ত ভক্তিমাগে প্রবেশার্থ অঙ্কদেবে ঈশ্বর-বুদ্ধিরহিত হইয়া ভগবদ্ভিত্তিরূপে তাঁহাদিগকে জানিয়া ভগবৎ প্রসাদাদির দ্বারা তাঁহাদের অর্চনা করিবেন, তথাপি সেই সেই দেবতার নিকট ধন-পুত্র-কল্যাণাদি প্রার্থনা না করিয়া একমাত্র কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করিবেন। ‘অঙ্কদেবে মাগি নিবে কৃষ্ণভক্তি-বর’।

সেইরূপ গৃহস্থ-বৈষ্ণব লোকনিন্দাদি নিবারণার্থ পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিতে হইলেও ভগবৎ প্রসাদাদি দ্বারা সম্পন্ন করিবেন। কখনও স্মার্ত্তমত-অবলম্বীদিগের মত আমিষাদি দিবেন না এবং একাদশ্যাদি উপবাস-দিবসে শ্রাদ্ধ করিবেন না। এই বিষয় পত্রিকায় পূর্বে বিশদভাবেই আলোচিত হইয়াছে।

শুদ্ধ-বৈষ্ণবের পিতৃশ্রাদ্ধাদি ও অন্যান্য দেবতার্চনাদি বর্জনীয়

শুদ্ধ-ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবের একমাত্র সেবা শ্রীহরির অর্চন-বন্দনাদি, মন্ত্র-জপ, লীলা-কথা-শ্রবণাদি এবং ভগবদ্ভক্ত শুদ্ধ-বৈষ্ণবের পূজাদি ব্যতীত অন্য কোনও কৃত্য নাই। বরং তাঁহার পক্ষে অঙ্কদেবতার্চনাদি, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি, অভিলষিত ফল-কামনাপূর্ব্বক সঙ্কল্প-বাক্যাদি এবং কুশধারণ প্রভৃতি বহু কার্য্যই বর্জনীয়রূপে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,—

সঙ্কল্পঞ্চ তথা দানং পিতৃ-দেবতার্চনাদিকম্।

বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টশ্চৈব কুর্য্যাৎ কুশধারণম্ ॥ (স্কন্দ পুঃ রেবাকণ্ড)

অর্থাৎ—বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত মানবমাত্রেয়ই অভিলষিত ফল কামনাপূর্ব্বক সঙ্কল্প-বাক্য, সেইরূপ ভূম্যাদি দান, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি, গণেশাদি সকল দেবতাগণের পূজা, নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যাদি নামাপরাধজনক সমস্ত কর্ম্ম, কুশধারণ এবং ভগবদ্বর্ষ্যে নিষিদ্ধ অনাদেবতার প্রসাদ-নির্ম্মালাদি গ্রহণ-কণ নিষিদ্ধ যে-সকল কর্ম্ম, সে-সকলই অকরণীয় জানিবে। এ বিষয়ে বশিষ্ঠ-সংহিতায়ও দেখা যায়,—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং দানং সঙ্কল্পমেব চ।

দৈবং কর্ম্ম তথা পৈতৃকং ন কুর্য্যাৎ বৈষ্ণবো গৃহী ॥

অর্থাৎ—বৈষ্ণব গৃহস্থগণ নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যকর্ম্ম, দান, সঙ্কল্প, দেবতার্চন ও পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিবেন না।

রুদ্রযামলেও বর্ণিত আছে,—বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুভিন্ন অপর দেবতার যদি মনে মনেও পূজা করেন, তাহা হইলে এই অপরাধ-হেতু তিনি নিশ্চিত অধঃপতিত হন। বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ বলেন—শুদ্ধবৈষ্ণব কুশধারণ, সঙ্কল্প আচরণ, কামা-মার্গের অনুসরণ ও শিবাदि দেবতার পূজার অমুষ্ঠান—এসকল কিছুই করিবেন না।

পদ্মপুরাণও বলিতেছেন,—শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সঙ্কল্প, দান, কামনা, প্রায়শ্চিত্ত (স্মার্ত্ত-বিধানোক্ত), বাগ-যজ্ঞাদি কিছুই করিতে হয় না। কিন্তু ভগবৎ পূজার আনুসঙ্গিক বৈষ্ণবের পূজা অবশ্য কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণের সেবক সর্বদা শুদ্ধ ও পবিত্র। বৈষ্ণব কুশধারণ করিবেন না এবং কামনাযুক্ত সঙ্কল্পশূণ্য হইবেন, কারণ তাঁহার অন্তরে বাহিরে শ্রীহরি রহিয়াছেন। বৈষ্ণব অল্প দেবতাগণের পূজা করিবেন না। তাঁহাদিগকে প্রণাম ও দর্শন করিবেন না। তাঁহাদিগের গান, নিন্দা, স্মরণ ও উচ্ছিষ্ট ভোজন কিছুই করিবেন না। হে নারদ! অনন্ত-স্মরণ, নিষ্ঠাবান্, মননশীল বৈষ্ণব অল্পদেব-সেবকের সমস্ত পর্য্যন্ত যত্নপূর্বক বর্জন করিবেন। শ্রীসনৎকুমার সংহিতায়ও দেখা যায়,—

নাশ্যথ পূজয়েদেবং ন নমোত্মস্মরেন চ।

ন পশ্যেত চ গায়েচ্চ ন চ নিষেৎ কদাচন ॥

নাশ্যোচ্ছিষ্টঞ্চ ভুঞ্জীত নাশ্বশেষঞ্চ ধারয়েৎ।

অবৈষ্ণবানাং সন্তাষা বন্দনাদি বিবর্জয়েৎ ॥

অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ কখনও অল্পদেবতার পূজা, প্রণাম, স্মরণ, দর্শন, গান, স্তুতি, নিন্দা, এসকলের কিছুই করিবেন না এবং তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন ও অবশেষ নিষ্মালাদি ধারণ সমস্তই ত্যাগ করিবেন। এবং অবৈষ্ণব-মানব-গণের সহিত সন্তাষণ-বন্দনাদি পর্য্যন্ত বর্জন করিবেন।

বৈষ্ণবগণ কাহারও নিকট ঋণী নহেন

অত্রাবস্থায় প্রশ্ন হইতে পারে—মহুসংহিতায় প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র বা প্রামাণ্য পুরাণাদি-শাস্ত্রে দেখা যায়,—ভ্রাতৃগণদি সমস্ত বর্ণাশ্রমী জন্মমাত্রেই নানা স্থানে ঋণী হইয়া থাকে এবং তাহাদের অধীনত্ব লাভ করে। যথা,—

দেবতা-পিতৃ-বন্ধুনামৃষি-ভূত-নৃণামুখা।

ঋণী শ্রাস্তদধীনশ্চ বর্ণাদির্জন্মমাত্রতঃ ॥ (বিষ্ণু সংহিতা)

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থিত যে-কোনও মনুষ্য জন্মমাত্রেই দেবতাগণ, পিতৃগণ, পিতামাতা প্রভৃতি বন্ধুগণ, ঋষিসকল, অপর সর্বাশ্রাণিগণ ও মনুষ্য (অতিথি) সকল—এই ছয়টি স্থানে ঋণী হইয়া থাকে। এবং তাহাদের সম্বন্ধে কর্তব্য

আচরণের দ্বারা সকলের অধীনত্ব প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রে এইসকল ঋণ-মুক্তির উপায়ও বলা হইয়াছে। যথা,—

ঋণং দেবস্য যাগেন ঋষীণাং পাঠকর্মণা ।

সন্তত্যা পিতৃলোকানাং শোধয়িত্বা পরিব্রজেৎ ॥

অর্থাৎ যজ্ঞাদি কার্যদ্বারা দেবঋণ, বেদাদিপাঠের দ্বারা ঋষিঋণ এবং পুত্র উৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া সম্মানাদি গ্রহণ করিবে। সেই-রূপ : আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণে বন্ধুঋণ, পশুপক্ষী প্রভৃতির উদ্দেশে অন্নাদি দানরূপ ভূতযজ্ঞদ্বারা ভূতঋণ এবং অতিথি সংস্কারাদি কার্যদ্বারা অমুখ্যঋণ উত্তীর্ণ হইতে হয়। নতুবা এই সকল অবশ্য-কর্তব্য কার্য অকরণ-জন্য নিশ্চয়ই গৃহস্থাশ্রমী মানবমাত্রই পাপভাগী হইবেন।

এইরূপ শ্রমের উত্তরে কর্তব্য এই যে, ভগবান্নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত ঐকান্তিক-ভাবে তত্ক্ষননিষ্ঠ গৃহস্থাদি বর্ণাশ্রমী ভিন্ন সাধারণ স্মার্ত্তমতাবলম্বী বর্ণাশ্রমীর জন্যই সেইসকল শাস্ত্রবচন প্রযোজ্য। বিস্মৃত্তক এবং নিত্যভক্তননিষ্ঠ বৈষ্ণবের যে এ'সব কিছুই করিতে নাই, শ্রীমদ্ভাগবতই তাহা বর্ণন করিতেছেন। যথা,—

দেবর্ষি-ভূতাপ্ত-নৃণাং পিতৃণাং, ন কিঙ্করো নায়মুণী চ রাজন্ ।

সর্বাঙ্ঘনা যঃ শরণং শরণ্যং মুকুন্দং পরিদৃত্য কর্ত্তম্ ॥ (ভাঃ ১১।৫।৪১)

অর্থাৎ, করভাজন ধর্ম বলিতেছেন,—ওহে নিমি মহারাজ, যিনি শুদ্ধভক্তের ভূমিকায় আকৃষ্ট হইয়া নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করত সর্বতো-ভাবে একমাত্র আশ্রয়ণীয় মুকুন্দেরই শরণাগত হইয়াছেন, অর্থাৎ সন্মত ভগবদ্ভজন-নিষ্ঠ; তিনি দেবভাগ্য, ঋষিগণ, ভূত-সকল, জ্ঞা-পুত্রাদি আপত্তজন, অতিথি বা অভ্যাগতজন ও পিতৃগণ এই সকলের কাহারও নিকট ঋণী নহেন এবং তিনি তাঁহাদের কিঙ্করও হন না। এই শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্য দ্বারা শুদ্ধভক্তগণের নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সমস্ত অবশ্য করণীয়রূপে বিহিত কর্মের অকর্ত্তব্যত্ব উক্ত হইল।

অন্যভক্তের পাপাদি অনর্থ বিঘ্নকারী হয় না

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে,—এই সকল নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম গৃহস্থাশ্রমী মাত্রেরই 'ন' কর্মণামনারজ্ঞারৈকর্ষ্যং পুরুষোহংশুতে' ইত্যাদি শ্রীগীতাবাক্য এবং 'তাবৎ কর্মণি কুর্যাত ন নির্বিঘ্নেত যাবত' ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্যের দ্বারা ভগবান্ন নিজেই অবশ্য-করণীয়রূপে নির্দেশ করিয়াছেন; তাঁহার বাক্যের অত্থা আচরণে নিশ্চয়ই সেবাগরাধী হইতে হইবে। এইরূপ সাধারণ কর্মগণের

কর্মাসক্তিরূপ ভ্রান্তি নির্মূল করিবার জন্তই নিমি রাজের অন্তরে এইপ্রকার প্রমোদয় হইলে করভাজন ঋষি রাজার প্রেমের কথা স্বতঃই অন্তরে জানিয়া অনন্তভক্তের যদি কখনও কোন নিষিদ্ধ (পাপ) বা সেবাপরাধ-জনক কর্ম দৈবাৎ হইয়া যায়, তথাপি তাঁহার তজ্জন্য স্মার্ত্তবিধানোক্ত প্রায়শ্চিত্তাদির প্রয়োজন নাই, ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়া দিতেছেন । যথা,—

স্বপাদমূলং ভক্ততঃ শ্রিয়ন্ত, তাক্ষান্ত্যগবন্ত হরিঃ পরেশঃ ।

বিকর্ম্য যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্, ধুনোতি সর্বং হৃদি সগিবিষ্টঃ ॥

(ভাঃ ১১।৫।৪২)

অর্থাৎ—যিনি অনন্তভাবে ভগবানের পদকমলযুগলের আরাধনা করেন, তাদৃশ প্রিয়ভক্তের এই সকল মিতানৈমিত্তিকাদি বিহিত কর্মের অকরণে কোনও পাপই হয় না । নিষিদ্ধ মহাপাতকাদি পাপকার্য্য-জন্ত পাপ, এবং ভগবদাদেশাদি লজ্জন জন্ত সেবাপরাধ না হইবার কারণ কি ? তদুত্তরে ঋষি বলিতেছেন,—শ্রীভগবান্—‘হরি’ অর্থাৎ পাপাদি হরণকারী । এবং তিনি ‘পরেশ’ । ‘পরেশ’ শব্দের তাৎপর্য্য, পরশমণি যেমন স্পর্শমাত্র পৌহকেও স্বর্ণে পরিণত করে, সেইরূপ ভক্তের হৃদয়স্থ ভগবান্ পাপী-তাপী সকলকেই স্বতুল্য পবিত্র করিয়া থাকেন । অর্থাৎ ভক্তের যদি দৈবাৎ কোন নিষিদ্ধ কর্মাদি জন্ত পাপাদি উপস্থিত হয়, তখন ভক্তের হৃদয়স্থিত ভগবান্ তাঁহার সে পাপাদি তৎক্ষণাৎ নাশ করিয়া তাঁহাকে বিশুদ্ধ স্ফটিকবৎ নির্মল করেন । এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায়েও ভগবান্ বলিয়াছেন,—

সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা স্তচ ॥ (গীঃ ১৮।৬৬)

শ্রীভগবান্ অর্জুনকে পূর্ব্বশ্লোকে একমাত্র তাঁহারই পূজা, চিন্তা, সেবা ও প্রণামাদি করিবার উপদেশ প্রদান করত গীতার সার বাণীরূপে সকল প্রশ্নের সমাধানার্থ বলিতেছেন,—হে অর্জুন, মিতা-নৈমিত্তিকাদি গিষি-বাক্যের কিঙ্করত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমার প্রতি ভক্তির দ্বারাই তোমার সকল কৃত্য সম্পন্ন হইবে । কর্ম্মত্যাগ জন্ত পাপ হইবে বলিয়া দুঃখ করিও না । তথাপি যদি পাপ হইবে বলিয়া মনে কর, তাহা হইলেও আমি তোমাকে সেইসকল পাপ হইতে মুক্তিদান করিব । (ব্রহ্মসংঃ)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি
 নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী
 শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
 ১৪শ বর্ষপূর্তি বিরহ-মহোৎসব

শ্রীকৃষ্ণ-মাধব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষক চিহ্নিলাস আচার্য্যভাস্কর
 বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্যমঠ ও গৌড়ীয়মঠ-সমূহের প্রতিষ্ঠাতা জগদগুরু নিত্যলীলা-
 প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীকৃষ্ণানুগবর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীশ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী
 ঠাকুরের অন্ততম প্রিয়পার্ষদপণ্ডর শ্রীচৈতন্যায়্য দশম অধস্তন আচার্য্য-



কেশবী নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব
 গোস্বামী মহারাজের চতুর্দশ-বর্ষপূর্তি তিরোভাব-মহামহোৎসব বিগত
 ৩০ পদ্মনভ, ১৪ কা্তিক (ইং ১১১১৮২) সোমবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত
 সমিতির মূলকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীবৈবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিশেষ জড়নের
 সহিত উদ্যাপিত হইয়াছে।

এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গে অনাবৃষ্টিজনিত যে বিধাবৈয় ভায়া জন-জীবনে
 প্রতিফলিত হইয়াছে তৎসহ এই বিরহ-বেদনা যেন আরও গভীরতম
 অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার বিরহ-বাথা ভক্তহৃদয়কে যেরূপ দক্ষিভূত
 করিতেছিল, তৎসহ প্রকৃতির নিষ্ঠুর প্রত্যাঘাত তদীয় বিরহ-জ্বালাকে বাব-

বার পুরণ করাইয়া দিয়াছে। তজ্জন্তই শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ এই বিরহ-মহোৎসব সজ্জনস্বামী তথা ভক্তবৃন্দ ব্যতীতও দীন-দরিদ্র অনাথ-দুস্ত প্রভৃতি সকলপ্রকার জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে শ্রমাদ বিতরণের জন্ত কর্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

এই বিরহ-তিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৩ কার্তিক (ইং ৩১।১০।৮২) রবিবার হইতেই বিশেষভাবে প্রস্তুতি লওয়া হয়। আশ্রমের প্রবেশদ্বার পত্র-পুষ্প-পতাকা-কদলীবৃক্ষ-রোপণ, ঘটস্থাপন প্রভৃতি মাদ্রলিক কার্যাদি অস্থগ্ঠান করা হইলে সন্ধ্যায় অধিবাস-উৎসব উদ্‌যাপন ব্যতীত অবিচ্ছিন্ন-চরণ কৌতুহল-সদনে এক মহতী সভার আয়োজন করা হয়। এই সভার উদ্বোধনীর ভাষণে সমিতির সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদিগ্‌বিশ্বামী শ্রীশ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত বামন মহাব্রাহ্ম সমিতির সেবকবৃন্দকে উদ্‌দীপনাময়ী এক ভাষণে বলেন যে, অস্মদীয় শ্রীশ্রীকৃপাদলদ্ব নিত্যধামে প্রয়াণ করিলে বাহ্যত যদিও আমরা তাঁহার স্থল দর্শন পাইতেছি না, কিন্তু তাঁহার আদেশ-নির্দেশ হৃদয়ে ধারণ করত আমরা যদি সেবায় ত্রুতী হই তবে নিশ্চয়ই তাঁহার মনোভীষ্ট পূরণ করা হইবে। কাহারো প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন মানেই তাঁহার আদেশ-নির্দেশ পালন ও তাঁহার মনোভীষ্ট পূরণে ত্রুতী হওয়া। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীকৃন্দেব বলিতিলেন,—এই সংসার-সাগর হইতে গায়াবদ্ধ জীবগণকে উত্তোলনের বা উদ্ধারের জন্ম আশাদিগকে শ্রীহরিজনগণের সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ হইতে হইবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাই,—

ভাবতভূমিতে জন্ম হইল যাহার।

জন্ম সার্থক করি কর পরোপকার ॥

অতরাং এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, অন্তর উপকার বা মঙ্গল করিতে গেলে তৎপূর্বক নিজের ক্ষমতা বা অধিকার অর্জন করিতে হইবে। তজ্জন্ত সেবায় জীবন লাভ করত শ্রীকৃন্দেব-বৈষ্ণবগণের কৃপালাভের জন্ম সেবায় অতন্তপ্রহরিক্রমে নিজকে নিয়োজিত করা কর্তব্য। “অন্তর নিষ্ঠা করি কর বাহ্য-ব্যবহার।” শ্রীগৌরসুন্দরের অমৃতময় বাণী হৃদয়ে ধারণ করত নিকণটে পরোপকারার্থে নিজেকে বিশিয়ে দিতে হ’বে। এর জন্ত চাই অনলস সাধনা—বিরামহীন ধৈর্য্য।

স্বরূপ উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত জনসমাজের প্রকৃত মিলনের জাগরণ আসিবে না। এর জন্ত আমাদের প্রত্যেকের নিকট এগিয়ে যেতে হইবে; তাঁদেরকে দিতে হবে অমৃতের বাণী—তাহাদিগকে জানাইতে হইবে ‘জীবগণ,

আমরা অমৃতের সন্তান'। জড়ীয় ক্ষুদ্র সন্ধীর্ণ স্বার্থের জন্ত আমাদের জীবনে দ্বন্দ্ব, প্রবঞ্চনা—ইহা দ্বারা নিত্যশাস্তি তো আসিবেই না পরন্তু সাময়িক শাস্তি আসাও দুষ্কর। কেননা নিজেকে অজ্ঞের জন্য শিলিয়ে দিতে না পারিলে অন্যের কি উপকার করা যেতে পারে? মায়াবদ্ধ জীবনচয় অজ্ঞানতান্নপ কুহলিকায় পতীত রয়েছে—তাহাদিগকে জাগরণের বাণী শুনাইতে হইবে। কিন্তু তাহারা এমনি কি শুনিবেন? এই জন্যও বুদ্ধক্ষু, মুমুক্স ব্যক্তির নিকটেও ছুটে গিয়ে কাহাকেও বা মহাপ্রসাদ দান করিয়া ভগবানের অসমোদ্ধ দয়ার নিদর্শন দেখাইতে হইবে, আর কাহাকেও বা ভগবানের অসীম প্রেমের কথা জানাইতে হইবে। আমরা শুধু খেয়ে নিলাম আর মল পরিত্যাগ করিলাম—এইরূপ খাওয়া ও বিষ্ঠাত্যাগ নিয়াই বাস্তব থাকে যথার্থ মানবের কর্তব্য নহে।

এই জন্যই শ্রীপদ্মপুৰাণ বলিয়াছেন,—

আহার-নিদ্রা-শয়-মৈথুনাঞ্চ সামান্তমেতৎ পশুভিনরানাম্।

ধর্মহিতেষামাদিক বিশেষো ধর্মহীনাঃ পশুভিঃ সমানঃ ॥

এক্ষেত্রে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, ধর্মকে পরিত্যাগ করিয়া শুধু আহার-নিদ্রা-শয় ও কাম-ক্রিয়া লইয়া থাকা মানেই পশুতুল্য বা ইতরবৃত্তি। কিন্তু ধর্মযাতনই মানবরূপী জীবের বৈশিষ্ট্য। স্তবরাং জগতে বাঁচিয়া থাকিতে গেলে বা জীবিকা-নির্বাহের জন্য খাদ্যাদি গ্রহণ করিলেও মানব সমাজের চৈতন্যেই কর্তব্য শেষ হয় না। ইহারা উন্নতচিন্তা লইয়া জড়-জগতের চিন্তা বাতীতও স্বপ্নচিন্তার বিভাবিত হইবেন ইহা সর্বতোভাবে কাম্য।

প্রভুপাদ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী বলিয়াছেন,—
‘এক বিষয়াক্ত ব্যক্তিকে আত্মচেতনা করিতে গেলে গ্যালন গ্যালন রক্ত নষ্ট করিতে হয়, তবেই হয়তো স্রুতিবলে হরিভজন-পিপাস্ব হন। এমতাবস্থায় শুধু খাওয়াও আর আনন্দ কর—এরূপ বিচার গ্রহণযোগ্য নহে।

উক্তার দীর্ঘ ভাষণকালে তিনি বলেন,—আমরা সমাজের সেবা করব ঠিকই, কিন্তু ইহা এমনভাবে করব যাহা ভগবৎসেবার অনুকূল হয়। নৈতিক-জীবন সমাজকে আনন্দ দান করিতে পারে—শাস্তি দিতে পারে; কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল জীবন সমাজ-জীবনকে উদ্বিগ্ন প্রদান করিয়া থাকে। স্তবরাং সমাজ-সেবার নামে যেন ব্যভিচারিতার উদ্ভব না হয়—সেদিকেও সজাগ থাকা বাঞ্ছনীয়। পরিশেষে মহাজন-গীতি কীৰ্ত্তনান্তে সভা সমাপ্ত হয়।

১লা নভেম্বর ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গল্যারতি সমাপ্তান্তে শ্রীগুরু-বন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চ-তত্ত্বাক-বন্দনা, বিরহ-সূচক কীৰ্ত্তনাদি হইলে বাণী-সংরক্ষণ যন্ত্র

সাহায্যে শ্রীল গুরু মহারাজের হৃদিকথা পরিবেশিত হয়। মধ্যাহ্নের পূর্ব মুহূর্তে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের সমাধিপীঠে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণান্তে বিশেষ ভোগ নিবেদিত হইলে মধ্যাহ্নরতি সমাপ্ত করিয়া নিমন্ত্রিত বৈষ্ণববৃন্দ, সজ্জন-সুখী ভক্তবৃন্দ তথা আগত দীন-দুঃখী সকলকেই অকাতরে আকর্ষণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। আগত সন্ত সন্ত জনসাধারণকে প্রসাদ বিতরণ করার একটি বৈশিষ্ট্য। এই যে, তাঁহাদিগের শুধু ক্ষুধিবৃন্তি নিবারণেরই উদ্দেশ্য নহে—পরন্তু তাঁহাদের ইচ্ছা এবং পরকালের যাহাতে উপকার হয় তজ্জন্তই ভগবদ্-পার্বদেব তিরোধান-তিথিকে উপলক্ষ করিয়া ভাত-ভাল ক্ষুধা নিবারণের জন্য দান না করিয়া মহাপ্রসাদরূপে জনসাধারণকে বিতরণের ব্যবস্থা লওয়া হয়। কেননা তদ্বারা চৈতন্য ও পারলৌকিক দুই-কালেবই উপকার হওয়া সম্ভব। বৈষ্ণবগণ তজ্জন্তই ভগবদ্ উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্ন প্রসাদরূপে বিতরণ করেন।

এই দিন গোখুলি-লগ্নে সন্ধ্যারতি আরম্ভ হয় এবং অরতি অন্তে মহাজন-গীতি কীর্তন হইলে শ্রীগৌরাজ গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগ্বিশ্রমী শ্রীশ্রীমন্তক্লেশরণ শাস্ত্র মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি তাঁহার অগ্রজ মতীর্থের জীবনাদর্শের মহিমা ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া অমদীয় শ্রীল গুরু-মহারাজের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিয়া বলেন, “শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট পূরণেট যাহার একমাত্র জীবনের ব্রত ছিল—সই জীবনঃখে দুঃখী অমদোদয়-দয়াকারী শ্রীল কেশব মহারাজ যেন আশীর্বাদ করেন—যাহাতে বাকী জীবনটি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের সেবায় নিয়োজিত থেকে কাটাটতে পারি।

তদনন্তর শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত উর্দ্ধমন্তী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীমবহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাজ ব্রহ্মচারী, শ্রীসদাশিব ব্রহ্মচারী, শ্রীকমলাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আরও অনেকে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের মহিমা বর্ণন করেন।

পরিশেষে সমিতির আচার্য্যদেব শ্রীমৎ বামন মহারাজ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের দার্শনিক বিচার-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করিলে সভার কার্য্য কীর্তনমুখে সমাপ্ত হয়।

—শ্রীযতুবরদাস ব্রহ্মচারী

। শ্রীশ্রীকুঞ্জগোরাঙ্গে জয়তঃ ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুকাপ্রতিহতা বয়স্যাঃ সুপ্রসীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরমর্মে ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ।

অন্য ধর্ম স্বরূপে পালে বেই জন ।
হরি-কথার রতি নৈলে পও সেই শ্রম ।

৩৯শ বর্ষ { ১৫ কেশব, কারণোদযায়ী, ৪৯৬ গোরাঙ্গ { ১০ম সংখ্যা
৩০ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৬/১২/৮২

সানুবাদঃ

শ্রীশ্রীকুঞ্জবিহারিণঃ দ্বিতীয়াক্ষকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

। নমঃ শ্রীকুঞ্জবিহারিণে ।

অবিরত-রুতি-বন্ধু-স্মেরতা-বন্ধুর-শ্রীঃ

কবলিত ইব রাধাপাঙ্গ-ভঙ্গী-তরঙ্গৈঃ ।

মুদিত-বদন-চন্দ্রশ্চন্দ্র কাপীড়-ধারী

মুদির-মধুর-কান্তিভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥১॥

কন্দর্প-বিলাসহেতু বাতার মুখমণ্ডলে মন্দ-মন্দ হাস্য সর্কদা শোভা পাইতেছে,
যিনি শ্রীরাধিকার কটাক্ষ-ভঙ্গীরূপ তরঙ্গদ্বারা যেন কবলিত হইতেছেন,

ধাঁহার বদনচন্দ্র সর্বদা তর্ঘ্বযুক্ত, যিনি যন্তকে শিখপুঞ্জ ধারণ করিতেছেন এবং
নবীন-মেঘের ন্যায় মধুবাস্তি ধারণ করিয়াছেন সেই শ্রীকুঞ্জবিহারী কুঞ্জ-মধ্যে
বিরাজ করিতেছেন ॥১॥

তত শুষির-বনানাং বাগ-মানন্দ-ভাজাং
জনয়তি তরুণীনাং মণ্ডলে মণ্ডিতানাং ।
তটভূবি নটরাজ-ক্রীড়া-ভানু-পত্ন্যা
বিদধদতুলচারীভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥২॥

যমুনাতটে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া অজরমণীগণ যুদঙ্গ, বীণা, বেণু,
কাংসা প্রভৃতির বাজ্য আবৃত্ত করিলে, যিনি উদয় নটের ন্যায় সুন্দর নৃত্য
করিতে থাকেন, সেই শ্রীকুঞ্জবিহারী কুঞ্জ-মধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥২॥

শিগিনি কলিত যড়্জে কোকিলে পঞ্চমাচ্য
স্বয়মপি নব-বংশোদ্ভাসয়ন গ্রাম-মুখাং ।
ধৃত-যুগ-মদ-গন্ধঃ সূৰ্গ গান্ধার-সংজ্ঞং
ত্রিভুবন-ধৃতিহারী ভাবি কুঞ্জে-বিহারী ॥৩॥

ময়ূরগণ যড়্জে স্বর আরম্ভ করিলে, কোকিলগণ পঞ্চম-স্বরের আলাপ
করিতে লাগিলে যিনি সর্বদা যুগমদগন্ধ ধারণ করিয়া অস্তিনব বংশীধারা
গান্ধার নামক উৎকৃষ্ট স্বরগ্রাম মুচ্ছনা পূরক ত্রিভুবনের ধৈর্য্য হরণ করেন,
সেই শ্রীকুঞ্জবিহারী কুঞ্জ-মধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥৩॥

অনুপম-কর-শাখোপাত্ত-রাধাজুলীকো
লঘু লঘু কুশুমানাং পর্যাটন বাটিকায়ং ।
সরভসমনুগীতশিচত্র-কুণ্ডীভিক্রুচৈ-
ব্রজ-নব-বুবতীভিভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥৪॥

যিনি আপনার সুকোমল বামকরাজুলীধারা শ্রীরাধিকার দক্ষিণ হস্ত
ধারণপূর্বক পুষ্পবাটিকায় মনমন্দ পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং তৎসঙ্গে
মধুরকণ্ঠী ব্রজবুবতীগণ আনন্দকরে ধাঁহার গুণগ্রাম কীর্তন করিতেছেন, সেই
কুঞ্জবিহারী শ্রীকুঞ্জ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥৪॥

আহি-রিপু-কৃত-লাঞ্ছ্য কীচকারক-বাজে
ব্রজগিরি-তটরঙ্গে ভৃঙ্গ-সঙ্গীত-ভাতি ।

বিরচিত-পরিচর্যাশ্চিত্র-তোর্যাত্তিকৈণ

স্তিমিত-করণ-বৃদ্ধিভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥৫॥

গোবর্দ্ধন-পর্বতের অধিতাকারূপ রত্নস্থলে ময়ূরের নৃত্য, কীটকের (চিহ্নিত বাঁশের) বাজ ও ভ্রমরের সঙ্গীত আরম্ভ হইলে, বোধ হয় যেন গোবর্দ্ধন পর্বত স্বয়ং তোর্যাত্তিক অর্থাৎ নৃত্য, গীত ও বাজদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্যা করিতেছেন, এইরূপ পরিচর্যায় বাহার অন্তঃকরণ বা ইন্দ্রিয়সমূহ আর্জ হইয়া থাকে সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥৫॥

দিশি দিশি শুক-শারী-মণ্ডলৈর্গুটলীলাঃ

প্রকটমহুপাঠস্তিনিমিত্তাশচর্যা-পূরঃ ।

তদতিরহসি বৃত্তং প্রেক্ষসী-কর্ণমূলে

শ্মিত-মুখমন্দিজলান্ ভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥৬॥

কুঞ্জের চতুর্দিকে বিরাজমান শুকশারিগণ, শ্রীকৃষ্ণের নির্জন্মকৃত গুট-লীলা সকল অস্পষ্টরূপে পাঠ করিতে লাগিলে, তৎপ্রবণে যিনি বিশ্বাসস্থিত হইয়া এই শুকশারিগণ উল্লিঙ্গকল প্রেমময়ী শ্রীরাগিকার কর্ণমূলে সহাস্যবদনে ব্যক্ত করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥৬॥

তব চিকুর-কদম্বং স্তম্ভতে প্রেক্ষ্য কে কী-

নয়ন-কমল-লক্ষ্মীবন্দতে কৃষ্ণসারঃ ।

অলিরলমল-কাস্তং নৌতি পশ্যেতি রাধাং

স্বমধুরমহুশংসন্ ভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥৭॥

"হে রাধিকে । দেখ ময়ূরগণ তোমার বিবিধ কুহুমাকীর্ণ কেশপাশ সন্দর্শন করিয়া (আমান্তিকে পুচ্ছসকল ঈদৃশ শোভাসম্পন্ন নহে, এই বলিয়া) স্তম্ভ হইতেছে, কৃষ্ণসার নামক মৃগেরাও তোমার নয়নপদ্মের শোভাকে প্রশংসা করিতেছে এবং ভ্রমরগণ তোমার অলকাবলী অর্থাৎ চূর্ণিত কুণ্ডলকে অতিশয় গুণ করিতেছে"—যিনি শ্রীরাধিকাকে এই প্রকার বাক্য কহেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥৭॥

মদন-স্তরল-বালা চক্রেবালেন বিধু-

বিবিধ-বরকলানাং শিক্ষয়া সেব্যমানঃ ।

স্থানিত চিকুর-বেশে স্বল্প-দেশে প্রিয়ায়াঃ

প্রথিত-পুখুল-বাহুভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥৮॥

গুপ্তমালা-রচনাদি শিল্পকার্য্য-শিক্ষাচ্ছলে যিনি অরবিলাস-চতুরা ললিতা
প্রভৃতি ব্রজরমণীগণকর্তৃক সেবামান এবং আল্লাসিত-কেশী প্রেয়সী
শ্রীরাধিকার স্বল্পদেশে বাহু অর্পণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই কুঞ্জবিহারী
শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥৮॥

ইদমনুপম-সীলা-হারিকুঞ্জে-বিহারি-

অরণ-পদমধীতে তুষ্টধীরষ্টকং যঃ ।

নিজগণ-বৃত্তয়া শ্রীরাধয়া রাধিতস্তং

নয়তি নিজপদাভুং কুঞ্জ-সদ্বাদিরাজঃ ॥৯॥

প্রত্যেক পদে কুঞ্জসীলা প্রকাশ থাকায় অতি-মনোহর ও শ্রীকৃষ্ণের
অরণ, পদ্ধতি-স্বরূপ এই পদ্যটিক যিনি সম্বন্ধে চিন্তে পাঠ করেন, শ্রীরাধিকা
ও শ্রীরাধিকার সখীগণকর্তৃক অরাপিত দেই নিকুঞ্জাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে
নঙ্গপাদপদ্মে স্থান প্রদান করেন ॥৯॥

শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর

ঠাকুর নরোত্তমের পারম্পর্য্যে চক্রবর্তী ঠাকুরের স্থান

শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে ব্রজবাসী গোস্থামিগণের নাম অনেকেই অবগত
আছেন। তাঁহাদের আগ্রহের পর শুকতন্ত্রিস্রোত শ্রীনিবাস আচার্য্য,
ঠাকুর নরোত্তম ও শ্রীমানন্দ প্রভুত্বকে আশ্রয় করিয়া প্রবাসিত হইরাছিল।
সেই ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্যপারম্পর্য্যে শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর চতুর্থ
অবস্থান ।

ঠাকুর গোড়ীয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যকালীয়

সংরক্ষক ও আচার্য্য

গোড়ীয়া বৈষ্ণবধর্ম্মেই শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের কথা নূনাধিক জানেন।
যাহারা শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা করেন, গীতা শাস্ত্রের আলোচনা করেন
ও গোস্থামি-মতের আলোচনা করেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীল চক্রবর্তী
ঠাকুরের অলৌকিক কৃতিত্বের কথা শুনিয়া থাকিবেন। আমাদের এই ঠাকুরটী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মধ্যকারী সংস্কৃত ও আচার্য্য এখনও সাধারণ বৈষ্ণবগণের মধ্যে চক্রবর্তী ঠাকুরের তিনখানি গ্রন্থসম্বন্ধে সে বিশ্বদৃষ্টি আছে, তাহা এই—“কিরণবিন্দুকণা, এই নিয়ে বৈষ্ণবপণা”। তাহার সম্বন্ধে এই শ্লোকটীও সর্বত্র গীত হইতে শুনা যায়।

বিশ্বনাথনাথকোহসৌ ভক্তিপথপ্রদর্শনাৎ।

ভক্তচক্রে বস্তুতত্যাং চক্রবর্তীনাথানুবৎ ॥

অর্থাৎ এই বিশ্বনাথ বিশ্ববাসী সকলকেই ভক্তিপথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বলিয়া তিনি বিশ্বনাথ। ভক্তমণ্ডলীতে অবস্থিত বলিয়া তাঁহাদের নাম চক্রবর্তী। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় মধুরসে পারদ্রুত রসিকচুড়ামণি শুক্লরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বাস্তবিকই তিনি তাহাই। কিন্তু হরিবিমুখ জড়জগতে যে কঠিন বিধি জীবকে সর্বদা আবরণ করিতেছে, সেই শক্তির সেবকগণ এই রসিকবরকেও জড়-রসরূপে বলপূর্বক ফেলিয়া দিতে ক্রটি করেন নাই। তাহার পারমার্থিক চেষ্টা বৃদ্ধিতে না পারিয়া অনেক ‘প্রাকৃত সহজিয়া’ তাঁহাকে ‘সহজিয়া-কুলভূষণ’ বলিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি বৈষ্ণবাচার্য্য। তাহার পাণ্ডিত্যের ফল গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগৎ যে পরিমাণে লাভ করিয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয়।

ঠাকুরের কুলের ও গুরুদেবের পরিচয়

শ্রীল বিশ্বনাথ, নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাঢ়ীশ্রেণীর বিপ্রকুলে উদ্ভূত হন। ইনি কাহারও মতে হরিবরজত নামেও খ্যাত ছিলেন। তাঁহার দুইটি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামভদ্র ও কনুনাথ নামে কথিত হইতেন। বাল্যকালে দেবগ্রামে থাকিয়া ব্যাকরণ পাঠ সমাপন পূর্বক মূর্শিদাবাদ জেলার সৈয়দাবাদ গ্রামে তিনি গুরুগৃহে শুক্লিশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য গমন করিয়াছিলেন। শ্রীরাধারমণ চক্রবর্তী তাঁহার গুরু। এই শ্রীরাধারমণ শ্রীগদানারায়ণ চক্রবর্তীর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচরণের শিষ্য ছিলেন।

ব্রজধামের বিভিন্ন স্থানে বাস ও গ্রন্থ রচনা

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁহার গুরুদেবের স্তোত্র, পরম গুরুদেবের স্তোত্র, পরাংপর গুরুদেবের স্তোত্রাষ্টক ও পরম পরাংপর গুরুদেবের স্তোত্রাষ্টক রচিত করিয়াছেন। এইগুলি তাঁহার শুভমাল্যমুতলহরী নাম্নী গ্রন্থে অপর বহু স্তোত্র সমূহের সহিত গুচ্ছিত আছে। শ্রীগুরুপাবলে তিনি ব্রজধামে বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া বহু গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থগুলি বর্তমান সময়ে দুস্ত্রাপ্য;

দুই-চারিখানি বাতীত গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরম আদরের সম্পত্তি হইয়াছে। তিনি কোন সময়ে শ্রীগোবর্ধনে, কোন সময়ে শ্রীরাধাকুণ্ডতে, কোন সময়ে শ্রীযাংটে এবং কোন সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে গোকুলানন্দপল্লীতে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থের শেষভাগে এই সকল কথা স্পষ্ট উদ্ভূত আছে।

ঠাকুরের স্থিতিকাল ৭০ বৎসর

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের উদয়কাল নির্ণয়বিষয়ে আমরা শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থের শেষভাগে দেখিতে পাই যে, তিনি ১৬০১ শকাব্দের ফাল্গুন পূর্ণিমা দিবসে ঐ গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। আর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা সারার্থদর্শিনীর মধ্যে দেখা যায় যে, ঐ টীকা লেখার কাল ১৬২৬ শকাব্দের মাঘ মাস। সুতরাং তাঁহার অভ্যুদয়কাল ১৫৬০ শকাব্দ ধরিলে এবং অত্রকটকাল ১৬৩০ শকাব্দ অমুমান করিলে সপ্ততি বর্ষকাল তিনি এই প্রপঞ্চে বিচরণ করিয়াছিলেন জানা যায়।

ঠাকুরের পারম্পর্য্য-পরিচয়

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য বাসুদেব গাঙ্গুলি নিবাসী শ্রীগঙ্গা-নারায়ণ চক্রবর্তী মহাশয় ভগবদ্বিষ্ণুক্রেমে কোন পুত্রসন্তান লাভ করেন নাই। তাঁহার একমাত্র কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য নামক বারেন্দ্রশ্রেণীর এক ব্রাহ্মণ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। সেই ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণকে শ্রীগঙ্গানারায়ণ দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই শ্রীকৃষ্ণচরণই শ্রীচক্রবর্তী ঠাকুরের পরম গুরু। সারার্থ দর্শিনীতে শ্রীরামকৃষ্ণাচার্য্যের প্রাপ্তভট্টাকার আশ্রয় এই শ্লোকটি দেখিতে পাই,—

শ্রীরামকৃষ্ণগঙ্গাচরণানু নত্বা গুরুভূতপ্রেম্য।

শ্রীল নরোত্তমনাথশ্রীগোড়াজপ্রভুং নৌমি ॥

এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, শ্রীরাধারমণের সংক্ষিপ্ত নাম শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণচরণের সংক্ষিপ্ত নাম শ্রীকৃষ্ণ, নাথ শব্দে শ্রীলোকনাথ বুঝাইতেছে।

ঠাকুর কর্তৃক বিশৃঙ্খল রাগমার্গে অজ্ঞান্য স্মরণাদির প্রতিবাদ

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের দ্বারা সুবিস্তৃত সংস্কৃত গ্রন্থবাহির লেখক গোড়ীয় আচার্য্যগণের মধ্যে অল্পই প্রাকুর্ভূত হইয়াছেন। তিনি এই বিপুল সংস্কৃত সাহিত্য লিখিবার পরও গোড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের দুইটী হিতকর কার্য্যে ব্রতী

হইয়াছিলেন। সেই দুইটিই প্রচারমূলে কীর্তনের কার্য। শ্রীনিবাস আচার্য্য-ব্রহ্মা শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণী, শ্রীকৃষ্ণ কবিরাজ নামক একটি উদ্যমীন শিষ্যকে গোড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ হইতে বর্জন করেন। সেই কৃষ্ণ-কবিরাজ গোড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অতিবাহী নামক উপশাখার মধ্যে গণিত হন। তিনি গোড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের প্রতিকূলে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, ভাগী ব্যক্তি একমাত্র আচার্য্যের কার্য্য করিতে সমর্থ। গৃহস্থগণের মধ্যে তত্ত্বাচার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। বিধিমাৰ্গের সম্পূর্ণ অনাদর করিয়া বিশ্বজ্বলতাপূর্ণ রাগমার্গ প্রচারই তাঁহার চেষ্টা ছিল। শ্রবণ ও কীর্তনের অসহযোগে অরশাদি সম্ভবপর—এট গোস্থামিপ্রতিকূলপন্থা কবিরাজ মহাশয় প্রচার করেন। শ্রীমত্তাগবত তৃতীয় স্বক্কের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর সার্বার্থদর্শিনীতেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। উহা শ্রীজীব গোস্থামিলিখিত ভক্তিসম্ভর্ভের অমুগত পঞ্চমাত্ৰ।

ঠাকুরের প্রচার “গোস্থামী” উপাধি শুণের পরিচয়—

বংশের নছে

শ্রীকৃষ্ণ-কবিরাজ আচার্য্যবংশে অথবা শ্রীমন্নিতানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীবীরভদ্রের শিষ্যবংশে এবং শ্রীঅষ্টম প্রভুর ত্যাজ্য পুত্রগণের বংশে গৃহস্থ হইয়া “গোস্থামী” উপাধি প্রদান করা শিষ্যদিগের উচিত নহে, এট কথা প্রচার করিলে শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর তাহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া আচার্য্যবংশের যোগ্য অধস্তন গৃহস্থ সম্ভ্রানের আচার্য্যের কার্য্য করা অসম্ভব নহে প্রমাণ করেন। পরন্তু বংশপারম্পর্য্যক্রমে ঘন-শিষ্যানির লোভে অযোগ্য আচার্য্য-কুলোৎপন্ন সম্ভ্রানগণের নিজ নিজ নামের পশ্চাত্তাণে গোস্থামী-শব্দ সংযোজন করা নিতান্ত অবৈধ বলেন। তজ্জন্ত তিনি নিজ আচার্য্যের কার্য্য করিলেও নিজ নামের সঞ্চিত স্বং গোস্থামী শব্দ সংযোগ করেন নাই। উহা মুখ বিচারতীন আচার্য্যসম্ভ্রানগণের অনভিজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ রাখিয়া দিয়াছিলেন।

যে-কালে আচার্য্যসম্ভ্রানগণ নিজ নিজ নামের পার্শ্বে “গোস্থামী” শব্দ লিখিয়া স্ব-স্ব অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছিলেন এবং শাস্ত্রনিমূখ হইয়া বংশ-পারম্পর্য্য নামাইতেছিলেন সেইকালে জয়পুরের গনুশ্রা গ্রামে শ্রীগোবিন্দ-দেবের মন্দিরে শ্রীরামাহুজ-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ গোড়ীয় বৈষ্ণবের প্রতিপক্ষে এক বিপুল সংগ্রাম আরম্ভ করেন। সেইকালে জয়পুররাজ শ্রীহৃদ্যাবনের প্রদান গোড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যদিগকে শ্রীল কৃষ্ণগোস্থামীর অমুগত জানিয়া

শ্রীরামাহুজীয়গণের সহিত বিচার করিবার জন্য আহ্বান করেন। এই ঘটনা ১৬২৮ শকাব্দায় শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের অতিবৃদ্ধ বয়সে সংঘটিত হওয়ায় তাহারই পরামর্শক্রমে তাহার ছাত্র-প্রতিম গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকুলমুকুট শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যভূষণ ও শ্রীবিদ্যাভূষণের ছাত্র শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদেব জয়পুরের বিচার-সভায় গমন করেন।

বলদেব বিদ্যভূষণ প্রভুর নিরাকৃত

পারম্পর্য্যের অনুমোদন

জাতি-গোয়ামিগণ, আপনাদিগের শ্রীকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের আনুগত্য বিন্যস্ত হইয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক পরিচয় বিন্যস্ত হইয়া বৈষ্ণববেদান্তে অনাদর করায় যে বিপত্তি ঘটয়াছিল তাহার নিরাকরণ জন্য শ্রীবলদেব বিদ্যভূষণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সম্প্রদায়মতে একখানি স্বতন্ত্র ভাষ্য রচনা করিতে বাধ্য হন; এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পারম্পর্য্য নিরাকরণে, শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের অনুমোদন লাভ করেন। এই কার্য্য শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারের দ্বিতীয় নিদর্শন। বিশেষতঃ অশৌক-ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবাচার্য্যের সংস্কারের অনুমোদনের ইহাট অজ্ঞানামান দৃষ্টান্ত।

চক্রবর্তী ঠাকুরের রচিত পরিচিত গ্রন্থরাজির তালিকা

শ্রীচক্রবর্তী ঠাকুর নানাগ্রন্থ লিখিরাছেন তাহার রচিত গ্রন্থের তালিকা আমরা যাহা প্রাপ্ত হইরাছি তাহাই এখানে লিখিলাম।

- ১। ব্রজরীতিচিহ্নাণি ২। শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা ৩। প্রেমসম্পূটং (খণ্ডবাক্য) ৪। গীতাবলী ৫। সুবোধিনী (অলঙ্কারকৌজলটীকা) ৬। আনন্দচন্দ্রিকা (উজ্জলনীলমণিটীকা) ৭। গোপালতাপনীটীকা ৮। ৯। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতমহাকাব্যঃ ১০। শ্রীভাগবতামৃত-কণা, ১১। উজ্জলনীলমণেঃ কিরণলেশঃ ১২। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধোবিন্দুঃ ১৩। রাগবজ্র-চন্দ্রিকা ১৪। ঐশ্বর্য্যাকাশিনী (ছন্দোপাণ্য) ১৫। মাধুর্য্যাকাশিনী ১৬। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুটীকা ১৭। শ্রীউজ্জলনীলমণিটীকা ১৮। দানকেলিকৌমুদীটীকা ১৯। শ্রীললিতামাধব নাটকটীকা ২০। বিদম্ভমাধব নাটকটীকা ২১। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-টীকা সম্পূর্ণ ২২। ব্রহ্মসংহিতার টীকা ২৩। শ্রীগঙ্গবদগীতা সারার্থবোধিনী টীকা ২৪। সারার্থদর্শিনী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা।

জ্ঞানমূলহরীমূত—(১) শ্রীগুরুতত্ত্বাষ্টকং, (২) মন্ত্রদাতৃ গুরোঃষ্টকং, (৩) পরমগুরোরষ্টকং, (৪) পরাংপরগুরোরষ্টকং (৫) পরমরপাংপরগুরোঃষ্টকং, (৬) শ্রীলোকনাথাষ্টকং, (৭) শ্রীশচীনন্দনাষ্টকং, (৮) স্বরূপচরিতামৃত, (৯) স্বপ্নবিলাসামৃতং, (১০) শ্রীগোপালদেবাষ্টকং, (১১) শ্রীমদনমোহনাষ্টকং, (১২) শ্রীগোবিন্দাষ্টকং, (১৩) শ্রীগোপীনাথাষ্টকং, (১৪) গোকুলানন্দাষ্টকং, (১৫) স্বয়ং ভগবতাষ্টকং, (১৬) শ্রীরাধাকৃষ্ণাষ্টকং, (১৭) জগন্মোহনাষ্টকং, (১৮) অহুরাগবল্লী, (১৯) বৃন্দাদেবাষ্টকং, (২০) শ্রীরাধিকাধ্যানামৃতং, (২১) শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তামণি, (২২) নন্দীশ্বরাষ্টকং, (২৩) শ্রীবৃন্দাবনাষ্টকং, (২৪) গোবদনকীনাটিকং, (২৫) সঙ্কল্পকল্পক্রম (শতকং), (২৬) শ্রীনিবুজবিরুদাবলী (বিরুদাব্য), (২৭) জ্বরতকথামৃত (আর্ঘ্যশতকং), (২৮) শ্রীশ্যামকুণ্ডাষ্টকং—

—জগদগুরু ও বিযুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ

সাধু-বৃত্তি

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩০৫ পৃষ্ঠার পর)

গৃহস্থের নির্ভরশীলতা; অসৎসঙ্গ-ত্যাগ করা প্রয়োজন

গৃহস্থ সকল-কর্যো ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। প্রভু বলিয়াছেন—

তুন মাতা ঈশ্বরের অধীন সংসার।

স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাইক কাকার ॥ (চৈঃ ভাঃ গঃ ২৮।৫৬)

গৃহস্থ বিশেষ সতর্কতার সহিত অসৎসঙ্গ অর্থাৎ অবৈষ্ণব-সঙ্গ, স্ত্রী ও জৈণসঙ্গ ত্যাগ করিবে। প্রভু কহিলেন,—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব আচার।

স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু, ‘কৃষ্ণভক্ত’ অরি ॥ (চৈ চঃ মঃ ২২।৮৪)

গৃহস্থ পত্নী বা বেষ্ট্রাতে লোভ করিবে না। যথা, প্রভুর চরিত্র কৃষ্ণদাস বিবরে,—

গোলাগ্রির সঙ্গে যে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ।

ভট্টথারি-সহ তাঁহা হৈল দরশন ॥

স্ত্রী-ধন দেখাইয়া তা’র লোভ জন্মাইল।

আর্য্য সরল বিপ্লব বুদ্ধিনাশ কৈল ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২, ২২৬-২২৭)

প্রভু কেশে ধরি সেই ব্রাহ্মণকে স্ত্রীলোভ হইতে রক্ষা করিলেন।

‘সরল বিপ্র’ অর্থে দুর্দল-হৃদয় ব্রাহ্মণ কুমার।

গৃহস্থ স্বধর্মালুসারে আর্থোপার্জন করিবেন —

পাপের দ্বারা নহে

গৃহস্থ-বৈষ্ণব স্বধর্ম-অনুসারে জীবিত। নির্দোষের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবেন।
কোন পাপদ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিবেন না। শ্রীমিত্যানন্দ প্রভু বলিয়াছেন,—

পুণ বিজ্ঞ, যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস, সব মিথু মুঞি ॥
পর-চিন্তা, ডাঁকা, চুরি—সব অনাচার।
ছাড় গিয়া, ইহা তুমি না করিহ আর ॥
ধর্ম-পথে গিয়া তুমি লও হরিনাম।
তবে তুমি অন্তর করিবা পরিভ্রাণ ॥
যত সব দক্ষা, চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম-পথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া ॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৬৮৫-৬৮৮)

লক্ষ-নাম-গ্রহণকারীই সদৃগৃহস্থ ; তাঁহার গৃহ ব্যতীত

অন্যত্র প্রসাদ গ্রহণ গৃহীর নিষেধ

তিনিই সদৃগৃহস্থ যিনি প্রত্যহ লক্ষ 'নাম' গ্রহণ করেন।
তাঁহার গৃহেই শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করিবেন।

প্রভু কহিলেন,—

প্রভু বলে,—জান, লক্ষেশ্বর বলি কারে ?
প্রতিদিন লক্ষনাম যে গ্রহণ করে।
সে জনের নাম আমি বলি 'লক্ষেশ্বর'।
তথা ভিক্ষা আমার, না যাই অন্না বর ॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।১২১-১২২)

ধর্মীচার-সম্বন্ধে বৈষ্ণব ও স্মার্ত্তে ভেদ নাই

প্রভু বলিয়াছেন,—

অধম জনের বে আচার, যেন ধর্ম।
অধিকারী-বৈষ্ণবেও করে সেই ধর্ম ॥
কৃষ্ণের কৃপায় ইহা জানিবারে পারে।
এ সব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে ॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।৩৮৮-৩৮৯)

তাৎপর্য্য এই যে, বৈষ্ণবের জন্ম-নিষ্ঠা পৃথক্ । স্মার্তের সহিত তাঁহার কর্ম্ম এক হইলেও যিনি বৈষ্ণব, তিনি বৈষ্ণবের জন্ম-নিষ্ঠা জানিতে পারেন । যিনি তাহা বুঝিতে পারে না, তাঁহার বৈষ্ণবাঙ্গর হয় না এবং তাহাতে তাঁহার অধোগতি হয় ।

গৃহস্থের প্রকৃত ধর্ম্ম; আত্মহত্যা করা মহাপাপ

গৃহস্থের ধর্ম্ম প্রভু বলিধাতেন.—

প্রভু কহে,—‘কৃষ্ণ-সেবা’, ‘বৈষ্ণব-সেবা’ ।

‘নিরস্তুর কব কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ণন’ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৩।১০৪)

ধর্ম্মজীবনের সহিত যেহ-যাত্রা নির্বাহ করত উপার্জিত অর্থের দ্বারা কুটুম্বগণের সহায়তায় ‘কৃষ্ণ-সেবা’, ‘বৈষ্ণব-সেবা’ ও ‘নিরস্তুর নাম-সঙ্কীর্ণন’ করা গৃহস্থের ধর্ম্ম । ‘বৈষ্ণব-সেবা’-সম্বন্ধে কথা এই যে—নিম্নপট ভক্ত ত্রিবিধ । উঁহাদের সেবনই বৈষ্ণব-সেবা । নিমন্ত্রণ করিয়া বৈষ্ণব একত্র করিবার আবশ্যক নাই । যখন যে বৈষ্ণব কার্য্য-গতিকে আইসেন, তাঁহাকে যথা-যোগ্য যত্নের সহিত সেবা করিবেন । অনেককে একত্র করিলে অপরাধ হয় । যথা,—

বহুত সম্মানী যদি আইসে এক ঠাঞি ।

সম্মান করিতে নারি, অপরাধ পাই ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১২৭)

দীন-জনের প্রতি দয়া করা গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্তব্য, যথা,—

দীনে দয়া করে—এট সাধু-সম্ভাব হয় ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৩।২৩৫)

গৃহস্থ-বৈষ্ণব কোন সামান্য ধর্ম্মোদ্দেশে বা ক্রোধাবেশে দেহত্যাগের ইচ্ছা করিবেন না । যথা, প্রভুবাক্য,—

দেহত্যাগাদি যত, সব—তনোবর্ম্ম ।

তমো-জ্ঞো-ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৫৭)

বৈষ্ণবধর্ম্মে বর্ণাশ্রমের দ্বারা উচ্চ-নীচতা হয় না—

গৃহস্থ-ধর্ম্মে হয়

কৃষ্ণভজন-সম্বন্ধে বর্ণ, জাতি-ইত্যাদির ছোট বড় অবস্থা হয় না । সংসার-ধর্ম্মে বর্ণাদি-দ্বারা ক্রিয়াদিকার-ভেদ আছে এবং উচ্চ-নীচতা ক্রমে বৃদ্ধিভেদ হয় । কিন্তু ভজন-নিষেধে সে তারতম্য নাই । যথা, প্রভুবাক্য,—

নীচ-জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য ।

সংকুল-বিগ্রহ নহে ভজনের যোগ্য ।

যেই ভজে, সেই বড় অভক্ত—হীন ছার।

কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জ্ঞান-কুল-দি বিচার।

(চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬৬-৬৭)

অভক্ত,—(চৈঃ চঃ অঃ ৫।৮৪)

সন্ন্যাসি-পণ্ডিতগণের করিতে গর্ক দাশ।

নীচ-শূদ্র-দ্বারা করে ধর্মের প্রকাশ।

গৃহস্থ-বৈষ্ণব গ্রাসাচ্ছাদনের প্রভু বাহা অনায়াসে পান তাহাতে
সুখবোধ করা উচিত, যথা,—

সবা হৈতে ভাগ্যবন্ত—শ্রীশাক-বাঞ্ছন।

পুনঃ পুনঃ বাহা প্রভু করেন গ্রহণ। (চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।২৯৪)

শ্রীচৈতন্যশ্রয়, পরোপকার, তুলসীসেবন একান্ত কর্তব্য

গৃহস্থ-বৈষ্ণব কৃষ্ণকে সর্বোৎকর্ষের জ্ঞানিয়া একান্ত ভজন করিবে, আত্মাদি
সম্প্রদায়ে যে-সকল দেবতা পূজিত হন, তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিবেন না।

যথা,— না মানে চৈতন্য-পথ, বোলায় 'বৈষ্ণব'।

শিবেরে অমান্য করে ব্যর্থ তার সব। (চৈঃ ভাঃ অঃ ২।২৪৩)

স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াও পরোপকার করা গৃহস্থের ধর্ম। যথা,—

আপনার ভাল হউ যেতে জন দেখে।

জ্বলন আপনা ছাড়িয়াও পর রাখে। (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৩৬৫)

গৃহস্থ-বৈষ্ণব তুলসী সন্মান করিবেন। যথা,—(চৈঃ ভাঃ অঃ ৮।১৫৯-১৬০)

সংখ্যা-নাম লইতে যে-স্থলে প্রভু বৈসে।

তথাই রাখেন তুলসীয়ে প্রভু পারে।

তুলসীয়ে দেখেন, তপেন সংখ্যা-নাম।

এ ভক্তি-যোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন?

কালীদাসের অসংখ্যাত হরিনাম গ্রহণ সকলেরই আদর্শ ;

অগ্ন্যায়ত্তাবে গৃহস্থের অর্থোপার্জন নির্বিঘ্ন

ভক্তিয়ুক্ত গৃহস্থই ধন্য, ভক্তিহীন গৃহস্থ ছার। গৃহস্থ যেকিছু সাংসারিক
ব্যবহার করিবেন, সকল কার্য কৃষ্ণ-নামাশ্রয়ে করিবেন, তদ্বিষয়ে কালীদাস
নামক মহাজনের চরিত্র, যথা,—

মহাভাগবত ত্রিহৌ সবল উদার।

কৃষ্ণনাম-সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার।

কৌতুকেতে ভেঁহে। যদি পাশক খেলায়।

‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ’ করি পাশক চালায় ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১৬৬-৭)

অস্ত্রায় উপার্জন ও অসহায় সকলের পক্ষে পরিত্যজ্য ও উৎকোচাদি গ্রহণ করা কর্মচারীদের সম্বন্ধে নিষিদ্ধ। যথা, প্রভুবাক্য,—

রাজার বর্ত্তন খায়, আর চুরি করে।

রাজদণ্ড হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে ॥

* * * *

‘ব্যয় না করিহ কছু রাজার মূলধন ॥’

রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।

সেই ধন করিহ নানা ধর্ম-কর্ম্মে ব্যয় ॥

অসহায় না করিহ, যা’তে দুইলোক যায় ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১৯০, ১৪২-১৪৪)

গৃহস্থ, ভক্তিমান সচরিত্র গুরু করিবেন। যথা—(চৈঃ ভাঃ মঃ ২১৬৫)

গুরু যথা ভক্তিশূন্য, তথা শিষ্যগণ।

অপরাধ হইতে সতর্ক থাকা প্রয়োজন ॥

বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ না হয়, ইহাতে গৃহস্থ বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। যথা, প্রভুবাক্য,— যে বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যা’র।

পুনঃ সেই ক্ষণিলে সে ঘুচে নহে আর ॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ২২৩৩)

ভক্তসেবা গৃহস্থের প্রধান কর্ম্ম। যথা, (চৈঃ চঃ অঃ ১৬৫৬-৬০),—

বৈষ্ণবের শেষ ভক্তের একেই মহিমা।

কালীদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা ॥

‘ভক্ত-পদধূলি’, আর ‘ভক্ত-পদ জল’।

‘ভক্ত-ভুক্ত-শেষ’—এই তিন সাধনের বল ॥

সম্পূর্ণ ভক্ত হইবার পূর্ব্বে গৃহস্থের কর্তব্য

গৃহস্থ-ভক্ত যতদিন পূর্ণ-ভক্ত-চরিত্র লাভ না করেন, এবং স্বভাব-জমিত; কাম্যবস্ত্ত-ভোগ না ঘুচে, ততদিন যে-প্রকার-ভাবে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে (২০।২৭-২৮) শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। যথা,—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাষু নির্কিঞ্চঃ সর্ব্ব-কর্ম্মহ ॥

বেদ ছঃপাঁতকান্ কামান্ পরিত্যাগেহপানীশ্বরঃ ॥

ভক্তো ভজেত যঃ শ্রীতঃ শ্রদ্ধালুঃ চূড়নিষ্ঠয়ঃ ।

জুষমাংশচ ভানু কামান্ দুঃখোদর্কাংশচ হর্ষহান্ ॥

গৃহস্থ ব্যক্তি জাতশ্রদ্ধ হইলেই কৃষ্ণদীক্ষা গ্রহণ করিবেন । যথা—

শ্রদ্ধাবান্ জনঃ কয় ভক্তি-অধিকারী ।

উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ—শ্রদ্ধা-অনুসারী ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৬৪)

গৃহস্থ-বৈষ্ণবের ক্রমশঃ এই সব গুণ অবশ্যই হইবে,—

বৈষ্ণবের ২৭টী গুণ ও অন্যান্য কৃত

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সয় ।

নির্দোষ, বদাচ্ছ, মুহুঃ শুচি, অকিঞ্চন ॥

সর্বোপকারক, শাস্ত্র, কৃষ্ণকৈ-শরণ ।

অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্গুণ ॥

মিত্রভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী ।

গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, ক্রি, দক্ষ, সৌম্য ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭৫-৭৭)

গৃহস্থ-বৈষ্ণবের সাধুসঙ্গে বিশেষ যত্ন থাকা চাই,—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ । (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৩)

* * * *

অনেক অঙ্গ-সাধনের মধ্যে পঞ্চাঙ্গে বিশেষ যত্ন চাই । যথা,—

সাধু-সঙ্গ, নাম-কীৰ্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ ।

মথুরা-বাস, শ্রীমুণ্ডির শ্রবণ সেবন ॥

সকল-সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ ।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অঙ্গ-সঙ্গ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১২৫-১২৬)

ক্রমে ক্রমে রাগ-মার্গে প্রবেশ আপনা হইতে হয়

ক্রমে-ক্রমে বিবিধাধা-অবস্থা স্বর্কর করিয়া রাগানুষ্ঠান করিবে । ভাগবত-
রাগ উদয় হইলেই অমেক বিধির স্বয়ং নিবৃত্তি হয়, এবং প্রায়শ্চিত্তের
অনাবশ্যক হয় । ইহারই মধ্যে ভেদ এই,—

কাম ভ্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-মাজা মানি' ।

দেব-ঋষি-পিতৃদিগের কল্ল নহে স্বামী ॥

বিধি-ধর্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ ।

নিষিদ্ধ পাপাচারে তা'র কল্ল নহে মন ॥

অজ্ঞানে যদি হয় 'পাপ' উপস্থিত ।

কৃষ্ণ তা'রে শুদ্ধ করে, না করার প্রায়শ্চিত্ত ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৩৬-১৩৮-১৩৯)

ভক্ত-গৃহস্থের ভক্তি-সম্বন্ধ জ্ঞান ও ভাক্তজমিত-বিরক্তি-ব্যতীত অল্প
জ্ঞানবৈরাগ্যের জন্ত যত্ন করা উচিত নয় । কৃষ্ণভজন যত্নাশ্রয়ের সহিত
আরম্ভ করিলে সকল-মঙ্গল উদয় হয় । যথা শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪১—

জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে 'অঙ্গ' ।

অহিংসা-দম-নিয়মাদি বলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ ।

ভক্তির ক্রম বা ক্রমোন্নতি, নবধা ভক্তি পালনীয়

কৃষ্ণ ভক্তির ক্রম এই । ইহা যত্নপূর্বক সাধন করিতে হয় ।

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্তন' ।

সাধন-ভক্যে হয় 'সর্বানর্থ-নিবৰ্ত্তন' ॥

'অনর্থ' নিবৃত্তি হইলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয় ।

নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাশ্রয়ে 'কুচি' উপজয় ॥

'কুচি-ভক্তি' হইতে হয় 'আনক্তি' প্রচুর ।

'আনক্তি' হইতে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যাকুর ॥

সেই 'রতি' গঢ় হইলে ধরে 'প্রেম'-নাম ।

সেই 'প্রেম'—প্রয়োজন, সর্বানন্দ-ধাম ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।১০-১৩)

গৃহস্থ-বৈষ্ণব দশবিধ নামাপরাদ বহু যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিয়া
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিবেন ।—

ভক্তনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি ।

'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' নিতে ধরে মহাশক্তি ॥

তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন ।

নিরপরাধে 'নাম' লৈলে পায় প্রেম-ধন ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৪।৭০-৭১)

কেবল ছুফপান-রূপ বৈরাগ্য ও

সোহহং-চিন্তা ভক্তি নহে

কেবল ধর্মাচারের উপর নির্ভর না করিয়া গৃহস্থ শুদ্ধ ভক্তি অবলম্বন
করিবেন । যথা, প্রভুবাক্য,—

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ঔ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
বিরহ-তিথিবাসরে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

যন্ত প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদো
যন্তাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোহপি।
ধ্যান্ধবন্তবৎসন্ত্য যশস্ত্রিসন্ধ্যাং

বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দম্ ॥

শারদ রাতে জ্যেষ্ঠারাগী আসি বিমানেতে ।
বরি নিলা মোর দেবে অতি অলক্ষিতে ॥
যাত্রাকালে রাধারাগী দিলা নিজমালা ।
ধরা ত্যজি গোলোকেতে স্বধামে চলিলা ॥
স্বরধাম-পুষ্টিহেতু 'বিনোদমঞ্জরী'।
মর্ত্যলীলা সাজ কৈলা অতি ভ্রূণ করি ॥
কি কহিবে নীচাধম তাঁর গুণগ্রাম ।
অলৌকিক অল্পম সর্বগুণধাম ॥
জগন্নাথ-বলদেব-রথযাত্রাকালে ।
(তাঁর) হৃদিমাঝে গুমরিয়া কি ভাব উথলে ॥
অদৃষ্টপূর্ব তাঁর নর্তন কৌশল ।
জাগত ঔষ্ট্ৰ চিন্তে আনন্দ-কোলাহল ॥
(হে দেব !) শরণাগত-বৎসল দিব্যবল্লভরু ।
উদ্ধারিলা ভবে কত তপ্তমায়ারু ॥
তব স্নেহামৃতধারা চির জাগরুক ।
অনুগতজন-চিন্তে নিতাই উন্মুখ ॥
বজ্রাধিক দৃঢ় ছিল তব অন্তঃস্থল ।
কুসুম হইতে পুনঃ অতি সুকোমল ॥
তার সাক্ষী দূরগত যত বালদল ।
(তাঁরা) পিতৃভ্রাতৃস্নেহে গৃহ ভুলিল সকল ॥

কি অপূর্ব মূর্তি ধরি এলে ধরাধায়ে ।
 হিন্দুলবরণ পীত মিন্দি তপ্তহেমে ॥
 প্রফুল্লবদন সদা দীর্ঘ কলেবর ।
 ধরণীতে জনজন্ম-মনোমুগ্ধকর ॥
 প্রভুপাদাক্রান্ত যবে পরিক্রমাকালে ।
 তাঁরে রক্ষা করি গুরুনিষ্ঠা শিখাইলে ॥
 এতাদৃশী গুরুভক্তি বিরল এ ভবে ।
 অতিমর্ত্য চরিত্রেই কেবলি সম্ভবে ॥
 প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে উজ্জল নিদর্শন—
 তিলকাঙ্কিত বিষ্ণুমন্দির-উদ্ভাবন ॥
 কোলদেবতা-প্রতিষ্ঠা কৈলা কোলদ্বীপে ।
 ধন্য হৈল জগদ্বাসী হেরি নবদ্বীপে ॥
 মায়াবাদের শিরশ্ছেদ কৈলা সাধন ।
 বেদান্তের বৈজয়ন্তী করিলা স্থাপন ॥
 ভীতি নাহি ছিল কভু সুমত্য বচনে ।
 দিগ্বিদিক্ কম্পিত হ'ত গম্ভীর গর্জনে ॥
 কেশব কাশ্মীরীসম কেশব কেশরী ।
 ভক্তিবিজয়কীৰ্ত্তি স্থাপিলা মর্ত্যোপরি ॥
 অতাপি সে-সিংহ নাম শুনিলে শ্রবণে ।
 গৌড়ীয়-গগন সদা কাঁপে যনে যনে ॥
 আজি এ বিরহদিনে আনন্দ প্রচুর ।
 তব পূণ্য স্মৃতিগানে মঠ ভরপুর ॥
 ভাগ্যহীন সন্ন্যাসীর নাহিক সম্বল ।
 অর্ঘ্যরূপে দিখু পদে অশ্রু-পুষ্পবল ॥

শ্রীগুরুকৃপাপ্রার্থী—

—(ত্রিদণ্ডীভিক্) ভক্তিবোদান্ত উদ্ধমন্তী (মহারাজ)

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম চিহ্নিলাস

নিত্যলীলা-প্রবিষ্টে ও বিষ্ণুগাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

চতুর্দশ-বার্ষিক ব্রহ্ম-বাসনের

এ-দীনের প্রদ্বাঞ্জলি

অত্র শ্রীশারদায়া রাসপূর্ণিমা তিথি। শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের এই চতুর্দশ-বার্ষিকী ব্রহ্ম-তিথিতে সন্ধ্যায় আমি তাঁহার শ্রীচরণকমলে ভক্তি-পূর্ণ অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করহ তাঁহার অষ্টৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিয়া তদীয় অতিমহত্তা জীবনচরিত ও উপদেশাবলী কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাঠিতেছি। শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখে এবং প্রপুত্ৰাচরণ শ্রীভক্তবর্গের সন্দেশে তাঁহার অপাকৃত মহিমা যাহা প্রবণ কবিষাছি, তাহার কিঞ্চিৎ এক্ষণে স্মরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

শ্রীগুরুহৃদে নিত্য, ভগবদ্ ইচ্ছায় জীবকলাপের নিমিত্ত কখনও অবতীর্ণ হন, কখনও একই কারণে অন্তর্দীন করেন, সেটজন্য শ্রীচৈতন্যভাগবতে উক্ত আছে—“এ সব লীলার নাকি পরিচ্ছেদ। আবির্ভাব-তিরোভাব এই কহে বেদ ॥” (আঃ ৩.৫২)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ প্রেমভক্তি প্রদানের নিমিত্ত কখনও কখনও স্বয়ং অবতীর্ণ হন, কখনও বা তদীয় অংশাবতারগণকে, আর কখনও বা নিজ অন্তরঙ্গজনকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণানুগবর এবং গোড়ীয় বৈষ্ণবগোচ্যাবধা চিদ্বিলাস ও বিষ্ণুগাদাষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ শ্রীভগবানেরই প্রেরিত তজ্জপ এক অন্তরঙ্গজন। তিনি নিত্যলীলায় শ্রীরাধাপ্রেম বিনোদমঞ্জরী সখি। এজগতে তিনি বিশ্ববিশ্রুত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও গোড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা জগদগুরু ও বিষ্ণুগাদাষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের (যিনি শ্রীকৃষ্ণাবলীলার শ্রীরাধার নয়নমণিধরূপ শ্রীনয়নমঞ্জরী) প্রিয়তম পার্শ্বদরূপে অবতীর্ণ হন। এই মহাপুরুষ পূর্ববাংলা

অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার বানরীপাড়া গ্রামের একবিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ১২ই মাঘ (ইং ২৪/১/১৮৯৮), সোমবার, মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া তিথিতে এ পৃথিবীকে ধন্য ও পবিত্র করত অবতীর্ণ হন।

তাহার পিতার নাম শ্রীশরচ্চন্দ্র গুহ ঠাকুরতা ও মাতার নাম শ্রীভুবনমোহিনী দেবী। তাহারা উভয়ে পরম ধার্মিক ছিলেন, উভয়ে শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা-মন্ত্রাদি গ্রহণ করেন। পিতা-মাতা শিশুর নাম শ্রীবিনোদবিহারী রাখিয়াছিলেন। শিশুর রূপ ছোয়াংসার কায় উজ্জ্বল ছিল, সেই কথ্য তাহারা 'জোনা' বলিয়াও ডাকিতেন।

এখন তাহার শিশুকালের একটি অলৌকিক ঘটনার কথা লিখিতেছি। একদিন তদীয় মাতাঠাকুরাণী শ্রীমতী তৈল মর্দন করাইয়া শিশুকে বোদ্রে রাখিয়াছিলেন। তিনি গৃহকর্ত্তে অত্যন্ত বাস্তবধিকায় শিশুর দিকে বিশেষ দয়ান দেন নাই। এদিকে একটি অতিশয় চিগ আসিয়া ছৌ মারিয়া শিশুকে উপরে অংকাশমার্গে লইয়া গেল। তখন চতুর্দিকে আত্মীয়-পরিজন ছিলে শিশু লইয়া গেল বলিয়া কোলাহল করিলে মা গৃহকর্ত্ত ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিলেন, এবং শিশুর জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীগুগবান্কে স্মরণ করিতে করিতে চিগ অহেষণে ছুটিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল, চিগটি ঘুরিতে ঘুরিতে নিকটস্থ সরোবরে পদ্মপাতার উপর শিশুকে রাখিয়া উড়িয়া গেল। শিশুট পদ্মপত্রের উপর ভাসিতেছে দেখিয়া তাহার আত্মীয়-পরিজন শীঘ্রগতিতে মাতার দিয়া শিশুটিকে লইয়া আসেন এবং দেখিলেন শিশুটি দিব্যভাবে হাসিতেছেন, তাহার অঙ্গে বিশেষ কোন আঘাত চিহ্ন দেখিলেন না। ভক্তবৎসল গুগবান্ নিজ অন্তরঙ্গকে বিশ্বের কল্যাণ কারণে রক্ষা করিলেন, তাহা না হইলে এ অবস্থায় পদ্মপত্রের উপর কোন শিশুর প্রাণ থাকিতে পারিত না।

বাল্যকাল হইতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের তেজবিস্তা, পরোপকারিতা, পরম ধার্মিকতা ও বাগ্মিতা বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। তিনি যখন স্কুলের ছাত্র, সেই সময় সহপাঠীদের লইয়া একটি ধর্ম্মরক্ষণী সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি গ্রামবাসীদের রোগে-শোকে মর্কপ্রকার আপদ-বিপদে ছুটিয়া বাটতেন। শ্রীশ্রী গুরুপাদপদ্ম সর্বকর্ম্মে নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তিনি প্রজাবর্গের প্রতি অত্যন্ত করুণা প্রকাশ করিতেন। শ্রী গুরুপাদপদ্ম ১৯১৫

খ্রীষ্টাব্দে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রথম ও দ্বিতীয়া মহিলা শিষ্যা পরম পূজনীয়া শ্রীমতী সরোজবাসিনী দেবী ও শ্রীমতী প্রিয়তমা দেবীকে লইয়া শ্রীধাম মায়াপুরে উপনীত হন এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন লাভ করেন। পরে স্কুল-কলেজের অধ্যয়নাদি সমাপন করিয়া ইং—১৯১৯ সালে সর্বতোভাবে সংসার পরিত্যাগ করত শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়াছিলেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণান্তর শ্রীচৈতন্যমঠে আশ্রমজীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তখন হইতে তাহার নাম হয় শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী।

শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর বিধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত কৃষ্ণপ্রেমবর্ণ্য প্রচারার্থে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠ প্রকাশ করেন। শ্রীধাম নবদ্বীপে নয়টি দ্বীপেই মঠ স্থাপন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে তদীয় অঙ্কতম শিষ্য পার্শ্বদ শ্রীল পরমানন্দপ্রভু বলিলেন—“আপনি যে নয়টি দ্বীপে মঠ করিবেন বলছেন—তাঁ লোক কোথায়?” তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন, “কেন আমাদের বিনোদ আছে। সে একাই বহু মঠের ভার নিতে পারে।” এই বাক্যের দ্বারাই শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদের যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ ছিলেন, তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধ হয়। তিনি তদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার জন্য সর্ব-প্রকার মান-অভিমান পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায়—ট্রামে ট্রামে বাজ লইয়া ভিক্ষা করিতেন। সকালে সিদ্ধ অরপ্রসাদ পাইয়া সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদকে বলিতেন,—“মঠে যে সমস্ত কঠিন কাজ আছে করিতে অনিচ্ছুক, সেই সকল সেবাকার্য্য আমায় রূপাপূর্ব্বক দিবেন।”

সেই সময় মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের বাগান হইতে বিবিধ সজী কলিকাতার উল্টাডিল্লি মঠে যাইত। শিয়ালদা ষ্টেশন হইতে ব্রহ্মচারিগণ কলিকাতার উল্টাডিল্লি মঠে মাথায় করিয়া সজীর বস্ত্র লইয়া যাইতেন। একদা শিয়ালদা-ষ্টেশনে একগুপ সজীর-বস্ত্রাসমূহ পৌঁছিলে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম সবচেয়ে ভারী বস্ত্রটি লইবার জন্য দৌড়িলেন। সেই সঙ্গে শ্রীল সিদ্ধব্রহ্ম ব্রহ্মচারী প্রভুও (অধুনা প্রপূজ্যচরণ শ্রীদীক্ষিত শ্রীকৃষ্ণসিদ্ধান্তী মহারাজ) ছুটিয়া গেলেন। তখন শ্রীল গুরুপাদপদ্ম বলিলেন,—ভূমি বয়সে ছোট, তুমি হাল্কা বস্ত্রটি নাও, ভারী বস্ত্রটি, পারিবে না বটে হইবে। আমি বয়সে বড়, ভারী

দত্তাটী আমিই লইব ” এইভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রাণ দিয়া মঠের সেবা করিয়া আদর্শ স্থাপন করিয়া গিহছেন। তৎপরে কিছুদিনের মধ্যে শ্রীধাম মারাপুরে এক নিব'টী গুরুদায়িত্ব শ্রীশ্রী গুরুদহরাজের উপর অর্পিত হইল। মারাপুরের প্রজাগণ মঠের জমি-জায়গা ভোগ করিত অথচ খাজনাদি কিছুই প্রদান করিত না। সেইজন্য শ্রীশ্রী প্রভুপাদ একটু চিন্তিত হইলেন। তখন শ্রীশ্রী গুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রী প্রভুপাদকে বলিলেন,—“প্রভু! জমিদারী কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয় আমার জানা আছে। আপনি কৃণাপূর্বক এমনমত্রে ভার দিলে মঠের প্রাণা খাজনা বাদায় করিয়া দিতে পারিতাম।” তখন শ্রীশ্রী প্রভুপাদ শ্রীশ্রী গুরুপাদপদ্মের উপর জমিদারীর ভার অর্পণ করেন এবং শ্রীচৈতন্যমঠের প্রধান সেবক-রূপে (Manager) উন্নীত করেন। উহার পর হইতে মঠের সমস্ত জমিদারী দখলভুক্ত ও যাতীয় বৈষয়িক দায়-দায়িত্ব শ্রীশ্রী গুরুদহরাজের উপর অর্পিত হয়। শ্রীশ্রী গুরুপাদপদ্ম তখন এক গুরুভার গ্রহণ করিয়া তিনি কয়েক দিবসের মধ্যে তখনকার দিনে ৪০০ টাকা খাজনা প্রজাবর্গের নিকট হইতে আদায় করিলেন এবং উহা শ্রীশ্রী প্রভুপাদের হস্তে অর্পণ করিলেন। শ্রীশ্রী গুরুপাদপদ্মের উপর তিনি অত্যন্ত প্রিয় হন। ইহার পর হইতে শ্রীচৈতন্যমঠের জন্ত কোন প্রকার চিন্তা প্রভুপাদকে করিতে হইত না।

শ্রীশ্রী গুরুপাদপদ্ম যেমন জুইয়ের নিকট ছিলেন ‘বজ্রাদপি কঠোরাদপি’ তেমনি ছাব্বার শিষ্টের নিকট ‘মৃদুনি কুণ্ডমলপি’। প্রজাবর্গের সুখদুখে আপদ-বিপদে সর্বদা স্তব্ধ তিনি ভাষা দিগকে মহাভারত করিতেন। আজও শ্রীধাম মারাপুরের অধিবাসিগণ তাঁহার প্রজাবর্গসুলভ কথ্য পরম্পরা বলাবলি করিয়া থাকেন। তখনকার দিনে শ্রীধাম মারাপুর হইতে কুচনগর পর্যন্ত রাজপা-ঘাট ভাঙ্গ ছিল না। যাতায়াত অত্যন্ত কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য ছিল। সেটী জন্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রজাদিগকে কোন বৈষয়িক বাণিজ্যে কুচনগরে কোর্টে যাইতে নিবেদন করিতেন; স্বয়ংই স্তম্ভরূপে জুইয়ের দমন ও শিষ্টের পালন করিতেন। পণ্যবাদের সেজন্য কোন প্রকার অর্থ ব্যয় হইত না। তাঁহার সুশাসনে শ্রীধাম মারাপুরে প্রজাগণ অনাবিল আনন্দ ও শান্তিতে জীবন যাপন করিতেন।

শ্রীচৈতন্য মঠের যেখানে শ্রীশ্রী প্রভুপাদের সমাধিস্থানটি হইয়াছে, সেই স্থানটি মঠের তটপথেও তখন তত্রস্থ মুসলমানগণ উহা অধিকার করিয়া

মহরমের সময় সেই স্থানে তাজিয়া ফেলিত। এইভাবে তাহার আরও মঠের অন্যান্য অনেক জমি জায়গা দখল করিয়াছিল। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম অসামান্য বুদ্ধি কৌশলে মঠের সম্পত্তিসমূহ পুনরুদ্ধার ও প্রীচৈতন্য মঠের অশেষ শ্রীর্গদ্ধি করেন।

সেই সময় মায়াপুরে কোন হাইস্কুল ছিল না। তত্রস্থ ছাত্রগণকে কষ্ট করিয়া গঙ্গা পার হইয়া তখন শহর নবদ্বীপস্থ হাইস্কুলে অধ্যয়ন করিতে আনিতে হইত। সেই ক্রম শ্রীগুরুবহরাজ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের আহুগতো সেখানে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্সটিটিউট নামে হাই-স্কুল প্রতিষ্ঠার যত্ন করেন এবং জনসাধারণের শিক্ষাগাভের প্রচুর সুযোগ প্রদান করেন। সেই বিদ্যালয়ে ধর্মবিষয়ও শিক্ষা দেওয়া হইত। কেহ ধর্মীয় বিষয়ে অকৃতকার্য হইলে তাহাকে প্রমোশন দেওয়া হইত না।

শ্রীগৌড়ীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ লীলা প্রসিদ্ধ ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তজি সারদা গোস্বামী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ ছিলেন এবং শ্রীল গুরুপাদপদ্মের সতীর্থ ও অভিন্ন সুহৃদ ছিলেন। তিনি যে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহারও মূলে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম। শ্রীল গোস্বামী মহারাজ যে কারণে প্রভুপাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহা এক্ষণে বর্ণন করিতেছি।

যানবাদের একটি রেল অফিসের বড়বাবু শ্রীযুত শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত এবং রেল অফিসার শ্রীযুত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শনের ক্রম বর্তমান শহর নবদ্বীপে প্রথমে উপস্থিত হন। সেখানে শ্রীগঙ্গিরাদি দর্শনাভ্যে বেলা দুই ঘটিকার সময় শ্রীধাম মায়াপুরে প্রীচৈতন্য-মঠে উপনীত হন। তখন মদীয় গুরুপাদপদ্ম প্রীচৈতন্য মঠের ম্যানেজার (Manager) ও শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহপ্রভু মঠ-গুরু। উক্ত অফিসার-দ্বয় তাঁহাদের নিকট উপনীত হইলে শুকনুখ অবলোকন করিয়া তাঁহাদের ভোজনাদি কিছুই হয় নাই বুঝিতে পারিলেন এবং এ-পর্যন্ত আহাতি হয় নাই জানিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলিলেন, “যান আপনারা মান করিয়া আসুন, ইতোমধ্যে আমরা প্রসাদের ব্যবস্থা করিতেছি।” তিনি শ্রীনরহরি প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, মাধ্যাহ্নের প্রসাদ কিছুমাত্র নাই। সঙ্গে সঙ্গে স্কোভ জাঙ্গাইয়া অন্ন বসাইবার ব্যবস্থা করিলেন এবং

ঐ পাত্রের মধ্যে আলু ও কাকডায় বাঁধিয়া ডাল সিদ্ধ করিতে দিলেন। অন্ন ডাল আদি সিদ্ধ হইয়া গেলে সিদ্ধডাল গরম জলে মিশ্রিত করিয়া তেল কঁড়ন করিলেন এবং সিদ্ধ আলু দিয়া পোস্ত ও ভাজা করিয়া দিলেন। উক্ত অফিসারদ্বয় স্নান করিয়া আসিতে না আসিতে অন্ন, ডাল, পোস্ত ও আলুভাজা হইয়া গেল। তখন শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীভগবানকে মানসে উহা নিবেদন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রসাদ পরিবেশন করিলেন। এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে এইরূপ প্রসাদের প্রস্তুতি দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত অবাক হইলেন এবং ক্ষুধার সময়ে স্বচ্ছন্দে-পরমানন্দে উদর পূর্ত্তি করিয়া উক্ত প্রসাদ সেবন করিলেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব আশ্চর্য্যেয়তা দর্শন করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন,—“শহর নবদ্বীপে বহু ঠাকুর-বাড়ী দর্শন করিয়াছি কিন্তু কেহই এইরূপ কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাঠবার জন্ত আগ্রহ করেন নাই, কিন্তু আপনারা যাণা করিলেন তাহা অতুলনীয়”। প্রসাদ-সেবান্তে তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট প্রচুর হারিকথা শ্রবণ করিলেন। পরে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহাদিগকে শ্রীল প্রভুপাদের চরণসান্নিধ্যে লইয়া আসিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীহারিকথা শ্রবণ করিয়া উক্ত অফিসারদ্বয় অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর জীবনে ভগবৎভজন করাট য়ে শ্রেষ্ঠের তাহা বিশেষভাবে উপলক্ষ্য করিলেন এবং মঠের সম্বিত যোগাযোগ রাখিবেন এবং যথো মতো আসিবেন এরূপ বলিলেন। পরে শ্রীবিগ্রহ দর্শনান্তে শ্রীল অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচ টাকা এবং শ্রীল অতুলচন্দ্র দত্ত একটাকা প্রণামী দিয়া বলিলেন,—আমরা মাসে মাসে, এরূপ পাঠাইয়া দিব।”

তাঁহারা ধানবাদে গিয়া প্রতি মাসেই এইরূপ সেবাসুক্য পাঠাইতেন, ও মধ্যে মধ্যে শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া শ্রীহারি কথা শ্রবণ করিতেন। এইরূপে কিছুকাল অতিক্রান্ত হইলে, এক সময় তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীহারি-নাম মহামন্ত্র ও দীক্ষা লাভ করেন। দীক্ষার পরে শ্রীল অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত মহাশয় যথাক্রমে শ্রীল অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ ও শ্রীল অতীন্দ্র দাসাধিকারী ভক্তিগুণাকর নামে খ্যাত হন। উহার কিয়ৎকাল পরে অপ্রাকৃত প্রভু সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্য মঠে যোগাদান করেন, এবং শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ নির্দেশে আসমুদ্র হিমালয় শ্রীহারিকথা প্রচার করেন, এবং বহুবিধ ভাবে প্রভুপাদের মনোহরীষ্ট পূরণ করেন। তাঁহার সেবার সন্তুষ্ট হইয়া প্রভুপাদ তাঁহাকে স্বদূর ইংলণ্ডে প্রচারের জন্ত প্রেরণ করিয়া

ছিলেন। শ্রীল অপ্রাকৃত প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণান্তে পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডিষামী শ্রীশ্রীমদ্বক্তা সারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ নামে খ্যাত হন, এবং শ্রীল অতীন্দ্র লালমিহিরী প্রভু “শ্রীগে’ভীয় কর্তৃধার” সংকলন করিয়া গোড়ীয় বৈষ্ণব জগতের মহান্ কলাগ সাধন করিয়াছিলেন।

অতীন্দ্র শ্রীশ্রীগুরুপদ উক্ত হই মহাত্মা ব্যতীত শ্রীগোড়ীয় আশ্রম ও মিসনের প্রতিষ্ঠাতা ও মশাপতি প্রপূজ্যচরণ শ্রীল ভক্তি শ্রীকৃষ্ণসিদ্ধান্তী মহারাজ প্রভৃতি বিশিষ্ট ভাষ্যতত্ত্বগণকে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরণান্তিকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধান করেন। শ্রীল গুরুপাদগণের গ্রাসিধ বহু সেবাসৌষ্ঠব সম্বৰ্ণন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ স্বহস্তে তাঁহাকে ‘কৃতিরত্ন’ উপাধিতে ভূষিত করেন। ‘কৃতিরত্ন’ মানপত্রটি পাঠকবৃন্দের জ্ঞাতার্থে নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

শ্রীশ্রীমায়াপুর চন্দ্রো বিজয়ন্তেতমান্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাণীকর্বাদপত্রম্

শ্রীমতাপ্রভুসেবার্থং শ্রীধামি ভূমিরক্ষকঃ।

প্রজাপালনদক্ষো যঃ শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতঃ ॥

শ্রীবিনোদবিহার্য্যস্য প্রজ্ঞচারিবরায় চ।

প্রভুপাদাত্তরঙ্গায় সর্বসদৃশ্যশ্যালিনে ॥

ধামপ্রচারিণী সংসংস্ঠৈত্যস্ত্যৈ প্রদীয়তে।

“কৃতিরত্ন” ইতি খ্যাতমুপাধিভূষণং মুদা ॥

গজাপূর্ব্বতটস্থ শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।

শ্রীমায়াপুণ্ড্রধামস্থ যোগপীঠমহন্তমে ॥

গুণেষু বহু স্তব্রাংস্ত শকাব্দেহিন্ ভক্তাশ্রয়ে।

কাল্কণ পুণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব বাসরে ॥

(স্বাঃ)—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী,

মশাপতি,—শ্রীধাম প্রচারিণীসভা।

(ক্রমশঃ)

ত্রিদণ্ডিহিন্ ভক্তিবাদান্ত পর্য্যটক

একটি পত্র

- ১) শ্রীশ্রীহরি: শরণম্। শ্রীনির্মলচন্দ্র কাঞ্জিলাল,
২) রাধাভাবভ্যুতি-সুবলিতং নোমি কৃষ্ণবরূপম্। আই-১৬২৮, চিত্তরঞ্জনপার্ক
৩) ন চৈতন্ত্যং কৃষ্ণাজ্জগতি পরতন্তুং পরমিহ নিউদিল্লী-১৯
৪) অক্ষ: পশুতি শাস্ত্রানি শিলাত্তরতি বারিধিम्। ২০১৮২
যন্ত প্রভাবতো বন্দে তং শ্রীচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥ টেলিফোন-64-4025
৫) “তুমি আমি নীলাচলে র’ব একনঙ্গে।
সুখে কাটাইব কাল কৃষ্ণকথারঙ্গে।”
৬) গোবিন্দ! গোবিন্দ! হরে মুরারে গোবিন্দ! গোবিন্দ! মুকুন্দকৃষ্ণ।
গোবিন্দ! গোবিন্দ! রথাসনাগে গোবিন্দ! গোবিন্দ! নমো নমস্তে ॥
পরম ভাগবত বিগ্রহেবু—

শ্রীযুত মণ্ডল মহাশয়!

আপনার ১৭৯২ তারিখের চিঠিখানা পাইয়া পরমতৃপ্তিলাভ করিলাম। আপনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অশেষ কৃপাপ্রাপ্ত। তাঁহার আদেশ না পাইলে আপনি কখনও “শ্রীশ্রীচৈতন্যগীতা ও শিক্ষা” লিখিতে পারিতেন না। গ্রন্থখানি অপূর্ণ হইয়াছে এবং অসমিত ভক্তদেব তাঁর আকাজক্ষা মিটাইয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কাছে আপনার স্বাস্থ্য-সুন্দর স্বিচ্ছিসমুজ্জল দীর্ঘায়ু কামনা করি। আমি যে সব প্রশ্ন করিয়াছি, তাহা অতি বিনীতভাবে অর্থাৎ “পরিপ্রশ্নেণ সেবয়া” মনোবৃত্তি নিয়া—জানিবার জন্যই আমার self-education এর purpose এ।

আরও তিনটি প্রশ্ন আমি রাখতে চাই—

১। ঈশান নাগরের “শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ” কি চৈতন্যভাগবত ইত্যাদির মত প্রামাণ্য গ্রন্থ? যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে এই গ্রন্থখানি কি চৈতন্যভাগবত-এর আগের লেখা হইয়াছিল?

২। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরের শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিগ্রহের সঙ্গে, না টোটা গোপীনাথের সঙ্গে মিলাইয়া গিয়াছেন, কোনটা সঠিক? ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ একজায়গায় লিখিয়াছেন যে দ্বিতীয়টাই ঠিক।

৩। ‘নামে’ কি প্রারম্ভ সম্পূর্ণ কাটে? অথরিটী কো?

আমার পূর্বের প্রশ্নের সঙ্গে উপরোক্ত তিনটি প্রশ্নও জুড়িয়া দিলে অত্যন্ত বাধিত হব।

আপনি যদি কখনও দিল্লীতে আসেন, তবে আমার কুটীরে আমার আতিথেয়তা গ্রহণ করিলে নিজেকে যন্ত মনে করিব। সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে—

শ্রীনির্মলচন্দ্র কাঞ্জিলাল

পত্রোত্তর

শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো জয়তঃ

মাং—বড়বহরকুলি; পোঃ—বদল্য

জেলা—বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ)

ইং তারিখ—১৮/১১/৮২

সাদর সম্ভাষণ পূর্বকিয়ম—

শ্রিয় মহাশয়! সর্বাগ্রে আমার অন্তরের হার্দ অতিনন্দন গ্রহণ করিবেন। আপনার ২০৯৮২ তারিখের প্রশ্ন সম্বলিত পত্রখানি পাইবার পর আমার শারীরিক অসুস্থতা ও নানা কার্য বাস্তবতা বশতঃ উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়া গেল। আমার এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য মনে কিছু করিবেন না। আপনার এই পত্রখানি পাইবার পূর্বেই আপনার পূর্ববর্তী পত্রের উত্তর 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার' press-এ চলিয়া যাওয়ায় তৎসহ এই উত্তর সংযোজিত করা সম্ভব হয় নাই। "শ্রী শ্রী চৈতন্যলীলা ও শিক্ষা"—গ্রন্থটি আপনার ভাল লাগিয়াছে জানিয়া তাহাতে অস্বদীয় ছিল গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিন্দ ও বিয়ুপাদ শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের অর্চনাত্মক ককণা ও মহিমা অমুণ্ডিত করত কণ্ঠার্থপোষ করিতেছি। আপনার এই পত্রখানি পাঠান্তে প্রতীতি হইতেছে যে, আপনার ভক্তিজীবন আরম্ভ হইয়াছে। আপনি 'পরিপ্রশ্নেয় সেবয়া' মনোবৃত্তি লইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন জানিয়া আনন্দিত হইলাম। বস্তুতঃ সন্দেহবাদী ও অহঙ্কার-বশে প্রশ্নের চেষ্টা হইলে তাহা পরিগণ্য হয় না। সাধুগুরু-পাদপদ্মে যে-সমস্ত সন্তুতিসিক্তান্ত মাদৃশ অবশেষের পক্ষে পথোক্ষে ও সাক্ষাদভাবে প্রবণের সৌভাগ্য হইয়াছে, তন্মূলে আপনার প্রশ্নত্রয়ের উত্তর যথাকালে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিতেছি।

আপনার ষয় প্রশ্নের উত্তর জানাইতেছি যে, ঈশান নাগরের "শ্রী অষ্টৈত-প্রকাশ" গ্রন্থটি "শ্রী শ্রী চৈতন্যভাগবত" প্রভৃতির দ্বাৰা প্রামাণ্য গ্রন্থ নহে। "শ্রী অষ্টৈত-প্রকাশ"—গ্রন্থখানি প্রাকৃত সহজিষাগণের বঙ্গনা-বিলাল বলিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের নিকট অনাদরনীয়। শ্রীকৃষ্ণাবনের প্রসিদ্ধ ষড়গোষ্ঠাধিগণের পদবর্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ উক্ত "শ্রী অষ্টৈত-প্রকাশ" গ্রন্থটি অনির্ভরযোগ্য বলিয়া গর্হণ করিয়াছেন। আউল, বাউল, কর্তাভজা, গৌরাঙ্গ-নাগরী প্রভৃতি নবীন মতবাদিগণ শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু শিক্ষার মর্মা বুঝিতে অক্ষম হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণব ধর্মের অসমোদ্ধি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। শ্রীচৈতন্যলীলার বাস 'শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের "শ্রী শ্রী চৈতন্যভাগবত" গ্রন্থটি প্রাকৃত সহজিয়া মতবাদের অশাস্ত্রীয়তা উদ্ঘাটনপূর্বক অতি উচ্চাঙ্গন অধিকার করিয়াছেন।

“ভাগবতে কৃষ্ণ-লীলা বর্ণিলা বেদস্বাম ।

চৈতন্যলীলাতে দাস — বৃন্দবনদাস ॥” (চৈঃ চঃ আদি ১১৫৫)

“মহাশ্যে বসিতে নাংরে এঁছে গ্রন্থ ধন্য ।

বৃন্দাবনদাস মুখে বক্ষা শ্রীচৈতন্য ॥” (চৈঃ চঃ আদি ৮৩৯)

“শ্রী শ্রীচৈতন্যভাগবতে” ও ৩৭ পরিশিষ্টস্বরূপ “শ্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে”

উক্ত ‘শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ’ গ্রন্থটির বা এই গ্রন্থে-লেখকের কোনও নামোল্লেখ নাই। “শ্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত” প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থাদি আমাদের অবিস্মাদিত নিতা পাঠ্য।

এ প্রশ্নে আরও জানিতে চাহিয়াছেন যে, যদি ‘শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ’ প্রামাণ্য গ্রন্থ হইয়া থাকে, তবে এই গ্রন্থখানি কি “শ্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত”—এব পূর্বেই লেখা হইয়াছিল?—তদ্বত্তর এই যে, যেহেতু “শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ”—প্রামাণ্য গ্রন্থ নহে, সেইহেতু এই গ্রন্থখানি “শ্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত” এর আগে বা পরে কিনা তাহা লইয়া আলোচনা অহেতুক ও অবাস্তব।

আপনি দ্বিতীয় প্রশ্নে শ্রীমদ্বৈতপ্রভুর অন্তর্ধান রহস্যের যে, দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্বত্তরে বলিতে হয় যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমদ্বৈতপ্রভুর পক্ষে দুইটিই সম্ভব।

আপনার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছি যে, ভগবদ্ব্যয়ে প্রারম্ভ সম্পূর্ণরূপে কাটে নিশ্চয়ই; কিন্তু আসলে নাম হইলে তো প্রারম্ভ কাটিবে! ‘নাম’ যদি নামাপরাধ হইয়া যায় তাহা হইলে প্রারম্ভ কাটিবে না। নামাপরাধ যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ উচ্চাখিত নামাক্ষরকে শুদ্ধনাম বলা যায় না। শ্রীনাম-ভজনে নামাপরাধ, নামাভ্যাস ও ‘নাম’—এই ত্রিবিধ বিচার-বৈশিষ্ট্য; কৃষ্ণ আর কৃষ্ণের নাম এক ও অছিল। নামের মধ্যেই ভগবত্তা ও শক্তিমত্তা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। কৃষ্ণনামাদি বৈষ্ণব বস্তু—তাহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন।

জীব সেবোন্মুখ হইলে অর্থাৎ ভগবৎ স্বরূপও তন্ময় গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিযে কৃষ্ণনামাদি স্বয়ং স্মৃতি লাভ করেন।

যথা.—“অন্তঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহুমিচ্ছিয়েঃ।

সেবোন্মুখে হি তিল্বাদৌ স্বয়মেব স্মরত্যদঃ।

(ভঃ রঃ-লিঃ পৃঃ ২ লঃ ১০৯)

নামের সহিত মায়িক জগতের সংস্ক না থাকিলেও আমাদেরকে উদ্ধার করিবার জন্যই শ্রীনাম গোলোকধাম হইতে কৃপাপূর্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া নাম গ্রহণ করাই আমাদের একান্ত কর্তব্য। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্দৈব যে, ভগবানের নামের সেবনোদ্দেশ্যে নাম-গ্রহণ না করিয়া তুচ্ছ সকাম মারিক-স্বপ্ন ভোগের জন্য নাম গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়া পড়িতেছি। কৃষ্ণনামকে নিজেদ্রিয় তর্পণের বস্তু মনে করায় ফলে তাহা কৃষ্ণভজন না হইয়া মায়ার ভজন হইয়া যাইতেছে। যখন যখন ভগবানের সেবা ছাড়িয়া ভোক্তা অভিমানকারী হইয়া কপটতা, অনিত্য ভোগবাঞ্ছা প্রভৃতিতে আবিষ্ট হইয়া পড়ে, তখন মনের অন্তর্যাতন জন্য হরিনাম না হইয়া নামাপরাধ হইয়া যায়। নামাপরাধকে যে নাম বলা সম্ভব নহে, তৎসম্বন্ধে পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুগোপের একটি বক্তৃতার কিয়দংশ এস্থলে উল্লেখ করিতেছি;—

"অপরাধযুক্ত নামের ফল—ত্রিবিধলাভ। যাহারা শ্রীনামের দ্বারা ওলাওঠা নিবারণ প্রভৃতি সাংসারিক মঙ্গলাদি করাইয়া লইতে ইচ্ছুক, তাহারা নামাপরাধী; তাহাদের মুখে শ্রীনাম উচ্চারিত হয় না। নামাপরাধ দূর হইলে কোনও সময় নামাভাস পর্য্যন্ত হইতে পারে।

শাস্ত্রে দশবিধ নামাপরাধের উল্লেখ আছে। নামাপরাধী যে-ফল ভোগ করেন, আত্মা কখনও তাহা গ্রহণ করেন না, উহা দ্বারা দেহ ও মনের তর্পণ হয়। সেইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—‘বদাত্মা সুপ্রসীদতি’। সুতরাং নামাপরাধ ভগবদ্ভ্যাস নহে। শুদ্ধনামাশ্রিত ব্যক্তির প্রাকৃতভিনিবেশ বা জাড়া নাই।

অনেক সময় কৃষ্ণের নিকট কোন কারণে অপরাধ হইলে তাহার নাম-সেবার ফলে সেই অপরাধ বিদূরিত হয় এবং নামী কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন। বর্ষধ্বজী, যোষিৎসলী, ছুটমত আশ্রয়কারী অশুদ্ধ ব্যক্তি প্রভৃতি অসৎসঙ্গীর সঙ্গে নামাকুর উচ্চারিত হইলে তাহাও নামাপরাধমধ্যে গণ্য। “অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার” (১৮: ৮: মধ্য ২২৮৪)—শাস্ত্রবাণী অহুসারে অন্যরূপে সাধুসঙ্গ গ্রহণ ও ব্যতিরেক-রূপে অসৎসঙ্গ-ত্যাগ বিহিত হইয়াছে।

শ্রীনামভজনে পদ্মপুরাণের স্বর্ণবর্ণে উল্লিখিত দশবিধ নামাপরাধ সকল সময়ে পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে সদাচার ও সতর্কতার সহিত দান্ত ও দৈন্ত্যভাবে অবিশ্রান্ত নাম লইতে লইতে শ্রীনামের কৃপাতেই নামাপরাধ দূরীভূত হয়। নামাকুর দেহ, দ্রবণ, জনতা, লোভ, পাষণ্ড ইত্যাদি পাপাণকুপ অপরাধ-মাধ্য পাড়িলে পদ্মপুরাণোক্ত নামাপরাধ-নিবৃত্তির উপায় অবলম্বন

ব্যতীত তাহা দূরীভূত হয় না। নামাপরাধ বর্জনের উপায় সম্পর্কে শ্রীমদ্ভা-
 ঞ্জুর পার্শ্বদ শ্রীল জগদানন্দ গোস্বামী ঞ্জুর রচিত শুদ্ধভক্তি-সুসিদ্ধান্তপূর্ণ
 অকৃত্রিম “শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত” গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—

“নামেতে শরণাগতি যেই ফণে হয়।

তখনই নামাপরাধের সত্ত্ব হয় ক্ষয় ॥

তথাপি প্রমাদে যদি উঠে অপরাধ।

তাহাতেও ভক্তিতে হইয়া পড়ে বাদ ॥

অপরাধ প্রমাদেতে হইবে যখন।

নামসঙ্কীর্ণন তবে করিবে অনুক্ষণ ॥

নামেতে শরণাগতি সুদৃঢ় করিবে।

অনুক্ষণ নামবলে অপরাধ যাবে ॥

নামেই নামাপরাধ হইবেক ক্ষয়।

অপরাধ নাশিতে আর কারও শক্তি নয় ॥

নামাপরাধ-ক্ষয়পদ্ধতি সম্পর্কে অগংগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়
 জানাইয়াছেন,—“কৃষ্ণর শ্রীমুষ্টি-প্রতি অপরাধ করি’।

নামাশ্রয়ে সেই অপরাধ যায় তরি’ ॥

নাম-অপরাধ যত নামে হয় ক্ষয়।

অবিশ্রান্ত নাম লৈলে সর্ব দিকি হয় ॥

নামাপরাধ বিগত হইলে সম্বন্ধজ্ঞানের অপ্রকাশ অবস্থাতেই অক্ষতা-
 বশতঃ নামের অশুদ্ধ লক্ষণে নামাভাস হইয়া থাকে। নামাভাসেই প্রারক
 ও অনর্থসকল দূরীভূত হয় এবং তখন ভিত্তায় শুদ্ধনাম উদিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম
 বা সেবা প্রদান করেন। সদগুরুদেবের আনুগত্যে সজ্ঞান-নৈপুণ্যে শ্রীনামের
 কৃপায় বা গুরুকৃপায় কল্যায়সকল বিনষ্ট হইয়া শুদ্ধভক্ত হইবার অধিকার লাভ
 হয়। নামাভাসেই যখন প্রারক জন্ম হয়, তখন শুদ্ধনামে যে প্রারক খণ্ডন
 হইবেই ইহাতে সন্দেহ কি? নামাপরাধ হইলে নামাভাস ও নামগ্রহণে
 ফল পাওয়া যায় না।

শ্রীনাগের প্রারক-হরত্ব দ্বন্দ্বন্ধে নিয়ে কয়েকটি শাস্ত্র-প্রমাণ ও মহাজনবাণী
 বিবৃত করিতেছি (ভাঃ ৬।৩।২৪) :—

এতাবতালমধর্নির্হরণায় পুংসাং সঙ্কীর্ণনং ভগবতো গুণকর্মণাম্ ॥

দিকৃষ্ণ পুত্রমধর্মান্ যদজামিলোহপি নারায়ণেতি দ্বিধমাণ ইত্যয় যুক্তিম্ ॥”

অর্থাৎ “অন্তএব শ্রীভগবানের গুণ, কর্ম ও নাম সকলের সম্যক্ কীর্তনই যে জীবের পাপহরণে উপযোগী, তাহা নহে; তদীয় নাম-গুণাদির অসম্যক্ কীর্তন বা নামাভাসেই ঐ পাপহরণাদি কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। অত্মামিলই মৃত্যুকালে অন্তিমচিন্তে ‘নারায়ণ’ বলিয়া নিজ পুত্রকে আহ্বান করিয়াও মুক্তিলাভ করিল।” ‘শ্রীমদ্ভাগবতে’ (৩.৩৩.৬ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে,—

“যন্মামধেষ্য শ্রবণানুকীর্ণনাদ্ যং শ্রবণাদ্যং শ্রবণাদপি কচিৎ।

যাদোহপি সত্যঃ সর্বনাশ কর্ত্তে কৃতঃ পুনশ্চে ভগবন্ত্ দর্শনাৎ॥”

অর্থাৎ “দেবহুতি করিলেন,—হে ভগবান্! যখন তোমার নাম শ্রবণ ও কীর্তন এবং তোমাকে নমস্কার ও স্মরণ—ইহার মধ্যে যে কোন কিছার কদাচিদ্ অনুষ্ঠান করিলে চণ্ডালও তৎক্ষণাৎ সর্ব-যজ্ঞের যোগ্য হয়, তখন তোমাকে দর্শন করিলে যে লোক পবিত্র হইবে, হট্টা বলিই বাহুল্য।

“কৃষ্ণোক্তি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।

ভয়ীভবন্তি রাজেন্দ্র! মহাপাতক কোটয়ঃ॥” (বিষ্ণুধর্ম্মে)

অর্থাৎ—“হে রাজেন্দ্র! ‘কৃষ্ণ’ এই মঙ্গলপ্রদ নাম বাহার জিহ্বায় উচ্চারিত হন, তাহার কোটি কোটি মহাপাতকও ভয়ীভূত হইয়া যায়।” শ্রীমদ্মহাপ্রভু “শিক্ষাক্ষেত্র” ১ম শ্লোকে ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং—বলিয়া স্পষ্টভাবে জানাইতেছেন যে, পাপমূলনাশক ঐর্জবস্ত্র নামসঙ্কীর্ণনেই সংসারের দাবজালা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

জাতি-নাশ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত-প্রার্থী জুবুস্তিরায়কে বারাগলীতে ভগবান্ শ্রীমদ্মহাপ্রভু (চৈ: চ: সধ্য: ২৫।১২১-১২৩) উপদেশ দিয়াছেন;—

“প্রভু কহে—ইহা হৈতে বাহ বন্দাবন।

নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ণন ॥

এক নামাভাসে তোমার পাপ-দোষ যাবে।

আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে।

আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।

মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি॥”

‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থে অন্যত্র উক্ত হইয়াছে,—

নামাভাস হৈতে হয় সর্বপাপ ক্ষয়।

নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয় ॥ (চৈ: চ: অ: ৩৬১)

শ্রীল কৃষ্ণগোখামিপাদ “শ্রীনামাক্ষেত্র” ৪র্থ শ্লোকে লিখিয়াছেন,—

যদ্বন্দ্বসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি

বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ ।

অনৈতি নামস্মরণেন তত্তে

প্রারব্ধকর্মেতি বিবোতি বেদঃ ॥

অর্থাৎ “ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতি-নিষ্ঠা দ্বারাও ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধকর্ম কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না ; কিন্তু, হে নাথ ! জিহ্বাগ্রে তোমার শ্রীনামের স্মৃতি মাত্রেই (নামাভাসই) সেই প্রারব্ধ-কর্ম সমূলে বিনষ্ট হয়,—ইহা বেদ তার ঘরে কীর্জন করিতেছেন।” চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩।৩২

“সর্ব-মহা-প্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম।”

শ্রীগৌর-পার্বদ পণ্ডিত শ্রীল জগদানন্দ গোস্বামী প্রভু “শ্রীশ্রী প্রেমবিবর্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—প্রারব্ধ ঋণ ন কেবল হরিনামে হয় ।

জ্ঞান-কর্মে সেই ফল কভু না মিলয় ॥

বিনা হরিকীর্তন, কভু কর্মবন্ধ ।

ঋণ ন হয়, মুমুক্ততা নহে লভ ॥

যে মুক্তি লাভিতে আর না হয় কর্মসঙ্গ ।

রজ-স্তমোদোষহীন শূন্য মায়া-সঙ্গ ।

* * * *

শ্রদ্ধা করি’ নাম হইলে অপরাধ কোটি ।

কমা করে কবর, বদি না থাকে কুটিনাটী ॥”

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—

“নামাভাসে নষ্ট হয় আছে পাপ যত ।

নামাভাসে মুক্তি হয় কলি হয় হত ॥

নামাভাসে নর হয় সুপংক্তি-পাবন ।

নামাভাসে সর্বরোগ হয় নিবারণ ॥

সকল আশঙ্কা নামাভাসে দূর হয় ।

নামাভাসী সর্বরিষ্ট হৈতে শান্তি পায় ॥

যক্ষ, রক্ষ, ভূত, প্রেত, গ্রহসমূহর ।

নামাভাসে সকল অনর্থ দূরে যায় ।

নরকে পতিত লোক সুখে মুক্তি পায় ।

সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম নামাভাসে যায় ॥” (২ : চি :)

“নামাভ্যাসে পাপক্ষয়ে শুদ্ধ নাম হয়।

তখনই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম লভয়ে নিশ্চয়।” (হং চিঃ)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—কৃষ্ণনাম সঙ্কীৰ্ত্তন সৰ্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীৰ্ত্তনের আভ্যাসে সৰ্ব পাপ ক্ষয় হয় এবং সংসার-বন্ধন শিথিল হয়। তখন নামাভ্যাসে মুক্ত হইয়া জীব শ্রীনামকীর্ত্তনের অধিকারী হন।”

কলিযুগধৰ্ম্ম হরিনামের প্রারব্ধ-হরত্ব সম্পর্কে শাস্ত্রাদিতে আরও অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান। যখন নামাভ্যাসেই অনায়াসে ভবভর ক্ষয় হয় এবং প্রেমের উদয়ে ভবনাশ অর্থাৎ বরুণ সিদ্ধি হইয়া থাকে, তখন (শুদ্ধ) নামের কাছে কি প্রারব্ধ ও অপ্ৰারব্ধ থাকিতে পারে?

গণিত শ্রীল ভগদানন্দপ্রভু প্রারব্ধ-অপ্ৰারব্ধ সমস্ত পাপনাশ সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কহিয়াছেন,—

“বর্তমান পাপ আর পূর্ব-জন্মাজিত।

ভবিষ্যতে হ'বে বাহা দে সকল হত।

অনায়াসে হবে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনে।

নাম বিনা বন্ধু নাহি জীবের জীবনে॥” (শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত)

“বর্তমানস্ত যৎ পাপং বভূতং যন্তুভিষ্যতি।

তৎসৰ্বং নির্দহতাণ্ড গোবিন্দ-কীর্ত্তনানলঃ॥” (লঘু ভাঃ)

এমতাবস্থায় উপরোক্ত মর্মে আপনার অভীপ্সিত বিষয় পাইবেন আশা রাখি।

অদূর ভবিষ্যতে দিল্লী যাইলে আপনার সঙ্গ লাভের ইচ্ছা রহিল। আপনি যদি কখনও নবদ্বীপধাম, দর্শনে আসেন, তাতা হইলে, তখন আমাদের শ্রীদেবানন্দ গোড়ীর মঠে প্রপূজাপাদ শ্রীল আচার্যাদেব সমীপে উপস্থিত হইলে প্রচুর হরি-কথা শ্রবণের সৌভাগ্য পাইবেন। সেই সময় মাদ্রাশ দরিদ্র পল্লীগামী হইয়াও আপনাকে অভ্যর্থনা ও আপ্যায়িত করিয়া আনন্দিত হইবার আশা রাখি। প্রার্থনা করি—শ্রীমদ্ব্যংগপ্রভু আপনাকে কৃপা করুন। নমস্কারান্তে—

শ্রীগৌরজনকৃপালেশপ্রার্থী—

শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩২৮ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীকৃষ্ণেন্নেবারত ভক্তগণ সর্বদোষমুক্ত

অনন্তভাবে ভগবদ্ভজননিষ্ঠ ভক্তের দৈবাৎ কোন পাপজনক কার্য বা সেবা-অপরাধ উপস্থিত হইলেও তাঁহার হৃদয়স্থ ভগবান্ প্রিয়ভক্তের সে সমস্তই অগ্নি যেমন রাশি রাশি তুলাকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ ভগবান্ও ভক্তের পাপরাশি ভস্মীভূত করিয়া থাকেন, এবং ভক্তের মনে কোনও সন্দেহের উদয় হইলে প্রত্যক্ষভাবে যে তাহা নিরসন করিয়া দেন, ‘অর্জুনমিশ্রের’ দৃষ্টান্তদ্বারা গত আশ্বিন (৮ম) সংখ্যায় তাহার কথঞ্চৎ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সংখ্যায় তাহা আরও বিশদভাবে বর্ণনে প্রয়াসী হইলাম।

ভগবদ্ভজনেচ্ছু ঐহিক ভক্ত যদি কোনও পাপকার্যের আচরণ করিয়াও অর্থাৎ বেদোক্ত দেবতার্চন-পিতৃশ্রাদ্ধাদিরূপ অবশ্য করণীয় নিত্য-নৈমিত্তিক কার্যের অকরণে পাপ হয়—জানিয়াও শুধু ভগবদ্ভজনেই রত থাকেন, তবে তাঁহার এতাদৃশ কার্যও দোষণীয় হয় না। পরন্তু ভগবৎ সেবা পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নৈমিত্তিকাদি, অস্ত্র দেবতার্চনাদি বা ইষ্টোপুষ্ঠাদি সমস্ত-ধর্ম-কার্যই যে পাপের জনক হইয়া থাকে, তাহা পদ্মপুরাণে শ্রীভগবান্ নিজমুখেই বর্ণন করিয়াছেন। যথা,—

যন্নিমিত্তাং কৃতং পাপমপি ধর্মায় কল্পতে ।

মামনাদৃত্য ধর্মোহপি পাপং স্ত্রায়ৎপ্রভাবতঃ ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১।৭০)

অর্থাৎ আমার ভজন-নিমিত্ত কোনও বেদবিহিত কার্যের অনাচরণরূপ ও বেদ-নিষিদ্ধ কার্যের আচরণরূপ পাপকার্য করিলেও তাহা ধর্মই হইয়া থাকে এবং আমাকে আদর না করিয়া অর্থাৎ আমার ভজন পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার্চনাদি যে কোনও ধর্মকার্যই কৃত হউক না কেন, তাহা সমস্তই আমার প্রভাবে পাপজনক হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে শ্রীভগবান্কে উদ্দেশ্য করিয়া ব্রহ্মাও তাহাই বর্ণন করিয়াছেন। যথা,—

পাপং ভবতি ধর্মোহপি তব ভক্তৈঃ কৃতং হরে ।

নিঃশেষকর্ম-কর্তা বাণ্যর্ভক্তো নরকে পতেৎ ॥

হে শ্রীহরি ! আপনার ভক্তগণ যদি বিহিত কর্মের অকরণরূপ পাপকার্যের আচরণ করেন, তথাপি তাঁহাদের অনন্ত ভজননিষ্ঠার ফলে তাহা নিশ্চয়ই ধর্ম

বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। আর যদি আপনার অন্তর মানবগণ সর্ব্বদ্বৈত সহিত সর্ব্ব-ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করে, তথাপিও তাহারা নরকে পতিত হয়। উক্ত পদ্মপুরাণেই অন্যত্র আরও দেখা যায়—

স কর্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভক্তো যন্তব কেশব।

স কর্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচুত।

অর্থাৎ ব্রহ্মা বলিতেছেন,—হে কেশব, যিনি তোমার ভক্ত হন তিনি কোন কার্য্য না করিলেও সর্ব্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকেন। হে অচ্যুত, যিনি তোমার ভক্ত নহেন তিনি বিহিতকার্য্য সম্পাদন করিলেও সর্ব্বপাপের অনুষ্ঠানকারী বলিয়া কথিত হন।

ভগবদ্ভক্তি জন্মগত জাতিদোষ-নাশিনী

এই জন্মপুরাণেই বাক্যস্বরে দেখা যায়—বিষ্ণুভক্তের জন্মগত জাতি-বৈশিষ্ট্যদোষ অর্থাৎ শূদ্রত্ব ও অন্ত্যজাদি-বর্ণভ্রূষণ বিন্দ্য পর্য্যন্ত দূর হইয়া তাঁহাদের উত্তমত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে। যথা—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।

বিষ্ণুভক্তিসমায়ুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ ॥

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্য অন্ত্যজাদি যেকোন যদি বিষ্ণু-ভক্তপরায়ণ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ভগবানে ভক্তিহীন ব্রাহ্মণাদি অপেক্ষা উত্তম বলিয়া জানিতে হইবে। এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকপিল-দেবভূতি সংবাদেও দেবভূতি বাক্যে রহিয়াছে। (ভাঃ অঃ ৩৩) যথা—

অহো বত স্বপচোহতো গরীয়ান্, যজ্ঞস্থাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যাম্।

তেপুস্তগন্তে জুহবুঃ সমুদ্যর্থ্যা ব্রহ্মানুর্চ্যাম গৃণন্তি যে তে।

অহো! নাম-গ্রহণকারী শ্রেষ্ঠতার কথা কি বলিব? হে! কপিলদেব! হাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম একবার মাত্রও উচ্চারিত হয়, সেই ব্যক্তি চণ্ডালাদি যেকোনও নিকৃষ্ট কুলে জাত হইলেও শ্রেষ্ঠ বলিয়াই কথিত হয়। কারণ হাঁহার তোমার নাম কীৰ্ত্তন করেন, তাহারা বাহ্যিক তপস্যা না করিলেও তপস্বী; যজ্ঞ-হোমাদি না করিয়াও যাজ্ঞিক এবং তীর্থাদিতে স্নানাদি কার্য্য না করিয়াও সন্ন্যাসী হন। তাহারা জন্মগত অনাৰ্য্য হইলেও প্রকৃত আৰ্য্যভক্তি বলিয়া গৃহীত ও কথিত হয়, এবং বেদ-বেদাঙ্গাদির অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি সাবিত্য কার্য্যের অধিকার লাভ করেন। এসম্বন্ধে শ্রীগীতায়ও ভগবদ্ভক্তি রহিয়াছে। যথা—

অপি চেৎ হুত্বাচারো ভক্তে সামনস্তভাক্ ।

সাধুবেব ন মন্তব্যঃ সমাগ্যবসিতো হি সঃ ।

ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধর্ম্যাত্মা শব্দচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।

কৌশেয় । প্রতিজ্ঞানীহি ন মে ভক্তঃ প্রশস্তিঃ । (গী: ৯।৩০-৩১)

মিজভক্তির অচিহ্ন্য প্রভাব প্রদর্শনার্থ শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—হে অর্জুন, অত্যন্ত হুতাচার অর্থাৎ অবৈধ স্ত্রী-সংসর্গ, চৌধাদি, পাপকর্ম্মাচারী এবং জীবাংসাদি-ওক্ত মানবও যদি কোনও সৌভাগ্যবশে সদ্ভক্তের রূপ লাভ করিয়া ‘অনন্তভাবে’ (ঐকান্তিভাবে) একমাত্র আমারই ভজন করে, তবে তাহাকে সাধু (প্রাণী) বলিয়াই মনে করিবে। এক্ষণে ‘অনন্ত’-শব্দেরদ্বারা ইহাই বুঝায় যে, অন্য দেবতাগণ পরমেশ্বরের প্রিয়ত্বহেতু অস্তিত্ব—ইহা জানিয়াও সেই দেবতাগণের ভজন না করিয়া ‘সাক্ষাদভাবে’ ভগবৎ-সেবা করা; অর্থাৎ, একমাত্র কৃষ্ণভজন ব্যতীত অন্য কাহারও ভজন না করার নামেই অনন্ত ভগবদ্ভজন। ইহাই সর্বোত্তম অধ্যবসায়, চেষ্টা বা সাধন—তাহা অবলম্বন করায় সাধু। যদি বল—কেবল সমীচীন অধ্যবসায়ের দ্বারা ই তাহাকে কেন সাধু বলিয়া জানিব? তদুত্তরে বলিয়াছেন—হে অর্জুন, অতি হুতাচার ব্যক্তিও আমার ভক্তনে বৃত্ত হইলে শীঘ্রই ধার্মিক হইয়া থাকে। অর্থাৎ নিত্য ভজনফলে সমস্ত-ভূকর্ম্ম-মতি অতি অল্পকাল মধ্যেই পরিত্যাগ করিয়া বিসৃত হইয়া থাকে। তখন তাহার চিত্তের নানা ভোগবাসনারূপ অস্থিরতার নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং একমাত্র আমাতেই নিষ্ঠালাভ করে। ঐ নিষ্ঠা হইতেই চিরস্থায়িনী শান্তিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগবদ্ভিমুখ কৃতকীর্ষাশ্রিগণ ভগবদ্ভক্তজনের এতাদৃশ বৈশিষ্ট্য-স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হওয়া দেখা যায়। পুনরায় অর্জুনকে উৎসাহ প্রদানার্থ বলিতেছেন,—কুস্তিনন্দন! তুমি চক্ৰানিনাদ-সহকারে বাহুবল উত্তোলনপূর্বক কৃতকীদের সত্য নিঃসন্দেহে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার যে,—‘ভগবদ্ভক্তের কখনও বিনাশ নাই।’ তাহার অতীব হুতাচার কঠোর কথার্ত হইয়া থাকে।

ভাগবত-ধর্ম্মাশ্রমী বিশ্বের দ্বারা বান্ধিত হন না

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে নবযোগেন্দ্র উপাখ্যানেও দেখা যায়,—নিমি মহারাজের সত্য নবযোগেন্দ্র উপস্থিত হইলে পর মহারাজ তাঁহাদের অশার্পনাদি সম্পন্ন করিয়া ভাগবত-ধর্ম্ম ও তাহার বৈশিষ্ট্যাদি শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন নবযোগেন্দ্রের অল্পভয় কবি ঋষি বলিতে আরম্ভ

করিলেন—হে রাজন! এই সংসারে দেহাদি অসং পদার্থে আত্মবুদ্ধিহেতু
 নিত্য ত্রিভাপ-দগ্ধচিত্ত মানবের পক্ষে শ্রীহরির চরণাশ্রয়ই সকল ভয়-বিনাশন
 বলিয়া মনে করি। শ্রীহরি যন্ত্রাদি-মুনিগণমুখে আয়াসসাধা, অথচ সকলের
 পক্ষে আচরণীয় এবং তুচ্ছ স্বর্ণাদির প্রাপক বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম বর্ণন করিলেও
 সাধারণ অজ্ঞান মানবগণও অনায়াসে কিভাবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে,
 সেই সকল উপায় তিনি স্বয়ং নিজমুখেই 'মন্মনা ভব মন্তুঃ', 'সর্বধর্ম্যান্
 পরিত্যজ্য' ইত্যাদি শ্রীগীতা-বাক্যাদি দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন। ভগবৎ-শ্রীমুখ-
 কথিত তাঁহাকে প্রাপ্তির এইসকল উপায়ই যথার্থ 'ভাগবত-ধর্ম' বলিয়া
 জানিবে। এই ভাগবত-ধর্ম আচরণের বৈশিষ্ট্য উক্ত কবি ঋষিই আবার
 বলিয়া দিছেন:—

যানাহার নরো রাজন্! ন প্রযাজ্জেত কহিচিৎ।

ধাবন্নিমিল্য বা নেত্রে ন স্থলেন পতেদিহ ॥ (ভাঃ ১১।২।৩৫)

হে নিমিরাজ, এই ভাগবত-ধর্মের সর্বোত্তমরূপ বৈশিষ্ট্য শ্রবণ কর।
 এই ধর্মোচরণকারী কখনও বিলের দ্বারা বাধিত হয় না। অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ
 যোগাদির আশ্রয়কারী প্রাণায়ামাদির অভ্যাসকালে শ্বাসবোধাদির ব্যতিক্রমে
 যেমন হঠাৎ কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন, অথবা সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখেও
 পতিত হন এবং জ্ঞানীর জ্ঞানচর্চায় নানারূপ ক্লেশ ভোগ করিয়া শেষে
 ভগবৎশ্রীমুখাদোষে অধঃপতিত হন, এই ভাগবৎ-ধর্মের আচরণে কখনও
 সেইরূপ বিপ্ল উপস্থিত হয় না। অধিক কি বলিব, ভগবন্তজননরত ভক্ত যদি
 নয়নযুগল মুদ্রিত করিয়াও ধাবিত হন, তথাপি তিনি ভাগবত-ধর্ম-বিষয়ে
 স্থলিত (প্রত্যাবারগ্রস্ত) অথবা তাহা হইতে পতিত (বিচ্যুত) হয় না।
 অর্থাৎ কোন প্রকারেই তিনি ভগবৎ কৃপা লাভে বঞ্চিত হন না, জানিবে।
 নয়নযুগল মুদ্রিত করার তাৎপর্য অজ্ঞানতা। যথা,—

শ্রুতিস্মৃতি উভে নেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীৰ্ত্তিতে।

একেন বিকলঃ কাণো বাভ্যামন্ধঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

অর্থাৎ বেদ ও স্মৃতি—এই দুইটী বিপ্রগণের দুইটী নেত্র বলিয়া কথিত
 হয় তন্মধ্যে একটি বিহীনকে কাণা বলে, দুইটী বিহীনকে অন্ধ বলে।

'নিমিল্য'-শব্দে—বেদ-তাৎপর্য্য এবং স্মৃতি-তাৎপর্য্য কিছুই না জানিয়া,
 এবং 'ধাবন'-শব্দে অজ্ঞানতা বশে কোন কোন বিধি-নিষেধ অতিক্রম করিয়া
 অতি শীঘ্র স্ফুটান করাকে বুঝাইতেছে। এবমূর্ত আচরণকারী ভক্তও

প্রত্যাবর্তী হন না, অথচ ভক্তনফল-লাভেও বঞ্চিত হন না। সুতরাং ভগবদ্ভজন-নিষ্ঠ ভক্তের কোন কালে কোনপ্রকারে অহাশ্রয়ীর মত বিনাশ নাই।
—‘ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি’ বাক্যেরও ইহাই তাৎপর্য।

ভগবদ্ভিমুখ অগ্গদেবতীশ্রয়ীর পরিণাম

ভগবদ্ভিমুখ জীবমধ্যে মানবগণের পক্ষে বেদাদিশাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক সমস্ত কার্য্য বর্জিতপূর্ব্বক একমাত্র শ্রীহরি-ভক্তনেষ্ট তাহাদের কৃতার্থতা বা পরম পুরুষার্থ লাভের বিষয়শাস্ত্রীয় বচন-প্রমাণদ্বারা অন্বয়মুখে বিশদভাবে বর্ণন কবিয়াছি। সম্প্রতি বাস্তবিকমুখে ভগবদ্ অর্চনাদিবিহিত জনের অগ্গদোতাশ্রয়ে কখনই চিরমুগ্ধলদাষক হয় না, তাহা কয়েকটি পৌরাণিক দৃষ্টান্তের দ্বারা বর্ণন করিতে প্রয়াসী হইয়াতেছি।

১। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিরণ্যাককে ববাহরুপী বিষ্ণু বধ করিয়াছিলেন বলিয়া বিষ্ণুর প্রতি ঘোষাচরণপূর্ব্বক ঐ হিরণ্যকশিপু সৃষ্টিকারী ব্রহ্মাকেই সর্বেশ্বরত্ব মনে করিয়া নিজের অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষায় তাহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সহস্রবৎসর অনাহারে তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া অমরত্ব বর প্রার্থনা করিলে পর ব্রহ্মা ঐ বর দিতে অসমর্থতার কথা জানাইলেন। তখন সে প্রকারান্তরে অমর হইবে ভাবিয়া, দিবায় ও রাত্ৰিতে, ঘরে ও বাহিরে, মানুষ ও পশু কর্তৃক পৃথিবীতে ও শূন্যে, এবং অস্ত্রাদিতে কিছুতেই তাহার মৃত্যু ছইবে না— এইরূপ বহু বরই প্রার্থনা করিল। ব্রহ্মাও ‘তথাস্ত’ ‘তথাস্ত’ বলিয়া সেই সমস্ত বরপ্রদানপূর্ব্বক অন্তহিত হইলেন।

তিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হইয়া দেবগণকে পরাস্ত ও নিজ দাসানুদাস কবল স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া বসিল। তখন অপীড়িত দেবগণ অনলোপায় হইয়া ব্রহ্মার সন্তিত বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে পর বিষ্ণু শীঘ্রই তাহাদের দুঃখ দূর করিবেন বলিয়া আশ্বাস দান করিলেন। (ক্রমশঃ)

অন-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার বর্তমান ৩৪শ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যায় ১৪৩ পৃষ্ঠার (প্রথম হইতে) ষষ্ঠ পঙ্ক্তিতে “১লা মার্চ”-এর স্থলে “১লা ফেব্রুয়ারী” হইবে।
— কার্য্যাস্থল

বিরহীর বিরহ

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদের একান্ত স্নেহের পাত্র শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু ভ্রাতার প্রভু তাঁহার প্রিয়জনদের বিরহমাগবে নিমজ্জিত করিয়া ইহ জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বল্প পরিসর জীবনে শ্রীগুরুদেবের বথায়থ সেবা করিয়া যে উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই বিরহীদের



আদর্শে উপবিষ্ট শ্রীল গুরুপাদপদ ও পশ্চাতে সওয়ারমান শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু কাছে পরম আশীর্বাদ। বৈষ্ণব ভক্তনগর জীবনচরিত্র সাধকের শ্রবণ-মঙ্গলকর এবং শ্রীভগবানের চিত্তবিনোদের বাস্তব বিষয়।

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু ২৪ পরগণা জগন্নাথ মথুরাপুর ধানার নাটাবেড়িয়া গ্রামে শ্রীদীপেন্দ্রনাথ হালদার মহাশয়ের গৃহে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল হইতে তিনি তাঁহার পুত্রাশ্রমে শ্রীগৌড়ী বৈদ্য স'মিতির গুরুদেবগণকে

সেবা যত্ন করিতে দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তাঁহার পূর্বাশ্রমের অনেককেই ভ্যাগী ও গৃহস্থশ্রমী হইয়া হরিভজন করিতে দেখিয়া তিনিও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্তমান সভাপতি-আচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন গোদামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া আকুমাৰ ব্রহ্মচর্যাশ্রম ব্রত ধারণে ত্যাক্তগৃহী হইয়াছেন। তিনি শ্রীগুরুসেবার আত্মবিক বুজিতে কয়েক বৎসর অত্যন্ত যত্নের সহিত সেবা করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের শারীরিক অসুস্থতাকে দূব হইতে আমরা লীলা-অভিমুখ বলিয়া বর্ণনা করিতে শিখিয়াছি কিন্তু সুন্দরানন্দপ্রভু সেবার মাধ্যমে শ্রীগুরুদেবের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে সেবা যত্ন করিতেন। তাঁহার অপ্রকটের পর শ্রীল গুরুমহারাজ ও ভদ্রীয়া জনের পত্রাদি বিশেষ আলোচ্য।

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ ছাড়াও আসাম, মেঘালয় প্রভৃতি প্রদেশেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শাখামঠ বা শুদ্ধভক্তি-প্রচার কেন্দ্র আছে। ১৯৭৬ সালে মেঘালয় প্রদেশে পশ্চিম গারোহিলস্ জেলাস্বর্গত তুরায় একটি মঠ স্থাপিত হয়। প্রতি বৎসর শ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসব-তিথিতে ইহার বাৎসরিক অমুষ্ঠান পাঠ-কীর্ত্তন-ছায়াচিত্র পারমার্থিক প্রদর্শনী দ্বারা যগন্মহারোহে অমুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। গত ২৬শে শ্রাবণ, ১৩৮২ (১২ই আগষ্ট, ১৯৮২) তারিখে উক্ত জন্মোৎসবে যোগদান করিবার জন্ত পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত সম্রাসী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত আচার্য্য মহারাজ (শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী), পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ যতি মহারাজ, পূজ্যপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, শ্রীমুকুঞ্জহারা ব্রহ্মচারী সহ আমরা কয়েক জন সতীর্থ ও শ্রীল গুরুমহারাজের সাথে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু অত্যাশ্র বৎসরের তুলনার উত্তরোত্তর আরও অধিক উৎসাহ লইয়া শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ, তুরায় উপস্থিত হইয়াছেন। তথাকার উৎসব সমাপ্ত করিয়া শ্রীল গুরুমহারাজের প্রণাম পাঠী তুরা মঠ হইতে বাতির হইয়া সুখচর, ধুবড়ী, বিলাসীপাড়া, শালকোচা, শ্রীবাগ্গদেব গৌড়ীয় মঠ (বাসুগাও) হইয়া আসামের স্বর্গত দ্রুং জেলার টংলা নামক সহরে গত ২৭ ৩৯৮২ তারিখে প্রচারে গিয়াছিলেন। সেখানে ৩ দিন পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতাতির প্রোজ্যাম ছিল। ২৯ ৩৯৮২ তাং দ্বিতীয় দিনের ভাগবত পাঠের পর কীর্ত্তন চল-কালে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু রাত্র ৮-৩৫ মিনিটে শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে নিত্যশীলার প্রবেশ করেন। (প্রেমশঃ)

। শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ ।

স বৈ পুংসাং পরো ধন্যো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



পদ্মঃ স্বভূতিতঃ পুংসাং বিশ্বকসেন কথাস্থ যঃ ।

। নোৎপাদয়েৎ যদি যতিং ভ্রাম এব হি কেশবদন ।

অষ্টৈতুকা পীতবস্ত্রা যযাত্মা সুপ্রসীদতি ।

সেই ধর্ম গেরে যাতে অশ্রু-পদ্বনন ।
অধোক্ষজে অষ্টৈতুকী ভক্তি বিদ্বশুত ।

অত্র ধর্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
তরি-কথায় রাত্রি নৈলে পড় সেই ভ্রম ।

৩৪শ বর্ষ

১৫ নারায়ণ, গর্ভোদশায়ী, ৪২৬ গোঁরাক
২২ পৌষ, শুক্রবার, ১৩৮৯; ইং ১৮/১১/১৯৮৩

১৭শ সংখ্যা

সান্নিধ্যাকং

শ্রীমুকুন্দাষ্টকম্

[শ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামিনা বিরচিত]

। শ্রীশ্রীমুকুন্দায় নমঃ ।

বলভিত্তপল-কান্তি-দ্রোহিণি শ্রীগদজে
মুসুণ-রস-বিলাসৈঃ সুষ্ঠু-গাঙ্গবিরকায়াঃ ।
স্বমদন-নৃপ-শোভাং বর্দ্ধয়ন্ দেহ-রাজ্যে
প্রাপয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পৃথিৎ মুকুন্দঃ ॥১॥

উক্তনীলমণি ঘৃণাঞ্চারি শ্রীয অঙ্কশিত্ত কুঙ্কম রসের বিলাস দ্বারা শ্রীরাধার
দেহরাজ্যে যিনি স্বীয় মদন-নৃপতির শোভা সুন্দররূপে বর্দ্ধন করিতেছেন অর্থাৎ
অঙ্ক রাজ্যও যেমন প্রজাব বৃত্তাস্ত জাগিবার নিমিত্ত শংকরাই রাজ্যগম্যে প্রমণ

করিতে করিতে রাজ্যস্থ উগ্রম উপকরণ প্রকার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া
আপনার শোভা বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ যিনি শ্রীরাধার দেহ-রাজ্যস্থিত
কুসুমোপকরণ আলিঙ্গন দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় শোভাকে বৃদ্ধি করিতেছেন,
সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥১॥

উদিত-বিধু পরাক্ষ-জ্যোতিরুজ্জ্বল-বস্ত্রে।

নব তরুণিম-রজ্যদ্বাল-শয্যাতিরমাঃ।

পরিষদি ললিতাশীং দোলয়ন কুণ্ডলাভ্যাং

প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্তি-মুকুন্দঃ ॥২॥

ঐহার বদন পরাক্ষ-সংখ্যক সমুদিত চক্রে কাস্তিকে উল্লঙ্ঘন করিতেছে,
ঐহার নবগ্রন্থ দ্বারা বাধ্যবস্থার শেষভাগ রঞ্জিত হইয়াছে অর্থাৎ তদ্বারা
যিনি রমনীয় হইয়াছেন এবং যিনি কুণ্ডল-মুগল দ্বারা সখী-সম্মুখে ললিতার
বয়স্যা শ্রীরাধাকে চঞ্চল করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট
পূর্ণ করুন ॥২॥

কনক-নিবহ-শোভা-নিম্বিত পীতং নিতম্বে

তরুণরি-নব-রক্তং বস্ত্রমিথং দধানঃ।

প্রিয়মিব কিল বর্ণং রাগযুক্তং প্রিয়ায়াঃ

প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্তি-মুকুন্দঃ ॥৩॥

যিনি নিতম্ব-দেশে কনকরাশি বিনিম্বিত পীতবসন এবং তরুণরি রক্ত বস্ত্র
এই প্রকারে ধারণ করিয়াছেন যে, তাহাতে যেন প্রিয়তমা শ্রীরাধার প্রিয়
রাগযুক্ত বর্ণ বলিয়া নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের
অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥৩॥

সুরভি-কুসুম-বুন্দৈ বসিতাভ্যুঃ সমৃদ্ধৈঃ

প্রিয়-সরসি নিদাঘে সায়মালা-পরীতাং।

মদন-জনক-সেকৈঃ খেণয়নৈব রাধাং

প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্তি-মুকুন্দঃ ॥৪॥

রাধাকুণ্ডে গ্রীষ্মকালের অপরাহ্ন সময়ে সখীগণ পরিবৃতা শ্রীরাধাকে,
যিনি সুরভি-কুসুমে সুরাসিত সূত্ররাং কামোৎপাদক জলসেচন দ্বারা জীড়া
করাইতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥৪॥

পরিমলমিহ লব্ধা হন্ত গান্ধর্বিকায়াঃ
 পুলকিত-তনুর্কট্টৈ রুগ্মদন্তংক্ষণেন ।
 নিখিল-বিপিন-দেশাছাসিতানেব জিহ্বন
 প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্তিং মুকুন্দঃ ॥৫॥

কি আশ্চর্য্য! এই শ্রীরাধাকুণ্ড মধ্যে শ্রীরাধার অঙ্গ-পরিমল লাগু
 করিয়া তৎক্ষণাৎ পুলকিত-তনু ও উন্নত হইয়া যিনি নিখিল বনপ্রদেশ কট্টে
 সমাগত ও সুবাসিত গন্ধনমুহ আশ্রয় করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার
 অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥৫॥

প্রণিহিত-ভুজ দণ্ডঃ স্বদ্ব-দেশে বরাঙ্গায়াঃ
 স্মিত-বিকসিত-গণ্ডে কীৰ্ত্তিদা কন্যাকায়াঃ ।
 মনসিজ-জনি-সৌখ্যং চূষনেমৈব তন্বন
 প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্তিং মুকুন্দঃ ॥৬॥

উত্তমালী কীৰ্ত্তিদা-কন্যা শ্রীরাধার স্বরূপদেশে ভুজদণ্ড স্থাপন করিয়া যিনি
 তদীয় স্মিত-বিকসিত গণ্ডে প্রদেশে চূষন করিয়াই কন্দর্প-জন্ম সুখ-বিস্তার
 করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥৬॥

প্রমদ-দনুজ-গোষ্ঠায়াঃ কোহপি সম্বর্ত্তবহ্নি-
 ব্রজভুবি কিল পিত্রো মূর্ত্তিমান্ স্নেহপুঞ্জঃ
 প্রথম-রস-মহেন্দ্রঃ শ্যামলো রাধিকায়ঃ
 প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥৭॥

যিনি বৃন্দাবনে মদমত্ত দানবগণের অনির্বচনীয় প্রলয়াগ্নি, পিতা-মাতা
 নন্দ-যশোদার মূর্ত্তিমান্ স্নেহগাণি এবং যিনি শ্রীরাধার সম্বন্ধে শ্যামবর্ণ রসরাজ
 স্বরূপ, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥৭॥

স্বকদন-কথয়াদীকৃত্য মূদ্রীং বিশাখাং
 কৃতচটু-ললিতান্ত প্রার্থয়ন্ প্রৌঢ়শীলাং ।
 প্রণয়-বিধুর-রাধামান-নির্বাসনায়
 প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥৮॥

প্রণয়-বিধুরা শ্রীরাধার মানভঞ্জন নিমিত্ত বীৰ্য্য পরমোদ্রেক কথায় যিনি
 মূদ্রবর্ণনা বিশাখাকে অঙ্গীকার করিয়া প্রালুভ-সত্যব ললিতাকে চটুবাক্যে
 প্রার্থনা করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥৮॥

পরিপঠতি মুকুন্দস্রাষ্টকং কাকুতি যঃ

শ্রুটিমিহ বিষয়েভ্যঃ সংনিয়মোদ্রিয়ানি ।

ব্রজব-যুবরাজো দর্শয়ন্ স্বং সরাধং

স্বজন গগন মধো তং প্রিয়ায়ান্তনোতি ॥৯॥

যে ব্যক্তি বিষয়-সমূহ হইতে ইঞ্জিয়-সংযমন-পূর্বক স্পষ্টরূপে চাটুবাণ্ডো এই যুক্তদষ্টক পাঠ করেন, ব্রজের নবীন যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত মিলিত খৌর শ্রীগুপ্তি দর্শন করাইবা শ্রীরাধার স্বজনের মধো তাহাকে পরিগণিত করেন ॥৯॥

সজ্জন—কপালু (১)

সজ্জনের ২৬টি লক্ষণ

হরিবিমুখ জীবসংগ অনেক সময় সজ্জনের লক্ষণ বুঝিতে পারেন না। তাহারা নিজ নিজ অনর্থময় দর্শনে 'সজ্জন' শব্দের অস্বরূপ লক্ষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সজ্জন-লক্ষণ যাহা শ্রীগন্যহাশ্রদ্ধ সনাতন-গোপামাকে (বৈঃ চঃ মঃ ২২।৭৫-৭৭) বলিয়াছেন তাহা এই ;—

কপালু (১), অকৃতদ্রোহ (২), সত্যসার (৩), সম (৪) ।

নির্দোষ (৫), বদাত্ম (৬), মূহু (৭), শুচি (৮), অকিঞ্চন (৯) ॥

সর্বোপকারক (১০), শান্ত (১১), কষ্টৈকশরণ (১২) ।

অকাম (১৩), নিরীহ (১৪), স্থির (১৫), বিজিত-মদ্-গুণ (১৬) ॥

মিতহুকু (১৭), অপ্রবৃত্ত (১৮), মানদ (১৯), জয়ানী (২০) ।

গভীর (২১), কল্প (২২), মৈত্র (২৩), কবি (২৪), দক্ষ (২৫), মোদী (২৬) ॥

বৈষ্ণবে সর্বগুণের ও ভাবৈষ্ণবে সর্ববৈদ্যের অবাস্তিত্তি

বৈষ্ণবের প্রথম লক্ষণ, ইহি কপালু। শ্রীগৌরহরি সজ্জনের উপাঙ্গ এবং কপালুগণের মূল্যধার ও মূল-পুরুষ। গৌর-বিমুখ জন কখনই যথার্থ কপালু বা অপর পৃষ্ঠবিংশ গুণের অধিকারী হইতে সমর্থ হন না। শ্রীমদ্ভাগবত (৬।১৮।১২) বলেন ;—

যশাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চন্য সর্বৈশ্বর্গৈকত্ব সমাস্তে সুরাঃ ।

হরাবভক্তস্ত কুতো মহদ্বৃণাঃ সনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

[অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণে বাহার কেবলাভক্তি, সমস্ত গুণসহিত দেবভাবগ্ৰীভাতে অবস্থিত। যিনি হরিতত্ত্ব-বিহীন তাঁহার মন সর্বদা অগৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয়। তাঁহার পক্ষে মহদ্ গুণসকল অসম্ভব।]

বাহার গুণবানে অপ্ৰাকৃত ভক্তি বা সেবন-প্রবৃত্তি আছে, তিনি সকল ভণের অধিকারী। যিনি হরিলেবা-বর্জিত তাঁহার মহদগুণ কি প্রকারে থাকিতে পারে? সর্বদাই তাঁহার চিত্ত-রথ হরি ব্যতীত অন্য অস্থায়ী বাহ্যবস্তুর প্রাপ্তির উদ্দেশে বিষয়-সেবনযাগে ভোগ-প্রবৃত্তিতে ধাবমান হইতেছে; সুতরাং হরি-বিমুগ্ধরূপে ভণের আশ্রয় দেখা গেলেও ঐ গুণগুলি নিত্যকাল তাঁগতে থাকে না।—কালে গুণসমূহ দোষে পরিণত হয়।

দয়ানিধি গৌরহরি কৃপাসমুদ্র। তাঁহার শুদ্ধ-সেবকগণেই কৃপালুতা লক্ষণ আছে এবং অন্য কৃপালুতার ছায়া দেখা গেলেও তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য সত্যই নির্ভরতা যাত্র।

জীবের প্রতি মহাপ্রভুর নয় (১) প্রকার দয়া; যথা :—

১ম দয়া—চিত্ত-খেদরূপ মূল দূরকারিণী

গৌরসুন্দর দয়ানিধি বলিয়া, নয় (১) প্রকারে জীবকে দয়া করিয়াছেন। দয়ানিধির দয়া পাইয়া শ্রীদামোদর স্বরূপ গোবিন্দী সেগুলি শ্লোকাকারে * রচনা করিয়াছেন। এই গৌরহরির দয়া অপ্ৰাকৃত, পূর্ণ, নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, চৈতন্য-রসময়ী সুতরাং কোন প্রকারে জীবের মন্দ উদয় করাইতে পারে না।

* হেলোকুলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোমীলদামোদয়া

শামাচ্ছাপ্ত-বিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।

শম্ভুক্ত-বিনোদয়া সমদয়া মাধুর্যা-মর্যাদয়া

শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে! তব দয়া জুযাদমদোদয়া ॥

অর্থাৎ—হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য! যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ (আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া) প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাপ্ত-বিবাদ শেষ হয়, যাহা রস-বর্ষণদ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তি-বিনোদন-ক্রিয়া সর্বদা শমতা দান করে, মাধুর্য্য-মর্যাদাদ্বারা তোমার অতিমিত্তারিণী সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি উদ্ভিত হউক। —প্রকাশক।

১। বদ্ধজীব অন্তাভিলাষ, কর্ম্যচ্ছাদন ও জ্ঞানাবরণ-রূপ তিন শ্রেণীর দুঃখের ধূলীতে নিজের কল্যাণ ভুলিয়া গিয়া গৌর-পদাশ্রয় ছাড়িয়া গৌর-বিমুখ হইয়াছে। দয়ানিধি গৌরহরি তাঁহাদিগের প্রতি ককণা করিয়া তাঁহাদের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক খেদজন্মরূপ ধূলী সহজে উড়াইয়া দিয়া স্বীয় ত্রিতাপনাশিনী চরণসেবা প্রদান করিয়াছেন।

২য় দয়া—সকল শাস্ত্র-বিবাদ ধ্বংসকারিণী

২। বদ্ধজীব অন্তাভিলাষ. কর্ম্যাবরণ, জ্ঞানচ্ছাদনরূপ ত্রিবিধ মলযুক্ত। প্রাকৃত জগতে মহাজন বা আদর্শ-সজ্জায় ত্রিবিধ মলবাহক, বদ্ধজীবের প্রতি নিতান্ত নির্ভর হইয়া নিজ নিজ মলভারে জীবকে বিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকারোচিত শাসনে যে-সকল শাস্ত্র বা শিক্ষক বদ্ধজীবকে হস্তের মধ্যে পাইয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিচার-নৈপুণ্যে, স্ব-স্ব সঙ্গীর্ণ প্রাকৃত মর্যাদায় আচ্ছন্ন করিয়া হৃদয়কে বিবাদ সঙ্কুল করিয়াছেন। দয়ানিধি গৌরহরি শিক্ষক বা শাস্ত্র-সম্প্রদায়ের যাবতীয় বিবাদ, পরমার্থে নিতান্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিংকর জানাইয়া দিয়াছেন। শাস্ত্রীয় বিবাদে আচ্ছন্ন থাকিলে জীবের কখনই নিজের প্রতি দয়া করা হইবে না। গৌরহরিকে দয়ানিধি জানিলেই সকল শাস্ত্রের বিবাদ মিটিয়া যায়।

৩য় দয়া—অমন্দ উদয়কারিণী ; ৪র্থ—নির্মলতা ;

৫ম—অপ্রাকৃত রস-দাত্রী ; ৬ষ্ঠ—শমতা-দাত্রী

৩। বদ্ধজীব শুদ্ধভক্তি আশ্রয় কর, তাহাতেই আত্মা স্প্রসন্ন হইবে। কৃষ্ণের সেবাই জীবের বিমলানন্দ। সেবন-ধর্ম প্রাকৃত বস্তুতে উদ্ভিষ্ট হইলে জ্ঞান, কর্ম বা অন্তাভিলাষ হয়। ঐগুলি ত্যাগ করিবার পরামর্শই গৌরহরির দয়া। পরমার্থে ভক্তি ব্যতীত অন্য পথ নাই, ইহার সমাগ্ধারণা-চেটাই অমন্দোদয়া দয়া।

৪। কৃষ্ণসেবা করিলেই জীবাত্মা প্রাকৃত মল হইতে নির্মল হন।

৫। মায়া-সেবাকে দুঃসঙ্গ জানিয়া তাহা বর্জনপূর্বক সজ্জনসহ কৃষ্ণ-সেবা করিলেই জড়রস নিরস্ত হইয়া কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রস লাভ করেন।

৬। জড়ভোগ-তাৎপর্য্যপর জড়রস-বজ্রিত হইলে কৃষ্ণভক্তি রসোদয়ে শুদ্ধ সমদ্রু হন।

৭ম দয়া—কৃষ্ণামোদ-বিকাশিনী, ৮ম—আনন্দোন্মাদ-কারিণী

৯ম—কৃষ্ণ-মাধুর্য্য-মৰ্যাদায় অবস্থান-কারিণী

৭। কৃষ্ণের অভাব-জনিত খেদ-ধূণী উড়িয়া গেলে নির্মল শুদ্ধ সেবক কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির কৃপায় আয়োদিত হন।

৮। শাস্ত্র-বিবাদ প্রশমিত হইলে কৃষ্ণতত্ত্ব-রসোদয়ে হ্লাদিনীশক্তির কৃপায় আনন্দে উন্মত্ত হন।

৯। কৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবন করিতে করিতে হিংসা-দ্বেষ্টা শূন্য হইয়া সর্বত্র কৃষ্ণভাব সন্দর্শনপূর্বক কৃষ্ণমাধুর্য্য-মৰ্যাদায় সর্বদা অবস্থান করেন।

শুদ্ধভক্ত গৌরদাসগণই কুপালু.

সহজিয়াগণ কুপালু নহে—নিষ্ঠুর

শ্রীগৌরাজের দাসগণ দয়ানিধি নিজ মহাপ্রভুর নিওট এই নয় প্রকার দয়া পাইয়া এইরূপ কৃপাময়; সুতরাং তঁহকে নিজ-স্বভাব হইতেই কুপালু। তিনি কৃপাহীন হইলে দয়ানিধি গৌর তাঁহাকে নিজগণে স্বীকার করেন না।

কেহ নির্ভর হইয়া মনে করিতে পারেন শ্রীগৌরহরি, অন্যাভিলাষী কৰ্ম্মী বা জ্ঞানীকে সর্বোত্তম স্বীকার না করিয়া একমাত্র হরির শুদ্ধ সেবকগণকে দয়া করিলেন কেন? ভক্তিহীনত্বের দুর্বাবহার অহুমোদন করিলেন না কেন? ইহাতে কি তাঁহার দয়ানিধি নামে দোষ স্পর্শ করিল না? প্রাকৃত সহজিয়া যাহারা মুখে দয়ানিধি গোৱের অনুগত, দয়ালু নিত্যানন্দের অনুগত, দয়ার্ণব ঠাকুর নরোত্তমের অনুগত, মূর্ত্তিমান্ দয়াময় বৈষ্ণব ঠাকুরের অনুগত বলিয়া প্রকাশ্যভাবে কপটতার সাহায্যে স্বার্থপ্রচারে নিপুণ তাহারা শূক্কোক্ত নয়-প্রকার দয়ার কোন অংশ পাইল না কেন?

সহজিয়াগণ সজ্জন ও দয়ালু নহেন, তাহার কারণ—

এতদ্বস্তরে বলা যাইতে পারে যে, তাদৃশ পূর্বপঙ্ককারী, ভগবান্ এবং তত্ত্বত্বকে কৃপাময় বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নন। তিনি নিজ আপাত মধুর ইন্দ্রিয়-তর্পণরত স্বার্থকেই কেবল দয়া বলিয়া জানিয়াছেন। যে তাঁহার ইন্দ্রিয়-তর্পণে সামান্যমাত্র ব্যাঘাত করিবে, তিনিই কৃপা-রহিত, ভক্ত নহেন, ভগবান্ নহেন। তাঁহার ওল্লিত গৌরহরি ভগবান্ নহেন, পরন্তু বিলাস-সহায় ক্রোড়াপুত্তলী মাত্র। কিন্তু সজ্জন কুপালু। সজ্জন অসতের সঙ্গ ত্যাগ করায়, আপনার নিজের প্রতি অত্যন্ত দয়াবিশিষ্ট হইয়াছেন। যাহারা জড়-বুদ্ধিতে দয়াপরবশ হইয়া নিজ হরিবিমুখ ইন্দ্রিয়গুলির সন্তুর্পণে ব্যস্ত এবং

প্রতিষ্ঠানায় কপটতা দ্বারা ভোগময় সংসারকে মূর্খজনের নিকট প্রচার করেন, তাঁহারা কুপালু নহেন। সজ্জনগণ কুপালু। যিনি চৈদ্রিয়পর দুর্বল জীবদলের ক্ষাণ্ডাভিনিবেশ প্রবল করিবার উদ্দেশে সত্য-ধর্ম আচ্ছাদন করেন, অপ্রিয়-সত্য-বাক্য বলিয়া কাহারও নিকট অসামাজিক হইতে ইচ্ছা করেন না, বালকের নিকট বোকা হইবার যত্ন যাঁহার প্রবল, তিনি কখনও সজ্জন হইতে পাবেন না, তিনি কখনও দয়ালু হইতে পাবেন না। দয়ালু হইতে হইলে সত্য আচ্ছাদন কোন ক্রমেই উচিত নহে। মুখে শুদ্ধসেবক বলিয়া দয়াময় বৈষ্ণব ঠাকুরের অমর্যাদা করিয়া ক্রমত আচরণ ও প্রচার করা দয়ার অন্তাব মাত্র। সজ্জন সর্বদাই দয়ালু।

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

সাধুবৃত্তি

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৪৮ পৃষ্ঠার পর)

গৃহত্যাগী বা সন্ন্যাসীর কর্তব্য

গৃহত্যাগীর বৃত্তি বিচার করা যাউক। গৃহত্যাগী রঘুনাথদাস গোষামীকে প্রভু বলিলেন, যথা—

* * * * *

‘ভাল কৈল বৈরাগীর ধর্ম আচরিল।’

বৈরাগী করিবে সদা নাম-সঙ্কীর্ণন।

মাগিয়া খাওয়া করে জীবন রক্ষণ॥

বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।

কার্য-সিদ্ধি নহে, কল কবেন উপেক্ষা।

বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।

পরমার্থ যায়, আর হয় বসের বশ॥

* * *

শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ॥

জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।

শিন্মোদর-পরায়ণ কল নাহি পায় ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৬৭২২-২২৭)

গ্রাম্য-কথা না শুনিবে, গ্রাম্য-বার্তা না কহিবে ।

ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ॥

অমানী মানদ-হঞা কৃষ্ণ-নাম সদা ল'বে ।

ব্রহ্মে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে । (১৫ চঃ অঃ ৬২৩৬-২৩৭)

সন্ন্যাসী অর্থাৎ গৃহত্যাগী ব্যক্তি কুটুম্বের সঙ্কিত নিজগ্রামে বাস করিবেন না । যথা— সন্ন্যাসীর ধর্ম, —নহে সন্ন্যাস করিয়া ।

নিজ জন্ম-স্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া ॥ (১৫ চঃ মঃ ৩১৭৭)

গৃহত্যাগী পুরুষ রাজা-প্রভৃতি বিষয়ী-দর্শন ও স্ত্রী-দর্শন করিবেননা । যথা, প্রভুবাক্যঃ— বিরক্ত সন্ন্যাসী আমি রাজ-দরশন ।

স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ ॥ (১৫ চঃ মঃ ১১৭)

গৃহত্যাগী নির্দোষ হইবেন, যথা ;—

শুক্লবস্ত্রে মসি-বিন্দু যৈছে না লুকায় ।

সন্ন্যাসীর অল্প হিঙ্গ সর্বলোকে গায় ॥ (১৫ চঃ মঃ ১২৫১)

প্রভু কহে—পূর্ণ যৈছে ছফের কলস ।

জ্বরা-বিন্দু-পাতে কেহ না করে পরশ । (১৫ চঃ মঃ ১২৫৩)

সন্ন্যাসীর ব্যবহার—প্রকৃতি-সম্ভাষণ নিষেধ

গৃহত্যাগীর ব্যবহার ;—

শ্রমেয় গরগর মন রাজি-দিবসে ।

স্নান-ভিক্ষাদি-নির্বাহ করেন অভ্যাসে ॥

কপট বা মর্কট-বৈরাগীর লক্ষণ, প্রভুবাক্য ;—

প্রভু কহে,—বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ ।

দেখিতে না পারেঁা আমি তাহার বদন ॥

দুর্ব্বার ইঞ্জিয় করে বিষয় গ্রহণ ।

দারু-প্রকৃতি হরে মূনেরপি মন ॥ (১৫ চঃ অঃ ২১১৭-১১৮)

ক্ষুদ্র জীব-সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া ।

ইঞ্জিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি'-সম্ভাষণ ॥

প্রভু কহে,—মোর বশ নহে মোর মন ।

প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন ॥

(১৫ চঃ অঃ ২১২০, ১২৪)

'আমি ত' সন্ন্যাসী, আপনে বিরক্ত করি' মানি ।

দর্শন রহ দূরে, 'প্রকৃতি'র নাম যদি শুনি ॥

তষষ্টি বিকার পায় মোর তনু-মন ।

প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন ?” (চৈঃ চঃ মঃ ৫।৩৫-৩৬)

আবার গৃহস্থ-বৈষ্ণবের-সন্ন্যাস বড়ই অসঙ্গতীয় । প্রভু-বাক্য—

‘গৃহস্থ’ হঞা নহে রায় বড়-বর্গের বশে ।

‘বিষয়ী’ হঞা সন্ন্যাসীরে উপদেশে ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৫।৮০)

ত্যাগীর স্থল-ভিক্ষা ও বিষয়ীর অন্ন-গ্রহণ নিষিদ্ধ

গৃহত্যাগী, বিষয়ীর নিকট স্থল-ভিক্ষা করিয়া খাইবেন না এবং অর্থ লইয়া বৈরাগী নিমন্ত্রণ করিবেন না । যথা, রঘুনাথদাসের সিদ্ধান্ত—

বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ ।

প্রসন্ন না হয় ইহার, জানি প্রভুর মন ॥

যোর দ্রব্য লইতে চিত্ত না হয় নিশ্চল ।

এই নিমন্ত্রণে দেখি,—‘প্রতিষ্ঠা’-মাত্র ফল ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৭৪-২৭৫)

প্রভু বলিলেন (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৭৮-২৭৯) :—

বিষয়ীর অন্ন খাটলে মলিন হয় মন ।

মলিন মন তৈলে নহে কৃষ্ণ-স্বরূপ ॥

বিষয়ীর অন্ন হয় ‘রাজস’ নিমন্ত্রণ ।

দাতা, ভোক্তা,—দৌহার মলিন হয় মন ॥

ত্যাগীর পক্ষে মঠ-আখড়া ও বাচক-বৃত্তি ভাল নহে

গৃহত্যাগীর পক্ষে বাচক-বৃত্তি ভাল নয় :— (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৮৪-২৮৬)

প্রভু কহে,—“ভাল বৈল, ছাড়িল সিংহদ্বার ।

সিংহদ্বারে ভিক্ষা-বৃত্তি—বেণ্যার আচার ॥

ছাড়ে গিয়া যথা-লাভ উদয়-স্তরণ ।

অল্প কথা নাহি, সুখে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ণন ॥”

গৃহত্যাগী বৈষ্ণব মঠ, আখড়া ইত্যাদি করিবেন না । তাহাতে গৃহ-বাপায়াদি গৃহীয়া পড়ে । তাহার গোবর্দ্ধন-শিলা-পূজার সেবাদি চিন্তা করা উচিত (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৯৬-২৯৭) :—

এক কুঁজা জল, আর তুলসী-মঞ্জরী ।

সাত্ত্বিক-সেবা এই, শুদ্ধভাবে করি ॥

দুই দিকে দুই পত্র, মধ্যে কোমল মঞ্জরী ।

এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে প্রজা পরি’ ॥

সন্ন্যাসের অধিকার ও কর্তব্যতা বিচার

বৈধ সন্ন্যাস ভক্তদিগের পক্ষে স্থলবিশেষে ব্যবহার হয়, সর্বত্র নয়।
ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব বৈষ্ণব গৃহভাগ-সময়ে আশ্রমোচিত বৈধ-সন্ন্যাস গ্রহণ
করিতে পারেন; কিন্তু, যে অংশ ভক্তি-বিরোধী, তাহা গ্রহণ করিবেন না।
যথা, স্বরূপদামোদর চরিত্রে (১৫: ৮: ম: ১০।১০৭-১০৮) —

‘নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব’—এই ত’ কারণ।

উদ্ঘাদে করিল তিঁহ সন্ন্যাস-গ্রহণ ॥

সন্ন্যাস করিলা শিখা-স্বত্রভাগ-রূপ।

যেংগপট্ট না নিল, নাম হৈল ‘স্বরূপ’ ॥

কেহ.কেহ কেবল আভাস-সঙ্কোচ-লক্ষণ সন্ন্যাস-বেশ স্বীকার
করেন। যথা, শ্রীসনাতন-চরিতে:— (১৫: ৮: ম: ২০।৭৮-৮১)

তবে মিশ্র পুরাতন এক ধৃতি দিলা।

তিঁহো দুই বহির্কারণ, কৌপীন করিলা ॥

সনাতন কহে—“আমি মাধুকরী করিব।

ব্রাহ্মণের ঘরে কেন একত্র ভিক্ষা ল’ব ?”

তাহাতেও প্রভুর উপদেশ:—

তিন মুজার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস।

ধর্ম-হানি হয়, লোকে করে উপহাস ॥ (১৫: ৮: ম: ২০।৯২)

সন্ন্যাসী বৈষ্ণব-সঙ্গ করিবে

সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের সঙ্গ-বিচার—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর চরিতে:—

(১৫: ভা: অ: ৪।৪১৯-৪২১, ৪২৩-৪২৪, ৪২৬, ৪২৮)

বিষ্ণু-মায়ার-বশে লোক কিছুই না জানে।

সকল জগৎ বদ্ধ মহা তমোগুণে ॥

লোক দেখি দুঃখ ভাবে শ্রীমাধবপুরী।

হেন নাহি তিলার্দ্ধ সন্তাষা যা’রে করি ॥

সন্ন্যাসীর সনে বা করেন সন্তাষণ।

সেহ অ্যাপনারে মাত্র বলে ‘নারায়ণ’ ॥

‘জানী, যোগী, তপস্বী, সন্ন্যাসী’ খ্যাতি যা’র।

কারো মুখে নাহি দাস্ত-মহিমা-প্রচার ॥

যত অধ্যাপক সব তুর্ক সে বাধানে।

তা’রা সা কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে ॥

লোক-মধ্যে আমি কেন বৈষ্ণব দেখিতে ।

কোথাও 'বৈষ্ণব' নাম না শুনি জগতে ॥

এতেকে সে বন ভাল এ-সব হইতে ।

বনে কথা নহে অবৈষ্ণবের সহিতে ॥

বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর মায়াবাদ-চিহ্নাদি ব্যবহার পরিত্যাগ করা উচিত। বখা,
ব্রহ্মানন্দ ভারতীর চরিতে :—

ব্রহ্মানন্দ পরিঘাচে মুগ-চর্ম্মাস্বর ।

তাহা দেখি' প্রভু দুঃখ পাইলা অন্তর ॥ (চৈ: চ: ম: ১০।১৫৪)

শুদ্ধা গৃহস্থ-বৈষ্ণবীদিগের গৃহত্যাগী-বৈষ্ণব-দর্শনের প্রকার এইরূপ—

পূর্ববৎ প্রভু কৈলা সবার মিলন ।

স্ত্রী-সব দূর হইতে কৈলা প্রভুর দরশন ॥ (চৈ: চ: অ: ১২।৪২)

গৃহত্যাগীর তৈল ব্যবহার ও স্ত্রী-গীত-শ্রবণ নিষিদ্ধ

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের সর্বপ্রকার ভোগ নিষেধ :—

প্রভু কহে,—“সন্ন্যাসীর তৈলে নাহি অধিকার ।

তাহাতে অগন্ধি তৈল,—পবন দিক্কার ॥” (চৈ: চ: অ: ১২।১০৮)

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের স্ত্রী-গীত-শ্রবণ নিষেধ :—

একদিন প্রভু যমেশ্বর-টোটা ঘাইতে ।

সেই-কালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে ॥

দূরে গান শুনি' প্রভুর হইল আবেশ ।

স্ত্রী-পুরুষ, কে গায়,—না জানি' বিশেষ ॥

স্ত্রী-গান বলি গোবিন্দ প্রভুরে কৈলা ।

স্ত্রী-নাম শুনি' প্রভুর বাহু জ্ঞান হইলা ॥

প্রভু কহে,—“গোবিন্দ আক্সি রাখিল জীবন ।

স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ ॥”

(চৈ: চ: অ: ১৩।৭৮, ৮০, ৮৩, ৮৪-৮৫)

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের শয্যা ও আহার

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের শয্যা (চৈ: চ: অ: ১৩।৪-৭, ১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৭-১৯)—

কলার শরলাতে শয়ন, ক্ষীণ অতি কায় ।

সহিতে নায়ে জগদানন্দ, সৃঞ্জিলা উপায় ॥

তুলসী বন্থ আনি' গেরি দিয়া রাজাইলা ।
 শিমুলির তুলা দিয়া তাতা পুরাইলা ॥
 তুলি-বালিশ-দেখি' প্রভু কোথাবিষ্ট হইলা ।
 গোবিন্ধেরে কহি' সেই তুলি দূর কৈলা ॥
 প্রভু কহেন—“খাট এক আনন্ড পড়িতে ।
 জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় জুড়াইতে ॥
 সন্ন্যাসী মাহুষ, আমার ভূমিতে শয়ন ।
 আমার খাট, তুলি-বালিশ মস্তক-মুগ্ধন ॥
 স্বকপ-গোসাঞি তবে সৃষ্টিল প্রকার ।
 কদলির শুক পত্র আনিল অপার ॥
 নখে চিরি' চিরি' অতি তুলসী কৈলা ।
 পাতুর বহির্বাসেতে সে সব ভরিলা ॥
 এটমক দুই কৈলা শুভন-পাডনে ।
 অঙ্গীকার কৈলা প্রভু অনেক যতনে ॥

গৃহত্যাগীর আচার বিষয়ে প্রভু বলিয়াছেন :—

প্রভু কহে—“সবে কেন' পুরীরে কর ঘোষ ?
 'সচজ' ধর্ম্য কহে তি'তো, তাঁ'র কিবা দোষ ?
 যতি হঞা জিহ্বা-লাম্পট্য,—অত্যন্ত অন্যায ।

যতি-ধর্ম্য.—প্রাণ রাখিতে আচার খায় ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৮।৮২-৮৩)

এই সকল গৃহত্যাগী বৈষ্ণবদিগের সম্বন্ধে 'সদবৃত্তি' বলিয়া গৃহীত হইবে ।

গৃহী ও ত্যাগী উভয়েরই কৃষ্ণনাম-মন্ত্রে দীক্ষা ও

গুরুকরণ আবশ্যিক

এখন গৃহীষ্ট চউন বা গৃহত্যাগীই চউন, বৈষ্ণবমাত্রের পক্ষে সদবৃত্তি
 প্রদর্শিত হইতেছে । শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণনাম-ব্যতীত কলিতে আর ধর্ম্য নাই ।
 শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয় ।

(শ্রীচৈঃ চঃ, আঃ ৭।৭৩-৭৪, ৯৭ ; ১৭।৩০, ৭৫),

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন ।

কৃষ্ণনাম হৈতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ ॥

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্য ।

সর্বমন্ত্র-সার নাম,—এই শাস্ত্রমর্ম্ম ॥

কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিকু-আবাদন ।
ব্রহ্মানন্দ তা'র আগে খাতোদক-সম ॥
সদা নাম ল'বে, যথালভেতে সন্তোষ ।
এইমত আচার করে ভক্তিধর্ম-পোষ ।
জ্ঞান-কর্ম-যোগ-ধর্ম নহে কৃষ্ণ বশ ।
কৃষ্ণবশহেতু এক—কৃষ্ণপ্রেম-রস ॥

জরাকরণ-বিষয়ে সত্বপদেশ ও সত্বৃতি, যথা (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১২৭, ২২০, ২২৮)
কিবা বিপ্র, কিবা জ্ঞাসী, শূদ্র কেনে নয় ।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই 'গুরু' হয় ॥
রাগানুগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন ।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সিদ্ধ দেহে চিস্তি' করে তাহাঁড়ি সেবন ।
সখীভাবে পায় রাধা-কৃষ্ণের চরণ ॥

উভয়েরই দুঃসঙ্গ-ত্যাগ কর্তব্য

সর্বদা সাধুসঙ্গের প্রয়োজন ! আপনা চাইতে শ্রেষ্ঠ অথচ স্বজাতীয়গণের
দ্বন্দ্ব, এইরূপ সাধুর সঙ্গ করিবে (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮।২৫০),—

“শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার ?”

“কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ।”

সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব হইলেও সঙ্গের বিচার এইরূপ, যথা—

প্রভু কহে,—“কর্মী, জ্ঞানী—দুই ভক্তিহীন ।

তোমার সম্প্রদায়ে দেবি সেই দুই চিহ্ন ॥

সবে, এক গুণ দেবি তোমার সম্প্রদায়ে ।

‘সত্যবিগ্রহ দৈবের’ করহ নিশ্চয়ে ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৭৬-২৭৭)

যেখানে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিবোধ ও রসাত্ম্য দেখা যায়, সেখানে না থাকা
উচিত । যথা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১০।১১০),—

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, আর রসাত্ম্য ।

ভুলিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥

উভয়েরই পরোপকার ও সাধুসেবাদি কর্তব্য

ভক্তনে যে-সকল সঙ্গপণের প্রয়োজন, তাহা যত্নপূর্বক সংগ্রহ
করিবেন । স্বভাব এইরূপ (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৭।৭২),—

মহামুণ্ডবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।

পুষ্পম কোমল, কঠিন বজ্রময় ॥

পৰোপকার (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮।৩২),—

মহামুণ্ড-স্বভাব এই—তারিতে পায়র।

নিজ কার্য নাহি, তবু যা'ন তা'র ঘর ॥

প্রতিজ্ঞা করণ করা উচিত, তদ্বিষয়ে প্রভুর উক্তি (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১১।১৪),—

প্রভু কহে,—“কহ তুমি, নাহি কিছু ভয়।

যোগ্য হৈলে করিব, অযোগ্য হৈলে নয় ॥”

সাধুর প্রতি প্রীতি-আচরণ (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১১।২৬),—

প্রভু কহে,—“তুমি কৃষ্ণভক্ত-প্রধান।

তোমাকে যে প্রীতি করে, সেই ভাগ্যবান ॥

অনুরাগে দৃঢ়তা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১২।৩১),—

কিঙ্ক অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।

ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়য় ॥

নিজ-অচারের দ্বারা শিক্ষাদান ও হৃদয়ের শুদ্ধিতা প্রয়োজন

সচরিত্র-দ্বারা অন্তের প্রতি শিক্ষা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১২।১৭),—

তুমি ভাল করিয়াছ, বিখ্যাত অন্তরে।

এই মত ভাল কর্ম সেই যেন করে ॥

ভজন-সাধনে যত্নগ্রহের প্রয়োজনীয়তা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৪।১৬৫),—

‘যত্নগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে ॥’

তাত্ত্বিক-সঙ্গত্যাগের প্রয়োজনীয়তা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১২।৮৩),—

তাত্ত্বিক-শৃংখল মধ্যে ভেঁট ভেঁট করি।

সেই মুখে এবে সদা কহি ‘কৃষ্ণ হরি’ ॥

পরদুঃখ-কাতরতা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৬২-১৬৩),—

জীবের দুঃখ দেখি’ মোর হৃদয় বিদরে।

সর্বজীবের পাপ প্রভু দেহ’ মোর শিরে ॥

জীবের পাপ লঞা মুণ্ডি করি নবকভোগ।

সকল জীবের, প্রভু, ঘুচাও ভবরোগ ॥

নির্মূল-হৃদয়ের প্রয়োজনীয়তা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।২৭৪),—

সহজ নির্মূল এই ‘ব্রাহ্মণ’-হৃদয়।

কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয় ॥

মাৎস্য-দোষ ত্যাগ করা প্রয়োজন

মাৎস্য অর্থাৎ পরোৎকর্ষে নিজের ক্রেশ পরিত্যাগ করা আবশ্যিক
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৬।২৭৫),—

‘মাৎস্য’ চণ্ডাল কেনে ইহা বসাইলা ।

পরম পবিত্র জ্ঞান অপবিত্র কৈলা ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি দৃঢ় আত্মগত্য (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৬।১৪৮),—

প্রভু লাগি’ ধর্ম, বর্ম ছাড়ে তরুণ ।

তরু-ধর্ম-হানি প্রভুর না হয় সহন ।

সম্পূর্ণরূপে দোষ-তাগের প্রয়োজনীয়তা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।৯১),—

সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়-ভোগ ?

রোগ খণ্ডি’ সদ্বৈত না রাখে শেষ রোগ ।

শ্রদ্ধা, শরণাগতি ও নিরপেক্ষতা আবশ্যিক

এইরূপ সিদ্ধান্তে শ্রদ্ধা করা প্রয়োজন (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৬২),—

‘শ্রদ্ধা’-শব্দে ‘বিশ্বাস’ কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় ।

কৃষ্ণে ভক্তি কৈশে সর্বকর্ম কৃত হয় ।

সর্বথা শরণাপত্তির প্রয়োজন ; যথা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৯৯),—

শরণ লঞা কবে কৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ ।

কৃষ্ণ তা’রে কবে তৎকালে আত্মসম ।

অমৃততাপের সহিত চুষ্ট-মত পরিত্যাগ করিবে (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৫।৪২),—

পরমার্থ-বিচার গেল, করি মাত্র বাদ ।

কাহাঁ মুঞি পা’ব কাহাঁ কৃষ্ণের প্রসাদ ।

সর্বনা নিরপেক্ষ-ভাবে থাকা উচিত (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৩২।৩),—

‘নিরপেক্ষ’ নহিলে ‘ধর্ম’ না যায় রক্ষণে ।

বৈষ্ণবাপমানে ভয় থাকা উচিত (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৩১।৬৩),—

মহাস্তরের অপমান যে দেশ-গ্রামে হয় ।

এক জনার দোষে সব গ্রাম উজাড়য় ।

(ক্রমশঃ)

— জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীগীতার মঙ্গলবাণী

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮০ পৃষ্ঠার পর)

[ষষ্ঠ অধ্যায়]

(শ্লোক-সংখ্যা : ১—৪)

সন্ন্যাসী ও যোগীতে

ভেদ কিছু নাই।

সন্ন্যাসী নহে আয়াসী

যোগীও তাহাই ॥১॥

কর্মকালে অনাশ্রিত

হয় যোগীগণ।

সন্ন্যাসীও তদ্রূপ

নাহি পরিজন ॥২॥

যোগঠেলে আরোহিত

কর্ম প্রয়োজন।

কর্ম বিনা নাহি হয়

শৈলে আরোহণ ॥৩॥

ইন্দ্রিয় আসক্ত নহে

বাসনা বর্জিত।

যোগারূঢ় সেই ব্যক্তি

যোগে অবস্থিত ॥৪॥

লভিলে পবিত্র শান্তি

কর্মের মাধ্যমে।

ব্রাহ্মীস্থিতি হয় প্রাপ্তি

নির্মল হৃদয়ে ॥৫॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৫—৬)

আত্মাই আত্মার বন্ধু

কভু শত্রু হয়।

যবে আত্মা নিয়গামী

তাহে রহে ভয় ॥৬॥

জিনিলে মায়াতে তবে

আত্মার সদয়।

মুক্ত আত্মা রহে বশে

নাহি তাহে ভয় ॥৭॥

কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা

যে বিধিতে হয়।

শুদ্ধ আত্মার সহযোগে

হীন আত্মা জয় ॥৮॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৭—২)

মলিন আত্মা জিনিলে

মনেতে আনন্দ।

সুখ-দুঃখে সমতা

তথা ভাল-মন্দ ॥৯॥

কাঞ্চন হীরক তথা

মৃত্তিকা প্রস্তুত।

সমভাবে দেখে যোগী

না রাখে অন্তর ॥১০॥

মানের কান্ডালী নহে

নহে অভিমানী।

অপমানে নির্বিকার

প্রফুল্ল আপনি ॥১১॥

শত্রু মিত্রে সমভাবে

দেখে যোগীজন।

যোগী রহে মিরপেক্ষ

সর্বের সন্মিলন ॥১২॥

সবাকারে দেখে যোগী
 সবাই সমান ।
 আত্মাতেই রয়ে তৃপ্ত
 যোগী পুণ্যবান ॥১৩॥
 (শ্লোক-সংখ্যা : ১০—১৪)
 ব্রহ্মচারী সদাচারী
 প্রশান্ত আননে ।
 পবিত্র নির্জ্ঞান স্থানে
 বসে যোগাসনে ॥১৪॥
 নানাদিক থেকে মন
 একাগ্র করণ ।
 না দেখিয়া দিকে দিকে
 নাসাগ্র দর্শন ॥১৫॥
 মস্তক আর গ্রীবাদেশ
 রাখিয়া সমীম ।
 প্রভুকে করয়ে চিন্তা
 ধ্যানে সমাসীন ॥১৬॥
 আত্মশুদ্ধি হয় তাহে
 যোগের কারণ ।
 যোগী করে যোগাভ্যাস
 ভয় নিবারণ ॥১৭॥
 (শ্লোক-সংখ্যা : ১৫—১৯)
 আহার বিহার তথা
 নিদ্রা জাগরণ ।
 নিয়মিত পরিমিত
 অতি প্রয়োজন ॥১৮॥
 দুঃখের ইতি হয়
 যোগের কারণে ।

সদাচারে রয়ে যোগী
 শুদ্ধ আচরণে ॥১৯॥
 যোগযুক্ত স্পৃহাশূন্য
 রয়ে যোগীগণ ।
 লভয়ে পরম শান্তি
 যোগ নিবন্ধন ॥২০॥
 বায়ু যদি বহে ধীরে
 দীপ নাহি ছলে ।
 আত্মস্থ হইলে যোগী
 পথ নাহি ভুলে ॥২১॥
 (শ্লোক-সংখ্যা : ২০—২৩)
 চিত্ত যবে রয়ে শান্ত
 আত্মাতেই তৃপ্ত ।
 আত্মা লভে পরমাত্মা
 উভয়ে মিলিত ॥২২॥
 যোগী লভে মুখ অতি
 সে মুখ অধিক ।
 পবিত্র অনন্ত ইহা
 মুখ আত্মাস্তিক ॥২৩॥
 অন্য লাভ হয় তুচ্ছ
 যে লাভের কাছে ।
 যোগী লভে সেই লাভ
 যোগের অভ্যাসে ॥২৪॥
 নাহি রয়ে মুহমান
 অতিশ্রিয় মুখ ।
 গভীর শোকেতে ইহা
 নহে অধোমুখ ॥২৫॥

করিবে এ যোগাভ্যাস	নিকলন্ত সুখ মাঝে
কহিহু বিশেষ ।	কাটায় জীবন ॥৩২॥
হুঃখের অবসানে	সর্বদোষে মুক্ত যোগী
শাস্ত পাবিবেন ॥২৬॥	সদা যোগে যুক্ত ।
(শ্লোক-সংখ্যা : ২৪—২৬)	লভয়ে পরম সুখ
মনোমারো রহে যদি	প্রভু-কৃপাপুষ্ট ॥৩৩॥
প্রবণ কামনা ।	(শ্লোক-সংখ্যা : ২২—৩২)
কেমনে তরিতে পারে	সর্বজীবে দেখে আত্মা
ঈশ্বর ধারণা ॥২৭॥	দেখে যেই জন ।
অতএব কামনাকে	একত্রে হইয়া স্থিত
নাহি দিবে স্থান ।	একে প্রাণ মন ॥৩৪॥
আনো বশে ইন্দ্রিয়াদি	যবে সেই পুণ্য-আত্মা
শুদ্ধ মন প্রাণ ॥২৮॥	কথায় কথায় ।
বড়ই চঞ্চল মন	দেখয়ে প্রভুর কায়া
মানা দিকে ধায় ।	যথায় তথায় ॥৩৫॥
ভ্রমিতে দিগুনা তাহে	দেখে সে সকল জীবে
যথায় তথায় ॥২৯॥	নিজেরই কায়া ।
মনকে করিবে যুক্ত	সর্ব জীবে সম মতি
পরমাত্মা সাথে ।	সদা দয়ামায়া ॥৩৬॥
চিন্তা কর অচিন্ত্যকে	ভগবান্ নাহি ভুলে
পাইবে তাঁহাকে ॥৩০॥	সেই ভক্ত জনে ।
(শ্লোক-সংখ্যা : ২৭—২৮)	দিবানিশি ভক্ত রহে
যাহার প্রশান্ত চিত্ত	হরির সদনে ॥৩৭॥
যুক্ত প্রভু-সাথে ।	(শ্লোক-সংখ্যা : ৩৩—৩৬)
সেই জন লভে সুখ	সাম্যরূপ সমদৃষ্টি
প্রভুর কৃপাতে ॥৩১॥	যোগের পদ্ধতি ।
ব্রহ্মপ্রাপ্ত সেই যোগী	শুনিয়া অর্জুন কহে
করে বিচরণ ।	অসম্ভব অতি ॥৩৮॥

বায়ুকে ধরিয়া রাখা

অনাধ্যা যেমতি ।

তেমতি চঞ্চল মন

ধায় ক্ষিপ্ৰগতি ॥৩৯॥

চাঞ্চল্য রহিলে মনে

মন উচাটন ।

নাহি হয় যোগাভ্যাস

উহার কারণ ॥৪০॥

শুনিয়া বলেন কৃষ্ণ

ছুইটি উপায় ।

অভ্যাস ও বৈরাগ্য

হইবে সহায় ॥৪১॥

অভ্যাস ও বৈরাগ্য যেথা

হয় পরাজিত ।

বুঝা চেষ্টা যোগাভ্যাস

অশাস্ত যে চিত্ত ॥৪২॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৩৭—৩৯)

পার্থ চাহে জানিবারে

কৃষ্ণের সকাশে ।

কিবা ঘটে যোগভ্রষ্টে

ভ্রষ্ট ভাগ্যাকাশে ॥৪৩॥

হিন্নমেঘ মধ্যপথে

মিলাইয়া যায় ।

তেমতি কি যোগভ্রষ্ট

নিজেকে হারায় ॥৪৪॥

কৰ্ম্মমার্গে যোগমার্গে

না পাইয়া স্থান ।

কোথা যায় যোগভ্রষ্ট

কিবা পরিণাম ॥৪৫॥

এ প্রশ্নের সত্বত্তর

করিতে বর্ণন ।

সমর্থ তুমিই শুধু

নহে অন্তজন ॥৪৬॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৪০—৪৬)

বিনাশিত নাহি হয়

যোগভ্রষ্ট জন ।

পুণ্য থাকে সাথে সাথে

বন্ধুর মতন ॥৪৭॥

যোগভ্রষ্ট পুণ্যকৰ্ম্মা

লভে পুণ্যগতি ।

কিছুকাল স্বর্গে বাস

তথায় বসতি ॥৪৮॥

তথা থাকি কিছুকাল

আসে ধরনীতে ।

জন্ম লয় উচ্চকূলে

অথবা যোগীতে ॥৪৯॥

পূর্ব জন্ম সংস্কার

রহে সাথে সাথে ।

তাই করে কৃত কৰ্ম্ম

ধূলির ধরাতে ॥৫০॥

যোগবৃন্ত যেই ব্যক্তি

ধর্ম্মের প্রচারে ।

করে নাম-গুণগান

ছুরারে ছুরারে ॥৫১॥

পুণ্যাত্মা করয়ে চেষ্টা
মোক্ষের লাগিয়া ।

শ্রেষ্ঠগতি হয় প্রাপ্তি
শ্রীধাম লভিয়া ॥৫২॥

তপস্বী, জ্ঞানী ও কৰ্ম্মী
আর যোগীজন ।

ইহাদের মধ্যে হয়
যোগী সর্বোত্তম ॥৫৩॥

শুন পার্থ সমস্তনে
শুন মোর কথা ।

কৰ্ম্মযোগী হও তুমি
ইহা শ্রেষ্ঠ পন্থা ॥৫৪॥

আছে বহু যোগপন্থা
নামাবিধ যুক্তি ।

শ্রেষ্ঠ ভক্ত মনে প্রাণে
করে ভক্তি স্তুতি ॥৫৫॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল,

কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্ত বিভাগের পদস্থ অফিসার, মিউ দিল্লী

উদ্ধারের পথ

(পূর্বে প্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩১২ পৃষ্ঠার পর)

—জীবের পক্ষে ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ বাসনা দুর্ভাগ্যজনক—

আমরা বহুদশা প্রাপ্ত জীব চিহ্নগণ থেকে অবঃপাতিত হ'য়ে ঘুরতে ঘুরতে চতুর্দশ ভুবনাত্মক জড়-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই জগতে উপস্থিত হয়েছি। লক্ষ লক্ষ জন্ম বিবর্তন ক'রে বহুভাগে এইবার মহাশয় জন্ম পেয়েছি। এ জগতের অপর নাম ভুলোক। আমাদের কৰ্ম্মানুসারে বিভিন্ন লোকে গত্যাত হয়। আমাদের ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ সম্পর্কে জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতার কিয়দংশ এস্থলে উল্লেখ করছি :—

“ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দশটি স্তর আছে। যারা এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে চুকে প'ড়েছেন, তাঁরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক, গানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন—এই সকল ইন্দ্রিয় হ'তে সংগৃহীত জ্ঞানের মধ্যে বাস করেন। চৌদ্দটি স্তর যথা—ভূ, ভূব, স্বঃ, মঃ, জম, তপঃ ও সত্য; অন্তল, মূলল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। নীচে ৭টা, মাঝে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং উর্দ্ধে ৫টা লোক। আমরা এই চতুর্দশ ভুবনে যাতায়াত করি। সত্য, মন, মঃ, তপঃ ও স্বর্গ—এই ৫টা লোকে স্বক্ষ শরীরী থাকে। অত্যানু ভুবনে স্থল ও স্বক্ষ শরীর-মিশ্রিত প্রাণীদিগের বাস। পাঁচটি উর্দ্ধলোকে এবং অন্তরীক্ষের কিয়দংশে সূক্ষ্ম বাপারসমূহ অবস্থিত। ভুলোকে স্থল বাপার। এই চতুর্দশ ভুবনই ব্রহ্মাণ্ড। আমরা যখন স্থলটাকে চেঁড়ে দি'—নির্মলতা

লাভ করি, তখন উর্দ্ধলোকে বিচরণ করি। যখন স্থূল প্রার্থী হই, তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম-জড়িত অবস্থায় এই সব লোকে বাস করি।

‘আমি’র উপরের আবরণ সূক্ষ্ম-শরীর—অন্তঃকরণ স্থূল শরীরের সহিত সংযুক্ত হ’য়ে রূপ-রস ইত্যাদি গ্রহণ করে। বিভিন্ন লোকে আমাদের গতি হয়। ইহার নাম ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ।

কাহার ভ্রমণ হয়? জীবাত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়ীয় শরীরসহ অবস্থান-কালে এইরূপ ভ্রাম্যমান হন, উহাই ‘ভবঘুরে’ অবস্থা—যাতায়াত নাগরদোলায় উঠা-নামার মত কখনও সংকল্প-বশে উর্দ্ধলোকে গমন, কখনও অসং কৰ্মফলে নিম্নলোকে আগমন। উর্দ্ধলোকে উঠলেই নিম্নলোকে আসতে হবে, নিম্নলোকে হতে আবার উর্দ্ধলোকে উঠতে হবে—পুনরায় নিম্নলোকে আসার জন্ত; পুণ্য ক’লেই পাপ করবার প্রবৃত্তি হ’বে—পাপ করলেই পুনরায় পুণ্য করবার জন্ত প্রবৃত্তি হ’বে—এইরূপ ঘূর্ণপাক। যখন আমরা সন্ন্যাসী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী হই, তখন সত্য, জন, তপঃ ইত্যাদি লোকে বাস করি; সন্ন্যাসী গৃহস্থ স্বর্গে গমন করেন।

জীবাত্মা সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হওয়ার পর কখনও স্থূল আবরণ দ্বারা নিম্নলোকে আসেন। আবার তপস্বীদি প্রভাবে স্থূলদেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্মদেহে পুনরায় উর্দ্ধগতি লাভ করেন। আমরা ইহলোকে অবস্থানকালেও চিন্তা দ্বারা উর্দ্ধলোকে গমন করিতে পারি। কিন্তু গীতা তা’ করিতে নিষেধ করেছেন,—

“কর্মে প্রিয়ানি সংযম্য য আশ্তে মনসা অরন্থ।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমুক্ত্বা মিথ্যাচার স উচ্যতে ॥”

তা’তে মনুষ্যের অমঙ্গল ঘটে। বহির্জগতের স্থূল ও স্থূল হ’তে সূক্ষ্মভাব গ্রহণ করায় অমঙ্গল ঘটে।

একমাত্র ভগবৎপাসনা আবশ্যিক। ভগবান্ স্থূল সূক্ষ্মের অতীত। কিছুতেই তাঁ’র নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, পূর্ণজ্ঞান ও নিত্য অস্তিত্বের বাধা দিতে পারে না। তাঁ’র সেবা দ্বারা সেবকযোগ্য তদনুরূপ অবস্থা লাভ হয়।

এই চতুর্দশ ভুবন ভ্রমণের আমাদের যোগ্যতা আছে। এই ভুবনে নানা যোনিতে ভ্রমণের যোগ্যতাও আছে। যে-যে খোলসে যে-যে ভুবনে বাস করা যায়, বাসনা পরিপূর্ণতার উপযোগী তদনুরূপ বাহ্য আবরণও লাভ হয়। বাসনা-নিমুক্ত হওয়ার অনেক কৃত্রিম পন্থা কল্পিত হ’য়েছে। সেট সমুদয় পন্থার বিস্তারিত বিবরণাদিও লিপিবদ্ধ হ’য়েছে। ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণের বাসনা শেষ হ’লে জীব ভাগ্যবান্ হন। কাঙ্ক্ষাশূন্য অবস্থা অর্জন করিলে জীব সকল

ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ করেন। দেবতাই হউন, মনুষ্যই হউন—এই যাবতীয় অবস্থা বস্তুতঃ হয় ও নষ্ট হয়।

অতরাং আত্মসংস্কার পর্য্যন্ত প্রাকৃত জগৎ তো ভগবৎ পরাজুৰ জীবগণের কর্মভোগের স্থান বিশেষ ;—জীবগণ এখানে ঘুরে বেড়ালে মায়াভীত পরব্যোম বৈকুণ্ঠরাজ্যে যাব কি করে? আর সেই মায়া গীত রাজ্যে যেতে না পারলে তো এই মায়ার কষ্টদায়ক নিগড় থেকে আমাদের কোন কালে উদ্ধার পাওয়ার দৌভাগ্য হবে না। গীতার ভগবান বলেছেন যে, তাঁর পরমধাম প্রাপ্ত হ'লে ভক্তগণ পূর্ণানন্দ লাভ করেন এবং তাঁ'দিগে এই সংসারে পুনরাবর্তন করতে হয় না। সেই সর্বোৎকৃষ্ট অতীন্দ্রিয় পরব্যোম ধাম কোটি কোটি সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নির তেজ অপেক্ষাও দীপ্তিমান। স্বয়ংপ্রকাশ ভগবানই পার্শ্ববস্তুর সর্বলের প্রকাশক সূর্য্য, চন্দ্রাদির তেজ প্রদান করেন। যথা,—

“ন তস্তাসুতে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।

যদ্ গচ্ছা ন নিবৰ্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥” (গীতা ১৫।৬)

নাম প্রধান। ভাগবত-ধর্ম্মপথেই চিৎজগতে

গমন ও মুক্তিলাভ সম্ভব

আমরা আত্মসংস্কারে চিত্তব্রহ্মের জীব হয়ে দুর্ভাগ্য বশতঃ স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে বিরূপ অবস্থায় এই মায়ার রাজ্যে ভুলোকে পতিত হয়েছি। আমরা যে ভব কারাগারে আছি, এই কারাগারের রক্ষাকর্ত্তী মহামায়া তুর্গাদেবী। কোনও কারাগারের রক্ষক বা jailor ইচ্ছা করলে কয়েদীদের থাকি-খাওয়ার সুবিধা করে দিতে পারেন, কিন্তু বিচারপতি বা ক্ষেত্রবিশেষে রাষ্ট্রপতির অনুমতি ব্যতীত কারাগার থেকে মুক্তি দিতে পারেন না। তেমনি চতুর্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী মহামায়া তুর্গাদেবী এই ভব-কারাগারের বদ্ধজীবদিগের অর্চনায় সন্তুষ্ট হয়ে প্রাকৃত চতুর্দশ ভুবনের অনিত্য চতুর্ভুজফল (ধর্ম্মার্থ, কাম, মোক্ষ বা সাংসার) দিতে পারেন ; কিন্তু এই ভব কারাগার থেকে চিরতরে মুক্তি দিতে বা চিৎজগৎ বৈকুণ্ঠে সাক্ষাৎ ভগবৎ সেবায় অধিকার প্রদান করতে পারেন না। চিৎজগতির ছায়াক্রূপা মহামায়ার শক্তি চিৎজগতের ছেদ প্রতিফলন এই দেবীধাম জড়জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গোলোক-বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ এবং চতুর্দশ ভুবনাত্মক দেবীধাম—এই তিন ধামের অধীশ্বর ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র সমস্ত নিখিল জীবদিগকে মুক্তি দিতে সমর্থ তাই কৃষ্ণের অপর মুখ্য নাম-মুকুন্দ অর্থাৎ—মুকুৎ দদাতি ইতি

মুকুন্দ। ভগবান্ মুকুন্দের ইচ্ছায় যোগমায়ার কৃপায় ভক্তি-সমাহিত অন্তঃ-
করণ ভক্তগণ কর্মস্বয়ং থেকে মুক্ত হয়ে চিজ্জগতে গমন করেন। জীব
উন্মুক্ততা বরণ করলেই যোগমায়ার কৃপাপ্রাপ্ত হন।

সেই চিজ্জগতে কৃষ্ণের সমীপে যাওয়ার জন্ত কি উপায় বা পথ আছে
তাহাই এক্ষণে বিচার্য্য বিষয়। একস্থান থেকে আর একস্থানে যাওয়ার
জন্য উভয় স্থানের মধ্যবর্তী যে রাস্তা বা স্থান অতিক্রম করা হয় তাহাই
পথ নামে অভিহিত। এই ভুলোক সহ সমগ্র চৌদ্দটি ভুবনের কোনটিই
আমাদের স্ব-গৃহ ('aternal-home') নয়, তাই জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তি-
সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন,—“Back
to God and back to home” অর্থাৎ জগদানের কাছে চল, গৃহে ফিরে
চল। ভগবানের কাছে পৌঁছবার জন্ত সঠিক পথ বেছে নিতে হবে;
অন্যথায় ভুল পথ (wrong way) ধরে অগ্রসর হ'লে নিজেদেরই ঠকতে
হবে, গন্তব্যস্থলে যাওয়া যাবে না। কোন ব্যক্তি যদি গন্তব্যস্থলে যা'বার
দ্রোণে না উঠে অন্য দ্রোণে উঠে পড়ে, তা'হলে কি সেই ব্যক্তি উক্ত দ্রোণ-
যোগে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাবে? যত মত তত পথ থাকলেও সমস্ত মতের
উদ্দেশ্য এক নয় এবং সব পথের প্রাপ্য স্থানও এক নয়। সত্যের মত ও
অসত্যের মত, সাধুর মত ও চোরের মত, সতীর মত ও অসতীর মত,
কি কখনও এক পর্য্যায়ভুক্ত হ'তে পারে? দক্ষিণ দিকের পথে গেলে কি
উত্তর দিকের কোন জায়গায় পৌঁছানো যাবে? ভগবৎ প্রণীত ভাগবত-
ধর্ম-মতে ভগবদ্বিষ্ণু তর্পণের বিচার, আর মানুষের খেয়ালে সৃষ্ট দেহ-মন-
মর্গ মতে নিজেস্বীয় তর্পণের বিচার কি কখনও একাকার হ'তে পারে?

এই ভাগবত ধর্মের কথা সুপ্রাচীন দ্বাদশ মহাজন (শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদ,
শ্রীশত্ৰু, শ্রীসনৎকুমার, শেখর শ্রীকপিল, শ্রীমথু, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীভরনক, শ্রীশীমা,
শ্রীবলি, শ্রীশুকদেব ও শ্রীযমরাজ) অবগত ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণদৈবায়ন
বেদব্যাস সমস্ত শাস্ত্রপুণ্য প্রণয়নের পর শ্রীমদ্ভাগবত রচনা কালে দেবর্ষি
শ্রীনারদেব কৃপায় তাহা জানতে পারেন। তাঁদের অনুগত ভক্তগণই এই
পরমধর্মের কথা কীর্তন করে থাকেন। একমাত্র নাম প্রধান ভাগবত ধর্ম
পথই নিতা। তদ্ব্যতীত কর্ম-জ্ঞান-যোগাদির পদ নিতা নহে। ভাগবত-
ধর্ম-পথেই নিত্যবস্ত শ্রীভগবানের সেবা লাভ সম্ভব, তদ্ব্যতীত অন্যপথে
তাঁহা সম্ভব হয় না।

কৰ্ম পথে বিশ্লেষণ ও কৰ্ম প্রয়াসের ফল নিবৰ্ধক

বহু জীব প্রথম থেকেই কৰ্মে আসক্ত থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

“ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যাকৰ্মকৃত্বৎ।

কার্যতে হুবশঃ কৰ্মজন্মৈঃ স্বাভাবিকৈর্করলাৎ।” (ভাঃ ৬।১।৫৩)

অর্থাৎ “কোন জীবই ক্ষণকাল কৰ্ম না করে থাকতে পারে না। পূৰ্ণ সংস্কার জনিত রাগ-দ্বेषাদি-ভাহাকে সবলে কৰ্মে প্রবৃত্ত করে।”

শরীর ও মনের দ্বারা নিজের সুখ-সুবিধা ও অপরের সুখ-সুবিধার জন্য যাহা করা যায়, তাহাই কৰ্ম। কৰ্ম পঞ্চকে আলোচনায় শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।৪৩ শ্লোকে) পাওয়া যায়—“কৰ্মাকৰ্ম বিকল্পেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ” অর্থাৎ—“কৰ্ম, অকৰ্ম ও বিকৰ্ম—এই তিনটি একমাত্র বেদ শাস্ত্রগম্য, পরন্তু লোকমুখে প্রচলিত নয়।” ভাল কৰ্ম না করা অকৰ্ম, আর দেহ-মনের দ্বারা পাপাচরণই বিকৰ্ম। তাই অকৰ্ম ও বিকৰ্ম আদৌ মঙ্গলজনক নয় এবং তজ্জন্ত পরিত্যজ্য। আন্ত্রিক্য বুদ্ধি সম্পন্ন কামী মানুষের কৰ্ম তিনপ্রকার যথা—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য।

যে কার্য্য সব সময় করণীয় তাহাই নিত্যকৰ্ম। সজ্জা-উপাসনাদিতে নানা দেব-দেবীর পূজার দ্বারা নিজের ও পরের কল্যাণ কামনা করা, শারীরিক পবিত্রতা রক্ষা করা, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা প্রভৃতি পবিত্র কার্য্য নিত্যকৰ্মের অন্তর্গত। যাহা কোন নিমিত্ত প্রকাশ পায় এবং নিত্য-কৰ্মের মত কর্তব্য বলে মনে হয়, তাহাই নৈমিত্তিক কৰ্ম। পিতা-মাতা প্রভৃতির দেহভাগ নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তাদি কর্তব্য বলে মনে হওয়ায় যে-পিছু-তর্পণাদি-রূপ ধর্ম্ম স্বীকার করা হয় তাহাই নৈমিত্তিক কৰ্ম। আর প্রবল ভোগ-বাসনোহেতু অর্থ-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি কামী হয়ে বহু দেবতার উপাসনা করাই কাম্য কৰ্ম। বহুজীব সাধারণতঃ কাম্য কৰ্মের প্রতিই আসক্ত থাকে।

কাম্যকর্ম্যাগণ ফলভোগবাদী হওয়ায় কর্মফলের হেতু হ'ন। কাম্য কৰ্মের ফল সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেবতাগণের যে উপাসনার বিধান আছে, তাতে পৃথক পৃথক দেবতার অর্চনায় পৃথক পৃথক কামের পূরণ হয়। যেমন দক্ষ প্রজাপতির কাছে পুত্রাদি, ব্রহ্মার কাছে ব্রহ্মতেজ, ক্রতুর কাছে মোক্ষ, গণেশের কাছে অর্থ, সপিতার কাছে ধর্ম্ম, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা বিভিন্ন দেব-দেবীগণ পূরণ করেন। কিন্তু সর্বকামনা একমাত্র ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের আরাধনাতেই সিদ্ধ হয়। সঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, যারা শক্ত্যন্ত দেব-দেবীগণ

তাদের নিজেদের প্রতি নিজ নিজ পূজকগণের শ্রদ্ধা আনয়ন করিতে পারেন না; কাজেই ভগবচ্চরণে ভক্তি উৎপাদন করে দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। দেব-দেবী সকলে ভগবান্ কৃষ্ণকেই বিভূতিক্রপা হওয়ায় ভগবান্ই দেব-দেবীদেব অস্তুর্যামীহত্রে দেব-দেবী-পূজকগণের মনে সেটাই দেব-দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন করেন এবং কামনা অনুযায়ী অনিত্য ফল প্রদান করেন। কিন্তু রাজসিক ও তামসিক শ্রুতির দেব-দেবীপূজকগণ ভগবানের প্রতি বহির্ভূত হওয়ায় ভগবান্ তাঁদিগকে নিজের প্রতি ভক্তি প্রদান করেন না। কৃষ্ণেচ্ছা ব্যতীত দেব-দেবীগণ যথেষ্টাভাবে উপাসকদিগকে কামাফল দিতে পারেন না; যেহেতু দেবলোক স্বর্গাদি সহ চতুর্দিশভূবন সমস্তই প্রাকৃত ও অনিত্য, এবং দেবতাগণেরও পতন হয়, সেইহেতু দেব-দেবীপূজকগণের সিদ্ধিও অনিত্য। যথা, গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন,—

“যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধযার্চিতুমিচ্ছতি।

তস্ত তস্তাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধামাহম্ ॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্তারাদনমীহতে।

লভতে চ ততঃ কামান্ মমৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥

অন্তবৎ তু ফলং তেষাং তত্ত্ববতাল্লমেষধাম্।

দেবান্ দেবযজ্ঞো যান্তি মন্তকা যান্তি মাসপি ॥”

(গীতা ৭।২১-২২-২৩)

অর্থাৎ—“যে-যে ভক্ত মদ্বিভূতিক্রপা যে-যে দেবতামূর্ত্তিকে অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, অন্তর্যামীকরণে আমি সেটাই সেট ভক্তের, তাহাতেই অচলা শ্রদ্ধা বিধান করে থাকি।

সেই ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে দেবমূর্ত্তির আরাধনা করে এবং অন্তর্যামী আমি কর্তৃক বিহিত সেই কামসমূহকে তাহা হ'তে অবশ্য লাভ করে থাকে।

কিন্তু অল্পবুদ্ধি জনগণের সেই ফল নশ্বর। দেবপূজকগণ দেবতাগণকে প্রাপ্ত হ'ন আর আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিন্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্ব প্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭০ পৃষ্ঠার পর)

হিরণ্যকশিপুৱ চতুর্থ পুত্র প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্ত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু ভক্ত-প্রহ্লাদকে বধ করিবার ইচ্ছায় সমস্ত ঐশ্বর্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদের কোনপ্রকার অশিষ্ট করিতে পারেন নাট। হিরণ্যকশিপুৱ ফলে সমস্ত বধোপায় অতিক্রম করিয়া যখন প্রহ্লাদ অজয় অমর অবস্থায় হিরণ্যকশিপুৱ সম্মুখে বর্তমান, তখন হিরণ্যকশিপুৱ পুত্রের সহিত বাগ্ বিতণ্ডা আরম্ভ করিলেন। ওহে অল্লায়ুঃ পুত্র, আমি বাহুবলে ত্রিভুবন জয় করিয়া সকলের ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়াছি। সমস্ত দেবতাপন পর্য্যন্ত আমার দাস। অতীবস্থায় আমি তিন দ্বিতীয় ঈশ্বর কে আছে—বল্ দেখি ? যদি থাকে কোথায় সে ? যদি বলিস্ সর্বত্র আছে, তবে এই ক্ষণে নাই কেন ?

প্রহ্লাদ বলিলেন,—ক্ষণেই হইয়াছেন—আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।

তখন হিরণ্যকশিপু ক্রোধে অবীর হইয়া সেই ক্ষণে মুখ্যোঘাত করিবারাত্র নিজ ভ্রাতা ব্রহ্মা, নারদ ও প্রহ্লাদের বাক্যের সত্যতা প্রদর্শনার্থ ক্রীতগবান্ নৃসিংহমূর্তিতে সেই ক্ষণেই আবির্ভূত হইয়া হিরণ্যকশিপুৱ বক্ষঃস্থল নখ-কুঠার দ্বারা বিদীর্ণ করিলেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে—হিরণ্যকশিপুৱ সহস্র বৎসর বাপী অনাহারে ব্রহ্মার কঠোর তপস্তার ফল বার্থ হইয়া গেল। ব্রহ্মা তাঁহাকে রক্ষা করিলেন না, পরন্তু প্রহ্লাদকেই রক্ষার জন্য তাঁহারও প্রভু বিষ্ণুৱ শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এতাদৃশ বয়প্রাপ্ত শক্তিশালী হিরণ্যকশিপুৱ শত শত চেষ্টা দ্বারা হিরণ্যকশিপুৱ প্রহ্লাদের কোনও অশিষ্ট করিতে সমর্থ হন নাই এবং নিজকেও রক্ষা করিতে পারেন নাই।

২। শিবভক্ত বাণরাজার পরিণাম—মহাত্মা বলিরাজের একমাত্র পুত্র ছিল। তন্মধ্যে সকলের জ্যেষ্ঠ বাণাসুর সর্বদা শিবভক্তি-পরায়ণ ও সর্ব-জনযুক্ত হইয়া শোণিতপুরে রাজত্ব করিত। শিবের বরে সে সহস্র বাহু লাভ করিয়াছিল। শিবের নৃত্যকালে ঐ অমর সহস্র বাহুর বাজ দ্বারা মহাদেবকে সজ্জাই করিলে পর তিনি তাহাকে বধ দিতে চাহিলেন। তখন মদগবী সেই বাণাসুর মহাদেবকে তাহার নিজপুত্রের দারোয়ানের ন্যায় রক্ষকরূপে সর্বদা থাকিবার প্রার্থনা জানালে ভোলাবান্ তাহাতেই স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

ঐ বাণরাজার উষানাম্নী কন্যা একদিন রাত্রে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলেন; পরে তাহার সখী চিত্রলেখার দ্বারা যোগবলে

অনিরুদ্ধকে নিজ ভবনে আনয়নপূর্বক পান-ভোজনাদি গুস্তাযায় রত হইলে, বাণরাজা অন্তঃপুররক্ষী দূতের মুখে ইহা জানিতে পারিয়া অনিরুদ্ধকে নাগপাশে বন্ধন করিয়া রাখেন।

এদিকে শ্রীনারদের মুখে শ্রীকৃষ্ণাদি দ্বারকাবাসী অনিরুদ্ধের বন্ধনের সংবাদ পাইয়া সকলে যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন এবং অবিলম্বে বাণপুত্রী আক্রমণ করিলেন। বাণরাজা বিপক্ষের আগমন জানিয়া সন্নিহ্নে বাহির হইলেন। মহাদেবও ভক্তের রক্ষণার্থ কাণ্ডিকের সহিত যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন। উভয়পক্ষ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শিবের, প্রহ্লাদের সহিত কাণ্ডিকের ও সাত্যকির সহিত বাণের যুদ্ধ হইতে থাকে। শিব নিজভক্তের রক্ষার্থ তুমুল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এমন কি ত্রিভুবন ধ্বংসকারী পাণ্ডুপত অস্ত্রও ত্যাগ করিয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ শিবের সমস্ত অস্ত্র নিজ অস্ত্রের দ্বারা নিবারণ করত সন্মোহনাস্ত্রে শিবকে মোহনপূর্বক বাণাসুরের দৈত্যগণকে নিদ্রাশ করিতে লাগিলেন। কাণ্ডিক প্রহ্লাদের বাণাঘাতে রক্তাক্ত-কলেবরে রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন।

সেইরূপে যাদবগণের অস্ত্রাঘাতে সমস্ত অসুরগণই পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে পর বাণাসুর পুনরায় নবোদ্ভবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সহস্র বাহুর দ্বারা বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তীক্ষ্ণধার সুদর্শন চক্রদ্বারা তাহার বাহু সকল ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। চারিখানা বাহু অবশিষ্ট আছে—একুপ সময়ে ভগবান্ শঙ্কর শ্রীকৃষ্ণের সমীপস্থ হইয়া অনেক স্তুতিপূর্বক বলিতে লাগিলেন,—হে দেব! এই বাণাসুর আমার সখা এবং প্রিয় সেবক, আমি পূর্বে উহাকে অভয় দান করিয়াছি। অতএব দৈত্যপতি প্রহ্লাদের প্রতি আপনার যাদৃশ অনুগ্রহ, ইহার প্রতিও তাদৃশ অনুগ্রহ করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমি আপনার বাক্য রক্ষা করিব। এই বাণাসুর মদীয় বশিষ্ঠের পুত্র ও প্রহ্লাদের বংশজাত। ‘তোমার বংশজাত সন্তান আমার অবধ্য’ প্রহ্লাদকে একুপ বরদানহেতু আমি উহাকে প্রাণে বধ করিব না। কেবলমাত্র তাহার দর্পচূর্ণ করিবার জন্য বাহুসকল ছেদন করিলাম এবং ভূভার লাঘবার্থ সৈন্য সকলকে বিনাশ করিলাম। এখন ইহার যে চারিখানা বাহু অবশিষ্ট রহিয়াছে তৎসহ এই অস্ত্রের জরামরণ-রাহিত এবং সর্বত্র ভয়শৃঙ্খল হইয়া আপনার পার্শ্বদগল মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবে। তখন বাণাসুর যান্ত্র লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্বক উষার সহিত

অনিকৃতকে রথারোহণে শ্রীকৃষ্ণসমীপে আনয়ন করিল। শ্রীকৃষ্ণ শঙ্করের নিকট বিদায় লইয়া নগরীক অনিকৃতকে অগ্রদূত করিয়া যানবগণসহ দ্বারকা গমন করিলেন।

এই দৃষ্টান্তেও দেখা যায়, শ্রীশিবদত্ত বাণরাজার বাহুকল ভগবান্ কর্তন করত মাত্র চারিখানি বাহু শিবের প্রার্থনায় কৃপাপূর্বক রক্ষা করিয়াছিলেন। এবং নিজভক্ত শিবের সম্মানার্থ বাণরাজাকে অস্ত্র দানপূর্বক শিব-পার্বদত্ত প্রদান করিলেন। বাণের বরদাতা শিব কিন্তু তাঁহার সর্বশক্তি প্রকাশ করিয়া যুদ্ধাদির দ্বারা নিজ ভক্তের স্বয়ং রক্ষা করিতে না পারিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন, তখন বাণের নির্ভয় লাভ হয়। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে, অন্য দেবতাশ্রয় আশ্রয় মঙ্গল-দায়করূপে দৃষ্ট হইলেও প্রকৃত শ্রয়ঃ-সামান্য নহে, এবং বিপদেরই কারণ থাকে।

হরিভক্তের দারিদ্র্য ও শিবভক্তের ভোগৈশ্বর্যের কারণ

হিরণ্যাকশিপু ও বাণরাজার দৃষ্টান্তদ্বারা অন্যাত্মীর পরিণাম অবগত হইলাম। এক্ষণে ভক্তকে বরদান করিয়া বরদাতা দেবতাও যে বিপর্যস্ত হন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের অষ্টাদশোক্ত অধ্যায়-পর্যালোচনা দ্বারা বর্ণন করিব।

মহারাজ পশীক্ষিৎ শুকদেবকে প্রশ্ন করেন যে,—সর্বভোগাম্পদ লজ্জাপতি শ্রীহরির সেবকগণের দারিদ্র্য এবং সর্বভোগত্যাগী উমাপতি শঙ্করের উপাসকগণের অতুল ভোগৈশ্বর্য এক্ষণে প্রায় সর্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়; ইহার কারণ কি? শুভ্রতরে শ্রীশুকদেব বলেন যে,—শঙ্কর নিরস্তর শক্তির (মাহার) সহিত শঙ্কর্যুক্ত এবং গুণত্রয়ের দ্বারা সমাক্রমণে আবৃত হইয়া ত্রিগুণরূপে অবস্থিত; তবে জীবের মত এই ত্রিগুণের বলে তিনি আবদ্ধ নহেন, পরন্তু গুণগণ কৃতার্থ হইবার জন্য সাক্ষি, রাজসিক ও তামসিক অঙ্কুররূপে তাঁহাতে বর্তমান। এত অঙ্কুর হইতেই মন, দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূত—এই ষোড়শসংখ্যক বিকার পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। এই বিকার সমূহের মধ্যে যে কোন স্থূল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়স্থলের উদ্দেশ্যে শিবের আরাধনা করিলে সেই সকল পুণ্য লাভ করা যায়। যেহেতু ঐ সকল সুখ পরস্পর সাপেক্ষ। আর শ্রীহরি সকলের দ্রষ্টা, সাক্ষী ও প্রকৃতির অতীত; সুতরাং গুণাতীত পুরুষোত্তম। অতএব তাঁহার আরাধনাকারী ভক্তও তাদৃশ গুণাতীতই হইয়া থাকেন। তজ্জন্ম ভক্তগণকে প্রাকৃত ঐশ্বর্যহীন দেখা যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনান্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও ঐরূপ প্রশংসা করেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ বসিলেন,—হে রাজন্ ! আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, ক্রমশঃ তাহার সমস্ত ধন হরণ করিয়া থাকি। নিদান পুরুষকে তাহার স্ত্রী-পুত্রাদি সকলে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যদিও বন্ধুগণের আগ্রহে পুনরায় সে ধন সংগ্রহে প্রয়াস হয়, তথাপি আমার কৃপাতে তখনও ধন লাভ হয় না। তাহাতে সে নিরুৎসাহ হইয়া নির্বেদগ্রস্ত চিত্তে আমার শুক্লগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেই অর্থাৎ সদৃশকর চরণাশ্রয় করিয়া ভক্তনে প্রবৃত্ত হইলেই, আমি তাহার প্রতি মদীৰ সদাধারণ অনুগ্রহ প্রকাশ করি; তৎফলে সে সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে।

হে যুধিষ্ঠির, অতিশীঘ্র ভোগৈশ্বর্য্য ফলপ্রার্থী মানবগণ মোক্ষদাতা আমার ভক্তন পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতাগণের ভক্তনেই প্রবৃত্ত হয়। যে-হেতু, সেই দেবতাগণ অল্পই ভূক্ত হন। তৎপরে তাহারা সেই দেবতাগণ হইতে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ও স্ত্রী-পুত্রাদি বরলাভ করিয়া উদ্ধত-স্বভাব, গর্বিত ও হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই বেদান্ত দেবতাগণকেও আর প্রভু বলিয়া মান্য করে না। বরং অবজ্ঞাই করিয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণদেব যুধিষ্ঠির-কণ্ঠসংবাদরূপ এই পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—হে পরীক্ষা! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও ইন্দ্রাদি দেবতাগণ শাপ ও অনুগ্রহ প্রদানে সকলেই সমর্থ; পরন্তু ব্রহ্মা, শিবাদি যেকোন সামান্য কারণে শীঘ্র সন্তুষ্ট কিম্বা সামান্য অপরাধে তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বন বা শাপাদি প্রদান করিয়া থাকেন, শ্রীহরি সেরূপ নহেন। অর্থাৎ বিশেষভাবে পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও অনুগ্রহ প্রকাশ করেন না। এবং পুনঃ পুনঃ বিশেষ বিদ্রোহমূলক কার্য্য আচরিত না হইলে কাহাকেও নিগ্রহ করেন না।

(ক্রমশঃ)

বিরহ-বার্তা

অত্যন্ত বেদনার সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক-সম্প্রতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮ই শ্রীমন্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর) সহরস্থ তদীয় প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-সারস্বত-মঠে বিগত ২৫শে পৌষ, '৮৯ দিবা ১২।৪৫ মিনিটের সময় ইহলীলা সম্বরণ করেন। উহার বিবরণী পরবর্ত্তি সংখ্যায় সন্নিবেশিত হইবে। —প্রকাশক

বিরহীর বিরহ

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭২ পৃষ্ঠার পর)

কলিকাতা শ্রীবিনোদবিহারী গোড়ীয় মঠস্থ শ্রীপাদ রঘুনন্দন প্রভুর ১৯৯৮২ তাং এর পত্র পাইয়া শ্রীল গুরুমহারাজকা পুনঃ ১৯৯৮২ তারিখে পত্রোত্তরে তাহার বিরহোক্তি ও ভাব বাক্য করিয়াছেন,—“দীর্ঘদিনের পর আমার লেখনী আপনাদিগকে নিদারুণ বাক্তা জ্ঞাপন করিয়াছে, ইহা সত্য।”

আপনি স্নেহের সুন্দরানন্দ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—“উনি দেবার এক উজ্জ্বল আদর্শ, তাঁর নিকট থেকে আমার শিক্ষার বহু বিষয় ছিল ; তাঁর স্নেহ-শাসন আমার কাছে বড়ম্বর শাস্ত্রীয় বচন বলে মনে হত।” সুন্দরানন্দ সম্বন্ধে আমার নিজের কোনরূপ বক্তব্য রাখা বোধ হয় ঠিক নয়, তথাপি না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। —ঐরূপ সরল প্রাণ নির্ভীক বলিষ্ঠনীতি সম্পন্ন ব্যক্তির খুব কমই নজরে আসে। ও আমাদের ছাডিয়া চলিয়া গিয়াছে, আজও আমার বিদ্রাব তই রেছে না, কিন্তু যখনই অতিমদুশ্চর কথা মনে পড়ে তখন ধৈর্যধারণ করা অসম্ভব হইয়া যায়। সুন্দরানন্দ গুরুবৈষ্ণবসেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণরূপে সকলেই স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। স্পষ্টবক্তা ছিল বলিয়া সে কিছু পোকার নিকট অপ্রিয়ভাজন হইয়াছিল, কিন্তু সেবাই তাহার মুখা উদ্দেগু ছিল। সেবা সংস্কারের জন্যই সে মাঝে মাঝে মান-অভিমান প্রকাশ করিত, কিন্তু কোন দিনই কণ্টকদিগকে সে সহ্য করিতে পারিত না। স্পটভাষী হইবার জন্তই তাহাকে অনেকের সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ভবিষ্যতের সমস্ত বুঝি গইয়াও সে অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করিতে কুষ্ঠিত হইত না। Opportunist-দের নিকট সে বরাবরই অপ্রিয় ছিল। তাহারা কখনই শ্রীমানের স্নেহদৃষ্টিতে দেখে নাট, নিজের সে ইহা উপলব্ধি করিত। তাহার নির্ভীকতা, সত্যবাদিতা, সেবানিষ্ঠা মিশনের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যগণেরই প্রীতি উৎপাদন করিত। ভুল বুঝাবুঝি—ক্রটি-বিচুতি মানুষের জীবনে হইয়া থাকে, সেও তখন ২/১টী ক্ষেত্রে ঐরূপ করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু অজ্ঞতা ও ক্ষমা-প্রার্থনা দ্বারা সে সকলের চিত্ত জয় করিয়াছিল। সে ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা কখনই অনুসন্ধান করে নাই। কর্তব্যপরাধন ছিল বলিয়া সে কখনই দায়েদরহীন ব্যক্তিগণকে সহ্য করিতে পারিত না। তাহারও বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ তাহার ছিল না ; কেহ তাহার নিকট কিছু জানাইলে (ভালমন্দ) একবার আমার নিকট ধীরস্থির-ভাবে জানাইয়া রাখিত। কখনও প্রতিশোধ গ্রহণে স্পৃহা তাহার মধ্যে লক্ষ্য

করি নাই। সর্বোপরি বিশেষ কথা এই যে, সাধারণ সেবকগণ যাহা লইয়া বিশেষ মাতাযাজি করে, সে এই সকল বিষয় হইতে সম্পূর্ণ পরিমুক্ত ছিল। ভাল আহার, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং টাকাকড়ির মোহ কোনদিন তাহাকে কোন রূপে দেয় নাই। সে অতি সাধাসিধাভাবে অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করিত, যাহাতে তাহার উপর নৈতিক মনোভাবই প্রকাশ পাইত। তাহার মধ্যে ব্যয়বাহুল্য বা যঠ মিশনের সেবার বস্তুর অপব্যবহার বা বিলাসিতা কখনই লক্ষ্য করা যাই নাই। জ্ঞান না, ইচ্ছাময়ের কি ইচ্ছা! তিনি কেন এত অল্পাধমে তাহাকে সরাইয়া লইলেন বা আত্মদায় কবিশেন! অন্তিম সময়ে সে যখন শ্রীনাম উচ্চারণ করিতে পারিয়াছে, তখন তাহার সঙ্গতি চইয়াছে ধরিয়া লটব। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা-নিষ্ঠ। তাহাকে অবশ্যই শ্রীভগবানের সাক্ষাৎসেবা প্রদান করিয়াছে। এইরূপ সেবৈকনিষ্ঠ সঙ্গলপ্রাণ সত্যই জগতে বিরল। আমার অধিক লিখিবার ভাষা নাই।

স্নেহের সুন্দরানন্দের স্মরণ-মহোৎসব উপলক্ষে শিলিগুড়ির মঠের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীবৃন্দ-গৃহস্থগণ বৈষ্ণব সেবার আয়োজন কবিত্যাচেন। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর, তাহার পরলোক গমনের ১১শ দিবসে প্রায় ২৫০ ৩০০ ভক্ত বিচিত্র প্রসাদ পাইয়াছেন। সন্ধ্যায় বিরহ-সভায় সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীবৃন্দ বৈষ্ণবমতিমা কীর্ত্তন-মুখে ভাষণ প্রদান করেন। আমার বাক্য ও ভাষা কে যেন কাড়িয়া লইয়া আমাকে মুক করিয়া ফেলিয়াছেন। ”

নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ চইতে শ্রীগং ভক্তিবাদ্য আচার্য্য মহারাজ শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর বিরহ-সংবাদ পাইয়া শ্রীল গুরুমহারাজকে বেদনাক্রিষ্ট হৃদয়ে লিখিয়াছেন,—“সুন্দরানন্দের জীবনচিত্রাস আমাদের চমার পথে অনেক শিক্ষা রচিয়া গেল। সে গুরুদেবের সেবার জন্য সমস্ত প্রকার কার্য্য করিতে দ্বিধা করিত না। স্পষ্টভাষা হওয়ার জন্য অনেকের নিকট বিবাগ ভাষণ হইলেও গুরুসেবার তাহার ছিল মুখ্য। তাহার সেবার প্রতিমা দাবিলেও কমটুতা ছিল না। পরন্তু কলট দিগকে সে কিছুতেই বরলাস্ত করিতে পারিত না। আমি অনেক সময় দেখিয়াছি—যাহা আশনার পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না, তাহা সে নিজে স্বাধা শেতে দোষ নিয়া আপনার সেবার প্রহ্ম অপ্রিয় সত্য কথা বলিতে দ্বিধা করিত না।

সুবিধাদীপনের নিকট যাইতে সে অপ্রিয় বসিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু সে ছিল নিভীত সত্যবাদী গুরু-সেবকানষ্ট। সেবার সৌন্দর্য্যতা

বুদ্ধির উদ্দেশ্যেই তাহার অভিমান পরিলক্ষিত হইত। হয়তো কোন ক্ষেত্রে সে বুঝিবার ভুলের জন্ত কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি করিতে পারে,—কিন্তু তাহা তাহার অতিরিক্ত গুরু-নিষ্ঠার জন্যই সংঘটিত হইয়াছিল। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন অভিযোগ সে অনেক সময় আমার নিকট করিয়াছে—কিন্তু সেগুলির সম্পর্কে তাহার বক্তব্য ছিল—শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় উদ্যোগী কেন? সে এক দিনও কোন ভুলক্রমেও তাহার নিজের ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার কথা তুলিয়া কাহার বিষয়ে অভিযোগ করে নাই। তাই তাহার সেই যে দৃষ্টিভঙ্গী উহা আমি সন্তুর্ণণে লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এই জন্তই আমি গুর নীতি কটর দেখিলেও তাহা আমাকে খারাপ লাগিত না। তাহার আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল যে, সে ব্যক্তিক বক্তব্য রাখার জন্ত সর্বদা বদ্ধ পরিকর ছিল। কথার খেলাপি সে মোটেই পছন্দ করিত না। এক একজনের নিকট পৃথক পৃথক কথা বলিয়া নিজের কিছু সুবিধা করিয়া লইব—ইহা সে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। এই মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আমার নিকট খুব ভাল লাগিত।

তুরা হঠাৎ আমি যখন নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করি সেই সময় আপনাদের সহিত টংলা যাটবাব জন্ত সে বার বার আমাকে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু আপনাদের দেওয়া সেবার দাখীল হেতু, নির্ভর কর্তব্য পালনের জন্য তাহার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করি। তাই কি বুঝি আজ সে অভিমান করিয়া আমাদেরকে ভেড়ে চিরদিনের জন্ত চলিয়া গেল?

তাহার অনেকগুলির কথাই আজ আমার মানসপটে ভেসে উঠিতেছে। তাহার যেন আত্মাত্মিক মঙ্গল হয়—ইহাই তাহাকে আশীর্বাদ করিবেন, প্রার্থনা জানাই। তাহার এষ্টরূপ অকাল বিচ্ছেদজ্বালা হৃদয়কে বার বার কষাঘাত করিতেছে।”

বিরহকাতর শ্রীল গুরুমহারাজকে চাঁপা দি বিরহবেদনা জ্ঞানাইয়া সান্ত্বনা দিতে ১০।১০।৮২ তারিখে লিখিয়াছেন—“আজ আপনার চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে সত্যি হয়তো সুন্দরানন্দ প্রভু আর নাই। যে প্রশ্ন আপনি আমাদের করেছেন, সে প্রশ্ন আমিও আপনাকে করছি—কেন এই আকর্ষণ, কেনই বা এই মাধা-মমতা-স্নেহপ্রীতি—তিনি এর বদলে অন্য কিছু দিয়ে তো আমাদের তুলিয়ে রাখতে পারতেন? হয়তো সে বেদনা এতো কষ্টদায়ক হ'ত না।

প্রিয়জনের জন্য প্রাণতিকা, আগে নিজেকে সরিয়ে দেওয়া এটা হরিদাস, ঠাকুরকে দেখেছিলাম, আর দেখলাম এই সুন্দরানন্দ প্রভুকে। জীবন ইতিহাসের পাতায় পাতায় সেটির অস্বাভাবিক হয়ে থাকবে আমাদের কাছে, থাকবে গুরুবৈষ্ণব-জগতে গুরুভক্তি ও নিষ্ঠার জন্ত। তুংখ পেলেনও আপনি আমাদের দিকে তাকিয়ে ধৈর্য্যাহারা হবেন না।

শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা দিদি লিখিয়াছেন,—“শ্রীশ্রীভগবান্ ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। আপনি দীর্ঘায়ু হলে প্রভুত জীবের কল্যাণ সাধন হবে। সে, জগৎ সে শ্রীভগবানের নিকট শ্রীশ্রীগুরুদেবের পরমায়ু প্রার্থনা করিয়াছেন। তাহার আদর্শ ভুলিতে পারা যায় না।”

বিরহকাতরা উমা দিদির শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজ বীর বিরহবেদনা জানাইয়া ২০৯৮২ তারিখে পত্র দিয়াছেন—“মা উমা! প্রায় দুইমাস অতীত হইতে চলিল তোমাকে কোন পত্র দিতে পারি নাই, এক্ষণে তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে। এই সময়ের মধ্যে গত ৬৯৮২ তারিখে নবদ্বীপের ঠিকানায় শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজকে টেলিগ্রাম ও পত্র দিয়াছি মাত্র। ৯৯৮২ তারিখে রঘুনন্দন প্রভুকে বাহক মাংফং একটা short note পাঠাইয়াছিলাম। তাহাতেই নারায়ণ মহারাজসহ বলিকাতার সেবকগণ শোকে মুহমান হইয়া পড়েন। তুমিও হয়তো সেই দুঃসংবাদ শুনিয়া ক্রন্দন করিয়াছ। আমার বর্তমান শরীর, মন ও মাথার ঠিক নাই। কি করিব কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

“নাতিশেষঃ প্রসঙ্গো বা কর্তব্য কালি কেনচিৎ”—শ্রীমান সুন্দরানন্দ আমাকে এই শিক্ষা দিয়া গেল। কাহারও প্রতি অধিক স্নেহমূল হওয়া কর্তব্য নয়; ইহাই বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে ভালবাসিতে শেখা শাস্ত্রীয় নির্দেশ। “বিষয়ে যে প্রীতি তবে আছেয়ে আমার। সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥”—ইহা বাস্তব বস্তুর প্রতি স্নেহ-মমতা। যদি আমি ঐ বিচারে প্রতিষ্ঠিত মনে করি, তবে ক্রন্দন কেন? ভগবদুভক্তের অভাববোধে ক্রন্দন তো মঙ্গলেরই কারণ, কিন্তু আমি ঐ তত্ত্ব দর্শন অনুভব করি কিনা, ইহাই বিচার্য্য। আমি প্রাকৃত শূদ্র না হইয়া বাই, বৈষ্ণবগণ যেন সে-দ্রিষ্টে আমার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তাঁহাদের অর্ধৈতুকী করুণাই আমার সাধন-ভজনের একমাত্র পাথর।

নবদ্বীপের ঠিকানায়ে শ্রীল নারায়ণ মহারাজের কাছে টংল চটতে শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজ পত্র লিখিগেছেন—আপনাকে অল্প ভাড়াতে ভাড়া রেখে টেলিগ্রাম করিয়াছি উহা পাইবেন কিনা সন্দেহ করিয়া এই পত্র দিলাম। আমি ও আমার এগনও স্বপ্ন-বিলাসেই কাটাতেছি। ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী সেবকগণ সকলেই বিমর্ষ, তুঃখে—ভ বাকান্ত। আমি কাঁদিয়া পি সাত্ত্বনা দিব বুঝিতেছি না। আগার সঙ্গে বিষ্ণু মহারাজ, যতি মহারাজ, গোবর্দ্ধন, শ্রীদাম, স্বরূপানন্দ, শ্যামলকৃষ্ণ, রামগোবিন্দ প্রভৃতি ১১ মূর্তি বৈষ্ণব আছেন। একজন সেবক সমাজে সময়ের ব্যবধানে চিরন্তরে আমাদের পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল কিরূপে? উহা ভাবিয়া পাইতেছি না। আপনার নিকট শ্রীমান সুন্দরানন্দের বিগত আত্মার কল্যাণার্থে আশীর্ব্বাদ চাতিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছি। শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ বৈষ্ণবের তুঃখে ও শুভাশীর্ব্বাদে জীবাত্মা উর্দ্ধদৈহিক গতি লাভ করে, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সে যদি আপনার শ্রীচরণে জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে কোনরূপ অপরাধ করিয়া থাকে, তাহলে অবশ্যই ক্ষমা করিবেন এবং অপরাধের বৈষ্ণবগণকেও তাহার দোষত্রুটি মার্জনা করিতে বলিবেন—হুইই প্রার্থনা। সেবকগণ গুরুগৃহ বা শ্রীমঠ হটতে কেন চলিয়া যায় তাহার সহজ সরল উত্তর ‘স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার’। যদি মঠ কর্তৃপক্ষের উপর দোষারোপ করা হয় তাহা রীতি-বিরুদ্ধ, মর্ষদোষজনক। বিনা সমালোচনার কোন সেবক চিরদিনের জন্য আমাদের কাছে ছাড়িয়া যাইতে না পারে, এইরূপ কোন আইন করা সম্ভব কি? আপনার এইরূপ রীতি-নীতি জানা থাকিলে ভবিষ্যতে কৃপাপূরক অশ্রুই জানাবেন। সুন্দরানন্দ আমার উপর অভিমান করিয়া কেন চলিয়া গেল বুঝিলাম না। একজনকে চিরদিনের জন্য এখানে রাখিয়া যাইতে হইল, অতঃপর আমি সেবক বিহীন; আমি যদি শুদ্ধ নবল চিন্তে শ্রীহারি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিতাম তবে সেবকের বিরোগ-জনিত তুঃখে হয়ত আমাকে ভোগ করিতে হইত না। আমি নিজে সেবা বঞ্চিত হই আমার যথাযথ দাঙ্গা মিলিয়াছে। আপনারা আগার কৃপা করুন যাহাতে আমি পাখি মায়া-মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকেই ভালবাসিতে পারি। শ্রীহারি-দেবাই আমার জীবাত্ম এবং জীবনের একমাত্র কর্তব্য বর্ণিয়া নির্ণীত হউক।

সংগ্রাহক—শ্রীমদাশ্বিনীদাস ব্রহ্মচারী

॥ শ্রীশ্রীগুরুগোরাপো জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(রেজিষ্টার্ড)

কোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

তেৎরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

২৯শে পৌষ, ১৩৮৯; ইং ১৯১১/১২৮৩

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥”

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারায়-বেদান্তবিজ্ঞাপিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী তরা গোবিন্দ, ৪৯৬ শ্রীগোবিন্দ; ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৮৯ সাল (ইং ২০৮৩), বুধবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব মাঘী-কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথি হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদগুরু নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিনিজান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাগদ মাঘী-কৃষ্ণা-পঞ্চমী এই গোবিন্দ, ১৯শে ফাল্গুন (৪০৮৩) শুক্রবার পর্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তদ্ব্যপঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সৃজ্ঞন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যানুষ্ঠানে সবাঙ্কব যোগদান করিলে সমিতির সদস্তবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবায়ুখী স্মৃতি অর্জিত হইবে।

বৈষ্ণাসক্যাত্মগত্যাভিলাষী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

জ্যৈষ্ঠা :—১৭ই ফাল্গুন, বুধবার ব্রাহ্মযুক্ত্যে ষথারীতি মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীগুরুমহিমাচক-বন্দনা, মহাজন-কীর্তন, পূজাহে শ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলিপ্রদান ও মধ্যাহ্ন বিশেষ ভোজ্যারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা, কীর্তন এবং প্রবন্ধাদি পাঠ ও বক্তৃতা।

১৮ই ফাল্গুন, বুধবার পূজাহে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব নথ্যকে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবদান নম্পকে ভাষণ।

১৯শে ফাল্গুন, শুক্রবার পূজাহে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি ওদান; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাবায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তঃ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীব্যাসদেবের নথ্যকে আলোচনা।

❀	ন বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।	❀
❀ কর্ম্যঃ স্বল্পাশ্চিঃ পুংসাং বিধক্সেন-কথাশ্চ যঃ ॥		❀ নোংপাদয়েদ যদি রক্তিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥
❀	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা স্প্রশসীদতি ॥	❀

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরমর ।
অবোধজে অহৈতুকী ভক্তি বিহীনত্ব ।

অন্ত ধর্ম সূচকপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার রাস্তা নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩৪শ বর্ষ }	১৬ মাঘ, বাদুদেব, ৪২৬ গৌরাক ৩০ মাঘ, রবিবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৩/২/১৯৮৩	{ ১২শ সংখ্যা
------------	---	--------------

সান্ন্যাসাদং

শ্রীকৃষ্ণস্ততিঃ

[জড়াসন্ধ-কারারুদ্ধ-রাজগণ-ভাষিতা]

নমস্তে দেবদেবেশ প্রপন্নান্তিহরাবায় ।

প্রপন্নানু পাহি নঃ কৃষ্ণ নিবিবরণ নু ঘোরসংসৃতঃ ॥১॥

হে দেবদেবেশ ! শরণাগতহঃখহর, অবায়স্বরূপ, আপনাকে প্রণাম করিতেছি । হে শ্রীকৃষ্ণ, আমরা অতিশয় নিগৃহিতে আপনার শরণাগত হইতেছি, আপনি আমাদের ঘোর সংসার-বন্ধন হইতে পরিত্রাণ করুন ॥১॥

নৈনং নাথানুস্মরামো মাগধং মধুসূদন ।

অনুগ্রহে যন্তবতো রাজ্ঞাং রাজ্যচ্যুতিবিভো ॥২॥

হে প্রভো ! মধুসূদন, আমরা এই জরাসন্ধের উপর কোমরপ দোষারোপ করি না । যেহেতু, রাজগণের রাজ্যচ্যুতি আপনার অনুগ্রহত্বক্কেই বলিতে হইবে ॥২॥

রাজৈশ্বৰ্য্যমদোন্নত্বো ন ক্রোয়ো বিস্মতে নৃপঃ ।

তন্মার্যমোহিতোহনিত্যঃ মনুষ্যে সম্পদেহচলাঃ ॥৩॥

নৃপশিগণ রাজৈশ্বৰ্য্যবান্ধব মন্তব্যঃ নিবন্ধন উচ্ছ্বাসচিত্ত হইয়া স্বকীয়
কল্যাণমর্শ লাভ করিতে পারে না এবং আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া
অনিত্য ঐশ্বৰ্য্যসমূহকে স্থির বলিয়া নির্দারণ করিয়া থাকে ॥৩॥

মৃগতৃষ্ণাঃ যথা বালা মনুষ্য উদকাশয়ম্ ।

এবং বৈকারিকীং মায়ামযুক্তা বস্তু চক্ষতে ॥ ৪ ॥

অবুদগণ যেরূপ মরীচিকাকে জলাশয় বলিয়া নির্দারণ করে, সেইরূপ
অবিবেকিগণও বিকারগ্রস্তা মাখাকেই সদ্বস্তুরূপে দর্শন করিয়া থাকে ॥৪॥

বয়ং পুরা শ্রীমদনষ্টদৃষ্টয়ো

জিগীযয়াস্তা ইতরেতরস্পৃহঃ ।

দ্রষ্টুঃ প্রজাঃ স্বা অতিনিঘৃণাঃ প্রভো

মৃত্যুং পুরস্তাবিগণযা তুর্মনাঃ ॥ ৫ ॥

হে প্রভো, পূর্বকালে আমরা ঐশ্বৰ্য্যমদাক্ত এবং দুঃখভিমানযুক্ত হইয়া
সমুদয় মৃত্যুক্রপী আপনাকে গণনা না করিয়াই এই পৃথিবীর বিজয়-কামনায়
পরস্পর স্পর্ধাশীলতা ও অতিশয় নির্দয়তা সহকারে নিজ প্রজাগণকে বিনষ্ট
করিয়াছি ॥৫॥

ত এব কৃষ্ণাঃ গভীররংহসা

দুঃস্ববীৰ্য্যেণ বিচালিতাঃ শ্রিয়ঃ ।

কালেন ত্বয়া ভবতোহনুকম্পয়া

বিনষ্টদর্পাশ্চরণৌ স্মরামি তে ॥ ৬ ॥

হে কৃষ্ণ, সেই আমরা অল্প অলক্ষ্যগতি ও দুঃখভয়া প্রভাবযুক্ত কাল কর্তৃক
রাজ্যশ্রষ্ট এবং আপনার কৃপাবলে হতগর্ব্ব হইয়া শ্রীচরণযুগল স্মরণ
করিতেছি ॥৬॥

অথো ন রাজাং মৃগতৃষ্ণিক্রপিতং

দেহেম শব্দং পততা রুজাং ভুবা ।

উপাসিতব্যং স্পৃহয়ামহে বিভো

ক্রিয়াফলং প্রোত্য চ কর্ণরোচনম্ ॥ ৭ ॥

হে প্রভো, অতঃপর আমরা পুনরায় প্রতিরূপ ক্রীয়মান এবং রোগক্ষমূহের আকরস্বরূপ এই শরীরদ্বারা উপাসনীয় ও মরীচিকাতুল্য রাজত্ব কিম্বা যাহা কেবল শ্রবণ দ্বািত্রেই কণথযুগলের কচিজনক, তাদৃশ পারলৌকিক স্বর্গাদি সুখভোগ কামনা করি না ॥৭॥

তৎ নঃ সমাদিশো পায়ং যেন তে চরণাক্রম্যোঃ ।

স্মৃতির্বথা ন বিরমেদপি সংসরতামিহ ॥ ৮ ॥

অতএব এই সংসারে নানাযোনিসমূহে নিরন্তর ভ্রমণ-কালে আমাদের হৃদয় হইতে যাহাতে ভবদীঘ পাদপদ্মযুগলের স্মৃতি বিলুপ্ত না হয়, তাদৃশ উপায় নির্দেশ করুন ॥৮॥

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে ।

প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৯ ॥

হে প্রভো, আমরা প্রণতজননুঃখহর, গোবিন্দ, পরমাত্মস্বরূপ, বাসুদেব, শ্রীহরি এবং শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥৯॥

সজ্জন—অকৃত-দ্রোহ (২)

বৈষ্ণব—কৃপালু, হিংস নহে—অকৃত-দ্রোহ

ইতিপূর্বে আমরা সজ্জনের কৃপালুতার আদর্শ বর্ণন করিয়াছি । অবাস্তুর উদ্দেশ্য হৃদয়ে গোপনে পোষণ করিয়া জগতে লোকের নিকট বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইলে, তাদৃশ আচরণ কখনই তাহাকে কৃপালু বলিয়া নির্দেশ করিবে না ।

যিনি ষথার্থ হরি-বিমুখ বাহিরে লোকবঞ্চনার জন্ত বৈষ্ণব নামে আখ্যাত, তাহারও অন্তরে হিংসা নামী প্রবৃত্তি থাকা উচিত নহে । যিনি ষথার্থ বৈষ্ণব, তাহার নিজ-স্বভাবক্রমে অন্তরে বাহিরে হিংসা প্রবৃত্তি নাই । বৈষ্ণব-সজ্জন—কৃপালু । কৃপা যেরূপ মহত্বের ভূষণ, হিংসা সেরূপ কদর্যাত্মা । বৈষ্ণব অপরের প্রতি কৃপাবিশিষ্ট, কিন্তু হিংসা-বশে বিদ্রোহী নহেন । বিদ্রোহিতা বৈষ্ণবে দেখা গুলে, তাহাকে কৃপালু বলা যায় না । আবৃত সত্য পরোপকারের জন্ত প্রকাশিত হইলে, তাহা কৃপা বলিয়াই জানিতে হয় ; পরন্তু অপকার মানসে সত্যের আবরণে অসত্য প্রচার করিলে, ঐ কৃপাই হিংসা নামে অভিযুক্ত হয় । বৈষ্ণবের চাক্ষণটী গুণের দ্বিতীয় গুণ, অকৃত-দ্রোহিতা । বৈষ্ণবই জগতে একমাত্র অকৃত-দ্রোহ । তিনি পরের হিংসা করেন না ।

হিংসা দুই প্রকার, বিনোদী-দলনই অকৃতদ্রোহিতা

হিংসা দুই প্রকারে দেখা যায়। প্রকাশ্য ভাবে পরাংসার তত্ত্ব কায়-মনোবাক্যে যত্ন করিলে একপ্রকার হিংসা হয়। অপর প্রকার, জীবের প্রাণ নিহত বা বহিষ্কার করার সঙ্কে অন্যায্যকারী জীবকে প্রতিনিহত না করা হিংসা। বৈষ্ণব জীবকে অন্যায্যভাবে, কর্ম ও জ্ঞান আবরণ হইতে উন্মুক্ত হইয়া হরিসেবা করিতে বলেন, ইহাতে তাঁহার অকৃত-দ্রোহিতা জানা যায়। অবোধ অপরিণামদর্শী জীব মনে করেন—বৈষ্ণব অন্যায্যভাবে, কর্ম ও জ্ঞানীর বিবেচ্য করিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি কপালু বলিয়া অত্যন্ত দয়াপরবশ হইয়া জীবের কল্যাণ কামনা করেন,—হিংসা করেন না। যে বৈষ্ণব জীবের প্রতি করুণ হইয়া হরিসেবার উপদেশ করেন তিনি অকৃতদ্রোহ। বক্তৃত্তমো গুণের বাধা হইয়া যিনি অন্তরে হিংসা করেন তাঁহাকে সকলেই হিংসাপর অবৈষ্ণব বলিয়া জানেন। বৈষ্ণবের স্বভাবে এই দুই প্রকার হিংসা কখনই ঘনি পায় না।

মাছ-মাংস-ডিম্ব-শুক্র হিংসার অন্তর্গত

অহিংসাই পরম ধর্ম। পশু মাংস ভোজন-লোভে, মৎস্তের চর্ম-শাণিত ভোজন-বাসনায়, অণ্ডভক্ষণে কলণ ভোজন মানসে, আমরা নানাপ্রকার জীব-হিংসার অভিনয় জ্ঞাত আছি। ধর্মের আবরণে নানাপ্রকার কু-বুক্তির অবতারণায় হিংসা-বুদ্ধির সমর্থন করিতে কাহাকে কাহাকেও দোষেতে পাওয়া যায়। দুর্বল প্রাণীর প্রতি হিংসা, দুর্বল মানবের প্রতি অত্যাচার নীতি-শাস্ত্রের শাসনে নিরস্ত হয়। নীতি-বিরুদ্ধ কাণ্ডের নিবারণ কল্পে, সুসভ্য মানব-সমাজে নানাপ্রকার বিধি বিধান, আইন ও লৌকিক ধর্মশাস্ত্রসমূহ প্রচারিত হইয়াছে। জীব অস্বাভাবিক হইয়া স্বাভাব্যে এই নীতি অতিক্রম করেন; তাহাতে সমাজের অন্যায্য সন্দের অসুবিধা ঘটে। কঠিন উপায়ে হিংসা-বুদ্ধির প্রশমন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কেবল হরিসেবাপর হইলে জীব হিংসা-রহিত হইতে পারেন।

বৈষ্ণব-নীতি অহিংস, অবৈষ্ণব-নীতি হিংস

হিংসা করিলে অবৈষ্ণবের পাপ হয়। পাপ করিলে, শাসিত ব্যক্তি অশান্তি ভোগ করে; সুতরাং হিংসা করা অবৈষ্ণবের কর্তব্য নহে। বৈষ্ণব কাহারও প্রতি হিংসা করিতে পারেন না। যেকোন বস্তু, জী পুত্র প্রসবে অসমর্থ, যেকোন জল হইতে ছদ্ম পাওয়া যায় না, সেইরূপ বৈষ্ণবের (পক্ষ) হিংসা অসম্ভব। সমাজের কল্যাণের জন্য ধর্মশাস্ত্র এবং ন্যায়-পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে,

উপকার করিলে উপকার করিবে, হিংসা করিলে হিংসা করিবে—এভাবে দোষ নাট। কিন্তু উদার-মতি বৈষ্ণব বলেন, অবৈষ্ণব বৈষ্ণবের হিংসা করিলে, বৈষ্ণব উঠা নীরবে সহ্য করিবেন।

দ্বিধিজয়ী পণ্ডিতের প্রতি জীব গোস্বামীর অহিংস নীতি

যে-কালে দ্বিধিজয়ী পণ্ডিত নিজ পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় প্রমত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীসনাতনের নিকট জয়পত্র সংগ্রহ করিয়া বৈষ্ণব-দর্শনের হিংসা করিয়াছিলেন, তখন আদর্শ চরিত্র গোস্বামীদ্বয় অস্মান বদনে জয়পত্র লিখিয়া দেন; ইহাট পৈক্ষবের অকৃত-দ্রোহিতা। আবার যখন শ্রীকীর্ত্তী গোস্বামী নিজ গুরু-হিংসক বৈষ্ণব-দেবী প্রতিভা-সম্পন্ন পণ্ডিতের প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া নিজের অসামান্য অহিংসা-বৃত্তি দেখাইয়াছিলেন, তখন শ্রীজীবের কৃপার্দ্র-হৃদয় হিংসা-দোষে দুই হয় নাই।

রামচন্দ্র খাঁয়ের প্রতি হরিদাস ঠাকুরের অকৃত-দ্রোহিতা

যে-কালে রামচন্দ্র খাঁ নামক ধনী-বিপ্র শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রতি হিংসা করিতে গিয়া বারবনিতা প্রেরণে ক্রেশ দিতে প্রয়াস করিয়াছিল, সেকালে মহাত্মা হরিদাস ঠাকুর রামচন্দ্র খাঁর সমক্ষে কোন প্রতিহিংসা করেন নাই। ইহাই বৈষ্ণবের অকৃত-দ্রোহিতা।

শ্রীমন্নহাপ্রভু ও বাসুদেবের অহিংসা

জগাই মাধাইয়ের প্রতি ভগবানের অমুকম্পা, বারবনিতার প্রতি হরিদাস ঠাকুরের দয়া, সার্বভৌমের প্রতি গৌরহরির কৃপালুতায় কোন প্রকার হিংসা নাই। বাসুদেবের সমস্ত পুণিবীর পাপের ক্ষমতা নিজে শাস্তি গ্রহণ, খুঁটের ক্রুদে হিংসিত হইবার পরেও বিদ্রোহীর প্রতি দয়া প্রভৃতি হরিজনের অহিংসা নাম্নী চিত্তবৃত্তির পরিচায়ক। শ্রীগৌরসুন্দর এই জগাই বলিয়াছিলেন “ওরোরপি সহিযুনা।”

তরু-সম সহিযুতা বৈষ্ণব করিবে।

ভৎসন! তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে ॥

কাটিলেই তরু যেন কিছু না বলয়।

সুকাইয়া মরে, তবু জল না মাগয় ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১৭২৭-২৮)

যেই যে মাগয়ে, তাবে দেয় আপন ধন।

বর্ষ্য-বৃষ্টি সহ্যে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০২৪)

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

সাধু-বৃত্তি

(পূর্ব-প্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৮৮ পৃষ্ঠার পর)

কমা করা কর্তব্য; দয়াও অধ্যাবশ্যক (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৩২১১, ২৩৫; শ্রীচৈঃ ভাঃ, অাঃ ১৩১৮২),—

‘ভক্ত-স্বভাব,—অঙ্গ-দোষ কমা’ নরো।’

‘দীনে দয়া করে,—এই সাধু-স্বভাব হয়।’

প্রভু বোলে,—“বিপ্রা সং দত্ত পরিতরি’।

ভক্ত গিয়া কৃষ্ণ, সর্বভূতে দয়া করি’ ॥”

আচার ও প্রচার একান্ত কর্তব্য এবং
বৈষ্ণবে মর্যাদা-দান করিবে

আচার-প্রচারে যত্ন করা কর্তব্য (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৪১০০),—

‘আচার’, ‘প্রচার’—নামের করহ ‘দুই’ কাহা।

তুমি—সকলজর, তুমি—ভগবতের আরাধ্য ॥

মর্যাদা পালন করা কর্তব্য (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৪১৩০),—

তথাপি ভক্ত-স্বভাব,—মর্যাদা-রক্ষণ।

মর্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥

বৈষ্ণবদেহে অপ্রাকৃত-বুদ্ধি করা প্রয়োজন (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৪১৯১),—

প্রভু কহে—“বৈষ্ণব দেহ ‘প্রাকৃত’ কভু নয়।

‘অপ্রাকৃত’ দেহ ভজ্যেব ‘চিদানন্দময়’ ॥”

সকলেরই বিষয়-ব্যাপার, প্রতিষ্ঠা, গ্রাম্যকথা পরিত্যাগ
করিয়া নিশ্চিন্তে হরিলেবা কর্তব্য

গৃহ-ব্যাপার ও বিষয়-ব্যাপার শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া নির্জল ভজনের
আবশ্যকতা (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৪১২-১৪২১৬),—

এক বৎসর কামগোসাঞির গোড়ে বিলম্ব হইল।

কুটুম্বের ‘স্থিতি’ অর্থ বিতাগ করি’ দিল ॥

গোড়ে যে অর্থ ছিল, তা’গা আনাটলা।

কুটুম্ব ব্রাহ্মণ, দেবালয়ে বাঁটি’ দিলা ॥

সব মনঃকথা গোসাঞি করি’ নির্বৃত্তণ।

নিশ্চিন্ত হঞা শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন ॥

প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগ করা আবশ্যক (খ্রীষ্টঃ চঃ, অঃ ৫:৭৮),—

মহানুভবের এষ্ট মত 'স্বভাব' মত ।

আপনার গুণ নাহি আপনে কহয় ॥

গ্রাম্য-কাব্যে অশ্রদ্ধা করা আবশ্যক (খ্রীষ্টঃ চঃ, অঃ ৫:১০৭),—

গ্রাম্য-কবির কবিত্ব শুনিলে হয় 'হুঃখ' ।

বিদগ্ধ-আজ্ঞীয়-বাক্য শুনিলে হয় 'সুখ' ॥

গুরুর অবজ্ঞা, বিদ্যা-গর্ব, দ্বিগ্নিজয়াদি ত্যাগ করিবে

গুরুর অবজ্ঞা করা অপরাধ (খ্রীষ্টঃ চঃ, অঃ ৮:২৭),—

গুরু উপেক্ষা কৈলে, ঐহ ফল হয় ।

ক্রমে ঈশ্বর পর্যন্ত অপবাধে ঠেকয় ॥

মুমুক্ততা ও বিদ্যাগর্ব ত্যাগ করা উচিত (খ্রীষ্টঃ চঃ, অঃ ২৩:১০২-১১০)

রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিয়া ।

মহাপ্রভু অধিক তাঁবে কৃপা না করিয়া ॥

'অন্তরে মুমুকু তৈহো, বিদ্যা গর্ববান্' ।

কৈন্য নিত্যন্ত আবশ্যক (খ্রীষ্টঃ চঃ, অঃ ২:০২৮),—

প্রেমের স্বভাব, যাকি প্রেমের সংস্কার ।

সেই মানে,—'কৃষ্ণের হোর নাহি ডক্টিগন্ধ' ।

জয়-বাগনা ত্যাগ করা উচিত (খ্রীষ্টঃ ভাঃ, অঃ ১৩:১৭৩),—

দ্বিগ্নিজয় করিব—বিদ্যার কার্য্য নহে ।

ঈশ্বরে ভজিলে, সেট বিদ্যা 'সত্য' কহে ॥

ভক্তের সর্বজীবে আত্মীয়তা-বোধ, ভক্তিপথে দৃঢ়নিষ্ঠা

ও শত্রুরও মঙ্গল-কামনা

একেশ্বর-বুদ্ধি ও সর্বজীবে আত্মীয় বোধ করা আবশ্যক (খ্রীষ্টঃ ভাঃ
অঃ ১৬:৭৬-৭৮, ৮:০৮১),—

'শুন, বাপ, সবারই একই ঈশ্বর ।'

* * * * *

নাম-মাত্র ভেদ করে চিন্দুয়ে ববলে ।

পরমার্থে 'এক কহে কোরাণে পুরাণে ॥

এক শুদ্ধ নিত্য-বস্তু অবশু-অবায় ।

পরিপূর্ণ হঞা বৈসে সবার হৃদয় ॥

সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে ।

বলেন সকলে যাত্রা-নিজ-শাস্ত্র মতে ॥

যে ঈশ্বর, সে পুনঃ সবার ভাব লয় ।

হিংসা করিলেই সে, তাহান হিংসা হয় ॥

সর্বদা ভক্তিপথে দৃঢ় হওয়া চাই (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৪),—

খণ্ড খণ্ড হই' দেহ, যায় যদি প্রাণ ।

তবু আমি বদনে না জাড়ি হরিনাম ॥

শত্রুর প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিবে (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।১১৩),—

এ-সব জীবেরে কৃষ্ণ ! করহ প্রসাদ ।

মে'ব দ্রোহে নই এ-সবার অপরাধ ॥

দান্তিকতা প্রতিষ্ঠাশা এবং বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি পরিত্যাজ্য

দান্তিক-লক্ষণ যে প্রতিষ্ঠাশা ও কপট তাহা অবশ্য ত্যাগ করিবে (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২২৮-২২৯),—

বড় লোক করি' লোক জানুক আমারে ।

আপনারে প্রকটাই ধর্ম-কর্ম করে ।

এ-সকল দান্তিকের ক্রোধে প্রীতি নাই ।

অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই ॥

পরমার্থ-বিষয়ে জাতিবুদ্ধি পরিত্যাগ করা আবশ্যিক (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৩৮-২৩৯),—

‘অধম-কুলেতে যদি বিমুক্ত হই ।

তথাপি সে-ই সে পূজ্য’—সর্বশাস্ত্রে কয় ॥

উত্তম কুলেতে জন্মি' শ্রীকৃষ্ণে না ভজে ।

কূলে তার কি করিবে, নরকেতে যজে ॥

উচ্চ-সংকীর্ণন-মাহাত্ম্য

উচ্চ-সংকীর্ণন-প্রিয়তা (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৮৪-২৮৬),—

অপকর্ষা হৈতে উচ্চ-সংকীর্ণনকারী ।

শত্রু-গুণ অধিক সে পুরাণেতে ধরি ॥

শুন বিপ্র ! মন দিয়া ইহার কারণ ।

অপি' আপনারে সবে করয়ে পোষণ ॥

উচ্চ করি' করিণে গোবিন্দ-সংকীর্ণন ।

জন্তুমাত্র গুণিএই পায় বিমোচন ॥

ভার-বাহিত্র পর-হিংসা ও সেবা পরাধ পরিবৰ্জনীয়

কেবল শাস্ত্রবাক্য গর্দভের ন্যায় বহন না করিয়া তাহার তাৎপর্য জানিবে (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৫৮).—

শাস্ত্রের না জানে মর্খ, অধা'ননা করে ।

গর্দভের প্রায় যেন শস্ত্র বহি' মরে ॥

পরহিংসা ত্যাগ করা উচিত (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১।২৪০),—

ভক্তিহীন-কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায় ।

সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন পরহিংসা যায় ॥

সেবা পরাধ ত্যাগ করা কর্তব্য (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৫।১২১),—

সেবা-বিগ্রহেণ প্রতি অনাদর যা'র ।

বিজ্ঞানে অপরাধ সর্বথা তাকার ॥

অন্তরনিষ্ঠ ও নিরহঙ্কারী ব্যক্তি বৈষ্ণব-পদবাচ্য

অন্তরে বৈষ্ণবতা ও বাহ্যে বিষয় থাকিলে মহাশয় ভক্তমধ্যে গণিত হ'ন ।
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৭।২২, ৩৮),—

বিষয়ীর প্রায় তাঁর পতিচ্ছদ-সব ।

চিনিতে না পারে কেহ তি'হো যে বৈষ্ণব ।

আদিয়া রহিল নবদীপে গুরুরূপে ।

পরম ভোগীর প্রায় সর্বলোকে দেখে ॥

বিজ্ঞাদির অহঙ্কার না করা উচিত (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২৩৪).—

কি করিবে বিজ্ঞা, স্বা, রূপ, যশ, কুলে ।

অহঙ্কার বাড়ি' সব পড়য়ে নির্মূল্যে ॥

পাঁচমিলালী মতবাদ, পক্ষপাত-দোষ, পাপাচরণ ও বিষয়-

মদাস্কতা—বৈষ্ণবতার পরিপন্থী

বৈষ্ণবতায় একমত থাকা উচিত। লোকাপেক্ষা করিয়া নানাস্থানে নানা মতে মত দেওয়া উচিত নয় । (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১৮৫, ১৮৮, ১৯২),—

ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, তৃণে জাঠি ম'রে ।

ও খড়-জাঠিয়া বেটা না দোষে বেটা ॥

প্রভু বলে,—“ও বেটা যখন যেথা যায় ।

সেই মতে কথা কহি' তথায় দিশায় ॥

ভক্তি-স্থানে উহার হইল অপরাধ

এতেকে উহার হইল দরশন-বাধ ॥

বৈষ্ণবের মতো পরম্পর পক্ষপাতের দোষ (শ্রীটীঃ ভাঃ মঃ ১৩।১৬০),—

যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয় ।

অন্ত বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সেই যায় ক্ষয় ॥

শ্রীহরিনাম-গ্রহণের পর আর পাপ করিবে না (শ্রীটীঃ ভাঃ মঃ ১৩।২২৫),—

প্রভু বলে,—“তোরা আর না করিস পাপ” ।

জগাই-মধাই বলে,—“আর নারে বাপ” ॥

বিধি-নিষেধের অতীত থাকা উচিত (শ্রীটীঃ ভাঃ মঃ ১৬।২৪৪, ১৪৭),—

যত বিধি, নিষেধ—সকলই ভক্তি-দাস ।

উচ্চাতে যাহার দুঃখ, সেই যায় নাশ ॥

বিষয়-মদাক্ত সব এ মর্শ্ব না জানে ।

অত-ধন-কুলমদে বৈষ্ণব না চিনে ॥

পাষণ্ডী ও অভক্ত-সঙ্গ সর্বথা পরিত্যাজ্য

সর্বদা পাষণ্ডীর সম্ভাষণ হইতে বিরত থাকা উচিত (শ্রীটীঃ ভাঃ মঃ ১৭।১২),—

নগরে হইল কিবা পাষণ্ডি-সম্ভাষ ।

এই বা কারণে নহে প্রেম-পরকাশ ॥

অভক্ত-সহকৃতাগ করা নিতান্ত কর্তব্য, শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর বাক্য—
(শ্রীটীঃ ভাঃ ১২।১৭৫),—

যদি মোর পুত্র হয়, হয় বা কিঙ্কর ।

‘বৈষ্ণবাপরাধী’ মুক্তি না দেখো গোচর ॥

বিষুভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠত্ব এবং ধর্মধ্বজীর

কাল্পনিক অবতার

অন্য ভক্ত-কর্মাদির সহিত ভক্তির তুলনা নাই (শ্রীটীঃ ভাঃ মঃ ২৩।৫৪),—

প্রভু বলে,—“ভগঃ করি’ না করহ বলা ।

বিষুভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ জানহ কেবল ॥”

ধর্মধ্বজী শুণ্ড ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে সময়ে সময়ে অবতার বলিয়া
প্রচার করত নিজের অভিমান বৃদ্ধি করে । সে-সকল লোক হইতে সাবধানে
থাকা কর্তব্য । (শ্রীটীঃ ভাঃ অঃ ১৭।৮২-৮৩),—

মধো মধো মাত্র কত পাপিগণ গিয়া ।

লোক মষ্ট করে আপনাদের লণ্ডয়াইয়া ॥

উদয়-ভরণ লাগি’ পাপিষ্ঠ সকলে ।

‘রঘুনাথ’ করি’ আপনারে কেহ বলে ॥

নিষ্কপট ও নিষ্পাপ জীবন-যাপনপূর্বক শ্রীনাট্যশ্রেণী সর্বার্থসিদ্ধি

ভক্তগণ নিষ্কপটে, নিষ্পাপে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে করিতে নিরন্তর
নামাশ্রয় করিবেন। ইহা আপক্ষা আর বড় ধর্ম নাই (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ
১৪:১৩৯-১৪০),—

অতএব কশিযুগে নাম-যজ্ঞ নার।

আর কোন ধর্ম কৈলে নাহি হয় পার ॥

বাক্তি-দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।

তাহার যতিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥

পূর্বাপর বিচারপূর্বক সাধুদিগের স্বাভাবিক গুণ ও জীবিক-বৃত্তি
অবলম্বন করিয়া মানবের করিভজন করা প্রয়োজন। সদ্বৃত্তি-অবলম্বনে
যেজন হুদা ভক্তির আনুকূল্য হয়, সেজন আর কিছুতেই হয় না।

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পুস্তকপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪০২ পৃষ্ঠার পর)

শাকুনির পুত্র ব্রহ্মসুর

একটি পুরাতন ইতিহাস বহিয়াছে যে—মহাদেব একসময়ে শাকুনি-অসুরের
পুত্র ব্রহ্মসুর নামক এক অসুরকে বরদান করিয়া অত্যন্ত সঙ্কটে গতিত
হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মসুর একদিন পথে শ্রীনারদকে দেখিতে পাঠিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—
এই তিন দেবতার মধ্যে কে শীঘ্র সঙ্কট হন, ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইনারদ
বলিলেন যে,—শঙ্করের আরাধনা কর; তিনি সামাজ্য গুণে শীঘ্রই সঙ্কট হইয়া
থাকেন। আবার অল্পদোষে তৎক্ষণাৎ সঙ্কট হইয়া থাকেন। রাক্ষস-বাবণ ও
বাণাসুর স্তবকারী বন্দীর মত এই দুইজনকে স্তুতি করিলে পর শিব ত্বরিত হইয়া
তাহাদিগকে অতুল ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছিলেন। তাহার ফলে বাবণ হইতে
নিজধাম কৈলাস উৎপাটনরূপ ও বাণাসুর হইতে তাহার পুণীক্ষকরূপ মহা-
সঙ্কটই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীনারদেন এই কথা শুনিয়া সেট বৃকাস্বর কৈদারক্ষেত্রে নিজগাত্র হইতে মাংস গ্রহণপূর্বক তদ্বারা মহাদেবের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করত শিবের আরাধনা করিতে লাগিল। তদয়দিন এইভাবে আরাধনা করিয়াও শিবের দর্শন না পাইয়া মগ্ধ দিবসে ঐ অস্থর কৈদারতীর্থের ভালে স্থান করিয়া তীর্থক্ষেত্রে অভিমুখ কেশযুক্ত নিজের মস্তক খড়্গদ্বারা ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে পর, তৎক্ষণাৎ পরমকারুণিক সর্বজ্ঞ শঙ্কর যজ্ঞানল হইতে সাফাৎ অগ্নির ন্যায় উথিত হইয়া নিজের হস্তদ্বারা উহয় হস্ত বারম্ভপূর্বক তাহাকে শিরচ্ছেদ-চেষ্টা হইতে রক্ষা করিলেন। তদীয় স্পর্শ লাভে অস্থর পুনরাধঃপরিপূর্ণ কলেবর হইয়া উঠিল।

শঙ্কর বলিলেন,—ওহে বৎস! শিরচ্ছেদের প্রয়োজন নাই, অতীষ্ট বর প্রার্থনা কর। যাহা চাচ্ছিলে তাহাই আমি প্রদান করিব। তখন পাপাত্মা অস্থর সমস্ত প্রার্থীর ভয়াবহ বর প্রার্থনা করিয়া বসিল। সে বলিল,—‘আমি যাহার মস্তকে হস্ত প্রদান করিব, সেট ব্যক্তি যেন মৃত্যুমুখে পতিত হয়।’ বাক্যবদ্ধ ভগবান্ শঙ্কর তুঃখিতচিত্তে ‘ওহাস্ত’ বলিয়া তাহাকে সেট বচনই প্রদান করিলেন। তখন অস্থর বরের সত্যতা পরীক্ষার্থ মহাদেবের মস্তকেই হস্ত প্রদানে উদ্রুত হইলে তিনি উর্দ্ধমুখে পলায়ন করিলেন। ঐ অস্থরও শিবের পাছে পাছে ধাবিত হইলে, তিনি ক্রমে ক্রমে পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ অবশেষে ব্রহ্মলোক পর্যাস্ত গমন করিলেন। কেহই তাহাকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না।

তখন শিব বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন। সর্বদুঃখহারী শ্রীহরি দূর হইতেই শিবকে তাদৃশ সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া যোগমায়ার বলে ব্রহ্মচারিবশে অস্থরের সম্মুখে আসিয়া তাহাকে শিব্রের ন্যায় শরণাপূর্বক বলিতে লাগিলেন, তে শকুনি-নন্দন, আপনাকে অত্যন্ত শ্রান্ত বোধ হইতেছে। কিঞ্চিৎ আপনি এতদূর আসিয়াছেন বলুন এবং ক্ষণকাল এটস্থানে বিশ্রাম করুন। আপনাদের কার্য্য আমাদের শ্রবণের যোগ্য হইলে তাহা আমরা বলুন।

ব্রহ্মচারিবংশী ভগবানের স্তম্ভুর বাক্যে মোহিত বৃকাস্বর ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া যথাক্রমে সমস্ত কথা বর্ণন করিল। তখন ভগবান্ বলিলেন,—যিনি দক্ষপ্রজাপতির শাপে পিশাচ-বৃত্তি লাভ করিয়া কেবলমাত্র প্রেতগণ ও পিশাচ-গণেরই আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরা তাঁহার বাক্যে শ্রদ্ধা করি না। তুমি যদি তাঁহার বাক্য বিশ্বাস কর, তবে তোমার নিজ মস্তকে হস্ত প্রদান

করিলেই ত মতা মিথ্যা বৃদ্ধিতে পারিবে। যদি তাঁহার বর মিথ্যা হয় তবে একুপ মিথ্যা বরদাতাকে বিনাশ কর।

ভগবানের এইরূপ স্মধুর বাক্যে বরতত্ত্ব-বিশ্বৃত সেই অসুর নিজ-মস্তকে হস্ত প্রদান করিবামাত্র ব্রজাহতের জ্বায় বিদীর্ণ মস্তকে তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইল। দুরাচার বৃকাসুর নিহত হইলে-পর দেব, ঋষি ও গন্ধর্বগণ সকলে জয়ধ্বনি সহ পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং শিবও লঙ্কট-মুক্ত হইয়াছিলেন। তখন শ্রীহরি লঙ্কটমুক্ত শঙ্করকে বলিলেন,—‘হে জগদ্ভরো মহাদেব, এই দুই অসুর নিজপাপে বিনষ্ট হইয়াছে। মহাজনের প্রতি অপরাধ করিয়া কেহই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না।’ উক্ত বৃক‘সুরের আখ্যায়িকা দ্বারাও প্রতীতি হইতেছে যে, শ্রীহরিই একমাত্র সর্বমঙ্গলময়, বিশুদ্ধ-সত্ত্ব, সর্ববরণ্য এবং সর্বশক্তিমান। অন্যদেবভাগগ তাঁহার শক্তিতেই শক্তিশালী হইয়া থাকেন।

ভৃগুমুনির পরীক্ষাও বিষ্ণুর উৎকর্ষ

একসময়ে ঋষিগণের মধ্যে ‘কোন দেবতা শ্রেষ্ঠ’—এই বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে ভৃগুমুনির পরীক্ষাও বিষ্ণুরই উৎকর্ষ নির্ণীত হইয়াছে। এস্থলে নিম্নে সেই উপাখ্যান বর্ণিত হইতেছে,—

পূর্বকালে সরস্বতী-তীরে যজ্ঞাহুষ্ঠানরত মুনিগণের মধ্যে সর্কদেববরণ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হইলে তাঁহারা ব্রহ্মার পুত্র ভৃগুমুনিকে উহা নির্ণয়ার্থ প্রেরণ করেন। ভৃগু প্রথম ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রভাব পরীক্ষার্থ প্রণাম বা ক্ষুদ্রবাদি না করাতে ব্রহ্মা ভৃগুর প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। পরে পুত্রের প্রতি সজ্ঞাত ক্রোধকে নিজেই সঘরণ করিলেন। ভৃগু তথা হইতে কৈলাসধামে গমন করিলেন। মহেশ্বর তখন স্বীয় আসন হইতে উত্থিত হইয়া ভ্রাতাকে আশির্জন করিতে উত্থত হইলে “তুমি অতিশয় উন্মার্গগামী”—এই কথা বলিয়া ভৃগু সরিয়া দাঁড়াইলেন। মহাদেব তাতাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিশূলদ্বারা ভৃগুকে বধ করিতে প্ররত হইলে পার্বতী গিবের চরণে পতিতা হইয়া বিনয়-বাক্যে তাঁহাকে শান্ত করিলেন।

তদনন্তর ভৃগুমুনি বৈকুণ্ঠে শ্রীহরির সমীপে গমন করিয়া লক্ষ্মীদেবীর ক্রোড়-দেশে শয়ান ভগবান্ শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। তখন সাধুজন-শরণ শ্রীহরি লক্ষ্মীদেবীর সহিত উত্থিত হইয়া অবনত মস্তকে ঋষিকে প্রণাম-পূর্বক বলিলেন,—‘হে মুনিবর আমরা আপনার আগমন না জানাতে যে

অপরাধ হইয়াছে তাহা ক্ষমা করুন এবং পাদোদকদানে আমাদিগকে পবিত্র করুন। আমি আপনার পাদস্পর্শে নিষ্পাপ হইলাম। আজ হইতে আপনার এই শ্রীচরণচিহ্ন নিত্যই আমার বক্ষে বিরাজিত থাকিবেন।

ভৃগুমুনি ভগবানের ভাবগম্যের বচনে আনন্দ ও মস্তোষ লাভ করিয়া অশ্রু-পূর্ণ লোচনে ভক্তি-বিম্বলচিত্তে মৌনাবলম্বনপূর্বক তথ্য হইতে যজ্ঞস্থানে কিরিয়া আগিয়া ব্রহ্মবাদী মুনিগণের নিকট সমস্ত বর্ণন করিলেন। তৎপ্রবণে সকলে বিস্মিত ও সন্দেহযুক্ত হইয়া ক্ষমাগুণাধার বিদ্বৎসম্মত ও অদোষদর্শী বিষ্ণুকেই শ্রেষ্ঠরূপে নির্ণয় করিয়া তাঁহার আরাধনার দ্বারা মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

এই ভৃগুমুনির পরীক্ষায়ও ব্রহ্মার রজোগুণাধিকা, মহেশ্বরের তমোগুণাধিক্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর প্রতি কাযিক পদাধাতরূপ অপরাধ করিয়াও ক্ষমাগুণ-বারিষি বিষ্ণু হইতে ক্ষমা লাভ করিলেন দেখিয়া বিষ্ণুর সত্ত্বগুণের অতীত বিদ্বৎ সত্ত্ব বলিয়া নিকপিত হইল। যিনি হাঁহার ভজন করেন তাঁহার গুণাদি প্রাপ্ত হন। কাজেই অন্য দেবতার ভজনে রাগ-দ্বৈষাদি সেই সেই দেবতার গুণ ভক্তের লাভ হইয়া থাকে। তাহার ফলে সংসার-বন্ধনরূপ জন্ম-মরণ-জাঘ লাগিয়াই থাকে। বিষ্ণুভক্তির ফলে রজস্তমোগুণের ধর্ম্ম রাগ-দ্বৈষাদিশূন্য হইয়া ক্রমে ক্রমে শুভ ও বিদ্বৎ সত্ত্বই হইয়া যান।

এই জগতেও দেখা যায়—যে যাহাকে চিন্তা করে, সে তাহাকে সম্যকভাবে প্রাপ্ত হয়। একটা কুমারীপোকা দ্বারা একটা তৈলপায়ী (আরসোলা) দ্বৃত হইলে ঐ তৈলপায়ী মুহূর্ত্তর হেতু সর্ষদ। কুমারীপোকার চিন্তা করিতে করিতে কিছুদিন পরে সেও যেমন কুমারীপোকার আকৃতি লাভ করে। সেইরূপ বিদ্বৎ সত্ত্ব ভগবচ্চিন্তা দ্বারা ভক্তের বিদ্বৎ সত্ত্ব লাভ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই নিমিত্তই মহাজনগণ এবং বেদ, পুরাণাদি সকলে সর্বত্র হরিভক্তিরই বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অন্যের বক্তব্য সম্বন্ধে কি কথা! মানবগণ যে-সকল দেবতার পূজা করেন ব্রতানুষ্ঠানের ভয়ে ভীত সেই সকল দেবতাপুঞ্জই হরিভক্তির বৈশিষ্ট্য ভগবৎ-স্তুতি-মুখে বর্ণন করিয়াছেন।

ত্রিজগৎত্রাসকারী ব্রহ্মান্বরের ইতিবৃত্ত

এক সময়ে ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভে ঐর্ষ্যামদযুক্ত দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণ-পরিবৃত্ত সভামধ্যে গুলনানন্দিনী শচীর সহিত রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। গন্ধর্ব্ব, অঙ্গরা ও বিভ্রাধরগণ রাজসম্মান প্রদর্শনপূর্বক স্তব-স্তুতি ও বন্দনা-গান

করিতেছিলেন। এমন সময় দেবগুরু বৃহস্পতি সন্ধ্যামধ্যে উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ যেন তাঁহাকে দেখিয়াও দেখেন নাই একপ ভাব প্রকাশ করিয়া বৃহস্পতির কোনরূপ অত্যাচারাদি করিলেন না। তখন ঐশ্বর্য্যভিমानी ইন্দ্রের সভা হইতে বাহির হইয়া বৃহস্পতি দেবগণেরও অগোচরভাবে অন্তর্হিত হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে ইন্দ্রের বিবেকোদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন—তাইতো গুরুভাগ্যী আমাদের এখন উপায় কি? এদিকে বৃহস্পতির অসুস্থস্বাস্থ্য-সংবাদ জানিতে পারিয়া যজ্ঞার্থে আগমনকারী অশুরগণের বাণে ইন্দ্রাদি দেবগণ ক্ষত-বিক্ষত ও নিকৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। তখন ব্রহ্মার উপদেশে ষাদশাদিত্যের অন্যতম ‘স্বষ্টা’ প্রজাপতির পুত্র দৈত্যাক্ষা ‘রচনার’ গর্ভজাত সর্ববেদজ্ঞ মহাতপা বিশ্বরূপকেই পৌরহিত্যে বরণ করেন। এবং বিশ্বরূপ হইতে ইন্দ্র, নারায়ণ-কবচরূপ বৈষ্ণবী বিজালাভ করিয়া অশুরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

এই বিশ্বরূপের পিতৃকুল দেবগণ হইলেও অশুরগণ মাতামহ-কুল বলিয়া যজ্ঞাদি সময়ে মাতার অহরোধে গোপনে অশুরগণকেও যজ্ঞভাগ প্রদান করিতেন। দেবরাজ ইচ্ছা তাহা জানিতে পারিয়া অসুর-ভয়ে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিশ্বরূপের মস্তক ছেদন করিলেন। বাসব লাম্বর্ধবান্ হইলেও একটি বৎসর ঐ ব্রহ্মহত্যা পাপজন্তু অতীব ক্লেশভোগ করিয়া ভূমি, জল, বৃক্ষ ও স্ত্রীলোক—এই চারিস্থানে ঐ পাপ বটন করিয়া দিয়া নিজেকে অব্যাহতি লাভ করেন।

হতপুত্র ‘স্বষ্টা’ প্রজাপতি তখন ইন্দ্রের নিধনার্থে তদীয শত্রুর উৎপত্তি কামনায় অভিচার যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ‘ইন্দ্রশত্রো বিবর্জ্জয়’ এই মন্ত্রে আহুতি দান সময়ে যজ্ঞোচ্চরণের স্বরদোষে যজ্ঞাগ্নি হইতে ইন্দ্রের হস্তার উৎপত্তি না হইয়া ইন্দ্রহস্তে বধযোগ্য বোরদর্শন, কৃতান্ততুল্য এক অশুর সহসা উৎপন্ন হইল। একটি বাণ নিক্ষেপ করিলে যতদূর স্থান অতিক্রম করে, ততদূর পরিমাণে তাহার শরীর প্রত্যাহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সমস্ত দেবতাগণ ভীত হইলেন।

ভয়ঙ্কর দেখ এই অশুর তমোগুণের দ্বারা লোকসমূহকে আবৃত করায় বৃত্র নামে খ্যাত হইয়াছিল। বৃত্রাসুরের বধার্থ সমস্ত দেবগণ নিজ নিজ অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ঐ অশুর সমস্তই গ্রাস করিয়া

ফেলিল। তদর্শনে বিস্মিত ও ভয়ত্রস্ত দেবতাবৃন্দ ভগবান্ নারায়ণের জ্বব করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“যিনি পঞ্চভূতাত্মক ত্রিজগতের স্রষ্টা, ত্র্যক্ষাদি লোকপালগণেরও সৈন্য এবং সর্বসংহারক কালেরও ভয়স্বরূপ—আমরা সকলে সেই ভগবানেরই শরণাগত হইলাম।” তৎপর আবার বলিতেছেন। যথা—(ভাঃ ৬।৯।২২)।

অবিম্ভতং তং পরিপূর্ণকামং, স্বেনৈব লাভেন সমং প্রাপ্যন্তম্ ।

বিনোপসর্পতাপরং হি বালিশ, খলাতুলেনাতিততিতর্কি সিদ্ধম্ ॥

অর্থাৎ, যিনি নিরঙ্কর বা কোতুলশূন্য, রাগ-দেহাদি বৈষম্যভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জিত, স্বকীয় পরমানন্দলাভেই নিরন্তর পরিপূর্ণকাম এবং সকল জীবের প্রতি সমভাবে পন্নরূপে বিরাজিত, অহো! তাদৃশ পরম দেবতার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া দেবতাস্তর বা কর্ম-জ্ঞানযোগাদির যে আশ্রয় গ্রহণ করে সেই মহামূর্খ কুকুরপুচ্ছ অবলম্বনে সমুদ্রতরণের প্রয়াসের লায় নিশ্চয়ই দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হয়—ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পদ্মপুরাণেও যথা—

যথা ব্রহ্মা শুনঃ পুচ্ছং তর্কুমিচ্ছেৎ সরিৎপতিম্ ।

তথা তাক্কা হরিং সেবামন্তোপাসনয়া জ্বম্ ॥

অজলোক যেক্রপ কুকুরের পুচ্ছ ধারণ করিয়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে তক্রপ একমাত্র সেবা শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া তদীয় বহিঃস্বা শক্তি যে কোন দেবীর ও ভগবদ্বিভিন্নাংশরূপ তটস্থা শক্তি জীবের এবং তদপেক্ষা তিক্ষিদ্ উৎকৃষ্ট দেবতাগণের অর্চনাবিরূপ উপাসনাদ্বারা তুর্কুক্ষিগণ সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে। কুকুরের পুচ্ছ অবলম্বন করিয়া যেক্রপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায় না পরন্তু তাহাতে নিমজ্জিত হইতে হয়, তক্রপ অন্তদেবতা-শ্রয়ে পুনঃ পুনঃ সংসার বন্ধন-দুঃখ ভোগ করিতেই হয়, তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ ঘটে না। সুতরাং শ্রীহরিই একমাত্র ভজনীয়, অন্ত কেহ নহেন। সেই জন্তই উক্ত পদ্মপুরাণে সদাশিব শ্রীনারদকেও তাহাই উপদেশ করিয়াছেন যথা—

ভূতেন সর্বলোকানাং নারাধ্যো বৈ হরিং বিনা ।

ভবার্ণবচ্ছিন্ন কোহপি সর্বকামদকামদঃ ॥

হে নারদ! এজগতে সকল লোকের পক্ষেই শ্রীহরি ভিন্ন অপর কেহই আরাধ্য দেবতা নহেন, ইহা নিশ্চিত জানিবে। ভগবান্ শ্রীহরিই জীবের একমাত্র ভাবার্ণব-ত্ৰাতা। তদ্বিন্ন অপর কেহই পরম মুক্তিদানে সমর্থ নহেন। যেহেতু তিনি সমস্ত ভোগবরদাতা দেবগণেরও অভীষ্ট বরদাতা। (ক্রমশঃ)

শ্রী গীতার মঙ্গলবাণী

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৯৩ পৃষ্ঠার পর)

[সপ্তম অধ্যায়]

(শ্লোক-সংখ্যা : ১—৩)

কহিলেন ভগবান্

ভক্ত ধনঞ্জয়ে ।

সমগ্র জ্ঞানের কথা

প্রভুর বিষয়ে ॥১॥

হইলে সমগ্র জ্ঞান

প্রভুর কৃপাতে ।

জানা যায় সবকিছু

এ মহাভারতে ॥২॥

হাজারে হাজারে জীব

চলে নানা স্তরে ।

কতিপয় ভাগ্যবান্

সিদ্ধি লাভ করে ॥৩॥

তাহাদের মধ্যে কেহ

লভে ভগবান্ ।

দেখা যায় পূর্ণজ্যোতি

বড় ভাগ্যবান্ ॥৪॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৪—৭)

মন বুদ্ধি অহঙ্কার

আকাশ ধরিত্রী ।

অগ্নি বায়ু বারি মিলি

অপরা প্রকৃতি ॥৫॥

পরা ও অপরা মিলি

করে সৃষ্টিকার্য্য ।

সৃষ্টির মূলেতে পরা

তাহা অনিবার্য্য ॥৬॥

মনিমালা শোভিতেছে

ঈশ্বরের গলে ।

মালাতে গ্রথিত সব

মালা ঝলমলে ॥৭॥

অশান্ত হইলে ধরা

মালা গ্রহিচ্যুত ।

সৃষ্টি হয় নব-ধরা

নববিধিযুক্ত ॥৮॥

ত্রিভুবনে তিনি ছাড়া

শ্রেয়ঃ কিছু নাই ।

আলয়-প্রলয় তিনি

প্রণাম জানাই ॥৯॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৮—১১)

পবিত্র সুগন্ধ তিনি

করেন প্রদান ।

চন্দ্র সূর্য্যে প্রভা তিনি

জল মধ্যে প্রাণ ॥১০॥

তপস্বীতে তপ তিনি

অগ্নিতে দাহিকা ।

বেদেতে প্রণব-মন্ত্র

পরমাত্মা পিতা ॥১১॥

সনাতনী বীজ তিনি

তিনি বল শক্তি ॥১২॥

তেজস্বীতে তেজ তিনি

বুদ্ধিগানে বুদ্ধি ।

অনিকৃত কাম তিনি

ধর্ম্মের সমৃদ্ধি ॥১৩॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১২—১৫)

সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ

করয়ে মোহিত ।

মোহিত রয়েছে জীব

ভ্রমে বিজড়িত ॥১৪॥

দৈবী মায়া লয় হরি

ঈশ্বরীয় জ্ঞান ।

জানিতে পারেনা জীব

পরম প্রধান ॥১৫॥

নরাধম পাপীজন

না মানে ঈশ্বর ।

অজ্ঞান আধারে রহে

কুর্কর্মে বিস্তর ॥১৬॥

সত্ত্ব আদি গুণরাঞ্জি

ঈশ্বর সৃজিত ।

তাহাতে নহেক লিপ্ত

তিনি গুণাতীত ॥১৭॥

মায়ার রজ্জুতে বান্ধা

জীব অগণন ।

প্রভুকে ডাকিলে হয়

বন্ধন বশুন ॥১৮॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৬—১৯)

ভক্ত আছে চতুर्वিধ

ডাকে ভগবানে ।

জ্ঞানী ভক্তজন শ্রেষ্ঠ

গরীয়ান জ্ঞানে ॥১৯॥

অনেক জন্মের পরে

জ্ঞানে অনুমিত ।

বাসুদেব সর্বশ্রেষ্ঠ

দৃঢ় সুনিশ্চিত ॥২০॥

উদ্দেশ্য সাধনে কেহ

ডাকে ভগবান্ ।

বিপদে পড়িয়া আর্ত

বলে ত্রাহি মাম্ ॥২১॥

জিজ্ঞাসু করয়ে প্রশ্ন

লভে সমাধান ।

জ্ঞানী রহে সদা যুক্ত

সেহেতু মহান্ ॥২২॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২০—২৩)

কামনার পিছে ধায়

কাম্য বস্তু লাভে ।

ইষ্টদেবে করে পূজা

যথাযথ ভাবে ॥২৩॥

কামনা হরিয়া লয়

বিবেক ও জ্ঞান ।

তাই করে দেবপূজা

ভুলি ভগবান্ ॥২৪॥

যদি কেহ করে পূজা

মুত্তির মাধ্যমে ।

তাহাতেও তুষ্ট তিনি

অন্ধার কারণে ॥২৫॥

দেবভক্ত কৃষ্ণভক্ত

ভিন্ন ফল পায় ।

দেবতারে আরাধিলে

দেবলোকে যায় ॥২৬॥

কেহ যদি ভক্তি ভরে

সারাটি জনম ।

বলে শুধু ভগবান্

যখন তখন ॥১৭॥

অন্তরে বাহিরে বলে

সদা এক নাম ।

মরণে চরণ মিলে

পায় মোক্ষধাম ॥১৮॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৪—২৭)

অনুকূলে অনুরাগ

প্রতিকূলে দ্বেষ ।

জনমের সাথে সাথে

প্রবেশে আবেশ ॥২৯॥

মোহের আবেশে রহে

বন্ধ জীবকুল ।

উপলব্ধি নাহি হয়

অনীম বিপুল ॥৩০॥

যোগমায়াতে আচ্ছন্ন

রহেন আড়ালে ।

সাধারণে অপ্রকট

ভক্তিশূন্য স্থলে ॥৩১॥

অব্যক্ত অক্ষয় তিনি

তিনি বিশ্বপিতা ।

অজ্ঞানে নাহি জানে

ভরা অহমিকা ॥৩২॥

কেহ ভাবে ব্যক্তিভাবে

কেহ বা দেবতা ।

যথাযথ নাহি জানে

কে যে সৃষ্টিকর্ত্তা ॥৩৩॥

অতীতের অধিপতি

বর্ত্তমানে কর্ত্তা ।

ভবিষ্যতের সম্রাট

অপার নিয়ন্তা ॥৩৪॥

সকলি জানেন তিনি

তিনি সর্ব্বময় ।

তঁাহাকে জানেনা শুধু

পাষণ্ড হৃদয় ॥৩৫॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৮—৩০)

পুণ্য যাহে প্রকাশিত

পাপ তিরোহিত ।

সেই ব্যক্তি ভক্ত নামে

হয় পরিচিত ॥৩৬॥

মুক্তিলাভ লভিবারে

জরা ও মরণে ।

চরণে শরণ লয়

ব্রহ্মজ্ঞানী জনে ॥৩৭॥

জানীজনে ভালভাবে

জানে কর্ম্মভৃত্ত ।

আধিভূত আধিদৈব

পবিত্র অধ্যাত্ম ॥৩৮॥

জানিয়া সমগ্রভাবে

রহে প্রভু-সাথে ।

তাই প্রভু দেয় দেখা

অন্তিম কালেতে ॥৩৯॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল,

কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্ত বিভাগের পদস্থ অফিসার, নিউ দিল্লী

উদ্ধারের পথ

(পূর্ব-প্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৯৮ পৃষ্ঠার পর)

দেবদেবীর পূজকগণ পুণ্যবলে দেবলোক প্রাপ্ত হ'য়ে দেবভোগ্য ভোগ-
সমূহ উপভোগ করেন এবং তাঁদের পুণ্য ক্ষয় হ'লে পুনরায় এই পৃথিবীতে
জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হন। যথা—শ্রীমদ্ভগবদগীতা প্রমাণ,—

“তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকে বিনশন্তি।

এবং ত্রয়ীধর্মমুপ্রপদ্য গতাগতং কামকামা লভন্তে॥”

অর্থাৎ, “তাহারা (ভগবদ্বিমুখ কামকামিগণ) সেই বিপুল স্বর্গমুখ উপভোগ
করে পুণ্য ক্ষয়ে মর্ত্যালোকে জন্মগ্রহণ করে থাকে। এইরূপে বেদভয়োক্ত-
ধর্মের অনুসরণকারী কামকামিগণ পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্মমৃত্যু লাভ করে
থাকে।”

কর্মফলকামীরা দেব-দেবীপূজার অনিত্য ফল লাভের ইচ্ছায় নিত্যবস্ত
ভগবৎ-সেবায় পরাজুখ হন। দেবদেবীগণ ভগবানের বিভূতিস্বরূপ হওয়ায়
তাঁদের পূজায় ভগবানের পূজা গোণভাবে হ'য়ে থাকে, কিন্তু মুণাভাবে হয়
না। ভগবান্ আরও বলেছেন,—

“যেহ্যানুদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াধিতাঃ।

তেহপি নামেব কৌন্তেয় যজন্তাবিধিপূর্বকম্॥” (গীঃ ৯ঃ৩)

অর্থাৎ “হে কৌন্তেয়! যে-সকল অল্পদেবভক্তও শ্রদ্ধাসহকারে উপাসনা
করে থাকে তাহারাও আমাকেই উপাসনা করে থাকে কিন্তু মৎপ্রাপক বিধি-
রহিত ভাবে।” এতদ্ব্যসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজার বৈধতা এবং অল্প
দেব-দেবী পূজার অবৈধতা সম্পর্কে জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী প্রভুপাদের উপদেশ আলোচনীয়;—“বিধিপূর্বক পূজা দ্বারাই ফল
লাভ হয়—মঙ্গল হয়। অবিধিপূর্বক পূজা দ্বারা সুবিধা হয় না। শ্রীকৃষ্ণই
একমাত্র সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্বের অতীত দ্বিদেশ বৈকুণ্ঠের একচ্ছত্র সম্রাট; সুতরাং
তাঁর ভোগে কেউ বাধা দিতে পারে না। তাঁর পূজা সকলেই করছে, কিন্তু
অবিধিপূর্বক পূজা হ'লে পূজাকারীর কোন সুবিধা হয় না। যাঁরা সুখ,
গণেশ, শক্তি প্রভৃতির পূজা করছেন, তাঁরাও কৃষ্ণেরই জায়শক্তির পূজা
করছেন। কারণ কৃষ্ণ হ'তে কারো দ্বন্দ্ব অধিষ্ঠান নাই। কিন্তু জায়ার
পূজা হ'য়ে যাওয়ায় তাঁদের স্বরূপজ্ঞান হচ্ছে না—স্বয়ংজ্ঞান বিকশিত হচ্ছে
না। যে দিন স্বয়ংজ্ঞান হ'বে, সেদিন জানতে পারবে—কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু
—জীবমাত্রেরই কৃষ্ণের নিত্যদাস—কৃষ্ণসেবাই জীবের নিত্যধর্ম।

সর্বেশ্বর কৃষ্ণের ভজনই জীবের নিত্য কর্তব্য। অজ্ঞান দেবতাগণ সকলেই বিষ্ণুর কিঙ্কর, গোবিন্দের আদেশ বহনই তাঁদের কার্য। যারা দেবতাগণকে বিষ্ণুর কিঙ্কর না জেনে বিষ্ণুরই নামান্তর বা রূপান্তর বলে কল্পনা করেন, তাঁরা কোনকালে মুক্ত হ'তে পারে না।”

দেবতাগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত, তাই ভগবান্ কৃষ্ণের উপাসনায় দেবতাগণের পূজা হ'য়ে যায়; কিন্তু ভগবান্ কৃষ্ণকে অজ্ঞ দেবতার সহিত অভেদ বুদ্ধিতে পূজা করা এবং দেবতাগণকে ফল-দাতা ও স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করা—উভয়ই অবিধি ও তুচ্ছ কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত; তা'তে ভগবৎ-উপাসনার নিত্যফল লাভ হয় না। রাষ্ট্রপতির অধীন বিভিন্ন বিভাগের আধিকারীদের (departmental officers) কৃপা-প্রার্থী হ'লে আধিকারিকদের অনুগ্রহে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু পাওয়া যায়, সমস্ত বিভাগের মূলকর্তা রাষ্ট্রপতির কৃপায় লভ্যবস্তু কি তদপেক্ষা অধিক হবে না? রাষ্ট্রপতির কৃপায় কি বৈশিষ্ট্য থাকবে না? রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও অজ্ঞান বিভাগীয় কর্তাদের কি তারতম্য নাই? দেবতাগণ জীবকোটির অন্তর্গত হ'লেও তাঁরা ভুলোকের বদ্ধদশাপ্রাপ্ত জীব অপেক্ষা অনেক উন্নত এবং বদ্ধজীবের নমস্। তাঁরা বদ্ধ-জীবের কামনা-বাসনা পূরণের ক্ষমতা বা স্বেচ্ছায় বিনা বিমানে বিভিন্ন ভুবনে গমনাগমন করেন। তা'বলে তাঁরা যে ভগবানের শক্তিতে শক্তিমান, সেই ভগবানের বহু শক্তির সহিত তাঁদের ক্ষুদ্র শক্তির কি তারতম্য থাকবে না? মূর্খ কামীবাঞ্ছা যদি কাম্যবস্তু লাভের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল-দাতা দেবতাগণের উপাসক না হ'য়ে একমাত্র নিত্যফল-দাতা ভগবানের ভজন করে তা'হলে ভগবান্ অচিরেই তার কাম দূর করেন এবং সে ভগবৎকৃপায় কাম্যবস্তু পেয়েও তা'চাতে স্পৃহাশূন্য হয়।

কৃষ্ণের সৰ্বাম উপাসনাও অনেক সুকৃতি সাপেক্ষ। কৰ্ম্ম কৃষ্ণের উপাসনায় পর্যাবসিত হ'লে তখন তাহা প্রথমতঃ শুদ্ধভক্তি না হ'লেও কর্ম্মমিশ্রা বৈদ্যোভক্তি নামে অভিহিত। কৃষ্ণোত্তম সৰ্বাম ভক্তের প্রতি কৃষ্ণের কৃপা সম্বন্ধে শ্রী শ্রী চৈতন্যবাণী যথা,—

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।

না মাগিলেহ কৃষ্ণ তা'রে দেন স্ব-চরণ ॥

কৃষ্ণ কহে.—আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।

অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এই বড় মূর্খ ॥

আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব।

স্ব-চরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ॥

শাস্ত্রে দেখা যায়, অর্থাথী কুব মহারাজ, আর্জ গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্র, তত্ত্ব জিজ্ঞাসু শৌনকাদি ঋষিগণ—এই ত্রিবিধ সাকাম ভক্তের কর্মমিশ্রা ভক্তি থাকায় ক্রমে সৌভাগ্যবলে ভগবৎ কৃপায় শুদ্ধভক্তির অধিকারী হয়েছিলেন ও সালোকা মোক্ষ লাভ করেছিলেন। অজ্ঞতাবশে কেহ কৃষ্ণের নিকট বিষয়-ভোগ প্রার্থনা করলে কৃষ্ণ কৃপা করে সেই ব্যক্তির তুচ্ছ বিষয়-বাসনা দূর করে প্রেমভক্তি প্রদান করেন। কিন্তু কৃষ্ণ-ভজনের অভিনয়কারী কণট ব্যক্তি অন্তরে ভুক্তি-মুক্তি বাঞ্ছা করলে কৃষ্ণ সেই কণটকে প্রেমভক্তি না দিয়ে তার তুচ্ছ অনিত্য বাসনারূপাঘী ফল দান করেন। যে-সমস্ত কামীব্যক্তি রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি সম্পন্ন এবং ভগবান্ শ্রীহরির সেবা পরিত্যাগ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনার বশবর্তী হ'য়ে অস্ত্র দেব-দেবীগণের উপাসনা করেন, তাঁরা সংসারে বদ্ধ হ'য়ে অতিশয় দুঃখ ভোগ করে থাকেন। অতএব কাম্যকর্ম ভক্তিকে উদ্দেশ্য না করলে তাহা পাষণ্ড কর্ম ও নিতান্ত হেয় বিধায় পরিত্যাজ্য।

নৈমিত্তিক কর্মে পিতৃদেবতাদের আরাধনা প্রভৃতি কর্মও অনিত্য। ব্রাহ্মণগণের সোমপা, ক্ষত্রিয়গণের হবির্ভূজ, বৈশ্যগণের আজাপা ও শূদ্রগণের জ্বকালিন নামক পিতৃলোক আছে। যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনী প্রভৃতি ঋষিগণ কর্তৃক শাস্ত্রে পিতৃ-মাতারূপে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁরা দৈবী মায়ায় মোহিত থাকায় তাঁদের চিন্তাধারা ও লেখনী মায়িক কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। পিতৃ-পুরুষদের পূজার তাঁরা সন্তুষ্ট হয় সত্য, কিন্তু পিতৃপুরুষগণ ও পিতৃলোকের নিত্যত্ব নাই। কালিকা পুরাণে বর্ণনা আছে, ব্রহ্মার কামাতুর অবস্থায় দেহ হ'তে নিঃসৃত ঘর্ম থেকে অগ্নিসাত্তাদি পিতৃপুরুষগণের উৎপত্তি হয়। পিতৃ-পূজকগণের রাজস প্রায়ে তৃপ্ত, পিতৃপুরুষগণ সন্ত, রজঃ ও তমঃ গুণের অতীত নির্জগৎ ভগবৎ ভক্ত ন'ন। পিতৃপুরুষগণ যে লোকের মালিক, সেই লোকের উর্দ্ধস্থিত কোন বস্তু তাঁরা পিতৃভক্তকে দিতে পারে না; কারণ তাহা তাঁদেরই লভ্য নহে। অগ্নিসাত্তাদি পিতৃগণ পিতৃভক্তকে উদ্ধার করা হো দূরের কথা, রক্ষা করিতেই পারেন না। পুরাকালে শিবভক্ত কল্যাণপতি পৌণ্ড্র ও তাঁর বন্ধু কাশীপতি ভগবান্ কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হ'ন। কাশীপতির ছিন্ন মুণ্ড দেখে পিতৃভক্ত অদক্ষিণ কৃষ্ণকে বিনাশ করার

অন্য শিব ও পিতৃপুরুষগণের শরণাপন্ন হন এবং তাঁদের শক্তিতে শক্তিমান হ'য়ে দারকা আক্রমণ করেন। তখন কৃষ্ণ অদর্শন চক্র দ্বারা ঋত্বিকগণ সহ পিতৃভক্ত সুদক্ষিণকে বধ করেন এবং সমস্ত কাশীপুর দখল করেন। শিব ও পিতৃপুরুষগণ উক্ত পিতৃভক্ত অদক্ষিণকে রক্ষা করিতে সমর্থ হ'ননি। বিষ্ণু-নির্ম্মালা ব্যতীত পিতৃলোকাদির পূজা কেবলমাত্র অজ্ঞ ও জড় কৰ্ম্মপিপাসু বদ্ধজীবের জন্ত লিখিত এবং তদ্বারা ভগবৎ সেবার অনুকূল কার্য্য হয় না। গীতায় ভগবান্ স্পষ্টভাবে বলেছেন,—

যাস্তি দেবত্বতা দেবান্ পিতৃনু যাস্তি পিতৃভক্তা ।

ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্য। যাস্তি মদ্ব্যক্তিনোহপি মাম্ ॥

অর্থাৎ “দেবোপাসকগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, পিতৃপূজকগণ পিতৃলোক লাভ করেন, ভূতপূজকগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন ও আমার পূজাপরায়ণগণ আমাকেই পেয়ে থাকেন।”

অতএব, দেবপূজকগণের, পিতৃপূজকগণের ও ভূতপূজকগণের প্রাপ্যস্থান এক নহে এবং তাঁহারা কেহই ভগবান্ কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন না। সাক্ষত শাস্ত্রে বিষ্ণুপ্রসাদ-দ্বারা দেবতাগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করার উল্লেখ আছে। যথা,—

“বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টবাং দেবতাস্করম ।

পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্বৈদ্যং তদানন্তায় কল্পতে ॥”

:(হঃ ভঃ বিঃ ৩৮৭ সংখ্যা-ধৃত পদ্মপুরাণ-বাক্য)

অর্থাৎ “বিষ্ণুর নিবেদিত অন্নদ্বারা অন্যান্য দেবতাগণের পূজা করা কর্তব্য ; পিতৃপুরুষদিগকেও সেই মহাপ্রসাদান্ন অর্পণ করিবে। ভগবান্ বিষ্ণু অখণ্ড বা অনন্ত বস্তু। মহাপ্রসাদ বিষ্ণু হ'তে অভিন্ন। তাহা খণ্ডিত বস্তু নহে। উহা পিতৃ বা দেবতাগণে অর্পিত হ'লে আনন্ত্য শর্ত্ত অর্থাৎ তাঁহাদের ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তির যোগ্যতা প্রদান ক'রে থাকেন।

মহর্ষি ভৃগু-কৃত বিষ্ণু-স্তোত্রে বর্ণিত আছে,—

“ভৃঙ্কোচ্ছিষ্টশেষং কৈ পিতৃগাঞ্চ দিবৌকসাং ।

ভূতরাণাঞ্চ সেবাং স্তান্নাত্তেষাঞ্চ কদাচন ॥” (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ “আপনার ভৃঙ্ক-উচ্ছিষ্টের অবশেষ পিতৃগণ, দেবগণ ও ভ্রাক্ষণ-দিগেরও সেবনীয়, কিন্তু অচ্ছাত্ত দেবগণের উচ্ছিষ্ট কখনও সেবাযোগ্য নহে।”

মায়-সক্তাশ্লক নানা দেবতার সক্তা-বন্দনাদিকে বাবহারিকভাবে নিতা-কল্প বলা হ'য়ে থাকে। বিষ্ণু-মায় গঠিত নখর দেবতার উপাসনায় কামনা দূর হয় না ও নিত্যফলের সম্ভাবনা নাই। বরং ভগবানের স্বরূপভূত শক্তাশ্লক

বৈকুণ্ঠ-পীঠাবরণ দেবতাদিগকে ভগবৎ সেবকজ্ঞানে পূজা করলে কামনা দূর হয় এবং ভগবচ্চরণে ভক্তি বৃদ্ধি হয়। এ সম্বন্ধে জগৎগুরু পরমহংসমুকুট-মণি শ্রীশ্রীমত্তরঙ্গসিদ্ধান্ত পরমহংস গোস্বামী প্রভূপাদ জ্ঞানিষেছেন,—“পদ্ম-পুৰাণে মাঘার অতীত বৈকুণ্ঠের আবরণ-বর্ণনে উত্তরখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে,—

“সত্য্যচ্যুতানন্ত-দুর্গা-বিদ্যক্সেন-গজ্ঞাননাঃ ।

শঙ্খপদ্মনিধৌলোকাসচতুর্থাবরণং স্মৃতম্ ॥

ঐন্দ্রপাবক বায়ানি নৈঋতং বারুণং তথা ।

বায়ব্যাং সৌম্যৈশানং সপ্তমং মুনিতিঃ স্মৃতম্ ॥

সাধ্যা মরুদগণাষ্টৈব বিশ্বে দেবাস্তুথৈব চ ।

নিত্যাঃ সর্কে পরে ষাণ্মি যে চান্যে চ দিবৌকসঃ ।

তে বৈ প্রাকৃতলোকেহস্মিন্ ন নিত্যাস্ত্রিদশৈশ্বরাঃ ॥

দুর্গাং বিনায়কং বাসং বিদ্যক্সেনং গুরুন্ তরান্ ।

যে য়ে স্থানে স্ততিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষাগাদিতিঃ ॥

[সত্য, অচ্যুত, দুর্গা, বিদ্যক্সেন, গণেশ, শঙ্খ এবং পদ্ম-নামে দুই নিধি—এই সকলই বিষ্ণুর চতুর্থ আবরণ বলে উক্ত হয়েছে। মুনিগণ পূর্বদিক্ অগ্নিকোণ, দক্ষিণদিক্ নৈঋতকোণ, পশ্চিমদিক্ বারুণকোণ এবং উত্তরদিক্ ঈশানকোণকে সপ্তম আবরণ বলেছেন। সাধ্যগণ, মরুদগণ, বিশ্বদেবগণ এবং পরমধামে অন্মাত্ম যে-সকল মিতা দেবতা আছেন, তাঁহাদেরই মাস্তিক-স্বরূপ এই প্রাকৃত লোকে অনিত্য দেবতা হ'য়ে বিরাজ করছেন। দুর্গা, গণেশ, বাস, বিদ্যক্সেন প্রভৃতি গুরুবর্গ ও দেবতাগণকে সেবকজ্ঞানে নিজ নিজ স্থানে অভিষেকাদি দ্বারা পূজা করবে।]

বেদে যাহার উল্লেখ নাই, এইরূপ দেবগণের পূজা করবে না। বেদের লিখিত দেবগণের স্বতন্ত্রভাবে পূজা নিষেধ। বিষ্ণুর নির্মালাদ্বারা বৈদিক দেবগণের পূজা বিধিত। পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে—

অর্চয়িত্বা জগদ্বক্ষ্যং দেবং নারায়ণং হৃতিম্ ।

তদাবরণং সংস্ৰামং দেবস্ত পরিতোচ্চয়েৎ ।

হরেভূক্তাবশেষেণ বলিং তেভ্যো বিনিষ্কিপেৎ ।

হোমকৌ প্রকুবীত তচ্ছেষেণৈব বৈষ্ণবঃ ॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

সাময়িকী বাউঁ

শ্রীগৌর-সারস্বত মঠের (ঝাড়গ্রাম) প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮ শ্রীমন্তকৃষ্ণদেব শ্রোতী গোস্বামী মহারাজ গত ইং ১০।১।৮৩ তারিখে বেলা ১২-৪৫ মিনিটের সময় নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। পূজাপাদ শ্রীল শ্রোতী মহারাজ বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিজ্ঞপাদ শ্রীশ্রীমন্তকৃষ্ণদেব সারস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আশ্রিত ছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর ইং ২০।১।৮৩ তারিখে ঝাড়গ্রাম মঠে তাঁহার আশ্রিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকৃষ্ণেশ্বর যতি মহারাজ বিরহ-সভার আয়োজন করেন। তৎপূর্বে শ্রীমৎ যতি মহারাজ বিভিন্নস্থানে তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ (তাগী ও গৃহস্থ সকলকে) সমাচার জ্ঞাত করান। এমনকি আকাশবাণীতেও নির্যাস-সংবাদ ঘোষিত হয়।

উক্ত বিরহ-সভার সভাপতির কার্য্য করেন শ্রীচৈতন্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তকৃষ্ণমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ ২৬৯পূর সুভাষপত্রী আধিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তকৃষ্ণদেব জনার্দন মহারাজ ও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকৃষ্ণবেদান্ত বামন মহারাজ যথাক্রমে পূজাপাদ শ্রীল শ্রোতী মহারাজের অশেষ গুণাবলী কীর্ত্তন করেন।

পূজাপাদ শ্রীল শ্রোতী মহারাজের শিষ্যগণের সম্মতিক্রমে একটি ‘জেনারেল মিটিং’ মঠাদি পরিচালন সম্পর্কে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতির কার্য্য করেন পূজাপাদ শ্রীমন্ত গোস্বামী মহারাজ। তিনি বলেন,— “পূজাপাদ শ্রীল শ্রোতী গোস্বামী মহারাজের প্রকটকালীন যাহারা স্বতন্ত্র হইয়া মঠ-মন্দিরাদি করিয়াছেন, শিষ্যাদি করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার। যেইভাবেই থাকুন কিন্তু মূল মঠের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়া তাহাদের থাকা উচিত। পূজাপাদ শ্রীমৎ শ্রোতী মহারাজের নির্দেশানুসারে শ্রীমান যতি মহারাজ ঝাড়গ্রাম মঠের পরিচালনা এযাবৎকাল করিয়া আসিতেছেন, অতএব মঠের শাস্ত্র বজায় রাখিতে হইলে, যতি মহারাজই ঝাড়গ্রামস্থ শ্রীগৌর-সারস্বত মঠের আচার্য্যের কার্য্য করিবেন। শ্রীমান ছাদী মহারাজ যখন টাটায় আছেন এবং সেখানের পরিচালনা করিতেছেন, তখন তিনি সেই-খানেই শিষ্যাদি করিতে পারেন।

পূজাপাদ শ্রীল শ্রীমতী গোস্বামী মহারাজের নিম্নলিখিত শিষ্যগণও এই প্রস্তাব অমুমোদন করেন।

শ্রীপাদ ভক্তিপ্রচার পর্যটক মহারাজ।

„ ভক্তিশেখর যতি মহারাজ।

„ ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ।

„ ভক্তিনিবাস শ্যামী মহারাজ।

„ ভক্তিদম্বল সজ্জন মহারাজ।

„ অনিরুদ্ধদাস বাবাজী মহারাজ।

শ্রীরামকৃষ্ণ দাসাদিকারী।

„ বিভূপদ দাসাদিকারী।

„ হরিদাস ভক্তিশাস্ত্রী।

„ পতিতপাবন চক্রবর্তী।

„ চরৈয়নাথ জ্ঞান।

শ্রীমান রাজকুমার বানার্জী।

— বিশেষ সংবাদদাতা

বিদেশে প্রবাসী ভারতের এক কৃতি-সন্তানের শ্রীমঠ দর্শনান্তে পত্রে অভিমত *

From : *

Dr. Ashok Kumar Bhattacharyya,

M.B.B.S. (Cal.) F.R.C.S. (EDIN).

F.R.C.S. (Canada), M.D. (Canada),

CONSULTANT SURGEON,

400, CHAMBERLAIN STREET.

PEM. BROKE, ONTARIO,

CANADA * K8A7Y2.

Respectable Swamijee,

* * * * *

It was a delightful experience for me and my two children to visit Shri Devananda Goudiya Math at Nabadwip.

I had been away from India for eighteen years. It is no longer the same country that I once knew. But there is one thing that has remained unchanged which is the eternal spiritual bond between God and the people.

* ইনি নবদ্বীপস্থ ডাঃ অবনীকীবন ভট্টচার্য্য মহাশয়ের পুত্র। অধুনা তিনি কানাডার নাগরিক।

— শ্রীনীলমণি মদুখাজী, নবদ্বীপ।

I had the opportunity of discussion with His Holiness Shrimat Bhakti Vedanta Baman Maharaj, the President-Adhyaksha & Swami Bhakti Vedanta Acharyya Maharaj, Attorney of Shri Goudiya Vedanta Samiti during my visit to the Math and it was a spiritual enlightenment for me to see how God has been made so easily accessible to ordinary people through the mutual love for each other as preached by Shri Chaitanya Mahaprabhu. God is no longer an object of fear but someone who can also be loved. It was also a great pleasure to see this organisation has extended their arm not only to God but also to His people by providing food, medicine, education and shelter all of which are the very basic human needs to thrive. I sincerely hope that this wonderful organisation continues to grow to be able to accomodate and extend their concept of love for both God and His people.

* * * * *

I would like to thank you very much and other disciples for your kindness and hospitality and I will certainly look forward to visit this beautiful Math once again during my next visit to India.

Sd./— Illegible, 31-12-82

(Dr. A. K. Bhattacharyya) ,

To

His Holiness Tridandi-Swami Shrimat
Bhakti Vedanta Acharyya Maharaj,
Shri Devananda Goudiya Math,
P.O.—Nabadwip, Pin-741302
Dist. Nadia (W. B.), India.

— — —

পরলোকে শ্রীপাদ গোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী, রাগভূষণ

গত ৬ই পৌষ, ১৩৮৯ (২২শে ডিসেম্বর ১৯৮২) বুধবার, শুক্লা সপ্তমীতিথি, রাত্রি ১১।৩০ টায় শ্রীপাদ গোহিনীমোহন প্রভু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান হরিদাস রায়ের জামসেদপুরস্থ বাস-ভবনে ৮২ বৎসর বয়সে শ্রীনাম অরণ করিতে করিতে মজ্রানে দেহরক্ষা করিয়াছেন। গত ১৬ই পৌষ, ১লা জানুয়ারী ১৯৮৩, শনিবার কলিকাতা হইতে পূজ্যপাদ ত্রিদিবিশ্বামী শ্রীমন্তকৃষ্ণমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীমন্তকিষিগ্রহ আশ্রম মহারাজ, বাউগ্রাম হইতে শ্রীমৎ যতি মহারাজ, স্থানীয় টাটানগর মঠের শ্রীমৎ ন্যাসী মহারাজ প্রমুখ সন্ন্যাসী ও অনেক ব্রাহ্মচারিগণের সমুপস্থিতিতে সঙ্কীর্ণনমুখে সাত্ততস্বত্যানুসারে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্যাদি সুসম্পন্ন হয়।



শ্রীপাদ রাগভূষণ প্রভু ১৩৩০ বঙ্গাব্দে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা জগদ-গুরু শ্রীম ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সংস্পর্শে আসেন। যেদিনীপু' জেলার মদনমোহনচক্ পোষ্ট অফিসের অন্তর্গত 'নারমা'-নামক গ্রামে মজ্রাত্ত জমিদার বংশে তাঁহার জন্ম হয়। এই জমিদার-পরিবার কংগ্রেসের

স্বাধীনতা-আন্দোলনে যুক্ত থাকায় তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের সর্বোচ্চ দৃষ্টিতে পতিত হইয়া যৎপতোনাশ্চি লাহুনা-গঞ্জনা সহ্য করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে ইঁহারা রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং সর্বপ্রথম শ্রীপাদ মোহিনী-মোহন প্রভুই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণশ্রেয়পূর্বক তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি স্ককঠ গায়ক ছিলেন; সুর-তাল-লয়-মানে পারদর্শী হইয়া তিনি দারাজীবন শ্রীনাম-কীর্তনের ব্রত লইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার শ্রীশ্রু-পাদপদ্ম তাঁহাকে 'রাগভূষণ'-উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। আজও তাঁহার মধুমাত্রা কীর্তন Tape Record-এ প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যাপক নিতালীলাপ্রবিশিষ্ট ও বিষ্ণু-পাদ শ্রীল ভক্তিশ্রদ্ধা কেশব মহারাজের সহিত তাঁহার ১৯৪১-৪২ সাল হইতেই বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি সমিতির শ্রীধাম-পরিভ্রমণ, বিভিন্ন তীর্থ দর্শন, উর্জ্জ্বল পালন ও অপরাপর উৎসবাদিতে নিয়মিতভাবে যোগদান করিতেন। তাঁহার মৃত্যু-বন্দক ও দোহার হিসাবে শ্রীপাদ সত্যবিগ্রহ দাসাধিকারী (অধুনা ত্রিদাশ্বমো শ্রীমুক্তিবিগ্রহ আশ্রম মহারাজ) প্রভুও দৃঢ় সময়ে সঙ্গী থাকিতেন। শ্রীপাদ রাগভূষণ প্রভু সমিতির পারমাথিক মাসিক "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার" ৩য় বর্ষ অর্থাৎ ফাল্গুন ১৩৫৭, ১৯৫১ সালের মার্চ মাস হইতে ১৩৭ বর্ষ অর্থাৎ মাঘ ১৩৬৮, ১৯৬২ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সম্পাদক-সভ্যের সহকারীরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শ্রীপত্রিকার ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা পাইয়া স্ককবি ও সুরগায়ক শ্রীমোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক মহারাজকে পত্রে লিখিয়াছিলেন,—“পতিতপাবন মহারাজ! আপনার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা অত্যন্ত দর্শন করিলাম। পত্রিকার প্রবন্ধ ও আপনার রচিত শ্রীল প্রভুপাদের আরতি গীতিটি অতি চমৎকার ও ভাবপূর্ণ হইয়াছে। ঐ আরতিটি আমি খোল-করতালে কীর্তন করিব। বহুদিনের পর জগতে পার-মাথিক পত্রিকার পুনঃ প্রচার হইল। ইহাতে আমাদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার হইবার আশা হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতেছে। আপনি সর্বপ্রকারে শ্রীশ্রুদেবের আদর্শসেবা করিতেছেন। তাঁহার কৃপাশীল-ধারা যে কিপ্রকারে কাঁহার প্রতি বর্ষিত হইয়াছে, তাহা কার্যতঃ অসম্ভব করা যাইতে পারে। যাহা হউক, আপনার সর্বদীন জয় হউক, ইহাই প্রার্থনা।”

তিনি শ্রীপত্রিকায় ‘পতিতের অশ্রু’, ‘বাস্তবতার মর্ম্মকথা’ প্রভৃতি বহু কবিতা ও প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহিত তিনি সকল সময়েই সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাঁহার শ্রদ্ধা-স্মরণার্থেই শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতৃ-স্বাচাৰ্য্যদেব বহুবীর সৎ, খর্পর, মণিনাথপুর, মদন-মোহনচক্, নারায়ণ, বড়কোলকাই, কোতাটীগড় প্রভৃতি অঞ্চলে পাটীসহ শ্রীসম্মহাপ্রভুর বিমল শেখরধ্বজের কথা প্রচার করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি তাঁহার সৰল অমায়িক ব্যবহার ও বৈদ্য-সেবোচিত মনোভাব প্রায় প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। আজ সমিতির সদস্যবর্গ তাঁহার অত্যন্ত বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন।

“কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল মঙ্গ।

অতঃ কালের ইচ্ছা, কৈল মঙ্গ-ভঙ্গ।”

—জনৈক বিরহী

শ্রীপত্রিকার সম্পাদক-সম্মতি পরম-পূজনীয় শ্রীল ভক্তিবৃন্দেব শ্রীমতী মহারাজের নির্দেশনা-সীমা

গত ১০।১।১৯৮৩ তাং-এ মেদিনীপুর-জেলায় ঝাড়গ্রামস্থ শ্রীগৌর-সারস্বত মঠ হইতে শ্রীমৎ ভক্তিশেখর বতি মহারাজের পত্রে জানিতে পারি—“শ্রীল গুরু মহারাজ অক্ষয়শীলায় আছেন; দর্শনাভিলাষী বৈষ্ণবগণ পত্রপাঠ ঝাড়গ্রাম মঠে চলিয়া আসিবেন।” ১২।১।৮৩ তাং-এর পত্রে জানা যায়—“ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবৃন্দেব শ্রীমতী গোস্বামী মহারাজ গত ১০।১।৮৩ দিবা ১২.৪৫ মিঃ-এ নিতালীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। আগামী ৬ই মাঘ বৃহস্পতি-বার (ইং ২০।১।৮৩) এখানকার মঠে বিরহ-তিথি উদ্‌যাপিত হইবে। কৃপা-পূর্ব্বক শুভাগমন করিলে ধন্য হইব। ১৭।১.৮৩ তাং-এর বাতক মারফত পত্র ১৮।১।৮৩ তাং-এ সম্ভাষণ পাইয়া জানিলাম—“পূর্ব্বকৃত্তে সমূহ সমাচার অবগত হইবেন। আপনি ও পূজাপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজ শ্রীল গুরুমহারাজের একান্ত প্রিয়জন; অতরাং কৃপাপূর্ব্বক যদি এই বিরহ-অনুষ্ঠানে তত্ত্ববিজ্ঞ করেন, তবে সর্ব্বভাবে সন্মঙ্গলের উদয় হয়।

প্রথম পত্র পাইবার পরই ঝাড়গ্রাম মঠে বাইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করি, কিন্তু দ্বিতীয় পত্র পাইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ি। নিশ্চেষ্ট নীল আকাশ হইতে বজ্রপতনের ছায় যখন স্তম্ভিলাম, আমাদের পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীল মহারাজজী আর ইহজগতে নাই, তিনি গত ২৫শে পৌষ, ১৩৮২ সোমবার (ইং ১০।১।৮৩) তাঁহার গুণমুগ্ধ অজস্র সুখী-সজ্জন ও আশ্রিত সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী সেবকগণকে রাখিয়া দেহরক্ষা করিয়াছেন, তখন চিত্ত বিকল হয়। এই দুঃসময়ে কাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া বাবস্থা লই,—শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজও বর্তমানে এখানে নাই—গধুরামঠে অবস্থান করিতেছেন, ঝাড়গ্রামে পৌঁছিবাবার সময়ও অতি সংক্ষিপ্ত, সুতরাং আগামীকলাই নবদ্বীপ হইতে যাত্রা করিব স্থির করিয়া পরদিবস তাঁওড়া হইতে Bombay Express ধরিয়া অপরাত্ন ৪ ঘটিকায় ব্রহ্মচারী-সংকসক শ্রীগৌর-সারস্বত মঠে উপস্থিত হই। শ্রীল স্বামীজী মহারাজের সমাধিস্থানে দণ্ডবৎ প্রণামাদিঙ্গারা শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের পর পূজাপাদ শ্রীমুক্তিকৃষ্ণদেব সখ্য মহারাজ ও শ্রীমুক্তিজীবন জনার্দন মহারাজের সহিত মিলিত হই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরহ-সভার শুভাধিবাস-দিবসের ধর্মসভায় উপস্থিত হই। শ্রীমৎ সন্ত মহারাজ সভাপতির আদন গ্রহণ করিলে শ্রীমৎ জনার্দন মহারাজ দার্শনিক বিচারপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে শ্রীমুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের বক্তৃতার পর সভাপতির ভাষণশেষে অঙ্ককার সভা সমাপ্ত হয়। আরাটিক-কীর্তনের পর নবদ্বীপ কোলেগঞ্জ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের শ্রীহরিশরণ ব্রহ্মচারী কিয়ৎক্ষণ বক্তৃতা করেন। ৬ই মাব বৃহস্পতিবার, ২০।১.৮৩—মঙ্গলবারত্রিকের পর উষাকালে নগর-সঙ্কীর্তন-মতযোগে ঝাড়গ্রাম-সহরের অধিকাংশ স্থান পরিক্রমা করিয়া ভক্তবৃন্দ মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। কীর্তন-পাঠ (শ্রীহরিদাস-নির্ব্যাপন-প্রসঙ্গ) যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপ্রহরে ভোগরাগ-আরাতির পর বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবনাতে সকলে বিশ্রাম করেন। অপরাত্ন ৪। ঘটিকায় বিবহ-সভা আরম্ভ হয়। সভার প্রথমেই শ্রীমৎ ভক্তিশেখর যতি মহারাজ লিখিত “দীনের অর্ঘ্য”, শ্রীহরিদাস রায়-লিখিত “কৃপা-প্রার্থনা”, শ্রীমঠেব পৃষ্ঠপোষক ভট্টনৈক চিত্রিংসক লিখিত “মহাপ্রয়াণে শ্রীশ্রীশ্রোতী গোস্বামী” প্রভৃতি পুষ্পাঞ্জলি পাঠিত হয়। অতঃপর সভাপতি শ্রীং সন্ত মহারাজের অনুরোধে শ্রীমৎ জনার্দন মহারাজ বিভিন্ন দার্শনিক বিচারসহ শ্রীল শ্রোতী মহারাজের অলৌকিক জীবনাদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন; পরে শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ-শ্রীল শ্রোতী মহারাজের সহিত জীবদান্ত

সিদ্ধির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উল্লেখপূর্বক তাঁহার অতিমর্ত্য চরিতাবলী আলোচনা-পূর্বক ভাষণ দান করেন। সর্বশেষে সভাপতি মহারাজ গভীর তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত-মূলক আলোচনা-সহকারে শ্রীল মহারাজের সহিত তাঁহার বাল্যকাল হইতেই পারমাধিক সম্বন্ধ বিষয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষভাবে অবহিত করেন। সমস্ত উপস্থিত ঋজুপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীমৎ ভারতী মহারাজ, ঝাড়গ্রাম মঠে শ্রীমৎ যতি মহারাজ, টাটানগরের শ্রীমৎ ত্রাসী মহারাজ, চাষগ্রামের শ্রীমৎ নিকিঞ্চন মহারাজ, বোলপুরের শ্রীমৎ গিরি মহারাজ প্রভৃতির মধো শেষোক্ত স্বামীজী বাতীত অপর ৪৪ জন এবং আবেগ গৃহস্থভক্ত ভ্রমণ সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শ্রীল মহারাজের গুণগ্রাহী ও অনুকম্পিত তাকুগৃহ-গৃহস্থ-সজ্জনগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদানপূর্বক সমাদি-পীঠে তাঁহাদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া এবং সমাদিমন্দির নির্মাণাদির জন্য অনেকট সত্তা-শ্রমে অর্থাহত্ব্য করিয়া ২৫ জ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

বাকুড়া-ফেলার ছাতনা-জাভাপু-নামক পবিত্রস্থানে শ্রীল ভক্তভূদেব শ্রোতা মহারাজের বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। গিন্দুদ কুলীন ব্রাহ্মণ-কুলে শ্রীরামসুন্দর চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সরস্বতী দেবীকে ইনি পিতামাতা-রূপে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই বিজ্ঞানশিক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত, দর্শন ও বাংলায় স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করেন। পিতামাতার বিশেষ আগ্রহে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও দার পরিগ্রহ করেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সংসারাত্মম পরিত্যাগ-পূর্বক মাত্র ২৪ বর্ষ বয়সে জগদগুরু গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্কর শ্রীমদ্বক্ত্তিসিকান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণপ্রসন্ন করেন এবং পরবর্ত্তিকালে অষ্টোত্তর-শতনামী সন্ন্যাসদের অত্যন্তম ত্রিদণ্ড-সম্যাস গ্রহণ করেন। তিনি সুদীর্ঘকাল বাংলা “দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ” ও হিন্দী “ভাগবত”-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভারতের বিভিন্নস্থানে তিনি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বিমল প্রেম-ধর্মের কথা প্রচার করিয়া শ্রীগুরুপাদপদের স্বেশীকর্ষাদ লাভ করিয়াছেন।

বিগত ৭ই চৈত্র, ১৩৪১ (৫ই ২১শে মার্চ, ১৯৩৫) বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যমঠের “অবিজাহরণ নাট্যমন্দিরে” শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সভাপতিত্বে শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, কৃতিরত্ন মহোদয় (পরবর্ত্তিকালে পরিব্রাজক্যার্থ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্ত্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ) শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার ত্রিদণ্ডিপাদগণের শ্রীগুরু-গৌরাজ-মনোহভীষ্ট-প্রচার-সেবাচেষ্টা-সংক্ষেপে উল্লেখপূর্বক শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান

থাকেন, তাঁরই দ্বারা প্রিন্টিংপার ঐগৌড়ীভূমির শ্রীমতী মহারাজ প্রভু
সজ্জনগণের দ্বারা প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

অসমীয়া গুরুপাদস্বরূপ ঐগৌড়ীভূমি ১০০ শ্রীমতীভূমি প্রকাশন কেশব গোস্বামী-
প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক মাসিক "ঐগৌড়ী-পত্রিকা" ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (১৯৪৯
খৃষ্টাব্দ) হইতে ঐগৌড়ীভূমি মহারাজ প্রকাশনালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।
দীক্ষিত উপনীতের কাব্যগুণ, রস সংগ্রহের প্রবন্ধ উত্তর, গীতার বাণী
(জগদগুরু ঐগৌড়ীভূমি প্রদত্ত পত্রিকার মাধ্যমে), গৌড়ীয়া শক্তিপূজা, স্মৃতি
ও পুৰাণ ইতিহাস, আত্মজীবন কাহিনী, ইত্যাদি মহারাজের জন্মবর্ষ,
শকাব্দীয় জন্মকথা, বৈষ্ণব শাস্ত্র ও মাহাত্ম্য-মত, উপনিষদাদি, ঐগৌড়ী
গুরুপাদের বাসপত্রায় বক্তৃতা, গোপাল-তাপনী, পাষাণী কে ১, শ্রীকৃষ্ণ
মহাপ্রভু, সন্দর্ভ-সার (ঐগৌড়ী-সন্দর্ভ, অক্সিডেন্ট, প্রীতি-সন্দর্ভ) প্রভৃতি
দার্শনিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক, ভিত্তিবিবোধী মহারাজ নিরাময় প্রকাশিত
প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ঐগৌড়ীভূমি ১৫ম বর্ষ হইতে সম্পাদক-সময়ের
সময়-পত্রিকা প্রকাশিত হইল এবং ঐগৌড়ীভূমি উদ্ভাবিত হইল।
ও পরবর্তী দান করিলেন।

পরমাধ্যম ঐগৌড়ীভূমি প্রকাশনালয় ও পরবর্তীকালে পত্রিকা
মঠের ঐগৌড়ীভূমি ও ঐগৌড়ীভূমি-প্রকাশিত ঐগৌড়ীভূমি মহারাজ প্রকাশিত
করিয়াছেন। এ সম্পর্কে নবদ্বীপ, গুণবা, গুণবা, বাসুগাঁও, কোবটে প্রভৃতি
মঠাদিতে তিনি দ্বারা উপস্থিত থাকিয়া উক্ত প্রকাশিত-অভিষেকাদি কার্য
পরিচালনপূর্বক মঠের স্বেচ্ছাশ্রমে প্রাতি (স্বা-বাংলা) প্রকাশিত করিয়াছেন।
১৯৪০ দশক হইতে অসমীয়া গুরুপাদস্বরূপ সত্যত তাঁহার বিদেহ বসতি হইল
এবং নবদ্বীপ ও গুণবা মঠের পরিচালনা ও প্রকাশনাদিতে যোগদানপূর্বক
তিনি পত্রিকা-প্রকাশনালয় প্রকাশিত হইল। তিনি ঐগৌড়ীভূমি মহারাজের
দ্বারা অনুপ্রেরণিত হইয়া নবদ্বীপ ও গুণবা মঠে প্রকাশিত করিলেন। তাঁহার
সহল আর্থিক ব্যবস্থার প্রাতিভা হইতে উক্ত মঠের উচ্চমতে হইতে আরম্ভ
হইল। বালক পদার্থ তাঁহার প্রাতিভা হইল। প্রকাশিত হইল। তাঁহার
চিন্তা ও প্রেরণা দ্বারা ঐগৌড়ীভূমি হইল। নবদ্বীপ প্রকাশিত, প্রেমপ্রদীপ ও
"স্বা-বাংলা" এই প্রকাশিত হইল। উক্ত প্রকাশিত হইল। ২৪-শ্রী পুৰাণ
সংগ্রহ (ঐগৌড়ীভূমি) প্রকাশিত হইল। "স্বা-বাংলা"-
প্রকাশিত হইল। প্রকাশিত হইল। ঐগৌড়ীভূমি প্রকাশিত হইল।
হইয়া উহা প্রকাশিত হইল। প্রকাশিত হইল। প্রকাশিত হইল।

শ্রীসমিতি হইতে ভাইস-প্রেসিডেন্ট ত্রিদিগ্ভিঙ্গামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত নাগায়ণ মহারাজ তাঁহার নিকট হইতে ব্যাকরণ ও ভাষাগত সংশোধনাদি করাইবার পর উক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করায় তাঁহার নিকট সমিতি চিরকৃতজ্ঞ।

সংসারামাতন শ্রীল প্রভুপাদের অগ্রকটের পর শ্রীল শ্রোতী মহারাজ ভাংকোর বিভিন্ন প্রদেশে প্রবলোত্তমে কীৰ্ত্তনকাণী প্রচার করিতে থাকেন এবং তাঁহার প্রচারের ফলে বহু স্বকৃতিশালী ব্যক্তি সনাতন ধর্ম্মপথে আকৃষ্ট হন। এই সময়ে তিনি শ্রীগৌর-সারস্বত মঠ (ঝাড়গ্রাম), টাটার শ্রীরাধা-পোবিন্দ্রমন্দির, বোলপুর এবং চাঁষ প্রভৃতি স্থানে ক্ষুদ্রভক্তি প্রচারণকেন্দ্র শ্রীগঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া মননগণের পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করেন। তাঁহার সচিব শ্যামরত্নে বিভিন্নস্থানে থাকিয়া তাঁহার তুল্লভ সঙ্গ ও সান্নিধ্যলাভ করিয়াছিলেন, ইহাই আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

এইরূপে তাঁহার অদর্শনে ও সাক্ষ্য সেবালাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া শ্রীমৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ আমরা মর্ম্মাহত ও অদহ্য।

“কৃপা করি কৃষ্ণ মোদের দিয়াছিল। সঙ্গ।

স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছায় তৈল সঙ্গভঙ্গ।”

—জটনৈক বিরহী

—নিবেদন—

শ্রীপত্রিকার এই দ্বাদশ সংখ্যাই ৩৪শ বর্ষ পূর্ণ করিলেন। সহায় প্রাহকবৃন্দের নিকট সান্ত্বনয় নিবেদন,—ঋণীদের বিগত বার্ষিক দেয় ভিক্ষা ও আগামী বৎসরের জন্ত সেবাসুকুল্য প্রেরিত হয় নাই তাঁহার দয়া করিয়া শীঘ্রই সকল টাকা পাঠাইয়া আমাদিগকে যেন সেবার সুযোগ প্রদান করেন।

দ্বিতীয়তঃ মুদ্রণে অংশুসঙ্গিক ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধা হইয়া আগামী বর্ষের পত্রিকার ভিক্ষা ১০০০ টাকার স্থলে ১২০০ টাকা ধাৰ্য্য করিতে হইতেছে। অতএব, গ্রাহকবৃন্দ কৃপাপূর্ব্বক উহা সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করতঃ আমাদিগকে সেবার সহায়তা করিবেন।

বিনীত—

ত্রিদিগ্ভিঙ্গু শ্রীভক্তাবেদান্ত আচার্য্য,
সেবা-সচিব

জালামহা স্মরণ-বার্ষিকী শ্রীল আচার্যদেবের জন্মদিন

গত ২২শে আগষ্ট জালামহা স্মরণ-বার্ষিকী সজ্জনমণ্ডলী এক বিরাট ধর্ম-সভার আয়োজন করেন। তুরাস্থ শিমেঘালয় গোড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দমী-মহোৎসব শেষ করিয়া সমিতির আচার্য-সভাপতি ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীশ্রীমুক্তিবাদেদান্ত বামন গোস্বামী মহাবাজ স্মরণ-বার্ষিকী উৎসবচলী শ্রীপ্রাণেশচন্দ্র বায় চক্রবর্তীর অহরোধে ও তত্রস্থ ভক্তবৃন্দের গ্রহণে ১৫১৬ জন সদ্যসী ব্রহ্মচারীসহ তথায় উপস্থিত হন।

এই স্মরণ-বার্ষিকী শ্রীল আচার্যদেবের অভিমত—“সুধেন চরিত্রি কাণং নতি যঃ দীপ জঃ স্মরণঃ”। স্মরণরূপে দেবে যেন হয় যেন কৃত্রিম বৃন্দাবন। চারিদিকে পুষ্প সজ্জা বহুনার ছায় কতগুলি নদীদ্বারা পরিবেষ্টিত। স্থানে স্থানে আশ্রু, বকুল, অশ্বথ, বট, চিত্রিত্যক বৃক্ষ বৃন্দাবনের সেই বংশীবট, কেন্দ্রীষ ট, ধীর সমীরাদির কথা স্মরণ করায়। যেন প্রধানকার ভক্তমণ্ডলী পার্থিব ধর্ম-সম্পদে ধনী নয়, কিন্তু ভক্তি-সম্পদে আগ্রহী। এই ধর্মমন্ডায় যেন শাস্ত্রের সম্পদ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে।

জানীর বাজারের পূজা-মণ্ডপেই সভা আরম্ভ হয় বৈকাল ৫ ঘটিকা, কীটনান্তে সনাতন ধর্ম-সম্বন্ধে আচার্যদেবের ভাব, ভাষা, পরে চর্চা-যোগে ভারতের জীবনমুহূর্ত্ত দর্শন করান হয়। স্থান অসম্মূল্য-হেতু অসম্মূল্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হলেও জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নিবিশেষে শ্রোতাবৃন্দ ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বিমূর্ত্তিভাবে অবলম্বন করেন। ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভাষার মাধ্যমে বঙ্গবাস করেন এইখানে। বলা যায় হিন্দুধর্মের অপেক্ষা অহিন্দুধর্মেরই (মুসলমান) সমাবেশ অধিক বলিয়া পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীল গুরু মহারাজ তাঁদের প্রতি পরম স্নেহময় দৃষ্টিতে ভক্তিসিদ্ধান্ত ব্যাখ্যায় জানান যে, “একজন শুদ্ধ সনাতন আত্ম-কল্যাণকামী হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, ইত্যাদিতে কোন বিরোধ নাই। উপস্থিত বিদ্বন্মণ্ডলীর বিবরণে প্রকাশ যে, “একমাত্র শ্রীগোড়ীয় মঠের” প্রচারিত শাস্ত্রীয় সনাতন-পন্থাই বিশেষ সাদা, মৈত্রি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের পন্থানে সম্মিলিত করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত পৃথিবীর কোন সঙ্কীর্ণ নীতিতে যথার্থ ঐক্যতা আনতে অক্ষম।”

— শ্রীস্বরূপানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

৩

শ্রীগৌড়জনম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিস্টার্ড)

তারিখ—২৫৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ;
জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)।

সব সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পারম্যবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীচীনন্দন গৌরহরির
নিখিল ভূতন-মহানন্দী আনিত্যাব-তিথিপূজা (কাল্কটনী-পূর্ণিমা)
উপলক্ষ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি শ্রীমতীলীলা-
প্রসন্ন দেবদাস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী
মহারাজের শুভস্মরণে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ৯ই চৈত্র,
১৯৫৭ ইং ২৫ ১৮৩, বৃহস্পতিবার হইতে ১৪ই চৈত্র (ইং ২৯।৩।৮৩)
সুদক্ষর পান্ডু বৈদ্যনন্দ্যাপী বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই
মহানন্দ্যাপান প্রত্যহ পাত, বক্তৃতা, কীর্তন, ইষ্টপেজী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা,
মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে।

বিদ্যমান এই উপলক্ষ্যে শ্রীনবদ্বীপধামের অন্তর্গত নয়টি (৯টি)
দীপ সমন্বিত মহোৎসব-মহাদ্বীকীর্তন ও নগর সঙ্কীর্তন-মুখে যোজনক্ৰোশ
শ্রীধাম-পারিক্রমা হইবে।

ধনুপ্রায় সন্তান মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবাস্বব
যোগদান করিলে সমিতির মহন্তবর্গ পরমোদ্বিগত ও উৎসাহিত হইবেন।
এই মহানুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা
সমিতির সেবাকার্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যনুষ্ঠানী স্তুতি
অর্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাজ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং শ্রীনবদ্বীপধাম-
পারিক্রমা-পঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—তাং ১৫।১০।৮৯

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সত্যব্রত,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

তৃপ্তব্য :- কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে
হইলে পরিব্রাজকচাচা ত্রিদিবদ্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন
মহারাজের নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ৯ই চৈত্র (ইং ২৪।৩।৮৩), বৃহস্পতিবার ;—(১) **শ্রীগোক্রমদ্বীপ** (কীর্তনখা)—গঙ্গাস্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঙ্গা, গংগিগাছা, দুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-দুখন্দ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, নৃসিংহপল্লী : এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণখা)—মাজিরা, হাটতাপা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন ।

২। ১০ই চৈত্র (ইং ২৫।৩।৮৩), শুক্রবার ;—(১)—**শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখা)—গদখাল্লর কোল, ত্রেবরির কোল, কোলের জামাদ, কোলেরগঙ্গা, কোলেরবহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি ; ও (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চনখা)—রাহুপুর ; এবং অপরত্রে সহর নবদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা (পোড়া ঘায়া-স্থান) ।

৩। ১১ই চৈত্র (ইং ২৬।৩।৮৩), শনিবার ;—(৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনখা)—জাহ্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিজ্ঞানগর (সার্কভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) ; এবং (৬) **শ্রীমোদক্রমদ্বীপ** (দাস্যখা)—মামগাছি (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস) ।

৪। ১২ই চৈত্র (ইং ২৭।৩।৮৩), রবিবার ;—(৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখাখা)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দাকপুর ও গঞ্জেরডাঙ্গা ; এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণখা)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোনডাঙ্গা, নেবারচর, বেলপুকুর ; এবং (৯) **শ্রীঅমৃতদ্বীপ** (অন্ননিবেদনখা)—শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অন্নন, শ্রীঐশ্বর্য-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্র-শেখর আচার্য্য-ভবন), জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীধর-অন্নন ও শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে মঠে প্রত্যাবর্তন ।

৫। ১৩ই চৈত্র (ইং ২৮।৩।৮৩), সোমবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব** ।

৬। ১৪ই চৈত্র (ইং ২৯।৩।৮৩), মঙ্গলবার ;—**সাধারণ-মহোৎসব** (মহাপ্রসাদ বিতরণ) ।

জ্ঞাতব্য :—যাত্রিগণ হাক্কা থালা ও ঘটি এবং বাহারি মঠে রাতিখাসে ইচ্ছুক ভাহারা মশারীসহ বিড়ানা অবস্থায় সন্ধ্যা আনিবেন এবং ৮ই চৈত্র (ইং ২৩।৩।৮৩) বুধবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইবেন । এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবসের পূর্বেই কেহ আসিলে মঠে থাকার ও গ্রন্থাদিদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না । পরিক্রমা ৯ই চৈত্র (ইং ২৪।৩।৮৩) বৃহস্পতিবার হইতে প্রাতঃ ৫টার সময় আরম্ভ হইবে ।

ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ ଶେଷାଦ୍ର ସମ୍ପାଦିତ ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ ପତ୍ରିକା-ପ୍ରକାଶକେନ୍ଦ୍ରମସ୍ତୁ

- ୧ । ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ ପତ୍ରିକା-ପ୍ରକାଶକେନ୍ଦ୍ରମ, ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ (ବଳିଆ) ।
- ୨ । ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ ପତ୍ରିକା-ପ୍ରକାଶକେନ୍ଦ୍ରମ, ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ (ବଳିଆ) ।
- ୩ । ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ ପତ୍ରିକା-ପ୍ରକାଶକେନ୍ଦ୍ରମ, ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ (ବଳିଆ) ।
- ୪ । ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ ପତ୍ରିକା-ପ୍ରକାଶକେନ୍ଦ୍ରମ, ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ (ବଳିଆ) ।
- ୫ । ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ ପତ୍ରିକା-ପ୍ରକାଶକେନ୍ଦ୍ରମ, ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ (ବଳିଆ) ।
- ୬ । ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ ପତ୍ରିକା-ପ୍ରକାଶକେନ୍ଦ୍ରମ, ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ (ବଳିଆ) ।
- ୭ । ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ ପତ୍ରିକା-ପ୍ରକାଶକେନ୍ଦ୍ରମ, ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ (ବଳିଆ) ।
- ୮ । ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ ପତ୍ରିକା-ପ୍ରକାଶକେନ୍ଦ୍ରମ, ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ (ବଳିଆ) ।
- ୯ । ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ ପତ୍ରିକା-ପ୍ରକାଶକେନ୍ଦ୍ରମ, ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ (ବଳିଆ) ।
- ୧୦ । ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ ପତ୍ରିକା-ପ୍ରକାଶକେନ୍ଦ୍ରମ, ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ (ବଳିଆ) ।
- ୧୧ । ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ ପତ୍ରିକା-ପ୍ରକାଶକେନ୍ଦ୍ରମ, ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ (ବଳିଆ) ।
- ୧୨ । ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ ପତ୍ରିକା-ପ୍ରକାଶକେନ୍ଦ୍ରମ, ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ (ବଳିଆ) ।
- ୧୩ । ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ ପତ୍ରିକା-ପ୍ରକାଶକେନ୍ଦ୍ରମ, ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ (ବଳିଆ) ।
- ୧୪ । ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ ପତ୍ରିକା-ପ୍ରକାଶକେନ୍ଦ୍ରମ, ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ (ବଳିଆ) ।
- ୧୫ । ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ ପତ୍ରିକା-ପ୍ରକାଶକେନ୍ଦ୍ରମ, ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିକ୍ରମ (ବଳିଆ) ।

BOOK-POST

Sl. No

To

From—

Shri Gaudiya-Patrika Office.

SHRI JEEVANANDA GOUDIYA MATH

P.O. Nabadvip (Gouda), W. Bengal.

Pin-741302, Phone : 8170-247